সাহিত্য-পরিষদ্-গ্রন্থাবলী—৫৮

শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন

মহাকবি চণ্ডীদাস-বিরচিত

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অবসর-প্রাপ্ত অধ্যাপক
শ্রীবসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ
সম্পাদিত

তৃতীয় সংস্করণ

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ
১৩৪৯

কলিকাতা
২৪৩।১ আপার সারকুলার রোড
বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্ মন্দির হইতে
শ্রীরামকমল সিংহ কর্ত্তৃক প্রকাশিত

প্রথম সংস্করণ—১৩২৩
দ্বিতীয় সংস্করণ—১৩৪২
তৃতীয় সংস্করণ—১৩৪৯

মূল্য—পরিষদের সদস্য-পক্ষে—৩৲
সাধারণ-পক্ষে—

শনিরঞ্জন প্রেস
২৫।২ মোহনবাগান রো
কলিকাতা হইতে
শ্রীসৌরীন্দ্রনাথ দাস কর্ত্তৃক
মুদ্রিত

মুখবন্ধ

বসন্ত বাবুর নিতান্ত ইচ্ছা, আমি এই পুস্তকের একটা মুখবন্ধ লিখিয়া দিই। তাঁহার অনুরোধ এড়াইতে পারিলাম না। কিছু লিখিতে হইল।

আমি তখন সাহিত্য-পরিষদের সম্পাদক ছিলাম। এক দিন বসন্ত বাবু আমাকে সংবাদ দিলেন, তিনি চণ্ডীদাসের একখানি নূতন পুস্তক আবিষ্কার করিয়াছেন। এ পর্য্যন্ত কেহ উহার অস্তিত্ব জানিত না। শুনিয়া চমকিয়া উঠিলাম। পরে যখন পুথিখানি দেখিলাম, তখন দেখিলাম, একটা নূতন জিনিষ বটে।

চণ্ডীদাসের নামে বাঙ্গালী চিরকাল মুগ্ধ;—চণ্ডীদাসের নূতন গ্রন্থের নামে চমক লাগিবারই কথা। সাহিত্য-পরিষদের চেষ্টায় চণ্ডীদাসের অনেক নূতন পদ প্রকাশিত হইয়াছে। সাহিত্য-পরিষদের শৈশবেই আমার বাল্যবন্ধু শ্রীযুক্ত নীলরতন মুখোপাধ্যায় পরিষৎ-পত্রিকায় অনেকগুলি নূতন পদ প্রকাশ করেন। নীলরতন বাবু বীরভূমির অধিবাসী—তিনি তখন কীর্ণাহার ইস্কুলে শিক্ষকতা করিতেন,—এখন রামপুরহাটে শিক্ষকতা করেন। তিনি পরে আরও বহুসংখ্যক পদের সন্ধান পান। তাঁহার সংগৃহীত পদগুলি তিনি পরিষৎকর্ত্তৃক প্রকাশার্থ আমার হাতে দিয়াছিলেন—পরিষৎ তাঁহাকেই সম্পাদক নিযুক্ত করেন এবং তাঁহারই সম্পাদকতায় চণ্ডীদাসের পদাবলী পরিষৎকর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে। সেই পদাবলীমধ্যে তাঁহার আবিষ্কৃত ঐ সকল পদ স্থান পাইয়াছে। নীলরতন বাবুর সম্পাদিত পদাবলীতে ৮৩০টি পদ আছে;—ইহার পূর্ব্বে চণ্ডীদাসের ভণিতাযুক্ত এতগুলি পদ আর কোথাও প্রকাশিত হয় নাই।

নীলরতন বাবুর সম্পাদিত এবং পরিষৎকর্ত্তৃক প্রকাশিত চণ্ডীদাসের পদাবলী সম্বন্ধে কিছু আলোচনা হইয়াছিল; কিছু প্রতিকূল সমালোচনাও হইয়াছিল। প্রথম প্রশ্ন উঠে, চণ্ডীদাসের ভণিতা থাকিলেই পদটি বস্তুতঃ চণ্ডীদাসের রচিত বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে, তাহার মানে কি? প্রশ্নটি সমীচীন বটে। জাল চণ্ডীদাস যে জন্মে নাই, তাহা কেহ হলপ করিয়া বলিতে পারিবেন না। চণ্ডীদাসের নামের এমন মাহাত্ম্য যে, অনেক অকবিও স্বরচিত পদের গৌরব বাড়াইবার জন্য চণ্ডীদাসের ভণিতা চালাইয়া থাকিবেন। চালাইয়া থাকিবেন কেন, এরূপ অনেক পদ নিশ্চয় চলিয়া গিয়াছে। কিন্তু কোন্ পদটি আসল চণ্ডীদাসের, আর কোন্টি নকল বা জাল, তাহা নির্ণয় করিবার উপায় কি? এ বিষয়ের আলোচনায় দুই রকম প্রমাণ আবশ্যক হয়—বাহিরের প্রমাণ ও ভিতরের প্রমাণ। চণ্ডীদাসের পদাবলী সঙ্কলন ব্যাপারে কোনরূপ বাহিরের প্রমাণ পাওয়া যায় না। ভিতরের প্রমাণ ভাষা ও ভাব লইয়া। কোন একটি পদের বিচার করিতে হইলে প্রথমে দেখিতে হইবে, এই ভাষা চণ্ডীদাসের সময়ে প্রচলিত ভাষা বটে কি না এবং চণ্ডীদাসের নিজস্ব ভাষা বটে কি না? বসন্ত বাবুর আবিষ্কৃত কৃষ্ণকীর্ত্তন গ্রন্থে একবারে প্রতিপন্ন হইয়া গেল যে, চণ্ডীদাসের কোন পদই অবিকৃত নাই—এ পর্য্যন্ত চণ্ডীদাসের নামে যত কিছু পদ বাহির হইয়াছে, সকল পদেরই ভাষা হালের ভাষা। চণ্ডীদাসের সময়ের ভাষা—চণ্ডীদাসের নিজের ভাষা—এত কাল অজ্ঞাত ছিল। এ পর্য্যন্ত চণ্ডীদাসের নামে যত পদ চলিয়া আসিতেছে, কোনটার ভাষাই চণ্ডীদাসের ভাষা নহে। তার পরে দেখিতে হইবে যে, এই পদের ভাব চণ্ডীদাসের যোগ্য কি না—চণ্ডীদাসের কলম হইতে এইরূপ জিনিষ বাহির হইতে পারে কি না? পাঠকের রুচিভেদ অনুসারে এই প্রশ্নের উত্তর দিতে হয়। একের মতে যাহা চণ্ডীদাসের যোগ্য, অন্যের বিবেচনায় তাহা হয় ত সম্পূর্ণ অযোগ্য। বর্ত্তমান অবস্থায়

কোন সম্পাদকের বিবেচনায় ভর করিয়া কোন পদকে খারিজ করা নিরাপৎ নহে। আমার বিবেচনায় চণ্ডীদাসের ভণিতা দেখিলেই এখন তাহা প্রকাশ করা উচিত—ভবিষ্যতে সমালোচনার সময় আসিবে—বিচার-বিতর্কের পর স্থির হইবে, কোন্‌টা আসল, আর কোন্‌টা নকল।

নীলরতন বাবু চণ্ডীদাসের ভণিতাযুক্ত সকল পদকেই পদাবলীমধ্যে স্থান-দিয়াছেন। বিচারের ভার তিনি নিজের উপর লন নাই—সাহিত্য-সমাজের উপর ফেলিয়াছেন। আমার বিবেচনায় তিনি ভালই করিয়াছেন।

দ্বিতীয় বিতর্ক উঠিয়াছিল, বানান লইয়া। পদাবলীর পাঠকদের মধ্যে যাঁহারা কেবল রসলিপ্সু, তাঁহারা কোন্‌ শব্দের বানান কিরূপ হইবে, তজ্জন্য আদৌ ব্যাকুল নহেন। কিন্তু সাহিত্য-পরিষদের প্রকাশিত গ্রন্থ কেবল কাব্যরস-পিপাসুর জন্য প্রচারিত হয় না। এ কালে ভাষা-বিজ্ঞান নামে একটা বিজ্ঞানবিদ্যা গড়িয়া উঠিয়াছে; সাহিত্য-পরিষৎ মুখ্যতঃ ঐ বিজ্ঞানামোদীদের মুখ চাহিয়া গ্রন্থ প্রচার করেন। এই বিজ্ঞান নিতান্ত নীরস বিদ্যা। ইহা চণ্ডীদাসের পদেরও সমুদয় রস নিংড়াইয়া ফেলিয়া কেবল তাহার ছিবড়া ভক্ষণের জন্য লালায়িত। চণ্ডীদাসের নিকট রামী রজকিনীর প্রেম নিকষিত হেমতুল্য ছিল কি না, ভাষা-বিজ্ঞান তাহাতে কিছুমাত্র বিচলিত নহেন; রামীর নাম চণ্ডীদাস দীর্ঘ-ঈ-কারান্ত, না হ্রস্ব-ই-কারান্ত করিয়া লিখিতেন, তাহা স্থির না করিতে পারিলে এই বিজ্ঞানের সোয়াস্তি হয় না। রজকের স্ত্রী কতকাল হইতে সংস্কৃত ব্যাকরণের বন্ধন এড়াইয়া রজকী হইতে রজকিনীতে পরিণত হইয়াছে, তজ্জন্য এই বিজ্ঞানবিদ্যার শিরঃপীড়া ঘুচে না। সাহিত্য-পরিষৎ এই বিজ্ঞানবিদ্যার খাতিরে পুরাণ পুথি পাইলেই তাহার "যথা দৃষ্টং তথা লিখিতং" বানান বজায় রাখিয়া ছাপিতে দেন। একাধিক পুথি পাইলে, তাহার মধ্যে একখানিকে আদর্শ পুথি ধরিয়া, তাহার বানান অনুসরণ করেন, আর অন্য পুথির বানান-ভেদ ছোট হরপে ফুটনোটে পাঠান্তরস্বরূপে প্রকাশ করেন। উদ্দেশ্য—এই সকল পাঠভেদ মিলাইয়া পণ্ডিতে পণ্ডিতে লড়াই চলিবে এবং সে কালে বাঙ্গালা শব্দের বানান এবং উচ্চারণ কিরূপ ছিল, তৎসম্বন্ধে একটা মীমাংসা হইবে। সাধারণ পাঠকে এই পণ্ডিতের লড়াইয়ে কৌতুক দেখে;—ফলে এই হয় যে, পরিষদ্‌গ্রন্থাবলী-ভুক্ত মুদ্রিত পুস্তকের পাতা উল্টাইতে সাধারণ পাঠকের আতঙ্ক হয়; উহা অপাঠ্য বলিয়াই পরিত্যক্ত হয়; বহিগুলি পোকায় কাটে এবং অবশেষে কাগজের দামে বেচিতে হয়।

নীলরতন বাবুর সঙ্কলিত পদাবলীতে পরিষদের এই সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম হইয়াছিল। নীলরতন বাবু বৈজ্ঞানিকোচিত ধৈর্য্য রাখিয়া চণ্ডীদাসের যথা দৃষ্টং তথা লিখিতং সংস্করণ বাহির করিতে পারেন নাই বা সম্মত হন নাই। পরন্তু নিজের খেয়ালের উপর বানান সংশোধন করিয়া—এ কালের বানান বসাইয়া পদাবলী ছাপাইয়াছেন। ফলে সাধারণ পাঠকের পক্ষে তাঁহার সঙ্কলিত পদাবলী সুপাঠ্য হইয়াছে বটে, কিন্তু ভাষা-বিজ্ঞানের তত্ত্বান্বেষীর পক্ষে ঐ সংস্করণ অতি অকিঞ্চিৎকর হইয়া পড়িয়াছে। এ জন্য নীলরতন বাবু তিরস্কারের ভাগী হইয়াছেন এবং আমিও এই অপকর্ম্মের প্রশ্রয় দিয়াছি বলিয়া কিঞ্চিৎ গঞ্জনা পাইয়াছি।

কিন্তু বসন্ত বাবু কর্ত্তৃক চণ্ডীদাসের কৃষ্ণ-কীর্ত্তন আবিষ্কারের পর এখন দেখিতেছি, নীলরতন বাবুরই জিত। পুরাতন পুথির পুরাতন বানান রক্ষা করিবার জন্য তিনি যদি পরিশ্রম করিতেন, তাহা নিতান্তই পণ্ডশ্রম হইত। এই নব-প্রকাশিত কৃষ্ণকীর্ত্তনের ভাষা যদি চণ্ডীদাসের ভাষা হয়, তাহা হইলে এ পর্য্যন্ত চণ্ডীদাসের যত সংস্করণ বাহির হইয়াছে, যত পদ সংগৃহীত হইয়াছে, যত পুথি লইয়া আলোচনা হইয়াছে—কোনটারই ভাষা চণ্ডীদাসের ভাষা নহে, সর্ব্বত্রই খাঁটি চণ্ডীদাসের খাঁটি ভাষা বিকৃত, রূপান্তরিত, 'আধুনিকতাপাদিত' হইয়া গিয়াছে। এত কাল আমরা যে ভাষাকে চণ্ডীদাসের ভাষা বলিয়া জানিতাম, সে ভাষা চণ্ডীদাসের ভাষাই নহে—তাহা এ কালের ভাষা—চণ্ডীদাসের তুলনায় অত্যন্ত এ কালের ভাষা—গায়কদের হাতে এবং পুথিলেখকদের হাতে পড়িয়া আধুনিক ছাঁচে ফেলা ভাষা। সে ভাষা যখন চণ্ডীদাসের ভাষাই নহে, তখন সে ভাষার বানানের খুঁটিনাটি লইয়া আলোচনা নিতান্তই পণ্ডশ্রম হইত।

যিনি এই কৃষ্ণকীর্ত্তনের পাতা উল্টাইবেন, তিনিই এই কথায় সায় দিবেন। এই কৃষ্ণকীর্ত্তন গ্রন্থ বাঙ্গালা ভাষার ও বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাসে নূতন পরিচ্ছেদের যোজনা করিবে—ইতিহাসের পুরাণ পরিচ্ছেদের নূতন গড়ন দিবে।

কৃষ্ণকীর্ত্তন গ্রন্থের একখানি মাত্র পুথি পাওয়া গিয়াছে—তাহাও খণ্ডিত, শেষের কতকগুলা পাতা নাই। একখানি মাত্র পুথি বলিয়া ইহা অবিকল ছাপান সম্ভবপর হইয়াছে—প্রত্যেক শব্দের বানান অবিকৃত করিয়া ছাপিবার চেষ্টা হইয়াছে। ছাপাখানার কল্যাণে হয় ত ভুলভ্রান্তি থাকিয়া গিয়াছে—তথাপি মোটের উপর বলা যাইতে পারে যে, বাঙ্গালার আর কোন গ্রন্থ এ পর্য্যন্ত এত সাবধানতার সহিত সম্পাদিত হয় নাই। গ্রন্থখানির মাহাত্ম্য এতই অধিক যে, পরিষদের অর্থ-সামর্থ্য থাকিলে ইহার আদ্যোপান্ত ফটোগ্রাফ করিয়া ছাপান উচিত হইত। যাহা হউক, বসন্তরঞ্জন বাবু যেরূপ যত্নের সহিত ইহার খুঁটিনাটি বজায় রাখিয়া, ইহার সম্পাদন করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার বিদ্বদ্বল্লভ উপাধি সার্থকই হইয়াছে।

কয়টি বিশিষ্ট কারণে গ্রন্থখানি মহামূল্য। সংক্ষেপে তাহার উল্লেখ করিয়া আমি বিদায় লইব।

প্রথম, পুস্তকের রচনা-কাল। সন-তারিখের সমস্যা এ দেশের ইতিহাসে সব চেয়ে জটিল সমস্যা। যুধিষ্ঠির হইতে বুদ্ধদেব, বুদ্ধদেব হইতে কালিদাস, কালিদাস হইতে লক্ষ্মণসেন, কোন ব্যক্তিরই আবির্ভাব-তিরোভাবের বৎসর-তারিখ নিঃসংশয়ে নির্দ্দিষ্ট হয় নাই—পণ্ডিতেরা কেবলই মাথা খুঁড়িতেছেন ও কথা কাটাকাটি করিতেছেন। চণ্ডীদাস ত দূরের কথা। সে কালের বাঙ্গালা গ্রন্থের রচয়িতাদের কেহ গ্রন্থশেষে আপনার বংশপরিচয় দিতেন, কেহ বা দয়া করিয়া রচনার কালটা দিবারও চেষ্টা করিতেন। যিনি পুথি নকল করিতেন, তিনিও গ্রন্থশেষে আপনার নাম-ধাম ও নকল করিবার তারিখ দিতেন। কিন্তু আমাদের এমনই ভাগ্য-দোষ যে, পুরাণ পুথির শেষের দিক্‌টাই হয় ত খণ্ডিত হইয়া পড়ে, অথবা শেষ পাতাটা বর্ত্তমান থাকিলেও বাঙ্গালা দেশের পোকা ঠিক তারিখের অঙ্কটাই পছন্দ করিয়া কাটিয়া ফেলে। কোন কোন গ্রন্থকার গ্রন্থ-পরিচয় দিতে গিয়া রচনার বার, তিথি, নক্ষত্র, অতি সূক্ষ্মভাবে নির্দ্দেশ করেন, কেবল বৎসরটা নির্দ্দেশ করিতে ভুলিয়া যান। চণ্ডীদাসের কৃষ্ণকীর্ত্তন গ্রন্থ এত দিন লুপ্ত ছিল, এত কালে ব্যক্ত হইল বটে, কিন্তু শেষ দিকে খণ্ডিত হইয়া দেখা দিল। কাজেই পুথির মধ্যে উহার কালনির্ণয় হইল না। চণ্ডীদাসের কোন পরিচয় গ্রন্থশেষে ছিল কি না, জানা গেল না; হয় ত ছিল না। কিন্তু পুথিখানি কে কবে নকল করিয়াছেন, তাহার পরিচয় হয় ত ছিল। কিন্তু তাহাও লুপ্ত থাকিল, ব্যক্ত হইল না। এখন পুথির হরফ দেখিয়া পণ্ডিতেরা তর্কবিতর্ক করুন। শ্রীমান্ রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞ; তিনি এ বিষয়ে আলোচনা করিয়াছেন; তাঁহার আলোচনা পাঠকেরা এই গ্রন্থের ভূমিকায় দেখিবেন। তিনি বলেন—এই পুথিখানিই সম্ভবতঃ প্রাচীনতম বাঙ্গালা হরপের পুথি—উহার চেয়ে পুরাণ পুথি এ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই। হরপ দেখিয়া তিনি অনুমান করেন, পুথির তারিখ খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দী হইতে পারে—সম্ভবতঃ ঐ শতাব্দীর প্রথম ভাগেই হইতে পারে। তাহাই যদি হয়, তাহা হইলে পুথিখানি হয় ত চণ্ডীদাসের সমসাময়িক;—কেন না, চণ্ডীদাসের আবির্ভাবকালকে উহার আগে টানিয়া লওয়া চলে না। এই পুথি চণ্ডীদাসের স্বহস্তলিখিত হইতেও পারে, এইরূপ কল্পনাতেও আনন্দ পাওয়া যাইবে। চণ্ডীদাসের নিজের হাতে লেখা না হইলেও তিনি জীবিত থাকিতেই তাঁহার সমসাময়িক লোকের হাতে লেখা হইতে পারে। বাঙ্গালা হরপের উৎপত্তি ও পরিণতি বিচার যে সকল পণ্ডিতের ব্যবসায়, এই পুথিখানি তাঁহারা সমাদরে গ্রহণ করিবেন।

দ্বিতীয় কথা—গ্রন্থের ভাষা। যাঁহারা ভাষাতত্ত্বের আলোচনা করেন, তাঁহাদের কাছেও এই গ্রন্থ পরম আদরে গৃহীত হইবে। চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে পশ্চিম-বাঙ্গালার খাঁটি ভাষার নমুনা এই গ্রন্থে পাওয়া গেল। সেই ভাষা সম্পূর্ণ অবিকৃত ভাবে এখানে রক্ষিত হইয়াছে, তাহার উপরে হাত ফলাইতে কেহ অবকাশ পায় নাই। শূন্যপুরাণের ভাষা চণ্ডীদাসের ভাষা হইতে প্রাচীন বটে, কিন্তু শূন্যপুরাণের পুথি তত পুরাণ পুথি নহে, কাজেই সেখানে নমুনা খাঁটি নাই।

শাস্ত্রী মহাশয়ের আবিষ্কৃত বৌদ্ধ গান ও দোঁহার ভাষা আরও প্রাচীন—এত প্রাচীন যে, ঐ ভাষা বাঙ্গালা বটে কি না, তাহা প্রতিপন্ন করিবার জন্য শাস্ত্রী মহাশয়কে প্রয়াস পাইতে হইয়াছে। কিন্তু সেখানেও পুথির বয়স ও ভাষার বয়স সমান নহে, নমুনা হয় ত খাঁটি নাই। যাহা হউক, বৌদ্ধ গান ও দোঁহা,—তার পরে শূন্যপুরাণ,—তার পরে এই চণ্ডীদাস,—প্রাচীন বাঙ্গালা ভাষার ইতিহাস নিরূপণে পর পর এই তিনটা ধাপ পাওয়া গেল। এখন বাঙ্গালা ভাষার উন্নতি ও পরিণতি নিরূপণে ভাষাতত্ত্বের অধিকারী পণ্ডিতেরা দশ বৎসর ধরিয়া বিতণ্ডা চালাইবার সুযোগ পাইলেন। বসন্তরঞ্জন বাবু নিজে ভাষাতত্ত্বের আলোচনায় সুবিজ্ঞ—তিনি কোমর বাঁধিয়া এ সম্বন্ধে আলোচনা করিতে সর্ব্বদা প্রস্তুত। এই গ্রন্থেই পাঠকেরা তাহার সম্যক্ পরিচয় পাইয়াছেন। কৃষ্ণকীর্ত্তন গ্রন্থের শেষে তিনি যে টীকা যোগ করিয়াছেন, তাহাতে প্রত্যেক শব্দের আলোচনায় যে সূক্ষ্ম বিচার আছে, সংস্কৃত প্রাকৃত হইতে আরম্ভ করিয়া অসমীয়া, উড়িয়া, হিন্দী প্রভৃতি যে সকল প্রাদেশিক ভাষার সহিত তুলনামূলক আলোচনা আছে—তাহাতেই পাঠকেরা তাঁহার বল পরীক্ষা করিবেন। আমি অব্যবসায়ী,—আমি তাঁহার উপর বরাত দিয়াই ক্ষান্ত থাকিলাম। বাঙ্গালা ভাষায় Etymology প্রকরণে এই গ্রন্থের নমুনা যেমন কাজে লাগিবে, আর কোন গ্রন্থ বোধ হয়, তেমন লাগিবে না। কেন না, ইহাতে যে নমুনা আছে, তাহা খাঁটি নমুনা,—সাত নকলে আসল জিনিষটা নষ্ট হইতে পারে নাই।

তার পরে তৃতীয় কথা;—তবে সত্যই কি এই ভাষাই চণ্ডীদাসের ভাষা? যে চণ্ডীদাসের ভাষার ধ্বনি এত কাল আমাদের কাণের ভিতর দিয়া মরমে পশিয়া আকুল করেছে মোদের প্রাণ—এই ভাষা কি সেই চণ্ডীদাসের? এত কাল তবে আমরা যে ভাষার সুরে মুগ্ধ, অভিভূত, অবসন্ন হইতেছিলাম, সে ভাষা কি চণ্ডীদাসের নিজের ভাষা নয়? একই চণ্ডীদাস কখনও এই দুই ধরণের ভাষায় কথা কহিতে পারেন না। তবে কি আমাদের চিরপরিচিত চণ্ডীদাস আর এই নবাবিষ্কৃত চণ্ডীদাস এক চণ্ডীদাস নহেন? চণ্ডীদাস কি দুই জন ছিলেন? দুই জনেই বড়ু চণ্ডীদাস, বাশুলীর আদেশে গান-রচনায় নিপুণ, রামী রজকিনীর বঁধু। তাহা ত হইতে পারে না। একজন তবে কি আসল, আর একজন নকল? কে আসল, কে নকল? ইত্যাদি নানা সমস্যা, নানা প্রশ্ন, বাঙ্গালা সাহিত্যে উপস্থিত হইবে। সেই সকল সমস্যার মীমাংসায় আমার অধিকার নাই। বসন্ত বাবু মীমাংসার চেষ্টা করিয়াছেন। আমার মতে—কৃষ্ণকীর্ত্তনের চণ্ডীদাসই যে খাঁটি চণ্ডীদাস, তাহা অস্বীকারের হেতু নাই। সেই চণ্ডীদাসের ভাষাই এই কৃষ্ণকীর্ত্তন গ্রন্থে নূতন আবিষ্কৃত হইল—সেই ভাষাই কালে গায়কের মুখে রূপান্তরিত হইয়া প্রচলিত পদাবলীতে এ কালের ভাষায় দাঁড়াইয়াছে, ইহাতে সংশয়ের আমি হেতু দেখি না।

কৃষ্ণকীর্ত্তনের ভাষায় চণ্ডীদাসের সুর পাওয়া যায় কি না, চণ্ডীদাসের পদের রস, তাহার উন্মাদনা, এই কৃষ্ণকীর্ত্তনের ভাষায় আছে কি না, রসজ্ঞেরা তাহার বিচার করিবেন। আমাদের পক্ষে এই কৃষ্ণকীর্ত্তনের ভাষা অপরিচিত, অনভ্যস্ত, নূতন—আমাদের কাণে উহা অভ্যস্ত নহে। চণ্ডীদাসের সময়ে যাহারা চণ্ডীদাসের গান শুনিত, তাহাদের নিকট ঐ ভাষা পরিচিত ভাষা ছিল,—তাহাদের কাণ ঐ ভাষায় অভ্যস্ত ছিল—তাহারা ঐ ভাষার পদেই যে রস, যে উন্মাদনা পাইত, আমরা এখন তাহা পাইব না। কিন্তু এই প্রশ্নের আলোচনা আবশ্যক; তাই প্রসঙ্গ তুলিয়া রাখিলাম।

সাহিত্য-পরিষৎ কর্ত্তৃক এই অপূর্ব্ব গ্রন্থ প্রকাশিত হইল। গ্রন্থের আবিষ্কর্ত্তা বসন্তরঞ্জন বাবু ইহা খাঁটি চণ্ডীদাসের লেখা বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন; আরও অনেক সুধী ব্যক্তি ইহা চণ্ডীদাসের রচনা বলিয়াই গ্রহণ করিয়াছেন;—আমিও সে বিষয়ে সংশয় করি না। এই অপূর্ব্ব গ্রন্থ হইতে—চণ্ডীদাসের এই লুপ্ত গ্রন্থ হইতে, বাঙ্গালা ভাষার ও বাঙ্গালা সাহিত্যের সম্পর্কে নানা সমস্যার সমাধান হইবে। বাঙ্গালা লিপির ইতিহাস, বাঙ্গালা উচ্চারণের ইতিহাস, বানানের ইতিহাস, বাঙ্গালা ভাষার ইতিহাস, বাঙ্গালা ছন্দের ইতিহাস, বাঙ্গালা পদসাহিত্যের ইতিহাস, ইত্যাদি নানা ইতিহাসের নানা প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যাইবে। প্রত্যেক প্রশ্নই বড় প্রশ্ন—প্রত্যেক প্রশ্নের উত্তরে

পণ্ডিতদের মধ্যে বিচার-বিতর্ক আলোচনা চলিবে। কিন্তু এ সকল প্রশ্ন যতই গভীর হউক, এ সকল তত্ত্বকথার যতই মাহাত্ম্য থাকুক, চণ্ডীদাসের নামের মাহাত্ম্যে সে সকলই ক্ষুদ্র হইয়া যায়। চণ্ডীদাসের নামের ছাপ যে কবিতার উপরে আছে, তাহা তখনই তাহার প্রাদেশিকতা হারাইয়া মানব-সাহিত্যের কোঠায় গিয়া পৌছে—বাঙ্গালা সাহিত্যকে তখনই তাহা নিম্ন হইতে অতি ঊর্দ্ধে তুলিয়া দেয়।

কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি কালিনী নই কূলে। দাসী হঞাঁ তার পাএ নিশিবোঁ আপনা॥
কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি এ গোঠ গোকুলে॥ কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি চিত্তের হরিষে।
আকুল শরীর মোর বেআকুল মন। তার পাএ বড়ায়ি মোঁ কৈলোঁ কোণ দোষে॥
বাঁশীর শবদেঁ মো আউলাইলোঁ রান্ধন॥ আঝর ঝরএ মোর নয়নের পাণী।
কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি সে না কোন জনা। বাঁশীর শবদেঁ বড়ায়ি হারায়িলোঁ পরাণী॥

কালিন্দী নদীর কূলে, গোকুলের গোঠে, অবিরত যে বংশীধ্বনি হইতেছে, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে তাহা গোলোক অভিমুখে আকর্ষণ করিতেছে। বড়ু চণ্ডীদাস বাঙ্গালী জাতিকে তার দূরাগত প্রতিধ্বনি শুনাইয়া গিয়াছেন; সেই বাঁশীর স্বরের নিকটে সকল তত্ত্বকথা ও শাস্ত্রকথা মিলাইয়া যায়। বড়ু চণ্ডীদাসের সেই হারাণ বাঁশীর উদ্ধার করিয়া সাহিত্য-পরিষদের জীবন সার্থক হইল—এবং বসন্তরঞ্জন রায় মহাশয় সাহিত্য-পরিষদের জন্মদিন হইতে আজ পর্য্যন্ত তেইশ বৎসর ধরিয়া সাহিত্য-পরিষৎকে যে একমনে, তন্ময়চিত্তে, অবিচলিত নিষ্ঠার সহিত পূজা করিয়া আসিতেছেন, আমি আজি পূর্ণানন্দে তাঁহাকে জানাইতেছি, তাঁহার পূজাও আজি সার্থক হইল। আমি তাঁহাকে বলিতেছি, আজি আপনি ধন্য হইলেন এবং আমার মধ্যবর্ত্তিতায় যদি এই কর্ম্মের অনুষ্ঠানে কিঞ্চিৎ আনুকূল্য হইয়া থাকে, তাহা হইলে ধন্যোঽহং কৃতকৃত্যোঽহম্।

শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী

প্রথম বারের সম্পাদকীয় বক্তব্য

প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের অনুশীলন করিতে হইলে মুদ্রিত পুস্তকের উপর নির্ভর করা চলে না এবং উচিতও নয়। ছাপা বইর ভাষা প্রায়শঃ আদর্শ হইতে স্বতন্ত্র—একবারে নূতন ছাঁচে ঢালা। ছাপাতে প্রাচীন রূপ পাইবার আশা বৃথা জানিয়া আমরা হস্তলিখিত প্রাচীন পুথির তল্লাসে প্রবৃত্ত হই। কাজটা কিন্তু তত সোজা নয়। গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া পুথির সন্ধান কিরূপ ক্লেশকর ও আয়াসসাধ্য, তাহা ভুক্তভোগী ভিন্ন অপর কাহাকেও বুঝান সুকঠিন। সুদূর মফঃস্বলের সর্ব্বত্র যান-বাহন সুলভ নহে। পথ কোথাও দুর্গম, কোথাও নাই বলিলেও হয়। ছোট-বড় অসুবিধা ঢের। আকর্ষণ—স্বভাবের শোভা দর্শনে সুযোগ, তথা সমাজের সকল স্তরের লোকের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে মিলনে অবসর। এই অনুসন্ধান-কার্য্যে বহু বিপদের সম্মুখীন হইতে হইয়াছে; এক ক্ষেত্রে জীবন-সংশয় ঘটনা ঘটে। এত সত্ত্বেও পুথি খোঁজায় একটা মোহ ছিল; কি জানি, কেমন একটু সুখ পাইতাম। তাহারই প্রলোভনে পুনঃ পুনঃ পুথির অন্বেষণে বাহির হইয়া আমরা আট শতের অধিক পুথি সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি এবং বিলোপ-সাধন আশঙ্কায় ক্রমশঃ সকলগুলিই পরিষৎকে উপহার দিয়াছি।

পুথি

বিগত ১৩১৬ বঙ্গাব্দে 'কৃষ্ণকীর্ত্তন' পুথির সন্ধান পাই। ১৩১৮ সালে উহা পরিষদের জন্য আহৃত হয়। পুথির আকার, ১৩২/৪ × ৩৩/৪ ইঞ্চি। দুভাঁজ-করা তুলোট কাগজের উভয় পৃষ্ঠা লেখা, মধ্যস্থলে ছিদ্র। পুথি খণ্ডিত; পত্রসংখ্যা ৩-৮, ১০-১৫, ১৭।২-১৮, ১৯।২-৪০, ৪২-৮৮।১, ৮৯-৯৩।১, ৯৪-৯৭, ৯৮।২-১০৩, ১১২-১৪৪, ১৫২-২২৬। ১৫ পত্র পর্য্যন্ত প্রতি পৃষ্ঠায় ৮ পঙ্‌ক্তি এবং তাহার পর হইতে ৭ পঙ্‌ক্তি করিয়া। সুখপাঠ্য না হইলেও অক্ষর সুন্দর ও সুগঠিত। পুথিতে দুই হাতের লেখা বেশ সুস্পষ্ট; ১৭৬।১, ২০৪-২০৭।১, ২১২, ২১৭।২-২২২।১ পৃষ্ঠা দ্বিতীয় হাতের এবং ৬, ১১৫ সংখ্যক পাতা তৃতীয় হাতের লেখা ও পরবর্ত্তী যোজনা মনে হয়। তৃতীয় হাতের লেখা প্রথম হাতের এতটা অনুকরণ যে, বিশেষভাবে পরীক্ষা ব্যতীত ধরা পড়ে না। অবশিষ্ট অর্থাৎ পুথির অধিকাংশ প্রথম হাতের লেখা। ৬।২ ও ৭৩।২ পৃষ্ঠার উপরে ফারসীর মত কি লিখিত আছে। ৭৩।২ পৃষ্ঠার বাম পার্শ্বে তিন পঙ্‌ক্তি কায়েথী অক্ষর, সম্ভবতঃ কাহারও নাম হইবে।

এক রা'শ পুথির সঙ্গে 'কৃষ্ণকীর্ত্তন' বন-বিষ্ণুপুরের সন্নিকট কাঁকিল্যানিবাসী শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের অধিকারে ছিল। মুখোপাধ্যায় মহাশয়েরা আপনাদিগকে প্রভুপাদ শ্রীনিবাস আচার্য্যের দৌহিত্র-বংশ বলিয়া পরিচয় দেন। পুথির সহিত প্রাপ্ত এক খণ্ড কাগজের লেখা দেখিয়া অনুমান হইয়াছিল, শ্রীকৃষ্ণলীলাত্মক কীর্ত্তনের এই অপূর্ব্ব গ্রন্থ ২৫০ বর্ষ পূর্ব্বে বিষ্ণুপুর-রাজের পুথিশালায় সযত্নে রক্ষিত হইত।

পুথির আদ্যন্ত-বিহীন খণ্ডিতাংশে কবির পরিচয়, রচনাকাল, লিপিকাল প্রভৃতি কিছুই পাওয়া যায় নাই; এমন কি, পুথির নামটি পর্য্যন্ত না। দীর্ঘকাল যাবৎ চণ্ডীদাস-বিরচিত কৃষ্ণকীর্ত্তন'এর অস্তিত্ব মাত্র শুনিয়া আসিতেছিলাম। এত দিনে তাহার সমাধান হইয়া গেল। আমাদের ধারণা, আলোচ্য পুথিই 'কৃষ্ণকীর্ত্তন' এবং সেই হেতু উহার অনুরূপ নাম নির্দ্দেশ করা হইল।

কবি

কবির সম্বন্ধে কোন নূতন সংবাদ দিতে পারিব, এরূপ ভরসা আমাদের মোটেই নাই। একেবারে নীরব থাকাও অশোভন, অগত্যা দু'কথা বলিতে হইল। পুঁজি অল্প কএকটি প্রাচীন পদ। তবে সেগুলিকে যদি কেহ অবিশ্বাস করেন, আমরা নাচার।

চৈতন্যদেব বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, জয়দেব প্রভৃতি কবিগণের রচিত পদ শুনিয়া প্রেমে পুলকিত হইতেন।[১] জয়ানন্দ তাঁহার চৈতন্যমঙ্গল গ্রন্থের প্রারম্ভে চণ্ডীদাসের নাম করিয়াছেন।

---

১ চৈতন্যচরিতামৃতে,—

চণ্ডীদাস বিদ্যাপতি, রায়ের নাটক গীতি, কর্ণামৃত শ্রীগীত-গোবিন্দ।
স্বরূপ রামানন্দ সনে, মহাপ্রভু রাত্রিদিনে, গায় শুনে পরম আনন্দ।—মধ্য°, ২য় পরিচ্ছেদ।
বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস শ্রীগীতগোবিন্দ। এই তিন গীতে করে প্রভুর আনন্দ।—মধ্য°, ১০ম পরিচ্ছেদ।
বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস শ্রীগীত-গোবিন্দ। ভাবানুরূপ শ্লোক পড়ে রায় রামানন্দ।
মধ্যে মধ্যে প্রভু আপনে শ্লোক পড়িয়া। শ্লোকের অর্থ করেন (প্রভু) প্রলাপ করিয়া।—অন্ত্য°, ১৭শ পরিচ্ছেদ।

নরহরিদাসের পদে,—

জয় জয় চণ্ডী-দাস দয়াময় মণ্ডিত সকল গুণে। অনুপম যার যশ রসায়ন গাওত জগত জনে।
বিপ্রকুল ভূপ ভুবনে পূজিত অতুল আনন্দদাতা। যার তনু মন রঞ্জন না জানি কি দিয়া করিল ধাতা।

* * * * * *

জয়দেব বিদ্যাপতি আর চণ্ডীদাস। শ্রীকৃষ্ণচরিত্র তারা করিল প্রকাশ॥[২]

বহু প্রাচীন পদে চণ্ডীদাসের বর্ণনা পাওয়া যায়; তন্মধ্যে 'চণ্ডীদাস বিদ্যাপতি দুহুঁ জন পিরীতি' আদি চারিটি পদে চণ্ডীদাসের সহিত বিদ্যাপতির কবিতাবিনিময়, সুরধুনী-তীরে সাক্ষাৎকার ও রসতত্ত্বের প্রসঙ্গ আছে।[৩] চণ্ডীদাসের সুযোগ্য সম্পাদক শ্রীযুক্ত নীলরতন মুখোপাধ্যায় বি. এ মহাশয় কবিদ্বয়ের মিলন ভাগীরথী-কূলে কেমন করিয়া হয়, তাহা বুঝিতে পারেন নাই।[৪] শ্রীযুক্ত ব্রজসুন্দর সান্যাল মহাশয় বিদ্যাপতিকে স্থলপথে আনিয়া বিষয়টি একটু জটিল করিয়া তুলিয়াছেন।[৫] বস্তুতঃ কথা অতি সহজ। তখনও শের শাহের শড়ক নির্ম্মিত হয় নাই। সে কালে মিথিলা হইতে গৌড়ে আসিতে হইলে জলপথই অপেক্ষাকৃত সুগম ছিল। বিদ্যাপতি রূপনারায়ণ পদাঙ্কিত মহারাজা শিবসিংহের সহযাত্রিরূপে গঙ্গাবতরণ-পথে আসিয়া থাকিবেন। শিবসিংহ ২৯৩ ল-সং (১৪১৩ খ্রীঃ) সিংহাসনারোহণ করেন।[৬] তিনি সবে সাড়ে তিন বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। তাহা হইলে ঐ সময়ের মধ্যে অথবা তৎপূর্ব্বে প্রাচ্যখণ্ডের দুই জন শ্রেষ্ঠ কবির শুভ সম্মেলন সংসাধিত হয়।

অদ্বৈতাচার্য্য বিদ্যাপতির মুখে সুমধুর গীতালাপ শ্রবণ করিয়া মোহিত হইয়াছিলেন।[৭] যত দূর জানা যায়, তাহাতে তিনি চণ্ডীদাসের সম্পর্কে আসেন নাই। হয় ত চণ্ডীদাস তখন পরলোকে।

কেহ কেহ নিম্নলিখিত কবিতাংশ উদ্ধার করিয়া বলেন, ১৩২৫ শকে (১৪০৩ খ্রীঃ) চণ্ডীদাস পদাবলীর রচনা শেষ করিয়াছিলেন।[৮]

বিধুর নিকটে নেত্র পক্ষ পঞ্চবাণ। নবহুঁ নবহুঁ রস গীত পরিমাণ॥
পরিচয় সঙ্কেত অঙ্কে নির্জ্জা। চণ্ডীদাস রস কৌতুক কির্জ্জা॥[৯]

তাঁহাদের মতে কবিতা হইতে প্রাপ্ত অঙ্ক শকাব্দার বোধক। কেন না, চণ্ডীদাসের পক্ষে অত অধিক সংখ্যক পদ রচনা করা অসম্ভব। আমরা কিন্তু পরিষৎ হইতে প্রকাশিত চণ্ডীদাসে' ৮৩০, উহার পরিশিষ্টে ৯ এবং কৃষ্ণকীর্ত্তনে' ৪১৫,

শ্রীরাধা-গোবিন্দ কেলি বিলাস যে বর্ণিলা বিবিধ মতে। কবিবর চারু নিরুপম মহী ব্যাপিল যাহার গীতে।
শ্রীনন্দনন্দন নবদ্বীপপতি শ্রীগৌর আনন্দ হৈয়া। যার গীতামৃত আস্বাদে স্বরূপ রায় রামানন্দ লৈয়া।

—প°ক° ত°, ১ম শা°, ১ম পল্লব।

বৈষ্ণবদাসের পদে,—

জয় জয়দেব কবি নৃপতি-শিরোমণি বিদ্যাপতি রসধাম। জয় জয় চণ্ডী-দাস রস-শেখর অখিল ভুবনে অনুপাম।
যাকর রচিত মধুর রস নিরমল পদ্য গদ্যময় গীত। প্রভু মোর গৌরচন্দ্র আস্বাদিলা রায় স্বরূপ সহিত।

—প°ক°ত°, ১ম শাখা, ১ম পল্লব।

২ পরিষদ্‌গ্রন্থাবলী—৭, পৃষ্ঠা ৩। ৩ পদকল্পতরু, ৪র্থ শাখা, ২৬শ পল্লব।

৪ চণ্ডীদাসে'র ভূমিকা, পৃষ্ঠা ৮। ৫ চণ্ডীদাস-চরিত, পৃষ্ঠা ৬১।

৬ বিদ্যাপতির পদাবলী (পরিষৎ-সংস্করণ), পৃষ্ঠা ৫৩১।

৭ ঈশান নাগরকৃত অদ্বৈত-প্রকাশ, ৪র্থ অধ্যায়।

৮ মল্লিক মহাশয়ের সম্পাদিত চণ্ডীদাসে'র ভূমিকা, পৃঃ [৪]।

৯ বিষ্ণুপ্রিয়া পত্রিকায় উদ্ধৃত পাঠ ও তাহার ব্যাখ্যা,—

বিধুর নিকটে বসি নেত্র পঞ্চ বাণ। নবহুঁ নবহুঁ রস গীত পরিমাণ।
পরিচয় সঙ্কেত অঙ্কে নিষ্যা। আদি বিধের রস চণ্ডীদাস কিষ্যা।

বিধু—১, নেত্র—৩, পঞ্চ—৫ ও বাণ—৫। ইহা সমষ্টি করিলে ১৩৫৫ হয়। সুতরাং ১৩৫৫ শকাব্দা রচনা-কাল বলিয়া বোধ হয়। তাহার পর, নবহু—৯, নবহুঁ—৯ ও রস—৬। ইহা দ্বারা পদের সংখ্যা ৯৯৬ বুঝা যাইতেছে। ৭ম বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, পৃষ্ঠা ২৭৭।

ভক্তিনিধি মহাশয় নবহুঁ নবহুঁ শব্দের নূতন নূতন অর্থ করিয়াছেন। নব্যভারত, ১২শ খণ্ড, ৭ম সংখ্যা, পৃষ্ঠা ৩৩।

সাকল্যে ১২৫৪টি পদ পাইতেছি। এ ছাড়া শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয়ের আবিষ্কৃত পদের সংখ্যা ২৯।[১০] বিষ্ণুপ্রিয়া পত্রিকাতেও কএকটি পদ বাহির হইয়াছিল, যাহা পরিষৎ-সংস্করণে স্থান পায় নাই। অবশ্য চণ্ডীদাস ভণিতাযুক্ত পদ মাত্রেই প্রসিদ্ধ পদকর্ত্তা চণ্ডীদাসের নহে। তাঁহার পদাবলীতে বিস্তর ভেজাল চলিয়া গিয়াছে। অনেকে রাগাত্মিক পদগুলিকে চণ্ডীদাসের বলিতে কুণ্ঠা বোধ করেন। সকল প্রাচীন সাহিত্যসেবীর নিকট 'চতুর্দ্দশপদাবলী'র আদর নাই।

সন ১২৮০ সালের ১০ই পৌষের সোমপ্রকাশে' জনৈক পত্র-প্রেরক লিখিয়াছিলেন, 'চণ্ডীদাসের ১৩৩৯ শকে জন্ম ও ১৩৯৯ শকে মৃত্যু হয়। ইঁহার পিতার নাম দুর্গাদাস বাগচী, ইঁহারা বারেন্দ্র শ্রেণীর ব্রাহ্মণ। ইঁহার রচিত গ্রন্থের নাম গীতচিন্তামণি।' পত্র-প্রেরক মহাশয়ের উক্তিতে কাহারও শ্রদ্ধা দেখা যায় না।

নিত্যা-সহচরী বাসুলী চণ্ডীদাসকে নান্নুরে দেখিয়াছিলেন। নান্নুর,—বীরভূম জেলার অন্তর্গত নান্নুর (পূর্ব্বনাম সাঁকুলীপুর) থানার অদূরে এবং সিউড়ী সদর হইতে প্রায় ২৬।২৭ মাইল পূর্ব্বাংশে অবস্থিত। প্রাচীন নান্নুর এক্ষণে কৃষিক্ষেত্রে পরিণত। কিছু দিন হইল, সেখানে পুরাতন মন্দির ও দেবমূর্ত্তির ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হইয়াছিল। প্রবাদ,—চণ্ডীদাসের জন্মস্থান বাঁকুড়া জেলার ছাতনা গ্রামে। ১৩১৬ সালের শেষে আমরা ছাতনা যাই। গ্রামবাসীরা সাগ্রহে কবির মাতামহকুলের ভদ্রাসনসংস্থিতি, রামীর ভিটা, ধোপা-পুষ্করিণী, বাসুলীর ভগ্ন মন্দির, একে একে সমস্তই দেখাইয়া দেন এবং বলেন, চণ্ডীদাস মধ্যে মধ্যে ওখানে আসিয়া থাকিতেন। দেখিয়া শুনিয়াও আমরা কিন্তু কবির জন্মভূমি সম্বন্ধে নিঃসংশয় হইতে পারি নাই। ফলতঃ জনশ্রুতির উপর হঠাৎ একটা সিদ্ধান্ত খাড়া করা সমীচীন মনে হয় না।

মিথিলাবাসীরা বলিয়া থাকেন, চণ্ডীদাস জেলা দরভঙ্গা (দ্বারবঙ্গ), থানা বেনীপট্টীর অধীন উঁচ্ছেথ্ গ্রামে জন্মিয়াছিলেন। তিনি না কি সরস্বতীর আরাধনা করিয়া একজন মহাপণ্ডিত হইয়াছিলেন। তাহাতে কি? চণ্ডীদাস নাম শুনিলেই যে তাঁহাকে নান্নুরের প্রসিদ্ধ পদকর্ত্তা ভাবিতে হইবে, এমন কোন কথা নাই। জনৈক বিখ্যাত আলঙ্কারিকের নাম ছিল চণ্ডীদাস।[১১] সংস্কৃত ভক্তিগ্রন্থ ভাবচন্দ্রিকা-রচয়িতা অপর একজন চণ্ডীদাস ছিলেন[১২]। চণ্ডীদাস জাতিতে ব্রাহ্মণ; যথা,—

পিরীতি করিল জগতে ভাসিল ধোবিনী দ্বিজের সনে।[১৩]
পত্র দিয়া গেল ব্রাহ্মণ বসিল অন্ন আন চণ্ডীদাস।[১৪]
বিপ্রকুলে ভূপ ভুবনে পূজিত যুগল-পীরিতিদাতা।[১৫]

'দ্বিজ চণ্ডীদাস' ভণিতাযুক্ত পদেরও অপ্রতুল নাই। স্বর্গীয় হারাধন দত্ত ভক্তিনিধি মহাশয় লিখিয়াছেন, 'কলিযুগ-পাবনাবতার শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর আবির্ভাবের ত্রি-অশীতি বৎসর পূর্ব্বে মহাত্মা চণ্ডীদাস এই বঙ্গভূমির রাঢ়দেশে অর্থাৎ বীরভূম জেলার নান্নুর গ্রামে রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।'[১৬] প্রমাণ ইনিও দেন নাই। চণ্ডীদাস বারেন্দ্র, কি রাঢ়ীয় ছিলেন, তাহার মীমাংসা হইল না।

---

১০ চণ্ডীদাসের চতুর্দ্দশপদাবলী, সা° প° প°, ৫ম ভাগ, ৩য় সংখ্যা, পৃ. ১৭৩—৮৪।

১১ ইনি সংস্কৃত ভাষায় ধ্বনিসিদ্ধান্তসংগ্রহ ও কাব্যপ্রকাশদীপিকা প্রণয়ন করেন। গোবিন্দ কাব্যপ্রদীপে চণ্ডীদাসের মত উল্লেখ করিয়াছেন।—বিশ্বকোষ, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ° ৯৮। বিশ্বনাথ সাহিত্য-দর্পণে সগোত্র বলিয়া ইঁহার পরিচয় দিয়াছেন।

১২ বিশ্বকোষ, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ° ৯৮।

১৩ চণ্ডীদাসের চতুর্দ্দশপদাবলী, সা° প° প°, ৫ম খণ্ড, ৩য় সংখ্যা, পৃষ্ঠা ১৭৩।

১৪ চণ্ডীদাসের চতুর্দ্দশপদাবলী, সা° প° প°, ৫ম খণ্ড, ৩য় সংখ্যা, পৃষ্ঠা ১৭৮।

১৫ চণ্ডীদাস (পরিষৎ-সংস্করণ), ক পরিশিষ্ট, পৃষ্ঠা ৵০। ১৬ নব্যভারত, ১২শ খণ্ড, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, পৃ° ২৮১।

কবির পিতামাতাকে লইয়াও মতভেদ দৃষ্ট হয়। শ্রীযুক্ত সান্ন্যাল মহাশয় তাঁহার 'চণ্ডীদাস-চরিত' গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, 'আমি ১৩৭৩ শকের লিখিত একখানি পুথি সংগ্রহ করিয়াছি। তাহাতে এক স্থলে পাওয়া যায়, ভবানীচরণ নামক এক ব্রাহ্মণের ঔরসে, ভৈরবী নাম্নী এক কামিনীর গর্ভে চণ্ডীদাসের জন্ম হয়। বীরভূমিস্থ জনৈক বন্ধু লিখিয়াছেন, নান্নুরে বিশেষ অনুসন্ধান করিয়া জানিলাম, চণ্ডীদাসের পিতার নাম ভবানীচরণ রায় ও জননীর নাম ভৈরবীসুন্দরী ছিল। খুব সম্ভবতঃ তাঁহার জন্ম ১৩০৮-১৫ শকের মধ্যে হইয়াছিল।' চণ্ডীদাস-চরিতকার সোমপ্রকাশের পত্র-প্রেরকের উক্তি 'সম্পূর্ণ সত্য নহে' বলিতেছেন, অথচ তাঁহার ১৩৭৩ শকে লিখিত পুথির নাম সাধারণের অপরিজ্ঞাত। পুথির যে স্থলে চণ্ডীদাসের জনক-জননীর কথা ছিল, সে স্থলটি উদ্ধার করা আবশ্যক বিবেচিত হয় নাই। আমরা পত্রব্যবহারে জানিয়াছি, পুথি অথবা তাহার প্রতিলিপি এখন ব্রজসুন্দর বাবুর নিকট নাই।

কবির আর এক নাম অনন্ত; [৩য় সংস্করণ] ২২, ২৫, ৮৪, ১২৭, ১৩৩ ও ১৩৪ পৃষ্ঠার ভণিতা দ্রষ্টব্য।

বাঁকুড়া-গঙ্গাজলঘাটী থানার এলাকাধীন শালতোড়া গ্রামে নিত্যা নামে এক দেবী আছেন। ইনি কোন বৌদ্ধ-দেবী হইবেন। যদি বিষহরী ও ষষ্ঠী হিন্দু দেব-দেবীর পাশে আসন পাইতে পারেন, তাহা হইলে ইনিই বা সে অধিকার হইতে বঞ্চিতা হইবেন কেন? শীতলা—হারিতী দেবীরই অভিনব সংস্করণ। কৃষ্ণানন্দ বোধিসত্ত্ব মঞ্জুঘোষের পূজাবিধি অনুমোদন করিয়াছেন। স্বয়ং বুদ্ধদেব দশ অবতারের অন্যতম। পরে দেখা যাইবে, বাসুলী ও বিশালাক্ষী উভয়েই ধর্ম্ম-ঠাকুরের আবরণ-দেবতা। তন্ত্রসারে পাওয়া যায়,—নিত্যার ললাটে অর্দ্ধচন্দ্র; ইনি অরুণবর্ণা, দেবগণ ইঁহার বন্দনা করিয়া থাকেন, ইঁহার চারি হস্তে পদ্ম, পাশ, অঙ্কুশ ও নরকপাল, ইঁহার অঙ্গরাগ, বস্ত্র ও আভরণ রক্তবর্ণ; ইনি ত্রিনেত্রা ও মদবিহ্বলা।[১৭] মতান্তরে ইঁহাকে মনসার প্রতিমূর্ত্তি বলা হয়। এক সময়ে এ অঞ্চলে নিত্যার যথেষ্ট প্রভাব ছিল। 'নিত্যা দেবীর যে কয়েকটি সহচরী বা ডাকিনী ছিল, তাহার মধ্যে বাশুলী নামা দ্বিজকন্যা প্রধানা ছিলেন'।[১৮] সহজ-ভজন প্রচারে প্রত্যাদিষ্টা বাসুলী ভ্রমণ করিতে করিতে নান্নুরে আসিয়া উপনীতা হইলেন। চাপড় মারিয়া চণ্ডীদাসের চৈতন্য সম্পাদন করিলেন এবং তাঁহাকে দুর্ব্বলাধিকারীর জপ-তপ ছাড়িয়া সহজ-সাধনের রীতি অনুসারে রজক-ঝিয়ারী রামিণী সহ প্রবর্ত্ত হইতে উপদেশ দিলেন। যথা,—

নিত্যের আদেশে বাশুলী চলিল
সহজ জানাবার তরে।
ভ্রমিতে ভ্রমিতে নান্নুর গ্রামেতে
প্রবেশ যাইয়া করে॥
বাশুলী আসিয়া চাপড় মারিয়া
চণ্ডীদাসে কিছু কয়।
সহজ ভজন করহ যাজন
ইহা ছাড়া কিছু নয়॥[১৯]
ছাড়ি জপ তপ করহ আরোপ
একতা করিয়া মনে।

যাহা কহি আমি তাহা শুন তুমি
শুনহ চৌষট্টি সনে॥
* * *
রতি পরকীয়া যাহারে কহিয়া
সেই সে আরোপ সার।
ভজন তোমারি রজক-ঝিয়ারি
রামিণী নাম যাহার॥
বাশুলী আদেশে কহে চণ্ডীদাসে
শুন হে দ্বিজের সুত।
এ কথা লবে না না জানে যে জনা
সেই সে কলির ভূত॥

---

১৭ অর্দ্ধেন্দুমৌলিমরুণামমরাভিবন্দ্যামম্ভোজপাশসৃণিপূর্ণকপালহস্তাম্।
রক্তাঙ্গরাগবসনাভরণাং ত্রিনেত্রাং ধ্যায়েচ্ছিবস্য বনিতাং মদবিহ্বলাঙ্গীম্।

১৮ নব্যভারত, ১২শ খণ্ড, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, পৃষ্ঠা ২৮৩। ১৯ সরোজ-বজ্রের দোঁহাকোষে ও অদ্বয়-বজ্রের টীকায়,—তসু পরিআণে অণ্ণ ণ কোই। তস্য সহজস্য পরিজ্ঞানে অন্যং মোক্ষং ন কিঞ্চিদস্তি। পৃ° ৮৯।

খ্রীষ্টীয় ১২শ শতাব্দী পর্য্যন্ত বাঙ্গালা দেশে বৌদ্ধধর্ম্মের অন্যতম শাখা সহজযানের প্রভাব অক্ষুণ্ণ ছিল। সহজ-শাস্ত্রে দুষ্কর নিয়ম পালনের ব্যবস্থা নাই। উহাতে বলে,—'যদি তোমার বোধিলাভের বাসনা থাকে, তবে গুরুর উপদেশ গ্রহণ কর এবং পঞ্চকাম উপভোগ করিতে থাক। কেবলই আনন্দ কর।' উপভোগের অবস্থাভেদে আনন্দ চতুর্ব্বিধ,—আনন্দ, পরমানন্দ, সহজানন্দ ও বিরমানন্দ। উত্তরোত্তর অধিকতর আনন্দানুভবের পর গ্রাহ্য, গ্রাহক ও গ্রহণাভিমান-রহিত পরম সুখের উপলব্ধিকে সহজানন্দ বলে। অনন্তর নিশ্চেষ্ট হইয়া আমি সুখভোগ করিয়াছি, এইরূপ বিকল্প অনুভূতি অথবা প্রথম তিন প্রকার সুখত্যাগ দ্বারা যে আনন্দ অনুভব হয়, তাহাকে বিরমানন্দ কহে। বিরমানন্দই মহাযানের শূন্যতা বা নির্ব্বাণপদ। উপরোক্ত সহজযানের সাধনপ্রণালী কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত আকারে বৈষ্ণব-ধর্ম্মের মধ্যে প্রবেশ করিয়া স হ জ ভ জ ন আখ্যা পাইয়া থাকিবে। সহজ-ভজনে নামাশ্রয়, মন্ত্রাশ্রয়, ভাবাশ্রয়, প্রেমাশ্রয় ও রসাশ্রয়, এই পাঁচ প্রকার আশ্রয়ের উল্লেখ আছে। শেষ দুইটি আশ্রয়ই উত্তম। রস, নায়ক-নায়িকার সম্ভোগ-স্বরূপ। উহা স্বকীয়া ও পরকীয়া-ভেদে দ্বিবিধ। সহজ-সাধনে পরকীয়া-রসই শ্রেষ্ঠ বলিয়া কথিত। সহজ-সম্প্রদায়ভুক্ত নর-নারী উত্তম আশ্রয়ে আশ্রিত হইয়া আপনাদিগকে যথাক্রমে শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধিকা অথবা তাঁহার অনুগত সখী জ্ঞানে বৃন্দাবন-লীলার অনুরূপ বিবিধ রসলীলার অনুকরণ করিয়া থাকেন। নায়িকা-সাধন সম্বন্ধে চণ্ডীদাস বলিয়াছেন,—

শুষ্ক কাষ্ঠের সম আপনার দেহ করিতে হয়॥

চণ্ডীদাসের অনেক পদে সহজ-আচারের গুরুত্ব বিজ্ঞাপিত হইয়াছে।

চণ্ডীদাস সহজ-ধর্ম্মে দীক্ষিত হইবার পূর্ব্বে বিবাহিত হইয়াছিলেন, অনুমান হয়। তাঁহারা নিঃস্ব ছিলেন না। তাঁহাদের আত্মীয়-স্বজনেরও অভাব ছিল না। বাসুলীকে সম্বোধন করিয়া কবি বলিতেছেন,—

চণ্ডীদাস কহে তুমি সে গুরু। কি ধন রতনে তুষিব তোরে॥
তুমি সে আমার কলপতরু॥ ধ ন জ ন দা রা সোঁপিনু তোরে।
যে প্রেম-রতন কহিলে মোরে। দয়া না ছাড়িহ কখন মোরে॥

ইহা কি শুধু কথার মাত্রা? যাহার কেহ নাই, কিছু নাই, তাহার—বিশেষতঃ চণ্ডীদাসের পক্ষে এ কথা বলা কি সম্ভবপর? যাঁহারা এত দিন চণ্ডীদাসকে 'আজীবন কুমার' রাখিয়াছিলেন, তাঁহাদের সম্বল এক 'বড়ু' শব্দ। [আমাদের কৃত বড়ু শব্দের টীকা দ্রষ্টব্য]।

প্রেম-প্রচারের গুরু ঠ্যাক্‌রাণটি আবার তরাতরি ওদিকে গিয়া রামিণীকে ধরিয়া ফেলিলেন এবং তাহাকেও চণ্ডীদাসের সহিত প্রবর্ত্ত হইতে অনুজ্ঞা করিলেন। যথা,—

পুন আর বার আসি তরাতর
বাশুলী জগতমাতা।
ধরিয়া রামিণী কহিছেন বাণী
শুনহ আমার কথা॥
যাহা কহি বাণী শুনহ রামিণী
এ কথা ভুবন-পার।
পরকীয়া রতি করহ আরতি
সেই সে ভজন-সার॥
চণ্ডীদাস নামে আছে একজন
তাহারে আরোপ কর।
অবশ্য করিলে নিত্যধামে যাবে
আমার বচন ধর॥

১৩৭৩ শকের পুথিতে না কি রামিণীর পিতা-মাতার নাম, তাহাদের পূর্ব্বনিবাসের বিবরণ ইত্যাদি পাওয়া গিয়াছিল। রজক-কুমারীর বয়সটি পর্য্যন্ত ছিল। একটি পদে বাসুলীর এইরূপ পরিচয় আছে;—

শালতোড়া গ্রাম অতি পীঠ-স্থান
নিত্যের আলয় যথা।
ডাকিনী বাশুলী নিত্যা সহচরী
বসতি করয়ে তথা॥

চণ্ডীদাস কহে	সে এক বাশুলী	তাহারি চাপড়ে	নিদ ভাঙ্গিল
প্রেম প্রচারের গুরু।		পিরীতি হইল সুরু ॥—পদসমুদ্র।	

ডাকিনী অর্থে সিদ্ধা। ইনি রক্ত-মাংসে গঠিতা মানবী; কোন উপদেবতা অথবা নান্নুরের অধিষ্ঠাত্রী প্রস্তরময়ী বাসুলীও নহেন।

চণ্ডীদাস অবন্তিপুরে পাঠাভ্যাস করিতেছেন, এমন সময়ে এক রসের নাগরী আসিয়া দেখা দিল। সে দৃষ্টিমাত্রে পঢ়ুঞাটিকে সুতীক্ষ্ণ মদন-বাণ হানিল। বড়ুয়ার পো চঞ্চল হইয়া উঠিলেন, ধৈর্য্য হারাইলেন। বালিকার 'মদনমোহন-লীলা' দেখিয়া তিনি আজ আত্মবিস্মৃত, দেশকাল ভুলিলেন। শিক্ষাদীক্ষা অকিঞ্চিৎকর বোধ হইল। আত্ম-সম্বরণের চেষ্টা বিপরীত ফল প্রসব করিল, দেহ-সম্বন্ধ ঘটিল।

বসিঞা অবন্তিপুরে পঢ়ুঞা পঢ়ন পড়ে।
হেন কালে এক রসের নায়রি দরশন দিল মোরে ॥
সে যে চাহিল আমার পানে
তায় হানিল মদন-বাণে।
সেই হৈতে মন করে উচাটন ধৈরয না মানে প্রাণে ॥
সে যে রসের পুতলী বালা
তার মদন-মোহন লীলা।
চেতন সহিতে চড়ি মনোরথে করএ বিবিধ খেলা ॥
পাপভয় করি মনে
তারে ছাড়িতে চাহি যে মনে।
বাঢ়িল মদন করিল রমণ যাপল রমণী সনে ॥

অবন্তিপুর প্রাচীন নান্নুরেরই কোন পল্লী হইবে।

এখানে একটা কথা উঠিবে, তবে কি 'রজকিণী রূপ কিশোরী স্বরূপ কাম-গন্ধ নাহি তায়', 'রজকিণী প্রেম নিকষিত হেম', 'তুমি রজকিণী আমার রমণী তুমি হও মাতৃ পিতৃ' ইত্যাদি বাক্য একান্ত নিরর্থক, সব ভূয়া? চণ্ডীদাসের প্রশ্নের উত্তরে বিদ্যাপতি সে আশঙ্কার নিরাস করিয়াছেন।

ইহার মধ্যে রামিণী নান্নুরের গ্রাম্যদেবতা বাসুলীর দেআসিনী[২০] নিযুক্তা হইল। যথা,—

অলপ বয়সে	দুখিনী রামিণী	চণ্ডীদাস কহে	শশিকলার ন্যায়
সেবাতে নিযুক্ত হোল।		ক্রমে বাড়িতে লাগিল ॥	

সেবা অর্থে আমরা পূজা, উপাসনা বুঝিয়াছি। মন্দির মার্জ্জনাদি উহার গৌণ অর্থ হইতে পারে। ধোপার মেয়েকে পূজারীর পাটে বসান আজকাল অনেকের চক্ষে বিসদৃশ ঠেকিতে পারে; কিন্তু চারা কি? যাহা হউক, একটা কৈফিয়ৎ দেওয়া দরকার। অল্প কএক দিন পূর্ব্ব পর্য্যন্ত আমাদেরও ভুল ধারণা ছিল যে, বাসুলী ও বিশালাক্ষী অভিন্ন এবং হিন্দুর দেবতা। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সি আই ই, এম্ এ মহাশয়ের মুখে প্রথম শুনি, বাসুলী ও বিশালাক্ষী ধর্ম্মের দুই পৃথক্ আবরণ-দেবতা। পরে পূজ্যপাদ শাস্ত্রী মহাশয় ধর্ম্মপূজা-বিধানের পুথি[২১] আনাইয়া তাহা দেখাইয়া দেন। সম্প্রতি পরিষৎ পুথিখানি প্রকাশ করিয়াছেন। বাসুলীর ধ্যান ও আবাহন-মন্ত্র নিম্নে প্রদত্ত হইল।

ওঁ আয়াতা স্বর্গলোকাদিহ ভুবনতলে কুণ্ডলে কর্ণপূরে
সিন্দুরাভাবসন্ধ্যা প্রবিকটদশনা মুণ্ডমালা চ কণ্ঠে।

---

২০ পশ্চিম-রাঢ়ে বহুল প্রচলিত দেআসি শব্দের অর্থ দেব-সেবক বা উপাসক; স্ত্রীলিঙ্গে দেআসিনী। শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র শীল মহাশয় দেয়াসির মূলে 'দেব-সত্ত্ব' দেখিয়াছেন (গোবিন্দচন্দ্র গীত, পৃ° ১৩); শ্রীযুক্ত যোগেশ বাবু স° দেববাসিনী হইতে দেয়াসিনী'র উৎপত্তি অনুমান করিয়াছেন (বাঙ্গালা শব্দকোষ)। দেয়াসিনী'র বিদেশিনী অর্থ আমরা কোথাও পাই নাই।

২১ এসিয়াটিক্ সোসাইটির ৫৪৩৮ সংখ্যক তালপাতার পুথি।

ক্রীড়ার্থে হাস্যযুক্তা পদযুগকমলে নূপুরং বাদয়ন্তী
কৃত্বা হস্তে চ খড়্গং পিব পিব রুধিরং বাশুলী পাতু সা নঃ ॥ ওঁ বাশুল্যৈ নমঃ।
ওঁ আবাহয়ামি তাং দেবীং শুভাং মঙ্গলচণ্ডিকাং।
সরিত্তীরে সমুৎপন্নাং সূর্য্যকোটিসমপ্রভাং ॥
রক্তবস্ত্রপরীধানাং নানালঙ্কারভূষিতাং।
অষ্টতণ্ডুলদূর্ব্বাক্তাং অর্চ্চেন্মঙ্গলকারিণীং ॥
অসিদ্ধসাধিনীং দেবীং কালীং কিল্বিষনাশিনীং।
আগচ্ছ চণ্ডিকে দেবি সান্নিধ্যমিহ কল্পয় ॥ পৃ ১০২-৩।

ইহা হইতে পাওয়া গেল, বাসুলী ও মঙ্গলচণ্ডী এক এবং বৌদ্ধদেবী। আমরা ডোমজাতীয়া স্ত্রীলোককে চণ্ডীর পূজা করিতে দেখিয়াছি, তাহাদিগকেও দেআসিনী বলে। শালতোড়ার নিত্যার দেআসিনী আছে, শীতলার আছে, মনসারও আছে। এখনও কি রামিণীর দেআসিনীত্বে কাহারও আপত্তি হইবে?

এক সময়ে গৌড়-বঙ্গে বজ্রযান বৌদ্ধদিগের খুবই প্রতিপত্তি ছিল। এই সম্প্রদায় বজ্রসত্ব নামক ষষ্ঠ ধ্যানী বুদ্ধ ও বজ্রধাত্বেশ্বরী বা বজ্রেশ্বরী নামে তাঁহার শক্তি কল্পনা করেন। তাঁহারা প্রধান প্রধান প্রচার-কেন্দ্রগুলিতে বজ্রসত্ব ও বজ্রেশ্বরী মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিতেন। উচ্চারণ-বৈষম্যে বজ্রেশ্বরী শব্দ বজ্জসরী—বাজসরী—বাজসলী—বাসলী বা বাসুলী'তে পরিণত হইয়া থাকিবে।

উপরি-উদ্ধৃত ধ্যানের সহিত নান্নুরে বর্ত্তমান বাসুলীমূর্ত্তির মিল নাই; বোধ হয়, প্রকৃত মূর্ত্তি বিলুপ্ত হইয়াছে।

চণ্ডীদাস অথবা তাঁহার পিতা বাসুলীর পূজারী ছিলেন, এমন কথা কোথাও পাওয়া যায় না। বরং তখনকার সজ্জন-সমাজে বাসুলী, বিষহরী প্রভৃতি গ্রাম্য দেবতার পূজা অর্চ্চনা যার পর নাই নিন্দনীয় ব্যাপার ছিল। যথা,—

ধর্ম্ম-কর্ম্ম লোক সভে এই মাত্র জানে। মঙ্গলচণ্ডীর গীতে করে জাগরণে ॥
দম্ভ করি বিষহরি পূজে কোন জনে। পুত্তলী করয়ে কেহ দিয়া বহু ধনে ॥
—চৈ ভা, আদি, ২য় অ।

পুনশ্চ

বাশুলী পূজয়ে কেহো নানা উপহারে। মদ্য মাংস দিয়া কেহো যক্ষ পূজা করে ॥—ঐ ঐ।

যে চণ্ডীদাস নব রসিকের[২২] একজন, তাঁহার আরাধ্যা কে?—না বাসুলী!

একটা গল্প প্রচলিত আছে,—এক দিন চণ্ডীদাস নদীস্নানে গিয়াছেন। এ নদী কোথায়? যাহা হউক, দেখিলেন, স্রোতে একটি পদ্ম-কলিকা ভাসিয়া যাইতেছে। ওটিকে উঠাইয়া লইলেন এবং উহা দিয়া বাসুলীর পূজা করিবেন, স্থির

২২ মহাজনপদাবলী, ১ম ভাগের ভূমিকায় লিখিত হইয়াছে,—বৈষ্ণবদিগের সম্প্রদায় বিভাগ গৌরাঙ্গের অনেক পরে বীরভদ্র কর্ত্তৃক সম্পন্ন হয়। সুতরাং চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির সময়ে সম্প্রদায় শব্দের কোন কথাই ছিল না। বোধ হয়, সাম্প্রদায়িক বৈষ্ণবেরা স্ব স্ব দলের গৌরব বৃদ্ধি বাসনায়, ইহাঁদিগকে আপন আপন দলভুক্ত করিয়া লইয়াছেন। 'নব রসিক' বাক্যটিও অনেক পরের সৃষ্টি বলিয়া বোধ হয়। চণ্ডীদাস প্রভৃতিরা শ্রীকৃষ্ণকে 'রসিক' বলিয়া উল্লেখ করিতেন, সুতরাং তদ্দৃষ্টে পরবর্ত্তী বৈষ্ণবেরা ইহাঁদিগকে 'রসিক ভক্ত' ও 'নব রসিক' শব্দে অভিহিত করিয়াছেন। পৃঃ ৪৫-৪৬।

সর্ব্বসমেত রসিক ভক্ত নয় জন। কাহার কাহার মতে পাঁচ জন। এই সম্বন্ধে নানা মত আছে। কিন্তু ইহাঁদের ধর্ম্মবিষয়ে প্রায়ই সকলের একমত। কর্ত্তাভজাদিগের সহিত ইহাঁদের ধর্ম্মবিষয়ে অনেক ঐক্য আছে। আত্মার প্রীতির দ্বারা ঈশ্বরের প্রীতি সম্পাদন ইহাঁদের ধর্ম্মের অঙ্গ। ইহাঁদের মতে পরস্ত্রীসঙ্গ দোষাবহ নহে, বরং ধর্ম্মের প্রধান সাধন। এতদ্বিষয়ে ইহাঁদের যুক্তি এই যে, সর্ব্ব ঘটে রাধাকৃষ্ণ বিরাজ করেন। সুতরাং পরমে পরম মিলিত হইলে পাপ কেন হইবে? শ্রীকৃষ্ণপ্রীত্যর্থে যে স্ত্রীসঙ্গ, তাহাতে কামগন্ধ নাই—বিশুদ্ধ প্রেম। পৃ. ৪৯-৫৩।

করিলেন। পূজায় বসিয়া ফুলটি দেবীর চরণে অর্পণ করিবেন, এমন সময়ে দেবী প্রকট হইয়া বলিলেন, ফুল আমার মাথায় রক্ষা কর, উহা আমার গুরুর নির্ম্মাল্য। চণ্ডীদাস আশ্চর্য্য হইয়া গেলেন। তাঁহার আবার গুরু কে? উত্তর হইল—স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ, যিনি গোলোকে থাকেন। চণ্ডীদাস কৃষ্ণ-উপাসনার অভিপ্রায় জানাইলেন। বাসুলী বলিলেন—তথাস্তু। সেই হইতে চণ্ডীদাস বৈষ্ণব। উপাখ্যানটিতে বেশ একটা জোড়া দেবার চেষ্টা প্রকাশ পাইতেছে।

নান্নুরের নির্জ্জন মাঠে, পাতার কুটীরে থাকিয়া চণ্ডীদাস গুরুর আদেশে ভজন-সাধন করিতেন।

নান্নুরের মাঠে পত্রের কুটীরে নিরজন স্থান অতি।
বাশুলী আদেশে চণ্ডীদাস তথা ভজন করয়ে নিতি॥

বাসুলী প্রসন্না হইয়া এইখানেই তাঁহাকে রাধা-কৃষ্ণের অভিনব চরিত্র-কথা কহিয়াছিলেন।

নান্নুর গ্রামেতে নিশা সময়েতে বাশুলী প্রসন্না হৈয়া।
রাই কানু দুহুঁ নওল চরিত কহয়ে নিকটে গিয়া॥—নরহরি।

নান্নুর-প্রান্তরেই কবির সুধাস্রাবী সঙ্গীতালাপ শ্রুত হইত, অন্য কোথাও নহে।

নান্নুরের মাঠে গ্রামের নিকটে তাহার আদেশে কহে চণ্ডীদাস
বাশুলী আছয়ে যথা। সুখ যে পাইবে কোথা॥

চণ্ডীদাসের 'চতুর্দ্দশ পদাবলী'তে পাওয়া যায়, চণ্ডীদাস নী চ প্রে মে উ ন্মা দ বলিয়া সমাজচ্যুত।

ধোবিনী সহিতে চণ্ডীদাস তাথে জাতি পাতে হল্য ছাড়া॥[২৩]

গ্রামের প্রধান ও পূজ্য নকুল ঠাকুর গলায় বসন বাঁধিয়া কুটুম্বদের ঘরে ঘরে ফিরিতেছেন, মণ্ডলীসমীপে সকাতরে অনুমতি যাচ্ঞা করিতেছেন,—এক ভাইকে জাতিতে তুলিবেন। তাঁহার প্রার্থনা অপূর্ণ রহিল না। তিনি দশের নিকট হইতে নিমন্ত্রণ-গ্রহণসূচক পান পাইলেন।

সকল ব্রাহ্মণ করাব ভোজন সকলের মূল সামগ্রী করিলে
সকলে দিলেন পান। আমি হই পরিত্রাণ॥[২৪]

নকুল দিবারাত্রি আয়োজন-উদ্যোগে ব্যস্ত। বাড়ীতে ভিয়ান বসিয়াছে—সিতা, মিশ্রী, আলফা প্রভৃতি বহুবিধ আহারীয় প্রস্তুত হইতেছে। আর রামিণী,—

নয়নের জলে কান্দিয়া বিকল মনে বোধ দিতে নারে॥

এবং গৃহেকে জাইঞা পালঙ্কে পড়িয়া শয়ন করিল তায়।
কান্দিয়া মুছিছে নিশ্বাস রাখিছে পৃথিবী ভিজিয়া যায়॥[২৫]

ব্রাহ্মণেরা আসিয়া ভোজনে বসিয়াছেন, চণ্ডীদাস পরিবেষণে নিযুক্ত। ধোপানী নাছে দাঁড়াইয়া, দুই হাতে মাথা তুলিয়া ধরিয়া সকল দেখিতেছে ও পিরীতি-মন্ত্র জপিতেছে। যখন—

দ্বিজগণে ডাকে ব্যঞ্জন আনিতে ধোবিনী তখন ধায়।[২৬]

ইহার পর কি হইয়াছিল, জানিবার উপায় নাই; পুথির লেখা মুছিয়া গিয়াছে। প্রবাদ—একটা অলৌকিক কাণ্ড ঘটে এবং চণ্ডীদাস রামিণীকে লইয়া সমাজে উঠেন।

২৩ চণ্ডীদাসের চতুর্দ্দশ পদাবলী, সা, প, প, ৫ম খণ্ড, ৩য় সংখ্যা, পৃ. ১৭৫।
২৪ ঐ ঐ পৃ. ১৭৬।
২৫ ঐ ঐ পৃ. ১৭৭।
২৬ ঐ ঐ পৃ. ১৮৮।

বাঙ্গালী ও মৈথিল কবির মিলন-প্রসঙ্গ প্রবন্ধের প্রথমাংশে করা হইয়াছে, পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন।

মধ্যে কবির মূর্খ অপবাদও রটিয়াছিল।[২৭] বঙ্গবাসীর সৌভাগ্য, অধুনা তাহা সম্পূর্ণরূপে নিরাকৃত হইয়াছে। চণ্ডীদাস যে একাধারে কবি ও পণ্ডিত ছিলেন, পদাবলীর পাঠকমাত্রেই সে কথা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিবেন। কৃষ্ণকীর্ত্তনে'র 'তোর রতি আশোআশে', 'যদি কিছু বোল বোলসি', 'তনের উপর হারে', 'নিন্দএ চান্দ চন্দন' প্রভৃতি পদ জয়দেবের অনুকরণ; অনুকরণ হইলেও কবির অসাধারণ পাণ্ডিত্য সূচিত করে। কৃষ্ণকীর্ত্তনে' কিঞ্চিদধিক ১২৫টি সংস্কৃত কবিতা পাওয়া যায়। ওগুলি চণ্ডীদাসের স্বরচিত, গ্রন্থবিশেষ হইতে উদ্ধৃত নহে। 'চতুরে চতুরো মাসান্' কবিতাটিতে উত্তরমেঘের 'মাসানেতান্ গময় চতুরঃ' শ্লোকের সুর কাণে বাজে। যাঁহারা পদাবলীতে উপমার অল্পতা লক্ষ্য করিয়াছেন, তাঁহারা কৃষ্ণকীর্ত্তনে' উহার প্রয়োগ-বাহুল্য ও বিবিধ ছন্দের সমাবেশ দেখিয়া বিস্মিত হইবেন, সন্দেহ নাই। 'কৃষ্ণকীর্ত্তন' কবির প্রথম বয়সের রচনা মনে করা যাইতে পারে। সে কালেও চণ্ডীদাসের বিদ্বান্ খ্যাতি ছিল,—

তুমি একজন সকলে উত্তম দ্বিজকুলে উপাদান।
কুটুম্ব সকলে বিজ্ঞমতে বলে বিদ্যাতে বিদ্যাভিরাম॥[২৮]

তিনি সঙ্গীত-বিদ্যাতে পারদর্শী ও সুগায়ক ছিলেন। যথা,—

পরম পণ্ডিত সঙ্গীতে গন্ধর্ব্ব জিনিয়া যাহার গান।—নরহরি।

চণ্ডীদাসের ভণিতাযুক্ত 'রাধার কলঙ্কভঞ্জন' ও 'কৃষ্ণের জন্মলীলা' নামক পুথির কথা সাধারণ্যে প্রকাশিত হইয়াছে।[২৯] প্রবন্ধ দুইটিতে প্রসিদ্ধ কবি চণ্ডীদাসের কবিতার কোন লক্ষণই আমরা দেখিতে পাই নাই। ভণিতাতে বড়ু শব্দের অভাব, উহাতে বাসুলীর বন্দনা বা আদেশ নাই। পরিষদের সদস্য শ্রীযুক্ত মদেন্দ্রমোহন ঠাকুর তাঁহার ১৩১৯ সালের ১২ই শ্রাবণ তারিখের পত্রে জানাইয়াছিলেন, নান্নুরের ভূস্বামী শ্রীযুক্ত ফকিরচন্দ্র রায় মহাশয়ের বাড়ীতে কবির রচিত 'শব্দার্থ-মঞ্জরী' নামে একখানি কোষ-গ্রন্থ ছিল।

কবি কোথায়, কি ভাবে দেহ রক্ষা করিয়াছিলেন, জানা যায় না। কেহ বলেন, চণ্ডীদাস যেমন প্রসিদ্ধ পদকর্ত্তা ছিলেন, তেমনই সুগায়ক ছিলেন। একদা তিনি রামিণী সহ নিকটবর্ত্তী মতিপুর গ্রামে কীর্ত্তন করিতে গিয়াছিলেন। তথায় নাটমন্দির পতনে তাঁহাদের উভয়ের মৃত্যু হয়।[৩০] অপরে কহেন, এই নিদারুণ দুর্ঘটনা কীর্ণাহারে ঘটে।[৩১] আমরা জিজ্ঞাসু হইলে, এ সম্বন্ধে পরম শ্রদ্ধাস্পদ রায়সাহেব শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন বি এ মহাশয় যাহা লিখিয়া দিয়াছিলেন, নীচে তাহা অবিকল উদ্ধৃত হইল;—'নান্নুরে বাশুলী-মন্দিরের নিকটে যে ভগ্ন গৃহের চিহ্নাদি সহ স্তূপ পড়িয়া আছে, সেখানে একটি নাট্যশালা ছিল। স্থানীয় প্রবাদ এই যে, চণ্ডীদাস তাঁহার ভুবন-বিজয়ী কীর্ত্তনের দল সহ সেই নাট্যশালায়ই সমাহিত হন। সে প্রবাদ বড় শোকাবহ। সন্নিকটবর্ত্তী পরগণার নবাব তাঁহার প্রাসাদে চণ্ডীদাসকে আমন্ত্রণ করিয়া লইয়া যান; দুর্ভাগ্যক্রমে চণ্ডীদাসের ভক্তি-প্রেমের বিজয়-মন্ত্র—তাঁহার অপূর্ব্ব পদাবলী যখন তাঁহার কণ্ঠে নিনাদিত হইতে লাগিল, তখন সেই উন্মাদনায় নবাবের বেগম সাহেব একবারে মুগ্ধ হইয়া গেলেন; তিনি চণ্ডীদাসের গীতি শুনিতে ছদ্মবেশে পল্লীতে পল্লীতে ঘুরিতেন। নবাব কোন প্রকারেই বেগম সাহেবাকে শাসন করিতে

---

২৭ মল্লিক মহাশয়ের সম্পাদিত চণ্ডীদাসের ভূমিকা, পৃ. [৫]; চণ্ডীদাস-চরিত, পৃ. ১৫; নব্যভারত, ১২শ খণ্ড, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, পৃ. ২৮৪।

২৮ চণ্ডীদাসের চতুর্দ্দশ পদাবলী, সা, প, প, ৫ম ভাগ, ৩য় সংখ্যা, পৃ. ১৭৪।

২৯ সা, প, প, ৯ম ভাগ, অতিরিক্ত সংখ্যা (প্রাচীন পুথির বিবরণ), পৃ. ৫৫ এবং ২১শ ভাগ, ১ম সংখ্যা, পৃ. ৪৯।

৩০ *Literature of Bengal* (1877) by R. C. Dutt, p. 52.

৩১ পরিষৎ-সংস্করণ চণ্ডীদাসে'র ভূমিকা, পৃ. ১০।

পারিলেন না। চণ্ডীদাসের সুর সত্যই তাঁহার কাণের ভিতর দিয়া মরমে প্রবেশ করিয়াছিল, এই মর্ম্ম-প্রবেশী সংগীত লজ্জা-ভয় দূর করিয়া দিয়াছিল।'

'নবাবের ক্রোধ জাগিয়া উঠিল। একদিন যখন নান্নুরের নাট্যশালা চণ্ডীদাসের কীর্ত্তনানন্দে ডুবিয়াছিল, সেই সময় সহসা প্রেম-স্নিগ্ধ নিকেতন নবাব-সৈন্যের কামানের শব্দে কাঁপিয়া উঠিল। কামানের গোলায় নাট্যশালা পড়িয়া গেল। বাঙ্গালা দেশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবি—মর্ত্ত্যধামে স্বর্গের গায়ক তাঁহার দল সহ বিদীর্ণ মন্দিরের নীচে জীবন্ত সমাধি প্রাপ্ত হইলেন। এখন সেই স্তূপের নীচে নর-কঙ্কাল পাওয়া যায়, হয় ত সেই নর-কঙ্কালের কোন না কোনটি বাঙ্গালার প্রিয়তম কবির হইবে।'

'কীর্ণাহারের শ্রীবৃদ্ধির সঙ্গে চণ্ডীদাসকে লইয়া গৌরব করিবার স্পৃহা সেই পল্লীবাসীদের চিত্তে জাগিয়া উঠা স্বাভাবিক। কেহ কেহ বলেন, চণ্ডীদাসের জীবনান্ত হওয়ার প্রবাদ অপেক্ষাকৃত আধুনিক সময়ে কীর্ণাহারের সহিত জড়িত করা হইয়াছে। বাশুলী দেবী বহু দিন নাট্যশালার স্তূপের নীচে পড়িয়াছিলেন, পরে উদ্ধার লাভ করিয়া একটি মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। সেই মন্দির ভাঙ্গিয়া যাওয়াতে সম্প্রতি তাঁহাকে আর এক নব মন্দিরে স্থাপিত করা হইয়াছে। রামী ধোপানীর স্বগণেরা এখনও বলির পূর্ব্বে ছাগগুলি ছুঁইয়া দেয়। তবে বলি সুসিদ্ধ হয়।'

স্বর্গীয় মল্লিক মহাশয় লিখিয়াছেন,—'চণ্ডীদাস জীবনের শেষ দশায় শ্রীবৃন্দাবন ধামে গমন করিয়া সেইখানেই সমাধিস্থ হন। আজ পর্য্যন্ত তাঁহার সমাধি শ্রীবৃন্দাবনে বিদ্যমান আছে, জানিতে পারা যায়। রামিণীও ঐ পথ অনুসরণ করেন।'[৩২] স্বর্গীয় ভদ্র মহাশয় রমণী বাবুর কথারই প্রতিধ্বনি করিয়াছেন,[৩৩] অনেকেই করিয়াছেন।[৩৪] আমাদের বড়ই দুর্ভাগ্য, বৃন্দাবনে বাঙ্গালী কবির সমাধির কোন পাত্তা লাগাইতে পারি নাই। তত্রত্য অধিবাসীদের উপর চণ্ডীদাসের নাম কোনরূপ ক্রিয়া করে না; কখন করিত কি না, ভগবান্ জানেন। পদাবলীতে বা অন্যত্র চণ্ডীদাসের বৃন্দাবন গমনের কোন আভাস মিলে না। শ্রীযুক্ত সান্ন্যাল মহাশয়ের মতে খৃষ্টীয় ১২শ শতাব্দীতে বীরসিংহ বীরভূমে রাজা হন। তিনি স্বীয় নামে রাজধানী নির্ম্মিত করেন। রাজা বীরসিংহ রাজধানীর অনতিদূরে পুরাণবর্ণিত পুণ্যভূমির আদর্শে দ্বিতীয় বৃন্দাবন রচনা করিয়া, তাহাতে গোপাল বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত করেন। চণ্ডীদাস বীরসিংহের নকল বৃন্দাবনে সমাধিমগ্ন হন, ইত্যাদি ইত্যাদি।[৩৫] এ সকল কথা কত দূর প্রামাণিক, পাঠকগণ তাহার বিচার করিবেন।

উপরের আলোচনা হইতে কবির সম্বন্ধে আমরা নিম্নলিখিত কয়টি কথার বেশী কিছু জানিতে পারি না।— (১) চণ্ডীদাস খৃষ্টীয় ১৪শ শতকের প্রথমার্দ্ধে আবির্ভূত হইয়াছিলেন; তাঁহার আর এক নাম অনন্ত। (২) তিনি ব্রাহ্মণ-বংশসম্ভূত। (৩) নান্নুরে তাঁহার বাস ছিল। (৪) তিনি সহজ-ভজন আশ্রয় করেন এবং নীচ সংসর্গহেতু সমাজচ্যুত হন। (৫) কবি ধন-জন-বিরহিত ছিলেন না। (৬) তিনি অনেকানেক পদ রচনা করেন। (৭) বিদ্যাপতির সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইয়াছিল। (৮) তাঁহার মূর্খ অপবাদ অমূলক। (৯) তিনি সঙ্গীত-শাস্ত্রে বিশেষজ্ঞ ও উচ্চ অঙ্গের গায়ক ছিলেন।

বর্ণনীয় বিষয়

'কৃষ্ণকীর্ত্তন' গীতগোবিন্দের অনুকরণে রচিত গীতি-নাট্য-শ্রেণীর গীতিকাব্য। ইহার অধিকাংশ পদ শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীরাধা অথবা বড়াইর (দূতীর) উক্তি। বর্ণনীয় বিষয়—শ্রীকৃষ্ণের বাল্য-লীলা। পুথির প্রাপ্ত অংশ ১৩শ খণ্ডে বিভক্ত; যথা—জন্ম-খণ্ড, তাম্বুল-খণ্ড, দান-খণ্ড, নৌকা-খণ্ড, ভার-খণ্ড, ছত্র-খণ্ড, বৃন্দাবন-খণ্ড, কালিয়-দমন-খণ্ড,

৩২ চণ্ডীদাসে'র ভূমিকা, পৃ. [১৭]। ৩৩ গৌরপদ-তরঙ্গিণীর উপক্রমণিকা, পৃ. ৮২।

৩৪ বঙ্গভাষার লেখক, পৃ. ৬; নব্যভারত, ১২শ খণ্ড, ৭ম সংখ্যা, পৃ. ৩৫১। ৩৫ চণ্ডীদাস-চরিত, ১১২-১১৩।

যমুনা-খণ্ড, হার-খণ্ড, বাণ-খণ্ড, বংশী-খণ্ড ও রাধার বিরহ-খণ্ড। জন্ম-খণ্ডে দেবগণের প্রার্থনায় ভূভার-হরণের নিমিত্ত রাধা-কৃষ্ণের জন্ম-লীলা বর্ণিত। তাম্বুল-খণ্ডে রাধার অসামান্য রূপ-লাবণ্যের কথা শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণ-কর্তৃক কামাচার আমন্ত্রণসূচক তাম্বুলাদি উপহার প্রেরণ অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের পূর্ব্বরাগ। দান-খণ্ডে রাধালাভার্থ, শ্রীকৃষ্ণ-কর্তৃক দানীর অভিনয়, রাধা-কৃষ্ণের মিলন ও সম্ভোগ। নৌকা-খণ্ডে শ্রীকৃষ্ণের কাণ্ডারী-বেশে গোপীগণকে যমুনা পার-করণ ও রাধা-কৃষ্ণের যমুনা-বিহার। ভার-খণ্ডে ভারবাহিরূপে শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক শ্রীমতীর পসরা বহন। ছত্র-খণ্ডে শ্রীকৃষ্ণ-কর্তৃক রাধার মস্তকে ছত্র-ধারণ। বৃন্দাবন-খণ্ডে গোপীগণ সহ শ্রীকৃষ্ণের বন-বিলাস ও শ্রীরাধার সম্ভোগ অর্থাৎ রাস। যমুনা-খণ্ডে গোপীগণ সহ শ্রীকৃষ্ণের জল-বিহার এবং কৃষ্ণ-কর্তৃক গোপীগণের বস্ত্র-হরণ। হার-খণ্ডে হার অপহরণ জন্য যশোদা-সমীপে শ্রীমতীর শ্রীকৃষ্ণের বিরুদ্ধে অভিযোগ। বাণ-খণ্ডে পূর্ব্ব অভিযোগের প্রতিশোধস্বরূপ শ্রীমতীর প্রতি শ্রীকৃষ্ণের মদন-বাণ ত্যাগ, রাধার মোহ, বড়াই কর্তৃক শ্রীকৃষ্ণের বন্ধন ও শ্রীমতীর সম্ভোগ। বংশী-খণ্ডে বংশীধ্বনি শ্রবণে রাধার উৎকণ্ঠা, রাধাকর্তৃক বংশী অপহরণ, কৃষ্ণের কাকুতি ও রাধার বংশী প্রত্যর্পণ। বিরহ-খণ্ডে রাধার বিরহ, রাধা-কৃষ্ণের মিলন ও সম্ভোগ, শ্রীমতীর শ্রান্তি ও শ্রীকৃষ্ণের মথুরাগমন।

ভাষা

'সই কেবা শুনাইলে শ্যামনাম', 'সুখের লাগিয়া এ ঘর বাঁধিনু' পদের ভাষা এবং 'কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি কালিনী নই কূলে', 'যে কাহ্নু লাগিআঁ মো আন না চাহিলোঁ' পদের ভাষা এক নহে;—পদাবলী ও কৃষ্ণকীর্ত্তনে'র ভাষায় সাদৃশ্য নাই। তবে কি পদকর্ত্তা চণ্ডীদাস এবং কৃষ্ণকীর্ত্তনে'র রচয়িতা দুই পৃথক্ কবি? চণ্ডীদাসের সময়ে এবং তৎপূর্ব্বে বাঙ্গালা ভাষা কিরূপ ছিল, জানিতে পারিলে আমাদের উত্তর অনেক সরল হইয়া আসিবে। পুরাণা বাঙ্গালা কেমন ছিল, জানিতে হইলে হস্তলিখিত প্রাচীন পুথির সাহায্য লইতে হইবে। মুদ্রিত পুস্তকে প্রাচীন রূপ পাইবার আশা দুরাশা। কেন না, এ পর্য্যন্ত যত প্রাচীন গ্রন্থ মুদ্রিত হইয়াছে, তাহার আদর্শ বড় জোর ২৫০ বৎসরের; ৩০০ বর্ষের আদর্শ দেখিয়া মুদ্রিত পুস্তকের সংখ্যা নিতান্ত কম। সম্পাদকগণের রুচি ও অভিজ্ঞতা অনুসারে প্রায়শঃ ঐ সকল পুস্তকের পাঠ বহুল পরিমাণে পরিবর্ত্তিত। সাধারণ পাঠকের সুখ-বোধ্য করিবার অভিপ্রায়েও প্রাচীন গ্রন্থগুলি অধুনা প্রচলিত ভাষায় শোধিত হইয়া প্রকাশিত হয়। পুথিতেও শোধনের প্রয়াস দেখা যায়।[৩৬] কোন এক পুথির দুইখানি প্রতিলিপিতে ক্বচিৎ মিল হয়। হস্তলিখিত সুপ্রাচীন পুথি একান্ত দুর্ল্লভ। কবির স্বহস্তলিখিত পুথির ত কথাই নাই। কাজেই বলিতে হয়, আমরা কোন কবিরই প্রকৃত ভাষা পাই নাই।

খ্রীষ্টীয় ৭ম শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে চীন পরিব্রাজক য়ুআন্-চুআঙ্ (হিউএন্‌ত্ সাঙ্) ভারত ভ্রমণে আসিয়া বর্ত্তমান বাঙ্গালা, বিহার ও উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের কিয়দংশের ভাষা প্রায় একরূপ দেখিয়াছিলেন। কামরূপ ও উড়িষ্যা অঞ্চলের ভাষায় যে সামান্য পার্থক্য লক্ষ্য করিয়াছিলেন, তাহা মাত্র উচ্চারণগত। ঋগ্বেদের ঐতরেয় আরণ্যকে সর্ব্বপ্রথম বঙ্গ নাম পাওয়া যায়।[৩৭] ললিতবিস্তরে বঙ্গ-লিপির উল্লেখ আছে।[৩৮] প্রাচীন গ্রন্থাদিতে ব ঙ্গ ভা ষা র বিবরণ পাইয়াছি

---

[৩৬] Later MSS. always giving a smoothed down version of the ancient dialects,—Vernacular Literature of Bengal, by M. M. Haraprasad Shastri, p. 3. বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, পৃ. ১৪০।

[৩৭] ইমাঃ প্রজাস্তিস্রো অত্যায়মায়ংস্তানীমানি বয়াংসি।
বঙ্গাবগধাশ্চেরপাদাস্তন্যা অর্কমভিতো বিবিশ্র ইতি। ২।১।১

[৩৮] ১০ম অধ্যায়—লিপিশালাসন্দর্শন পরিবর্ত্ত।

বলিয়া স্মরণ হয় না। আচার্য্য দণ্ডি-বিরচিত কাব্যাদর্শে গৌড়ী প্রাকৃত নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।[৩৯] কৃষ্ণ পণ্ডিতের প্রাকৃত-চন্দ্রিকা নামক গ্রন্থে অপভ্রংশ ভাষার মধ্যে গৌড় ও ওড্র নাম সন্নিবিষ্ট দেখা যায়।[৪০] পণ্ডিতগণ কহিয়া থাকেন, উত্তরাপথে প্রচলিত অধিকাংশ ভাষাই কোন না কোন প্রাকৃত অথবা তাহার অপভ্রংশ হইতে উৎপন্ন।[৪১] প্রাচ্য হিন্দী, বাঙ্গালা, ওড়িয়া প্রভৃতি ভাষা মাগধী অপভ্রংশের বিভিন্ন রূপ বা পরিণতি।[৪২] পুরাণা বাঙ্গালার প্রাকৃত সংজ্ঞা ছিল, সাহিত্যে তাহার প্রমাণ আছে।[৪৩] পরে আমরা প্রাকৃতের সহিত বাঙ্গালা ভাষার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ দেখিতে পাইব। কথ্য ভাষা হইতেই কথ্য ভাষার উৎপত্তি সিদ্ধ হইয়া থাকে। আজ আমরা যে ভাষায় মনোভাব ব্যক্ত করিতেছি, ৫০০ পাঁচ শত বৎসর পূর্ব্বে সে ভাষা ব্যবহৃত হইত না, পরেও হইবে না ;—ভাষা পরিণামী। কথ্য ও লেখ্য ভাষার মধ্যে অল্প হউক, বিস্তর হউক, প্রভেদও অবশ্যম্ভাবী। হাজার বৎসর পূর্ব্বে দৈনন্দিন জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহের নিমিত্ত বঙ্গবাসী ঠিক কি ভাষা ব্যবহার করিতেন, জানিবার উপায় নাই। তবে সে কালের সাহিত্য হইতে তাহার কতকটা আভাস পাইতে পারি। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের আবিষ্কৃত ও সম্পাদিত চর্য্যাচর্য্যবিনিশ্চয়, সরোজ বজ্রের দোহাকোষ, কাহ্নুপাদের দোহাকোষ[৪৪] প্রভৃতি গ্রন্থের ভাষা বাঙ্গালা ভাষার প্রাচীনতম

৩৯ শৌরসেনী চ গৌড়ী চ লাটী চান্যা চ তাদৃশী।
যাতি প্রাকৃতমিত্যেবং ব্যবহারেষু সন্নিধিম্। ১।২৪

৪০ Third Report of Operations in the search of Sanskrit MSS in the Bombay Circle, April 1884—March 1886, by Prof. P. Peterson, page 347.

৪১ The spoken languages of India, which have been called Neo-Aryan, Neo-Sanskrit, or Gaudian, seem to me to have a perfect right to the common name of Prakritic, which would at once distinguish them from the old Prakrits, and would at the same time indicate their real origin. They are not derived from Sanskrit, but from the old Prakrits, or more truly still, from the local Apabhramsas.—*Science of Language*, by Professor F. Max Muller, Ed. 1891, Vol. 1, pp, 179-80.

In their enumeration of the various Ap., each of the provincial *languages* (as we now call them) occurs ; e. g., Abhiri (Sindhi, Marwari), Avanti (E. Rajputani), Gaurjari (Gujarati), Bahlika (Panjabi), Sauraseni (W. Hindi), Magadhi or Prachya (E. Hindi), Odri (Oriya), Gaudi (Bangali), Dakshinatya or Vaidarbhika (Marathi) and Saippali (Naipali).—*Comparative Grammar of the Gaudian Languages*, by Dr, A. F. Rudolf Hoernle, p. XXI.

৪২ Magadhi is the parent of all the languages of Eastern Group of Indo-Aryan vernaculars. Just as the Eastern vernacular of Asoka's time branched out into a number of dialects, of which Magadhi was the principal one, so Magadhi, in the course of centuries has, in its turn, developed into four separate languages, of which Bengali and Bihari are the principal. Indeed this process of fission had already commenced during Prakrit times, for the latest indigenous grammarians of that language mention amongst the varieties of Magadhi, a Gaudi, a Dhakki, and the Utkali or Odri. Behari is the direct descendant of Magadhi and is spoken in its original home. Gaudi is the parent of the Bengali of Northern Bengal and of Assamese. Spreading to the south-east, Magadhi developed into the Bengali of the Gangetic Delta, and still further towards the rising sun, Dhakki (or the Magadhi of Dacca) became the modern Eastern Bengali. Oriya is the representative of the ancient Utkali.—*Linguistic Survey of India*, by Sir G. A. Grierson, Vol. V. Part I, p. 5.

৪৩ ইহা বলি গীতার পড়িল এক শ্লোক। পরাকৃত বন্ধে কহি শুন সর্ব্বলোক।—লোচনদাসের চৈতন্যমঙ্গল (বঙ্গবাসী), মধ্য, পৃ ৯২।
তাহা অনুসারে লিখি প্রাকৃত কথনে।—বাঙ্গালা পুথির বিবরণ, সা° প° প°, ৪র্থ ভাগ, ৪র্থ সংখ্যা, পৃ. ৩০৭।
হেন জয়দেব বাক্যরচনা সংস্কৃতে। ভাঙ্গিয়া করিল আমি সংস্কৃত প্রাকৃতে।—ঐ, পৃ. ৩০৯।
সপ্তদশ পর্ব্বকথা সংস্কৃত ছন্দ। মূর্খ বুঝিবারে কৈল পরাকৃত ছন্দ।—ঐ, ৬ষ্ঠ খণ্ড, ১ম সংখ্যা, পৃ. ৬৫।

৪৪ বৌদ্ধগান ও দোহার অন্তর্গত।

নিদর্শন বলিয়া গৃহীত হইতে পারে। শাস্ত্রী মহাশয় বলেন, বইগুলি খ্রীষ্টীয় ৮ম—১২শ শতকে লেখা হইয়া থাকিবে। একটি চর্য্যাপদ এইরূপ,—

অপণে রচি রচি ভব নির্ব্বাণা মিছেঁ লোঅ বন্ধাবএ অপণা ॥ ধ্রু ॥
অম্হে ন জাণহুঁ অচিন্ত জোই জাম মরণ ভব কইসণ হোই ॥ ধ্রু ॥
জাইসো জাম মরণ বি তইসো জীবন্তে মঅলেঁ ণাহি বিশেসো ॥ ধ্রু ॥
জাএথু জাম মরণে বিসঙ্কা সো করউ রস রসানেরে কংখা (কংখা ?) ॥ ধ্রু ॥
জে সচরাচর তিঅস ভবন্তি তে অজরামর কিম্পি ন হোন্তি ॥ ধ্রু ॥
জামে কাম কি কামে জাম সরহ ভণতি অচিন্ত সো ধাম[৪৮] ॥ ধ্রু ॥

'লোক মিথ্যা মিথ্যা আপনার মনে মনে ভব ও নির্ব্বাণ রচনা করিয়া করিয়া আপনাকে বদ্ধ করিতেছে। আমরা কিন্তু অচিন্ত্য যোগী, আমরা জানি না, জন্ম মরণ এবং ভব কিরূপ হয়। জন্মও যেমন, মরণও তেমনি, জীবন ও মরণে কিছুমাত্র বিশেষ নাই। এ ভবে যাহার জন্ম ও মরণের শঙ্কা আছে, সেই রস ও রসায়নের চেষ্টা করুক। যে সকল যোগীরা সমস্ত চরাচরে ও স্বর্গে ভ্রমণ করে, তাহারা অজর এবং অমর কিছুই হইতে পারে না। সরহ বলে,—জন্ম হইতে কর্ম্ম হয়, কি কর্ম্ম হইতে জন্ম হয়, সে কথা স্থির করা যোগীদিগের পক্ষে অচিন্তনীয়।'

অধ্যাপক বেণ্ডল (C. Bendall) সম্পাদিত 'সুভাষিত-সংগ্রহ' হইতে একটি পদ উদ্ধৃত হইল, ভাব ও ভাষা চর্য্যাপদেরই অনুরূপ।

করুণ ছড্ডী জো সুন্নহী লগ্গু। ণাই সো পাবৈ উত্তিম মগ্গু।
অহবা করুণা কেবল ভাবৈ। জম্ম সহস্সহি মোক্‌খু ণ পাবৈ ॥
সুন্ন করুণ জৈ জোউণু সক্কৈ। ণৌ ভবে ণৌ নিব্বাণঁহী থক্কৈ ॥

করুণা ছাড়িয়া যে শূন্য আশ্রয় করে, সে উত্তম গতি পায় না। অথবা শূন্য-বিরহিত কেবল করুণা চিন্তনে সহস্র জন্মেও মোক্ষ লাভ হয় না। করুণা ও শূন্য একত্র উপলক্ষিত হইলে, দ্রষ্টার ভব ও নির্ব্বাণ এক হইয়া যায়।

'গুরু উবএসো অমিঅরসু' ইত্যাদি দোহাটি সরোজ-বজ্রের দোহাকোষ ও সুভাষিত-সংগ্রহ, উভয় গ্রন্থেই ধৃত হইয়াছে। ডাকার্ণবের ভাষাও প্রায় ঐরূপ। প্রচলিত ডাকের বচনের ভাষা অনেক পরের। খ্রীষ্টীয় ১০ম-১১শ শতকে রচিত রামাই পণ্ডিতের শূন্যপুরাণ হইতে সৃষ্টি-পত্তনটি উদ্ধৃত হইল।

নহি রেক নহি রূপ নহি ছিল বন্ন চিন। রবি সসী নহি ছিল নহি রাতি দিন ॥
নহি ছিল জল থল নহি ছিল আকাশ। মেরু মন্দার ন ছিল ন ছিল কৈলাস ॥
নহি ছিল ছিষ্টি আর ন ছিল চলাচল। দেহারা দেউল নহি পরবত সকল ॥
দেবতা দেহারা ন ছিল পূজিবাক দেহ। মহাস্থন্য মধ্যে পরভুর আর আছে কেহ ॥
রিসি যে তপসি নহি নহিক বাম্ভন। পাহাড় পব্বত নহি নহিক থাবর জঙ্গম ॥
পুন্য থল নহি ছিল নহি গঙ্গাজল। সাগর সঙ্গম নহি দেবতা সকল ॥
নহি ছিষ্টি ছিল আর নহি সুর নর। বম্ভা বিষ্টু ন ছিল ন ছিল আঁবর ॥ ইত্যাদি

শূন্যপুরাণে পুরাণা ভাষার নমুনা আছে বটে, কিন্তু উহাতেও কবির ভাষা পাওয়া যায় না। ১১শ-১২শ শতকে মাণিকচন্দ্র রাজার গান ও ময়নামতীর গান রচিত হয়; কিন্তু উহাদের শোধিত সংস্করণই আমাদের হস্তগত হইয়াছে। তার পর আমরা বাঙ্গালা কাব্য-জগতে চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতিকে দেখিতে পাই। ইহাঁদের সুপ্রণালীবদ্ধ উৎকৃষ্ট

[৪৮] বৌদ্ধ গান ও দোহা, পৃ. ৩৯।

গীতি-কাব্য রচিত হইবার পূর্ব্বে যে, এ ক্ষেত্রে আর কোন উদ্যম হয় নাই, এমন কথা বলা যায় না। কৃষ্ণকীর্ত্তনে' আত্মবিস্মৃত শ্রীকৃষ্ণের প্রতি বলদেবের উক্তি,—

আহা।

তোহ্মে জল তোহ্মে থল তোহ্মে বন গিরী। স্বর্গ্‌গ মর্ত্য পাতাল তোহ্মে দেব হরী ॥
তোহ্মে সূর্য্য তোহ্মে চান্দ তোহ্মে দিকপাল। লীলাতনু ধরি এবেঁ হয়িলাহা গোআল ॥
আপণা না চিহ্ন কেহ্নে এবেঁ বনমালী। জগত সংহর তোহ্মে কোণ ছার কালী ॥ ইত্যাদি

উদ্ধৃত উদাহরণ হইতে স্বাভাবিক নিয়মে বাঙ্গালা ভাষার উৎপত্তি ও ক্রমপরিণতির একটা ধারা পাওয়া যাইবে। কৃষ্ণকীর্ত্তনে'র ভাষা ও বিদ্যাপতি,[৪৬] মাধব কন্দলি, শঙ্কর দেব, জগন্নাথ দাস প্রভৃতি পারিপার্শ্বিক কবিগণের ভাষাতে সাদৃশ্য আছে; গুণরাজ খান, বৃন্দাবন দাস, লোচনদাসের ভাষাতেও কিছু কিছু আছে।[৪৭] প্রমাণ হস্তলিখিত সুপ্রাচীন পুথিতে প্রাপ্তব্য।[৪৮] 'বঁধু কি আর বলিব আমি' পদের ভাষা অত্যন্ত আধুনিক—একবারে হালী। উহা বাঙ্গালা ভাষার ইতিহাসে আদৌ খাপ খায় না। সুতরাং কোন ক্রমেই চণ্ডীদাসের ভাষা বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। বহুলপ্রচলিত পদের ভাষা গায়ক ও লিপিকরগণের কৃপায় পুনঃ পুনঃ রূপান্তরিত হইয়াছে, সে বিষয়ে সন্দেহ মাত্র নাই। চণ্ডীদাসের গোঁড়া ভক্তেরা অবশ্য তাহা স্বীকার করিতে রাজি হইবেন না। তাঁহারা 'সরল তরল রচনা প্রাঞ্জল প্রসাদ গুণেতে ভরা' কানুদাসের এই পদাংশ উদ্ধৃত করিয়া উচ্চ-কণ্ঠে বলিবেন, 'কি দারুণ বুকের ব্যথা,' 'বঁধু তুমি সে আমার প্রাণ' প্রভৃতি পদের ভাষাই উহা দ্বারা লক্ষিত হইয়াছে। কিন্তু ২০০ দুই শত বর্ষ পূর্ব্বে যে ভাষা সরল, তরল ও প্রাঞ্জল ছিল, আজ তাহাই কটমট হইবার পক্ষে যে কোন বাধা নাই, অনেকে এ কথাটা বুঝিতে পারেন না। পাঠকগণ কৃষ্ণ-কীর্ত্তনে'র 'দেখিলোঁ প্রথম নিশি' পদের ভাষার সহিত পদাবলীর 'প্রথম প্রহর নিশি'[৪৯] পদের ভাষা তুলনা করিয়া দেখিবেন, চণ্ডীদাসের ভাষা কিরূপ ভাবে বিকৃত বা রূপান্তরিত হইয়াছে। অপ্রচার হেতু কৃষ্ণকীর্ত্তনে'র ভাষায় কীর্ত্তনিয়া বা পুথি-লেখকেরা কৃতিত্ব ফলাইবার সময় পান নাই। কৃষ্ণকীর্ত্তনে'র ভাষাই আমরা চণ্ডীদাসের খাঁটি ভাষা বলিয়া গ্রহণ করিয়াছি। চণ্ডীদাস তৎকাল-প্রচলিত সাধারণের সহজ-বোধ্য ভাষায় গান করিয়াছিলেন। তিনি কেমন করিয়া এখনকার ভাষায় গীত রচনা করিবেন? স্বর্গীয় রাজকৃষ্ণ রায়, বঙ্কিমবাবু অথবা রবীন্দ্র বাবুর ন্যায় চণ্ডীদাসের প্রাচীন ও আধুনিক ভাষা ব্যবহার সঙ্গত নহে। কেহ কেহ বলেন, প্রাচীন বাঙ্গালা পদাবলীর ভাষা—ব্রজমণ্ডলের ভাষা;[৫০] অপরে কহেন, উহা মিথিলার 'বৃজ্জি' জাতির ভাষার অনুকরণ।[৫১] বস্তুতঃ উহার কোনটাই

---

৪৬ Indeed, I am doubtful, whether it is not more correct to class the Maithili as a Bangali dialect rather than as an E. H. one. Thus in the formation of the past tense, Maithili agrees very closely with Bangali, while it differs widely from the E. H.—*Comparative Grammar of the Gaudian Languages*, by Dr. Hoernle, pp. VIII-IX.

In the Eastern Gaudian poet Bidyapati (middle of 14th cent. A. D.) B. and E. H. are as yet one language—Ibid, p. XXXV.

৪৭ প্রাচীন বঙ্গসাহিত্য আলোচনা করিলে হিন্দুস্থানী, মৈথিলী ও উড়িয়া প্রভৃতি ভাষার অনেক শব্দের সঙ্গে বাঙ্গালা শব্দের ঐক্য দৃষ্ট হয়। এই প্রাদেশিক ভাষাগুলির একটি অপরটি হইতে উদ্ভূত হয় নাই—কিন্তু একজাতির ভিন্ন ভিন্ন পঞ্চ শাখা, সে সময়ে পরস্পরের অধিকতর নিকটবর্ত্তী ছিল, এই জন্য এই সাদৃশ্য।—বঙ্গভাষা ও সাহিত্য (৩য় সংস্করণ), পৃ ২৪৭।

৪৮ পরিষদের বাহিরে এক বঙ্গবাসী কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত গ্রন্থসমূহে প্রাচীন ভাষা রক্ষণের আংশিক প্রযত্ন দেখা যায়।

৪৯ সাহিত্য-পরিষদ্‌গ্রন্থাবলী—৪৬, পৃ. ১০১, এবং রমণী বাবুর চণ্ডীদাস (৩য় সংস্করণ), পৃ. ১৮৭।

৫০ বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্যবিষয়ক প্রস্তাব (৩য় সংস্করণ), পৃ ৪৮-৪৯।

৫১ বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, (৩য় সংস্করণ), পৃ ২২৩।

ঠিক নহে; তখনকার বাঙ্গালা ভাষাই ঐরূপ ছিল। সাহিত্যের প্রথম বিকাশ গানে। চর্য্যাপদে আমরা তাহাই পাই। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, বৌদ্ধ-চর্য্যাপদ হইতেই বাঙ্গালা পদসাহিত্যের উদ্ভব। চর্য্যাপদের ছন্দও প্রাচীন বাঙ্গালায় অনুসৃত।

শব্দ ও বর্ণ-বিন্যাস

কৃষ্ণকীর্ত্তনে' প্রাকৃত এবং তজ্জাত শব্দসংখ্যাই অধিক; সংস্কৃত শব্দের ভাগ অতি অল্প। সেই হেতু বর্ণ-বিন্যাস-প্রণালী কিছু বিচিত্র। ণকার ও সকারের প্রয়োগ-বাহুল্য শৌরসেনী ভাষার প্রভাব সূচিত করিতেছে। 'ঁ' চন্দ্রবিন্দুর প্রয়োগ অজস্র। চন্দ্রবিন্দু আনুনাসিক উচ্চারণের দ্যোতক এবং আনুনাসিক উচ্চারণের প্রাচুর্য্য প্রাকৃত-সম্ভব ভাষানিচয়ের অন্যতম বিশেষত্ব। পাঠকগণ গ্রন্থমধ্যে বহু অপরিচিত শব্দ পাইবেন, এক শব্দের একাধিক বর্ণ-বিন্যাসও দেখিবেন। লণ্ডনের Early English Text Society, Philological Society, Percy Society প্রভৃতি সোসাইটিসমূহ হইতে প্রকাশিত গ্রন্থাবলীতে প্রাচীন বানান রাখা হইয়া থাকে,—মুখ্য উদ্দেশ্য, ভাষা-বিজ্ঞানের অনুশীলনে সৌকর্য্য বিধান। আমরাও প্রাচীন বানান—পুথির বানান রাখিয়াছি, কোন প্রকার সংস্কারের চেষ্টা করি নাই। এ সম্বন্ধে অনেক কথা আছে, অন্যত্র বলিবার ইচ্ছা রহিল। এই পুস্তকে ফারসী ও আরবী-মূলক মাত্র কএকটি শব্দ পাওয়া গিয়াছে; 'কামাণ', 'মজুরী', 'মজুরিআ', 'খরমূজা', ফারসী এবং 'বাকী' আরবী শব্দের বিকারে উৎপন্ন। শবর স্বামীর মতে 'পিক', 'কোকিল' প্রভৃতি শব্দ অনার্য্য। কেহ কেহ অনুমান করেন, 'মলয়' 'মীন' শব্দ যথাক্রমে তামিল ও কানাড়ী ভাষা হইতে গৃহীত।

ব্যাকরণ

সন্ধি :—অকার পরে আকার থাকিলে আকারের লোপ; যথা—ফুটিল+আছে=ফুটিলছে, রহিল+আছে=রহিলছে।

বিসর্গ লোপ :—প্রাকৃতেরই আদর্শে;[৫২] যথা—উরস্থল, বক্ষস্থল।

সংজ্ঞাপদ :—প্রথমার একবচনে 'এ' বা 'ই' প্রত্যয় মাগধীর অনুরূপ।[৫৩]

উদাহরণ,—

প্রথমত কংশে' পুতনাক নিয়োজিল।
ভ্রু হি' কাল শাপ যুগল তাহাত
শোভএ নিচল হোই॥
[হি=ই]

'পতী', 'মুনী, 'গুরূ', 'বাউ' প্রভৃতি শব্দের পদের প্রয়োগ প্রাকৃতের অনুমত।[৫৪]

উদাহরণ,—

ধিক জাউ নারীর জীবন দহেঁ পসু তার পতী'।
সব ঠায়িঁ আপচয় কৈল মোর হরী'।

৫২ প্রা° লক্ষণ, ২।১০, প্রা° সর্ব্বস্ব, ৪।৬।

৫৩ অত ইদেতৌ লুক্‌চ।—প্রা° প্র, ১১।১০; অত এত্‌সৌ পুংসি মাগধ্যাম্।—সিদ্ধ হেমচন্দ্র, ৮।৪।২৮৭।

৫৪ সুভিসসুপ্‌সু দীর্ঘঃ।—প্রা° প্র, ৫।১৮।

প্রাকৃতে যেমন দ্বিবচন নাই,[৫৫] বাঙ্গালাতেও তেমনই নাই। বহুচবনে নির্দ্দিষ্ট প্রত্যয়ের অভাব; 'গণ,' 'সব' 'সকল,' 'যত' প্রভৃতি শব্দের যোগে বহুবচনের অর্থ প্রকাশে প্রবৃত্তি দেখা যায়। তিনটি মাত্র স্থলে 'রা' দিয়া বহুবচনের পদ পাওয়া গিয়াছে; যথা,—

বিকল দেখিআঁ তথাঁ রাখোআলগণে। আজি হৈতেঁ আ হ্মা রা' হৈলাহোঁ একমতী ॥
পুছিল তো হ্মা রা' কেহ্নে তরাসিল মণে ॥ আ হ্মা রা' মরিব শুণিলেঁ কাঁশে।

ষষ্ঠ্যন্ত 'আহ্মার,' 'তোহ্মার' পদের উত্তর গৌরবার্থে আকার যুক্ত করিয়া প্রথমার বহুবচনে আ হ্মা রা ও তো হ্মা রা পদ হইয়া থাকিবে।[৫৬]

আকারান্ত স্ত্রীলিঙ্গ শব্দের ঈকারান্ত রূপ সাধারণ; যথা—কোঁ অ লী, নি ল জী, বা লী, বি ক লী প্রভৃতি।

দ্বিতীয়া বিভক্তিতে 'এ' প্রত্যয় প্রথমার অনুকরণ। উদাহরণ—

দেখি রাধার রূপ যৌ ব নে'। মাঅক বুয়িল আইহনে ॥
বন মাঝেঁ পাইল ত রা সে'।

নিমিত্তার্থে বা তাদর্থ্যে প্রযুক্ত 'কএ' প্রত্যয়[৫৭] বাঙ্গালায় 'কে' বা 'ক' প্রত্যয়রূপে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, অনুমান হয়। 'কে,' 'ক' প্রত্যয়ের কতিপয় উদাহরণ,—

কং স কে' বুলিলে কণ্যা আকাশে থাকিআঁ ॥ নিতি নিতি দধি বিকে ম থু রা ক' জাএ।
ডাকর ডালিম তুঈ কুচে। নান্দসুত কা হ্না ঞিঁকে' রুচে ॥
এহা তত্ত্ব জাণী কর ঘ র কে' গমন। যাই যমুনার পা নি কে' আইস সখি মোর সঙ্গে।
ল ক্ষ্মী ক' বুলিল দেবগণে। বচনেক দেহ রাধা কা হ্না ই ক' আশ।
মানুষ নিয়োজিল মা রি বা ক' তাএ। আযোড়ন যোড়ন আহ্মে ক রি বা ক' পারী।

'রে' বা 'এরে' মূলে ষষ্ঠী বিভক্তির চিহ্ন বর্ত্তমান।

বোল রা ধি কা রে' সহি বড়ই যতনে। দৈবকীর প্রসব কং শে রে' জাণায়িল ॥

তৃতীয়াতে 'এঁ' বা 'এ' প্রত্যয় অপভ্রংশের অনুরূপ।[৫৮] উদাহরণ,—

পর পুরুষের নে হা এঁ' যাহার বিষ্ণুপুরে স্থিতী ॥ মিছাই মা থা এ' পাড়এ সান ॥

৫৫ দ্বিত্বং বহুত্বেন।—প্রা° লক্ষণ, ২।১২; দ্বিবচনস্য বহুবচনম্।—প্রা° প্র°, ৬।৬৩।

৫৬ In Bg. the nominative plural may, in the case of human beings, be formed by adding a to the genitive singular; thus *santan*, a son; gen. sing, *santaner*; nom. plur. *santanera*. The same is the case with the pronouns; thus amar, of me; *amara*, we; *tahar*, his: *tahara*, they.—*Encyclopœdia Britannica* [11th Ed.] Vol 8, p. 734.

সম্বন্ধের র হইতে কর্ত্তৃকারকের বহুবচনের রা আসা অসম্ভব নহে।—শ্রীযুত যোগেশ বাবুর ব্যাকরণ, পৃ ২০৮।

৫৭ গং ভণাহি ইমশ্শ কএ মচ্ছিআভত্তণো ত্তি।—শকু, প্রবেশক; ইমস্স কএ সউন্তলা কিলম্মই'—শকু°, ৬ষ্ঠ অঙ্ক।
'তুমম্মি ভণাম জুহি-কএ'—কু°চ°, ৫।৩৪।

অখুড়িয়-গমণম্ অতোড়িয় মদম্ অতুড়িঅ-লক্খণং মহেন্ত-কুলং।
অমুলুক্কন্ত-সিণেহো গউড়ো পেসীয় তুজ্ঝ কএ।—কু, চ, ৬।৭৮;
পরিহর মাণিণি মাণং পেক্খহি কুসুমাইঁ নীবস্স।
তুম্হ কএ খর হিঅও গেহ্নই গুড়িআ ধণুংহি কিল কামো।—প্রা° পৈং, ১।৬৭।

৫৮ এংটা। স° সা°, প্রাং অপং, সূ° ২৪; ত্রিবেং টঃ।—প্রাং সর্ব্বস্ব, ১৭।১৭।

'ত'(তস্) প্রত্যয় যোগে, যথা—

হা থ ত' ধরিআঁ মোর দগধ পরাণে। আপনে বুইল তোহ্মে আহ্মার কারণে ॥

মিনতী করিআঁ হা থে ত' ধরিআঁ আন গিআঁ চন্দ্রাবলী ॥

চতুর্থী বিভক্তির স্থানে সাধারণতঃ দ্বিতীয়া বিভক্তি বিহিত হয়। প্রাকৃতে ষষ্ঠীবৎ।[৫৯]

পঞ্চমীর চিহ্ন 'হতেঁ', 'হৈতেঁ', 'হয়িতেঁ' প্রভৃতি প্রাকৃত 'হিংতো' প্রত্যয়েরই রূপভেদ।[৬০]
অপেক্ষার্থক পঞ্চমী বিভক্তিতে 'তে' ও 'ত' প্রত্যয়ের প্রয়োগ দেখা যায়। উদাহরণ,—

এবে হ তেঁ' দৈবকীর যত গর্ত্ত হএ।

আজি হৈ তেঁ' বড়ায়ি দেব বনমালী তোহ্মার ভয়িলা দাসে।

জ ল তে' উঠিলী রাহী আধ করি তলে। মা অ বা প ত' বড় গুরুজন নাহীঁ।

তোহ্মে এবেঁ গো আ ল ত' ভৈলা বড় জাতী। শ রী র ত' হরিলোঁ চেতনে ॥

আজি হৈতেঁ বা ধি কা ত' নিবারিলোঁ মণে।

ষষ্ঠী বিভক্তিতে 'কের', ('কর'), 'এর' প্রত্যয় প্রাকৃত সম্বন্ধবাচক 'কেরক' শব্দের বিকারে উৎপন্ন। দৃষ্টান্ত,—

তিরীর যৌবন রাতির সপন যেহ্ন ন দী কে র' বাণে।

ল ক্ষ কে র' বৃন্দাবন মোর ফুলবাড়ী।

'ক' প্রত্যয়ের উদাহরণ,—

আপণ কা জ ক' লাগি সবই বিকলী। জ র ম ক' তরেঁ কলঙ্ক থুইবেঁ ॥

চাহা চাহা আল বড়ায়ি য মু না ক' তীরে।

লজ্জার্থক শব্দ বা ক্রিয়ার যোগে 'ত' বা 'তে' প্রত্যয়ের প্রয়োগ ; যথা,—

কা হ্নু ত' লাগিআঁ কিবা বিষ খাইআঁ মরিবোঁ ॥ এত সব সহিলা মো কাহ্নের নে হা ত' লাগী……

দিঠিত পড়িলে বা ঘ ত' হএ লাজ। দারুণী বুঢ়ী তোর বা পে ত' নাহিঁ লাজ।

রা ধা ত' লাগিআঁ কাহ্নু কিবা নাহিঁ করে ॥ কণ্ঠদেশ দেখিআঁ শ ঙ্খ ত' ভৈল লাজে।

'র' প্রত্যয় (১) অপভ্রংশ ভাষার অনুকরণে ;[৬১] (২) প্রাকৃত ষষ্ঠীর চিহ্ন ণ'র রকারের পরিণতিতে।[৬২] সপ্তমীর চিহ্ন 'ত', 'তে' 'তা' সর্ব্বাদি শব্দের উত্তর প্রযুক্ত প্রাকৃত 'ত্ত' বা 'থ' প্রত্যয়ের রূপান্তর।

ঘ র ত' রাখিআঁ বড়ায়ির সেবা করিবোঁ ॥ আহ্মার থা ন ত' বুঢ়ী কহিআর সরূপ ॥

চঞ্চল নয়ন তোর সি স তে' সিন্দুর। বা হু ত' বলয়া শোভে পা এ ত' নুপূর ॥

সে জা ত' সুতিআঁ একসরী নিন্দ না আইসে।

'এ' প্রত্যয় প্রাকৃতের অনুবৃত্তি।

প্রত্যয় লোপ ও বিভক্তি বিনিময়ের দৃষ্টান্ত অবিরল এবং উহা অপভ্রংশ ভাষার প্রভাব। একাধিক প্রত্যয়ের একত্র প্রয়োগ সাধারণ।

৫৯ ষষ্ঠীবচ্চতুর্থী।—প্রাং লক্ষণ, ২।১৩।

৬০ হিংতোভ্যসঃ।—প্রা° লক্ষণ, ১।৮। আর্ষ প্রাকৃত ও মাগধীতে পঞ্চমীর একবচনেও 'হিংতো' হয় ; যথা—দেবাহিংতো (দেবাৎ), তুমাহিংতো (ত্বৎ)।

৬১ অপভ্রংশ ভাষার যুষ্মদাদি শব্দের উত্তর 'ঈয়' প্রত্যয় স্থানে 'ডার' আদেশ হয় ; 'যুষ্মদাদেরীয়স্য ডারঃ'—সিদ্ধ হেমচন্দ্র, ৮।৪৩৪।

৬২ জাণ=জাঁর=যাঁর বা যাঁহার ; তাণ=তাঁণ=তাঁর বা তাঁহার ইত্যাদি।

সর্ব্বনাম :—আহ্মি শব্দ

প্রথমা—আহ্মা, আহ্মি, আহ্মে ; মো, মোঁ, মোঁই, মোএঁ, মোঞঁ, মোঞিঁ, মোঞেঁ, মোয়ে।

দ্বিতীয়া—আহ্মা, আহ্মাক, আহ্মাকে, আহ্মাত, আহ্মাতে, আহ্মারে ; মোক, মোকে, মোত, মোর, মোহোরে।

পঞ্চমী—আহ্মাক, আহ্মাত।

ষষ্ঠী—আহ্মাক, আহ্মাত, আহ্মার, আহ্মারে ; মোক, মোত, মোতে, মোর, মোরে, মোহোর।

সপ্তমী—মোতে।

তুহ্মি শব্দ

১মা—তুহ্মি, তুঞিঁ, তো, তোঁ, তোএ, তোঁএ, তোঞঁ, তোঞিঁ, তোঞেঁ, তোহ্মে।

২য়া—তোক, তোতে, তোরে, তোহাঁক, তোহ্মা, তোহ্মাএ, তোহ্মাক, তোহ্মাকে, তোহ্মাথো, তোহ্মাত, তোহ্মার, তোহ্মে।

৫মী—তোরে, তোহ্মাতে, তোহ্মাতেঁ, তোহ্মাথো।

৬ষ্ঠী—তোত, তোতে, তোর, তোহোর, তোহ্মা, তোহ্মাক, তোহ্মাত, তোহ্মাতে, তোহ্মার, তোহ্মারে।

৭মী—তোত, তোতে, তোহ্মাতে।

তা শব্দ

১মা—তাহা, তেঁ, তেহেঁ, তেহোঁ, সে। ২য়া—তাএ, তাক, তাকে, তাহাক, তাহাকো। ৩য়া—তেএঁ। ৬ষ্ঠী—তাক, তাত, তার, তারে, তাহাক, তাহার, তাহারে। ৭মী—তাএ, তাত, তাতা, তাতে, তাহাত। বিস্তার-ভয়ে অন্যান্য সর্ব্বনাম শব্দের রূপ দেওয়া হইল না, পাঠকগণ শব্দ-সূচীতে দেখিয়া লইবেন।

ক্রিয়াপদ :— √কর্।

বর্ত্তমান কাল

প্রথম পুরুষ—করন্তি, করএ, করে, [করেন্ত]। মধ্যম পুরুষ—করসি। উত্তম পুরুষ—করি, করোঁ।

অতীত কাল

১ম পুং—কইল, করিল, করিলে, [করিলান্ত, করিলেন্ত], কৈল, কৈলে। মং পুং—কইলি, কইলে, [করিলাহা], করিলি, [করিলেহেঁ], কৈলি। উং পুং—কইলোঁ, করলোঁ, [করিতোঁ], [করিলাহোঁ], করিলোঁ, কৈলোঁ।

ভবিষ্যৎ কাল

১ম পুং—করিবে, করিবেক। মং পুং—করিবেহেঁ। উং পুং—করিব, করিবোঁ।

১ম পুং—করউ, করু। মং পুং—কর, করহ, করিউ, করিহ, করিহলি।

ক্রিয়াপদগুলির অধিকাংশই প্রাকৃত অথবা অপভ্রংশ ভাষাতে পাওয়া যায়। বর্ত্তমান কাল প্রথম পুরুষে 'এ' প্রত্যয়, প্রাকৃত 'হসএ' 'করএ' 'পঢ়এ' প্রভৃতির ন্যায়।[৬৩] শৌরসেনী 'দ', মাগধী 'ড' বা 'ল' হইতে অতীতের চিহ্ন লকারের উৎপত্তি অনুমান অযুক্ত নহে। কেহ কেহ ল-মূলে প্রাকৃত 'আল', 'ইল্ল' প্রত্যয়ের উল্লেখ করেন। ভবিষ্যতের

[৬৩] অত এ সে।—প্রাং প্রং ৭।৫।

চিহ্ন ব-কারের মূলে কেহ কেহ প্রাকৃত 'এব্ব', 'ইব্ব' প্রত্যয়ের অস্তিত্ব অঙ্গীকার করেন। অনন্তরাদি অর্থে ধাতুর উত্তর 'ই' বা 'ইআ' প্রত্যয় প্রাকৃতেরই অনুরূপ।[৬৪]

আছের (=আছে), আণিআর (=আনয়ন কর), কহিআর (=কহ), গেলির (=গেল), দিআর (=দাও), দিআরু (=দিউক) এবং করিহলি (=করিও), চলিহলি (=যাইও.), দিহলি (=দিও) প্রভৃতি পদ লক্ষণীয়। ক্রিয়াপদের উত্তর 'র' প্রত্যয় অদ্যাপি চট্টগ্রাম অঞ্চলে প্রচলিত; বস্তুতঃ উহার কোন অর্থ আছে বলিয়া বোধ হয় না।

অপরাপর কথা

ভাগবতে কালিয়-দমন, গোপীগণের বস্ত্রহরণ ও রাস পর পর বর্ণিত হইয়াছে; কিন্তু কৃষ্ণকীর্ত্তনে' প্রথমে রাস, তাহার পর কালিয়-দমন, তৎপরে বস্ত্রহরণলীলা। গ্রন্থের সর্ব্বত্র চন্দ্রাবলী শব্দে রাধাকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে। প্রাচীন গ্রন্থাদিতে ইহার কোন বিবরণ পাওয়া যায় নাই। সম্ভবতঃ চন্দ্রাবলী পরবর্ত্তী বৈষ্ণব কবিগণের অভিনব সৃষ্টি।

মথুরা আইলাহোঁ তেজি গোকুলের বাস। মন কৈলোঁ করিবোঁ মো কংসের বিনাস ॥ ইত্যাদি

শ্রীকৃষ্ণের কথা হইতে বুঝা যায় যে, তিনি আর গোকুলে ফেরেন নাই এবং পুথিও এইখানেই শেষ হইয়া থাকিবে। কৃষ্ণকীর্ত্তনে' রাগাত্মিক পদ অথবা রজক-ঝিআরী রামিণীর নাম-গন্ধ নাই।

কবি না হইয়া কাব্য-সমালোচনা করিতে যাওয়া বিড়ম্বনা ভাবিয়া, আমরা তাহা হইতে নিরস্ত হইয়াছি। আশা করি, পাঠকগণ ত্রুটি গ্রহণ করিবেন না। শ্রীকৃষ্ণলীলা বুঝি বা বুঝাই, এমন সামর্থ্য আমাদের নাই; সুতরাং আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা দিবারও প্রযত্ন করি নাই। স্বামীজী যথার্থই বলিয়াছেন,—"Forget first the love for gold, and name and fame, and for this little three penny world of ours. Then, only then, you will understand the love of the Gopis, too holy to be attempted without giving up everything, too sacred to be understood until the soul has become perfectly pure. People with ideas of sex, and of money, and of fame, bubbling up every minute in the heart, daring to criticise and understand the love of the Gopis!"—*The Sages of India, Swami Vivekanand's Madras Lectures.*

আমরা যখন কৃষ্ণকীর্ত্তনে'র পুথি পরিষদে লইয়া আসি, তখন শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম্ এ মহাশয় পরিষদের সম্পাদক। তিনি এবং কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির সদস্যগণ পুথি দেখিয়া বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করেন। আমাদের উপর গ্রন্থের সম্পাদন-ভার ন্যস্ত হয়।

গ্রন্থ-সম্পাদনে সুহৃদ্বর শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় এম এ মহাশয়ের নিকট যথেষ্ট সহায়তা পাইয়াছি। কৃষ্ণকীর্ত্তনে' বিস্তর তরু-লতা, ফুল-ফলের নাম আছে। শ্রীযুক্ত ভীমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম্ এ এবং শ্রীযুক্ত দুর্গানারায়ণ সেন শাস্ত্রী মহাশয় উহাদের বিস্তৃত বিবরণ লিখিয়া দিয়াছেন। পূজ্যপাদ মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সি আই ই, এম এ মহাশয় টীকাটি আদ্যোপান্ত দেখিয়া আবশ্যক সংশোধন ও সংযোজনাদি করিয়া দিয়াছেন। আচার্য্যপাদ শ্রীযুক্ত ত্রিবেদী মহাশয় গ্রন্থের মুখবন্ধটি লিখিয়া দিয়াছেন এবং শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ মহাশয় বহু শ্রম স্বীকার-পূর্ব্বক পুথির লিপিকাল নির্ণয় করিয়া দিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বিধুশেখর শাস্ত্রী, শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ সাংখ্যবেদান্ততীর্থ, শ্রীযুক্ত সারদাপ্রসাদ কাব্যতীর্থ, শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী কাব্যতীর্থ, শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ, শ্রীযুক্ত তারাকান্ত কাব্যতীর্থ, শ্রীযুক্ত তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য, শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস প্রভৃতি পণ্ডিত এবং বন্ধুবর্গের নিকট কিছু না কিছু সাহায্য পাইয়াছি। তজ্জন্য ইঁহাদের সকলকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। মহামহোপাধ্যায়

---

৬৪ শৌরসেনী ভাষাতে 'ক্ত' প্রত্যয় স্থানে 'ইঅ' আদেশ হয় (প্রাং প্র°, ১২।৯)।

শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম্ এ, পি এইচ ডি মহাশয় সংস্কৃত কলেজ-লাইব্রেরী ব্যবহারের অনুমতি দিয়া আমাদিগকে চিরকৃতজ্ঞতা-পাশে বদ্ধ করিয়াছেন। পরিশেষে পরিষদের পরম-হিতৈষী, বঙ্গ-সাহিত্যের অকৃত্রিম বন্ধু, রাজা রাও শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাদুরকে আমরা আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি—তাঁহারই অর্থানুকূল্যে পরিষদ্-গ্রন্থাবলী-ভুক্ত হইয়া এই কৃষ্ণকীর্ত্তন গ্রন্থ প্রকাশিত হইল।

মহাবিষুব-সংক্রান্তি,
বঙ্গাব্দ, ১৩২৩ } **শ্রীবসন্ত রায়**

পুনশ্চ :—ভ্রমবশতঃ প্রভুপাদ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী ও সাহিত্যাচার্য্য অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয়ের নাম যথাস্থানে উল্লেখ করা হয় নাই। গ্রন্থ-সম্পাদন সম্পর্কে সম্পাদক ইঁহাদের নিকট ঋণী এবং বিনীতভাবে ত্রুটি স্বীকার করিতেছেন।—গ্র° স°

দ্বিতীয় বারের সম্পাদকীয় বক্তব্য

প্রধানতঃ তাৎকালিক প্রচলিত মতকে ভিত্তিমূল করিয়া কবির দেশ-কাল-চরিতাদি আলোচিত হইয়াছিল, এ কথা বলাই বাহুল্য। ইত্যবসরে আমাদের মতের যথেষ্ট পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। সুতরাং সংস্কার প্রয়োজন; এবং তদুদ্দেশ্যেই বর্ত্তমান প্রস্তাবের অবতারণা। অবশ্য আনুষঙ্গিক কথাও অল্পবিস্তর আসিয়া পড়িবে। আবশ্যক বোধে প্রথম বারের বক্তব্যও রাখিয়া দিতে হইল।

শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের মাত্র একটি পদ পরলোকগত নীলরতন মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের চণ্ডীদাস'এ পাওয়া গিয়াছিল। সম্প্রতি শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রমোহন বসু তাল-বিষয়ক দুইখানা পুথির সংবাদ দিয়াছেন[১]। একখানার লিপিকাল সন ১২৩৭ সাল, অন্যখানা অপেক্ষাকৃত প্রাচীন। পুথিতে কীর্ত্তনের তালের দৃষ্টান্তস্বরূপ বড়ু চণ্ডীদাসের ভণিতাযুক্ত ১৬টি পদ উদ্ধৃত হইয়াছে। তন্মধ্যে ১০টি শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের পুঁথিতে আছে। ইহা হইতে অনুমান হয়, বিরল-প্রচার হইলেও শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের পদ লোকের একেবারে অজ্ঞাত ছিল না, এবং কোন কোন গায়ন-সম্প্রদায়ে উহার আদরও ছিল। আরও লক্ষ্য করিবার বিষয়, ২।৩টি পদের ধুআ ঝুমুর গানের সদৃশ। এই নবাবিষ্কৃত গ্রন্থের ১৫টি পদ পরিশিষ্টে প্রদত্ত হইল।

বহু চেষ্টা সত্বেও ৬।২, ৭৩।২ পৃষ্ঠার ফারসী লেখার পাঠোদ্ধার করিতে পারা যায় নাই। ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ সাহেব ও শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের সাহায্যে ৭৩।২ পৃষ্ঠার কায়েথী অক্ষরে লিখিত 'শ্রীকামাল খাঁ, শ্রীজামাল খাঁ[২]' ও 'নিউ খাঁ' (Nuh?) নাম তিনটি পাঠ করা গিয়াছে। শ্রীযুক্ত তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য মহাশয় ৮৭।২ পৃষ্ঠায় 'শ্রীগুণরাজ খাঁ'র স্বাক্ষরের দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন[৩]। স্বাক্ষর শ্রীকৃষ্ণবিজয়কার মালাধর বসুর হইলে পুথির প্রাচীনত্বের অন্যতম প্রমাণরূপেও গণ্য হইতে পারে। সে কালে মালাধর গুণরাজ খান নামে সমধিক প্রসিদ্ধি লাভ করেন।

১ 'শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের নবাবিষ্কৃত পুথি,' সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ৩৯শ ভাগ, ৩য় সংখ্যা ও ৪০শ ভাগ, ১ম সংখ্যা।

২ কমল খোজা ও জামাল খাঁ বঙ্গের শেষ স্বাধীন নরপতি প্রতাপাদিত্যের সেনাপতি ছিলেন বলিয়া জানা যায়। নাম দুইটির সহিত সেনাপতিদ্বয়ের কোন সম্বন্ধ নাই ত?

৩ বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির বিবরণ, ৩য় খণ্ড, ২য় সংখ্যা, পৃ° ১৪৫।

কেহ কেহ কাগজ, কালি, বাহ্যিক আকার ও অবস্থাদির কথা তুলিয়া পুথির প্রাচীনত্বে সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন। তাৎপর্য্য—পাঁচ-ছয় শত বৎসর পূর্ব্বে লেখা কাগজের পুথি টেঁকা অসম্ভব। সাহিত্য-পরিষদের পুথিশালায় থানকয়েক কাগজের প্রাচীন পুথি আছে। তাহার একখানা দুভাঁজ-করা তুলোট কাগজের উভয় পৃষ্ঠে লেখা সংস্কৃত হরিবংশের পুথি; লিপিকাল শকাব্দা ১৩৮৭। কাগজ কীটদষ্ট বা জীর্ণ নয়, কোথাও এলাইয়া পড়ে নাই, পাতার প্রান্তও গলিয়া যায় নাই। অপর একখানা ১৪২২ শকের মহাভারত—আদিপর্ব্বের পুথি। ঢাকা প্রত্নশালার অধ্যক্ষ ডক্টর শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালী মহাশয় জানাইয়াছেন, তাঁহাদের সংগৃহীত ১৩৮৮ শকের বিষ্ণুপুরাণ ও ১৪২৩ শকের হরিবংশ, দুইখানাই কাগজের পুথি। খ্রীষ্টীয় ১১শ শতকে লিখিত আর একখানা পুথির কথা জানা গিয়াছে, যাহার উপকরণ কাগজ[৪]। এবার পুথির সহিত প্রাপ্ত কাগজখানার প্রতিকৃতি দেওয়া হইল। কোন প্রকারে উহা শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের পুথির সহিত জড়াইয়া গিয়া থাকিবে।

'কানুর পীরিতি চন্দনের রীতি ঘসিতে সৌরভময়।'—(চণ্ডীদাস), 'নিত্যের আদেশে বাশুলী চলিল সহজ জানাবার তরে।'—(ঐ)[৫] ও 'জয় জয় চণ্ডীদাস দয়াময় মণ্ডিত সকল গুণে।'—(নরহরি) পদে না ন্নু র; 'নানুর' সরসিজ দ্বিজকুল ইন্দু।'—(রায় শেখর) ও 'সহজ পীরিতি জানিবে কে।'—(তরুণীরমণ) পদে না নু র; এবং সহজ উপাসনাতত্ত্বে না ড়ু ড় পাওয়া যায়। কেহ ছাতনায় নু নু র মাঠ দেখিয়া নানুর মাঠ ও নন্দপুর হইতে নান্নুর করিয়াছেন। কেহ বা জ্ঞানপুর, নান্যপুর অথবা নন্নপুর হইতে নান্নুর তথা নানুর'এর উৎপত্তির আভাস দিয়াছেন। না ন্ হো (শিশু) এবং নরনূর শব্দ হইতেও নান্নুরের ব্যুৎপত্তি করিতে শুনিয়াছি। নু নু র মাঠ হইতে না নু র মাঠ হয় হউক; কিন্তু না নু রে র বা না ন্নু রে র মাঠ হয় কেমন করিয়া? আর ছাতনার আশপাশে নানুর নামের কোন গ্রাম নাই, তাহাও কল্পনা করিয়া লইতে হয়। বাঁকুড়া-শালতোড়া বা শালতড়ায় নিত্যাকে পাওয়া যাইতেছে বটে; কিন্তু আমরা পরে দেখাইতে প্রযত্ন করিব, সহজ-ধর্ম্মের সহিত শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনকার বড়ু চণ্ডীদাসের কোন সম্পর্ক ছিল না। সুতরাং নিত্যা যেখানেই থাকুন, তাহাতে কিছু আসিয়া যায় না। যাঁহাদের মতে কবির দেশ বাঁকুড়া-ছাতনা, তাঁহারা নিম্নলিখিত যুক্তিপরম্পরা প্রদর্শন করেন,—ছাতনার অনতিদূরে বন-বিষ্ণুপুরের নিকট শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের পুথিখানা পাওয়া গিয়াছে, স্থানীয় দুইখানা পুথিতে চণ্ডীদাসের উল্লেখ রহিয়াছে এবং য ত দি নে র ই হ উ ক, একটা প্রবাদও চলিয়া আসিতেছে ইত্যাদি। বিশেষতঃ 'শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন কীর্ত্তন আদৌ নহে, ঝুমুর' এবং ঝুমুরের জন্য বাঁকুড়ার অখ্যাতিও বড় কম নয়। বিরুদ্ধবাদীরা বলেন, শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের পুথি অন্যত্র হইতে আসিতে পারে। চণ্ডীদাসের চতুর্দ্দশ-পদাবলী, শ্রীকৃষ্ণের জন্মলীলা ও চণ্ডীদাসের নামাঙ্কিত বহু বহু পদ এতদঞ্চলেই পাওয়া—যাহা বড়ু চণ্ডীদাসের পদ হইতে সর্ব্বাংশে ভিন্ন। জনশ্রুতি বরং বীরভূমি-নান্নুরে অধিকতর মুখর, এবং সেখানে ঝুমুর-গানেরও অসদ্ভাব নাই।

ছাতনার বাসলী-মূর্ত্তি—দ্বিভুজা, দক্ষিণ হস্তে খড়্গ, বামে খর্পর, খড়্গ ও খর্পর দুই-ই ধাতু-নির্ম্মিত, প্রশান্ত হসিতবদনা, কর্ণে কুণ্ডল, কণ্ঠে মুণ্ডমালা, নূপুর-শোভিত চরণদ্বয়ের বামটি শয়ান এক অসুরের জঙ্ঘায় এবং অন্যটি অসুরের মস্তকোপরি স্থাপিত। দেবীর দুই পার্শ্বে দুই সহচরী।[৬] ধ্যানও ধর্ম্মপূজাবিধানোক্ত ধ্যানের অনুরূপ। নান্নুরে 'পুস্তকাক্ষমালিকাহস্তা

[৪] 'Another interesting find (in Patna) is of a paper copy of the Bhagavata Purana dated samvat 1146 (=1088 A. D.). This is probably the oldest MS. on paper yet discovered in India.'—Journal Bihar & Orissa Research Society, Vol. V. Pt. 1, (January 1919).

[৫] ১২৮৬ বঙ্গাব্দে মুদ্রিত বিবর্ত্তবিলাসের পাঠ,—'ভ্রমিতে ভ্রমিতে নান্ন গ্রামেতে যাইয়া প্রবেশ করে।'

[৬] 'ছাতনার চণ্ডীদাস', প্রবাসী, বৈশাখ, ১৩৩৩, পৃ. ২১-২২।

বীণাহস্তা সরস্বতী'র প্রস্তরময়ী প্রতিমা। পাদপীঠে উপাসক। তৎপার্শ্বে খোদিত উৎপলোপরি দেবীর দক্ষিণ চরণ বিন্যস্ত।[৭] মূর্ত্তি পৃথক্ হইলেও উভয়ত্র বাসলী, শুদ্ধ করিয়া বিশালাক্ষী বলা হয়।

পণ্ডিতেরা বলেন, বাসলী বাগীশ্বরী শব্দের রূপান্তর; [বাগীশ্বরী<বাইসরী<বাসরী<বাসলী[৮]] এবং বীরভূমি-নান্নুরে পূজিতা দেবী বাগীশ্বরীমূর্ত্তির প্রকারভেদ। এই প্রসঙ্গে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতি ও ঢাকা প্রত্নশালায় রক্ষিত কতিপয় সরস্বতীমূর্ত্তির উল্লেখ করা যাইতে পারে। গয়ার বিষ্ণুপাদ-মন্দির-সংলগ্ন চত্বরের প্রাচীরগাত্রে এক স্থানে বীণাপুস্তকহস্তা চতুর্ভুজা সরস্বতীর এক প্রস্তরমূর্ত্তি আছে। উহা বা সি রী নামে পরিচিতা।[৯] তপগচ্ছীয়-শ্রাবক-প্রতিক্রমণ-সূত্রান্তর্গত কল্যাণকন্দস্তোত্রে বাগীশ্বরীকে বা এ সি রী রূপে পাওয়া যায়।

কুন্দিন্দুগোক্‌খীরতুষারবন্না সরোজহত্থা কমলে নিসন্না।
বাএসিরী পুত্থয়বগ্‌গহত্থা সুহায় সা অম্হ সয়া পসত্থা।
[কুন্দেন্দুগোক্ষীরতুষারবর্ণা সরোজহস্তা কমলে নিষণ্ণা।
বাগীশ্বরী পুস্তকবর্গহস্তা সুখায় সা নঃ সদা প্রশস্তা।][১০]

অভিনবগুপ্তের শিষ্য ক্ষেমরাজধৃত মালিনীবিজয় তন্ত্রে কলিতে পূর্ণফলপ্রদা মহাবিদ্যা-সকলের মধ্যে বা গ্‌ বা দি নী ও বা স লী র নাম করা হইয়াছে।

অথ বক্ষ্যাম্যহং যা যা মহাবিদ্যা মহীতলে।
দোষজালৈরসংস্পৃষ্টাস্তাঃ সর্ব্বাহি ফলৈঃ সহ।
কালী নীলা মহাদুর্গা ত্বরিতা ছিন্নমস্তকা।
বাগ্‌বাদিনী চান্নপূর্ণা তথা প্রত্যঙ্গিরা পুনঃ।
কামাখ্যা বাসলী বালা মাতঙ্গী শৈলবাসিনী।
ইত্যাদ্যাঃ সকলা বিদ্যাঃ কলৌ পূর্ণফলপ্রদাঃ।[১১]

এখানে স্বতঃই প্রশ্ন উঠে, বাসলী যদি বাগীশ্বরী—সরস্বতী হয়েন, তাহা হইলে পশুবলি সমর্থিত হয় কি? সরস্বতীর নিকট মেষী বলি দিবার প্রথা অতি প্রাচীন; অনুকল্প ছাগ। ব্রাহ্মণাদি গ্রন্থে উহা অনুমোদিত। আজও পূর্ব্ববঙ্গের নানা স্থানে সরস্বতী পূজায় শ্বেত ছাগ বলি দেওয়া হয়[১২]।

কোন এক সময়ে (১৩৭৬-১৩৮৭ শকাব্দা?) রাজা হামীর উত্তর রায় ছাতনায় বাসলীর প্রতিমূর্ত্তি গঠন করাইয়া পূজা প্রকাশ করেন।[১৩] দেবীর প্রাচীনতম প্রস্তররচিত ভগ্ন মন্দিরের প্রাঙ্গণে প্রাপ্ত এক ছাঁচের ইটে

৭ 'চণ্ডীদাস ও বাসলীদেবী,' বঙ্গশ্রী, ফাল্গুন, ১৩৪০।

৮ 'চণ্ডীদাস ও বাসলীদেবী'র লেখক বাসলী শব্দের ব্যুৎপত্তি সম্বন্ধে আমাদের ভ্রম প্রদর্শন করিয়া নিশ্চিতই ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। বিশ্বকোষ (১ম সংস্করণ) স হ জি য়া প্রবন্ধে ঐরূপই আছে। যাহা হউক, পূর্ব্বেই সংশোধনের চেষ্টা করা হইয়াছে (প্রবাসী, বৈশাখ, ১৩৩৮, পৃ° ৭৭; হরপ্রসাদ-সংবর্দ্ধন-লেখমালা, ২য় খণ্ড, পৃ° ১২)।

আদ্যের গম্ভীরা-প্রণেতা শ্রীযুত হরিদাস পালিত মহাশয় মনে করেন, দক্ষিণভারতে পূজিতা সাত-ভগিনীর অন্যতমা গ্রাম্য দেবতা ব সু আ লী দেবাই (বৃষবাহনা দেবী) বাসলী (দেশ, ১৯ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪১, পৃ° ৫৩)।

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী দাসগুপ্ত বলেন, 'বসুলের পুত্র, বসুলকুমারই বা সু লি। বসুলের অপত্য পুমান্‌ই বাসুলি।' (সোনার বাংলা, আশ্বিন, ১৩৪১, পৃ° ৬৩)। কিন্তু মূলে বাসলী; এবং দেবী বাসলীচরণে, দেবী বাসলীগণ, বাসলী আগ্নী, বাসলী আই, দেবী বাসলী বরে, বন্দিআঁ দেবী বাসলী ইত্যাদি প্রয়োগ দাস গুপ্ত মহাশয় লক্ষ্য করেন নাই।

৯ শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ-বিরচিত সরস্বতী', পৃ° ৯৯।

১০ ঐ ঐ, পৃ° ১০৯।

১১ ঐ ঐ, পৃ° ৯৮।

১২ ঐ ঐ, পৃ° ৭০-৭৭।

১৩ বাসলীবন্দনার পুথি।

'শ্রীঽছাৎনানগরেস শ্রীঽউতর রায় সক ১৪৭৫' (১৪৭৬ নহে) উৎকীর্ণ দেখা যায়। খোদিত লিপি হইতে জানা যায়, ১৬৫৫ শকে খণ্ড বিবেকনারায়ণ বাসলীর এক মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া দেন। কিন্তু কবে কাহার দ্বারা নান্নুরে বাসলী প্রতিষ্ঠিতা, কেহ বলিতে পারে না। জনৈক তিলি বর্ত্তমান মন্দিরের দক্ষিণে অবস্থিত একটা ভগ্ন স্তূপের মধ্য হইতে দেবীকে উদ্ধার করে। ১২৯৯ বঙ্গাব্দে পূজক শ্রীযুক্ত কার্ত্তিকচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মন্দির প্রস্তুত করাইয়া দেন।[১৪] তাই বলিয়া নান্নুরের দাবী নিরতিশয় উপেক্ষাযোগ্য নহে। বিগ্রহ যে সুপ্রাচীন, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।

অন্য আবশ্যক উপকরণের অভাবে শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন পুথির কাল-নির্ণয়ের নিমিত্ত প্রত্নলিপিতত্ত্বের সাহায্য লওয়া হয়। পরলোকগত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় কএকখানা শিলালেখ, তাম্রশাসন এবং গুহ্যাবলীবিবৃতি, পঞ্চাকার, যোগরত্নমালা প্রভৃতি ছয়খানা পুথির অক্ষরের সহিত শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের অক্ষরের তুলনা করিয়া, গ্রন্থখানিকে খ্রীষ্টীয় ১৪শ শতকের প্রথমার্দ্ধের স্থির করেন। স্বর্গীয় মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় শূদ্রপদ্ধতির লিখনাব্দকে শকাব্দ বলিয়াছেন।[১৫] কিন্তু সংবতের সংক্ষিপ্ত রূপ সং' এই অক্ষর অঙ্কের পূর্ব্বে থাকায় পরবর্ত্তী শাকে' শব্দ সংবৎ অথবা তদ্বর্ষজ্ঞাপক মনে করাই সঙ্গত। অন্যথা সং' শব্দটা নিরর্থক হইয়া পড়ে। স্বর্গীয় ডক্টর রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয় শূদ্রপদ্ধতির লিপিকাল ১৪৪২ বিক্রম-সংবৎ (১৩৮৫ খ্রী° অ°) বলিয়াই ধরিয়াছেন।[১৬] আলোচনার সুবিধার জন্য এখানে শূদ্রপদ্ধতির পুষ্পিকাটি উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া হইল।

> ইত্যপিপালকারিতায়াং শূদ্রপদ্ধতৌ শূদ্রাশৌচপ্রকরণং সম্পূর্ণং। সং ১৪৪২।
> শাকে যুগ্মসরোজসম্ভবমুখাম্ভোরাশিচন্দ্রান্বিতে
> পৌষে মাসি দিনে শনেরবিতিথৌ শুক্লেতরে যত্নতঃ।
> গৌড়ে প্রৌঢ়বিদগ্ধবর্গমুকুটশ্রীনীলকণ্ঠাজ্ঞয়া-
> লেখীৎ পালকৃতাং স্মৃতিং নরহরিঃ শূদ্রক্রিয়াদীপিকাম্।

আর যদি শূদ্রপদ্ধতির লিপিকাল শকাব্দাই হয়, তাহা হইলেও ১৪৯২ বিক্রমসংবতে অর্থাৎ ১৪৩৫ খ্রীষ্টাব্দে লিখিত বোধিচর্য্যাবতারে ব্যবহৃত অক্ষরাপেক্ষা শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের অক্ষর প্রাচীনতর বলিবার পক্ষে কোন বাধা নাই। বোধিচর্য্যাবতার আলোচিত গ্রন্থষট্‌কেরই অন্যতম। সাহিত্য-পরিষদের পুথিশালায় রক্ষিত ১৩৮৭ শকের (১৪৬৫ খ্রী° অ°) একখানি হরিবংশের উল্লেখ পূর্ব্বে করা গিয়াছে। বিশেষজ্ঞেরা মনে করেন, উহার অক্ষরাপেক্ষা শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের অক্ষরসমূহ প্রাচীন। এখন শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের পুথিখানা খ্রীষ্টীয় ১৪শ শতকের শেষের দিকে লিপীকৃত হইয়া থাকিবে বলিলে বিশেষ অন্যায় হইবে না। অধিকন্তু ভাষা, ভাব, রসের ধারা ইত্যাদির দিক্ দিয়া বিচার করিলে দৃঢ় প্রতীতি জন্মিবে, এই উপাদেয় গীতি-কাব্যখানা তাহারও দীর্ঘকাল পূর্ব্বে রচিত হইয়াছিল।

ছাতনায় প্রাপ্ত তিনখানি পুথির একখানি খণ্ডিত সাত পাতা সংস্কৃত পুথি। কবিতাকার পদ্মলোচন শর্ম্মা; রচনাকাল ১৩৮৭ শক। দুইটি কবিতা নিম্নলিখিতরূপ,—

> তাতো নিত্যানিরঞ্জনো বুধবরঃ শ্রীকৃষ্ণভক্তপ্রিয়ঃ।
> মাতা লক্ষ্মীরিবাপরা গুণবতী বাসিনী বিদ্যাপূর্ব্বা।
> ভ্রাতা ধার্ম্মিকধুরীণোঽনুজরতঃ শ্রীদেবীদাসো দ্বিজঃ।
> ভরদ্বাজকুলোদ্ভবঃ স জয়তু শ্রীচণ্ডীদাসঃ কবিঃ।১৭

---

১৪ শ্রীকরালীকিঙ্কর সিংহ বিরচিত চণ্ডীদাস, পৃ° ২৩।

১৫ 'চণ্ডীদাস', সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা (১৩২৬), ২৬ ভাগ, ২য় সংখ্যা, পৃ° ৮২।

১৬ Notices of Sanskrit MSS. (1880), Vol. V., P. 302.

১৭ 'ছাতনায় চণ্ডীদাস', প্রবাসী, ১৩৩৩, ফাল্গুন।

অর্থাৎ যাঁহার পিতা শ্রীকৃষ্ণভক্তপ্রিয় বুধবর নিত্যনিরঞ্জন, মাতা অপরা লক্ষ্মীর অনুরূপা গুণবতী বিন্ধ্যবাসিনী এবং ভ্রাতা অনুজে অনুরক্ত ধার্ম্মিকশ্রেষ্ঠ শ্রীদেবীদাস, সেই ভরদ্বাজকুলোদ্ভব কবি চণ্ডীদাস জয়যুক্ত হউন। বাসলীমাহাত্ম্যের পুথি কিন্তু ৬০।৭০—বড় জোর ১০০ শত বৎসরের অধিক পুরাতন নহে। তিনখানি পুথিতেই পুরোহিত-বংশের বিলোপ হেতু রাজা হামীর উত্তর অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া পড়েন। দৈবাৎ তীর্থ হইতে ফিরিবার পথে দেবীদাস, সহোদর চণ্ডীদাস সহ এখানে আসিয়া উপনীত হইলে রাজা কর্ত্তৃক বাসলীর পৌরোহিত্যে নিযুক্ত হন। রাধানাথ দাসের বাসলী-বন্দনাতে দেবীদাস একক আসিয়াছিলেন। নামহীন বাঙ্গালা পুথিতে দেবীদাসের বিবাহ, উদ্ধব ও পদ্মলোচন পুত্রদ্বয়ের জন্ম এবং চণ্ডীদাসের রামিণীপ্রসক্তির কথাও আছে।[১৮] ও'মালী (L. S. S. O'malley) সাহেবের উক্তি হইতে জানা যায়, ১৩২৫ শকে (১৪০৩ খ্রী° অ°) শঙ্খ রায় সামন্তভূমি অধিকার করিয়া ছাতনা গ্রামে বসবাস করেন। ইঁহার পৌত্র হামীর উত্তর রাজা হইয়া বাসলীর প্রতিষ্ঠা করেন।[১৯] ও'মালী সাহেবের ও সংস্কৃত পুথির কথা গ্রাহ্য হইলে বলিতে হয়, ১৩৭৬-১৩৮৭ শকে (১৪৫৪-১৪৬৫ খ্রী° অ°) রাজা হামীর উত্তর, দেবীদাস এবং চণ্ডীদাস বর্ত্তমান ছিলেন।

ভূমিকার কিয়দংশ মুদ্রিত হইবার পর আমরা জানিতে পারিলাম, শত বর্ষ পূর্ব্বে রচিত কৃষ্ণপ্রসাদ সেনের চণ্ডীদাস-চরিত নামে ৮০ পাতার একখানি খণ্ডিত পুথি পাওয়া গিয়াছে।* উহা গ্রন্থকারের প্রপিতামহ উদয় সেনের সংস্কৃত চণ্ডী-চরিতের আধারে লিখিত। পুথিতে চণ্ডীদাস ও রামীর দেশ ব্রহ্মণ্যপুর (ছাতনা-বামুনকুলী)। চণ্ডীদাস এক স্থানে বলিয়াছেন, যে দিন ঘোর অত্যাচারী মহামুদি (মুহম্মদ বিন্ তুঘলক, ১৩২৫-১৩৫১ খ্রীষ্টাব্দ) পিতৃহত্যা করিয়া সিংহাসনারোহণ করেন, তৎপূর্ব্বদিবসে আমার জন্ম। রামী ও চণ্ডীদাসকে লইয়া ছাতনার রাজা হামীর উত্তর রায়ের সহিত বিষ্ণুপুররাজ গোপালসিংহের (১৭১২-১৭৪৮ খ্রী° অ°) যুদ্ধ বাধে। চণ্ডীদাস রাসে ও দোলে বিষ্ণুপুরে গাহিতে যাইবেন, এই সর্ত্তে সন্ধি হয়। একদা বিষ্ণুপুরে অবস্থানকালীন চণ্ডীদাস, সুলতান সিকন্দর শাহ্ (১৩৫৮-১৩৮৯ খ্রী° অ°) কর্ত্তৃক পাণ্ডুয়ার দরবারে আহূত হন। পথে রূপচাঁদনামা জনৈক তান্ত্রিককে রাধাকৃষ্ণ-মন্ত্রে দীক্ষা দেন। মানকরে জয়াকর বৈদ্য সম্ভাষণ। ক্রমে অজয় উত্তীর্ণ হইয়া বোলপুর, তথা হইতে ছয় ক্রোশ দূরবর্ত্তী নান্নুরে যাইয়া উপস্থিত হন এবং আপনাকে জাহির করেন। পাণ্ডুয়া পৌছিলে রামীর উপর রাজার শুভদৃষ্টি পড়ে। চণ্ডীদাসকে গোপনে হত্যার আয়োজন ব্যর্থ হয়, অনেক অদ্ভুত ঘটনা ঘটে। অনুতপ্ত অন্তরে সিকন্দর চণ্ডীদাসের আনুগত্য অঙ্গীকার করেন। আদর-আপ্যায়নে কএক মাস কাটিলে কবি সসম্মানে বিদায় লয়েন। প্রত্যাবর্ত্তনকালে গঙ্গার পশ্চিম কূলে মৈথিল কবি বিদ্যাপতি সহ মিলন।

উদয় সেন সামন্তভূমের গভীর অরণ্যময় প্রদেশে বসিয়া তাঁহার চারি শত বৎসর পূর্ব্বের ঐতিহাসিক ঘটনার সংবাদ কোথায় পাইলেন, যথার্থই ভাবিবার কথা। পরলোকগত ব্রজসুন্দর সান্ন্যাল-সংগৃহীত ১৩৭৩ শকের পুথিতে রামীর পিতার নাম সনাতন ও মাতার নাম লক্ষ্মী (চণ্ডীদাস-চরিত, পৃ° ৩৫); কিন্তু চণ্ডীদাসের পিতা ভবানীচরণ ও মাতা ভৈরবী দেবী (ঐ, পৃ° ৯)। নিত্যনিরঞ্জন, বিন্ধ্যবাসিনী, সনাতন, লক্ষ্মী প্রভৃতি নামগুলি কেমন যেন রহস্যবিজড়িত। তন্ত্র-সাধনায় স্ত্রীলোককে বলিরূপে কল্পনাও লক্ষ্য করিবার বিষয়। কাপালিক অঘোরঘণ্টের করালা-সমীপে মালতীর বধোদ্যমের বিবরণ আছে বটে; তবে সেটা নিছক নাটকীয় আখ্যান। কবিকে ছাতনা-নান্নুর হইতে বীরভূম-নান্নুরে আনয়ন এবং শম্ভুনাথ বা পার্ব্বতীচরণকে বরদান ব্যাপারে কোন উদ্দেশ্য নিহিত নাই ত? অবশ্য ইহা স্বীকার করিতেই হইবে, চণ্ডীদাস-চরিতকার চণ্ডীদাসকে রূপচাঁদ-পত্নী রমার পিত্রালয় রঞ্জনাথপুরে লইয়া গিয়া

১৮ 'চণ্ডীদাসের লীলাভূমি', মাসিক বসুমতী, ১৩৩৭, অগ্রহায়ণ।

১৯ Bankura District Gazetteer, (1908) P. 178

* 'চণ্ডীদাস-চরিত', প্রবাসী, ১৩৪২, আষাঢ়।

বিদ্যাপতির সহিত সম্মেলন অতি সুকৌশলে সম্পন্ন করিয়াছেন। [আমরা ইদানীন্তন দুইখানি চণ্ডীদাস নাটক দেখিয়াছি ; একখানির রচয়িতা চন্দননগর প্রবর্ত্তক-সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত মতিলাল রায় ; অপরখানির নির্ম্মাতা ৺অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। কে বলিবে, বই দুখানি কালে চণ্ডীদাস সম্পর্কীয় প্রামাণিক পুস্তকের সংখ্যা বৃদ্ধি করিবে না।]

অধুনা পদকর্ত্তা একাধিক চণ্ডীদাস অঙ্গীকার না করিয়া উপায় নাই। ইনি কি তবে 'দ্বিজ চণ্ডীদাস', অথবা অন্য কেহ।

বঙ্গীয় ও মৈথিল কবির কবিতা-বিনিময়, সুরধুনীতীরে সম্মেলন বা রসালাপ সম্পূর্ণ কাল্পনিক বলিয়াই পশ্চাৎ মনে হইয়াছে। 'চণ্ডীদাস বিদ্যাপতি দুহুঁজন পিরীতি' আদি পদচতুষ্টয় (পদকল্পতরু, ৪র্থ শাখা, ২৬শ পল্লব) খুব সম্ভব কোন ভাবুক অথবা সহজিয়ার রচনা হইবে। 'তছু পদকমলক ভৃঙ্গ' বলিবার দীনতা বা 'লছিমাপদ করি ধ্যান'এর মত হীনতা মিথিলার রাজ-কবির মোটেই ছিল না। চারিটা পদের দুইটা রাগাত্মিক প্রশ্নোত্তর পর্য্যায়ের। 'রসের কারণে রসিকা রসিক কায়াদি ঘটনে রস।' পদ পদকল্পতরুতে বিদ্যাপতির ভণিতাযুক্ত ; অথচ যৎসামান্য পরিবর্ত্তিতাকারে উহাই চণ্ডীদাসের পদাবলীতে পাওয়া যায়। পদ কয়টার ভাষা ও ভাব কবিদ্বয়ের সম্পূর্ণ অযোগ্য। ইহার পরবর্ত্তী পদ তিনটা সহজ-ভজনের পদ। পদকল্পতরুর অধিকাংশ পুথিতে ২৬শ, ২৭শ ও ২৯শ পল্লবের পদবিন্যাসে বিপর্য্যয়ও বিস্তর।[২০]

কবির ধর্ম্মমত সম্বন্ধে আমাদের অনুমান প্রবন্ধান্তর হইতে উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া হইল।

"আগে আমাদেরও ধারণা ছিল, চণ্ডীদাস নিত্যাসহচরী বাসলীর উপদেশে দুর্ব্বলাধিকারীর জপ-তপ ছাড়িয়া সহজ-সাধনের রীতি অনুসারে রজকঝিয়ারী রামিণী সহ প্রবর্ত্ত হন এবং উৎকট বা উদ্ভট সাধনান্তে চরম সিদ্ধি লাভ করেন। ওরূপ ধারণার মূলে চণ্ডীদাসের ভণিতাযুক্ত চতুর্দ্দশ-পদাবলী, রাগাত্মিক পদসমূহ এবং প্রাদেশিক প্রবাদ। উহার পরিপোষক স্বরূপদামোদরের কড়চা, সিদ্ধান্তচন্দ্রোদয়, বিবর্ত্তবিলাস প্রভৃতি বহু সহজিয়া গ্রন্থ। কবির কৃতি হইতে তিনি বাসলীর (বাগীশ্বরী) বরে পদ রচনা করেন, তাঁহার অপর নাম অনন্ত এবং উপাধি বড়ু ছিল, ইহার বেশী কিছু জানা যায় না। যৎকিঞ্চিৎ যাহা পাওয়া যায়, তাহা অন্য গ্রন্থে কবির উল্লেখমাত্র, অথবা উপরি উক্ত সাম্প্রদায়িক পুথিতে। সম্প্রদায়ের গৌরব বৃদ্ধি এবং জনসাধারণকে প্রলুব্ধ করিবার অভিপ্রায়ে ঐ শ্রেণীর পুথিতে পূর্ব্ববর্ত্তী ও তদানীন্তন বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গকে স্বগোষ্ঠীভুক্ত বলিয়া প্রচার করিবার প্রবল প্রচেষ্টা পরিলক্ষিত হয়। তদ্ব্যতীত ঐ সকল পুথি অর্ব্বাচীন। উহাদের পরস্পরের মধ্যে এবং স্থানীয় প্রবাদে যথেষ্ট অনৈক্য। সুতরাং ওগুলি নির্ভরযোগ্য নয়, পরন্তু পরিত্যাজ্য।

রত্নসার পুথির[২১] দ্বিতীয় অধ্যায়,—

—বিদ্যাপতি করিল ভজন। লছিমা সহিত তার রসের সাধন॥
চণ্ডীদাসের সাধন ধুবনী সঙ্গ করি। সেই সে পিরীতি ধর্ম্ম গাইলেন গীত করি॥

রচয়িতা আপনাকে চৈতন্যচরিতামৃতকার কৃষ্ণদাস কবিরাজ বলিয়া পরিচিত করিতে অত্যন্ত আগ্রহবান্। উদ্ধৃত কবিতা অবিকল বা ঐ মর্ম্মের কবিতা এত অধিক পুথিতে পাওয়া যায় যে, ওগুলিকে উড়াইয়া দিতে স্বভাবতই একটু ইতস্তত করিতে হয়। কিন্তু ঐ সব পুথি কাহাদের লেখা, কত দিনের এবং উহাদের উদ্দেশ্যই বা কি, ইত্যাদি অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে সকল প্রকার সঙ্কোচ কাটিয়া যায়। এ দেশে প্রচলিত বিদ্যাপতির পদের শেষ দিক্‌টায় প্রায়শঃ রাজা শিবসিংহ ও মহাদেবী লছিমা বা লখিমার নাম পাওয়া যায়। ভণিতাংশে রাণীর নাম দেখিয়া এক সম্প্রদায়ের লোক রটাইয়া দিলেন, কবি লখিমাতে আসক্ত না হইয়া পারেন না। তাঁহারা জানিতেন না যে, বিদ্যাপতি তাঁহার পদে

২০ বিস্তৃত বিবরণ হরপ্রসাদ-সংবর্দ্ধন-লেখমালা, ২য় খণ্ড, 'শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের চণ্ডীদাস' শীর্ষক প্রবন্ধে দ্রষ্টব্য।

২১ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুথিশালায় রক্ষিত ১১১১ সংখ্যক পুথি।

মধুমতী দেবী, মেধাদেবী, রূপিণীদেই প্রভৃতি শিবসিংহের অপরাপর মহিষী এবং সমসাময়িক বহু রাজা, রাণী, অমাত্য ও অমাত্য-পত্নীর নামও করিয়াছেন। সুদূর বঙ্গদেশে বিদ্যাপতির লখিমা-প্রসক্তির কথা ছড়াইয়া পড়িল; কবির দেশে কিন্তু উহা সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। উপরি-উক্ত সম্প্রদায়ের লোকেরা দয়া করিয়া বড়ু বেচারার স্কন্ধে রজক-ঝিয়ারীকে চড়াইয়া দেন নাই কে বলিবে?

বিবর্ত্তবিলাস, চতুর্থে—

গোস্বামীরা পরকীয়া বিচার করিয়া। গ্রহণ করিল শুদ্ধ নায়িকা বাছিয়া॥
সে সব নায়িকা পদে মোর নমস্কার। ইথে কিছু অপরাধ না লবে আমার॥
সে সব নায়িকা এবে করিয়া গণন: যার সঙ্গে যেহ ধর্ম্ম করিল আচরণ॥
শ্রীরূপ করিলা সাধন মীরার সহিতে। ভট্ট রঘুনাথ কৈলা কর্ণা বাঈ সাথে॥
লক্ষ্মীহীরা সনে করিলা গোঁসাই সনাতন। পীরিতি প্রেম সেবা সদা আচরণ॥
গোঁসাই লোকনাথ চণ্ডালিনীকন্যা সঙ্গে। দোঁহ জন অনুরাগ প্রেমের তরঙ্গে॥
গোয়ালিনী পিঙ্গলা সে ব্রজদেবী সম। গোঁসাই কৃষ্ণদাস সদাই আচরণ॥
শ্যামা নাপিতিনীর সঙ্গে শ্রীজীব গোঁসাই। পরম পীরিতি কৈলা যার সীমা নাই॥
রঘুনাথ গোস্বামী পীরিতি উল্লাসে। কিরা বাঈ সঙ্গে তেঁহ রাধাকুণ্ড বাসে॥
গৌরপ্রিয়া সঙ্গে গোপাল ভট্ট গোঁসাই। করয়ে সাধন যার অন্য কিছু নাই॥
রায় রামানন্দ যজে দেবকন্যা সঙ্গে। আরোপেতে স্থিত তেঁহ ক্রিয়ার তরঙ্গে॥

স্বসমাজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন অভিপ্রায়ে যত প্রকার অসদুপায় অবলম্বিত হইতে পারে, ইহা তাহারই অন্যতম উৎকৃষ্ট উদাহরণ। মহাপ্রভুর ঋষিকল্প পার্ষদ বৈষ্ণবাচার্য্যগণের পবিত্র চরিত্রে কলঙ্ক-কালিমা লেপনের প্রয়াস বাস্তবিকই বিস্ময়কর। ততোধিক আশ্চর্য্য, বিবর্ত্তবিলাসকার ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যকেও অব্যাহতি দেন নাই। বিবর্ত্তবিলাস কেন, বিস্তর সহজিয়া পুথিতে অনুরূপ আলেখ্য অঙ্কিত হইয়াছে। (রত্নসার পুথির সুদীর্ঘ বিবরণ দ্রষ্টব্য)। তখন ইহাদের পক্ষে বিদ্যাপতির লছিমা এবং চণ্ডীদাসের রজকিনী পরিকল্পনা তেমন কিছুই নয়। চতুর্দ্দশ-পদাবলীর একখানা পুথিতে চণ্ডীদাস ধোবিনী-সংসর্গ জন্য জাতি-পাঁতিরহিত হন। দেশপূজ্য জ্ঞাতি-ভ্রাতা নকুলের মধ্যবর্ত্তিতায় সামাজিকগণের সম্মতিক্রমে এক মহাভোজের অনুষ্ঠান হয়; বলা বাহুল্য, রজকীত্যাগের প্রতিশ্রুতিতে। সহজ উপাসনা-তত্ত্বে নকুল চণ্ডীদাসকে উদ্ধার করিতে গিয়া স্বয়ং সহজমন্ত্রে দীক্ষা লাভ করিয়া জীবন সার্থক করেন। এই সম্প্রদায়ের লোকেরা স্বার্থসিদ্ধির অভিসন্ধিতে অনেকানেক পদ ও ছোট বড় পুথি লিখিয়া প্রসিদ্ধ পদকর্ত্তা এবং গ্রন্থকারদের নামে চালাইয়া দিয়াছেন।”

উপরের আলোচনা হইতে প্রতিপন্ন হইবে, কবি সহজিয়া ছিলেন না। তাঁহার গ্রন্থের কোথাও সহজ-ভজনের ছাপ পড়ে নাই। তিনি নব রসিকেরও একজন নহেন। নব রসিক শব্দটা তখনও উদ্ভাবিত হয় নাই। রাধাবিরহ খণ্ডে,—

বড় যতন করিআঁ চণ্ডীরে পূজা মানিআঁ তবেঁ তার পাইবেঁ দরশনে॥ (পৃ° ১৩৪)

কোন বৈষ্ণব পদকর্ত্তাকে চণ্ডীপূজার উপদেশ করিতে অথবা ভণিতাংশে অন্য দেবতার নাম কচিৎ লইতে দেখা যায়। ব্যতিক্রম-স্থল প্রেমবিলাসের উদ্ধৃত পদাংশ।

ন দেব কামুক ন দেবী কামুকী কেবল প্রেম পরকাশ।
গৌরীশঙ্কর চরণে কিঙ্কর কহই গোবিন্দদাস॥ (১৪শ বিলাস)

বলিয়া দিতে হইবে না, উহা 'কবিরাজের পূর্ব্ববাক্য'। বড়ু চণ্ডীদাস মৈথিল কবি বিদ্যাপতির ন্যায় স্মৃতির ব্যবস্থা মানিয়া চলিতেন, গণেশাদি পঞ্চ দেবতার উপাসনা করিতেন।

কতকটা চণ্ডীদাসের উৎকৃষ্ট পদের মোহ কাটাইয়া উঠিতে না পারায় এবং কতকটা পরতন্ত্র হইয়াও বটে, আমরা 'শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন কবির প্রথম বয়সের রচনা মনে করা যাইতে পারে' এইরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছিলাম। পুনঃপুনঃ আলোচনা করিয়া আমাদের ভ্রম বুঝিতে পারিয়াছি। কাব্যখানা প্রবীণ কবির লেখনীপ্রসূত বলিতে এখন আর দ্বিধা বোধ হয় না।

'কাঁহা গেয়ো বন্ধু চণ্ডীদাস' আদি কএকটা পদ[২২] পাইয়া ভাবিয়াছিলাম, বুঝি বা চণ্ডীদাসের মৃত্যু সম্বন্ধে একটা সুনিশ্চিত সংবাদ পাওয়া গেল; কিন্তু সতর্ক আলোচনার ফলে পদ কয়টাকে পরিহার করিতে বাধ্য হইয়াছি।

পাঠটি পুনরায় পুথির সহিত আদ্যন্ত মিলাইয়া দিতে পারিয়াছি। এই শ্রমসাধ্য কাজে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য আমাদের প্রধান এবং একমাত্র অবলম্বন ছিলেন। প্রথম বারে যে সকল পঠোদ্ধার হয় নাই অথবা ভুল পাঠ ধরা হইয়াছিল, তত্তাবতের উদ্ধার সাধন তথা সংশোধন তাঁহারই প্রযত্নে সুগম হইয়াছে। টীকাটিরও সংস্কার করিতে পারা গিয়াছে। শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি বন্ধুগণেরও নিকট সময় সময় সাহায্য পাইয়াছি। যখন যে পুস্তক ও পত্রিকা ইত্যাদির প্রয়োজন হইয়াছে, চন্দননগর প্রবর্ত্তক সঙ্ঘের গ্রন্থাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত স্বামী শ্রদ্ধানন্দ মহারাজ তৎক্ষণাৎ তাহার জোগান দিয়াছেন; তাঁহাদের গ্রন্থাগারে না থাকিলে অন্যত্র হইতে আনাইয়াও দিয়াছেন। এই সুযোগে ইঁহাদের সকলকে আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি।

চন্দননগর,
বৈশাখী পূর্ণিমা, ১৩৪২ } গ্রন্থসম্পাদক

তৃতীয় সংস্করণের বিজ্ঞাপন

পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বে বড়ু চণ্ডীদাসের লুপ্ত-প্রায় গীতিকাব্য শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন নামে মুদ্রিত হইয়া প্রথম প্রকাশিত হয়। উহার দ্বিতীয় মুদ্রণের (১৩৪২) পর কবি অথবা তাঁহার কাব্য সম্বন্ধে কোন উল্লেখযোগ্য তথ্য এ যাবৎ সংগ্রহ করিতে পারা যায় নাই।

সনাতন গোস্বামীর উদ্দিষ্ট দানখণ্ড ও নৌকাখণ্ড[১] আলোচ্য গ্রন্থের দুইটি প্রধান পালা, তাহাতে সন্দেহ নাই। আর দানাদি লীলার পরিকল্পনা নিতান্ত অর্ব্বাচীন নয়; এবং শাস্ত্রসম্মতও বটে। কর্ণাটদেশীয় ভট্ট মাধব কবির দানলীলা কাব্য সুধী-সমাজে সুপরিচিত। রাধাপ্রেমামৃত বা গোপালচরিত একখানি চম্পূ-কাব্য। ইহার নৌকাখণ্ডের আড়াইটি শ্লোক রূপ গোস্বামীর পদ্যাবলীতে উদ্ধৃত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন'এ বর্ণিত লীলার সহিত প্রেমামৃত কাব্যের

২২। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ২৩৭৫ সংখ্যক পুথি। 'চণ্ডীদাস,' সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ২৬শ ভাগ, পৃ° ৭৯-৮১।

১। 'কাব্যশব্দেন পরমবৈচিত্রী তাসাং সূচিতাশ্চ গীতগোবিন্দাদিপ্রসিদ্ধাস্তথা শ্রীচণ্ডীদাসাদি-দর্শিত-দানখণ্ড-নৌকাখণ্ডাদিপ্রকারাশ্চ জ্ঞেয়াঃ।'

বৃহৎ বৈষ্ণবতোষণী, ১০।৩০।২৬

সেনচৌর্য্য, ভারখণ্ড, নৌকাখণ্ড, দানখণ্ড, এই লীলাচতুষ্টয়ের আশ্চর্য্যরূপ ঐক্য দেখা যায়। অন্য কতিপয় দৃষ্টান্ত নিম্নে সঙ্কলিত হইল।

রাধাতন্ত্রে,—

যৎ কৃতং পরমেশানি কৃষ্ণেন পদ্মচক্ষুষা।
নিগদামি বরারোহে তরিখণ্ডং মনোহরং ॥ ২৩শ পটল

[ঈশ্বর বলিতেছেন :] হে সুন্দরি, পদ্মচক্ষু শ্রীকৃষ্ণ যে মনোহর নৌকাক্রীড়া করিয়াছিলেন, তাহা বলিতেছি।

নায়কত্বং যদা প্রাপ্তং যস্মাত্বা তব তেন কিং।
নৃপতেঃ কংসরাজস্য অহং দানী সুনিশ্চিতং ॥
অতএব কুরঙ্গাক্ষি অহং দানী ন চান্যথা।
ক্রয়বিক্রয়ণে চৈব গমনাগমনে তথা ॥
যমুনাজলপানে চ পারে বা রোহণে তথা।
অহং দানী সদা ভদ্রে যৌবনস্য তথা প্রিয়ে ॥ ২৪শ পটল

[শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন :] হে মৃগাক্ষি, নায়ক যেই হউক, আর যাহারই নিযুক্ত হউক, তাহাতে তোমার কি? ক্রয়বিক্রয়ে ও গমনাগমনে আমি কংসরাজের কর গ্রহণ করিয়া থাকি। আমি ভিন্ন অন্য দানী কেহ নাই। হে ভদ্রে, যমুনাজলপানে কিংবা পারগমনে আমি যৌবন দান গ্রহণ করি।

চক্রবর্ত্তী নৃপশ্রেষ্ঠঃ কংসঃ সর্ব্বগুণাশ্রয়ঃ।
তস্যাধিকারে সততমহং দানী সুনিশ্চিতঃ ॥
হৃদি তে মৃগশাবাক্ষি স্থিরসৌদামিনীপ্রভং।
পশ্যামি তব যদ্রত্নং দানার্থং দেহি সত্বরং ॥
দানং দত্বা কুরঙ্গাক্ষি মথুরাং গচ্ছ সুন্দরি।
অন্যথা সংহরিষ্যামি রত্নঞ্চ সপরিচ্ছদং ॥ ২৫শ পটল

[শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন :] কংস নৃপশ্রেষ্ঠ চক্রবর্ত্তী রাজা ও সকল গুণের আধার। তাঁহারই অধিকারে আমি দানাধ্যক্ষ। অয়ি মৃগশাবাক্ষি, তোমার হৃদ্দেশে যে স্থির সৌদামিনীপ্রভ রত্ন দেখিতেছি, তাহা দানার্থ সত্বর দাও। সুন্দরি, দান দিয়া মথুরা গমন কর ; অন্যথা সপরিচ্ছদ রত্ন বলপূর্ব্বক গ্রহণ করিব।

২৩-২৫শ পটলত্রয়ে নৌকাক্রীড়া বিবৃত হইয়াছে।

হরিবংশের অন্তর্গত বিষ্ণুপর্ব্ব ৮৮তম অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণের সমুদ্র-যাত্রা ও জল-ক্রীড়া-কুতূহল উপলক্ষে নৌ-বিহার বর্ণিত হইয়াছে।

গর্গসংহিতা, বৃন্দাবনখণ্ডে,—

দানলীলাং মানলীলাং হরিরত্র করিষ্যতি। ২য় অধ্যায়

হরি এখানে দানলীলা ও মানলীলা করিবেন।

রাধে বৃহৎসানুগিরেস্তটীষু সঙ্কোচবীথীষু মনোহরাসু।
যান্তীং স্বতো মাং দধিবিক্রয়ার্থং রুরোধ মার্গে নবনন্দপুত্রঃ ॥
বংশীধরো বেত্রকরঃ করে মাং ত্বরং গৃহীত্বা প্রহসন্ বিলজ্জঃ।
মহ্যং করাদানধনায় দানং দেহীতি জল্পন্ বিপিনে রসজ্ঞঃ ॥

তুভ্যং ন দাস্যামি কদাপি দানং স্বয়ম্ভুবে গোরসলম্পটায়।
এবং ময়োক্তে বচনেঽথ ভাণ্ডং নীত্বা বিশীর্ণীকৃতবান্ স দগ্ধঃ॥
ভাণ্ডং স ভিত্বা দধি কিঞ্চ পীত্বা নীত্বোত্তরীয়ং মম চেতুরীয়ম্।
নন্দীশ্বরাদ্রের্বিদিশং জগাম তেনাহমারাদ্বিমনাঃ স্ম জাতা॥ ১৮শ অধ্যায়

[গোপদেবতা বলিলেন:] হে রাধে, দধি বিক্রয়ার্থ গিরিতটের সানুদেশ দিয়া সঙ্কীর্ণ মনোহর পথে যাইতেছিলাম, বালক নন্দনন্দন আমাকে দেখিয়া স্বতই আসিয়া পথরোধ করিল। সেই বংশীধর বেত্রকর সত্বর আমার করে ধরিয়া নির্লজ্জের ন্যায় হাসিতে লাগিল; আর সেই রসজ্ঞ বনমধ্যে বলিতে লাগিল,—'আমি কর আদায় করিয়া থাকি, আমাকে কর দাও'। আমি বলিলাম—তুমি স্বয়ং প্রভু-দুগ্ধলোভী, তোমাকে কদাপি কর দান করিব না। আমি এরূপ বলিলে সে দধিভাণ্ড গ্রহণ করিয়া ভাঙ্গিয়া ফেলিল, দধি ভক্ষণ করিল; আমার বক্ষঃস্থলাবরণের উত্তরীয় লইয়া নন্দীশ্বর পর্ব্বতের কোণের দিকে চলিয়া গেল; সেই জন্য আমি বিমনা হইয়া তোমার নিকট অবস্থান করিতেছি।

ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ, উত্তরখণ্ডে,—

আশ্লীলবচনং শ্রুত্বা কৃষ্ণস্য পরমাত্মনঃ।
আদদে ভানবীবাচং নৈতচ্ছক্যং ত্বয়া ক্বচিৎ॥

* * * *

ধর্ম্মতোপি মহাভাগে ভারং বাহয়িতুং ক্ষমঃ।
ন ত্বদন্যা নৃপসুতে প্রাণেভ্যোপি গরীয়সী॥ ২৬শ অধ্যায়

[ব্রহ্মা অঙ্গিরাকে কহিতেছেন:] পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের পরিহাসবাক্য শুনিয়া বৃষভানুকুমারী বলিলেন, আমাদের এই ভারবহনে তুমি কদাচ শক্ত হইবে না।...[উত্তরে শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন:] হে মহাভাগ্যবতি, আমি ধর্ম্মতঃ বলিতেছি, তুমি আমার প্রাণের অপেক্ষা প্রিয়তমা; তোমার ভার বহনে আমি সমর্থ, তোমা ভিন্ন অপর কাহার নয়।

রাধাহৃদয়নামক উত্তরখণ্ডের ২৬শ অধ্যায়টি ভারবহনলীলাবিষয়ক।

শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন'এর কবিতা মাত্রেই গীত; এবং ঐ সকল গীতের সুর তালাদির অপেক্ষাকৃত বিস্তৃত নির্দ্দেশ দেওয়া আছে। উহাতে ব্যবহৃত কয়েকটি পারিভাষিক শব্দের নিম্নলিখিতরূপ বিবৃতি কবিশেখরাচার্য্য জ্যোতিরীশ্বর ঠাকুর-বিরচিত বর্ণরত্নাকরে (খ্রীষ্টীয় ১৪শ শতক) পাওয়া যায়। দ ণ্ড ক শব্দে হংসপদ, ক্রৌঞ্চপদ প্রভৃতির ন্যায় প্রবন্ধ পর্য্যায়ের গীত; বি চি ত্র রাগ-রাগিণীর অন্যতম; চি ত্রা ও বি চি ত্রা দ্বাবিংশ শ্রুতির দুইটি শ্রুতি। রূ প ক ল গ্ন ক² ইত্যাদি তালও অপ্রধান বা আধুনিক নয়। [দ্রু ত মা ন অঙ্গীয়া নাটে থরমান।] সুতরাং সাঙ্গীতিক প্রবৃত্তি হইতে পুথির প্রাচীনত্ব অনুমানও অযৌক্তিক নহে। গ্রন্থদ্বয়ের শব্দসাদৃশ্যও বিলক্ষণ।

পাঠ তথা টীকার আবশ্যক সংস্কার করা গিয়াছে। সমীচীন বোধে ডক্টর শ্রীযুক্ত সুকুমার সেন ও ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ সাহেবের ধৃত পাঠ যথাপ্রয়োজন গৃহীত হইয়াছে। ডক্টর সাহেবের 'পাঠবিচার' বিলম্বে পাওয়ায় মূলে পাঠ-সন্নিবেশ সম্ভব হয় নাই; অগত্যা তাহা সংশোধন ও সংযোজনে প্রদর্শিত হইল। যাহা হউক, এই অবসরে ইঁহাদের উভয়কেই আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি।

সংস্কর্ত্তা

২। পূর্ব্বে জন্মবাসরে, বিশেষতঃ বিবাহকালীন বর-বধূকে লইয়া নৃত্যোৎসবে একপ্রকার গীত-বাদ্য অনুষ্ঠিত হইত। ঐ গীত এবং তদুচিত তালকেও লগ্নী বলিত। অনুষ্ঠানটি এক সময়ে সমগ্র উত্তরাপথে প্রচলিত ছিল; এখনও কোথাও কোথাও উহার নিদর্শন পাওয়া যায়।

শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন পুথির লিপিকাল

শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ মহাশয় গৌড়ীয় কবিগণের অগ্রণী চণ্ডীদাসের "কৃষ্ণ-কীর্ত্তন" নামক যে নূতন গ্রন্থ আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহার একখানি মাত্র পুথি আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই পুথিখানিও সম্পূর্ণ নহে। গ্রন্থের প্রত্যেক খণ্ডের শেষে পুষ্পিকা নাই, কেবল প্রতি গান বা কবিতার শেষে ভণিতায় কবির নাম পাওয়া যায়। এতদ্ব্যতীত পুথির অথবা গ্রন্থকারের কাল্ নির্ণয় করিবার কোনও উপাদান এই নবাবিষ্কৃত গ্রন্থে নাই। মধ্য এসিয়ায় আবিষ্কৃত বহু তালপত্রে লিখিত প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থের কাল নির্ণয়ের জন্য প্রত্নলিপিতত্ত্ব (Palœography) ব্যবহৃত হইয়াছে, কিন্তু এখনও পর্য্যন্ত কোন বাঙ্গালা গ্রন্থ বা পুথির কাল নির্ণয়ের জন্য প্রত্নলিপিতত্ত্ব ব্যবহৃত হয় নাই। শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ মহাশয় কৃষ্ণ-কীর্ত্তনের পুথিখানি যে দিন সাহিত্য-পরিষদে প্রথম লইয়া আসেন, সেই দিন আমার ধারণা হইয়াছিল যে, উহা বাঙ্গালা অক্ষরে লিখিত অদ্যাবধি আবিষ্কৃত গ্রন্থসমূহের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা পুরাতন। বাঙ্গালা ভাষায় লিখিত "চর্য্যাচর্য্যবিনিশ্চয়" প্রভৃতি মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সি, আই, ই, কর্ত্তৃক নেপালে আবিষ্কৃত গ্রন্থসমূহ, রচনা-কাল হিসাবে কৃষ্ণকীর্ত্তন অপেক্ষা প্রাচীন। কিন্তু পূজ্যপাদ শাস্ত্রী মহাশয় উক্ত গ্রন্থসমূহের যে পুথিগুলি আনাইয়াছেন, তাহা কৃষ্ণকীর্ত্তন অপেক্ষা প্রাচীন কি না, সন্দেহ। কৃষ্ণকীর্ত্তনের পুথি সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন বাঙ্গালা পুথি বলিয়া আবিষ্কর্ত্তার সৌজন্যে ও সাহায্যে ইতিপূর্ব্বে আর একবার ইহার লিপিকাল নির্ণয় করিবার চেষ্টা করিয়াছিলাম[১]। উক্ত প্রবন্ধ ১৩১৮ সালে লিখিত হইয়াছিল। ইহার পরে মূল গ্রন্থের আবিষ্কর্ত্তার অনুগ্রহে সমস্ত পুথিখানি দীর্ঘকাল ধরিয়া পরীক্ষা করিবার সুযোগ পাইয়াছিলাম। সেই পরীক্ষার ফল নিম্নে সন্নিবিষ্ট হইল।

("কৃষ্ণকীর্ত্তন" গ্রন্থের যে অংশটি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহাতে এক অথবা একাধিক ব্যক্তির তিন প্রকারের হস্তাক্ষর দেখিতে পাওয়া যায়;—১। প্রাচীন হস্তাক্ষর, ২। প্রাচীন হস্তাক্ষরের অনুলিপি, ৩। অপেক্ষাকৃত আধুনিক হস্তাক্ষর।) আবিষ্কর্ত্তা স্বয়ং গ্রন্থ সম্পাদন করিতেছেন। ভরসা করি, গ্রন্থের ভিন্ন ভিন্ন হস্তাক্ষর সম্বন্ধে তিনি বিশেষভাবে আলোচনা করিবেন। প্রত্নলিপিতত্ত্বে আধুনিক লিপি অথবা প্রাচীন লিপির অনুকরণের প্রয়োজন নাই, কেবল যে সমস্ত পত্রে প্রাচীন হস্তাক্ষর দেখিতে পাওয়া যায়, সেই সমস্ত পত্রের অক্ষরাবলী পরীক্ষিত ও আলোচিত হইল।

"কৃষ্ণকীর্ত্তন" গ্রন্থে যে বর্ণমালা ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহা বর্ত্তমান অথবা খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর বর্ণমালা অপেক্ষা প্রাচীন। অনেক অক্ষরের আকার সেই অক্ষরের বর্ত্তমান আকারের ন্যায়, কিন্তু অনেকগুলি অক্ষরে সেই বর্ত্তমান আকার বা আকারগত সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায় না।

(ক) স্বরবর্ণ

১। অ, আ, ই, ঈ, এ, ঐ, ও, ঔ—এই আটটি স্বরে বর্ত্তমান আকার দেখিতে পাওয়া যায়। কেবল অ ও আ অপেক্ষাকৃত প্রাচীন। এই দুইটি স্বরে অক্ষরের দক্ষিণাংশের সহিত বামাংশের যোজক অর্দ্ধবৃত্তাকৃতি। "অঙ্গভঙ্গ" পত্র ৩, পৃষ্ঠা ২, পংক্তি ১। "আপনার" পত্র ৩, পৃষ্ঠা ২, পংক্তি ৪। পুথির যে অংশ অপেক্ষাকৃত আধুনিক, সেই অংশে

---

১ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ২২শ ভাগ, পৃঃ ১৬১।

এই আকার দেখিতে পাওয়া যায় না। যথা—"অনেক", পঃ ১৭৬, পৃঃ ২, পং ৬। "অনুমতি," পঃ ২০৪, পৃঃ ২, পং ৫। "আসম্মতী", পঃ ২০৫, পৃঃ ২, পং ১।

২। স্বরবর্ণের মধ্যে উ, ঊ, ঋ ও ঌ—এই চারিটি অক্ষরের আকার প্রাচীন। "উ" এবং "ঊ"তে কেবল ঊর্দ্ধ দিকের রেখা যোগ করিলে উহা বর্ত্তমান আকারে পরিণত হয়। এই আকারের "উ" এবং "ঊ" কেম্বিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে রক্ষিত গুহ্যাবলীবিবৃতি, পঞ্চাকার এবং যোগরত্নমালা নামক ১১৯৮, ১১৯৯ ও ১২০০ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গালা অক্ষরে লিখিত গ্রন্থত্রয়ে দেখিতে পাওয়া যায়[১]। "ঋ" আকারে বহু প্রাচীন, ইহা প্রায় কেম্বিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে রক্ষিত যে তিনখানি গ্রন্থ পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে, তাহাতে ব্যবহৃত আকারের ন্যায়; কেবল অক্ষরের বাম দিকের ত্রিকোণ গোল হইয়া গিয়াছে। "ঌ" একবার মাত্র ব্যবহৃত হইয়াছে, "কৃষ্ণকীর্ত্তনে" প্রত্যেক কবিতার পূর্ব্বে এক একটি সংস্কৃত বচন আছে। এইরূপ একটি সংস্কৃত বচনে "প্রক্ঌপ্তাং" শব্দে ঌ-র ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়, পঃ ১২৫, পৃঃ ২, পং ২।

(খ) ব্যঞ্জনবর্ণ—১। ক-বর্গ

অ। "ক" দুই প্রকারের দেখিতে পাওয়া যায়। উভয় প্রকারের সহিতই বর্ত্তমান অক্ষরের আকারের সাদৃশ্য আছে। প্রথম প্রকারের "ক" "ফ"এর ন্যায়, "করে" পঃ ৫, পৃঃ ১, পং ৬, "কাহ্নাঞি", ৫।১।৬। দ্বিতীয় প্রকারের "ক" প্রাচীন বা আধুনিক বর্ণমালায় সাধারণতঃ দেখিতে পাওয়া যায় না, "রতিরসকাম-দোহনী" ৫।১।৮।

আ। "খ" একই প্রকারের, ইহা আকারে প্রাচীন, ইহা দেবপাড়া গ্রামে আবিষ্কৃত বিজয় সেনদেবের শিলালিপিতে ব্যবহৃত অক্ষরের আকারের ন্যায়[২]। এই আকারে অক্ষরের বাম ভাগ যেখানে দক্ষিণ ভাগে যুক্ত হইয়াছে, সেই স্থানে বাম ভাগের নিম্নদেশ গোলাকৃতি এবং বাম ভাগের নিম্নদেশ কিঞ্চিৎ ঊর্দ্ধে উঠিয়া দক্ষিণ ভাগের সহিত মিলিত হইয়াছে। আধুনিক আকারে বাম ভাগের নিম্নদেশ আরও নীচে নামিয়া দক্ষিণ ভাগের সহিত মিলিত হয়।

ই। "গ" খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দী হইতেই বর্ত্তমান আকার ধারণ করিয়াছে[৩]।

ঈ। "ঘ"এর আকার প্রাচীন, ইহা দেবপাড়ার শিলালিপি ও কমৌলির তাম্রশাসনে ব্যবহৃত অক্ষরের ন্যায়। ইহাতে অক্ষরের বাম ভাগের নিম্নদেশ কিঞ্চিৎ ঊর্দ্ধে উঠিয়া, দক্ষিণ ভাগের সহিত মিলিত হইয়াছে[৪]।

উ। "ঞ"র ন্যায় "ঙ" স্বতন্ত্র দেখিতে পাওয়া যায় না। কেবল যুক্তাক্ষরে দেখিতে পাওয়া যায়, "লঙ্ঘিবোঁ" ১৬০।২।৪, ইহা হইতে আকারের প্রাচীনত্ব নিরূপণ করা কঠিন।

২। চ-বর্গ

অ। "চ"-বর্গের মধ্যে "চ" ও "ঞ"র বর্ত্তমান আকার দেখিতে পাওয়া যায়। দুই এক স্থানে চএর আকার প্রাচীন, "চিন্তির" ৩।২।৬।

১ Buhler's Indische Palæographie, Tafel vi, Col. X. 5—6; Memoirs of the Asiatic Society of Bengal, Vol. iii, Pl. xxxviii.

২ Epigraphia Indica, Vol. 1, pp. 307—11; Indische Palæographie, Tafel v Col. xviii. 11.

৩ Memoir's of the Asiatic Society of Bengal, vol. iii, P. 109, pl. xxviii.

৪ Indische Palæographie, Cols. xviii—xix

আ। "ছ" কোন কোন স্থানে প্রাচীন আকারের এবং কোন কোন স্থানে বর্ত্তমান আকারের। প্রাচীন আকার—ইহা কেম্বিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে রক্ষিত "পঞ্চাকার" গ্রন্থে ব্যবহৃত আকারের ন্যায়[১]। যথা—"ভরছিআঁ" ১১৩।১।১, "মিছাই" ৩।২।২। বর্ত্তমান আকার, "কিছু" ১১৩।১।১।

ই। গ্রন্থে দুই প্রকারের "জ" ব্যবহার হইয়াছে, এই দুই প্রকারই প্রাচীন। প্রথম প্রকার—ইহার মাত্রা সরল রেখা, মধ্যাবয়বও সরল রেখা, কেবল নিম্নাবয়ব বক্রগতি, "জীবন" ও "মস্ত্রিল" ৬০।১।৭। দ্বিতীয় প্রকারের কেবল মাত্রা সরল রেখা, মধ্যাবয়ব বক্রগতি, কিন্তু বর্ত্তমান "জ"এর ন্যায় ইহার নিম্নগতি আরম্ভ হয় নাই, নিম্নরেখা বক্রগতি। এই আকারের "জ" "কৃষ্ণকীর্ত্তন" গ্রন্থে প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হইয়াছে। "জাণ" ৩।২।৪।

ঈ। দুই প্রকারের "ঝ"এর ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়;—বর্ত্তমান আকার, "মাঝাখিণী" ৭।১।৬, "বুঝহ" ৬০।১।৬। (এই পত্র প্রাচীন অক্ষরের অনুকরণে লিখিত)। প্রাচীন আকার, ইহাতে বামভাগ "ধ"-এর ন্যায়, "ঝাঁট" ৫।২।২।

৩। ট-বর্গ

অ। "কৃষ্ণকীর্ত্তন" গ্রন্থে তিন প্রকারের "ট" দেখিতে পাওয়া যায়। কৃষ্ণকীর্ত্তন আবিষ্কৃত হইবার পূর্ব্বে খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর "ট" কি প্রকারে বর্ত্তমান আকার ধারণ করিল, তাহা বুঝিতে পারা যাইত না। "কৃষ্ণকীর্ত্তনে" প্রাচীন অর্থাৎ সেনবংশীয় রাজগণের শিলালিপি ও তাম্রশাসনসমূহে ব্যবহৃত আকার,—পরিবর্ত্তন যুগের আকার, যাহা পূর্ব্বে আবিষ্কৃত হয় নাই এবং বর্ত্তমান আকার, এই তিন প্রকার "ট" দেখিতে পাওয়া যায়।

ক। প্রাচীন আকার;—ইহা বিজয়সেনের শিলালিপিতে ব্যবহৃত আকারের ন্যায়[২]। যথা;—"বাটত" ৪।২।২, "পাটে" ৪।২।৪।

খ। পরিবর্ত্তন যুগের আকার। ইহাতে অক্ষরের মধ্যদেশের বক্রগতি ক্রমশঃ সরল হইয়া আসিতেছে, "হাটক" ১৯।২।৩।

গ। বর্ত্তমান আকার। ইহাতে মধ্যদেশের বক্রগতি সরল রেখায় পরিণত হইয়াছে; "ঝাঁট" ৭।২।৮।

আ। "ঠ" ও "ড" বর্ত্তমান আকারের।

ই। "ঢ" প্রাচীন আকারের। ইহাতে প্রাচীন আকারের "ট"এর ন্যায় অক্ষরের মধ্যদেশে বক্রগতি রহিয়া গিয়াছে, বিজয়সেনের শিলালিপিতে এই আকারের "ঢ" দেখিতে পাওয়া যায়,[৩] "কাঢ়ে" ৩।২।৩।

ঈ। "ণ" দুই প্রকারের, প্রথম প্রকারের আকারে অক্ষরের অর্দ্ধ বৃত্তের মধ্যে একটি সরল রেখা আছে; "কমণ" ৩।১।৩। দ্বিতীয় প্রকারে এই সরল রেখাটি নাই, ইহার বর্ত্তমান আকার, "মরণ" ৩।১।৩।

৪। ত-বর্গ

অ। "ত" ও "ন" বর্ত্তমান আকারের। ভোজবর্ম্মদেবের তাম্রশাসনে[৪] ও তৃতীয় বিগ্রহপালদেবের আমগাছির তাম্রশাসনে[৫] সর্ব্বপ্রথম বর্ত্তমান বাঙ্গালা "ত" দেখিতে পাওয়া যায়। বর্ত্তমান "ন" সেনরাজগণের তাম্রশাসনে দেখিতে পাওয়া যায়[৬]।

১ Indische Palæographie, Tafel vi, Col, x. 21.

২ Epigraphia Indica. Vol I. P. 310, line 24.

৩ Ibid, Tafel v, Col.xviii. 23

৪ Epigraphia Indica, Vol. xii, P. 40, 1. 27.

৫ Indian Antiquary, Vol. xiv, pp. 166—68.

৬ Epigraphia Indica, Vol. xii, pp. 8—10.

আ। "থ"এর আকার প্রাচীন। ইহা বিজয়সেনের শিলালিপিতে ব্যবহৃত আকারের ন্যায়[১]। ইহাতে অক্ষরের বামভাগে নিম্নদেশের বক্র অংশ দক্ষিণ ভাগের সহিত মিলিত হইবার পূর্ব্বে কিঞ্চিৎ ঊর্দ্ধে উঠিয়াছে। এই হিসাবে "কৃষ্ণ-কীর্ত্তনে"র "থ"এর আকার কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে রক্ষিত পঞ্চাকার গ্রন্থে ব্যবহৃত আকার অপেক্ষা অর্ব্বাচীন[২]। যথা—"জগন্নাথ" ৪।১।৭।

ই। দুই প্রকারের "দ" আছে। প্রথম প্রকারের "দ" প্রাচীন। ইহা অনেকটা বুদ্ধগয়ায় আবিষ্কৃত ৭৪ লক্ষ্মণ-সংবতে উৎকীর্ণ অশোকচল্লদেবের শিলালিপিতে ব্যবহৃত আকারের ন্যায়,[৩] "দেবেঁ" ৩।১।২, "দিল" ৩।১।৫। দ্বিতীয় প্রকারের "দ" আধুনিক, এই আকারের "দ" ৫১ লক্ষ্মণ-সংবতে উৎকীর্ণ বুদ্ধগয়ায় আবিষ্কৃত অশোকচল্লদেবের শিলালিপির ন্যায়,[৪] "দণ্ডকঃ" ৩।১।২।

ঈ। "ধ" প্রায় বর্ত্তমান আকার ধারণ করিয়াছে। তবে ইহার বামভাগে এখনও কোণ দেখা দেয় নাই, এই আকার '৪ লক্ষ্মণ-সংবতে উৎকীর্ণ, বুদ্ধগয়ায় আবিষ্কৃত অশোকচল্লদেবের শিলালিপিতে দেখিতে পাওয়া যায়। যথা—"ধল" ৩।১।৫।

৫। প-বর্গ

অ। "কৃষ্ণকীর্ত্তনে" তিন প্রকারের "প" দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার মধ্যে এক প্রকার আকারে আধুনিক ও অপর দুই প্রকার পরিবর্ত্তন-যুগের। লক্ষ্মণসেন[৫] বিশ্বরূপসেন[৬] ও কেশবসেনের[৭] তাম্রশাসনে "প"এর যে আকার দেখিতে যাওয়া যায়, তাহা প্রাচীন, অথচ লক্ষ্মণসেনের তৃতীয় রাজ্যাঙ্কে প্রতিষ্ঠিত ঢাকায় আবিষ্কৃত চণ্ডীমূর্ত্তির পাদপীঠের লিপিতে[৮] এবং বুদ্ধগয়ায় আবিষ্কৃত ৫১ ও ৭৪ লক্ষ্মণ-সংবৎসরের লিপিতে আধুনিক আকার দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু প্রাচীন ও আধুনিক আকারের মধ্যবর্ত্তী পরিবর্ত্তনযুগের আকার (Transitional form) অদ্যাবধি কোনও শিলালিপি বা তাম্রশাসনে ব্যবহৃত হইয়াছে বলিয়া বোধ হয় না। "কৃষ্ণকীর্ত্তনে" পরিবর্ত্তন-যুগের যে দুইটি আকার দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাতে অক্ষরের বামভাগ প্রাচীন আকারের ন্যায় অক্ষরের দক্ষিণভাগে যুক্ত না হইয়া, মাত্রায় যুক্ত হইয়াছে। প্রথম প্রকারে বামদিকের রেখা সরল, "রূপেঁ", ৩।১।৪; দ্বিতীয় প্রকারে এই রেখা বক্র, "পাতিল", ৩।১।৩। আধুনিক আকার বহু স্থানে দেখিতে পাওয়া যায়, "পাছে", ৭২।২।২।

আ। "ফ"র প্রাচীন আকারই দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাতে বাম ভাগ দক্ষিণ ভাগের নিম্নে যুক্ত না হইয়া, কিঞ্চিৎ ঊর্দ্ধে আসিয়া মিশিয়াছে। "আফারে" ৪৬।২।৪।

ই। "ব" ও "ম" খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দী হইতে আধুনিক আকার ধারণ করিয়াছে। "কৃষ্ণকীর্ত্তনে" এই অক্ষরের কোনও আধুনিক আকার দেখিতে পাওয়া যায় না।

ঈ। "ভ"এর আকার প্রাচীন। এই আকারের "ভ" বুদ্ধগয়ায় আবিষ্কৃত ৫১ ও ৭৪ লক্ষ্মণ-সংবৎসরের শিলালিপিতে দেখিতে পাওয়া যায়। "ভঙ্গ" ৩।২।১, "ভূমিত" ৩।২।২, "ভেকের" ৩।১।৮।

১ Indische Palæographie, Tafel v, Col. xviii, 26.
২ Indische Palæographie, Tafel vi, Col. X. 31.
৩ Epigraphia Indica, Vol. xii, p. 30.
৪ Ibid, p. 29.
৫ Ibid, pp. 8—10.
৬ Journal of the Asiatic Society of Bengal, 1896, pt. 1. p, 9. line I.
৭ Ibid. (New Series), Vol. X, pp. 99—104.
৮ Ibid, Vol. IX, p. 290, pl, XXIV.

৬। অন্তঃস্থ বর্ণ

অ। "য"র আকার প্রাচীন। ইহার নিম্নভাগ "খ", "থ" ও "ফ"এর ন্যায়, "যম" ৩।২।৫।

আ। কোন কোন স্থানে "র"এর মধ্যস্থলে একটি সরল রেখা আছে, "চিন্তির" ৩।২।৬।

ই। "ল"র আকার প্রাচীন। বিজয়সেনের শিলালিপিতে[১] এবং ৫১ ও ৭৪ লক্ষ্মণ-সংবৎসরে উৎকীর্ণ শিলালিপিদ্বয়ে এই আকার দেখিতে পাওয়া যায়।

ঈ। সর্ব্বত্র একই আকারের "ব" দেখিতে পাওয়া যায়।

৭। উষ্মবর্ণ

অ। "শ", "ষ" ও "স"র আধুনিক আকারই দেখিতে পাওয়া যায়।

আ। "হ" সর্ব্বত্র আধুনিক আকারের, কেবল এক স্থানে ইহার একটি নূতন আকার দেখিতে পাওয়া যায়,—"বহায়িলোঁ" ২০২।২।২। তবে ইহা লিপিকরপ্রমাদ হইলেও হইতে পারে।

প্রত্নলিপিতত্ত্বের প্রমাণ অবলম্বনে "কৃষ্ণকীর্ত্তনে"র লিপিকাল নির্ণয় করা আবশ্যক। কারণ, উক্ত গ্রন্থের যে একখানি মাত্র পুথি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহা খণ্ডিত এবং ইহার পুষ্পিকা পাওয়া যায় নাই। এই পুথির অন্য কোন অংশে তারিখ নাই এবং ইহাতে রচয়িতার অথবা লিপির কাল নির্ণয় করিবার অন্য কোন উপকরণ দেখিতে পাওয়া যায় না। অতএব এই পাণ্ডুলিপির লিপিকাল নির্ণয় করিবার একমাত্র উপায় প্রত্নলিপিতত্ত্ব। "কৃষ্ণকীর্ত্তনে"র যে পুথি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহার প্রাচীন পত্রগুলিতে যে বর্ণমালা ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহার অধিকাংশ স্বর ও ব্যঞ্জন বর্ণের আকার আধুনিক। যে কয়েক স্থলে স্বর ও ব্যঞ্জনবর্ণের আকার প্রাচীন, তাহা বিচার করিলে গ্রন্থের লিপিকাল নির্ণীত হইতে পারে।

স্বরবর্ণ

সাধারণ দ্বাদশটি স্বরবর্ণের মধ্যে উ, ঊ, ঋ ও ৯ প্রাচীন আকারের। এই চারিটি অক্ষরের বর্ত্তমান রূপ ধারণের কাল নিশ্চিতরূপে নির্দ্ধারণ করিবার উপায় অতি অল্প দিন পূর্ব্বে আবিষ্কৃত হইয়াছে।

১। উ। কেম্ব্রিজ্ বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে রক্ষিত "গুহ্যাবলীবিবৃতি" ও "পঞ্চাকার" নামক গ্রন্থদ্বয়ে যে আকার দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাই খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগের আকার। কারণ, এই গ্রন্থদ্বয় ১১৯৮ ও ১১৯৯ খৃষ্টাব্দে লিখিত হইয়াছিল। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী নেপাল হইতে শান্তিদেবের "বোধিচর্য্যাবতার" গ্রন্থের একখানি তালপত্রে লিখিত পুথি এসিয়াটিক সোসাইটির জন্য সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছেন। এই পুথি ১৪৯২ বিক্রমাব্দে—১৪৩৫ খৃষ্টাব্দে বেণুগ্রামে লিখিত হইয়াছিল। এই বেণুগ্রাম সম্ভবতঃ বর্দ্ধমান জেলার বেণুগ্রাম বা বেড়ুগ্রাম। এই গ্রন্থে "উ"র আধুনিক আকার দেখিতে পাওয়া যায়। "কোচ্ছ উচ্ছ" পংক্তি ১, পৃঃ ৬৬।

২। ঊ। "উ"র ন্যায় "ঊ"র আধুনিক আকার সর্ব্বপ্রথমে ১৪৯২ বিক্রমাব্দে লিখিত বোধিচর্য্যাবতার গ্রন্থে দেখিতে

[১] Indische Palæographie, Tafel V, Col, xviii. 37

পাওয়া যায়। প্রাচীন আকারের "উ" এবং "ঊ"তে মাত্রার উপরে বক্রগতি ঊর্দ্ধরেখা নাই। আধুনিক আকারে এই ঊর্দ্ধরেখা দেখিতে পাওয়া যায়. "উইল" ৭।১।২।

৩। ঋ। কৃষ্ণকীর্ত্তনে যে আকারের ঋ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা দেখিতে কেম্ব্রিজ্ বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে রক্ষিত "যোগরত্নমালা," "গুহ্যাবলীবিবৃতি" ও "পঞ্চাকারে" ব্যবহৃত "ঋ"র ন্যায়। ইহাতে অক্ষরের বাম দিকের নিম্নভাগ অর্দ্ধবৃত্তাকৃতি, ত্রিকোণ নহে এবং এই অর্দ্ধবৃত্তের উপরে একটি ঊর্দ্ধগতি বক্র রেখা আছে। বর্ত্তমান "ঋ"তে এই ঊর্দ্ধরেখা "খ"র বামদিকের ঊর্দ্ধাংশের ন্যায় আকার ধারণ করিয়াছে। "ঋষিএঁ" ২১।২।৬, "ঋষীকেশ" ৫১।১।৪, "ঋগ" ১৮৫।১।৬।

৪। ঌ একবার মাত্র ব্যবহৃত হইয়াছে, "প্রকৢপ্তাং" ১২৫।২।২।

১। ক-বর্গ। ক-বর্গের মধ্যে "খ" ও "ঘ" প্রাচীন আকারের। এই অক্ষরদ্বয়ের নিম্নভাগে কোণ নাই। ১৪৪২ বিক্রমাব্দে লিখিত শূদ্রপদ্ধতি নামক স্মৃতিগ্রন্থে যে আকারের "খ" দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার নিম্নে কোণ আছে। ১৪৯২ বিক্রমাব্দে লিখিত বোধিচর্য্যাবতার গ্রন্থে যে আকারের "ঘ" দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার নিম্নে কোণ আছে।

২। চ-বর্গ। চ, ছ ও জ সময়ে সময়ে প্রাচীন আকারের। ১৪৪২ বিক্রমাব্দে লিখিত শূদ্রপদ্ধতি গ্রন্থে এবং ১৪১৭ শকাব্দার পূর্ব্বে লিখিত ধর্ম্মরত্ন নামক গ্রন্থে বর্ত্তমান আকারের "চ" ও "জ" দেখিতে পাওয়া যায়। ১৪৯২ বিক্রমাব্দে লিখিত "বোধিচর্য্যাবতার" গ্রন্থে আধুনিক আকারের "চ" "ছ" ও "জ" দেখিতে পাওয়া যায়। শূদ্রপদ্ধতি গ্রন্থের শেষ পত্রে, তৃতীয় পঙ্ক্তিতে "সরোজ" শব্দে বর্ত্তমান আকারের "জ" দেখিতে পাওয়া যায়।

৩। ট-বর্গ। "কৃষ্ণকীর্ত্তন" গ্রন্থে সর্ব্বপ্রথমে প্রাচীন আকারের "ট" হইতে কি প্রকারে বর্ত্তমান আকারের "ট" উদ্ভূত হইয়াছে, তাহা দেখিতে পাওয়া যায়। ১৪৯২ বিক্রমাব্দে লিখিত "বোধিচর্য্যাবতার" গ্রন্থে বর্ত্তমান আকারের "ট" দেখিতে পাওয়া যায়। ১৪১৭ শকাব্দের পূর্ব্বে লিখিত "ধর্ম্মরত্ন" গ্রন্থের শেষ পত্রে ঘটক সিংহের পুত্রের ১৪১৭ শকাব্দের যে জন্মপত্রিকা আছে, তাহাতে বর্ত্তমান আকারের ট দেখিতে পাওয়া যায়। "কৃষ্ণকীর্ত্তনে" বর্ত্তমান আকারের "ণ" ব্যবহৃত হইয়াছে। "বোধিচর্য্যাবতারে" এবং "শূদ্রপদ্ধতি"তে প্রাচীন আকারের "ণ" দেখিতে পাওয়া যায়। "কৃষ্ণকীর্ত্তনে" দ্বিতীয় প্রকারের "ণ" ব্যবহৃত হইয়াছে। ইহা পরিবর্ত্তন-যুগের আকার, কিন্তু "ধর্ম্মরত্ন" গ্রন্থে সর্ব্বত্র আধুনিক আকারের "ণ" ব্যবহৃত হইয়াছে।

৪। ত-বর্গ। ত-বর্গের মধ্যে কেবল "থ" প্রাচীন আকারের। ইহার নিম্নভাগে কোণ নাই। "বোধিচর্য্যাবতারে", "শূদ্রপদ্ধতি"তে এবং "ধর্ম্মরত্নে"র শেষ পত্রে লিখিত জন্মপত্রিকায় আধুনিক আকারের "থ" দেখিতে পাওয়া যায়।

৫। প-বর্গ। প-বর্গের মধ্যে প্রাচীন আকারের "ফ" ও "ভ" দেখিতে পাওয়া যায়। শূদ্রপদ্ধতি, ধর্ম্মরত্ন ও বোধিচর্য্যাবতারের শেষ পত্রে এই আকারের "ভ" ব্যবহৃত হইয়াছে।

৬। অন্তঃস্থ বর্ণ। "য" প্রাচীন আকারের, ইহার নিম্নদেশে কোণ নাই। শূদ্রপদ্ধতিতে, বোধিচর্য্যাবতারে এবং ধর্ম্মরত্নে কেবল কোণযুক্ত আধুনিক আকারের "য" দেখিতে পাওয়া যায়। "কৃষ্ণকীর্ত্তনে" কেবল প্রাচীন আকারের "ল" ব্যবহৃত হইয়াছে। এই আকারের "ল" বোধিচর্য্যাবতার, ধর্ম্মরত্ন ও শূদ্রপদ্ধতিতেও দেখিতে পাওয়া যায়।

৭। উষ্মবর্ণ। কৃষ্ণকীর্ত্তনে ব্যবহৃত সমুদায় উষ্মবর্ণই আধুনিক আকারের। কিন্তু বোধিচর্য্যাবতার ও ধর্ম্মরত্নে ব্যবহৃত "হ" প্রাচীন আকারের। "শূদ্রপদ্ধতি" গ্রন্থে ব্যবহৃত "হ" আধুনিক আকারের।

"শূদ্রপদ্ধতি" গ্রন্থ ১৪৪২ বিক্রমাব্দে অর্থাৎ ১৩৮৫।৮৬ খৃষ্টাব্দে লিখিত হইয়াছিল। "বোধিচর্য্যাবতার" ১৪৯২ বিক্রমাব্দে অর্থাৎ ১৪৩৬।৩৭ খৃষ্টাব্দে লিখিত হইয়াছিল। "ধর্ম্মরত্ন" গ্রন্থের শেষ পত্রে ঘটক সিংহ নামক এক ব্যক্তির ১৪১৭ শকাব্দে জাত পুত্রের জন্মপত্রিকা লিখিত আছে, সুতরাং উক্ত গ্রন্থ ১৪১৭ শকাব্দ বা ১৪৯৫ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে লিখিত। ১৩৮৫ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৪৯৫ খৃষ্টাব্দের মধ্যে লিখিত এই গ্রন্থত্রয়ে ব্যবহৃত অক্ষর অপেক্ষা "কৃষ্ণকীর্ত্তনে"র প্রাচীন অক্ষরসমূহ প্রাচীনতর। কৃষ্ণকীর্ত্তনে যে সমস্ত প্রাচীন আকারের অক্ষর ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহার তিন চতুর্থাংশের অধিক অক্ষর পূর্ব্বোক্ত গ্রন্থত্রয়ে ব্যবহৃত হয় নাই। অতএব ইহা স্থির সিদ্ধান্ত যে, শ্রীযুত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ মহাশয় "কৃষ্ণকীর্ত্তনে"র যে পাণ্ডুলিপি আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহা ১৩৮৫ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে, সম্ভবতঃ খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে লিখিত হইয়াছিল।

কলিকাতা,
১৩২৩ বঙ্গাব্দ, ২রা পৌষ

শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন পুথির পত্র ৩, পৃষ্ঠা ১

পত্র ৩, পৃষ্ঠা ২

পত্র ৪, পৃষ্ঠা ১, পঙ্ক্তি ৭

শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন পুঁথির পত্র ৪, পৃষ্ঠা ২, পংক্তি ৪

৫।১।৫-৬

৫।১।৮

৫।২।২

৭।১।২

৭।১।৬

শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন পুথির পত্র ১৯, পৃষ্ঠা ২, পঙ্‌ক্তি ৩

২১।২।৬

৪৬।২।৪

৫১।১।৪

৬০।১।৬-৭

৭২।২।২

১১৩।১।১

শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন পুথির সহিত প্রাপ্ত গাঁথাঘরের বিজক [অর্থাৎ বিষ্ণুপুর-রাজ-গ্রন্থাগারের কাগজ]

শকাব্দা ১৪১৭ (খ্রীঃ ১৪৯৫) মর্ম্মরত্ন [Descr. Cat. A. S. B., III, No. 2653]

শূদ্রপদ্ধতি, সংবৎ ১৪৪২ (খ্রীঃ ১৩৮৫) [Descr. Cat. A. S. B., III, No. 2141]

হরিবংশ, শকাব্দ ১৩৮৭ (খ্রীঃ ১৪৬৫) [Descr. Cat. Sans. Mss. Vangiya S. Parishat—Intro. p. v.]

মহাভারত—আদি পর্ব্ব, শকাব্দ ১৪২২ (খ্রীঃ ১৫০০) [Descr. Cat. Sans. Mss., Vangiya S. Parishat—Intro. p. v.]

আলোচিত গ্রন্থাদি

টীকা-রচনাকালে যে সকল গ্রন্থ, সাময়িক পত্র বা হস্তলিখিত প্রাচীন পুথি হইতে উপাদান সংগৃহীত হইয়াছিল, তন্মধ্যে কএকখানির নাম নিম্নে প্রদত্ত হইল।—

বৌদ্ধগান ও দোহা, শূন্যপুরাণ, ময়নামতীর গান (ঢাকা-সাহিত্য-পরিষৎ), চণ্ডীদাস (বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ), বিদ্যাপতি (ঐ), বর্ণরত্নাকর (Bib. Ind.), শ্রীকৃষ্ণবিজয়, (গুণরাজ খান), উত্তরাকাণ্ড, কৃত্তিবাস (ব° সা° প°), পদ্মাপুরাণ (বিজয় গুপ্ত), শ্রীকৃষ্ণ-প্রেমতরঙ্গিণী (বঙ্গবাসী), শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল (ঐ), চৈতন্যভাগবত (গোস্বামী), চৈতন্যমঙ্গল (ব° সা° প°), চৈতন্যমঙ্গল (বঙ্গবাসী), মীনচেতন (ঢাকা-সাহিত্য-পরিষৎ), গোবিন্দদাস (কালিদাস নাথ), অষ্টাদশপর্ব্ব কাশীদাস (বঙ্গবাসী), কবিকঙ্কণ (ঐ), পদ্মাপুরাণ (বংশীদাস), ধর্ম্মমঙ্গল (মাণিক), গোবিন্দমঙ্গল (দুঃখী শ্যামদাস), জয়দেবচরিত (ব° সা° প°), ধর্ম্মমঙ্গল (ঘনরাম), চণ্ডিকাবিজয় (কমললোচন), জগদানন্দ (কালিদাস নাথ), পদকল্পতরু (ব° সা° প°), কীর্ত্তনানন্দ, বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয় (বিশ্ববিদ্যালয়), হরিবংশ (ভবানন্দ)।

গৌড়ীয় ভাষাতত্ত্ব (ঘোষাল), বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য-বিষয়ক প্রস্তাব (ন্যায়রত্ন), বঙ্গীয় সাহিত্য-সমালোচনী (বিদ্যাবিনোদ), বঙ্গভাষা ও সাহিত্য (ডক্টর সেন), শব্দতত্ত্ব (ডক্টর রবীন্দ্রনাথ), বাঙ্গালা ব্যাকরণ (হৃষীকেশ শাস্ত্রী), বাঙ্গালা ভাষা (ব° সা° প°), প্রকৃতিবাদ অভিধান, বঙ্গীয় শব্দসিন্ধু (রজনীকান্ত)।

অসমীয়া রামায়ণ (মাধব দেব, মাধব কন্দলি, শঙ্কর দেব), কীর্ত্তনঘোষা, নামঘোষা, অনাদি-পাতন ভাগবত (শঙ্কর দেব), দীপিকা ছন্দ (পুরুষোত্তম গজপতি), অসমীয়া হেমকোষ ; ওড়িয়া ভাগবত (জগন্নাথ দাস) ; পদুমাবতি (Bib. Ind.), রামায়ণ (তুলসীদাস), ভাষাবিজ্ঞানাঙ্কুর (পণ্ডিত রামগরীব চৌবে)।

সেতুবন্ধ (কাব্যমালা), গাথাসপ্তশতী (ঐ), গউড়বহো (Bombay Sanskrit Series), কুমারপালচরিত (ঐ), কর্পূরমঞ্জরী (S. Konow), ভবিসয়ত্তকহা (ধনপাল), প্রাকৃতপ্রকাশ, প্রাকৃতলক্ষণ (Dr. A. F. R. Hoernle), প্রাকৃতসর্ব্বস্ব (ভিজাগাপটম গ্রন্থপ্রদর্শনী), প্রাকৃত ব্যাকরণ (হৃষীকেশ শাস্ত্রী), প্রাকৃতপৈঙ্গল (Bib. Ind.), পয়য়লচ্ছী নামমালা (Dr. Buhler), অভিধানপ্পদীপিকা (মোগ্গল্লান স্থবির), দেশীনামমালা (Bom. Skt. Series), পাইঅ-সদ্দ-মহাণ্ণব (শেঠ)।

বালচরিত (মহাকবি ভাস), শকুন্তলা (বিদ্যাসাগর), মৃচ্ছকটিক (Bom. Skt. Series), উত্তরচরিত (জীবানন্দ), মুদ্রারাক্ষস (Bom. Skt. Series), গীতগোবিন্দ (বিদ্যাভূষণ), অমরকোষ ও সর্ব্বানন্দী টীকা, অভিধানচিন্তামণি।

Sanskrit Texts (J. Muir), Comparative Grammar of the Modern Languages of India (J. Beames), Comparative Grammar of the Gaudian Languages (Dr. Hoernle), Introduction to the Maithili Language (Sir G. A. Grierson), Sanskrit-English Dictionary (H. H. Wilson). Do. (Apte), Do. (Monier Williams) Hindi-English Dictionary (Platts), Wilson Philological Lectures (Dr. Bhandarkar), Introduction to Comparative Philology (Gune), Origin & Development of the Bengali Language (Dr. S. K. Chatterji), Pre-Aryan & Pre-Dravidian in India (Dr. P. C. Bagchi), &c. &c.

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, নব্যভারত, প্রবাসী, Journal of the Asiatic Society of Bengal, Journal of the Royal Asiatic Society of the Bombay Branch প্রভৃতি।

পুঁথি—পদ্মাপুরাণ (নারায়ণদেব), আদিকাণ্ড (কৃত্তিবাস), যোগাদ্যার বন্দনা (ঐ), আনন্দলহরী (বৃন্দাবনদাস), সৌপ্তিকপর্ব্ব (কাশীদাস), শ্রীকৃষ্ণবিলাস (কৃষ্ণকিঙ্কর), অক্রূরাগমন (কবিচন্দ্র), গুরুদক্ষিণা (কবি শঙ্কর), সারসত্যকারিকা (নরোত্তম দাস), জৈমিনি ভারত (হরিদাস), গোপালবিজয় (কবিশেখর)।

সূচীপত্র

ক—বিষয়-সূচী

বিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক	বিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক
জন্মখণ্ড ...	১	যমুনাখণ্ড ...	৯৪
তাম্বূলখণ্ড ...	৪	যমুনাখণ্ডান্তর্গত হারখণ্ড ...	১০৩
দানখণ্ড ...	১৩	বাণখণ্ড ...	১০৫
নৌকাখণ্ড ...	৫৫	বংশীখণ্ড ...	১১৫
ভারখণ্ড ...	৬৬	রাধাবিরহ ...	১৩১
ভারখণ্ডান্তর্গত ছত্রখণ্ড ...	৭৫	পরিশিষ্ট ...	১৫৮
বৃন্দাবনখণ্ড ...	৭৮	ভাষাসর্ব্বস্ব টীকা ...	৬৭
যমুনাখণ্ডান্তর্গত কালিয়দমনখণ্ড ...	৯১		

খ—পদ-সূচী

পদের প্রথম পঙ্‌ক্তি	পৃষ্ঠাঙ্ক	পদের প্রথম পঙ্‌ক্তি	পৃষ্ঠাঙ্ক
অদভুত লাগে তোর সুণিআঁ বচন ...	৬০	আজি রজনীত বড়ায়ি দেখিলোঁ সপনে ...	৯
অনেক প্রকারে চাহিল বৃন্দাবনে ...	১২১	আজি সপন বড়ায়ি দেখিল এ ...	১৩৯
অনেক যতন করে মোরে চক্রপাণী ...	৭৭	আতি দুখিনী বালী ল ...	১৪২
অবুধ গোআলি না বুঝ মতিমোহে ...	৪৮	আতি রূপসী পদুমিনী জাতী ...	৩৮
আইস ল বড়ায়ি মোর রাখহ পরাণ ...	১১৭	আতি বড় গরুঅ তোহ্মার পয়োভার ...	৬৩
আইস গোআলিনী বইস কদমের তলে ...	৪২	আতি বিরহে অন্ন না খাইলো ...	১৪৩
আইস ল বড়াই হের বচন আহ্মার ধর ...	১৫৬	আতী বুঢ়ী না দেখোঁ নয়নে ...	৫৪
আইহনের ঘরে গিআঁ সাঁঝ সমএ ...	১২	আন ডাক দিআঁ বড়ায়ি নাপিতের পো ...	৩৫
আইহনের মাঅ গুণী মনে ...	৩	আনেক প্রকারেঁ মোএঁ বুইলোঁ রাধারে ...	৬৬
আউ থাকিতেঁ কাহ্নাঞিঁ মরণ ইছসি ...	৬৮	আনেক যতন করি আলোচিআঁ কাজে ...	১২৩
আউলাইল কুন্তল মোর সত্বর গমনে ...	৯৬	আনেক যতন করি নান্দের নন্দন ...	৮৬
আগু জাএ বড়ায়ি হাথত করী লড়ী ...	৫৭	আনেক যতনে নাঅ গঢ়িলেঁ ...	৬১
আচম্বিত বুঢ়ী দেখি বৃন্দাবন মাঝে ...	৫	আপণে বোল তোহ্মে ত্রিদশের পতী ...	৪১
আঁচলে না ধর কাহ্ন ডরেঁ কাঁপে গাঅ ...	৪৭	আম্বিলা দেবের সুমতি শুণী ...	১
আছিদর কাহ্নাঞিঁ পথত বৈলেঁ বলে ...	১১২	আম্বিস ল বড়ায়ি রাখহ পরাণ ...	১৩৩
আজি জখনে মোঁ বাঢ়ায়িলোঁ পাএ ...	৯১	আরবার জাইতেঁ মথুরার হাটে ...	৫৬
আজি ভাল না শুনো মো তোহ্মার বচন ...	১২১	আরে ভৈরব পতনে গাঅ গড়াহলি গিআঁ ...	৭০

পদের প্রথম পঙ্‌ক্তি	পৃষ্ঠাঙ্ক
আল কাহ্নু আনেক করিআঁ যতনে	১০৭
আল কাহ্নাঞি সুণীএ বচন রাধারে	৭৪
আল দূতী অপরাধ কৈল	১০
আল বড়ায়ি। এগার বৎসরের বালী	১৪
আল বড়ায়ি। গোপী মেলী যমুনার তীরে	৯৭
আল বড়ায়ি। চাঁপা কুঁঢ়ী দেখিতেঁ রুপসে	১৮
আল বড়ায়ি সাত পাঁচ সখিজন লআঁ	১০৩
আল রাধা। কিসক মরিতে চাহ তোহ্মে	১১৮
আল রাধা তোর মুখে শুণী হেন বাণী	১০১
আল রাধা শম্ভু সদৃশ তোর খোম্পা	১৫০
আল রাধা সর্ব্বাঙ্গে সুন্দরী তোঅঁ	২৮
আল রাধে। একেঁ একেঁ ঋতুগণে বিলাস কৈল	৮০
আলিঙ্গন কৈল কাহ্নাঞি নানা পরকার	৫৩
আষাঢ় শ্রাবণ মাসে মেঘ বরিষে যেহ্ন	১১৭
আসাঢ় মাসে নব মেঘ গরজএ	১৫৫
আহা। কে না সুতীথে তপ কৈল ভাগ্যমতী	৮৪
আহা। গোপীর বসন হার লয়িআঁ দামোদর	১০২
আহা। তোহ্মে জল তোহ্মে থল	৯২
আহা। নঠী বড় রাধা দেখিলেঁ প্রাণ হরে	১৫৬
আহে কাহ্নাঞি। আছিলোঁ মোঁ শিশুমতী	১৪৪
আহোনিশি যোগ ধেআই	১৪১
আহ্মা ছাতী ধরাইআঁ কি সাধিবেঁ মান	৭৭
আহ্মার কোমল দেহে	৮
আহ্মার বচন কাহ্নাঞি ধরহ মণে	১০৯
আহ্মার বচন শুণ কাহ্নাঞি গোআল	১০৫
আহ্মার বচন শুন নান্দের নন্দন	৬৮
আহ্মার বচনে বোল রাধা চন্দ্রাবলী	৭১
আহ্মার বড়ায়ি পথে চলিতেঁ না পারে	৭২
আহ্মার বাঁশীর শবদেঁ ল। আল হের রাধা	১২৩
আহ্মে তোর বড়ায়ি	৬
ঈসত হাসিআঁ বড়ায়ি পুছিল রাধারে	৫৩
উচিত বচন শুন মুরারী	৭৫
উচিত লইবোঁ তাত নাহিঁ বাধা	৭১
উঠিলা সত্বরেঁ নারায়ণ	৯২
উত্তম গোআল কুলে আহ্মার জরম	১১৮
উনমত নহ কাহ্নাঞি মন কর থীর	৩৩
এইত কদমতলে আছিলা বাল গোপালে	১৫২
এক ঠাই বাঢ়িলাহোঁ নান্দের ঘরে	২০
এক ভাল না বোলে নিলজ চক্রপাণী	১৬
এখণ কদমতলে আছিলা কাহ্নাঞি ল	১৫২
এত কাল জাইএ আহ্মে মথুরার হাটে	২৩
এত কাল রাধা তোর গেল শিশুভাবে	৯৯
এত কালে বুঢ়ী তোর কেহ্নে হেন মন	১০
এত দিন গেল বড়ায়ি তোর আশোআশে	১২
এত বড় রাজা ভৈল ধনের কাতর	৩১
এ তোর আড় নয়নে আল পাঞ্জর	৫২
এ তোর নব যৌবনে	১৮
এথাঞি রহিআঁ বড়ায়ি সজাইবোঁ ঘর	১১০
এ ধন যৌবন বড়ায়ি সবঈ আসার	১৩২
এবেঁ ভ্রমর কোকিল শরে	১৪৬
এবেঁ মলয় পবন ধীরেঁ বহে। ল	৭৮
এবেঁ বড় নয়নে মো না দেখোঁ সুন্দরী	১১৭
এহে। দধি দুধ ঘৃত ঘোল বিকণিআঁ	৭৫
এহে। রতিসুখ ভুঞ্জিআঁ রাধা	১৫১
এহে। সকল বএসে মোর এগার বরিষে	১৮
কথা খানি খানি কহিল বড়ায়ি	৮
কদম তরুতল গিআঁ	১৩৭
কপটেঁ কহিল বড়াই রাধিকার থানে	১২
কভোঁ না কইল কাহ্নাঞি তোর কিছু	৯৬
কর্প্পূর বাসিত রাধা খাআর তাম্বুল	২৯
কাখেত কলসী বড়ায়ি জাওঁ ধীরে ধীরে	১২১
কাছের কলসিএঁ রাধা তুলিলেঁ পাণী	৯৮
কাছের কলসী রাধা পাণি তোলসি ল	১১৩
কাঠ কাটিল গিআঁ বিবিধ বিধানে	৫৫
কাল আখরেঁ তীন ভুবন বিচার	৩৭
কাল কাহ্নাঞি কঠিন তোর আন্তর ল	১৩৩
কাল কাহ্নাঞি তোহ্মে আহ্মা না উপেখ	৩৭
কাল কোকিল রএ কাল বৃন্দাবনে	১২০

পদের প্রথম পঙ্‌ক্তি	পৃষ্ঠাঙ্ক	পদের প্রথম পঙ্‌ক্তি	পৃষ্ঠাঙ্ক
কালিনীমাএ মোর নাম থুইল রাধা	৩৮	গাই রাখিতেঁ নিন্দ গেলোঁ বাঁশী মাথে ...	১২৭
কালী দলিল আহ্মে শলিল শোধিল	১১০	গুআ পান দিআঁ দূতী পাঠাইলোঁ তোরে ...	১০৯
কালীদহে দিল আহ্মে ঝাঁপে ল	৯৯	গুণ বুঝি মধুকর পরিহর বন ...	১৪১
কাহার বহু তোঁ কাহার রাণী	৯৫	গুরুপত্নী তারাক হরিল শশধরে ...	২৬
কাহ্নাঞিঁক দেখি যত গোপ গোপীগণে	৯৩	গোকুল নগর মাঝেঁ বসোঁ চিরকাল ...	১০৪
কাহ্নাঞিঁক বুইল বড়ায়ি বচন মধুরে	১৫০	গোচরিল রাধা মোর মাএর চরণে ...	১০৫
কাহ্নাঞিঁকে পথতে রাখিআঁ	১০৬	গোপকুল নঠ হএ তোহ্মার কারণে ...	৭৯
কাহ্নাঞিঁ তোর কথা শুণী বড়ায়ির মুখে	১৩০	গোপীগণমন তোষিল দেব চক্রপাণী ...	৯১
কাহ্নাঞিঁ তোর মান ধরে সকল ঋষি	৪২	ঘরেত বাহির হইআঁ নাগর কাহ্নাঞিঁ ...	১১৯
কাহ্নাঞিঁর বোল স্থণী তোহ্মার মুখে	৩০	ঘরের বাহির হৈতেঁ তেলিনি তেল বিচিতেঁ ...	৪৬
কাহ্নাঞিঁর সম্ভোগ কারণে	১	ঘাটে মাহাদানী ল কাহ্নাঞিঁ তোহ্মার ...	৫৮
কাহ্নাঞিঁ ল সকল পুরুষ মাঝেঁ তোহ্মে	৮৯	ঘুচাইল বন্ধন তোর স্থন বনমালী ...	১১২
কাহ্নের তাম্বুল রাধা দিলোঁ তোর হাথে	১৩২	ঘৃত দধি দুধ ঘোলেঁ সাজিআঁ পসার ...	১৩
কি বহিব ভার তোর বোলে নাহিঁ ভাষ	৭৪	ঘৃত দধি দুধে বড়ায়ি পসার সাজিলোঁ গো ...	১২৪
কি মোর ঝগড় পাত যমুনার ঘাটে	৬০	ঘৃত দধি দুধেঁ পসার সজাআঁ ...	৩২
কিসক নাগরী রাধা যোড়সি কান্দনে	১২৫	ঘৃত দধি দুধেঁ পসার সাজিআঁ ...	২৪
কিসের দান কাহ্নাঞিঁ কিসের ঘাট	২২	ঘৃত দধি নঠ কইলি আরেরে কাহ্নাঞিঁ ল ...	৩১
কুবুধি তেজিআঁ চল মথুরার হাটে	৫৬	চামড় কাঠের বাহুঁক যোড়িআঁ ...	৭০
কৃষ্ণ পরশিল করে শরীর রাধার	১১৪	চাহা চাহা চাহা বড়ায়ি যমুনার তীতে ...	১৫৩
কেনা বাঁশী বাএ বড়ায়ি কালিনী নইকুলে	১১৬	চিরকাল আয়িলোঁ বনের ভিতরে ...	১৫৪
কে বোলে গদাধর কে বোলে কাহ্নু	৩৪	চির দিন নাহিঁ রাধিকার দরশনে ...	৬৬
কেশপাশেঁ শোভে তার স্থরঙ্গ সিন্দুর	৫	ছাওআল না দেখিহ মোরে রাধা ল ...	৫১
কেহ্নে তোহ্মে মোরে বোল শালী	২১	ছারে খারে জাউ মুগধী বড়ায়ি ...	৫১
কেহ্নে দান না দিবেঁ তোঁ	১৭	জলত পাখিল কাহ্নাঞিঁ মোর পরতেখ ...	১০১
কেহ্নে মোরে বোলে রাধা নিঠুর বচনে	৭২	জলেঁ চাহিবারেঁ তবেঁ নান্দের নন্দনে ...	১০২
কোণ আপরাধে মোকে তেজহ কাহ্নাঞিঁ	১৪৪	জলে ডুবিল জনার্দ্দনে ...	১০০
কোণ আস্থভ খনে পাঅ বাঢ়ায়িলোঁ	১২৫	জাহাত লাগিআঁ নিজ পতি না চাহীল ...	৯১
কোণ স্থখেঁ কংশ তোর	২	জিতে পরকার নাহীঁ বোল মাহাদানী ...	৪৫
কোপেঁ কভোঁ মোকে হাথেঁ না ছুইল সামী	১৩	জীবার আন্তরে কাহ্নাঞিঁ হৈলা মাহাদানী ...	২৮
খদিরকুস্থমমালা আউলাইল চিকুরে	৬৪	ঝী সকলে ॥ •এথাঁ আণ সঙ্কে আহ্মে দেখী ...	৭৮
খনে বসী থাকে কাহ্নাঞিঁ যমুনার তীরে	১২০	তনের উপর হারে ...	১৪৯
খোঁপাত উপর তোর বউলমাল দেখী	৪১	তমাল কুস্থম চিকুরগণে ...	৮৮
খোঁপা পরতেখ মোর ত্রিদশ ঈশ্বর হর	১০৮	তবেঁ বুইলোঁ বড়ায়ি হাটক না জাইব ...	১৫
গরবেঁ না তুষিলেঁ হরী ...	১৪৮	তার স্থভ দিন ভৈল সেসি পুনমতী ...	১৫৩

পদের প্রথম পঙ্‌ক্তি		পৃষ্ঠাঙ্ক
তিরীর সভাব মণে করে	…	৯০
তীন ভুবনে রাধা আহ্মে আধিকারী	…	৬৯
তে কারণে আয়িলোঁ তোহ্মার থানে	…	১০৩
তোএঁ না গুণসি মনে	…	৮৭
তোক ছাড়ী বড়ায়ি কেমনে জায়িবোঁ ঘর	…	৬৫
তোকে তত্ব বোলোঁ চন্দ্রাবলী	…	১৩৫
তোর বিরহে চিত্ত বেআকুল	…	৭২
তোর মুখে রাধিকার রূপ	…	৫
তোর মুখে সুণী রাধিকার রূপ	…	৭
তোর রতি আশোআশেঁ গেলা আভিসারে	…	৭৯
তোর রূপ দেখি গদাধর	…	৪৬
তোর রূপ দেখি মোর চিত নহে থীর	…	১৯
তোর সঙ্গে জাইব মাঝ বনে	…	৮২
তোঁ বড়ায়িক দেসি দোষে বড়ায়ি তোহ্মাক	…	১২৬
তোহ্মাতে মজিল মোর মনে ল	…	৮৯
তোহ্মা না দেখিআঁ রাধা বিকল কাহ্নাঞিঁ	…	৭৮
তোহ্মার আন্তরেঁ কাহ্নাঞিঁ	…	১১
তোহ্মার চরিতেঁ রাধা পাআঁ আপমাণে	…	১০৮
তোহ্মার বচন কাহ্নাঞিঁ ধরিআঁ মণে	…	৮৮
তোহ্মার বোলে কেহো কাহ্নাঞিঁ	…	৯৮
তোহ্মার যৌবনে রাধা মোর গেল মনে	…	৪৫
তোহ্মে ত নাতিনী মোর পরাণ সমান	…	১৩৭
তোহ্মে মোর বড়ায়ি	…	৭
তোহ্মে যবেঁ বোল বড়ায়ি হেন সতন্তরে	…	৪৯
ত্রিদশের নাথ আহ্মেঁ কাহ্নাঞিঁ	…	৩৪
ত্রিভুবননাথ তোহ্মে হরী	…	৯৩
দধি দুধ নঠ কৈলেঁ কাহ্নাঞিঁ ল	…	৬৪
দধি দুধে সজাইআঁ চুকে	…	১৩৪
দধি দুধেঁ পসার সজাআঁ	…	৪
দধির চুপড়ী যমুনার তীরে থুয়িআঁ	…	৫৭
দহে পৈসু বড়ায়ি তিরীর জীবন	…	৪০
দাতা বলি ছলিআঁ মো নিলোঁ পাতালে	…	৫০
দিনের সুরুজ পোড়াআঁ মারে	…	১৩৭
দুতর যমুনাত রাধা তোহ্মা কৈলোঁ পার	…	১৪৪
দুরুবার কংস নরপতী	…	২৬
দূতা চিরকাল বৈল	…	১৩১
দূতীর বচন ফলে মারিলোঁ তোহ্মারে	…	১১৩
দৃঢ় ভুজযুগে ধরি কৈল আলিঙ্গনে	…	৬৪
দেখাদেখি বড় মিঠ আর মিঠ হাস	…	৩৯
দেখিআঁ তোহ্মার রূপ বিদরিতেঁ চাহে বুক	…	৭১
দেখিলোঁ প্রথম নিশী সপন সুন তোঁ বসী	…	১৩১
দেবের দেব আহ্মে শ্রীবনমালী	…	৩৫
দেবের দেবরাজ আহ্মে বনমালী	…	৭৫
দেহের দেবতা তোহ্মে জগতের নাথ	…	৪১
ধিক জাউ নারীর যৌবনে	…	৪৩
নন্দ যশোদার ধরী চরণে	…	৯৪
নাঅ খেআইলোঁ রাধা না পায়িলোঁ কূল	…	৬২
নাঅবাহিআঁ যমুনাজল বিশাল এ	…	৫৯
না কান্দ না কান্দ কাহ্নাঞিঁ সুণহ বচনে	…	১২৩
না জাইব আল রাধা মথুরা নগর	…	৪৮
না দেখিল না শুনিল কোঁণ কুঞ্জবনে ছিল	…	৫০
নানা তপফলে তোহ্মা মোরে দিল বিধী	…	১৪৩
নান্দের নন্দন কাহ্নাঞিঁ তোহ্মে বনমালী	…	১৪০
নারদের মুখে শুণী কংস মাহাবীর	…	২
নাহিঁ পুরে কাহ্নাঞিঁর প্রথম যৌবন	…	৪৮
নিকট না আইস লোক বুলিব অবোল	…	১৪১
নিতি নিতি গোআলিনী গেলা দধি বিকে	…	১৪০
নিতি নিতি যাসি রাধা মথুরা নগরে	…	৪৪
নিতি নিতি রাধা যাসি বিকে	…	৩৫
নিন্দএ চান্দ চন্দন রাধা সব খনে	…	১৪৯
নিশি আন্ধিআরী তাহাত কেমনে নারী	…	১৪৭
নিশিত সপন দেখিল জগন্নাথ	…	৯
নিষধিতেঁ কাহ্নাঞিঁ দধি দুধের ভার	…	৭২
নীল কুটিল ঘন মৃদু দীর্ঘ কেশা	…	৩
নীল জলদ সম কুন্তলভারা	…	২৭
পএর মগর খাড়ু মাথে ঝোড়া চুলে	…	৩১
পথে জায়িতেঁ কথা কহে সুবুধী বড়ায়ি	…	৮০
পরাশর নামে ঋষি আছিলা বিশাল	…	২৬

পদের প্রথম পঙ্‌ক্তি	পৃষ্ঠাঙ্ক
পরিহাসেঁ বুইলোঁ তোকে প্রাণে মার রাধা	১১১
পাখি জাতি নহোঁ বড়ায়ি উড়ী পড়ি যাওঁ	৩২
পাঞ্চ পাটে নাখানী আহ্মার	৫৮
পালিল বড়ায়ি আহ্মে বচন তোহ্মারে	১৫১
পুতনার প্রাণ লৈলোঁ আতি শিশু কালে	৩৮
পুনমীর চান্দ তোহ্মার বদন	১১৪
পুরুব কালত ঋষিএঁ বুইল	১৭
প্রথম পহরে আহ্মে দেখিল বড়ায়ি	১৫২
প্রথম পহরে গোআল গেলা নিন্দ	১২১
প্রথম যৌবন মোর মুদিত ভাণ্ডার	২৩
প্রথম যৌবন সামী গেলা তুলে ধরী	৫৯
প্রথমে কাঢ়িআঁ লৈল সাতেসরী হার	৫৩
প্রভাত সময় ভৈল সব সখিজনে	৮০
প্রভু জগন্নাথেঁ মোরে যত বুইল	১৩৯
প্রহরেক বেলি ভৈল যমুনার ঘাটে	৬৯
ফুটিল কদমফুল ভরে নোঁআইল ডাল	১৫৪
বচনেক বোলোঁ শুন চন্দ্রাবলী রাণী	৬১
বচনেক বোলোঁ শুন রাধা গোআলী	৬৯
বড়ায়িক তরে বুইল রাধা	১৪৮
বড়ায়ির বচন ধরিআঁ রাধা মনে	১০২
বড়ায়ির বচন শুণী রাধা চন্দ্রাবলী	১০৭
বড়ায়ি ল। কদমের তলে বসী	১১
বড়ায়ি লয়িআঁ রাহী গেলী সেই থানে	১১৫
বড়ায়ি। হাথে ভাণ্ড মাথে করী চান্দ	১১৯
বদনকমল তোর যবেঁহ দেখিলোঁ	১৯
বনে বনে পালাইআঁ রাধা যবেঁ জাএ	৪৯
বসতি তোঁ আরে কাহ্ন সজনসমাজে	৬১
বসিআঁ থাক কদমের তলে	৪৫
বসি থাক কদমের তলে	৪৪০
বাটদান ঘাটদান লইলোঁ রাজঘরে	১৬
বাপ নন্দ গোপ মাঅ যশোদা	১২৪
বাপ বসুল মোর নান্দোঘরে জাণী	২০
বারহ বরিষেকের মোর মাহাদান	১৭
বারেক জিঅ তোঁ গোআলী। রাধা ল	১১৩
বারেঁ বারেঁ রাধা বোলসি আহ্মেত	২১
বাসিত ফুলেঁ রাধা বান্ধসি কেশ	৪৪
বাহু তুলিলেঁ কেশ বন্ধনছলে	৯৫
বিচিত্র খোপার উপরেঁ রাধা	৩৬
বিজয় নাম বেলাতে ভাদর মাসে	২
বিধাতাএ হেন মোর লিখিল কপালে	৭৩
বিরহে বিকল গোসাঞিঁ তোহ্মে বনমালী	১৪০
বুঝিআঁ গোপীর মনে	৮৪
বুঝিতেঁ না পারো কাহ্নাঞিঁ তোহ্মার	১৫৭
বুলিতেঁ নারিএ তোর চরিতে	১২৯
বৃন্দাবনকথা শুণী বড়ায়ির মুখে	৮২
বেদ উদ্ধারিলোঁ ক্রীড়া সাগরজলে	৪০
বোল এক বোলোঁ রাধা সুণ আহ্মারে	২৫
বোল রাধিকারেঁ বড়ায়ি আহ্মার বচনে	১০৭
বোলেসু কাহ্নাঞিঁ নাঅ কুলত চাপাআঁ	৫৭
বোলেঁ প্রবোধিতে সুন বড়ায়ি ল	৪৭
ব্রহ্মা বেদ হরিবেক ইন্দ্রে হরিব পাণী	৩৮
ভাদর মাসের তিথি চতুথীর রাতী	১২৩
—ভার। নঠ করী সকল পসার	৯১
ভার বহিব তাত না করিবোঁ মো আনে	৭৩
ভাল ভৈল বড়ায়ি মোর ভৈল পরতেখ	৫৪
ভাল মন্দ কত লোক পথ মাঝে যাএ	৯৯
ভুজযুগে ধরী কাহ্নে	১৫১
মথুরা নগর বড় সজনসমাজ	৭৪
মথুরার পথে বড়ায়ি এহি কদমের তলে	১৩৮
মনগমনে চলে নাখানী তোহ্মার	৬৩
মনত হরিষ কর ঈষত হাসিআঁ	৬০
মন দিআঁ সুণ বড়ায়ি বচন আহ্মার	১২৯
ময়ুরপুছে বান্ধি চূড়া কেশপাশে দিআঁ	১৩৬
ময়ুরপুছেঁ বান্ধিআঁ চূড়া	১০৬
মাউলানীর যৌবনে কাহ্নের মন	২০
মাঝ বৃন্দাবন গিআঁ কাহ্নাঞিঁ গোআল	৬৬
মাঞঁ নিষধিল পুতা কাহ্নে ল	১২৪
মুখকমলে আতি শোভা করে	২৯

পদের প্রথম পঙ্‌ক্তি	পৃষ্ঠাঙ্ক
মুখ তোর আল রাধা বিকচ কমলে	২৩
মৃগমদ কুচযুগ গগন মাঝার	৬১
মেঘ আন্ধারী আতি ভয়ঙ্কর নিশী	১৩৮
মেঘ যেহ্ন আষাঢ় শ্রাবণে	১২৯
মেদনি যোড়িলো হালে	১৯
মৈলাক মারিলেঁ কোণ মাহাসিধি হএ	১৪৬
মোএঁ যবেঁ জাণো কাহ্নাঞি ঘাটে	৫৮
মো জে সখি সব সঙ্গে করিবোঁ	১১৮
মোঞঁ ত সুন্দরি রাধা আতি বড় বুঢ়ী ল	১৩৪
মো নাহি নাশি তোর বৃন্দাবনে	৮৮
মো যবেঁ জাণিবোঁ কাহ্নাঞিঁ পেলাইব ভার	৭০
মো যবেঁ জাণিবোঁ রাধা তেজিব পরাণে	১১১
যখণ কহ্নাঞিঁ তোরে পাঠাইলে পানে	১৪৭
যতন করিআঁ রাধা বুয়িলোঁ বারেঁ বার	৭৩
যত মনোরথ ছিল তাহাক সফল কৈল	৯০
যদি কিছু বোল বোলসি তবে	৮৫
যদি যাসি রাধা তোএঁ এ রাজপথে	৮৮
যমুনাক আইলোঁ নীতেঁ পাণী। আল	১২৭
যমুনাত পার করী বাপ বসুলে	৪৬
যমুনার ঘাটে নিকটে রহিআঁ	১৩
যমুনার তীরে কদম তরুতলে	১২২
যমুনার তীরে রাধা কদমের তলে কাঙ্খুলী	৫৪
যমুনার তীরে কদমের তলে	৪১
যবেঁ আহ্মা দিআঁ কাহ্নাঞিঁ পাঠাইলে	১২০
যবেঁ জাওঁ আল কাহ্নাঞিঁ মথুরার হাটে	৫২
যবেঁ তোক যতন করিলোঁ চন্দ্রাবলী	১৪৫
যবেঁ রাধা গোআলিনী পাতল কৈল গাএ	৬৩
—যবেঁ রাধা না করিবে নেহে	৭
যবেঁ হাট জায়িতেঁ নাহিঁ তোহ্মার শকতী	৬৭
যাই যমুনার পাণিকে আইস	৯৪
যে কাহ্ন লাগিআঁ মো আন না চাহিলোঁ	১৩৫
যে না দিগে গেলা চক্রপাণী। আল বড়ায়ি	১৩৫
যে বেলাএ পাটোল মোর নিলে গদাধরে	১০৩
যে বেলিতে তোকে দূতা পাঠাইলোঁ	১৪৫
যে বোল তোরে বোলোঁ মোএঁ রাধা ল	৫৫
রঘুবংশপরধান আহ্মে শ্রীরাম নাম	১৪২
রান্ধে যেন ভাত পাআঁ না এড়ে	৮৫
রাজা বড় খরতর নাহিঁ শুণ কথা	২৮
—রাধাক না পাআঁ মোর বেআকুল মনে	৫৫
রাধাক মারিআঁ পুণী জিআইল কাহ্নে	১১৪
রাধা ঘর গেলি দেখিআঁ কাহ্নে	১০১
রাধা নিতী বিকণসি দধী	১০৮
রাধার উদ্দেশ বোলোঁ চিন্তিআঁ মণে	৬
রাধার বচন শুণীআঁ বড়ায়ি	৬৫
রাধা ল। আপণে কহিলে মোর	৮৩
রাধা ল। তোর মোর সুদৃঢ় নেহা ল	৯৭
রাধা ল। মথুরা জাইতেঁ যমুনাপথে	১৪৬
রাধা সমে নেহা ভৈল তোহ্মার বিদিত	৯৬
রাধিকা হারাআঁ বড়ায়ি বুলে থানে থানে	৪
রাধে। ডালি ভরাআঁ ফুল পানে	৭
রাধে দুপহর বেলে কদমের তলে	৪৩
রাধে যে বোল বুলিলোঁ	১৬
রে কাহ্নাঞিঁ করসি তো বল	১৩
লক্ষকের বৃন্দাবন মোর ফুলবাড়ী	৮৬
লবলীদল কোঁমল আহ্মার দেহে	৯
লাজ ভয় তেজিআঁ সকল গোপীগণে	৮৪
লাবণ্য জল তোর সিহাল কুন্তল	৭৬
লুনীর পুতলী যেহ্ন বড়ায়ি ল	২৪
শকতী না কর বড়ায়ি বোলোঁ মো	১৫৭
শত পল সোনা বড়ায়ি লআঁ সে মেল	১৩৩
শতেক ব্রাহ্মণ আর মায়িলেঁ গোকুল	১১১
শরত উদিত চান্দ বদন কমল	২৩
-শিশুকালে আহ্মে মতিভোলে	১৪৭
শুণত সুন্দরি রাধা পাঞ্জীর বাখান	৩৭
শুভ তিথি বার শুভক্ষণে	৬
ষোল কলা সংপূন্ন চন্দ্রবদন	২৭
ষোল শত রাধার সঙ্গিণী। আল	১২৮
সকল গোআলকুল লআঁ ততিখনে	৯২

পদের প্রথম পঙ্‌ক্তি		পৃষ্ঠাঙ্ক
ঙ্গে যাইউ রাধাএ দূরে দূরে	…	৬৭
। হৃদয় হঞাঁ বুইল দামোদরে	…	৯৩
াপনে দেখিলোঁ মো কাহ্ন। আগ	…	১৩২
দব গোপ যার মান ধরে	…	২৫
দব দেবেঁ মেলি সভা পাতিল	‥	১
দব সখিজন মেলি বড়ায়ির ঠায়ি	…	৬৭
রস বসন্তকালে	…	১৪৫
দঙ্কারে বুয়িলোঁ বড়ায়ি সজাইআঁ আঙ্কুড়ী	…	৮৭
সাবধান মনে রাধা স্থন মোর বোল	…	৪৭
সাস্থড়ী ননন্দ মোর ঘরে দুরুবারে	…	৩৪
সাস্থ নিষধিল মোরে বালী ল বহু	…	৩৬
সিশের সিন্দুর ভোর লাসে	…	১৩
স্থণ গোপীগণ আহ্মার বচন	…	৮৩
স্থণ নাতিনী রাধা আহ্মার উত্তর	…	১৩৯
স্থণ মায় যশোদাঅ তোহ্মারে বুঝাওঁ	…	১০৪
স্থণ ল স্থন্দরি রাধা বচন আহ্মার	…	২৫
স্থণহ আইহনদাসী তোঁ মোর চোরায়িলি	…	১২৮
স্থণহ স্থন্দরী রাধা বচন আহ্মার	…	১২২
স্থণ হে বড়ায়ি বোলোঁ তোহ্মার চরণে	…	১১০
স্থদ্ধ স্থবর্ণে শোভিত আহ্মার বাঁশী	…	১২৭
স্থন ল স্থন্দরি রাধা পস্থত কৈলোঁ বিরোধা	…	৩৩

পদের প্রথম পঙ্‌ক্তি		পৃষ্ঠাঙ্ক
• স্থন্দর কাহ্নাঞিঁ তোর স্থণিআঁ কাকুতী	…	৭৭
স্থন্দরি রাধা স্থণ সমুখে	…	১৪
স্থরত সংভোগেঁ তোর না পুরিবে আহা	…	৫০
স্থসর বাঁশীর নাদ শুণিআঁ বড়ায়ি	…	১২০
স্থসর বাঁশীর নাদ স্থণী আইলোঁ	…	১১৬
সোনার চুপড়ী রাধা রুপার ঘড়ী	…	৫৬
হরিতালী চন্দ্র দেখিলোঁ ভাদ্র মাসে	…	১১২
হরিষেঁ আইলা রাধা তোহ্মে এহা তীরে	…	১০০
হরি হরি। আয়াসেঁ কাহ্নের উরে	…	১৫৪
হরি হরি। আস্থখ না কর তোহ্মে শুন	…	১৩৬
হংস রএ সরোঅরে শুআহো পাঞ্জরে	…	৩০
হাটে দান দেহ এ বাটে বহী	…	৭৬
হাটের বাটের দাণ চাহে ভীনে ভীনে	…	৭৬
হাথে খড়ী করী বোলোঁ মো কাহ্ন	…	২২
হাথে চান্দ মানী বড়ায়ি করায়িলেঁ পাগলী	…	১৫৫
হার মোর ছিণ্ডি নিলে বাহের কঙ্কন	…	৪৯
হারায়িল তোহ্মার বাঁশী তেঁসি বড়ায়িতে	…	১২৬
হেনয়ি সন্তেদে বুঢ়ী মেলিলী আসিআঁ	…	১০৪
হেন রাধিকার বচনে	…	১৫৩
হের চন্দ্রাবলী রাধা মাঝ বৃন্দাবনে	…	৮২

সংশোধন ও সংযোজন

[সংখ্যাত্রয় যথাক্রমে পৃষ্ঠা, স্তম্ভ ও পঙ্‌ক্তির সূচক]

৩, ১, ১৩ দুই পাশে লঘু মধ্য উন্নত বিশালে ॥ (১ম মুদ্রণ) ; **৩**, ১, ২১ করঙ্গরুবিন্দ মাল নির্ম্মিত কমলে ॥ (১ম মুদ্রণ) ; **৬**, ২, ৩ খাইলে ; **১২**, ১, ৪ কপটেঁ ; **৩১**, ২, ২৭ আল জঞ্জাল ; **৩৪**, ১, ১২ দীঠি ; **৩৪**, ১, ১৩ পীঠি ; **৩৫**, ১, ২৫ শ্রীফল যোড় ; **৩৮**, ২, ৫ পড়িআঁ ; **৪৮**, ২, ৮ হাথেত ; **৫১**, ২, ১৪ বচন ; **৫৯**, ২, ২১ মাহাদানী ॥ ২ ॥ ; **৬১**, ১, ২৭ পম্বত ; **৭৯**, ২, ১৬ আশো-আশেঁ[২] ; **৮৫**, ১, ৮ অষ্ট[১] ; **৮৮**, ১, ৮ তোল ; **৯১**, ১,২০ নাগ[১] ; **৯২**, ১, ১৪ জাণায়িল ; **৯৫**, ১, ২৬ তাম্বুল ; **৯৬**, ১, ২৩ তোর ; **৯৭**, ২, ২৮ করিলোঁ[২] ; **১০০**, ১, ২৮ নাম্বি[৩] ; **১০২**, ২,১৮ হাসি হাসে খলখলি ; **১০৮**, ১, ৮ রাধার ; **১১২**, ২, ৩ পুরিল ; **১১৭**, ১, ১০ বড় ; **১২১**, ২, ১০ চাহিব কাহ্নাঞিঁ ; **১২১**, ২, ২১ কাহ্নে ; **১২৪**, ১, ২৬ গরল ; **১২৪**, ২, ৫ সয়নে ; **১৪৮**, ২, ২৬ বসিলা ; **১৫৯**, ১, ১৮ জার ।

শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন

[অথ জন্মখণ্ডঃ[১]]

[৩৷১] … … বস শঙ্ক ॥ ৬ ॥
সভাপতি আর সব সভাসদ জন ।
আলপমতীঞ তোহ্মাতে শরণ ॥ ৭ ॥
… … … …
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণে ॥ ৮ ॥

পৃথুভারব্যথাং পৃথ্বী কথয়ামাস নির্জ্জরান্ ।
ততঃ সরভসং দেবাঃ কংসধ্বংসে মনো দধুঃ ॥

কোড়ারাগঃ ॥ যতিঃ ॥ দণ্ডকঃ ॥

সব দেবেঁ মেলি সভা পাতিল আকাশে ।
কংসের কারণে হএ সৃষ্টির বিনাশে ॥ ১ ॥
ইহার মরণ হএ কমণ উপাএ ।
সভেই চিন্তিআঁ বুঝিল ব্রহ্মার ঠাএ ॥ ২ ॥
ব্রহ্মা সব দেব লআঁ গেলান্তি সাগরে ।
স্তুতীএঁ তুষিল হরি জলের ভিতরে ॥ ৩ ॥
তোহ্মে নানা রূপেঁ কইলেঁ আসুরের খএ ।
তোহ্মার লীলাএ কংসের বধ হএ ॥ ৪ ॥
হেন শুনী ঈসত হাসিআঁ ততিখণে ।
ধল কাল দুই কেশ দিল নারায়ণে ॥ ৫ ॥
এহি দুই কেশ হৈবে বসুদেব ঘরে ।
হলী বনমালী নাম দৈবকী উদরে ॥ ৬ ॥
তাহার হাথে হৈবে কংশাসুরের বিনাশে ।
হেন বর পাআঁ সব দেব গেলা বাসে ॥ ৭ ॥
সময় উপেখিআঁ রহিলা দেবাগণ ।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণ ॥ ৮ ॥

বরাড়ীরাগঃ ॥ ক্রীড়া ॥

আয়িলা দেবের সুমতি শুণী ।
কংসের আগক নারদ মুনী ॥
পাকিল দাঢ়ী মাথার কেশ ।
বামন শরীর মাকড় বেশ ॥ ১ ॥
নাচএ নারদ ভেকের গতী ।
বিকৃত ব[৩৷২]দন উমত মতী ॥ ধ্রু ॥
খণে খণে হাসে বিণি কারণে ।
খণে হএ খোড় খোণেকেঁ কানে ॥
নানা পরকার করে অঙ্গভঙ্গ ।
তাক দেখি সব লোকের রঙ্গ ॥ ২ ॥
লাম্ফ দিআঁ খণে আকাশ ধরে ।
খণেকেঁ ভূমিত রহে চিতরে ॥
উঠিআঁ সব বোলে আনচান ।
মিছাই মাথাএ পাড়এ সান ॥ ৩ ॥
মেলে ঘন ঘন জীহের আগ ।
রাম্ভ কাঢ়ে যেন বোকা ছাগ ॥

১ প্রথম দুইখানি পাতা না পাওয়ায়, গোড়ার দিকে খানিকটার অভাব রহিয়া গেল।

দেখিআঁ কংসেত উপজিল হাস।
বাসলী বন্দী গাইল চণ্ডীদাস ॥ ৪ ॥ ৩ ॥

বরাড়ীরাগঃ ॥ একতালী ॥

কোণ সুখে কংশ তোর মুখে উঠে হাস।
নাহিঁ জাণ এবেঁ তোঁ আপণার নাশ ॥
যে হৈবেক দৈবকীর গর্ত্ত অষ্টম।
অতি মহাবল সেসি তোহ্মার যম ॥ ১ ॥
কহিলোঁ মোঁ ই সকল তোহ্মার ঠাএ।
এবেঁ মনে গুণী কর জীবন উপাএ ॥ ধ্রু ॥
হেন সব শুণী কংস হৈল সচকীত।
সব মন্ত্রি পাত্র লআঁ চিন্তির হীত ॥
এবে হতেঁ দৈবকীর যত গর্ত্ত হএ।
মানুষ নিয়োজিল মারিবাক তাএ ॥ ২ ॥
আসিআঁ নারদ তবেঁ সত্বরে আপণে।
সকল কহিল তত্ব বসুদেব থানে ॥
এবেঁ দৈবকীএঁ যত গর্ত্ত ধরিব।
পাপ দুষ্ঠ কংসে তাক সবই মারিব ॥ ৩ ॥
আষ্টম গর্ত্ত হৈব দেব নারায়ণে।
সেই উপদেশ দিব তোহ্মাক তখণে ॥
সেই উপদেশেঁ হয়িব সকল রক্ষণে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণে ॥ ৪ ॥

[৪।১] কহুগুজ্জরীরাগঃ ॥ রূপকঃ ॥

নারদের মুখে শুণী কংস মাহাবীর।
একেঁ একেঁ মাইল ছয় গর্ত্ত দৈবকীর ॥ ১ ॥
সব দেবগণে মেলি সেহি অবসরে।
ছুয়ি কেশ নিয়োজিল দৈবকী উদরে ॥ ২ ॥
পূর্ব্বে ছয় গর্ত্ত তার মায়িল কংশাসুরে।
তাক সুঁঅরী দৈবকী কাঁপে বড় ডরে ॥ ৩ ॥
দৈবকী উদরে গেল যে কেশ ধবল।
সেই বলভদ্র নাম অতিশয় বল ॥ ৪ ॥

মাএর গর্ত্তপাত ছল করিআঁ।
আপণে রহিলা রোহিণীগর্ত্ত গিআঁ ॥ ৫ ॥
যে কৃষ্ণ রহিল দৈবকী উদরে।
সেহি শঙ্খ চক্র গদা শারঙ্গ ধরে ॥ ৬ ॥
তাহাক আষ্টম গর্ত্ত জাণী দৈবকীর।
আবেক্ষণ দিল লোক কংশ মহাবীর ॥ ৭ ॥
সুপুরুষ গর্ত্ত ধরল আমুরূপ।
দিনে দিনে বাঢ়ি গেল দৈবকীর রূপ ॥ ৮ ॥
ক্রমে দৈবকীর গর্ত্ত হৈল দশ মাস।
বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাস ॥ ৯ ॥ ৫ ॥

কোড়ারাগঃ ॥ লঘুশেখরঃ ॥ দণ্ডকঃ ॥

বিজয় নাম বেলাতে ভাদর মাসে।
নিশি আন্ধকার ঘন বারি বরিষে ॥
হেন শুভক্ষণে দেব জগন্নাথ হরী।
শঙ্খ চক্র গদা আর শারঙ্গ ধরী ॥ ১ ॥
রোহিণী আষ্টমী তিথি ল।
জরম লভিল কাহ্নাঞিঁ ॥ ধ্রু ॥
দেবের প্রসাদেঁ তবেঁ বসুল জাগিল।
নিন্দে আকুল গোকুলের লোক [৪।২] ভৈল ॥
যশোদার কণ্যা সেই খনে উপজিল।
নিন্দভোলেঁ যশোদাএঁ তাক না জাণিল ॥ ২ ॥
বসুল চলিলা তবেঁ কাহ্ন করি কোলে।
কংশের পহরী না জাণিল নিন্দভোলে ॥
কাহ্ন দেখি বাটত যমুনা থাহা দিল।
পার হআঁ বসুল নান্দের ঘর গেল ॥ ৩ ॥
যশোদার কোলে দিআঁ শিশু বনমালী।
বসুল আণিল ঘরে যশোদার বালী ॥
তার রাএ কংসের পহুরী চিআইল।
দৈবকীর প্রসব কংশেরে জাণায়িল ॥ ৪ ॥
কংশে কণ্যা মায়িল শিলাপাটে আছাড়িআঁ।
কংসকে বুলিলে কণ্যা আকাসে থাকিআঁ ॥
নান্দোঘরে বালা বাঢ়ে তোহ্মা বধিবারে।
শুণী কংসে কৃত্যা কৈল কাহ্ন বধিবারে ॥ ৫ ॥

প্রথমত কংশে পূতনাক নিয়োজিল।
তনপান ছলে কাহ্ন তাক সংহরিল ॥
তার পাছে যমল আর্জুন পাঠায়িল।
একই প্রহারে কাহ্ন তাহাক ভাঙ্গীল ॥ ৬ ॥
কেশি আদি আসুর পাঠাইল আনন্তরে।
তা সব মাইল কাহ্ন বিষম সমরে ॥
হেনমতেঁ গোকুলে বাঢ়িলা দামোদর।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীবর ॥ ৭ ॥

কোড়ারাগঃ ॥ একতালী ॥

নীল কুটিল ঘন মৃদু দীর্ঘ কেশ।
তাত ময়ুরের পুছ দিল সুবেশ ॥
চন্দনতিলকেঁ আতি শোভিত কপালে।
দুই পাগ্রি[১] লঘু মধ্য তনুত বিশালে ॥ ১ ॥
[৫।১]সকল দেবের বোলেঁ হরি বনমালী।
আবতার করি করে ধরণীত কেলী ॥ ধ্রু ॥
সুরেখ সুপুট নাসা নয়ন কমল।
কামাণ সদৃশ শোভে ভ্রূহিযুগল ॥
ওষ্ঠ আধর যেহ্ন যমজ পোঁআর ।
কর্ণযুগ শোভে যেহ্ন বরুণের জাল ॥ ২ ॥
ভুজযুগ করিকর জানুত লুলে।
করকুরুবিন্দমাল নির্ম্মিত কমলে ॥
মরকতপাট সদৃশ বক্ষস্থল।
ক্ষীণ মধ্য রামরম্ভা জংঘযুগল ॥ ৩ ॥
মাণিকরচিত চন্দ্রসম নখপান্তী।
সজল জলদরুচি জিনি দেহকান্তী ॥
বত্তীস রাজলক্ষণ সহিত শরীর।
কংসের বধ কারণ আতি মহাবীর ॥ ৪ ॥
নানা মণি অলঙ্কার শোভিত শরীরে।
পীত বসন শোভে বাঁশী ধরে করে ॥
নিতি নিতি বাছা রাখে গিআঁ বৃন্দাবনে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণে ॥ ৫ ॥

ধানুষীরাগঃ ॥ লঘুশেখরঃ ॥

কাহ্নাঞি্র সম্ভোগ কারণে।
লক্ষ্মীক বুলিল দেবগণে ॥
আল রাধা পৃথিবীত কর আবতার।
থির হউ সকল সংসার ॥ আল রাধা ॥ ১ ॥
তেকারণে পদুমা উদরে।
উপজিলা সাগরের ঘরে ॥ ল ॥ আল রাধা ॥
তীনভুবনজনমোহিনী।
রতিরসকামদোহনী ॥
শিরীষকুসুমকোঁঅলী।
অদভুত কনকপুতলী ॥ ২ ॥
দিনে দিনে বা[৫।২]ঢ়ে তনু লীলা।
পুরিল যেহেন চন্দ্রকলা ॥
দৈবেঁ কৈল কাহ্ন মনে জাণী।
নপুংসক আইহনের রাণী ॥ ৩ ॥
দেখি রাধার রূপ যৌবনে।
মাঅক বুয়িল আইহনে ॥
বড়ায়ি দেহ এহার পাশে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

গুজ্জরীরাগঃ ॥ যতিঃ ॥

আইহনের মাঅ গুণী মনে। আল।
ঝাঁট গিআঁ পদুমার থানে ॥ ল বড়ায়ি ॥
চাহি নৈল বুঢ়ীঅ মাই।
তার পিসী রাধার বড়ায়ি ॥ ১ ॥
নিয়োজিলী নানা পরকারে। আল।
হাট বাটে রাধা রাখিবারে ॥ ল বড়ায়ি ॥
শেত চামর সম কেশে।
কপাল ভাঙ্গিল দুই পাশে ॥
ভ্রূহি চুনরেখ যেহ্ন দেখি।
কোটর বাটুল দুই আখি ॥ ২ ॥

---

১ লেখা অস্পষ্ট।

মাহা পুট নাশা দণ্ডহীনে।
উন্নত গণ্ড কপোল খীনে॥
বিকট দন্ত কপট বাণী।
ওঠ আধর উঠক জিণী॥ ৩॥
কাঠী সম বাহুযুগলে।
নাভিমূলে দুঈ কুচ লুলে॥
কুটিল গমন ঘন কাশে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে॥ ৪॥

অভিমন্যুজননাহং নিযুক্তা তব রক্ষণে।
রাধে সহ ময়া তেন মুদিতা মথুরাং ব্রজ॥ ১॥
ভাগ্যেন মম রক্ষার্থৈ জরতি ত্বং নিযোজিতা।
তদেহি যামি মথুরাং মধুরাচারকোবিদে॥ ২॥ ৯॥

ইতি জন্মখণ্ডং সমাপ্তং।

অথ তাম্বুলখণ্ডঃ

গুজ্জরীরাগঃ॥ একতালী॥

দধি দুধে পসার সজাঁআ।
নেত বাস ও[৬।১]হাড়ন দিআঁ॥ ল রাধা॥
সব সখিজন মেলি রঙ্গে।
একচিত্তে বড়ায়ির সঙ্গে॥ ল রাধা॥ ১॥
নিতি জাএ সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী।
বনপথে মথুরা নগরী॥ ল রাধা॥ ধ্রু॥
এক দিনে মনের উল্লাসে।
সখি সমে রস পরিহাসে॥
আগু গেলি সত্বর গমনে।
বড়ায়িক না করী যতনে॥ ২॥
বকুলতলাত গোআলী।
বড়ায়ির পন্থ নেহালী॥
বসিলী মাথাত দিআঁ হাথে।
বড়ায়ি চলিলী আন পথে॥ ৩॥
রাধিকা গুণিআঁ মনে মনে।
বড়াইর বিলম্ব কারণে॥
বন মাঝেঁ পাইল তরাসে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে॥ ৪॥

পাহাড়ীআরাগঃ॥ ক্রীড়া॥

রাধিকা হারাআঁ বড়ায়ি বুলে থানেঁ থানে।
ভালমনে পথক না দেখে নয়নে॥
নাতিনীর মোঁহে বড়ায়ি মনে বিমরিষে।
কমণ উপায় করোঁ জাওঁ কোণ দিশে॥ ১॥
পথ হারাইল বড়ায়ি মাঝ বৃন্দাবনে।
দৈবে সে জাণএ যার যেহেন ঘটনে॥ ধ্রু॥
মনেত গুণেত বড়ায়ি আধিক তরাসে।
কথাঁ গিআঁ পাওঁ মোএঁ রাধার উদ্দেশে॥
একসরী হৈলোঁ মোএঁ হেন ঘোর বনে।
রাধিকা এড়িআঁ আজি জীবোঁ কেনমনে॥ ২॥
কথো দূর পথ গিআঁ দেখিল বড়ায়ি।
বৃন্দাবন মাঝে চরে শতসংখ্য গাই॥
তাক দেখি বড়ায়ির মনেত হরিষে।
এহা রাখোআল পুছোঁ রাধার উদ্দেশে॥ ৩॥
হেনমনে গুণী বড়া[৬।২]য়ি গেলান্তি তথাঞি।
দেখিল লগুড় করে নাতিআ কাহ্নাঞি॥
হরিষে মেলিলী বড়ায়ি তাহার পাশে।
বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাসে॥ ৪॥

পাহাড়ীআরাগঃ ॥ চিত্রক লগনী ॥
একতালী ॥

আচম্বিত বুঢ়ী দেখি বৃন্দাবন মাঝে।
বিনয় করিআঁ পুছন্তি দেবরাজে ॥ ১ ॥
কথাঁ হৈতেঁ আইলা তোহ্মে কিবা তোর কাজে।
একলী বুলসি কেহ্নে বৃন্দাবন মাঝে ॥ ২ ॥
গোঠে হৈতেঁ আসি আহ্মি বুঢ়ী গোআলিনী।
আগুত চলিলী মোর সুন্দরি নাতিনী ॥ ৩ ॥
পাছে পাছে জাইতেঁ পথ হারাইল আহ্মি।
মথুরার পথ পুতা কহিআঁ দেহ তুহ্মি ॥ ৪ ॥
সঙ্গে কেহ্নে লআঁ বুল নাতিনিখানী।
কথাঁ তাক হারাইলেঁ কহ তত্ববাণী ॥ ৫ ॥
কি নাম তাহার কেহ্নেন তার রূপ।
আহ্মার থানত বুঢ়ী কহিআর সরূপ ॥ ৬ ॥
দধি বিকে জাইতেঁ সঙ্গে মথুরা নগরী।
বৃন্দাবনে হারাইলোঁ ত্রৈলোক্যসুন্দরী ॥ ৭ ॥
নাতিনী হারাইলোঁ নামে চন্দ্রাবলী।
কোঁঅলী পাতলী বালী সুন বঁনমালী ॥ ৮ ॥
সরূপ কহিবোঁ তবেঁ মথুরার পথ।
যে কাজ বোলেঁ তোহ্মাক তাত কর সত ॥ ৯ ॥
বোলা এক বোলোঁ তোক যবেঁ ধর মনে।
তবেঁসি করিবোঁ তোর রাধা দরশনে ॥ ১০ ॥
তোঁ মোর নাতি যেহ্ন তুঅজ পরাণ।
তোহ্মার বোলত আহ্মে না করিব আন ॥ ১১ ॥
সত্যে সত্যে করিবোঁ মো তোহ্মার বচন।
[৭।১]যবেঁ আন করোঁ তাক বধওঁ বাহ্মণ ॥ ১২ ॥
উদ্দেশ বুলিব যবেঁ রাধিকার আহ্মে।
তবেঁ ভালমতেঁ তার রূপ কহ তোহ্মে ॥ ১৩ ॥
কাহ্নের বচনে বড়ায়ি পাইল হরিষে।
বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাসে ॥ ১৪ ॥

গুজ্জরীরাগঃ ॥ রূপকং ॥

কেশপাশেঁ শোভে তার সুরঙ্গ সিন্দুর।
সজল জলদে যেহ্ন উইল নব সুর ॥
কনককমলরুচি বিমল বয়নে।
দেখি লাজে গেলা চান্দ দুই লাখ যোজনে ॥ ১ ॥
মুনিমনমোহিনী রমণী অনুপামা।
পদুমিনী আহ্মার নাতিনী রাধানামা ॥ ধ্রু ॥
ললিত আলকপাতিকাঁতি দেখি লাজে।
তমালকলিকাকুল রহে বনমাঝে ॥
আলস লোচন দেখি কাজলে উজল।
জলে পসি তপ করে নীল উতপল ॥ ২ ॥
কণ্ঠদেশ দেখিআঁ শঙ্খত ভৈল লাজে।
সত্বরে পসিলা সাগরের জলমাঝে ॥
কুচযুগ দেখি তার আতি মনোহরে।
আভিমান পাআঁ পাকা দাড়িম বিদরে ॥ ৩ ॥
মাঝা খিনী গুরুতর বিপুল নিতম্বে।
মত্ত রাজহংস জিণী চলএ বিলম্বে ॥
দিনে দিনে বাঢ়ে তার নহুলী যৌবন।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণ ॥ ৪ ॥

দেশাগরাগঃ ॥ রূপকং ॥[১]

তোর মুখে রাধিকার রূপকথা সুনী।
ধরিবাক না পারোঁ পরাণী ॥ বড়ায়ি ল ॥
দারুন কুসুমশর সুদৃঢ় সন্ধানে।
আতিশয় মোর মন হানে ॥ বড়ায়ি ল ॥ ১ ॥
পরাণ আধিক বড়ায়ি বোলোঁ মো তোহ্মারে।
রাধি[৭।২]কা মানাআঁ দেহ মোরে ॥ ধ্রু ॥
কুসুমিত তরুগণ বসন্ত সমএ।
তাত মধুকর মধু পীএ ॥
সুসর পঞ্চম শর গাএ পিকগণে।
তেকারণে থীর নহে মনে ॥ ২ ॥
আতিশয় বাঢ়ে মোর মদনবিকার।
তাত কর মোর উপকার ॥
এ থানক আইলা বড়ায়ি আহ্মার ভাগে।
মোর কাজ তোহ্মাত লাগে ॥ ৩ ॥

১ তোলাপাঠে আধরা রূপড়া। যতিঃ।

একর্বার মোর তোহ্মে কর উপকার।
আহ্মে দেব সংসারের সার ॥
রাধিকা মানাআঁ বড়ায়ি পুর মোর আশ।
বাসলী বন্দী গাইল চণ্ডীদাস ॥ ৪ ॥

আহেররাগঃ ॥ লঘুশেখরঃ ॥

আহ্মে তোর বড়ায়ি তোহ্মে মোর নাতী।
চিন্তিবোঁ তোহ্মার হিত পরাণশকতী ॥
তোহ্মার আন্তরে তাক করিবোঁ শকতী।
আয়র মানায়িবোঁ করী আশেষ যুগতী ॥ ১ ॥
বোলহ সুন্দর কাহ্নু রাধার উদ্দেশে।
তথাঁ গেলেঁ তোর কাজ সাধিবোঁ হরিষে ॥ ধ্রু ॥
এ সব কাজের আহ্মে জাণিএ প্রবন্ধ।
এতেকেঁ তোহ্মার তার হৈব নেহাবন্ধ ॥
পরাণ দিবাক পারোঁ তোহ্মার বচনে।
এ কাজ সাধিব আহ্মে করিআঁ যতনে ॥ ২ ॥
আযোড় যোড়ন আহ্মে করিবাক পারী।
সে কি রাধিকা ভৈলী সীতা সতী নারী ॥
আহ্মার হাথত দেহ কিছু ফুল পানে।
তাক লআঁ জাই আহ্মে রাধিকার থানে ॥ ৩ ॥
বিলম্ব না কর বোল রাধার উদ্দেশে।
আর কিছু দেহ কাহ্নাই উত্তম সন্দেশে ॥
ঝাঁট করী জাই আহ্মে [৮।১] রাধার উদ্দেশে।
বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

রামগিরীরাগঃ ॥ রূপকং ॥

রাধার উদ্দেশ বোলোঁ চিন্তিআঁ মণে।
হৃদয়ে রাখিহ বড়ায়ি আহ্মার বচনে ॥
রাধার কারণে ভৈলোঁ উদগমতী।
ভালমতেঁ কহ বড়ায়ি তার থান গতী ॥ ১ ॥
তাম্বুল লইআঁ যাহা পরাণের দুতী।
বকুলতলাত আছে সে সুন্দরী সতী ॥ ল ॥ ধ্রু ॥
চাম্পা নাগেশর আর নেআলী মাহ্লী।
ফুলে তাম্বুলে ভরি লআঁ যাহা ডালী ॥
ফুল পিন্ধিলে[১] সে খাইবে তাম্বুল।
তবেঁসি কহিহ সব কথা আদিমূল ॥ ২ ॥
যোড়হাথ করী তাক বুলিহ বচনে।
আহ্মাকে পাঠায়িলে রাধা নান্দের নন্দনে ॥
কর্পূরবাসিত রাধা খাহ তাম্বুল।
কাহ্নাঞিঁর বচনে তোহ্মে দেহ আনুকুল ॥ ৩ ॥
চঞ্চল নয়ন তোর সিসতে সিন্দুর।
বাহুত বলয়া শোভে পাএত নুপুর ॥
চলিতেঁ চলিতেঁ তোর রুণুঝুণু বাজে।
মোর মুখে সুণী মোহো গেলা দেবরাজে ॥ ৪ ॥
আহ্মে বড়ায়ি তোর মরমের হীত।
আহ্মার বচনে রাধা দেহ তোহ্মে চীত ॥
আনুমতী কর রাধা হরিষবদনে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণে ॥ ৫ ॥

ধানুষীরাগঃ ॥ রূপকং ॥

শুভ তিথি বার শুভক্ষণে। আল।
আতিশয় উল্লসিত মণে ॥ ল বড়ায়ি ॥
বন্দিআঁ সব দেবগণে। আল।
বড়ায়ি শ্রীরামচরণে ॥ ১ ॥
মনে ধরি কাহ্না[৮।২]ঞিঁর বচনে। আল।
চলি ভৈল রাধিকার থানে ॥ ল ॥ ধ্রু ॥
চাম্পা নাগেশর নেআলী।
আঅর গাম্বিআঁ নৈল মাহ্লী ॥
সজাইল আনেক যতনে।
মাথে নৈল কর়পূর পানে ॥ ২ ॥
চারি পাশে চাহী বৃন্দাবনে।
পাইল রাধার দরশনে ॥

---

১ 'ফুলে তাম্বু পিন্ধিলে' লেখা এবং ফুলে' শব্দের একার ও তাম্বু' শব্দ কাটা।

আতি নেহেঁ করিআঁ চুম্বনে।
ঘন ঘন কৈল[1] আলিঙ্গনে ॥ ৩ ॥
কুশলে কি আছহ নাতিনী।
রাধিকারে পুছিআঁ কাহিণী ॥
বসিলান্ত রাধার পাশে।
গাইল বডু চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

মালবরাগঃ ॥ লগনী ॥ কুড়ুকঃ ॥

তোহ্মে মোর বড়ায়ি মো তোহ্মার নাতিনী।
আহ্মা এড়ি কেনমতেঁ ধরিলেঁ পরাণী ॥ ১ ॥
তোহ্মাকে না দেখি রাধা পোড়ে মোর মন।
ভাগে পুনে আজি তোর পাইলোঁ দরশন ॥ ২ ॥
এতেক বিলম্ব বড়ায়ি কমণ কারণে।
সরূপেঁ কাহিনী বড়ায়ি[2] কহ মোর থানে ॥ ৩ ॥
সরূপ কহওঁ যবেঁ হওসি সদয়।
আপণার মুখে মোকে দিআর আভয় ॥ ৪ ॥
আপণার মুখে বড়ায়ি কহ তোঁ উত্তর।
আহ্মার থানত তোর নাহিঁ কিছু ডর ॥ ৫ ॥
বুলিতেঁ লাগিলী বড়ায়ি চিত্তের হরিষে।
বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাসে ॥ ৬ ॥

রামগিরীরাগঃ ॥ রূপকং ॥

রাধে।
ডালি ভরাআঁ ফুল পানে।
তোরে পাঠাআঁ দিল কাহ্নে।
আহ্মার বচন না কর গোআলিনী আনে ॥
কর্পূরবাসিত তাম্বূলে।
আর।
কস্তুরী ভরাআঁ কপোলে ॥

(ইহার পর ৯এর পাতাখানি নাই।)

[১০।১]......যবেঁ রাধা না করিবে নেহে।
তবেঁ রাধা হৈব তোর জীবন সন্দেহে ॥
এতেক বুলিআঁ তার না পাইলোঁ আশ।
বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাস ॥ ৪ ॥

পাহাড়ীআরাগঃ ॥ ক্রীড়া ॥

তোর মুখে সুণী রাধিকার রূপ
আওর নব যৌবনে।
আহোনিশি দহে সকল পরাণ
আর থীর নহে মনে ॥
এড়িলোঁ ঘরের আশ ল বড়ায়ি
কহিলোঁ তোর চরণে।
মতি হারাইলোঁ বুলিতেঁ না জাণো
ভইলোঁ তোর সরণে ॥ ১ ॥
না বোল না বোল নিরাস বড়ায়ি
আপণে চিন্ত উপাএ।
রাধার বচন না পাইলেঁ বড়ায়ি
কাহ্নাইর প্রাণ জাএ ॥ ধ্রু ॥
আহ্মার বচন ধর ল বড়ায়ি
মনে না করিহ হেলা।
দুসহ বিরহ সাগরে বড়ায়ি
তোহ্মেসি আহ্মার ভেলা ॥
আজি হৈতেঁ বড়ায়ি দেব বনমালী
তোহ্মার ভয়িলা দাসে।
এহা যানি বড়ায়ি করহ যতন
চলহ রাধার পাশে ॥ ২ ॥
বিথর দেখিলেঁ বিথর শুনিলেঁ
বিথর তোর বএসে।
এতেকেঁ এ সব কাজের প্রকার
জাণহ আশেষে বিশেষে ॥
নানাবিধ কথা কহিআঁ বড়ায়ি
রাধারে করহ মিনতী।
মোর একবার কর উপকার
খণ্ডুক রাধার বিমতী ॥ ৩ ॥

---

১ 'ঘন ঘন দিল' লেখা এবং দিল' শব্দের 'দি' কাটা ও তোলা পাঠে কৈ।'

২ বড়ায়ি' শব্দ তোলা পাঠে।

পুনরপি যাহা প্রাণের বড়ায়ি
তাম্বূলেঁ ভরাআঁ ডালী।
মিনতী করিআঁ হাথেত ধরিআঁ
আন গিআঁ চন্দ্রাবলী॥
আহ্মার বচনে বোলহ রাধারে
কাহ্নের পুরুক আ[১০।২]শে।
বাসলীচরণ শিরে বন্দীআঁ
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে॥ ৪॥

কৃষ্ণেন রসতৃষ্ণেন দত্তং বাসোযুতং পুনঃ।
তাম্বূলং সোপকরণং রাধায়ৈ জরতী দদৌ॥

পাহাড়ীআরাগঃ॥ ক্রীড়া॥ লগনী প্রকীর্ন্নক॥

কথা খানি খানি কহিল বড়ায়ি
বসিআঁ রাধার পাশে।
কর্পূর তাম্বুল দিআঁ রাধাক
বিমুখ বদনে হাসে॥ ল বড়ায়ি॥ ১॥
কহির কপুর তাম্বুল বড়ায়ি
কহির নেত পাটোল।
নেআলী মাহলী আওর নানা ফুল
কে দিআঁ পাঠাইলে মোর॥ ল বড়ায়ি॥ ২॥
আইস রাধা কহোঁ তোহ্মারে
কৃষ্ণের পাঁচ আবথা।
বিরহ জরেঁ তেহেঁ জরিলা
পাঠাইল তোহ্মা বেথাঁ॥ ল রাধা॥ ৩॥
এ বোল সুণিআঁ নাগরী রাধা
হাপএ সকল গাএ।
যত নানা ফুল পান করপুর
সব পেলাইল পাএ॥ ৪॥
উঠিআঁ বড়ায়ি রাধাক বুইল
হেন কাম না করিএ।
নান্দের নন্দন ভুবন বন্দন
তোর দরশনে জীএ॥ ৫॥
ঘরের সামী মোর সর্ব্বাঙ্গে সুন্দর
আছে সুলক্ষণ দেহা।
নান্দের ঘরের গরু রাখোআল
তা সমে কি মোর নেহা॥ ৬॥
যে দেব স্মরণে পাপ বিমোচনে
দেখিল হএ মুকতী।
সে দেব সনে নেহা বাঢ়াইলেঁ
হএ বিষ্ণুপুরে স্থিতী॥ ৭॥
ধিক জাউ নারীর জীবন
দহেঁ পসু তার পতী।
পর পুরুষের নেহাএঁ যাহার
বিষ্ণুপুরে [হএ] স্থিতী॥ ৮॥
নাগর[১১।১]শেখর নান্দের সুন্দর
উপেখিল মতিমোষে।
বাসলীচরণ শি[রে] বন্দিআঁ
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে॥ ৯॥[১]

---

(৬) কোড়ারাগঃ॥ রূপকং॥
আহ্মার কোমল দেহে।
না জাণোঁ দূতী পরপুরুষের নেহে॥
সরূপেঁ তোরে কহিলোঁ।
আল হের প্রতিজ্ঞা করিলোঁ।
প্রথম যৌবন মোএঁ বঞ্চিলোঁ॥ ১॥
না বোল না বোল দূতী নাএ।
আবালী রাধা নহোঁ সুরতী যোগে॥ ধ্রু॥
পান আনি নিজ দোষে।
ফল পাইবেঁ মোর রোষে।
ধূর্ত্ত কাহ্নাই না বুঝে সে মতিমোষে॥
ক্ষেমা করু কাহ্নু মণে।
ধরুক মোর বচনে।
যবেঁ না মরিবে রাধা রস নিরকারণে॥ ২॥
না বুঝোঁ রঙ্গ ধামালী।
না জাণোঁ সুরতী কেলী।
বাহুড়িআঁ চল সে নিষধ বনমালী॥

---

১ অতঃপর 'নিগীয় রাধাবচনং' শ্লোক লেখা ও কাটা।

জৈসাণে রতি জাণবোঁ।
তেসাণে কাহ্ন আণিবোঁ।
সুরতী সম্ভোগে সকল রাতী পোহাইবোঁ॥ ৩॥
দেখি তোহ্মাক আজলী।
পর কাজে তোঁ বিকলী।
তেঁসি না বুঝসি আহ্মে বালী॥
বোল গিআঁ কাহ্ন পাশে।
ছাড়ু সুরতী আশে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে॥ ৪॥

নিপীয় রাধাবচনং ততো বচনপণ্ডিতা।
জবেন জরতী গত্বা জগাদ মধুসূদনম্॥

কোড়ারাগঃ॥ যতিঃ॥

লবলীদল কোঁম[১১।২]ল আহ্মার দেহে।
এবেঁ নাহিঁ সহে পর পুরুষের নেহে॥
নিষধ নিষধ বড়ায়ি নান্দের নন্দন।
তার পতি যোগ নহে আহ্মার যৌবন॥ ১॥
আতি আছিদরী রাধা ল।
মোকে বোলে হেন বাণী।
এবেঁ তাক কি বুলিবোঁ বোল চক্রপাণী॥ ধ্রু॥
মিছাই আণিলেঁ বড়ায়ি তার ফুল পানে।
পরাক লাগিআঁ সে হারাইবে নাক কানে॥
মতিমোষে কাহ্ন পাঠাআঁ দিলে তোরে।
তোহ্মে কেহ্নে সে বোল বোলহ আহ্মারে॥ ২॥
সুরতি জাণিলেঁ বড়ায়ি পাঠাইবোঁ তোরে।
বৃন্দাবন মাঝেঁ আনাইবোঁ দামোদরে॥
তবেঁ হৈবে তার সমে মোর দরশনে।
তোষিব তাহাক আহ্মে সংপূর্ন্ন যৌবনে॥ ৩॥
না কর কাকুতী বড়ায়ি নাহিঁ লজ গালী।
ভালমতেঁ বোধাহ আবুধ বনমালী॥
হেন বুলি তোকে রাধা না দিলেক আশ।
বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাস॥ ৪॥

দেশাগরাগঃ॥ যতিঃ॥

আজি রজনীত বড়ায়ি দেখিলোঁ সপনে।
রাধা সিআঁ বসিলী শয়নে॥ বড়ায়ি ল॥
তখনে হৃদয়ে মোর বেধিল মদনে।
বুইলোঁ পরিহাস বচনে॥ বড়ায়ি ল॥ ১॥
না জীবোঁ না জীবোঁ বিনি রাধা দরশনে।
সরূপেঁ কহিলোঁ তোর থানে॥ ধ্রু॥
নীল জলদ সম চিকণ চিকুরে।
বদন সংপুন শশধরে॥
বচন [১২।১] ঝরএ তার আমৃতের ধার।
তাক বড় লোভ আহ্মার॥ ২॥
হাথ দিআঁ দেখ বড়ায়ি মোর কলেবরে।
জত বড় উপজিল জরে॥
এত দুখ বড়ায়ি মোর পরাণ না সহে।
মরোঁ হের রাধার বিরহে॥ ৩॥
বারেক করাহ যবেঁ রাধা দরশনে।
তবেঁ রহে আহ্মার জীবনে॥
এহা জাণী ঝাঁট চল রাধিকার পাশে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে॥ ৪॥

রাধানিহিতচিত্তস্য কৃষ্ণস্য বচনাদরং।
সাদরং জরতী প্রাহ গত্বা রাধামিদং বচঃ॥

বেলাবলীরাগঃ॥ যতিঃ॥

নিশিত সপন দেখিল জগন্নাথ।
শুন চন্দ্রাবলী তোর বুকে দিল হাথ॥
কনকপদ্মকোরক সম দুঈ তনে।
পরসি বিকল ভৈল দুসহ মদনে॥ ১॥
নায়েবড় কাহ্নাঞি পাঠাইআঁ দিল মোরে।
মরে ভাল জীএ ভাল জাণাইলোঁ তোরে॥ ধ্রু॥
তোহ্মেত গোআলী রাধা বড়ই আবুধী।
আপণার দোষে হৈবেঁ পুরুষবধী॥
তোহ্মাক না পাআঁ কাহ্ন হৈলা আচেতনে।
সরূপেঁ জীএ কাহ্নাঞিঁ তোর আলিঙ্গনে॥ ২॥

মনে গুণী দেখ রাধা আপনার হীত।
বারেক কাহ্নের কর সরস চীত॥
কিসক যৌবন রাধা করহ নিফল।
কাহ্ন সমে রঙ্গে কর জীবন সফল॥ ৩॥
বারেক রাখহ রাধা কাহ্নের জীবন।
আপনার কর পাপ সাগরে [১২।২] মোচন॥
বচনেক দেহ রাধা কাহ্নাইক আশ।
বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাস॥ ৪॥

—

রামগিরীরাগঃ॥ রূপকং॥

এত কালে বুঢ়ী তোর কেহ্নে হেন মন।
ভাল বুলিবে তোরে শুণী কোন জন॥
আদি আন্ত এখো বোল না বোলসি ভাল।
মারিবোঁ পরাণে তোকে জাণাআঁ গোআল॥ ১॥
দারুণী বুঢ়ী তোর বাপেত নাহিঁ লাজ।
তেকারণে মোক বোলসি হেন কাজ॥ ল॥ ধ্রু॥
বার বার না বুলিহ হেনক উত্তর।
সামী দুরুবার মোর নহোঁ সতন্তর॥
মো যবেঁ জাণোঁ তোর হেন দুষ্ট মতী।
তবেঁ কেহ্নে আসিবোঁ মো তোহ্মার সংহতী॥ ২॥
তোঁ মোর বড়ায়ি মোঁ তোর নাতিনী।
এবেঁসি তোহ্মার মুখে শুণী হেন বাণী॥
আর যবেঁ বোল মোরে হেন পরিহাস।
আবসি করিবোঁ তবেঁ তোহ্মার বিনাশ॥ ৩॥
এহা গুআ পান তোহ্মে আপণেই খাহা।
আপণাক চিহ্নিআঁ কাহ্নের থান যাহা॥
এহা বুলী বড়ায়িক চড়ে মাইল রোষে।
বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাসে॥ ৪॥

—

নিশীয় রাধাবচনং ততো বচনপণ্ডিতা।
জবেন জরতী গত্বা জগাদ মধুসূদনং॥

গুজ্জরীরাগঃ॥ যতিঃ॥

কোপেঁ কণ্ডোঁ মোকে হাথেঁ না ছুইল[১] সামী।[২]
গালিহো সাসুড়ী স্থানে না পাইল আহ্মী॥
তোহ্মার [১৩।১] কারণে কাহ্নাঞিঁ এতেক বএসে
বড় অপমান পাইলোঁ এবেঁ খাইবোঁ বিসে॥ ১॥
না থাকিব তোর থানে জাইব আহ্মে রোষেঁ।
কাহ্নাঞিঁ ল আহ্মে তোহ্মার দোষে॥ ধ্রু॥
আনেক প্রকারেঁ চিন্তিলোঁ তোর হীত।
তবেঁহো আধিক রাধা বুইলেঁ বিপরীত॥
সেসি গুণী কাহ্নাঞিঁ দহে মোর চীত।
তোহ্মার দেহত কাহ্নাঞিঁ না বসে কি পীত॥ ২॥
আনেক জনের কাজেঁ গেলোঁ নানা থানে।
সব নারী জনে মোর করিল সম্মানে॥
(তোহ্মার আন্তরেঁ গেলোঁ রাধিকার থানে।
পাএ পেলাইল রাধা তোর গুআ পানে॥ ৩॥)
আর যত বুইল রাধা গরল বচনে।
তার প্রতিকার যবেঁ না কর আপণে॥
তবেঁ লোক শুণিআঁ করিব উপহাস।
বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাস॥ ৪॥

—

কোড়ারাগঃ॥ ক্রীড়া॥

আল।
দূতী আপরাধ কৈল।
আহ্মারে কেহ্নে না বুইল।
দূতী মারিআঁ কমণ কাজ সাধীল॥
আল।
বড়ায়ির বোল প্রমাণে।
আল সাধিব আপণ মানে॥ ১॥
আল।
যে মোর দূতী মাইল না ল।
নিজ দোষে সে পাইবে আতি বড় দুখে॥ ধ্রু॥

১ পুথিতে ছুইল'।
২ আহ্মী' কাটিয়া সামী' করা আছে।

রাম কাজে হনুমন্তা।
তেহেন আহ্মার দূতা।
ভাঁগিল নেহা পুনী যোড়াইতেঁ শকতা॥
যে থানে শুঁচী না জাএ।
তথাঁ বাটিআ বহাএ।
সেহি দূতা মোর কোণ কাজেঁ চড় খাএ॥ ২॥
দূতা পাঠাইবোঁ [১৩।২] মোএঁ কীযে।
হাথে তুলী মোঁ খাইলোঁ বীষে।
মোর দূতী চড়[১] খাইলে হেন বএসে॥
যথাঁ দূতা মোর জাএ।
তথাঁ পরসাদ পাএ।
অসংঘট কাজ পুন সংঘট করাএ॥ ৩॥
সকল গোঠ মেলাইবোঁ।
বড়ায়িক খীর যোগাইবোঁ।
ঘরত রাখিআঁ বড়ায়ির সেবা করিবোঁ॥
বড়ায়ির করিআঁ তোষে।
খণ্ডাইবোঁ আপণ দোষে।
বাসলী বন্দিআঁ গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে॥ ৪॥

বরাড়ীরাগঃ॥ রূপকং॥

তোহ্মার আন্তরেঁ কাহ্নাঞিঁ করিলোঁ যতনে।
আনেক প্রকারেঁ তাক বুলিলোঁ বচনে॥
তাহাত মুগধী রাধা না পাতিল কানে[২]।
পাএ পেলাইল তোর সব গুআ পানে॥ ১॥
কাহ্নাঞিঁ।
চড়েঁ মাইলে রাধা মোরে দেখ বিগুমানে।
এত আপমান সহে কাহার পরাণে॥ ধ্রু॥
আওর বুইল তোক যত বীরদাপ।
তাক সোঁঅরিতেঁ মোর মনে বাঢ়ে তাপ॥
এখোহি না রাখিলেক তোর মাঅ বাপ।
কোপেঁ গরজিলী রাধা যেন কালসাপ॥ ২॥

তীন ভুবনে নাহি হেন আছিদরী।
হাণে কুলে এখো নাহিঁ পাটাবুকী তিরী॥
তোহ্মার কারণে মোরে যত দিল দুখ।
পালটি না দেখোঁ আর তাহার মুখ॥ ৩॥
নিতি নিতি দধি বিকে মথুরাক জাএ।
তাক দুখ দিতেঁ কিছু চিন্তহ উপাএ॥
তবেঁসি মনে[১৪।১]র[১] মোর দুখ পালাএ।
বাসলী শিরে বন্দী চণ্ডীদাস গাএ॥ ৪॥

দেশাগরাগঃ॥ রূপকং॥

বড়

কদমের তলে বসী যমুনার তীরে
দান ছলেঁ রাখিবোঁ রাধারে।
বড়ায়ি ল।
লুড়িআঁ সব পসার খাইবোঁ দধি তাহার
কাঢ়ী লৈবোঁ সাতেসরী হারে॥ ১॥
বড়ায়ি ল।
বাটেত সৃজিআঁ দান করি তার আপমান
তোর মোর সাধিব মান॥ ধ্রু॥
বড়ায়ি ল।
ধরিহ মোর যুগতী রাধার হআঁ সংহতী
চলি জাইহ মথুরার হাটে।
আহ্মাক রুষ্ট বচনে তোষিহ রাধার মনে
আহ্মে যবেঁ রোধিব বাটে॥ ২॥
ছাড়াইবোঁ তার ক্ষীর কাঞ্চুলী করিবোঁ চীর
হাথ দিবোঁ তাহার তনে।
তোর আনুমতী লআঁ বলে রাধাক ধরিআঁ
লআঁ যাইবোঁ মাঝ বৃন্দাবনে॥ ৩॥
পাছেত মদনবাণে হাণিআঁ তাক পরাণে
রহিবোঁ ধরি মুনিবেশে।
বসি তোহ্মে তার পাশে করিহলি উপহাসে
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে॥ ৪॥

---

[১] চলড়' লেখা ও ল' কাটা।
[২] ইহার পর 'এত আপমান সহে কাহার পরাণে। ধ্রু।' লেখা ও

[১] মনের', নে' তোলা পাঠে।

আধায় সাদরং চিত্তে দামোদরসমীহিতং।
মধুরং রাধিকামাহ বৃদ্ধা কপটকোবিদা ॥

রামগিরীরাগঃ ॥ রূপকং ॥

কপটে কহিল বড়ায়ি রাধিকার থানে।
তোহ্মার বচনে আহ্মে নিবারিল কাহ্নে ॥
বিমতী তেজিআঁ কাহ্নাঞিঁ গেল নিজ ঘর।
চল ঝাঁট জাই বিকে মথুরা নগর ॥ ১ ॥
সব গোপী লআঁ রাধা [১৪।২] করি বিমরিষে।
মথুরার হাট জাইউ চিত্তের হরিষে ॥ গো ॥ ধ্রু ॥
বড়ায়ির বচন শুণী হরষিত মনে।
যুগতি করিল লআঁ সব গোপীগণে ॥
মথুরা চলিলী রাধা বড়ায়ির সঙ্গে।
সখিগণ সমে নানা কথা পরসঙ্গে ॥ ২ ॥
রাধা লআঁ দধি দুধ বিকণিআঁ হাটে।
ঘরক আইলী বড়ায়ি আতি বড় ঝাঁটে ॥
ঈসত হাসিআঁ বড়ায়ি মধুর বচনে।
আশেষ প্রকার করি তোষিল আইহনে ॥ ৩ ॥
হেন মতে নিতি নিতি মথুরা নগরে।
দধি দুধ বিকণিআঁ রাধা আইসে ঘরে ॥
কৌড়ী আণিআঁ দেএ সাসুড়ীর থানে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণে ॥ ৪ ॥

কালক্ষেপাসহঃ শুচি রাধামাধায় মাধবঃ।
উপেত্য জরতীমাহ মনোজশরকাতরঃ ॥

দেশবরাড়ীরাগঃ ॥ রূপকং ॥

এত দিন গেল বড়ায়ি তোর আশোআশে।
রাধা চিন্তিআঁ মোর চৌখে নিন্দ না আইসে ॥
বচন আহ্মারে দিআঁ ভাণ্ডহ কেহ্নে।
এভোঁ না করাইলেঁ মোর রাধা দরশনে ॥ ১ ॥
রাধিকা লআঁ চল মথুরার হাটে।
মাহাদাণী হআঁ আহ্মে রহি গিআঁ বাটে ॥ ধ্রু ॥
কালি যাইব আহ্মে বড়ায়ি বিহাণী।
তোহ্মে সোঁঅরিহ বড়ায়ি আহ্মার বাণী ॥
আজি রাতী সুত গিআঁ আইহনের ঘরে।
প্রভাত সময় হৈলেঁ চলিহ সত্বরে ॥ ২ ॥
অন্তরে বাঢ়এ মোর দারুণ মদনে।
রহিতেঁ না পারোঁ বিণি [১৫।১] রাধা দরশনে ॥
যতেক প্রবন্ধ সব জাণহ আপণে।
কি বুলিব তোরে উপদেশবচনে ॥ ৩ ॥
রাধাক দেখিলেঁ আহ্মে চাহিব দানে।
খর শীতল আর বুলিব বচনে ॥
আহ্মাক গঞ্জিহ বড়ায়ি নির্ভয় মনে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণে ॥ ৪ ॥

কৃষ্ণস্য বাচমাচম্য জরতী কপটে পটুঃ।
অভিমন্যুপ্রসূং প্রাহ রাধায়া মথুরাগতিম্ ॥

গুজ্জরীরাগঃ ॥ যতিঃ ॥

আইহনের ঘরে গিআঁ সাঁঝ সমএ।
বড়ায়ি বুইল হেন আইহনের মাএ ॥
চিরকাল দধি দুধ ঘরে নঠ হএ।
এবেঁ মথুরার হাট জাইতেঁ জুআএ ॥ ১ ॥
বোল রাধিকারেঁ সহি বড়ই যতনে।
যেহ্ন জাএ রাধা কালি বড়ই বিহাণে ॥ ধ্রু ॥
আপণে ভাবিআঁ দেখ থীর করী মণে।
বিণী বিকীএঁ হএ গোআলের ধনে ॥
আহোনিশি আহ্মে সহি তোর ভাল চাহী।
তেঁসি সংহতী করি নিতেঁ চাহোঁ রাহী ॥ ২ ॥
আহ্মে আপুণী জাইব সংহতি তাহারে।
কেহো তবেঁ কিছু বোল বুলিতেঁ না পারে ॥
গোআলের বহু ঝিঁ লইআঁ জাইব আহ্মে।
তার মাঝেঁ রাধাহো পাঠাআঁ দেহ তোহ্মে ॥ ৩ ॥
হেন মতেঁ আইহন মাএর আনুমতী।
বড়ায়ি লইআঁ দিল রাধিকাক প্রতী ॥

তবেঁ ভৈল হাট জাইতেঁ রাধিকার মতী।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগতী ॥ ৪ ॥

আহেররাগঃ ॥ একতালী ॥

ঘৃত দধি দুধ ঘোলেঁ সাজি[১৫।২]আঁ পসার।
নেত বসন দিআঁ উপরে তাহার ॥
আনুমতী লআঁ রাধা সাসুড়ীর থানে।
লাস বেশ করে রাধা বড়ই বিহাণে ॥ ১ ॥
মথুরা চলিলী রাধা বড়ায়ির সঙ্গে।
সব সখিজন লআঁ আতি বড় রঙ্গে ॥ ল ॥ ধ্রু ॥

কমলবদনী রাধা হরিণনয়নী।
আনত কপাল তার আধ শশি জিনী ॥
কপোল যুগল তার মহুলের ফুল।
ওঠ আধর তার বন্ধুলীর তুল ॥ ২ ॥
তিলফুল জিণী নাসা কম্বু সম গলে।
কনকযূথিকামালা বাহু যুগলে ॥
কমলকলিকা সম তার পয়োভারে।
ডমরু সদৃশ মধ্য নাভি গম্ভীরে ॥ ৩ ॥
গুরু জঘন নিতম্ব উরু করিকরে।
চরণযুগল থলকমল আকারে ॥
করিরাজ জিণী রাধা করিল গমনে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণে ॥ ৪ ॥

ইতি তাম্বূলখণ্ডং সমাপ্তং ॥

অথ দানখণ্ডঃ

অত্রান্তরে তত্র কলিন্দকন্যা-
তটোপকণ্ঠং সরণৌ নিষণ্ণঃ।
চিরায় রাধামধুরাধরোষ্ঠে
কৃষ্ণঃ সতৃষ্ণো জরতীপ্রগাদ ॥

পাহাড়ীআরাগঃ ॥ প্রকীর্ণক লগনী ॥
ক্রীড়াতালঃ ॥

যমুনার ঘাটে নিকটে রহিআঁ
পথে বিরোধে কাহ্নাঞি।
এ সব গোপ বধূজন লআঁ
কথাঁ না যাসি বড়ায়ি ॥ ১ ॥
ছাওয়াল কাহ্নাঞি গোঠ রাখোআল
পন্থ বিরোধসি কিকে।
জাএ চন্দ্রাবলী আ···

(ইহার পর ১৬'র পাতা ও ১৭।১এর পৃষ্ঠা নাই।)

[১৭।২] রে কাহ্নাঞি করসি তোঁ বল।
একেঁ একেঁ সখিজন সব মোর থল ॥
সুনিআঁ বা কি বুলিবে ঘরের গোআল।
মোএঁ আপোঙষ[১] হৈবোঁ তোহ্মে জাইবেঁ মার ॥ ৩ ॥
চরণে পড়িআঁ কাহ্নাঞি বোলোঁ তোহ্মারে।
ছাড় একবার কাহ্নাঞি জাইতেঁ দেহ ঘরে ॥
তোর পতি যোগ নহে আহ্মার যৌবন।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণ ॥ ৪ ॥

দেশাগরাগঃ ॥ লঘুশেখরঃ ॥

সিশের সিন্দুর তোর লাসে।
মাথার কেশ সুবেশে ॥
আহ্মাকে না চিহ্নসি তোঞি।
সব গোপীরঞ্জন কাহ্নাঞি ॥ ১ ॥

---

১ আপোঙষ' ও' তোলা পাঠে।

দান আহ্মার পরমাণে। এ রাধা ল।
না কর মনে আন ভানে ॥ ধ্রু ॥
ঘৃত দুধ লঞা তোএঁ যাসী।
ধাঞা ধাঞা মথুরা পালাসী ॥
আহ্মা ছাড়ী জাইবি কোণ পথে।
আজি পড়িলা মোর হাথে ॥ ২ ॥
মুঠি এক মাঝা বাএ হালে।
তা দেখি মুনিমন টলে ॥
ডাকর ডালিম দুঈ কুচে।
নান্দসুত কাহ্নাঞিঁকে রুচে ॥ [৩॥]
সুঝি যাহা মোর সব দানে।
নহে দেহ আলিঙ্গন দানে ॥
রাধা মোর না কর নিরাশে।
গাইল ব[১৮।১]ড়ু চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

ধানুষীরাগঃ ॥ লঘুশেখরঃ ॥

কৃষ্ণস্য বচনং শ্রুত্বা রাধিকাধিমতী সতী।
বেপমানতনুস্তন্বী জগাদ জরতীমিদং ॥

আল বড়ায়ি।
এগার বৎসরের বালী।
যেহ্ন নলিনীদল কোঁঅলী ॥ ল ॥
আল বড়ায়ি।
তাক দেখি যার মন জাএ।
নিজ দোষে পরাণ হারাএ ॥ ১ ॥
আল বড়ায়ি।
কাহ্ন মোকে মাঙ্গে আলিঙ্গনে।
পরসিলেঁ তেজিবোঁ পরাণে ॥ ল ॥ ধ্রু ॥
একে একে সব সখি জাএ।
বাটে কাহ্ন আহ্মাকে রহাএ ॥
পরিহাস করে দানছলে।
কাঞ্চুলী ভাঁগিতেঁ চাহে বলে ॥ ২ ॥
সব গোপী ছাড়ী বনমালী।
মোরে কেহ্নে বোলএ ধামালী ॥
খনে চাহে মোরে মাহাদানে।
খনেকেঁ বোলএ আনচানে[১] ॥ ৩ ॥
সুণ তোএঁ আহ্মার বচন।
নিষধহ শ্রীমধুসূদন ॥
তেজুক আহ্মার পতিআশে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

রাধায়া বচনং শ্রুত্বা জরত্যা প্রতিপাদিতং।
জগাদ চতুরঃ কৃষ্ণঃ সতৃষ্ণো রাধিকামিদং ॥

গুজ্জরীরাগঃ ॥ ক্রীড়া ॥ লগনী ॥

সুন্দরি রাধা [১৮।২] সুণ সমুখে
পুছো মোএঁ হৃষীকেশে।
কথাঁ না বসসি কথাঁ তোর ঘর
জাইবেঁ কোমণ দেশে ॥ ল রাধা ॥ ১ ॥
গোকুলে থাকোঁ মো গোআল জাতী
তোহ্মে না পুছহ কিকে।
ষোল শত গোপী পসার সাজিআঁ[২]
মথুরা যাওঁ মো বিকে ॥ ২ ॥
ওলাহা রাধা মাথার চুপড়ী
দেখোঁ মো তোহ্মার পসারা।
কোণ বথু লঞা জাহা মথুরা
তাহার দেহ বিচারা ॥ ৩ ॥
ঘৃত দধি দুধ আওর ঘোল
এ সব মোর পসারা।
তোহ্মে না কমণ কারণে কাহ্নাঞিঁ
চাহ এহার বিচারা ॥ ৪ ॥
তোএঁ না জাণসি মোএঁ মাহাদাণী
এ দান সব আহ্মারে।
ভাণ্ডে ষোল পণ দিআঁ মাহাদান
চল মথুরা নগরে ॥ ৫ ॥

---

১ পুথিতে আনচাচানে'।
২ সাসিজিআঁ' লেখা ও সি' কাটা।

বিথর কালে বিথর শুণী
হেন বিপরীত বাণী।
আনেক সমএ মথুরার পথে
ঘৃত দুধে মাহাদাণী ॥ ৬ ॥
আজলী রাধা তোঁ আবালী বড়ী
হের পাঞ্জী পরমাণে।
আপণ চিহ্নিআঁ দিআঁ যাহা দাণ
রাখহ আপন মাণে ॥ ৭ ॥
পুরুবেঁ শুণীএ বা রাম রাজ্য
সে ভৈল কংসের দেশে।
বসিল জনে কড়ী……

(ইহার পর ১৯।১এর পৃষ্ঠা নাই।)

[১৯।২]…মাহাদাণী এত কালে শুণী
হেন আচরিজ বাণী।
তোর বাপ মাএ লাজ নাহিঁ তাএ
শুণ দেব চক্রপাণী ॥ ১৬ ॥
ক্রোধে কাহ্নাঞি রাধার আঞ্চলে
ধরি মনে মনে হাসে।
বাসলীচরণ শিরে বন্দিআঁ
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥ ১৭ ॥

কৃষ্ণস্য বচনং শ্রুত্বা রাধিকাধিমতী সতী।
বেপমানতনুস্তন্বী জগাদ জরতীমিদং ॥

পাহাড়ীআরাগঃ ॥ ক্রীড়া ॥

তবেঁ বুইলোঁ বড়ায়ি হাটক না জাইব
দুর্জ্জন মথুরা পুরী।
বোল দিআঁ তোএঁ মোরে আণিলেঁ
মোর আন্তরের বৈরী ॥
ঘৃত দধি সব খাইল কাহ্নাঞি
খাআঁ মোর পসারা।
কাঞ্চুলী ভাগিআঁ তন বিগুতিল
ছিঁড়ি সাতেসরী হারা ॥ ১ ॥
কোণ বিধাতাএ মোক গঢ়িলেক
কত লিখি দুখভারে।
সুখ ভুঞ্জিতেঁ মো কোহ্নো না পাইলোঁ
দুখেঁ গেল সব কালে ॥ ধ্রু ॥
অনন্ত জরমেঁ গুরু ব্রাহ্মণেরেঁ
দিলোঁ নানা দুখভারে।
তেকারণে বিধি দুখগণ
লেখিল সাঠীহারে ॥
কইলোঁ[১] খণ্ডব্রত আর জরমত
তেঁ বা দুখিনী মোএঁ।
ললাট লিখিত খণ্ডন না জাএ
না ছাড়ে নান্দের পোএ ॥ [২০।১] ২ ॥
জরম গেল করমের খণ্ড
কাল কহ্নাঞিঁর হাথে।
মুকুট ভাগিআঁ সব পেলাইবোঁ
সিন্দুর মুছিবোঁ মাথে ॥
কিবা চাহে কাহ্নু বাটে রহাএ
বুঝিতেঁ নারোঁ তার মণে।
রাজা কংসাসুর আতি দুরুবার
সে জণি এহাক শুণে ॥ ৩ ॥
এড়ু দামোদর ঝাট জাওঁ ঘর
দিআরু মোকে মেলানী।
রাজা কংসাসুর সুণিলেঁ পাছে
ফল পাইবেঁ চক্রপাণী ॥
উলটি বসিআঁ সুন্দরি রাধা
ছাড়এ দীর্ঘ নিশাসে।
বাসলীচরণ শিরে বন্দিআঁ
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

রাধায়া বচনং শ্রুত্বা জরত্যা প্রতিপাদিতং।
প্রাহ মুক্তাঞ্চলং কৃষ্ণঃ সতৃষ্ণো রাধিকামিদং ॥

---

১ করিলোঁ' লেখা ; রি' কাটা ও তোলা পাঠে ই'।

পাহাড়ীআরাগঃ ॥ ক্রীড়া ॥

রাধে
যে বোল বুলিলোঁ মণে না ধরিলেঁ
উলটিআঁ দিলেঁ পিঠী।
সুচক রুচক কুচের বাটুল
তাতা পড়ি গেল দিঠী ॥
দিঠী দিঠী চিত্ত মজিআঁ গেল
তোর আনুমতী জীওঁ।
সংপুন্ন চন্দ্র তোহোর বদন
আধরে আমিআঁ পীওঁ ॥ ১ ॥
রাধে
তেজ ভয় মান রাগে।
গএ গদাধর প্রেয়াগে মাধব
তোকে [২০।২] আলিঙ্গন মাঙ্গে ॥ ধ্রু ॥
কত না রাগ রাধা আছের মনে
না চাহ সমুখ দিঠী।
এ রূপ যৌবন কত নেহালসি
হাথের শিরি আঙ্গুঠী ॥
এ রূপ যৌবন সব থীর নহে
মনে ভাব গোআলী।
রতি উপভোগে সফল কর
পরিতোষ বনমালী ॥ ২ ॥
তোক্ষে পদুমিনী আক্ষে পদ্মনাভ
এহা গুন মনে মনে।
বএসেঁ জ্যেষ্ঠ কুলেহোঁ শ্রেষ্ঠ
কিকে পরিহর কাহ্নে ॥
আক্ষা পরিহরিলেঁ ভাল না পাইবেঁ
পাছেঁত পাইবেঁ দুখে।
এ রূপ যৌবন পাছা না জাইবে
তুলি চাহা মোর মুখে ॥ ৩ ॥
তোর পাঅ দেখি রাতা উতপল
লাজে লুকাইল জলে।
তোক্ষার গমন দেখি রাজহংস
গতি করিল সলিলে ॥
দেবাসুর নর ঈশর
কাহ্নের না ভাঁগে আশে।
বাসলীচরণ শিরে বন্দিআঁ
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

কৃষ্ণস্য বচনং শ্রুত্বা রাধিকাধিমতী সতী।
বেপমানতনুস্তন্বী জগাদ জরতীমিদং ॥

ভাঠিআলীরাগঃ ॥ রূপকং ॥

এক ভাল না বোলে নিলজ চক্রপাণী।
রতি পতিআ[২১।১]শে ভৈল পথে মহাদাণী ॥
ষোল শত গোপী জাএ আপণ ইছাএ।
দারুণ করম দোষে আহ্মাকে রহাএ ॥ ১ ॥
পরাণ[১] বড়ায়ি মোর কর প্রতিকার।
তোর পরসাদেঁ ঘর জাওঁ একবার ॥ ধ্রু ॥
তার গোত মুণ্ডিলেক আহ্মার যৌবনে।
কিসকে বাখানে কাহ্ন মোর দুঈ তনে ॥
চির কাল জীউ মোর সামী আইহন।
আনুপাম বল বীর মতীএঁ গহন ॥ ২ ॥
সব খন পরদারে উদগত মতী।
এতেকেঁ বুঝিল তার বড় কুল জাতী ॥
তা সমে নাহিঁক বড়ায়ি মোর কোণ বোল।
মিছা নঠ করে কাহ্ন মোর ঘৃত ঘোল ॥ ৩ ॥
খণ্ডউ সব জঞ্জাল আর ঠেঁঠা দান।
মিছা কেহ্নে করে কাহ্নাঞিঁ মোর অপমান ॥
তার পতি যোগ নহে আহ্মার যৌবন।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণ ॥ ৪ ॥

আহেররাগঃ ॥ একতালী ॥

রাধায়া বচনং শ্রুত্বা জরত্যা প্রতিপাদিতং।
জগাদ চতুরঃ কৃষ্ণঃ সর্ব্বজ্ঞো রাধিকামিদং ॥

বাটদান হাটদান লইলোঁ রাজঘরে।
তেকারণে আইলোঁ মোএঁ যমুনার তীরে ॥

---

১ পুথিতে পরাণে'।

নিতি নিতি [২১।২] যাহা তোহ্মে মথুরা নগরে।
সব সুবিধান দান দেহ ত আহ্মারে ॥ ১ ॥
দিবেহেঁ দধির দাণ সুনহ গোআলীনী।
কংসের বিষএ আহ্মে হইএ মাহাদাণী ॥ ল ॥ ধ্রু ॥
দেহ দধি ঘৃত দান যত হএ লেখে।
পসারের দান দিআঁ যাহা একে একে ॥
অভরস না কর সত্য আহ্মে বুইল।
তোহ্মার কারণে আহ্মে মাহাদাণ লইল ॥ ২ ॥
আহ্মার বচন তোহ্মে শুন শশিমুখী।
নেহত লাগিআঁ শত পঞ্চাস উপেখী ॥
এহা জাণী মোকে দেহ আলিঙ্গন দানে।
আপণ গৌরব রাধা রাখহ আপণে ॥ ৩ ॥
লেখা করে কাহ্নাঞি আপণে খড়ী পাড়ী।
বাকী ভৈল রাধা তোতে নব লক্ষ কড়ী ॥
হএ নহে রাধা আপণে লেখা কর।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীবর ॥ ৪ ॥

পাহাড়ীআরাগঃ ॥ রূপকঃ ॥

পুরুব কালত ঋষিএঁ বুইল।
বসুলে নিআঁ নান্দোঘরে থুইল ॥
জাণ[া]ইবোঁ কারে এ সব কাজে।
সত্যেঁ লইব কাহ্নাঞি মথুরার রাজে ॥ ১ ॥
বুলিআঁ পাঠাইবোঁ দুখ সমাদে।
কাহ্ন মাহাদানী [২২।১] লাগিল বাদে ॥ ধ্রু ॥
বারেঁ বারেঁ মোএঁ বুইলোঁ ভজিআঁ।
কংসে শুণী আসিব সাজিআঁ ॥
শুণীএ যবেঁ সে আইহন বীর।
করতেঁ তোহ্মা করিব চীর ॥ ২ ॥
এভোঁ কাহ্ন তোঁ মোর বোল শুন।
আপণে আপণ হৃদয়ে গুন ॥
ছাড় তোঁ আহ্মার দানের আশে।
বাসলী বন্দী গাইল চণ্ডীদাসে ॥ ৩ ॥

পাহাড়ীআরাগঃ ॥ ক্রীড়া ॥ লগনী ॥

বারহ বরিষেকের মোর মাহাদান।
শুণ তোহ্মে আল রাধা পাঞ্জী পরমান ॥ ১ ॥
নিতি দধি বিকে জাওঁ মথুরার হাটে।
মিছাই কাহাঞিঁ তোঁ আগোলসি বাটে ॥ ২ ॥
আতি বিতপনী রাধা পরিধান পাট।
আলকে তিলক তোর শোভএ ললাট ॥ ৩ ॥
বড়ার বহুআরী আহ্মে বড়ার সভাএ।
কার কাঁচ আলিতে না দেওঁ মোএঁ পাএ ॥ ৪ ॥
বারহ বরিষের দাণ সুনহ মুগধী।
মোহোর করমেঁ তোহ্মা আণি দিল বিধী ॥ ৫ ॥
রাখোআল কাহ্নাঞিঁ তোর রাঁখোআল মতী।
পাঁতরে একসরী পাইলেঁ নিমাথিতী ॥ ৬ ॥
রাখোআল হআঁ তোর কং[২২।২]সের গোসাঞিঁ।
ত্রিভুবনে আহ্মা সম আর বীর নাহিঁ ॥ ৭ ॥
কাহাক দেখাহ তোহ্মে এত বীরপণে।
টাকারের ঘাএ কংসে লইব পরাণে ॥ ৮ ॥
তোর কংসে মোর কিছু করিতেঁ না পারে।
তোহ্মারি সে রূপেঁ মোরে মারিবারে পারে ॥ ৯ ॥
না বোল না বোল কাহাঞিঁ হেন পাপবাণী।
তোহ্মা ভালে জাণো আহ্মে আইহনের রাণী ॥ ১০ ॥
বারহ বরিষেকের দিআঁ যাহা দাণে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণে ॥ ১১ ॥

পাহাড়ীআরাগঃ ॥

কেহ্নে দান না দিবেঁ তোঁ কেহ্নে জাইবেঁ হাটে।
কেহ্নে নাগরি রাধা ছাড়ী দিবোঁ বাটে ॥
সব কুতঘাটে রাধা মোর মাহাদান।
হএ নহে দেখ রাধা পাঞ্জী পরমান ॥ ১ ॥
বারহ বরিষের দান দিবেহেঁ গোআলী।
তোর রূপ যৌবনে মোহিল বনমালী ॥ ধ্রু ॥
স্বগগে রাখোঁ মর্ত্ত্যে রাখোঁ তলে পাওঁ সুধী।
তাহাত টেটনী রাধা কি করিবি বুধী ॥

এ তীন ভুবনে রাধা মোর মাহাদাণে।
তাক ভাঁগি জাএ রাধা কাহার পরাণে ॥ ২ ॥
যশোদার [২৩।১] পোঅ আহ্মে হাথে ধরী বাঁশী।
তোহ্মাক দেখিল রাধা আধিক রূপসী ॥
তেকারণে রাধা মোর তোতে গেল মন।
ছাড়ি দিলোঁ দান ধর আহ্মার বচন ॥ ৩ ॥
এভোঁ যবেঁ না ধরিবেঁ আহ্মার বচন।
বলে ধরি তোকে তবেঁ দিবোঁ আলিঙ্গন ॥
এহা বুঝি দেহ রাধা সরস বচন।
গাইল বডু চণ্ডীদাস বাসলীগণ ॥ ৪ ॥

রামগিরীরাগঃ ॥ আঠতালা ॥

এহে।
সকল বএসে মোর এগার বরিষে।
বারহ বরিষের দান চাহ মোরে কিসে ॥
এতেকেঁ বুঝিল তোর কাজের ভাব।
লোক শুণিলে তোকে হৈব উপহাস ॥ ১ ॥
পন্থ ছাড়ি দেহ কাহ্নাঞিঁ বিরোধ না কর।
তোর পুণ্যেঁ জাওঁ বিকে মথুরা নগর ॥ ধ্রু ॥
নাগরশেখর তোহ্মে নামে বনমালী।
তোর যোগ নহোঁ মোএঁ আতিশয় বালী ॥
আধিক পীড়এ যবেঁ ভুখিল ভষলে।
তভোঁ নাহিঁ পাএ মধু কমলমুকুলে ॥ ২ ॥
বড়ার বহুআরী আহ্মে বড়ার ঝী।
মোর রূপ যৌবনে তোহ্মাতে কী ॥
দেখিল পাকিল [২৩।২] বেল গাছের উপরে।
আরতিল কাক তাক ভখিতেঁ না পারে ॥ ৩ ॥
রতিকথা সখিমুখে না শুণীলোঁ কানে।
বারেক রাখহ কাহ্নাঞিঁ আহ্মার সমানে ॥
চরণে ধরোঁ তোর দেব নারায়ণ।
গাইল বডু চণ্ডীদাস বাসলীগণ ॥ ৪ ॥

গুজ্জরীরাগঃ ॥ যতিঃ ॥

এ তোর নব যৌবনে।
দেখি মোর মজি গেল মনে ॥
এবেঁ তোকে দেখিএ রূপসে।
তেঁএ মোর বাঢ়িল আশে ॥ ১ ॥
দেহ মোরে সরস বচনে।
আমিঞা পিউক মোর কানে ॥ ধ্রু ॥
চাহ মোরে মুখশশি তুলী।
তোহ্মে রাধা আহ্মে বনমালী ॥
তোর মোর ভৈল পরিচএ।
এবেঁ পরিহর তোহ্মে ভএ ॥ ২ ॥
তোতে মোর হএ যত দানে।
তাক দিতেঁ নাহিঁ তোর ধনে ॥
এহা আপণে গুণী মনে।
কর মোর সফল বচনে ॥ ৩ ॥
এ তোর প্রথম বএসে।
তোর দেহে বসে বড় রসে ॥
দাণী ভৈলোঁ তাহার আশে।
গাইল বডু চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

কৃষ্ণস্য বচনং শ্রুত্বা রাধিকাধিমতী সতী।
বেপমানতনুস্তন্বী জগাদ জরতীমিদং ॥

ধানুষী[রাগঃ] ॥ একতালী[১] ॥

আল বড়ায়ি।
চাঁপাকুঁঢ়ী দেখিতেঁ রূপসে।
[২৪।১] তাত নাহিঁ গন্ধের পরসে ॥ ল ॥
বিকসিলেঁ মোহে মুনিমণে।
হেন সব নারীর যৌবনে ॥ ১ ॥
কি না মোক ভৈল এত কালে।
মাহাদাণী ভৈগেল গোকুলে ॥ ধ্রু ॥
অনেক কড়ীর পসারা।
হাট জাইতেঁ না পাইলোঁ মথুরা ॥

১ ধানুষী। একতালী' তোলা পাঠে।

রাজা কংসে করিবোঁ গোআরী।
তবেঁ কাহ্ন লআঁ যাবোঁ ধরী ॥ ২ ॥
নিতি নিতি দধি বিকে জাওঁ।
দাণের সুখী নাহিঁ পাওঁ ॥
এবেঁ রাজা ধনের কাতর।
চাহে যবেঁ ছুধে দিবোঁ কর ॥ ৩ ॥
সখি সাত পাঁচ করি সঙ্গে।
মথুরাক জাওঁ বিকে রঙ্গে ॥
কেহ্নে কাহ্ন হেন পড়িহাসে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

রাধায়া বচনং শ্রুত্বা জরত্যা প্রতিপাদিতং।
জগাদ চতুরঃ কৃষ্ণঃ সতৃষ্ণো রাধিকামিদং ॥

রামগিরীরাগঃ ॥ আঠতালা ॥

বদনকমল তোর যবেঁহ দেখিলোঁ।
তবেঁ হৈতেঁ রাধা তোতে মন দিলোঁ ॥
আঅর দেখিলোঁ নাসা গরুড় সমান।
গিধিনীসদৃশ তোর দেখোঁ ছুই কান ॥ ১ ॥
তোর রূপ যৌবনে মোহিল দেব কান।
সব কলা সংপুনী তোঁ দেহ মধুপান ॥ ধ্রু ॥
কুরঙ্গনয়ন জিণী তোহ্মার নয়নে।
আধর ব[২৪।২]ন্ধুলী গণ্ড মধুক সমানে ॥
মাণিক জিঁণিআঁ তোর দশনের পাঁতী।
কনয়া নিকষ তোর দেহের কাঁতী ॥ ২ ॥
তালফল জিণিআঁ তোহ্মার পয়োভার।
মাঝদেশ দেখি সিংহমাঝার আকার ॥
লোভেঁ নাভীতলে বসে তীন রূপ বলী।
উরু শোভে বিপরীত রামকদলী ॥ ৩ ॥
থলকমল জিণী তোহ্মার চরণে।
রাজহংস জিণী তোহ্মার গমনে ॥
ভোলে পড়ি গেল তাত নান্দের নন্দন।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণ ॥ ৪ ॥

মালবরাগঃ ॥ রূপকং ॥ লগনী ॥

তোর রূপ দেখি মোর চিত নহে থীর।
প্রাণ যেহ্ন ফুটি জাএ বুক মেলে চীর ॥ ১ ॥
যার প্রাণ ফুটে বুকে ধরিতেঁ না পারে।
গলাত পাথর বান্ধী দহে পসী মরে ॥ ২ ॥
তোহ্মে গাঙ্গ বারানসী সরুপেসি জাণ।
তোহ্মে মোর সব তীথ তোহ্মে পুণ্যস্থান ॥ ৩ ॥
এ বোল বুলিতেঁ কাহ্ন না বাসসি লাজ।
তোহ্মার মাউলানী আহ্মে শুণ দেবরাজ ॥ ৪ ॥
হইএ আহ্মে দেবরাজ তোহ্মে মোর রাণী।
মিছাই সম্বন্ধ পাত ভাগিনা মাউলানী ॥ ৫ ॥
এ বোল বুলিতেঁ তোর ম[২৫।১]ণে বড় সুখ।
পরঘর পইসে যেহ্ন চোর পাটাবুক ॥ ৬ ॥
ভাল বোল বুলিলি তোঁ চন্দ্রাবলী রাণী।
আহ্মার মণের কথা কহিলেঁ আপুণী ॥ ৭ ॥
বিরহে পুড়িআঁ কাহ্ন হাকল বিকল।
জরুআ দেখিআঁ যেহ্ন রুচক আম্বল ॥ ৮ ॥
জাইবার বাসনা তোহ্মে ছাড়হ গোআলী।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বন্দিআঁ বাসলী ॥ ৯ ॥

দেশাগরাগঃ ॥ রূপকঃ ॥

মেদনি যোড়িলো হালে।
কৈলোঁ[১] ব্রহ্মার দণ্ড যোঁআলে ॥
গোআলী বান্ধিলোঁ বাসুকী দড়া।
গিরি করিলোঁ গোবালী মোথড়া[২] ॥ ১ ॥
জাইবার বাসনা তেজ গোআলী।
কাহ্ন মাহাদাণী তোরে ল বালী ॥ ধ্রু ॥
বৃন্দাবন মোর থানে।
বংশ বাজাওঁ গানে ॥
নাঙ্কর তোঁ মন আনে।
আহ্মে অসুরদল[ন] কাহ্নে ॥ ২ ॥

১ পুথিতে 'কোলোঁ'।
২ পুথিতে 'মোথড়া গোবালী'।

সুমেরু আহ্মাক গঢে।
তার শৃঙ্গে মোর মেঢ়ে॥
নাম মোর বনমালী।
হেলেঁ দলিবোঁ কালী॥ ৩॥
গোকুলে গোজাতী।
দেহ আহ্মারে সুরতী॥
তেজহ জাইবার আশে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে॥ ৪॥

গুজ্জরী[২৫।২]রাগঃ॥ রূপকং॥

এক ঠাই বাঢ়িলাহোঁ নান্দের ঘরে।
চাণ্ডাল কাহ্নাঞিঁ এবেঁ বল করে॥
দিঠিত পড়িলে বাঘত হএ লাজ।
সোদর ভাগিনা হআঁ হেন তোর কাজ॥ ১॥
কাহ্নাঞিঁ লাজ নাহিঁ তোরে।
লাজ না বাসসি তোএঁ গোকুল কাহ্ন।
সোদর মাউলানীত সাধ মাহাদান॥ ধ্রু॥
জীবার উপায় নাহিঁ বোল মাহাদানী।
বাছিআঁ পাইলি সোদর মাউলানী॥
পোএর মুখে পরবত টলে।
গুরু সাপে বেঢ়িলের আলপ কালে॥ ২॥
বারেঁ বারেঁ কাহ্ন মো দধি বিকে জাওঁ।
সমুচিত দান ঘাট তোর না ভাঙ্গাওঁ॥
কিসের কারণে তোঁ এবেঁ করসি বল।
বাপ মাএ গালি তোরেঁ দিবোঁর বিথর॥ ৩॥
পুরাণ আগম বেদ করহ বিচার।
দেখ যত পাপ হএ কৈলেঁ পরদার॥
যত কিছু বোলোঁ মোএঁ সব পরমাণে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণে॥ ৪॥

গুজ্জরীরাগঃ॥ যতিঃ॥

বাপ বসুল মোর নান্দোঘরে জাণী।
কমণ কারণে রাধা ঘোসসি মাউলানী॥
মাঅ দৈবকী মোর মামা কংসাসুর।
তোহ্মার সম্বন্ধ কথা[২৬।১] আনেক দূর॥ ১
নহসি মাউলানী রাধা সম্বন্ধে শালী।
রঙ্গে ধামালী বোলে দেব বনমালী॥ ধ্রু॥
মাউলানী মাউলানী বোলসি তুণ্ডে।
মোর মাহাপাতক পড়ু তোর মুণ্ডে॥
হেন যবেঁ রাধা বোলসি আর বার।
ভাণ্ড ভাঁগিব তোর কাহ্নাঞিঁ গোআল॥ ২।
কিকে তোঁ নাগরি রাধা উপেখসি সুখ।
মুখ তুলী চাহা মোর পালাউক দুখ॥
উন্নত পয়োধরেঁ ধরি মোরে চাপ।
পালাউ আহ্মার বিরহসন্তাপ॥ ৩॥
কে তোকে জাণাইলে মাউলানী সম্বন্ধ।
দুঈ আখি খাউ পড়ুক তার কন্ধ॥
শালী সম্বন্ধে সম্বোধ নারায়ণে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণে॥ ৪॥

কৃষ্ণস্য বচনং শ্রুত্বা রাধা ভয়ভরাতুরা।
জগাদ জরতীং কিঞ্চিৎ কিঞ্চিচ্চ মধুসূদনম্॥

রামগিরীরাগঃ॥ আঠতালা॥

মাউলানীর যৌবনে কাহ্নের মন।
বিধুমুখে বোলেঁ কাহ্নাঞিঁ মধুর বচন॥
সম্বন্ধ না মানে কাহ্নাঞিঁ মোকে বোলে শালী।
লজ্জাদৃষ্টি হরিল ভাগিনা বনমালী॥ ১॥
কিনা [২৬।২] বিধি আগ বড়ায়ি[১] লেখিল কপালে
ভাগিনা সুরতি মাঁগে দানের ছলে॥ ধ্রু॥
ভাগিনা সদৃশ গুরু নাহিঁক শয়াণে।
কিকে কাহ্নাঞিঁ বল করে এ কুঞ্জ ময়াণে॥
ভাগিনাকে দেখি বড়ায়ি দেবতা সদৃশে।
মোর কর্ম্মদোষে কাহ্নাঞিঁ হেন পড়িহাসে॥ ২॥
দানের আন্তরে কাহ্নাঞিঁ বুলুক বচন।
দান লৈতেঁ নাহিঁ মণ কিসকে যতন॥

১ ববড়ায়ি লেখা ও ১ম বকার কাটা।

ধামালী সহিত কাহ্ণাঞিঁ বোলে তিখ বাণী।
হেন মতেঁ বিগুতিলে সোদর মাউলানী ॥ ৩ ॥
দেহে বৈরি হৈল মোকে এ রূপ যৌবন।
কাহ্নু লজ্জা হরিল দেখিআঁ মোর তন ॥
রাত লাগি বল করে নান্দের নন্দন।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণ ॥ ৪ ॥

রাধায়া বচনং শ্রুত্বা জরত্যা প্রতিপাদিতং।
জগাদ চতুরঃ কৃষ্ণঃ সতৃষ্ণো রাধিকামিদং ॥

পাহাড়ীআরাগঃ ॥ ক্রীড়া ॥

বারেঁ বারেঁ রাধা বোলসি আহ্মেত
তোর মাউলানী।
আহ্মার বৈরি কংস রাঅ
তোক মারিব সম্বন্ধ শুণী ॥
আপণাক রাখি যে কাজ করে
তাক বুলিএ সিআনী।
এহা জাণী না পরিহর রা[২৭।১]ধা
আহ্মে দেব চক্রপাণী ॥ ১ ॥
রাধা তোর তনু দরশনে।
নান্দের নন্দন ভোলে পড়িলা
বাহু ভিড়ি দেহ আলিঙ্গনে ॥ ধ্রু ॥
রসময় সকল শরীর তোর
ভইল নহুলী যৌবনে।
পাকিল শ্রীফল জিণিআঁ শোভে
তোর দুই তনে ॥
তাক দেখি উনমত ভৈলোঁ
আন নাহিঁ পড়িহাসে।
কর আনুমতী নাগর কাহ্নাঞিঁ
জীউক তার পরসে ॥ ২ ॥
মিছাই রাধা পাতসি সম্বন্ধ
মিছাই করসি লাজে।
মন থীর করি ধর মোর বোল
লাজে সে হারায়ি কাজে ॥

আনেক সময় যৌবন যে নারী
আপণ শরীরে শাঁচে।
আতি সে আবুধি ভোগ পরিহরি
আপণে আপণা বঞ্চে ॥ ৩ ॥
যাহার যৌবন নব উপভোগে
সেহি সে নাগরী ভালী।
ভ্রমর সঙ্গম পাইলেঁ শোভএ
যেহ্ন বিকসিত মাহ্লী ॥
এহা পরিহরি নাগরি রাধা
আহ্মা না কর নিরাসে।
বাসলীচরণ শিরে বন্দিআঁ
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

ধানুষীরাগঃ ॥ একতালী ॥

কেহ্নে তোহ্মে মোরে বোল শালী।
সম্বন্ধ না মান ভাগিনা বনমালী ॥
তোর বোল মো[২৭।২]ত নাহিঁ সাজে।
আলপ বএসে খাইলি লাজে ॥ ১ ॥
যদি গাঙ্গ উজান বহে।
তভোঁহো তোহ্মার বোল নহে ॥ ধ্রু ॥
নিজ সামী আছে মোর ঘরে।
তাহাকো না কর তোহ্মে ডরে ॥
আতি বড় হৈলা আছিদর।
আপণা চিহ্নিআঁ জাহ ঘর ॥ ২ ॥
সেসি নারী যে হএ সতী।
যাক উপভোগে নিজ পতী ॥
রস নাহিঁ পরার পুরুষে।
যার উপভোগে কুল নাশে ॥ ৩ ॥
সুঁঅরী আপণ কুল জাতী।
দুর কঁর পাপত মতী ॥
ছাড়হ আহ্মার পতিআশে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

কোড়ারাগঃ ॥ দণ্ডকঃ ॥

সতীত্বং তব বিজ্ঞাতং রাধিকে বদ মাধিকং।
অধুনা মম দানস্য গণনায়াং মনঃ কুরু ॥

হাথে খড়ী করী বোলোঁ মো কাহ্ন।
আইস ল রাধা লেখা করি দান ॥ ১ ॥
আহুঠ হাথ কলেবর তোর।
দুই কোটি দান তাহাত মোর ॥ ২ ॥
মাথাত কুসুমমাল রচনে।
এহাত আহ্মার লক্ষক দানে ॥ ৩ ॥
চামর জিণিআঁ চিকুর তোরে।
এহার দান দুই লাখ মোরে ॥ ৪ ॥
সিসের সিন্দুর ভুবন মোহে।
এহার দান তিন লক্ষ হএ ॥ ৫ ॥
নি[২৮।১]র্ম্মল শশি তোর মুখ দেখোঁ।
এহার দান চারি লাখ লেখোঁ ॥ ৬ ॥
নীল উতপল তোর নয়নে।
এহাত মোর পাঞ্চ লাখ দানে ॥ ৭ ॥
গরুড় সমান তোহোর নাশা।
এহাত ছয় লক্ষ দানের আশা ॥ ৮ ॥
শ্রবণ কুণ্ডল শোভএ তোরে।
এহার দান সাত লক্ষ মোরে ॥ ৯ ॥
মাণিক জিণিআঁ দশন শোহে।
এহার দান আঠ লাখ নহে ॥ ১০ ॥
বিম্বফলতুল তোর আধরে।
নব লক্ষ দান তাত আহ্মারে ॥ ১১ ॥
কণ্ঠদেশ তোর কম্বু সমানে।
দশ লক্ষ হএ এহাত দানে ॥ ১২ ॥[১]
বাহু মৃণাল কমল করে।
এগার লক্ষ দান তাহারে ॥ ১৩ ॥
নখপাঁতি তোর চন্দ্রিকা জিণে।
বার লক্ষ হএ এহার দানে ॥ ১৪ ॥
শ্রীফলযুগল তোহোর তনে।
এহার দান তের লক্ষ ধনে ॥ ১৫ ॥
ত্রিবলি মাঝা বাএ হালে তোরে।
চৌদ লক্ষ দান এহাত মোরে ॥ ১৬ ॥
উরু তোর রামকদলী সমানে।
পঞ্চদশ লক্ষ এহার দানে ॥ ১৭ ॥
পদযুগ থলকমল আকারে।
[২৮।২] ষোল লক্ষ দান তাহাত আহ্মারে ॥ ১৮ ॥
হেম পাট জিণি তোহোর জঘনে।
চৌষাঠি লাখ তাত মোর দানে ॥ ১৯ ॥
বিণি দান দিআঁ নাহিঁ গমনে।
বোলে দামোদর সত্য বচনে ॥ ২০ ॥
মাথাএ বন্দিআঁ বাসলীপাএ।
আনন্ত বড়ু চণ্ডীদাস গাএ ॥ ২১ ॥

কেদাররাগঃ ॥ রূপকং ॥

কিসের দান কাহ্নাঞিঁ কিসের ঘাট।
কিসের আন্তরে কাহ্নাঞিঁ আগোলসি বাট ॥
মিছা খড়ি পাড় কাহ্নাঞিঁ কপট নাটে।
কংশে শুনিলেঁ পড়ি যাইবেঁ টাটে ॥ ১ ॥
কি মোর ঝগড় ভৈল মথুরার পথে।
পাঁজী পুথী তোহ্মার[১] চিরিবোঁ বাম হাথে ॥ ধ্রু ॥
রাখোআল কাহ্নাঞিঁ তোতে হেন বোল সাজে।
বড়ার বহুআরী আহ্মে পাইএ বড় লাজে ॥
এ সব চরিতেঁ তো নাসিলি দুঈ লোকে।
কমণ মুগধেঁ বাটে দানী কৈলে তোকে ॥ ২ ॥
মিছে কেহ্নে চক্র কাহ্নাঞিঁ করহ বাখান।
কথাঁহো নাহিঁ শুণী দেহত বসে দান ॥
ঘৃত ঘোল দধি দুধ পসারত জাএ।
এহাতে সি দান লইতেঁ তোহ্মার জুআএ [২৯।১] ॥ ৩ ॥
অ[া]ইহন বীর তিন লোকেঁ ভালে জাণী।
তোহ্মে কি না চিহ্ন আহ্মে তাহার রাণী ॥

---

১ ইহার পর 'শ্রীফলযুগল তোহোর তনে।' লেখা ও কাটা।

১ তোহ্মার' তোলা পাঠে।

কি না লাভ লোভেঁ কাহ্নাঞিঁ না চিহ্ন এখন।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণ ॥ ৪ ॥

পাহাড়ীআরাগঃ ॥ ক্রীড়া ॥

শরত উদিত চান্দ বদনকমল।
খঞ্জন জিণিআঁ তোর নয়নযুগল ॥
আধরে বন্ধুলীরাগ শোভএ সুন্দরী।
হেন রুপেঁ কাহ্নাইকে কেহ্নে পরিহরী ॥ ১ ॥
আলিঙ্গন দিআঁ যাহা সুণ ল সুন্দরী।
তোহ্মাতে মজিল চিত ধরিতেঁ না পারী ॥ ধ্রু ॥
শ্রবণে শোভএ তোর রতনকুণ্ডল।
কুচযুগ শোভে যেহ্ন শ্রীফলযুগল ॥
তথিত উপর শোভে হারমঞ্জরী।
তা দেখিআঁ প্রাণ রাধা ধরিতেঁ না পারী ॥ ২ ॥
যশোদার পোআ আহ্মে নামে গোবিন্দ।
তোর রুপ দেখিআঁ চখুতে নাইসে নিন্দ ॥
কাঞ্চুলী ঘুচাআঁ রাধা দেহ মোরে কোল।
তোর দুই তনে লাগু রসের হিঁলোল ॥ ৩ ॥
আহ্মা সমে নেহ রাধা বড় পুণ্যে পাইএ।
আহ্মা সমে যোগ সতেঁ সুরপুর জাইএ ॥
এহাক জাণীআঁ[১] রাধা পুর মোর [২৯।২] আশ।
বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাস ॥ ৪ ॥

ধানুষীরাগঃ ॥ রূপকং ॥

প্রথম যৌবন মোর মুদিত ভাণ্ডার।
হৃদয়ে কাঞ্চুলী গজমুকুতার হার ॥
এহা আভরণ কাহ্নাঞিঁ সব মোর নে।
বেরি এক কাহ্নাঞিঁ মোক ঘর জাইতেঁ দে ॥ ১ ॥
না জাণো সুরতি কাহ্নাঞিঁ না ধারো মোঁ দান।
মিছাই কাহ্নাঞিঁ মোর লইবেঁ পরাণ ॥ ধ্রু ॥
এগার বরিষে কাহ্নাঞিঁ বার নাহিঁ পুরে।
আহ্মা দুখ দিতেঁ কাহ্নাঞিঁ কেহ্নে হেন ফুরে ॥
এক বার ছাড়ী দুই বার নাহিঁ মরী।
রাজা কংসাসুরে মোএঁ করিবোঁ গোহারী ॥ ২ ॥
শঙ্খ চক্র গদা আর শারঙ্গ এড়িআঁ।
দান সাধ কেহ্নে কাহ্নাঞিঁ পথত বসিআঁ ॥
বারেক এড়িআঁ দেহ জাওঁ মোএঁ ঘর।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীবর ॥ ৩ ॥

ধানুষীরাগঃ ॥ একতালী ॥

মুখ তোর আল রাধা বিকচ কমলে।
নয়ন তোর নীল উতপলে ॥
মাণিক জিণিআঁ তোর দশনের যুতী।
সিন্দুরে লোটাইল যেহ্ন গজ[৩০।১]মুতী ॥ ১ ॥
সুন্দরি রাধা ল তোহ্মাতে মণ গেল।
হের প্রাণ ধরণ না জাএ ॥ ধ্রু ॥
দুই কুচ তোর রাধা শম্ভুর আকার।
তথি চিত্ত মজিল আহ্মার ॥
তা দেখিআঁ সব খন না পাওঁ সোআথ।
অনুমতি কর দেওঁ হাথ ॥ ২ ॥
সিংহ জিণী তোর আতি মাঝা খিনী।
দুই উরু রামকল জিণী ॥
চরণ থলকমল মন্থর গমনে।
নেত বসন পরিধানে ॥ ৩ ॥
কনক নিকস সম তনুকান্তি লীলা।
দেখি ভোল গেল নান্দোবালা ॥
দাণ সাধিএ রতি পতিআশে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

রামগিরীরাগঃ ॥ আটতালা ॥

এত কাল জাইএ আহ্মে মথুরার হাটে।
কভোঁ না দেখিল কাহ্নাঞিঁ দানী এহা বাটে ॥
এবেঁ বাটে বাটোআড় হৈলা কাহ্নাঞিঁ।
পাপ বুলিতেঁ তোর মুখে লাজ নাহিঁ ॥ ১ ॥

১ জাণীআঁ', আঁ' ভোলা পাঠে।

ছাড়হ নিলজ্জ কাহ্নাঞিঁ হেন পাপবাণী।
আহ্মে শিশুমতী রতিকথাহো না জাণী ॥ ধ্রু ॥
মোর রূপ দেখি নহ বিকল মুরারী।
পরধন দেখিলেঁ কি পাএ ভিখারী ॥
উনমত সদৃশ কেহ্নে বোলহ বচন।
এহা বুঝি নিবারিআঁ থাক নিজ মন ॥ ২ ॥
পথত লই[৩০।২]লি যবেঁ দান আধিকার।
তবেঁ কেহ্নে তোতে হেন মদনবিকার ॥
তিল এক মোর মনে নাহিঁ রতিরঙ্গ।
আহ্মা ছাড়ী আন নারী কর তোহ্মে সঙ্গ ॥ ৩ ॥
এত বড় কেহ্নে কাহ্নাঞিঁ দেহ মোরে দুখ।
মুখ তুলী না দেখোঁ আর তোর মুখ ॥
এভোঁ পরিহর কাহ্নাঞিঁ আহ্মার আশে।
বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

পাহাড়ীআরাগঃ ॥ রূপকং ॥

ঘৃত দধি দুধেঁ পসার সাজিআঁ
মথুরাক যাসি[১] বিকে।
সহজেঁ রূপসী নব যুবতী
লাস বেশ তোর কিকে ॥
হেন রূপ দেখি চখু আড় করে
পশুআ তোর গোআলা।
আছ নর লোক দেব লোক তোষে
মুনিমন হএ ভোলা ॥ ১ ॥
রাধা মুখ তুলী চাহা রঙ্গে।
নাগর কাহ্নাঞিঁ পথে বিরোধে
কি করিব তোর খঙ্গে ॥ ধ্রু ॥
কপোলযুগলে শোভএ তোর
বিচিত্র মণি কুণ্ডলে।
সংপূন্ন চান্দের দুঈ পাশে যেহ্ন
উইল সুরুজমণ্ডলে ॥
সুনিআঁ সরস আমিআঁ আধিক
তোর মধুর বচনে।
নান্দের নন্দন ভোলে পড়িলা
বাহু ভিড়ি দেহ আলিঙ্গনে ॥ ২ ॥
পরিধান তো[৩১।১]র সুরঙ্গ পাটোল
ধিরে যাসি বাটে।
আর আদভুত দেখোঁ চন্দ্রাবলী
সিন্দুর সুর ললাটে ॥
নিতি নিতি যাসি দধি দুধ[১] বিকে
পএর বাজে নূপুরে[২]।
আজি পড়িলা কাহ্নের হাথে
লাস বেশ করে চুরে[২] ॥ ৩ ॥
বার বৎসরের তোএঁ সি বালী
বিচিত্র কাঞ্চলী শোভে।
গিএ তোর মুকুতার হার
তা দেখি কাহ্নাঞিঁর লোভে ॥
ছাড়িল রাধা তোর দধির দাণ
দেহ চুম্ব আলিঙ্গনে।
অনন্ত বড়ু চণ্ডীদাস গাইল
দেবী॰বাসলীচরণে ॥ ৪ ॥

নিপীয় কৃষ্ণবচনং রাধিকাধিমতী সতী।
বেপমানতনুস্তস্মী জগাদ জরতীমিদং ॥

কোড়ারাগঃ ॥ যতিঃ ॥

লুনীর পুতলী যেহ্ন বড়ায়ি ল লো
রৌদে দাণ্ডায়িলেঁ মিলাওঁ।
কেমনে কাহ্নের বোল পালিবোঁ
মোয়ে পরাণে ডরাওঁ ॥ ১ ॥
হরি হরি নিদয়া বিধি কি লেখিল
কিকে আইলো বড়ায়ি গো ॥ ধ্রু ॥
নেত পাটোল না পিন্ধিবোঁ
না পিন্ধিবোঁ সিসত সিন্দুর।

---

১ যাসি' তোলা পাঠে; ইহার পর 'যাহা রঙ্গে' লেখা ও কাটা।

১ দুধ' তোলা পাঠে।

২ নূপুরে' ও চুরে'র একার নাগরীর অনুরূপ।

বাহের বলয়া না পিন্ধিবোঁ
না পিন্ধিবোঁ পএর নূপুর ॥ ২ ॥
ঘরত বাহির নহোঁ বড়ায়ি গো
সামীর বড়ই [৩১।২] দুলালী ।
নির্দ্দয় কাহ্নাঞিঁর হাথে পড়িলোঁ
মোএঁ আবালী গোআলী ॥ ৩ ॥
সাত পাঁচ সখি শুণী বড়ায়ি গো
রাধার বচনে ।
গাইল আনন্ত বড়ু চণ্ডীদাসেঁ
দেবী বাসলীগণে ॥ ৪ ॥

রাধায়া বচনং শ্রুত্বা জরত্যা প্রতিপাদিতং ।
জগাদ চতুরঃ কৃষ্ণঃ সতৃষ্ণো রাধিকামিদং ॥

পাহাড়ীআরাগঃ ॥ ক্রীড়া ॥ দণ্ডকঃ ॥

বোল এক বোলোঁ রাধা স্থণ আহ্মারে ।
খণ্ড কোপ ভয় দেহ শৃঙ্গারে ॥ ১ ॥
নীল কুটিল শোভে চিকুরে ।
প্রভাত আদিত শিথে সিন্দূরে ॥ ২ ॥
ভ্রূহি কামধনু নয়ন বাণে ।
নাসিকা গালিক যন্ত্র সমানে ॥ ৩ ॥
মুখকমল আতি শোভা করে ।
বন্ধুলী জিণিআঁ আধর তোরে ॥ ৪ ॥
মাণিক জিণিআঁ দশন তোরে ।
তা দেখি দাড়িমফল বিদরে ॥ ৫ ॥
কম্বু সম তোর শোভএ গলে ।
কুচযুগ রাধা যোড় শ্রীফলে ॥ ৬ ॥
বাহু মৃণাল কর উতপলে ।
আঙ্গুলী চম্পককলিকাজালে ॥ ৭ ॥
সিংহমধ্য সম মধ্যে শোভে ত্রিবলী ।
উরুযুগ শোভে রামকদলী ॥ ৮ ॥
রাতা উতপল তোর দুই চরণে ।
রাজহংস [৩২।১] জিণী তোর গমনে ॥ ৯ ॥
হেন[১] রূপ তোহ্মার যৌবনে ।
নিফল করহ কমণ কারণে ॥ ১০ ॥
সরস হাসিআঁ বোল বচন ।
গাইল চণ্ডীদাস বাসলীগণ ॥ ১১ ॥

গুজ্জরীরাগঃ ॥ যতিঃ ॥

নিপীয় কৃষ্ণবচনং রাধিকাধিমতী সতী ।
বেপমানতনুস্তন্বী জগাদ জরতীমিদং ॥

সব গোপ যার মান ধরে ।
সে কেহ্নে পরার নারী হরে ॥
নিজ পতি আছে মোর ঘরে ।
তার হাথে কাহ্নাঞিঁ পাছে মরে ॥ ১ ॥
নিষধ নিষধ বনমালী ।
পাছে মোরে না দিহলি গালী ॥ ধ্রু ॥
যে বচন বুইলে চক্রপাণী ।
সে বচন কানে নাহিঁ শুণী ॥
তিন লোক খাআঁ মাহাদাণী ।
সম্বন্ধ না মানে মাউলানী ॥ ২ ॥
ঘৃত দুধে সজাআঁ পসার ।
বিকি জাইএ যমুনার পার ॥
হেন হএ বড়ার বেভারে ।
মাউলানীক পাইল বাণিজারে ॥ ৩ ॥
কার পান চুন নাহিঁ খাওঁ ।
কাহারো পাস নাহিঁ জাওঁ ॥
এড়ু কাহ্নাঞিঁ মোর পতিআশে ।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

কোড়ারাগঃ ॥ রূপকঃ ॥

রাধায়া বচনং শ্রুত্বা জরত্যা প্রতিপাদিতং ।
জগাদ চতুরঃ কৃষ্ণঃ [৩২।২] সতৃষ্ণো রাধিকামিদং ॥

স্থণ ল স্থন্দরি রাধা বচন আহ্মার ।
নহুলী যৌবনে দেহ সরস শৃঙ্গার ॥

---

১ পুঁথিতে হেম' ।

তোহ্মার যৌবন রাধা কৃপিণের ধন।
পোটলি বান্ধিআঁ রাখ নহুলী যৌবন ॥ ১ ॥
বিলাহ যৌবন রাধা ল মোর বোল শুণ।
যাবত যৌবনে রাধা নাহিঁ লাগে ঘুণ ॥ ধ্রু ॥
আম্ব জাম্ব মুকুলিল ভরে নোআঁইল ডাল।
নহুলী যৌবন রাখিবি কত কাল ॥
কোণ বিশ্বকর্ম্মে নির্ম্মিল তুহ্মি তন।
আছু যুবজনের বৃদ্ধের জাএ মন ॥ ২ ॥
হেনস যৌবন রাধা সব আলপাউ।
যৌবন গড়িলেঁ তোর তনু হৈবে লাউ ॥
তোহ্মার যৌবন রাধে পাণির ফোটা।
চিরকাল না রহিবে থাকি জাইবে খোঁটা ॥ ৩ ॥
এ তীন ভুবনে রাধা তোহ্মা কৈলোঁ সার ॥
মনে পরিভাবি দেহ সরস শৃঙ্গার ॥
নহুলী যৌবনে রাধা দেহ আলিঙ্গন।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণ ॥ ৪ ॥

মালবরাগঃ ॥ একতালী ॥

দুরুবার কংস নরপতী।
এহা জাণী ছাড়হ বিমতী ॥
যবেঁ তোরে মারিহে পরাণে।
তবেঁ তোক রাখিব কোণ জনে ॥ ১ ॥
ছাড়[৩৩।১]হ আহ্মার থান।
আবিচারে হারায়িবি পরাণ ॥ ধ্রু ॥
হইএ আইহন[১] গোআলী।
যবেঁ বল করে বনমালী ॥
রাজা আগেঁ করিবোঁ গোহারী।
তবেঁ তোক লআঁ যাবোঁ ধরী ॥ ২ ॥
হআঁ কাহ্ন বড়ার পো।
ভাল কাম না করসি তোঁ ॥
মতিমো[হে]ষ মোকে কর বল।
ভুঞ্জিবি তোঁ লিখিত ফল ॥ ৩ ॥

না শুনিলি পুরাণ কথা।
না জাণসি ধরমবেবথা ॥
দান সাহ পরনারী আশে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

পাহাড়ীআরাগঃ ॥ ক্রীড়া ॥

পরাশর নামে ঋষি আছিলা বিশাল।
তীন ভুবনে জানী তপস্যা যাহার ॥
জলমাঝে মীনকণ্যা করিল গমন।
তাত উপজিলা বেদব্যাস তপোধন ॥ ১ ॥
তোহ্মার বচন রাধা সবই আতত।
পরদারে পাপ নাহিঁ মুনীর সমত ॥ ধ্রু ॥
পাঞ্চ পাণ্ডবের ভৈলা কুন্তী জননী।
পাঞ্চ পতী যার ভৈল সব লোকেঁ জাণী ॥
রম্ভা আদি বেশ্যাক রমন্তি ত্রিদশে।
হেন সব কণ্যা কেহ্নে সুরপুরে বসে[১] ॥ ২ ॥
ত্রিপথগামিনী গঙ্গা হরেঁ শিরে ধরে।
হেন গঙ্গা রমিল শান্তন নাম নরে ॥
[৩৩।২]নারীর সম্ভোগে রাধা যদি পাপ বসে।
এ তীন ভুবনেঁ কেহ্নে সে গঙ্গা পরসে ॥ ৩ ॥
নিজ পরনারী দোষ নাহিক সংসারে।
যত সতীপণ সব মিছা জান তারে ॥
এহা জাণী একমনে পুর মোর আশে।
বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

কৃষ্ণস্য বচনং শ্রুত্বা রাধিকাধিমতী সতী।
বেপমানতনুস্তন্বী জগাদ জরতীমিদং ॥

রামগিরীরাগঃ ॥ রূপকং ॥

গুরুপত্নী তারাক হরিল শশধরে।
আত্মাপিহো অপযশ তার পরচরে ॥

---

[১] পুথিতে 'আইহহন'।

[১] পুথিতে 'বসে সুরপুরে'।

কপটে আহল্যাক রমিল সুরবরে।
সহস্রেক যোনি ভৈল তার কলেবরে ॥ ১ ॥
হেন অদভুত কথা শুণ ল বড়ায়ি।
পরদারে পাপ নাহিঁ বোলন্তি কাহ্নাঞিঁ ॥ ধ্রু ॥
সুন্দ উপসুন্দ আছিলা দুঈ ভাই।
তিলোত্তমা হেতু দুঈ মরিলা এক ঠাই ॥
সুম্ভ নিসুম্ভ দুঈ আসুর আছিলা।
পার্ব্বতীর কারণে দুঈ জন মৈলা ॥ ২ ॥
চৌদ চৌ যুগ আয়ু লঙ্কার রাবণ।
তেহোঁ সে মজিআঁ গেল শীতার কারণ ॥
এহা জাণী কাহ্নাঞিঁক নিষধ বড়ায়ি।
[৩৪।১]কেহ্নে হেন মিছা কথা কহে মোর ঠাই ॥ ৩ ॥
বোলহ বড়ায়ি কাহ্ন মনে পরিভাউ।
আপনে আপণা চিহ্নিআঁ ঘর জাউ ॥
আহ্মা সনে হেন তেজু পরিহাস।
বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাস ॥ ৪ ॥

রাধায়া বচনং শ্রুত্বা জরত্যা প্রতিপাদিতং।
জগাদ চতুরঃ কৃষ্ণঃ সতৃষ্ণো রাধিকামিদং ॥

মালবরাগঃ ॥ যতিঃ ॥ দণ্ডকঃ ॥

নীল জলদ সম কুন্তলভারা।
বেকত বিজুলি শোভে চম্পকমালা ॥ ১ ॥
শিশত[১] শোভএ তোর কামসিন্দুর।
প্রভাত সমএ যেন উয়ি গেল সুর[২] ॥
ললাটে তিলক যেহ্ন নব শশিকলা।
কুণ্ডলমণ্ডিত চারু শ্রবণযুগলা ॥ ৩ ॥
নাসা তিলফুল তোর আতী আনুপামা।
গণ্ডস্থল শোভিত কমলদল সমা ॥ ৪ ॥
নয়নযুগল শোভে যেহেন খঞ্জনে।
ঈসত কটাক্ষে মোহে মুনিমনে ॥ ৫ ॥
বিম্বফল জিনী তোর আধরের কলা।
মাণিক জিনিআঁ তোর দশন উজলা ॥ ৬ ॥
কণ্ঠ কম্বুসম কুচ কোকযুগলা।
বাহু মৃণাল কর রাতা উতপলা ॥ ৭ ॥
কনকচম্প[৩৪।২]ক সম শোভে কলেবরা।
মাঝা দেখি সিংহ গেলা পর্ব্বতকুহরা ॥ ৮ ॥
নাভি গভীর তোর প্রেয়াগ উপামা।
উরুযুগ রামকদলীতরুসমা ॥ ৯ ॥
মন্থর গমনে যাসি ভাঁগিবার ডরে।
তা দেখিআঁ বনবাস লৈল করীবরে ॥ ১০ ॥
অমরপুরত নাহিঁ হএ হেন রামা।
বিধি কৈল জগমে কনকপ্রতিমা ॥ ১১ ॥
দেবাসুরেঁ মহোদধি মথিল তোহ্মারে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীবরে ॥ ১২ ॥

পাহাড়ীআরাগঃ[১] ॥

ষোল কলা সংপূন্ন চন্দ্রবদন।
বেকত আমৃত তোর মধুর বচন ॥
কাঁচ কনয়া যেহ্ন দেহের বরণ।
কণ্ঠ কম্বু মণিগণ শোভএ দশন ॥ ১ ॥
সুন্দরি রাধা ল সরূপ বোল মোরে।
দেবাসুর মহোদধি মথিল কি তোরে ॥ ধ্রু ॥
কুণ্ডলে আদিত্য যেহ্ন রবির সংঘাত।
গজরাজগতি পরিমল পারিজাত ॥
সুরজনে মোহে পুরজনে নাহিঁ রাখ।
কালকূট বিষহরি জাণল কটাক্ষ ॥ ২ ॥
সুররাজগজকুম্ভ কুচযুগল।
তেলানী গভীর নাভি লাবণ্য জল ॥
অমূল মণি নূপুর বাজের গমনে।
তাক সুণী[৩৫।১] মোহো পাএ এ তীন ভুবনে ॥ ৩ ॥
সকলগুণসংপুনী রাধা চন্দ্রাবলী।
তোর রূপ যৌবনে মোহিল বনমালী ॥

---

১ শিশত'র পর সিন্দুরা' লেখা ও কাটা।
২ পুথিতে সুরা'।

১ ভোলা পাঠ।

রস হাস পরিহাসে তোষহ কাহ্নাঞিঁ ।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলী আয়ী ॥ ৪ ॥

আহেররাগঃ ॥ লঘুশেখরঃ ॥

জীবার আন্তরে কাহ্নাঞিঁ হৈলা মাহাদানী ।
দান ছাড়ী পরনারী কিসক বাখানী ॥
সকল বেভার তোর দেখি বিপরীতে ।
কোণ গুরু শিখাইল হেনক চরিতে ॥ ১ ॥
ছাড়হ বিবুধি কাহ্নাঞিঁ স্বণ মোর বোল ।
দধি দুধ নঠ মোর আর ঘৃত ঘোল ॥ ধ্রু ॥
কালী তোর মুখে দিল যশোদাএঁ তনে ।
আজি দানী হঞাঁ মোরে মাঙ্গ মাহাদানে ॥
হেন আলাগন কথা শুণী কোণ রাজে ।
তোহ্মার মুখত কাহ্নাঞিঁ নাহিঁ কিছু লাজে ॥ ২ ॥
এ বার বরিষ মোর তের নাহিঁ পূরে ।
এহা দেখি রসত মন কর দূরে ॥
রূপস শরীর মোর কিছু নাহিঁ কাজ ।
কেতকী কুসুম যেন ধুলীএঁ সাজ ॥ ৩ ॥
গোআল জাতী আহ্মে জাইএ দধি বিকে ।
কাজ বিণি কাহ্নাঞিঁ রহাঅসি কিকে ॥
ঘুচাহ কচা[৩৫।২]ল কাহ্নাঞিঁ তেজ মোর আশে ।
বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

রামগিরীরাগঃ ॥ রূপকং ॥

আল রাধা
সর্ব্বাঙ্গে সুন্দরি তোএঁ দেব মুরারী মোএঁ
তোর মোর উচিত সে নেহা ।
আল রাধা
তোহ্মাতে মজিল মন ভালে জাণে দেবাগণ
ইথে কিছু নাহিঁক সন্দেহা ॥ ১ ॥
আল রাধা
না পরিহর সুন্দর কাহ্নাঞিঁ ।
সবকলাসংপুনী তোঁ রাহী ॥ ধ্রু ॥
তোর[১] নাম চন্দ্রাবলী মোর নাম বনমালী
তোর মোর শোভএ মীলনে ।
কাহ্নাঞিঁ পাইবি বড় পুনে এহা পরিভাব মনে
কেহ্নে তেজ হাথের রতনে ॥ ২ ॥
কদমতলের থিতী তোর মোর হৈব রতী
এহা ভালেঁ জাণে দেবলোকে ।
এবেঁ তোহ্মে আকারণে তেজ মোর বচনে
পাছে পাইবেঁ বিরহ শোকে ॥ ৩ ॥
তোহ্মে পদুমিনী জাতী তোহ্মার আইহন পতি
নপুংসক সেহো কংসদাসে ।
নহে তোর পতি যোগ আহ্মা সমে ভুঞ্জ ভোগ
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

গুজ্জরীরাগঃ ॥ যতিঃ ॥

রাজা বড় খরতর নাহিঁ শুণ কথা ।
লঘু [৩৬।১] নটক পাইলেঁ কাটে তার মাথা ॥
গোচরিআঁ ফল করাইবোঁ জেন জাণী ।
তোহ্মেত ভাগিনা কাহ্ন আহ্মেত মাউলানী ॥ ১ ॥
আহ্মে নাগরি গোআলী বড়ায়ি চৌহালীনী ।
কেহ্নে না চিহ্নসি আহ্মা আইহনের রাণী ॥ ধ্রু ॥
হাথে তুলী লৈল কাহ্নাঞিঁ সুবন্নের বাঁশী ।
আহ্মাক দেখিআঁ তোহ্মে আধিক রূপসী ॥
দেখিতেঁ সি পাইএ কাহ্নাঞিঁ ভক্ষিতেঁ না পাই ।
লাভে কিল বাড়ী খাই বান্ধিল জাই ॥ ২ ॥
এভোঁ সুন্দর কাহ্নাঞিঁ না কর বেআজ[২] ।
দধি লআঁ যাইবোঁ মোএঁ মথুরার রাজ ॥
আপণা চিনহ কাহ্নাঞিঁ ছাড় মোর আশে ।
বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাসে ॥ ৩ ॥

বিলেশয়বিষদ্বিষদ্বিষমরাগরাগাবলী-
শিখিজ্বলিতমানসো নিসরসো বশগোঽস্মি তে ।
ততো বিতর রাধিকেঽধরসুধাং মম্নি দ্রুতং
ভূতস্মুখে সুখং মম সুখেতরবৈধেরিণি ॥

১ তোর' পর মোর' লেখা ও কাটা ।
২ বেআজ', বে' তোলাপাঠে ।

পাহাড়ীআরাগঃ ॥ লগনী ॥

কর্পূরবাসিত রাধা খাআর তাম্বুল।
টুটুক কাম আনল দেহ চুম কোল ॥ ১ ॥
কোণ পুরাণে কাহ্নু হেন [৩৬।২] শুণিলী কাহিণী।
তোহ্মে ভাগিনা কাহ্নাঞি আহ্মেত মাউলানী ॥ ২ ॥
মাউলানী মাউলানী রাধা ঘোসসি তুণ্ডে।
মোর পাঁচশরতাপ পড়ু তোর মুণ্ডে ॥ ৩ ॥
কথাঁ না বসসি কাহ্নাঞি কথাঁ তোর ঘর।
মোর কংস নৃপতীক না করহ ডর ॥ ৪ ॥
কি করিতেঁ পারে তোর সে না কংস রাঅ।
দৈবকীনন্দন কাহ্নু কাখো না ডরাঅ ॥ ৫ ॥
আহ্মাকে বল কৈলেঁ তোর নাহিঁ কিছু ফল।
মাকড়ের হাথে যেহ্ন ঝুনা নারীকল ॥ ৬ ॥
ভাণ্ড ভাঁগিবোঁ রাধা খাইবোঁ দধী।
আঞ্চলে ধরিবোঁ মোর না জাণসি শুধী ॥ ৭ ॥
আঞ্চলত না ধরহ শুণ অবুধ।
সমুচিত ফল পাইবেঁ নঠ হৈলেঁ দুধ ॥ ৮ ॥
ভুজযুগে বান্ধী রাধা দশনদংশনৈ।
মোর সমুচিত ফল কর রুষ্টমণে ॥ ৯ ॥
নাগরালী তেজ কাহ্নাঞি নেবারহ মন।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণ ॥ ১০ ॥

মুধা রাধা বাধাং জরতি কুরুতে প্রাণপরুষাং
রুষা হন্ত্যা রোষব্যসনরসিকস্তাপি মম কিম্।
সুধাসারাধারস্তন[৩৭।১]কনককুম্ভপ্রণয়িনং
রসাবেশাদেষা জনয়তি যথা মাং কুরু তথা ॥

পাহাড়ীআরাগঃ ॥ ক্রীড়া ॥

মুখ কমলে আতি শোভা করে
খঞ্জননয়ন দুঈ।
ভ্রুহি কাল শাপ যুগল তাহাত
শোভএ নিচল হোই ॥
আন যদি দেখে রাজপদ পাএ
নানা উপভোগে নহে।
আছু রাজপদ দূর বড়ায়ি
জীবন মোর সন্দেহে ॥ ১ ॥
হাথ যোড় করিআঁ ভকতি করোঁ
জীউ দান দেহ বড়ায়ি।
বোল রাধারে মাহু সুরতী
তবেঁসি জীএ কাহ্নাঞি ॥ ধ্রু ॥
মাণিক জিনিআঁ দশনদুতী
গীএ সাতেসরী হারে।
কর কমল বাহু মৃণাল
হেমঘট পয়োভারে ॥
নাভী তার নদ ঘাট ত্রিবলী
ঘন জঘন পুলিনে।
উচিত তাহাত কলহংস সম
রএ কনক রসনে ॥ ২ ॥
রাধার নিতম্ব মণ্ডল আড়ন
রোমাবলী কিরিপানে।
আতি আদভুত বিণি ঘাএ হাণী
বিকল কৈল পরাণে ॥
ভিতরে অনঙ্গ আনল জলে
বাহিরে কেহো নাহিঁ জাণে।
এহাত আহ্মার নাহিঁক নিস্তার
কহিলোঁ তোর চরণে ॥ ৩ ॥
উরুযুগ শোভে রামকদ[৩৭।২]লী
থলকমল চরণে।
রাজহংস জিণিআঁ আতি
রাধার মন্থর গমনে ॥
পৃথিবীত আহ্মে আবতার কৈল
তার সুরতীর আশে।
বাসলীচরণ শিরে বন্দিআঁ
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

কৃষ্ণস্য বচনং শ্রুত্বা জরত্যা প্রতিপাদিতং।
অথাধিভবতো রাধা জগাদ জরতীমিদং ॥

রামগিরীরাগঃ ॥ রূপকং ॥

কাহ্নাঞিঁর বোল স্বুণী তোহ্মার মুখে।
হৃদয় কাম্পএ মোর আতি বড় দুখে ॥
এহা পথে যদি কাহ্নাঞিঁ লৈল মাহাদাণ।
দান এড়ি কেহ্নে করে রূপের বাখান ॥ ১ ॥
আতিবড় দুষ্টহৃদয় বনমালী।
তোহ্মাথো বড়ায়ি মোর হের পুটাঞ্জলী ॥ ধ্রু ॥
কাহ্নাঞিঁর বোলে কেহ্নে পাতসি কানে।
কেহ্নে বা তাহার বোল কহ মোর থানে ॥
তোহ্মা নিয়োজিল সাসুড়ী আহ্মা রাখিবারে।
তাহাত উচিত হএ হেনসি বেভারে ॥ ২ ॥
রাখোআল কাহ্নাঞিঁ সে বড় আছিদর।
তাহার বোলত কেহ্নে তোহ্মার আদর ॥
তোহ্মাত আছএ যবেঁ রতি পতিআস।
আপণেই চল তবেঁ কাহ্নাঞিঁর পাশ ॥ ৩ ॥
এভোঁহো [৩৮।১] চিন্তহ যবেঁ আহ্মার হিত।
কাহ্নের বচনে তবেঁ না দিহ চীত ॥
মৌন করিআঁ দুহেঁ থাকি এক পাশে।
বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

ইত্যুক্ত্বা রাধিকা মৌনমাস্থায় চিরমেকতঃ।
চকার বসতিং নম্রবদনা বৃদ্ধয়া সহ ॥
অথ পঞ্চশরক্ষুণ্ণমনাঃ কৃষ্ণো মুনিব্রতং।
রাধয়াঙ্গীকৃতং মত্বা রভসাদিদমাহ তাম ॥

কোড়ারাগঃ ॥ একতালী ॥

হংস রএ সরোঅরে শুআহো পাঞ্জরে
কুয়িলী সে নন্দনবনে।
একেঁ একেঁ সখিজন সহ্মাক বোলাইলোঁ
না পাইলোঁ তোহ্মার বচনে ॥ ১ ॥
বালি যাইবে ল আহ্মা উপেখিআঁ।
এড়িতেঁ না ফুরে মন যৌবন দেখিআঁ ॥ ধ্রু ॥
সোনার কটুআ দুটি মাণিকে পুরাআঁ।
নেত বসন তাত ওহাড়ন দিআঁ ॥
আহ্মা ভাণ্ডী লআঁ যাহ আমূল ভাণ্ডার।
কাঞ্চুলী ঘুচাআঁ লৈবোঁ তাহার বিচার[১] ॥ ২ ॥
সংপুন পুনমীচাঁদ তোহ্মার বদন।
কাঞ্চ হলদি যেন তোহ্মার বরণ ॥
আকাইলেক কেশ তোর মুঠিএক মাঝা।
তোর রূপেঁ মোহো গেলা ত্রিদশের রাজা ॥ ৩ ॥
তোর মুখে দেখি রাধা [৩৮।২] খাণিএক হাস।
দেখোঁ দশনের যুতী চন্দ্র পরকাশ ॥
ছাড়হ বিমতী রাধা দেহ আলিঙ্গন।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণ ॥ ৪ ॥

মল্লাররাগঃ ॥ রূপকং ॥ লগনী ॥

আরে ভৈরবপতনে গাঅ গড়াহলি গিআঁ।
গঙ্গাজলে পৈস গলে কলসি বান্ধিআঁ ॥
হেন যদি কর কাহ্নাঞিঁ আহ্মার বচনে।
তবেঁ তোর হএ পাপ সাগরে মোচনে ॥ ১ ॥
বিচারিআঁ চাহ কাহ্নাঞিঁ আগম পুরাণে।
কত পাপ হএ কৈলেঁ পরদার মনে ॥ ধ্রু ॥
তোর দুই উরু রাধা ভৈরবপতনে।
নিকটে থাকিতেঁ দূর জাইবোঁ কি কারণে ॥
তোর দুই কুচকুম্ভ বান্ধি নিজ গলে।
বোল রাধা পৈসোঁ মো লাবণ্যগঙ্গাজলে ॥ ২ ॥
সুন সুবদনী রাধা আইহনের রাণী।
পাপের খণ্ডনবুধী আহ্মে ভালে[২] জাণী ॥ ধ্রু ॥
কিছু না বুঝসি কাহ্নাঞিঁ ধরম বেবথা।
আন বুলিতেঁ আন পাতসি কথা ॥
বুঝিল কাহ্নাঞিঁ বুঝিল তোহ্মার মন।
তোহ্মা হেন পৃথিবীত নাহিঁক টেটন ॥ ৩ ॥
বিরোধ না কর কাহ্নাঞিঁ জাইতেঁ দেহ ঘর।
বিহাণ আইলাহোঁ ভৈল তিঅজ পহর ॥ ধ্রু ॥
আহ্মার বচন রাধা সুন পরমান।
বিণি রতি পাই[৩৯।১]লেঁ তোক না এড়িবে কাহ্ন।

---

১ পুথিতে 'বিবাচার'।
২ 'ভালে' তোলা পাঠে।

এআ জাণী বৈশ রাধা আহ্মার পাশে।
বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥
আহ্মার পাশক রাধা আইস সত্বরে।
নহেত বান্ধিআঁ থুইবোঁ দানের আন্তরে ॥ ধ্রু ॥

মালবরাগঃ ॥ রূপকঃ ॥ লগনী ॥

এত বড় রাজা ভৈল ধনের কাতর।
পথে মাহাদাণী থুইল হেন আছিদর ॥ ১ ॥
কাহারো আধিন নহে দেব বনমালী।
আপণে সুণ ল বোল রাধা ল[১] গোআলী ॥ ২ ॥
মোর দধি ঘৃতে কেহ্নে তোহ্মে মাহাদাণী।
তোহ্মে ভাগিনা কাহ্নাঞিঁ আহ্মেত মাউলানী ॥ ৩ ॥
বাটে হাটে ঘাটে কাহ্নাঞিঁর দান বটে।
ভাণ্ড মাথে ঘোল পন কড়াহো নাহিঁ টুটে ॥ ৪ ॥
সবেঁ ঘোল পোণ লেহ[২] দধির পসারে।
মিছাই ঝগড় কর কাহ্নাঞিঁ গোআরে ॥ ৫ ॥
পুরুব জনমে কৈল জলধি মথানে।
তোহ্মে লক্ষ্মী রাধা এবেঁ আহ্মে হরি কাহ্নে ॥ ৬ ॥
সকল পুরুবকথা মিছা কহ তোহ্মে।
কথাঁ কাহ্নু হরি তোহ্মে কথাঁ লক্ষ্মী আহ্মে ॥ ৭ ॥
তোহ্মেত না জাণ রাধা আহ্মার মায়া।
স্বগর্গ মর্ত্ত্য পাতালে আহ্মার এক কায়া [৩৯।২] ৮
রাখোআল হঞাঁ বোল জগতনিবাস।
সুণিআঁ করিব তোরেঁ লোক উপহাস ॥ ৯ ॥
বিণি দান পাইলেঁ আজি না এড়িবোঁ তোরে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীবরে ॥ ১০ ॥

মল্লাররাগঃ ॥ একতালী ॥

ঘৃত দধি নঠ কইলি আরেরে কাহ্নাঞিঁ ল
আহ্বল কৈলী ঘোল দহী।
কি আরে কাহ্নু।
পুবের সুরুজ পশ্চিমে আথ জাএ ল।
এড়ি জাএ গোআলিনী সহী ॥ ১ ॥
জাইবার না দিলি মথুরার হাটে ল।
দানছলে রোহ্মসি বাটে ॥ ধ্রু ॥
গোপীজন সঙ্গে আহ্মে ছছন্দে বুলিলোঁ ল
বিকে[১] জাওঁ মথুরার হাট।
মো কেহ্নে জাণিবোঁ কাহ্নাঞিঁ পথে মাহাদাণী ল
কাল ভৈল যমুনার বাট ॥ ২ ॥
ধর্ম্মের কাহ্নাঞিঁ তোহ্মে ধর্ম্মে মাহাদাণী ল
ধর্ম্ম ছাড়ী কেহ্নে হেন করী।
চারি পাস চাহোঁ যেন বনের হরিণী ল
নিজ মাঁসে জগতের বৈরী ॥ ৩ ॥
সব সলি লাগে মোর কানের কুণ্ডল ল
বৈরি ভৈল পরিধান বাস।
বাসলীচরণ শিরে বন্দিআঁ ল
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস ॥ ৪ ॥

মল্লাররাগঃ ॥ রূপকং ॥

পএর মগর [৪০।১] খাড়ু মাথে ঘোড়া চুলে।
চাঁচরী খেলাওঁ মোএঁ যমুনার কূলে ॥
খেড়ী খেলাইএ আহ্মে নান্দের ঘরে।
নিন্দ না জাএ কংস রাঅ মোর ডরে ॥ ১ ॥
কিকে রাধা আজি তোহ্মে মথুরাক জাইবেঁ।
সুরত সংভোগে রাধা বৃন্দাবন পাইবেঁ ॥ ধ্রু ॥
কণআ সদৃশ রাধা তোহ্মার গাঅ।
হংসগমনে রাধা বাঢ়াসি পাঅ ॥
আতি কঠিন কুচ তোর মাঝা খিনী দেহা[২]।
হেন রূপ যৌবনে না[৩] পাতসি নেহা ॥ ২ ॥
না কর সুন্দরি রাধা আন জঞ্জাল।
আমিআঁ বরিষে তোর নয়ন বিশাল ॥

১ বোল রাধা ল', বোল' ও ল' তোলা পাঠে।
২ পুথিতে দেহ'।

১ পুথিতে বিকো'।
২ 'আতি কঠিনী কুচ মাঝা মাঝা খিনী দেহা'; কঠিনী, ন'র ঈকার ও ১ম মাঝা কাটা এবং মাঝা স্থলে তোলা পাঠে তোর।'
৩ না' তোলা পাঠে।

খোঁপাত লুলয়ে তোর দোলঙ্গের মাল।
এতেকেঁ ভুঞ্জিতেঁ রতি তোর এহি কাল ॥ ৩ ॥
বিম্বফল জিণী তোর আধরের কান্তী।
মুকুতাসদৃশ তোর দশনের যুতী ॥
তোহোর যৌবনে মোর মজি গেল মন।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণ ॥ ৪ ॥

নিপীয় কৃষ্ণবচনং রাধিকাধিমতী সতী।
বেপমানতনুস্তন্বী জগাদ[১] জরতীমিদং ॥

ভাঠিআলীরাগঃ ॥ ক্রীড়া ॥

ঘৃত দধি দুধেঁ পসার সজাআঁ
পিন্ধিলোঁ পাটের সাড়ী।
[৪০।২] খোম্পাত উপর গুঞ্জরে ভ্রমর
তাহাত কাহ্নের ধাড়ী ॥ ১ ধ্রু ॥
কান্দে গোআলিনী পাগলি হআঁ
কি লআঁ জাইবোঁ ঘরে।
দধি পসারে কাহ্নু মাহাদাণী
কংসক না করে ডরে ॥ ধ্রু ॥
কদম তলাত বসিআঁ কাহ্নাঞি
নাকে মুখে বাঁশী বাএ।
দধি খাএ কাহ্নাঞি আর ভাণ্ড ভাঁগে
বলে আলিঙ্গন চাহে ॥ ২ ॥
নাকড়ি তলাত বসিআঁ কাহ্নাঞি
বলে কাটী থাএ থীরে।
জখন দেখোঁ মো কাল কাহ্নাঞি
ডরেঁ চিত নহে থীরে ॥ ৩ ॥
পাপে মন দিআঁ নটক কাহ্নাঞি
গোকুল কুল বিনাশে।
বাসলীচরণ শিরে বন্দিআঁ
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

---

১ জগাদ, দ' তোলা পাঠে।

রাধায়া বচনং শ্রুত্বা জরত্যা প্রতিপাদিতং।
জগাদ চতুরঃ কৃষ্ণঃ সতৃষ্ণো রাধিকামিদং ॥

পাহাড়ীআরাগঃ ॥ ক্রীড়া ॥

তোর বিরহে চিত্ত বেআকুল
না ছান্দো না বান্ধো গাই।
ছান্দের দড়ী সবই হারাইলোঁ
বাছার উদ্দেশ নাহিঁ ॥ [১॥]
সব খন গোঠ উদাওঁ বুলে
তোর ভাবেঁ কাহ্নাঞিঁ।
কেহো বোলে মার কেহো বোলে ধর
যার বাড়ী জাএ গাই ॥ ধ্রু ॥
রাধে ল

(ইহার পর ৪১এর পাতা নাই)

[৪২।১] বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাসে ॥ ৩।

পাহাড়ীআরাগঃ ॥ রূপকং ॥

নিশম্য কৃষ্ণবচনং রাধিকাধিমতী সতী।
বেপমানতনুস্তন্বী জগাদ জরতীমিদং ॥

পাখি জাতি নহোঁ বড়ায়ি উড়ী পড়ি যাওঁ।
যথাঁ সে কাহ্নাঞির মুখ দেখিতেঁ না পাওঁ ॥
হেন মন করে বিষ খাআঁ মরি জাওঁ।
মেদনী বিদার দেউ পসিআঁ লুকাওঁ ॥ ১ ॥
সরূপেঁ মরিবোঁ তবেঁ শুণহ বড়ায়ি।
পন্থে বল করে যবেঁ আবাল কাহ্নাঞিঁ ॥ ধ্রু ॥
দধি খাএ ভাণ্ড ভাঁগে দুধে দেয়ি পাণী।
সমুদ্ধ না মানে সে ভাগিনা মাউলানী ॥
তিন লোক খাআঁ বোলে আন্ধার গোআলী।
জগজনে বোলে সে ভাগিনা বনমালী ॥ ২ ॥
শিশু হেন দেখি কাহ্নু বড় কাজ করে।
এড় এড় বুলিতেঁ আধিকেঁ করে ধরে ॥

তার বোল বুলিতেঁ সব গাত্ম বিষ জলে।
নান্দো যশোদার পোঅ পন্থে বল করে॥ ৩॥
আতি বড় দুরুজন বাটত কাহ্ন।
বার বরিষের মোকেঁ মাঁগে মাহাদান॥
দাণ ঘাটের কাহ্ন এড়ু পতিআশে।
বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাসে॥ ৪॥

কহুরাগ[৪২।২]ঃ॥ রূপকং॥ লগনী॥

স্থন ল স্থন্দরি রাধা পন্থত কৈলোঁ বিরোধা
তোক বৈরী আবাল গোপালে।
মোএঁ গদা হাথে ধরোঁ আজি দাপ চুর করোঁ
দেহ দান না কর কচালে॥ ১॥
আহ্মে আইহনগোআলী সব গুণেঁ আগলী
শিশু মুখেঁ পরবত টালী।
তোরে বোলোঁ বনমালী বাপেঁ মাএঁ দিবোঁ গালী
পন্থ ছাড় ভৈল এত বেলী॥ ২॥
আহ্মা শিশু না দেখিহ স্থণ ল স্থন্দরি রাধা
আহ্মে কলি ত্রিদশ ঈশরে।
স্থন্দরি সরূপেঁ শুন বজর কত পরমান
তার ঘাএঁ পরবত চুরে॥ ৩॥
হাথে মৌহারী বাঁশী গোআল গোঠ রাখসি
পন্থে বসী সাহ মাহাদানে।
কতেক করসি দাপ সহিতেঁ নারিবি চাপ
বিলম্ব করহ কি কারণে॥ ৪॥
পামরী ছেনারি নারী হঞাঁ বড় আছিদরী
আসহন বোলহ সকলে।
তোর ভাল রিত নহে কে তোহোর হেন সহে
দান লৈবোঁ ধরিআঁ আঞ্চলে॥ ৫॥
রাজা বড় দুরুবার আইহন খুরের ধার
কিকে কাহ্নাঞিঁ করহ কচালে।
ঘরত বুলিবোঁ যবেঁ লঘুতা পাইবেঁ তবেঁ
পাছে দো[৪৩।১]ষ না দিহ আহ্মারে॥ ৬॥

স্থণ রাহি স্থন্দরি মারোঁ যবেঁ নহ তিরী
বাটে দান তোহ্মার না ছাড়োঁ।
তোর রাজা কংসাস্থর তার দাপ করোঁ চুর
আন কোন বির সমেঁ ভিড়োঁ॥ ৭॥
ঝগড় না কর পথে যোড় হাথ করি বোলোঁ
সমুচিত নেহ মোর দানে।
তোর পরসাদেঁ জাওঁ আন পাণী নাহিঁ খাওঁ
সাঁঝ ভৈল আইলোঁ বিহানে॥ ৮॥
না লইবোঁ তোর দান মোর বোল পরমান
দেহ মোরে কুচের পাশে।
বাসলীচরণ শিরে বন্দিআঁ
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে॥ ৯॥

কোড়ারাগঃ॥ রূপকং॥

উনমত নহ কাহ্নাঞিঁ মন কর থীর।
মোর পাশ নাহিঁ জাএ আইহন বীর॥
বলেঁ চুম যদি দিবেঁ দশনের ঘাত।
তবেঁ কোণ ছলেঁ ঘর জাইবোঁ গোপীনাথ॥ ১॥
প্রণাম করিআঁ বোলোঁ দেব গদাধর।
একবার দয়া করী আহ্মা পরিহর॥ ধ্রু॥
কেহ্নে হেন কহ হঞাঁ গোআল জাতী।
পরনারীকে কেহ্নে করহ আরতী॥
নান্দ গোপ স্থণিলেঁ হৈবের কোণ গতী।
মণে পরিভাবি কাহ্নাঞিঁ তেজহ বিমতী [৪৩।২]॥ ২॥
দানের আন্তরে কাহ্নাঞিঁ নেহ মুতীমহার।
নাহিঁ যাবোঁ কাহ্নাঞিঁ মথুরাক আরবার॥
ঘৃত দুধ নঠ মোর সকল পসার।
সাস্থড়ী ননন্দ মোর আতি দুরুবার॥ ৩॥
প্রথম বএঁসে মোঁ রাধিকা গোআলী।
না জানোঁ স্থরতি ভাব স্থণ বনমালী॥
এড়হ বাগড় কাহ্নাঞিঁ জাইতেঁ দেহ ঘর।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীবর॥ ৪॥

ধানুষীরাগঃ ॥ যতিঃ ॥:

ত্রিদেশের নাথ আহ্মে কাহ্নাঞি । ল । আল রাধে ।
খোজিলেঁ আহ্মা পাইবেঁ নাহিঁ ॥
বড় আশে আইলোঁ তোর ঠাই ।
পাইল নিধি কে না বিহড়ায়ি ॥ ১ ॥
বারেক রাখহ জীবনে ।
তোরে দিবোঁ আমুল রতনে ॥ ধ্রু ॥
যাবত যৌবন কালে ।
তাবত সরস শৃঙ্গারে ॥
এবেঁ মোর মনে হউ সুখ ।
বিকসু কমল তোর মুখ ॥ ২ ॥
চাহ মোরে আড় করী দীঠে ।
কোণ দোষেঁ দিআঁ যাহ পীঠে ॥
এবেঁ দেব কাহ্ন গদাধরে ।
কামসাগরে কর পারে ॥ ৩ ॥
কেলি করি জাই বৃন্দাবনে ।
দেহ মোরে সরস বচনে ॥
কাহ্নাঞিক না কর নিরাসে ।
গাইল বড়ু চণ্ডী[৪৪।১]দাসে ॥ ৪ ॥

গুজ্জরীরাগঃ ॥ রূপকং ॥ লগনী ॥ জয়জয় ॥

কে বোলে গদাধর কে বোলে কাহ্ন ।
বাটে বাটোআড়ী করী সাহে মাহাদাণ ॥ ১ ॥
আহ্মা না চিহ্নসি তোএঁ মুগধী গোআলী ।
শঙ্খ চক্র আহ্মে গদা শারঙ্গ ধরী ॥ ২ ॥
রাখোআল কাহ্নাঞিঁ বোলসি দেব হরী ।
না জাণো কংস সুণিলেঁ এহাএ মরী ॥ ৩ ॥
প্রাণে মারিবোঁ কংসাসুর মোএঁ হেলে ।
দান লইবোঁ তোক মো ধরিবোঁ বলে ॥ ৪ ॥
ষোল শত গোআলিনী জাইএ বিকে হাটে ।
মাগুকিলেঁ কিলাআঁ মারিবোঁ তোহ্মা বাটে ॥ ৫ ॥
ছাওআল না দেখ মোরেঁ মাথে ঘোড়া চুলে ।
মুণ্ডে মুণ্ডে ডুসাআঁ মারিবোঁ তোহ্মা হেলে ॥ ৬ ॥
তোহ্মার বিরত কাহ্নাঞিঁ তিরীর উপর ।
এতেকেঁ পাইল তোহ্মে মহত্ব বিথর ॥ ৭ ॥
তেজ আল জঞ্জাল রাধা দেহ মোরে দান ।
বিণী দানে না এড়িব আজি তোহ্মা কাহ্ন ॥ ৮ ॥
পথ বিরোধ না কর নান্দের নন্দন ।
দয়া কর মোরে হের ধরোঁ চরণ ॥ ৯ ॥
সুরতি মানিআঁ রাধা জাহা [৪৪।২] নিজ ঘর ।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীবর ॥ ১০ ॥

নিপীয় কৃষ্ণবচনং রাধিকাধিমতী সতী ।
বেপমানতনুস্তন্বী জগাদ জরতীমিদং ।[১]

ধানুষীরাগঃ ॥ রূপকং ॥

সাসুড়ী ননন্দ মোর ঘরে দুরুবারে ।
কোণ ছলেঁ জাইবোঁ ঘর নহোঁ সতন্তরে ॥
শ্রীফলসদৃশ কুচ সেহো মোর বৈরী ।
বোলহ বড়ায়ি এবেঁ কোণ বুধী করী ॥ ১ ॥
প্রাণ লআঁ খেড়া ভৈল আগ হে বড়ায়ি ।
সামীর নিজ ধন খোজন্তি কাহ্নাঞিঁ ॥ ধ্রু ॥
হার কাঙ্কন মোর কাঞ্চুলীতে দেএ টান ।
হেনক হোছাল মারে লএ পরাণ ॥
চুম্বন দিবারেঁ চাহে বদনকমলে ।
আলিঙ্গন চাহে কাহ্নাঞি বিরহের জরে ॥ ২ ॥
কাহাকে বুলিএ রতী না জাণো বড়ায়ি ।
হেন বিপরীত কথা কহন্তি কাহ্নাঞিঁ ॥
মোএঁ শিশুমতী বড়ায়ি করোঁ কোণ বুধী ।
শুণিআঁ বা কি বুলিবে সামী গুণনিধী ॥ ৩ ॥
অমূল রতন মানে ধরে মোর হাথে ।
মাঙ্গে সুরতি দান সান দেই মাথে ॥
নিষধ নিষধ বড়ায়ি শ্রীমধুসূদন ।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণ ॥ ৪ ॥

রাধায়া বচনং শ্রুত্বা জরত্যা প্রতিপাদিতং ।
জগাদ [৪৫।১] চতুরঃ কৃষ্ণঃ সতৃষ্ণো রাধিকামিদং ।

---

১ জজরতীমিদং', ১ম জ' কাটা ।

রামগিরীরাগঃ ॥ রূপকং ॥

দেবের দেব আহ্মে শ্রীবনমালী।
দুখেঁ গেল চিরকাল সুণ ল গোআলী ॥
এবেঁ সুখ ভুঞ্জিতেঁ মোর গেল মন।
পালাউ জরমদুখ দেহ আলিঙ্গন ॥ ১ ॥
না চিহ্নিলি আল রাধা না শুণিলি বাত।
গোকুলত মাহাদাণী শ্রীজগন্নাথ ॥ ধ্রু ॥
শঙ্খ চক্র গদা আহ্মে শারঙ্গ ধরী।
আহ্মা না চিহ্নসি রাধা মুগধী গোআলী ॥
কোপেঁ শচীপতি যবেঁ বরিষএ ধারী।
গোকুল রাখিল আহ্মে করে গিরী ধরী ॥ ২ ॥
শম্ভু সব বান্ধি খোঁপা পাটোল পহিরিআঁ।
বিকে যাসি গোআলিনী লাস করিআঁ ॥
বিধিএঁ গঢ়িল রাধা তোর দুঈ তন।
তা দেখিআঁ ভোলে পড়িলা জনার্দ্দন ॥ ৩ ॥
বারে বারে গোআলিনী দধি বিকে যাহা।
দান ভাঙ্গিআঁ মোর নিতেই পালাহা ॥
ছাড়িব দান রাধা দেহ আলিঙ্গন।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণ ॥ ৪ ॥

নিপীয় কৃষ্ণবচনং রাধিকাধিমতী সতী।
বেপমানবপুর্ব্বল্লী জগাদ জরতীমিদং ॥

ভাঠিআলীরাগঃ ॥ রূপকং ॥

আন [৪৫।২] ডাক দিআঁ বড়ায়ি নাপিতের পো।
কানড়ী খোঁপা বড়ায়ি মুণ্ডায়িবোঁ মো ॥
কানড়ি[১] খোঁপা বড়ায়ি মোর দুঈ তন।
যা দেখিআঁ কাহ্নাঞিঁ করন্তি যতন ॥ ১ ॥
কি কৈলি কি কৈলি বিধি নিরমিআঁ নারী।
আপণার মাঁসে হরিণী জগতের বৈরী ॥ ধ্রু ॥
আলকে তিলক বড়ায়ি কাজল নয়নে।
এহা দেখি বেআকুল নান্দের নন্দনে ॥
আর না পিন্ধিবোঁ বড়ায়ি সুরঙ্গ পাটোল।
এহা দেখি মাঁগে কাহ্নাঞিঁ বিরহের কোল ॥ ২ ॥
মুছিআঁ পেলাইবোঁ বড়ায়ি সিশের সিন্দুর।
বাহুর বলয়া মো করিবোঁ শঙ্খচুর ॥
ছিণ্ডিআঁ পেলাইবোঁ বড়ায়ি সাতেসরী হার।
যা দেখিআঁ মাঙ্গে কাহ্নাঞিঁ নিবিড় শৃঙ্গার ॥ ৩ ॥
হেন মন করে বড়ায়ি দহে পৈসী মরী।
পরার পুরুষ সমেঁ ধামালী না করী ॥
ধামালী বুলিতেঁ কাহ্নে না দিহলি আস।
বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাস ॥ ৪ ॥

রাধায়া বচনং শ্রুত্বা জরত্যা প্রতিপাদিতং।
জগাদ চতুরঃ কৃষ্ণঃ সতৃষ্ণোঽধিকামিদং ॥

পাহাড়ীআরাগঃ ॥ ক্রীড়া ॥ লগনী ॥

নিতি নি[৪৬।১]তি রাধা যাসি বিকে।
মোর মাহাদান ভাঙ্গাসি কিকে ॥ ১ ॥
নিলজ বড় গোকুলের কাহ্নু।
কোণ বিতে তোর মাহাদান ॥ ২ ॥
ঘৃত দধি দুধ তোর পসার।
মাহাদান কিকে ভাঁগ আহ্মার ॥ ৩ ॥
বিথর কালে বিথর গুণী।
ঘৃত দধি দুধে বসে মাহাদানী ॥ ৪ ॥
পুছিআঁ চাহা বলভদ্র ভাই।
মোর মাহাদান তোহ্মার ঠাই ॥ ৫ ॥
কিবা পুছিবোঁ মোএঁ বলভদর।
তোহ্মাথো আধিক সে আছিদর ॥ ৬ ॥
বড়ার ঝি তোর ভাল নহে মতী।
আজি করোঁ তোর পঞ্চ সঙ্গতী ॥ ৭ ॥
এলোক ওলোক সে জন[১] খাএ।
সেহ্নি এহা পথে মাহাদাণী বোলাএ ॥ ৮ ॥
বার বরিষের আহ্মার দান।
বান্ধিআঁ তোহ্মার লইবোঁ পরাণ ॥ ৯ ॥

১ কাড়ড়ি', ড়'র উপর তোলা পাঠে ন'।

১ যে জন' পাঠ ধরিলে অর্থ অপেক্ষাকৃত স্পষ্ট হয়।

কাহাক দেখাহ এ কাঠদাপে।
বান্ধিতেঁ না পারে তোহ্মার বাপে ॥ ১০ ॥
সুন্দরি রাধা মোর বোল শুন।
ছাড়িব দান দেহ আলিঙ্গন ॥ ১১ ॥
না জাণো কাহ্নাঞিঁ সুরতি আশে।
কেহ্নে করহ হেন আভিহাসে[১] ॥ ১২ ॥
গোআল জাতী আতি পণ্ডিআঁ।
[৪৬।২] পুরুষে আধিক তিরী আগুিআ[২] ॥ ১৩ ॥
রাধাক রাখিল কাহ্নাঞিঁ।
গাইল চণ্ডীদাস বাসলী আই ॥ ১৪ ॥

পাহাড়ীআরাগঃ ॥ ক্রীড়া ॥

বিচিত্র খোঁপার উপরেঁ রাধা
পুষ্প তোর শোভে মাথে।
কন্নের কুণ্ডল রতনে উজল
তোর মুখ নিশানাথে ॥
শিশের সিন্দুর সুরেখ শোভে
আর দশনের যুতী।
বন্ধুলী জিণিআঁ তোহ্মার আধর
গিএ শোভে গজমুতী ॥ ১ ॥
রাধে দাণের কর সুসারে।
পালাইলেঁ দান এড়ান না জাএ
পাইলেঁ মূল আফারে ॥ ধ্রু ॥
বারেঁ বারেঁ যাহা দুধি দুধ লআঁ
পালাইআঁ আন পথে।
দৈবযোগেঁ আসি এবার রাধা
পড়িলা আহ্মার হাথে ॥
একবারেঁ তোর সব দান লৈবোঁ
আর খাইবোঁ দধী।
আহ্মে জগন্নাথ ত্রিদশ-ঈশর
তোহ্মে নাহিঁ জান সুধী ॥ ২ ॥

বাহুযুগ তোর কনক মৃণাল
কুচ উলট কটোরে।
মুঠি এক মাঝা গরুঅ জঘন
তাত বড় লোভ মোরে ॥
উরুযুগ রাম- কদলী চরণ
থলকমল আকারে।
এক এক আঙ্গে লক্ষ লক্ষ দান
উচিত হএ আহ্মারে ॥ ৩ ॥
এহা দান দিআঁ আ[৪৭।১]পণ ইছাএ
চলহ মথুরা নগরে।
যবেঁ দান দিতেঁ না পারহ রাধা
শুন আহ্মার উত্তরে ॥
ঈসত হাসিআঁ পাসত বসিআঁ
পুরহ আহ্মার আশে।
বাসলীচরণ শিরে বন্দিআঁ
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

রামগিরীরাগঃ ॥ রূপকং ॥

সাসু নিষধিল মোরে বালী ল বহু
দধি বিকে না জাইহ কালী।
উ বেলি না জাইহ মথুরার হাটে ল।
ভাণ্ড ভাঁগিব তোর কাহ্নে।
আল
দধি খাইব তোর আনে।
আল
রাজভাগিনা বল করিব তোরে বাটে ॥ ১ ॥
আল
মোরে তেজ বনমালী।
সাসু দুরুবার ঘরে পাড়িব গালী ॥ ধ্রু ॥
মোএঁ আইহর্ন বীরের গোআলী।
আল
বল না কর বনমালী।
কংসে সুধি পাইলেঁ হইবেঁ তোহ্মে আপোষে।

১ পড়িহাসে' কাটিয়া আভিহাসে' করা আছে।
২ আগুিআঁ', চন্দ্রবিন্দু কাটা।

মোএঁ কান্দিআঁ সাম্ভু জণায়িবোঁ।
তোর কাহ্নাঞিঁ নাম পেলাইবোঁ।
পাছেঁ বুলিবেঁ আবালী রাধার দোষে ॥ ২ ॥
কাল হাণ্ডির ভাত না খাওঁ।
কাল মেঘের ছায়া নাহিঁ জাওঁ।
কালি[৪৭।২]নী রাতি মোঁ প্রদীপ জালিআঁ পোহাওঁ
কাল গাইর ক্ষীর নাহিঁ খাওঁ।
কাল কাজল নয়নে না লওঁ।
কাল কাহ্নাঞিঁ তোক বড় ডরাওঁ ॥ ৩ ॥
আঠ চারি বরিষের বালা।
তোর মাথে শোভে ঘোড়া চুলা।
এহা বুঝী তেজহ কাহ্নাঞিঁ আহ্মার পাশে।
তেজ মিছা মাহাদানে।
ঘর যাহা নিজ মানে।
বাসলী বন্দিআঁ গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

রামগিরীরাগঃ ॥ রূপকং ॥

কাল আখরেঁ তীন ভুবন বিচারি।
কাল মেঘের জলে জীএ সংসার ॥
কাল গাইর ক্ষীর লাগে বড় কাজে।
কাল রতনে হার শোভে দেবরাজে ॥ ১ ॥
আকারণে আল রাধা নিন্দসি কৃষ্ণ কালা।
সর্ব্বাঙ্গে স্থন্দর নান্দো যশোদার বালা ॥ ধ্রু ॥
কাল চিকুর শোভে মাথার উপরে।
কাল ভুরুহী শোভে বদনকমলে ॥
কাল ভ্রমরে কমলবন শোহে।
কাল কাজলে[১] নারী জগজন মোহে ॥ ২ ॥
কাল নাঞ্ছন কোলে ধরে শশধরে।
কাল আ[ল]কপাঁতী শোভএ কপোলে ॥
কা[৪৮।১]ল উতপল নয়নে শোভসি গোআলী।
কাল স্থন্দর দেহেঁ শোভেঁ বনমালী ॥ ৩ ॥
কাল মেঘের পাশে শোভে পুনমির চন্দ।
এহা বুঝী না কর রাধা তোঁ মন মন্দ ॥

কাল কাহ্নের এবেঁ ধরহ বচন।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণ ॥ ৪ ॥

দেশাগরাগঃ ॥ লঘুশেখরঃ ॥

কাল কাহ্নাঞিঁ তোহ্মে আহ্মা না উপেখ।
কামে আন্ধল হআঁ বাট নাহিঁ দেখ ॥
কাল শরীর কাহ্নাঞিঁ কাল তোর মন।
দানছলেঁ বাট পাড় সর্ব্বথন ॥ ১ ॥
আবুধ ছাওয়াল কাহ্নাঞিঁ মাঙ্গসি দান।
আইহন জানাআঁ তোর লইবোঁ পরাণ ॥ ধ্রু ॥
কাঞ্চুলী ভাঁগসি মোর ছিণ্ডসি[১] হার।
মিছাই লোড়সি কাহ্নাঞিঁ আহ্মার পসার ॥
দধি দুধ ঘৃত খাইলি ভাঁগিলি ভাণ্ড।
গোআলকুলে কি তোহ্মে উপজিল সাণ্ড ॥ ২ ॥
ঘৃত দধি দুধ ঘোল ছাড়াআঁ মোর।
বিমুখ হয়িআঁ খলখলি হাস তোর ॥
তভোঁহোঁ নিলজ কাহ্নাঞিঁ মাঙ্গসি দাণ।
তোর মোর হৈবে কাহ্নাঞিঁ বড়য়ি বাখান ॥ ৩ ॥
আপণা চিহ্নিআঁ কাহ্নাঞিঁ জাহা নিজ ঘর।
মিছাই [৪৮।২] সাধহ দাণ হআঁ আছিদর ॥
পন্থ ছাড় কাহ্নাঞিঁ তেজ রতি আশে।
বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

ললিতরাগঃ ॥ রূপকং ॥ লগনী ॥

শুণত স্থন্দরি রাধা পাঞ্জীর বাখান।
ষোল শত কুতাঘাটে মোর মাহাদান ॥ ১ ॥
এবেঁ রাজা হয়িল ধনের কাতর।
পথে মাহাদাণী থুয়িল হেন আছিদর ॥ ২ ॥
আছিদর নহোঁ রাধা এ মতীএঁ থীর।
এ তীন ভুবনে নাহিঁ আহ্মাক বীর ॥ ৩ ॥
এ বোল বুলিতেঁ কাহ্নাঞিঁ মুখে লাজ বাস।
এভোঁহো নাহিঁ ঘুচে তোর মুখে দুধবাস ॥ ৪ ॥

---

[১] পুথিতে কাজনে'।

[১] ছিণ্ডিবোঁ', ণ্ডিবোঁ' কাটা এবং তৎস্থলে তোলা-পাঠ 'ছিণ্ডি'।

ছাওআল নহোঁ রাধা আইহন গোসাঞিঁ।
না চিহ্নসি আহ্মা রাধা দেব কাহ্নাঞিঁ ॥ ৫ ॥
ঘৃত দুধ লঞা যাওঁ মথুরার হাট।
থাণিএক ছাড়িআঁ কাহ্নাঞিঁ মোরে দেহ বাট ॥ ৬ ॥
তোহ্মাত লাগিআঁ রাধা ভৈলোঁ পাগল।
তেকারণে রাধা তোরে পন্থে কৈলোঁ বল ॥ ৭ ॥
পাগল হয়িলা যবেঁ যাহ বেজঘর।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীবর ॥ ৮ ॥

মল্লাররাগঃ ॥ রূপকং ॥

পুতনার [৪৯।১] প্রাণ লৈলোঁ আতি শিশুকালে।
সকট[১] আসুর মোএঁ দলিলোঁ হেলে ॥
জমল আর্জ্জুন রাধা দুঈ আসুর।
তাহারো পরাণ লঞা নিলোঁ যমপুর ॥ ১ ॥
গোআলিনী রাধা ল না বোল বীরদাপ।
এ তীন ভুবনে যানে আহ্মার প্রতাপ ॥ ধ্রু ॥
উনঞ্চাস বাএ রাধা কৈল ঘন গড়।
সাত দিন নয় রাতি গোকুলত ঝড় ॥
বরিষে মুষল ধারা পাণী পাথর।
গোকুল রাখিলোঁ করে ধরি গিরিবর ॥ ২ ॥
হনুমান মাহাবীর হৈলা সারথী।
তবেঁ কৈলোঁ সেতুবন্ধ আহ্মে দাশরথী ॥
মাইল ইন্দ্রজিত ভায়ি লক্ষ্মণে।
জয় জয় হুলাহুলী দিল দেবগণে ॥ ৩ ॥
সুণ তোএঁ আল রাধা আহ্মার কাহিনী।
কাহ্ন মাহাবীর জগতেঁ ভালেঁ জাণী ॥
পাছে হারায়িবি কোলের নিধি কাহ্নে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণে ॥ ৪ ॥

নিশীম্য কৃষ্ণবচনং রাধিকাধিমতী সতী।
বেপমানতনুস্তন্বী জগাদ জরতীমিদং ॥

মাহারঠারাগঃ ॥ রূপকং ॥

কালিনীমাএ মোর নাম থুইল রাধা।
হাছি জিঠী কেহো তাত না [৪৯।২] দিল বিরোধা।
আহ্মে দুখমতী নারী আঠকপালী।
আসিআঁ পরিআঁ গেলোঁ কাহ্নের ধামালী ॥ ১ ॥
হরি হরি কিসকে চলিলোঁ বড়ায়ি মথুরা নগর।
আহ্মা দুখমতী লঞা ভৈল আথান্তর ॥ ধ্রু ॥
দধি বিকে জাইএ বড়ায়ি বারহ বৎসর।
কোণোহো দানীর পোএঁ না দিল উত্তর ॥
এবেঁ কাহ্নাঞিঁ ভৈল আতি বড়[১] দুরুবার।
যাণাইবোঁ কংস যেন করএ বিচার ॥ ২ ॥
গোআলার ঝি আহ্মে আতিশয় বালী।
মোর আশ ছাড়ুক নটক বনমালী ॥
এক বেলি কাহ্ন মোর রাখুক সমান।
দয়া করী কাহ্ন মোরে দেউ জীউ দান ॥ ৩ ॥
কাম্পিতেঁ কান্দিআঁ বোলোঁ তোহ্মার চরণে।
একবার আহ্মা প্রতি দয়া ধর মনে ॥
নিবারহ কাহ্নাঞিঁ আহ্মার বচনে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণে ॥ ৪ ॥

রাধায়া বচনং শ্রুত্বা জরত্যা প্রতিপাদিতং।
জগাদ চতুরঃ[২] কৃষ্ণঃ সতৃষ্ণো রাধিকামিদং ॥

দেশাগরাগঃ ॥ লগনী ॥ ক্রীড়া ॥

আতি রূপসী পদুমিনী জাতী
দেখি থীর নহে মনে।
তোর বিরহে চি[৫০।১]ত্ত বেআকুল
মোএঁ না জীবোঁ কেনমনে ॥ ১ ॥
হেনক বচন না বোল কাহ্নাঞি
তোর বাপে নাহিঁ লাজ।

১ সকলট', ল' কাটা।

১ বড়' তোলা পাঠে। ২ চতুরঃ', ত্যু' তোলা পাঠে।

সোদর মাউলানীত ভোলে পড়িলাহা
দেখিআঁ রূপস কাজ ॥ ২ ॥
মদনবাণে চিত্ত বেআকুল
কিবা ঘোসসি মামী মামী ।
মিছা কাজে মোকে ভাণ্ডিতেঁ চাহ
সকলে জাণিএ আহ্মী ॥ ৩ ॥
ছাওআল কাহ্নাঞিঁ বোল না বুঝসি
বুঝিল তোহ্মার মতী ।
মোঁ জে গোআলিনী আবালী রাধা
না জাণো রঙ্গ স্নরতী ॥ ৪ ॥
আহ্মে সে কাহ্নাঞিঁ গোআল নাগর
তোহ্মার বার বরিষে ।
নহুলী যৌবন আতি শুশোভন
স্নরতি দেহ হরিষে ॥ ৫ ॥
প্রথম যৌবন মুদিত ভাণ্ডার
তাত না সম্বাএ চুরী ।
আহ্মার যৌবন কাল ভুজঙ্গম
ছুইলেঁ খাইলেঁ মরী ॥ ৬ ॥
আহ্মে সে কাহ্নাঞিঁ তোহ্মে চন্দ্রাবলী
মরণে তোহ্মা না ছাড়ী ।
তোহ্মার যৌবন কাল ভুজঙ্গম
আহ্মেহো ভাল গারুড়ী ॥ ৭ ॥
নাগর কাহ্নাঞিঁ মোকে বিগুতে
আশেষ নেআঅ জুড়ী ।
[৫০।২] কোণ বিবুধি এ হেন পথে
আনিলে দারুণী বুঢ়ী ॥ ৮ ॥
নাগর দেখিআঁ দেহ আলিঙ্গন
কিকে কর আভিরোষে ।
আহ্মার করমে তোহ্মাক আণিলে
বড়ায়ির কমণ দোষে ॥ ৯ ॥
তপতু দুধ নালে না পীএ
জুড়ায়িলেঁ সোআদ তাএ ।
নহুলী যৌবন কাঁচ শিরিফল
তাহাক কেহো নাহিঁ খাএ ॥ ১০ ॥
যাত খিধা বসে নাগরি রাধা
কিবা তার কাঁচ পাকাএ ।
যেমনে পাএ তেমনে খাএ
যা নাহিঁ খিধা পালাএ ॥ ১১ ॥
দীঠি দীঠি চাহি বোলোঁ মো কাহ্নাঞিঁ
আহ্মাক এড়িতেঁ জুআএ[১] ।
সমুখ দীঠে পড়িলে বনত
ভুখিল[২] বাঘ না খাএ ॥ ১২ ॥
আহ্মার বচনে স্নন্দরি রাধা
মনে কর হরিষে ।
বাসলীচরণ শিরে বন্দিআঁ
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস ॥ ১৩ ॥

ধানুষীরাগঃ ॥ একতালী ॥

দেখাদেখি বড় মিঠ আর মিঠ হাস ।
তেকারণে আল রাধা আইলোঁ তোর পাশ ॥
আলিঙ্গন দেহ চিত্তে হউক সোআথ ।
তোহ্মার কারণে আরতিল জগন্নাথ ॥ ১ ॥
কিকে [৫১।১] চাহিলেঁ রাধা আড় নয়নে ।
আকুল পরাণ ভৈল তোর দরশনে ॥ ধ্রু ॥
আঞ্চল চঞ্চল তোর নয়ন খঞ্জনে ।
আর্জ্জুনের বাণ জিণী তাহার সন্ধানে ॥
যে বোল বোলসি রাধা তাহাক করিবোঁ ।
আকাশের চান্দ চাহা তাক আণি দিবোঁ ॥ ২ ॥
আধর বন্ধুলী তোর বদন কমলে ।
মাণিক জিণিআঁ তোর দশন উজ্জলে ॥
বারেক স্নরতি মান না কর নিরাসে ।
পাছে কৈলী না পাইবেঁ দেব হৃষীকেশে ॥ ৩ ॥
এক মুখেঁ তোর রূপ কহিতেঁ না পারী ।
সর্ব্বাঙ্গে স্নন্দরি রাধা মোহিলী মুরারী ॥

---

১ 'এড়িতেঁ না জুআএ', না' কাটা ।
২ ভুখিল' তোলা পাঠে ।

আলিঙ্গন দিআঁ তোষ নান্দের নন্দনে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণে ॥ ৪ ॥

কৃষ্ণস্য বচনং শ্রুত্বা রাধিকাধিমতী সতী।
বেপমানতনুস্তন্বী জগাদ জরতীমিদং ॥

বেলাবলীরাগঃ ॥ একতালী ॥

দহে পৈসু বড়ায়ি তিরীর জীবন।
বৈরি হআঁ লাগিল এ রূপ যৌবন ॥
এহা দুখ বড়ায়ি গ সহিতেঁ না পারী।
আপণ গাএর মাঁসে হরিণি বিকলী ॥ ১ ॥
হরি হরি সুন [৫১।২] বড়ায়ি মথুরা গমন নাহিঁ।
বৈরি হআঁ লাগিল এ কাল কাহ্নাঞিঁ ॥ ধ্রু ॥
কমণ আসুভ ক্ষণে বাঢ়ায়িলোঁ পা।
হাঁছী জিঠী তাত কেহো নাহিঁ দিল বাধা ॥
সোদর ভাগিনা বড়ায়ি মাঙ্গএ সুরতী।
দিবওঁ পরাণ মোঁ করিবোঁ আত্মঘাতী ॥ ২ ॥
সোনার চুপড়ী বড়ায়ি রুপার ঘড়ী।
নেত আঞ্চল সে দিআঁত ওহাড়ী ॥
নঠ হৈল ঘোল দুধ আর নঠ ঘী।
এড়ি জাএ মোক সব গোআলার ঝী ॥ ৩ ॥
কান্দিআঁ জাণায়িবোঁ কাঁশে।
পাছে কাহ্নাঞিঁ মোকে না দিহে দোষে ॥
বোলহ কাহ্নাঞিঁ এভোঁ তেজু মোর আশ।
বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাস ॥ ৪ ॥

রাধায়া বচনং শ্রুত্বা জরত্যা প্রতিপাদিতং।
জগাদ চতুরঃ কৃষ্ণঃ সতৃষ্ণো রাধিকামিদং ॥

কোড়ারাগঃ ॥ একতালী ॥

বেদ উদ্ধারিলোঁ ক্রীড়া সাগরিজলে
নীলাএ আহ্মে মুরারী।
দৈত্য দলিলোঁ আসুর সংহারিলো
শঙ্খ চক্র গদা ধরী ॥ ১ ॥
নটক কাহ্নাঞিঁ কপট মতী
কত না পাতসি মায়া।
তোহ্মার পরাণে বেদ উদ্ধারিল
সপত পা[৫২।১]তাল গিআঁ ॥ ২ ॥
রাম রূপেঁ রাবণ বধিলোঁ
লঙ্কা কইলোঁ ছারখার।
লক্ষ্মণ সহাএঁ সাধিলোঁ মান
সীতার কইলোঁ উদ্ধার ॥ ৩ ॥
আকাশপ্রমান লঙ্কার গড়
তোহ্মার পরাণে তথাঁ জাই।
গরু রাখোআল গোঠে থাকহ
মিছা বোলহ তুহ্মি ভাই ॥ ৪ ॥
আহ্মে যে কৃষ্ণ হরি বনমালী
কৌতুকেঁ রাখিলোঁ গাই।
মিছা না বোলোঁ আপণ বলেঁ
দান সাধোঁ তুহ্মি ভাই ॥ ৫ ॥
আছিদর কাহ্নাঞিঁ বোল না বুঝসি
মুখত ধ্বজর বসে।
শুনিলেঁ কংস মরিআঁ জাইবি
আপণ করমদোষে ॥ ৬ ॥
বরাহ রূপেঁ দান্তের আগে
তোলী ধরিলোঁ মহী।
নরসিংহ রূপেঁ হিরণ্য[১] বিদারিলোঁ
তোহ্মে না জাণহ রাহী ॥ ৭ ॥
বুঝিল কাহ্নাঞিঁ তোহ্মার বিরত
মিছা না করহ দাপে।
আছুক তোহোর কথা হেন করিতেঁ
নারে তোর বাপে ॥ ৮ ॥
অবুধ গোআলিনী বোল না বুঝসি
মোর না জাণসি কুল।
ক্ষত্রিয় কুলে জরম আহ্মার
বী[৫২।২]র পিতা শ্রীবসুল ॥ ৯ ॥

১ হরি' কাটিয়া হিরণ্য' করা।

না কর জঞ্জাল যাঁও মথুরা
ছাড়হ আহ্মার আশে।
বাসলীচরণ শিরে বন্দিআঁ
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥ ১০ ॥

কোড়াদেশাগরাগঃ ॥ একতালী ॥

যমুনার তীরে রাধা কদমের তলে
তথি মাঝেঁ কাহ্নাঞিঁর থানে।
বোলে চালেঁ এড়ায়িতেঁ না পারিবি রাধা ল
দিআঁ যাহা স্থরতী দানে ॥ ১ ॥
পথে মাহাদানী কাহ্নাঞিঁ আহ্মে।
কেহ্নে রাধা না দেহ দানে ॥ ধ্রু ॥
শঙ্খ চক্র গদা শারঙ্গ ধরোঁ
আহ্মে দেব শ্রীবনমালী।
সব কলা সংপুনী আইহনের রাণী
নাম তোর রাধা চন্দ্রাবলী ॥ ২ ॥
পুরুব কালতে তোর পতি চক্রপাণি
তো এবেঁ পাসরিলি কেহ্নে[১]।
তোহ্মার কারণে আহ্মে আবতার কৈল
দিআঁ যাহ আলিঙ্গন দানে ॥ ৩ ॥
চন্দ্রবদনী রাধা স্থন মোর বোল
তোত মোর আছে রতি আশে।
তোর দুঈ কুচ মাঝে মোর মন গেল ল
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

গুজ্জরীরাগঃ ॥ যতিঃ ॥

আপণে বোল তো[৫৩/১]হ্মে ত্রিদশের পতী।
তবেঁ কেহ্নে পরদারে মজে তোর মতী ॥
গরু রাখি বুল তোহ্মে মাঝ বৃন্দাবনে।
এবেঁ পাপ কাজে লাগি স্থাহ মাহাদানে ॥ ১ ॥
ছাড়হ কাহ্নাঞিঁ তোহ্মে পাপ বচনে।
আইহন শুণিলেঁ তোর লইব পরাণে ॥ ধ্রু ॥
তুমি ছুইআঁ হাথ পরসও দুঈ কানে।
এভোঁহো কাহ্নাঞিঁ তোত না ভৈল গেআনে ॥
আহ্মাকে না কর কাহ্নাঞিঁ আধিক যতনে।
কভোঁ না শুনিব আহ্মে তোহ্মার বচনে ॥ ২ ॥
তোহ্মার বচন মোর না সাম্বাএ কানে।
তভোঁহো কাহ্নাঞিঁ কেহ্নে করহ যতনে ॥
এহা বুঝী নিবারিআঁ পাপত মন।
বাহুড়ী আপণ ঘর করহ গমন ॥ ৩ ॥
কিসক করহ কাহ্নু হেন পরবন্ধ।
তোর সমে আছে মোর নিয়ড় সম্বন্ধ ॥
এহা জাণী ছাড় কাহ্নাঞিঁ আহ্মার আশে।
বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

দেশাগরাগঃ ॥ একতালী ॥

খোঁপাত উপর তোর বউলমাল দেখী।
সিসের সিন্দুর তোর লক্ষ দান লেখী ॥
না[৫৩/২]সা তিলফুল তোর জগজন মোহে।
কাজলের রেখা তোর লক্ষ দান নহে ॥ ১ ॥
না জাহা না জাহা গোআলী ওলাহা পসারা।
আহ্মে মাহাদানী তোর লইব বিচারা ॥ ধ্রু ॥
ঘৃত দধি দুধ ঘোল তোহ্মার।
ভাণ্ড মাথে ষোল পোণ দান আহ্মার ॥
এবেঁ স্থন্দরি রাধে করিবেঁ কী।
আর জাইতেঁ না পাইবেঁ গোআলার ঝী ॥ ২ ॥
কড়ী দিতেঁ না পারিবি মোর মাহাদানে।
এভোঁ দেহ আল রাধা আলিঙ্গন দানে ॥
কিকে পরিহর রাধা শ্রীমধুসূদন।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণ ॥ ৩ ॥

পাহাড়ীআরাগঃ ॥ ক্রীড়া ॥

দেহের দেবতা তোহ্মে জগতের নাথ।
বলে ধর আঞ্চলে খোঁপাত দেহ হাথ ॥

১ 'পাসরিলি কিকে' লেখা এবং কিকে' কাটা।

কাঞ্চুলী ছিণ্ডিআঁ মোর বিদারহ তনে।
না জাণো নান্দের পোঅ হেন করে কেহ্নে ॥ ১ ॥
অপরুব কথা মোএঁ কহিবোঁ কাহারে[১]।
পঞ্চ সঙ্গতি কৈল কাহ্নাঞিঁ আহ্মারে ॥ ধ্রু ॥
বাহুর বলয়া মোর নিতেঁ চাহ হার।
বলে চুম্ব চাহ আর সরস শৃঙ্গার ॥
ধর[৫৪।১]ম লজ্ঘিআঁ কাহ্নাঞিঁ পাপে দিলি মন।
নিয়ড় হইল তোর যমের করণ ॥ ২ ॥
দধি খাই ভাণ্ড ভাঁগি দুধে দেহ পাণী।
সম্বন্ধ না মান কাহ্নাঞিঁ ভাগিনা মাউলানী ॥
দুই লোক খাআঁ বোল আহ্মার গোআলী।
জগ জাণে আহ্মার ভাগিনা বনমালী ॥ ৩ ॥
যবেঁ আহ্মে না দিব কাহ্নাঞিঁ তোরে ফল।
তবেঁ এহি মতেঁ পথে করিবি তোঁ বল ॥
ঝাঁট গিআঁ আণাওঁ আইহন কংস রাএ।
বাসলী শিরে বন্দী চণ্ডীদাস গাএ ॥ ৪ ॥

কহ্নুরাগঃ ॥ একতালী ॥ লগনী ॥

আইস গোআলিনী বইস কদমের তলে
সব তত্ত্ব কহো মোঁ তোহ্মারে।
কর কুলআঁ ঘাটে কাহ্নু মাহাদানী বাটে
কোণ বুধি কোণ পরকারে ॥ ১ ॥
সুণ তোঁ নিলজ কাহ্নু কিসক সাধহ দান
কোন বিধ[২] বথুর উপরে।
জীবারে নারহ যবেঁ হেনক করহ তবেঁ
ভিক্ষা মাঙ্গহ ঘরে ঘরে ॥ ২ ॥
আইহন সে জীএ কিকে হেন নারী পাঠাএ বিকে
গোপ জাতী ধনের কাত[৫৪।২]রে।
যার ঘরে হেন নারী সে কেহ্নে ধন ভিখারী
তোহ্মা বান্ধা দেউ মোর ঘরে ॥ ৩ ॥
হইএ আহ্মে গোপ জাতী পতি ছাড়ী নাহিঁ গতী
ঘৃতে দুধেঁ সাজিএ পসারে।
তোহ্মে রাখোআল জনে কড়া চারী কড়ী ধনে
আপণাক জাণহ ঈশরে ॥ ৪ ॥
তোঁএ সে গোআ[ল জায়া] না বুঝসি মোর মায়া
আহ্মে ত্রিভুবনে আধিকারী।
আছি গোপরুপ ধরী আহ্মে যবেঁ মন করী
তোহ্মাহো কিণিতেঁ তবেঁ পারী ॥ ৫ ॥
যেবা হএ বড় জন তার নহে হেন মন
বুঝিলোঁ মো তোহ্মার বচনে।
পুণ্য থুইআঁ এক ভিতে পাপে মজাইআঁ চিত্তে
আতী ধনী হআঁ সাধ দানে ॥ ৬ ॥
স্বগ্‌র্গ মর্ত্ত্য পাতালে মোর দান সর্ব্বকালে
তোর আশেঁ আছোঁ এহা পথে।
এভোঁ যবেঁ যৌবন রাখিবারে কর মন
বান্ধিআঁ থুইবোঁ দুই হাথে ॥ ৭ ॥
সুণহ [মোর বচন] নটক টেণ্টন কাহ্নু
কেহ্নে কর আপমানকে বাটে।
তোর কি বাড়িতে আছোঁ তোর কিবা ভাত খাওঁ
না মানসি কংস [৫৫।১] রাঅ পাটে ॥ ৮ ॥
হইএ আহ্মে দামোদর মারিলোঁ আসুর বল
কত দাপ দেখাসসি মোরে।
মারিবোঁ কংস আসুর তোর দাপ করোঁ চুর
দেখোঁ কে বা পড়িঘাএ তোরে ॥ ৯ ॥
হঅ গরু রাখোআল বোল আকাশ পাতাল
তা সুণি কেবা পাতিআএ।
তোহ্মে বাটে মাহাদাণী মোহোঁ আইহনরাণী
বল কৈলেঁ জাণাইবোঁ রাজাএ ॥ ১০ ॥
রাধা হে তোর বলে ভাণ্ড ভাঁগিআঁ
সকল দধি খাইবোঁ আপণ ইছাএ।
বাসলীচরণ শিরে বন্দিআঁ ল
বড়ু চণ্ডীদাস গাএ ॥ ১১ ॥

ধানুষীরাগঃ ॥ একতালী ॥

কাহ্নাঞিঁ তোর মান ধরে সকল ঋষি।
মাথে ঘোড়াচুল [হাথে] মনোহর বাঁশী ॥

---

১ 'কহিবোঁ কাএ' এ' কাটিয়া হারে' করা।
২ পুথিতে বিধু'।

হেন কাহ্নাঞিঁ ভাণ্ড ভাঁগিআঁ খাইলে দহী।
কাতে নিবেদিবোঁ মোএঁ এথাঁ কেহো নাহিঁ ॥ ১ ॥
এখুনি বুলিবোঁ গিআঁ যশোদার থানে।
নিমাথি দেখিআঁ মোক বল করে কাহ্নে ॥ ধ্রু ॥
কাঞ্চুলী ভাঁগিআঁ কুচে দিতেঁ চাহ হাথে।
হেন বুঝোঁ তোহ্মার কাটিলেঁ লাগে মাথে [৫৫।২] ॥
এবেঁ সে জাণিলোঁ কাহ্নু বাটোআড় তোহ্মে।
কংশ জাণায়িআঁ তোক কাটায়িব আহ্মে ॥ ২ ॥
এত কাল আসি জাই করোঁ মো গোআলী।
কভোঁহো আহ্মারে কেহো না বুইল ধামালী ॥
এবেঁ যশোদার পো মর বনমালী।
ধামালী বোলের পালাউক সলী ॥ ৩ ॥
কি না ভআঁ গেল মোর মথুরাক জাইতেঁ।
ভাণ্ড ভাঁগি দধি খাইলে নান্দের পুতে ॥
এভোঁহো কাহ্নাঞিঁ মোক জাইতেঁ দেহ ঘর।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীবর ॥ ৪ ॥

পাহাড়ীআরাগঃ ॥ রূপকং ॥

রাধে দুপহর বেলে কদমের তলে
বলেঁ খাইলোঁ তোর দহী।
আহ্মার আন্তরে কোণ মন্তরে
না জাণোঁ কি দিলেঁত [রাহী] ॥
তেকারণে মোর চিত্ত বেআকুল
তোঁ ছাড়ী না জাণো আন।
আইস রাধা যাই বৃন্দাবন
রাখ গোকুলের কাহ্নু ॥ ১ ॥
রাধা কি দিআঁ করায়িলি বাই।
তিরি হআঁ রাধা পুরুষ না মার
বারেক রাখহ কাহ্নাঞিঁ ॥ ধ্রু ॥
ভোখে ভাত নাহিঁ খাওঁ রাধা [৫৬।১] শোষে
পাণী নাহিঁ পীওঁ
তোর বিরহে চিত্ত বেআকুল।
তোর দরিশনে জীওঁ … … …
আহোনিশি মোর চিত্ত বেআকুল ॥

বাপ নান্দ ঘোষ চাহিআঁ বুলে
ঘরক মন না জাএ।
মাঅ যশোদা কান্দিআঁ বিকল
ঘরে সোআথ না পাএ ॥ ২ ॥
তিরীর যৌবন রাতির সপন
যেহ্ন নদীকের বাণে।
আপণ পুনে উত্তম জনে
হাথে তুলিআঁ দেহ দানে ॥
নানা তরুয়র যে ফল ফলে
আপণে তাক না ভখে।
সংসার আসার পর উপকার
করিলেঁ কিরীত থাকে ॥ ৩ ॥
গোআল জাতী তোঁ ভর যুবতী
নিতি বিকে যাসি হাটে।
তোর রূপ দেখি সব জন মোহে
মঞ্জরে সুখান কাঠে ॥
আহ্মে দামোদর বিরহে কাতর
তোর সুরতির আশে।
বাসলীচরণ শিরে বন্দিআঁ
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

মালবশ্রীরাগঃ ॥ রূপকং ॥

ধিক জাউ নারীর যৌবনে।
মোর দুঈ আখি ধারা শ্রাবণে ॥
লোটাআঁ লোটাআঁ কান্দে রাহী।
মোরে হাট জাইতেঁ না দিলে কা[৫৬।২]হ্নাঞিঁ ॥ ১ ॥
বুধি বোল দারুণী বড়ায়ি।
মোকে কাল হআঁ লাগিল কাহ্নাঞিঁ ॥ ধ্রু ॥
কথা ছিল আছিদর কাহ্নে।
কেহ্নে মোর রূপ বাখানে ॥
ধরি লআঁ জাএ কুঞ্জতলে।
আর সুরতি চাহে বলে ॥ ২ ॥
বোলে ভোখে ভাত নাহিঁ খাওঁ।
আর শোষত পাণি নাহিঁ পীওঁ ॥

বিরহে পোড়েক সব গাএ।
কাহ্নু নিলজ মামীক রতি চাহে ॥ ৩ ॥
ঘৃত দুধেঁ সাজিলোঁ পসারা।
মোএঁ বিকে জাইতেঁ না পাইলোঁ মথুরা ॥
এবেঁ মোরে রে বোল উপদেশে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

রাধায়া বচনং শ্রুত্বা জরত্যা প্রতিপাদিতং।
জগাদ চতুরঃ কৃষ্ণঃ সতৃষ্ণো রাধিকামিদং ॥

রামগিরীরাগঃ ॥ রূপকং ॥

বাসিত ফুলেঁ রাধা বান্ধসি কেশ।
আহ্মাত না পাত রাধা নাগরীবেশ ॥
ভাণ্ড ভাঁগিআঁ তোর খাইবোঁ দহী।
পড়িঘাউ আসি তোর আইহন কহী ॥ ১ ॥
মোরে দাণ দিআঁ যাহা সুন্দরি রাধা।
নহে রূপ যৌবন থুইআঁ যাহা বান্ধা ॥ ধ্রু ॥
লঙ্কার রাবণ বীর করিলোঁ [৫৭।১] চুর।
হেলেঁ দলিবোঁ তোর রাজা কংসাসুর ॥
শোণিতপুর গিআঁ বধিবোঁ বাণ[১]।
যমুনার তীরে এবেঁ সাধোঁ মাহাদাণ ॥ ২ ॥
অসত্য না বোলোঁ বোলোঁ সত্য পরমান।
শতেক কুড়িএঁ রাধা নৈলোঁ মাহাদান ॥
এহাত সুন্দরি রাধা না পাত ধান্ধা।
নহে রূপ যৌবন দিআঁ যাহা বান্ধা ॥ ৩ ॥
নহুলী যৌবন হের তোর পরবেশ।
নেত বসন রাধা পিন্ধিলেঁ সুবেশ ॥
ছাড়িল সকল দান বৈশ মোর পা[||]শ।
বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

কৃষ্ণস্য বচনং শ্রুত্বা রাধিকাধিমতী সতী।
বেপমানতনুস্তন্বী জগাদ জরতীমিদং ॥

মালবশ্রীরাগঃ ॥ যতিঃ ॥

বসি থাকে কদমের তলে।
বল করে দাণের ছলে ॥
যবেঁ কাহ্নাঞিঁ করিবেক বলে।
ঝাঁপ দিবোঁ যমুনার জলে ॥ ১ ॥
বুলিহ আইহন ঘরে।
রাধা পড়িলী কাহ্নের বেঢ়ে ॥ ধ্রু ॥
তার মাঅ ননন্দ আহ্মার।
সকল ভুবনে পরচার ॥
আপণ খাআঁ বোলে ধামালী।
সম্বন্ধ না মানে বনমালী ॥ ২ ॥
বাহুর বলয়া লএ কাঢ়ী।
কানের হিরাধর কঢ়ী ॥
কা[৫৭।২]ঞ্চুলী টানএ মোর গাএ।
কেহো এথাঁ নাহিঁক সহাএ ॥ ৩ ॥
শুন তোহ্মে আহ্মার বচনে।
জাণা গিআঁ গোআল আইহনে ॥
না দিবেঁ কাহ্নাঞিঁরে আশে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

রাধায়া বচনং শ্রুত্বা জরত্যা প্রতিপাদিতং।
জগাদ চতুরঃ কৃষ্ণঃ সতৃষ্ণো রাধিকামিদং ॥

কোড়ারাগঃ ॥ রূপকং ॥ লগনী ॥

নিতি নিতি যাসি রাধা মথুরা নগরে।
তোর মাহাদান মোঁ সাধোঁ সকলে ॥ ১ ॥
কে তোরে দিল দান কথাঁ তোর ঘরে।
সরূপেঁ কাহ্নাঞিঁ মোকে কহত উত্তরে ॥ ২ ॥
থাকোঁ মো গোকুলে নান্দোযশোদার ঘরে।
মাহাদান সাধোঁ মোএঁ তোহ্মার আন্তরে ॥ ৩ ॥
রাজা কংসাসুরে মোএঁ করিবোঁ গোহারী।
তোহ্মার জীবন তবেঁ নাহিঁক মুরারী ॥ ৪ ॥
তোর কংস রাজা মোএঁ মারিবোঁ পরাণে।
যমুনার তীরে সাধিবোঁ মাহাদাণে ॥ ৫ ॥

১ বাণ'; বারণ', রকার তোলাপাঠে ও পরবর্তী যোজনা।

ভাগিনা হইআঁ কৈলী পাপত মতী।
আজি হৈবে তোহ্মার পাঁচ সঙ্গতী ॥ ৬ ॥
তিরীকলা মোর থানে না পাত তোঁ রাহী।
বিণি কাহ্ন [৫৮।১] সম্বোধেঁ গমন তোর নাহীঁ ॥ ৭ ॥
কচাল না পাত তোহ্মে শুণ হে মুরারী।
নাহীঁ দান বথু জাএ মথুরা নগরী ॥ ৮ ॥
করপূর সম দধি দুধের পসার।
তাহাত দান রাধে বহুত আহ্মার ॥ ৯ ॥
ঘোল দধি দুধ মোর মেলিলেক পাণী।
এবোঁহো ছাড়হ মোরে দেব চক্রপাণী ॥ ১০ ॥
বিণি রতী দিআঁ তোর নাহিঁক গমন।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণ ॥ ১১ ॥

গৌরীরাগঃ[১] ॥ রূপকং ॥

বসিআঁ থাক কদমের তলে।
দান সাধসি যমুনার কূলে ॥
ষোল শত গোপী করসি বলে।
কংস শুণিলেঁ মরি জাইবি হেলে ॥ ১ ॥
দানের কে তোঁ শুন মুরারী।
আইহন বীরের সে আহ্মে নারী ॥ ধ্রু ॥
মিছা পাতি দান করহ জংজাল।
আপণা না চিহ্নসি গো রাখোআল ॥
আতি আছিদর নহ কাহ্নাঞিঁ।
ঝগড় তেজ আহ্মে হাটক জাই ॥ ২ ॥
যবেঁ পথে মোরে করিবি বল।
তবেঁ হৈবে তোর মাথার ফল ॥
লোকে হৈবোঁ মোএঁ পুরুষবধী।
এভোঁহো তেজহ হেন নঠ বুধী ॥ ৩ ॥
গুণী আগু পাছ আপণ মনে।
অনুমতি দে[৫৮।২]হ মোর গমনে ॥
আহ্মার দানের তোঁ এড় আশে।
বাসলী বন্দী গাইল চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

ধানুষীরাগঃ ॥ একতালী ॥

তোহ্মার যৌবনে রাধা মোর গেল মনে।
আনেক চিন্তিআঁ লৈলোঁ এহা পথে দানে ॥
বোল চালেঁ হাট জাইতেঁ চাহসি সুন্দরী।
এতেকে বুঝিএ তোহ্মার বড় আছিদরী ॥ ১ ॥
কিকে বোলসি রাধা মোর মিছা দানে।
আহ্মে বাটে মাহাদানী সব লোকেঁ জাণে ॥ ধ্রু ॥
না জানসি রাধা তোঁ আহ্মার মরম।
গোকুল রাখিল আহ্মে বুঝিআঁ ধরম ॥
এবেঁ মো তোহ্মাক লাগী ভৈলোঁ মাহাদানী।
সরূপেঁ জাণহ আহ্মে দেব চক্রপাণী ॥ ২ ॥
পুরুষ বধের যদি ভয় তোর মনে।
তবেঁ জীউ রাখ মোর একই চুম্বনে ॥
এহাত সুন্দরি রাধা না কর তোঁ আন।
তোহ্মার করিব আহ্মে উচিত সমান ॥ ৩ ॥
আহ্মার মজিল মন তোহ্মার যৌবনে।
আহোনিশি বেআকুল ভৈলোঁ তেকারণে ॥
বিবুধি তেজিআঁ দেহ নিধুবনে আশ।
বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাস ॥ ৪ ॥

বেলাব[৫৯।১]লীরাগঃ ॥ রূপকং ॥

জিতে পরকার নাহীঁ বোল মাহাদানী।
লোক ধরম নাহিঁ শুণী ॥
ষোল শত গোপীজন সহ্মাক তেজিআঁ।
সোদর মাউলানী পাইলী চাহিআঁ ॥ ১ ॥
মো কেহ্নে জাণিবোঁ কাহ্নাঞিঁ পথে মাহাদানী।
একবার দিআর মেলানী ॥ ধ্রু ॥
গরু রাখোআল তোহ্মে ধরম কারণে।
তবেঁ কেহ্নে পরদারে মণে ॥
সরূপেঁ যবেঁ তোহ্মে দেব বনমালী।
তবেঁ কেহ্নে হেন কাম করী ॥ ২ ॥
নটক কাহ্নাঞিঁ তোর রাখোআল মতী।
বুঝিল তোহ্মার যেহেন জাতী ॥

১ পুথিতে 'শৌরীরাগঃ'।

সব সখিজন মোকে ছাড়ী কৈল গতী।
একসরী ভৈলোঁ নিমাখিতী ॥ ৩ ॥
এড়হ আহ্মারে কাহ্ন না কর কচাল।
হোর আইসে আইহন গোআল ॥
এহা জাণী ঝাঁট ঘুচ আহ্মার পাশে।
বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

রামগিরীরাগঃ ॥ আঠতালা ॥

যমুনাত পার করী বাপ বসুলে।
মতিমোষেঁ আহ্মা থুইল গোআলার কুলে ॥
জরম ভৈল মোর দৈবকী উদরে।
নিন্দ না জাএ কংসী আহ্মার ডরে ॥ ১ ॥
না কর আল রাধা মিছাএ [৫৯।২] জংজাল।
কোণ সকতী আইসে আইহন গোআল ॥ ধ্রু ॥
দান খুজিতেঁ মোকে দেখাষসী সহী।
আঅর বোলসি আহ্মাত বাকী নাহীঁ ॥
আহ্মার আগুত রাধা না বোল মিছাএ।
আলিঙ্গন দিআঁ যাহা আপণ ইছাএ ॥ ২ ॥
দধি দুধ লআঁ যাহা মথুরার হাট।
নান্দের নন্দন কৃষ্ণ এবেঁ রৈল বাট ॥
আহ্মা সমে রাধা তোএঁ না কর বাখান।
বার বরিষের মোর দেহ মাহাদান ॥ ৩ ॥
বারেঁ বারেঁ ভাঙ্গী রাধা গেলা মোর দাণে।
আঁচলে ধরিলোঁ হের যাইবি কেনমনে ॥
দান ছাড়ী এবেঁ চাহে আলিঙ্গন কাহ্নে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণে ॥ ৪ ॥

দেশাগরাগঃ ॥ ক্রীড়া ॥

ঘরের বাহির হৈতেঁ তেলিনি তেল বিচিতেঁ
কাল কাক রএ সুখান গাছের ডালে।
আগেঁ সুনা ঘটে নারী হাঁছী জিঠিহো না বারী
চলিলোঁ তাহার উচিত পাওঁ ফলে ॥ ১ ॥
আঁচলে না ধর কাহ্নাঞিঁ [বাটে]।
এড় কাহ্নাঞিঁ যাইবোঁ মথুরার হাটে ॥ ধ্রু ॥
হের মথুরার হাটে লক্ষ জন রহে [৬০।১] বাটে
সন্ধাক এড়িআঁ আহ্মার লহ পরাণে।
বিহা না কর আপণে কিসকে রাখহ ধনে
আপনে না ভুঁজ পরাক না কর দানে ॥ ২ ॥
ভাগিনা তোহ্মাক জাণী আহ্মে তোর মাউলানী
বল করিতেঁ মেদনী উলটি জাএ।
তোহ্মেত গোআল জাতী ছাড়হ হেন বিমতী
ঘর গিআঁ সম্বন্ধ পুছ মাএ ॥ ৩ ॥
আহ্মে আতিশয় বালী লবলীদল[১] কোঁয়লী
এহা বুঝি তেজ কাহ্নাঞিঁ আহ্মার পাশে।
মল্লিকাকলিকা পাশে ভ্রমর না পাএ রসে
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

গুজ্জরীরাগঃ ॥ রূপকং ॥

তোর রূপ দেখি গদাধর।
মদনে বেধিল আন্তর ॥
তোর কন্দা ভৈল বনমালী।
বিমতি ছাড়হ চন্দ্রাবলী ॥ ১ ॥
কেহ্নে দুখ ভাবহ মনে।
দেহ মোরে সরস বচনে ॥ ধ্রু ॥
এ তোর উন্নত যৌবনে।
নিফল কর অকারণে ॥
থিরমতী বুঝহ আপণে।
অনুচিত না বোল বচনে ॥ ২ ॥
তভোঁ নাহিঁ তেজোঁ তোহ্মারে।
যদি জাএ জীবন আহ্মারে ॥
তোহ্মাত মজিল মোর মণে।
নিবারিব কাহার পরাণে ॥ ৩ ॥
আঁচলে ধরিলোঁ রতি আশে।
কেহ্নে মোর কা[৬০।২]র নিরাসে ॥
মনসুখেঁ বৈশ মোর পাশে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

১ পুথিতে 'নবনীলদল'।

কোড়ারাগঃ ॥ কুড়ুক্কঃ[1] ॥

আঁচলে না ধর কাহ্নু ডরেঁ কাঁপে গাঅ।
না জাণো শিশুমতী সুরতির ভায় ॥
আপণা ছাওআল বুঝি বড়াই কাহ্নাঞিঁ[2]।
কাঁচ ফল ভাঁগিলেঁ কিছু রস না পাই ॥ ১ ॥
বারেক তেজ কাহ্নাঞিঁ ল জাইবোঁ মথুরা।
ফুলের নাঅ কাহ্নাঞিঁ নাহিঁ সহে ভরা ॥ ধ্রু ॥
মালতীমল্লিকাকলিকাত নাহিঁ গন্ধ।
এহা জাণী তেজ কাহ্নাঞিঁ মোর অনুবন্ধ ॥
তাবত রস নাহিঁ ডালিম ডাকরে।
ভাল মতেঁ যাবত নাহিঁ পাকএ ভিতরে ॥ ২ ॥
বোল এক বোলোঁ তোকে সুনহ অবুধ।
জুড়ায়িলেঁ সোআদ লাগে তপত দুধ ॥
তপত দুধ কাহ্নাঞিঁ নালে না পীএ।
ভুখিল হয়িলেঁ কাহ্নাঞিঁ দুই হাথে না খাইএ ॥ ৩ ॥
কিছুই না জাণো মোএঁ আতিশয় বালী।
এবেঁ মোর আশা তেজ দেব বনমালী ॥
ক্ষমা কর ঘর যাহা দেব গদাধর।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীবর ॥ ৪ ॥[3]

[৬১।১] রামগিরীরাগঃ ॥ একতালী ॥ লগনী ॥

সাবধান মনে রাধা সুন মোর বোল।
সরস হৃদয় করি দেহ চুম্ব কোল ॥ ১ ॥
না বোল না বোল হেন দেব চক্রপাণী।
মোর কানে না সাম্বাএ তোর দুষ্ট বাণী ॥ ২ ॥
কভোঁ রাধা নাহিঁ বোলোঁ মোএঁ পাপবাণী।
তোহ্মে নারী মোর নহ আইহনের রাণী ॥ ৩ ॥
এ বোল তোহ্মার কাহ্নাঞিঁ সহিতেঁ না প্লারী।
কোণ কাণীত কাহ্নাঞিঁ আহ্মে তোর নারী ॥ ৪ ॥
রামায়নকথা রাধা কহিল তোহ্মারে।
তভোঁহো মুগধী রাধা না চিহ্ন আহ্মারে ॥ ৫ ॥
কত মিছা বোলহ সুন্দর বনমালী।
তোর বোলে ভাণ্ডায়িলি নহে চন্দ্রাবলী ॥ ৬ ॥
মুগধী গোআলী তোঁ না বুঝসি কাজ।
রতিরসেঁ তোষ মোরে পরিহরী লাজ ॥ ৭ ॥
নাহিঁ জাণো রতিরস দেব দামোদর।
একবার দয়া করী আহ্মা পরিহর ॥ ৮ ॥
জিঅতেঁ না এড়ে রাধা কাহ্নাঞিঁ তোর পাশ।
বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাস ॥ ৯ ॥

[৬১।২] কৃষ্ণস্য বচনং শ্রুত্বা রাধিকাধিমতী সতী।
বেপমানতনুস্তন্বী জগাদ জরতীমিদং ॥

কোড়াদেশাগরাগঃ ॥ একতালী ॥

বোলেঁ প্রবোধিতেঁ সুন বড়ায়ি ল
বড় নটক কাহ্নাঞিঁ।
ঘরক জাইতেঁ মোর সুন বড়ায়ি ল
কিছু উপায় নাহীঁ ॥ ১ ॥
কাহ্নাঞিঁ বড় দুরুবার সুন বড়ায়ি ল
তোহ্মে কর প্রতিকার ॥ ধ্রু ॥
কাহ্নাঞিঁর হাথে পড়ী সুন বড়ায়ি ল
মোএঁ হারাইলোঁ বুধী।
উদ্ধার পাইএ যেন সুন বড়ায়ি ল
তোহ্মে চিন্ত সেহী বুধী ॥ ২ ॥
না জাণাইহ কাহ্নাঞিঁকে সুন বড়ায়ি ল
তবেঁ নহে মোর ডর।
সুনিলেঁ সে আস পাইব সুন বড়ায়ি ল
কাহ্নু বড় আছিদর ॥ ৩ ॥
যুগতী করিউ এবেঁ সুন বড়ায়ি ল
তোর মোর একমনে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস সুন বড়ায়ি ল
বাসলীগণে ॥ ৪ ॥

---

১ পুথিতে অচুক্কঃ'।

২ পুথিতে বড়ায়ি'।

৩ ইহার পর পাঁচটা শ্রী', চণ্ডীদাস'এর স' হইতে পাঁচটা শ্রী পর্য্যন্ত কাল ও পৃথক্ হাতের লেখা। ৬১।১ পৃষ্ঠায় 'স বাসলীবর। ৪ ।'এ রক্ত।

পাহাড়ীআরাগঃ ॥ একতালী ॥ লগনী ॥

না জাইব আল রাধা মথুরা নগর।
বাটে ছুরুবার কাহ্নাঞিঁ নান্দের সুন্দর[১] ॥ ১ ॥
নিছন লইআঁ কাহ্নাঞিঁ থাকু এক বাটে।
আন [৬২।১] পথে যাইব বিকে মথুরার হাটে ॥ ২ ॥
যে বাটে যাইবি হাট দধি ঘৃত লআঁ।
সবই কাহ্নাঞিঁ তোর থাইব তথা গিআঁ ॥ ৩ ॥
সেহো পথে যবেঁ কাহ্নাঞিঁ করে মোরে বল।
তোর মোর মেলিআঁ করিব তার ফল ॥ ৪ ॥
দধি দুধ খাইবেক ভাঁগিবেক ভ[া]ণ্ড।
হৃদের কাঞ্চুলী তোর করিবে খণ্ড খণ্ড ॥ ৫ ॥
কাহ্নাঞিঁ দেখিআঁ বড়ায়ি তোকে লাগে ডর।
মাগুকিলে মারোঁ আজি যবেঁ করে বল ॥ ৬ ॥
এথাঁসি সুন্দরি রাধা কর কাঠদাপ।
তথাঁ গেলেঁ হইবি যেহ্ন বাদিআর সাপ ॥ ৭ ॥
তোহ্মার বচনে বড়ায়ি মোতে ভৈল ভএ।
কি বুধি করিব এবেঁ বোলহ উপাএ ॥ ৮ ॥
দারুণ কাহ্নাঞিঁ ছুরিত তার মন।
চল রাধা পথ এড়ি যাইউ বনে বন ॥ ৯ ॥
বনে যাইতেঁ বড়ায়ি কাহ্নাঞিঁ যবেঁ পাএ।
তবেঁ না করিব বড়ায়ি কমণ উপাএ ॥ ১০ ॥
দারুণ কাহ্নাঞিঁ যবেঁ লাগ পাএ বনে।
অপণেহি তবেঁ রাধা দিবোঁ মাহাদানে ॥ ১১ ॥
ন[৬২।২]টক কাহ্নাঞিঁ যবেঁ নাহিঁ লএ দানে।
তবে কি করিব বড়ায়ি[২] চিন্তহ আপণে ॥ ১২ ॥
যে বুধি এড়ায়িএ রাধা সে বুধি করিব।
ঘরে গেলেঁ ভাল মন্দ কিছু না কহিব ॥ ১৩ ॥
যতনে চিন্তিহ বড়ায়ি কিছু পরকার।
যেমতেঁ আহ্মার হএ এবার উদ্ধার ॥ ১৪ ॥
বিনি রতি পাইলেঁ কাহ্নাঞিঁ না এড়িব তোরে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীবরে ॥ ১৫ ॥

রামগিরীরাগঃ ॥ আঠতালা ॥

নাহিঁ পুরে কাহ্নাঞিঁর প্রথম যৌবন।
তবেঁ কেহ্নে রতি প্রতি এত বড় মন ॥
এড়ায়িবারে কৈল বড়ায়ি এত পরকার।
এখোই না ধরে কাহ্নাঞিঁ উমত আকার ॥ ১ ॥
আহ্মা সমে সুরতি কাহ্নের না জুআএ।
মাণিকে হিরাক বিন্ধে কে বা পাতিআএ ॥ ধ্রু ॥
তাহার হোতিত নহে আহ্মার মরণ।
হেন কাজ করিতেঁ তাহার কেহ্নে মন ॥
এখো না বুঝিএ বড়ায়ি কাহ্নের চারীত।
যত কথা কহে কাহ্নাঞিঁ সব বিপরীত ॥ ২ ॥
পরাক না পুছে কাহ্নাঞিঁ না বুঝে [৬৩।১] আপণে।
তাহাক উপায় নাহিঁ এ তীন ভুবনে ॥
সব লোক বোলে তারে কাহ্ন শিশুমতী।
এখো জন নাহিঁ জাণে তার কাজ গতী ॥ ৩ ॥
হেন পড়িহাসে বড়ায়ি[১] তোহ্মার কি মনে।
মোর প্রতি যোগ হএ নান্দের নন্দনে ॥
মাকড়ের যোগ্য কভোঁ নহে গজমুতী।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগতী ॥ ৪ ॥

রাধিকাবাচমাচম্য জরত্যা প্রতিপাদিতং।
জগাদ চতুরঃ কৃষ্ণঃ সতৃষ্ণো রাধিকামিদং ॥

দেশবরাড়ীরাগঃ ॥ একতালী ॥

অবুধ গোআলি না বুঝ মতিমোহে।
বিরহে বেআকুল কাহ্নাঞিঁ বেড়াএ বিছোহে ॥
তোহ্মাত লাগিআঁ কাকুতি করে কাহ্ন।
তোহ্মার অন্তরে পথে সাধোঁ মাহাদান ॥ ১ ॥
তোহ্মার আনুমতীএঁ মাণিকে হিরা বিন্ধে[২]।
বিরহে বিকল কাহ্নাঞিঁ কাপড় না পিন্ধে ॥ ধ্রু ॥
তোহ্মাক চিন্তিআঁ কাহ্নাঞিঁ ভাত নাহি খাএ।
চারি পহর রাতি নিদ্রাহো না জাএ ॥

১ সুন্দর' শব্দ তোলা পাঠে।
২ পুথিতে কাহ্নাঞিঁ'।

১ পুথিতে কাহ্নাঞিঁ'।
২ পুথিতে বান্ধে'।

আইস বোলোঁ গোআলিনী সুণ মোর বোল।
জিআঅ কাহ্না[৬৩।২]ঞিঁ রাধা দিআঁ চুম কোল ॥২॥
কর্ণের কুণ্ডল তোর মাণিক উজলে।
সিসের সিন্দুর ভুজবলএ উজলে ॥
সফল করহ দেহা দেহ আনুমতী।
কথাঁ না দেখিলী রাধা নারী হএ সতী ॥ ৩ ॥
কাহ্নাঞিঁর নেহা রাধা বড় পুনে পাইএ।
মইলেঁ মুঁকুতি কিবা সুরপুর জাইএ ॥
এবোঁহো সুন্দরি রাধা পুর মোর আশ।
বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাস ॥ ৪ ॥

পাহাড়ীআরাগঃ ॥ ক্রীড়া ॥

কৃষ্ণস্য বচনং শ্রুত্বা রাধিকাধিমতী সতী।
বেপমানতনুস্তন্বী জগাদ জরতীমিদং ॥

তোহ্মে যবেঁ বোল বড়ায়ি হেন সতন্তরে।
আহ্মার নিস্তার তবেঁ নাহিঁক দুতরে ॥
সুণিলেঁ আইহন মোরে করিব অ[া]পোষ।
তোহ্মে এক ভিতে হৈবেঁ আহ্মা লআঁ দোষ ॥ ১ ॥
এবেঁসি জানিলোঁ তোর ভাল নহে মনে।
যবেঁ কাঢ়ায়িলি বাট দুসহ আরণে ॥ ধ্রু ॥
তোহ্মে বড়ায়ি বোলে চালে হআঁ যাবি পার।
আহ্মেত করিব তথাঁ কোণ'[১] পরকার ॥
বল করি ছিণ্ডিবেক সাতেসরী হার।
দেখিআঁ বা কি বুলিব [৬৪।১] ঘরের গোআল ॥ ২ ॥
আকারণে এহা পথে আণায়িলি মোরে।
মিছেঁ ছাচেঁ কাহ্নাঞিঁ ভাণ্ডাআঁ যাই ঘরে ॥
এবার ভাণ্ডাআঁ যবেঁ কাহ্নাঞিঁক জাইএ।
আর বার তবেঁ বড়ায়ি মথুরা না জাইএ ॥ ৩ ॥
তোঁ হেন বড়ায়ি ছিতে মোর হএ ডরে।
এ পুণি তোহ্মার লাজ বুঝহ অন্তরে ॥
এহা জানি যেহি যোগ্য সেহি থীর কর।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীবর ॥ ৪ ॥

দহীয়মানসোল্লাসি সাধুক্তং রাধিকে ত্বয়া।
অথ মন্মথচঃ পাহি দুঃস্বনং সর্ব্ববর্ণনা ॥

কেদাররাগঃ ॥ রূপকং ॥

বনে বনে পালাইআঁ রাধা যবেঁ জাএ।
আগুছিআঁ বাটে তবেঁ কাহ্নাঞিঁ রহাএ ॥
তাক দেখি বড়ায়ি পালটি অথবেথে।
অতি বড় ঠেঠালি রহিলী মূল পথে ॥ ১ ॥
একসরী রাধা দেখি কাহ্নাঞিঁ মনে গুণে।
পালিল বড়ায়ি মোর পূর্ব্ববচনে ॥ ধ্রু ॥
বড়ায়ি বড়ায়ি বুলি অঝর নয়নে।
কান্দএ একসরী রাধা মাঝ বনে ॥
লোহ [৬৪।২] মুছিআঁ কাহ্ন আপণ বসনে।
না করিহ ভয় রাধা বুলিল বচনে ॥ ২ ॥
এবেঁ দেখ মোর মুখ তুলী তুমি আখী।
এহা ঘোর বনে রাধা কেহো নাহিঁ সাখী ॥
তোহ্মার আহ্মার রাধা প্রথম যৌবন।
সুরত সংভোগে করী সফল জীবন ॥ ৩ ॥
দূর করোঁ তোর হার ঘন পীন তনে।
আঅর সন্দেশ লওঁ বাহুর কঙ্কনে ॥
এবেঁ রসমনে রাধা কর পরিহাস।
বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাস ॥ ৪ ॥

ভাঠিআলীরাগঃ ॥ রূপকং ॥ দণ্ডকঃ ॥

হার মোর ছিণ্ডি নিলেঁ বাহের কঙ্কন।
না জাণো কাহ্নাঞিঁ তোর কত ধারোঁ ধন ॥ ১ ॥
মো কেহ্নে জাণিবোঁ এথাঁ হৈবোঁ একসরী।
এড় কাহ্নাঞিঁ যাইবোঁ ঘর মথুরা নগরী ॥ ২ ॥
ঘৃত দধি লআঁ যাহ মথুরার'[১] হাট।
বিণি সুরতিএঁ তেজি নাহিঁ দিবোঁ বাট ॥ ৩ ॥
মোর ভাগে দৈবে কৈল তোহ্মা একসরী।
এবেঁ কাহ্নাঞিঁকে তোষ ভয় পরিহরী ॥ ৪ ॥

১ কহণ' কাটিয়া কোণ' করা।

১ মথুরার' রকার তোলা পাঠে।

সামী মোর দুরুবার সাসুড়ী সশুর।
[৬৫।১] এড় কাহ্নাঞি যাইব দূর আস্ত যাএ সুর ॥ ৫ ॥
না কর বিলম্ব রাধা পরিহর ভয়।
দেহ আলিঙ্গন রাধা থাকু পরিচয় ॥ ৬ ॥
রাজা খরতর১ পাটে আতি দুরুবার।
তাক মোর বড় ভয় এড় একবার ॥ ৭ ॥
আহ্মাতে ভজিলেঁ তোর কাথো নাহিঁ ডর।
ত্রিভুবননাথ আহ্মে দেব গদাধর ॥ ৮ ॥
এবার তেজহ কাহ্নাঞি নান্দের নন্দন।
দিনা কথো গেলেঁ তোর ধরিবোঁ বচন ॥ ৯ ॥
হাথে নিধী পাইলেঁ রাধা কে এড়িতেঁ পারে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীবরে ॥ ১০ ॥

অথ রাধা বনে বীক্ষ্য হরিমেকাকিনী পুরঃ।
সুচিরং চিন্তয়ামাস সলজ্জাভীরকৌতুকা ॥

দেশবরাড়ীরাগঃ ॥ আঠতালা ॥

না দেখিল না শুনিল কোণ কুঞ্জবনে ছিল
যেহ্ন দেখোঁ বাটে বাটোআড় ॥ ধ্রু ॥
এহি মথুরা নগরে যাওঁ বারহ ব[ৎ]সরে
কথাঁ কেহো না কৈল উত্তরে ॥
বুঝিল কাহ্নের মন ভিড়ি চাহে আলিঙ্গন
মোরে বল করে নারায়ণ ॥ ১ ॥
ছিণ্ডিআঁ [৬৫।২] মুকুতার হার ভাঁগিবোঁ বলয়া আর
না ধরিআঁ কাহ্নের বচনে ॥
যাইবোঁ রাজদুআরে কংসে করিবোঁ গোচরে
তবেঁ লোকেঁ দোষ দিব মোরে ॥ ২ ॥
রাজা বড় দুরুবার আইহন খুরের ধার
কেহ্নে কাহ্ন হেন পড়িহাসে।
বাসলীচরণ শিরে বন্দিআঁ ল
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥ ৩ ॥

ভয়ং কংসাভিমন্যুভ্যো মন্যসে মানসে কথং।
রাধিকে রসসন্দোহসাধিকে শৃণু মে বচঃ ॥

---

১ খরতর', দুরুবা' কাটিয়া তোলা পাঠে খরত' করা।

বসন্তরাগঃ ॥ একতালী ॥

দাতা বলি ছলিআঁ মো নিলোঁ পাতালে।
করে গিরি ধরিআঁ মো রাখিলোঁ গোকুলে ॥
বেদ উদ্ধারিতেঁ কৈলোঁ মীন অবতার।
পাতাল গিআঁ তার করিলোঁ উদ্ধার ॥ ১ ॥
যৌবনগরবেঁ রাধা না চিহ্নসি মোরে।
শ্রীধররূপেঁ হরিআঁ নিবোঁ তোরে ॥ ধ্রু ॥
তম্ভুত বরাহরূপেঁ থাকি বনভাগে।
মেদনী ধরিল আহ্মে দশনের আগে ॥
শ্রীরামরূপেঁ আহ্মে বধিল রাবণ।
আহ্মার আগত বীর নাহিঁ কোণ জন ॥ ২ ॥
দূতা পা[৬৬।১]ঠায়িআঁ আহ্মে নিবত গোকুলে।
বাটত যাইতেঁ মো করিবোঁ অলঙ্কালে ॥
তোর রাজ কংসের মো করিবোঁ নিপাত।
কেহ্নে রাধা মনত গুণসি পাঁচ সাত ॥ ৩ ॥
অসুরকুলদলন হরি মোর নাম।
এবেঁ তোর তরেঁ কৈল অবতার কাহ্ন ॥
রসমনে তোষ রাধা নান্দের নন্দন।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণ ॥ ৪ ॥

গুজ্জরীরাগঃ ॥ রূপকং ॥

সুরত সংভোগেঁ [্]তার না পুরিবে আহা।
আপণার মনত আপণে গুণি চাহা ॥
অরতী বাধিত হআঁ পাপ করিবেঁ।
জরমক তরেঁ কুলে কলঙ্ক থুইবেঁ ॥ ১ ॥
কাহ্ন মনে পরিভায়।
আহ্মা সমে যোগ নহে সুরতী ॥ ধ্রু ॥
উচিত কমলে ভোগ করএ ভ্রমরে।
আহ্মার মুকুলে নাহিঁ পাএ মধুভরে ॥
ইঙ্গলা খাআঁ কাহ্ন বার পাড়িবে।
আঘোর পাপেঁ তোএঁ গায় বেআপিবেঁ ॥ ২ ॥
পরদারসুরতী করিতেঁ না জুআএ।
ভাতের ভোখ কাহ্নাঞি ফলেঁ না পালাএ ॥

একবার র[৬৬।২]তীএঁ মদন বাঢ়ে চিতে।
প্রজ্বল আনল কাহ্নাঞিঁ না নিবাএ ঘৃতে ॥ ৩ ॥
মনে পড়িভায় কাহ্নাঞিঁ আহ্মার বচন।
তোর প্রতি যোগ নহে আহ্মার যৌবন ॥
আগ পাছ করি কাজ কর মাহাজন।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণ ॥ ৪ ॥

তক্রবিক্রয়নবৃদ্ধয়া ধিয়া
বঞ্চিতা পরিচয়েসি মামকে।
রাধিকেঽস্মি নন্থ গোপশাবকঃ
কংসবংশদবদাবপাবকঃ ॥

গুঞ্জরীরাগঃ ॥ রূপকং ॥

ছাওআল না দেখিহ মোরে রাধা ল
আল জাণওঁ রতি সকল।
তোহ্মে অনুমতী রাধা দেহ
হের ধরিলোঁ আঁচল ॥ ১ ॥
বল না কর মোরে কাহ্নাই ল
আল বচন আহ্মার শুণ।
দেব ধরম কি সহিব তোরে
এহাত হৃদয়ে গুণ ॥ ২ ॥
তবেঁসি ধরমের ভয় রাধা ল
আল যদি মোএঁ হরোঁ পরনারী।
অপণ অঙ্গের লখিমী হইআঁ
তোহ্মে না চিহ্নসি অনন্ত মুরারী ॥ ৩ ॥
পুরুব জরমে কাহ্নঞিঁ [ল]
[আল] আছিলোঁ বা তোর নারী।
ইহ জরমে কেবা পাতিআএ
অপণে বুঝহ মুরা[৬৭।১]রী ॥ ৪ ॥
ছার তিরী বামা জাতী রাধে ল
আল আহ্মাতে[১] কর পরতয়।
আহ্মাত আধিক[২] কোণ দেহ আছে
কারে করসি তোঁ ভয় ॥ ৫ ॥

ঘরত নিজ পতী আছে কাহ্নাঞিঁ ল
আল ভাগিনা শুন বনমালী।
তীন লোক খাআঁ তোহ্মার জরম
কাহারে বোলসি ধামালী ॥ ৬ ॥
হসিত বদন কর রাধা ল
আল ধরিলোঁ তোর আঁচল।
হংস সরোবর পাইলেঁ অবসই
হরিএঁ ভুঞ্জে কমল ॥ ৭ ॥
হইবেক তোর মোর সুরতী কাহ্নাঞিঁ ল
আল দুইহাঁর হউক কুশল।
সুরতি রসত সুন্দর কাহ্নাঞিঁ
আরতী কিছু নাহিঁ ফল ॥ ৮ ॥
বিলম্ব করিতেঁ নারোঁ রাধা ল
আল বচহ আহ্মার ধর।
বিজন বনত তোহ্মা দেখিআঁ
হাণিল কুসুমশর ॥ ৯ ॥
তোহ্মার চরিত্র দেখিআঁ কাহ্নাঞিঁ ল
মোর মুখত না আইসে বচন।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস শিরে বন্দিআঁ ল
দেবী বাসলীগণ ॥ ১০ ॥

পাহাড়ীআরাগঃ ॥ ক্রীড়া ॥

অথ রাধা বনে বীক্ষ্য হরিং চরিতুমীদৃশম্। [৬৭।২]
সুচিরং চিন্তয়ামাস জরতীম্প্রতি রোষতঃ ॥

ছারে খারে জাউ মুগধী বড়ায়ি
অনল বুলাওঁ গাএ।
মাঝ পান্তরে বাট কাঢ়ায়িআঁ
গেলি আপণ ইছাএ ॥
অ[া]ইহনরাণী পরেঁ বিগুতে
সে কেমনে ধরএ বুকে।
তার নাতী কাহ্নাঞিঁ পথে বিরোধে
তাহার মনে সুখে ॥ ১ ॥

১ পুথিতে তোহ্মাতে'।
২ আধিক', ক' তোলা পাঠে।

জায়িবাক নান্দে মোরে বল করে
তুরুজন নান্দের পো।
হেন বাটে বাট কাঢ়ায়িল
দারুণী বড়ায়ি গো ॥ ধ্রু ॥
আঁচলে ধরে অনুবন্ধ করে
কোণ বুদ্ধি করোঁ এড়ায়িতেঁ।
খেড় আগুণী এক করিআঁ
বড়ায়ি গেলী এক ভিতে ॥
দহি নঠ মোর ঘোল নঠ মোর
আইলোঁ বাট হারাআঁ।
কাহ্নাঞিঁর হাথে পাঙ্ক আবথা
বড়ায়ির মাথা খাআঁ ॥ ২ ॥
ভর পান্তরে তিরী বধ করে
কাঞ্চুলী চিরিল টানে।
হিআ খণ্ড খণ্ড নখের ঘাএ
হিছোলেঁ লএ পরাণে ॥
লঙ্গ মালতীএঁ খোঁপা ভরাআঁ
ভিড়িআঁ বান্ধে লোটনে।
যশোদার গরভে কাহ্ন উপজিল
না মানে গুরুজনে ॥ ৩ ॥
সাসুড়ী ননন্দ খুরের [৬৮।১] ধার
সামী বড় তুরুবার।
হেন গতি গাএঁ ঘরক জায়িবোঁ
কেমনে হয়িবে নিস্তার ॥
হেন পরিভাবি চাহিল রাধা
কাহ্নক আড় নয়নে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস শিরে বন্দিআঁ
দেবী বাসলীচরণে ॥ ৪ ॥

কোড়ারাগঃ ॥ ক্রীড়া ॥

এ তোর আড় নয়নে আল পাঞ্জর বেধিল ঘুনে
পাঞ্জর বেধিআঁ বুকত লাগিল ঘুনে।
এবেঁ দেহ চুম্বদানে আর দেহ মধুপানে
আলিঙ্গন দিআঁ বারেক তোষহ মনে ॥ ১ ॥
সুন সুবদনী রাধা নাও।
যুবক কাহ্নের বারেক রাখহ পরাণে ॥ ধ্রু ॥
দেখিআঁ তোক রূপসী ... ...
গোর শরীর মৃগী সম তুয়ি আখী।
মহীমণ্ডলে উজলী মেঘে যেহ্ন বিজুলী
বদন সংপুন চান্দ সম তোর দেখী ॥ ২ ॥
কনক কুম্ভ আকারে তুঈ তোর পয়োভারে
তাহাত উপর গজমুকুতার হারে।
যেহ্ন শোভ করে সুমেরু গঙ্গার ধারে
তাক দেখি মোর পাঅ আগু নাহিঁ সরে ॥ ৩ ॥
দেহার দেব মো হআঁ কলায়িলোঁ আসিআঁ
সুন্দরি নাগরী রাধা তোহ্মাক দেখিআঁ।
উত্ত[৬৮।২]র দেহ হাসিআঁ গাইল বড়ু চণ্ডীদাস
বাসলী শিরে বন্দিআঁ ॥ ৪ ॥

মালবরাগঃ ॥ রূপকং ॥

যবেঁ জাওঁ আল কাহ্নাঞিঁ মথুরার হাটে।
আহ্মাক নেহালী তোহ্মে যাহা বাটে বাটে ॥
তবেঁসি জাণিল আহ্মে দৈবের ঘটন।
আহ্মা না ছাড়িব কভোঁ নান্দের নন্দন ॥ ১ ॥
সুন্দর কাহ্নাঞিঁ তবেঁ যাওঁ তোর কোল।
কভোঁ না লঙ্ঘিবেঁ যবেঁ আহ্মার বোল ॥ ধ্রু ॥
মাথার মুকুট কাহ্নাঞিঁ ভাঁগি জুনি জাএ।
যোড় হাথ করি কাহ্ন বোলোঁ তোর পাএ ॥
ছিণ্ডি জুনি জাএ কাহ্নাঞিঁ সাতেসরী হারে।
আর নঠ না করিহ সব আলঙ্কারে ॥ ২ ॥
আতিশয় না চাপিহ আধর দাঁতে।
সখি সব দেখিআঁ বুলিব দন্তঘাতে[১] ॥
নখঘাত না দিহ মোর পয়োভারে।
আইহন দেখিলেঁ মোর নাহিঁক নিস্তারে ॥ ৩ ॥
কোঁঅলী পাতলী বালী আহ্মে চন্দ্রাবলী।
ভএ কাম্পোঁ যেহ্ন নব কদলীর বালী ॥

১ পুথিতে প্রাতে'।

আলিঙ্গন দিহ মোরে দয়া ধরী মনে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণে ॥ ৪ ॥

রা[৬৯।১]ধিকানুমতিমাপ্য মাধবঃ সম্বরারিশরদূনমানসঃ।
অদ্ভুতক্রমমুদারবিক্রমো বন্ধমেবমকরোদ্রিপুক্রমং ॥

রামগিরীরাগঃ ॥ আঠতালা ॥

আলিঙ্গন কৈল কাহ্নাঞি নানা পরকার।
তখন ঘুচাইল কাঢ়ী হৃদয়ের হার ॥
ঘন তন জঘন মরদিল করে।
নানা পরকার কৈল রাধা নখঘাতভরে ॥ ১ ॥
রাধার বচন পাঞাঁ হরষিত মনে।
কিশলয়শয়নে স্মুরতী কৈল কাহ্নে ॥ ধ্রু ॥
চুম্বিল কপোল গল আধর নয়নে।
বদনে বদনে জুড়ি কৈল মধুপানে ॥
মতিভোলেঁ রাধিকার দশনবসনে[১]।
বিসরী রাধার বোল চাপিল দশনে ॥ ২ ॥
নিতম্ব পরসি জঘনত দিল হাথ।
আতি উতরলমতী ভৈল জগন্নাথ ॥
চিরকাল ছিল যত মনোরথবন্ধে।
সকল সফল কৈল রতী অনুবন্ধে ॥ ৩ ॥
মনতোষ ভৈল কাহ্নাঞি ছাড়ে ঘন শাসে।
কাঢ়ী লৈল আভরন পুন রতী আশে ॥
রতী অবশেষ ভৈল রাধার তরাসে।
বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাসে [৬৯।২] ॥ ৪ ॥

রামগিরীরাগঃ ॥ রূপকং ॥

প্রথমে কাঢ়িআঁ[২] লৈল সাতেসরী হার।
কানের কুণ্ডল নিল মুকুট মাথার ॥
আত্তর কাঢ়িআঁ নিল গুণিআঁ গলার।
আলপ বএসে কৈল বড়ায়ি খাঁথার ॥ ১ ॥

সব আভরণ [মোর] কাঢ়ি নিলেঁ বলে।
বুধি বোল এবেঁ ঘর জায়িব কোণ ছলে ॥ ধ্রু ॥
হাথের বলয় নিলেঁ আঅর বাহুঠী।
কনককঙ্কন নিলেঁ আঅর আঙ্গুঠী ॥
কনককিঙ্কিনী নিলেঁ পাএর নূপুর।
বচনসরস তোহ্মে হৃদয়নিঠুর ॥ ২ ॥
শিরীষ কুসুম সম আহ্মে কোঁঅলী।
বড় দুখ পাইল আহ্মে কাঢ়িতেঁ পাসলী ॥
আলঙ্কারহীন কৈল মোর সব দেহে।
বড় অনুচিত কৈল প্রথম সনেহে ॥ ৩ ॥
আভরণগণ রাধা এড়িল তরাসে।
বাহুড়ী মেলিলী গিআঁ বড়ায়ির পাশে ॥
রাধাক দেখিআঁ বড়ায়ি মনে মনে হাসে।
বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

রামগিরীরাগঃ ॥ রূপকং ॥

ঈসত হাসিআঁ বড়ায়ি পুছিল রাধারে।
এত খন কথাঁ ছিলা এ[৭০।১]ড়িআঁ আহ্মারে ॥
সকল শরীর তোর দেখি বিপরীত।
ভাল না বুঝিএ তোর একোহি চরীত ॥ ১ ॥
মিছা না বুলিহ মোরে পরাণনাতিনী।
আহ্মার থানত কহ সরূপ কাহিনী ॥ ধ্রু ॥
কে না কাঢ়ি নিলেঁ তোর সব আভরণ।
আসুখিনী হেন দেখি কমণ কারণ ॥
আধর ছাড়িল তোর তাম্বূলের রাগ।
হেন বুঝোঁ বনে তোর কাহ্ন পাইল লাগ ॥ ২ ॥
আয়াসিনী ভৈলা আজি তোহ্মে কি কারণে।
বুঝিতেঁ নারোঁ রাধা মোএঁ তোর মনে ॥
তোহ্মার বিলম্ব দেখি পাইলোঁ বড় ডর।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীবর ॥ ৩ ॥

১ পুথিতে স্নসনে'।
২ প্রথমে কাঢ়িআঁ' ইত্যাদির পূর্ব্বে 'ঈসত হাসিআঁ' লেখা ও কাটা।

কহ্নুরাগঃ ॥ একতালী ॥

াল ভৈল বড়ায়ি মোর ভৈল পরতেখ।
নিজ পতি বিহানে আবথা মোর দেখ ॥
একসরী বনে ভয় পাইলোঁ আপারে।
এত দুখ দিআঁ বিধি নির্ম্মিল আহ্মারে ॥ ১ ॥
লয়িআঁ চল বড়ায়ি নিজ মোর দেশ।
সে কাহ্নাঞিঁ লাগি ভৈল পাঞ্জর শেষ ॥ ধ্রু ॥
আরতি লয়িআঁ কাহ্ন মাঝ বৃন্দাবনে [৭০।২]।
সুরতি আন্তরে মোরে করিল যতনে ॥
একসরী হআঁ দৃঢ় বান্ধিআঁ বসনে।
জীউত উপর উঠী নিবারিলোঁ কাহ্নে ॥ ২ ॥
সেহি কোপে কাঢ়ি নিলে সব আভরণে।
আর বিগুতিল মোর সব দেহ কাহ্নে ॥
কাহ্নাঞিঁ বুইল মোরে অনেক বিরূপ।
তোর থানে আকপট কহিলোঁ সরূপ ॥ ৩ ॥
তোহ্মে আহ্মা এড়ি বড়ায়ি মাঝ বৃন্দাবনে।
কোণ কাজেঁ কথাঁ ছিলা তাক কেবা জাণে ॥
বুঝিতেঁ না পারি বড়ায়ি তোহ্মার মনে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণে ॥ ৪ ॥

গুজ্জরীরাগঃ ॥ রূপকং ॥

আতী বুঢ়ী না দেখোঁ নয়নে।
জাইতেঁ নারোঁ ত্বরিত গমনে ॥
পথ হারাইলোঁ বৃন্দাবনে।
তোহ্মাক তেজিলোঁ তেকারণে ॥ ১ ॥
তোহ্মে মোরেঁ না করিহ রোষে।
একসরী ভৈ[]লোঁ দৈবদোষে ॥ ধ্রু ॥
তোহ্মে গেলা আহ্মার আগে।
দৈবযোগে কাহ্ন পায়িল লাগে ॥
তোহ্মে দুখ না ভাবিহ মনে।
আপণা রাখিএ আপণে ॥ ২ ॥
হের তোর চুম্বওঁ বদনে।
তো[৭১।১]হ্মে মোর দুয়জ পরাণে ॥
তোক পাআঁ জীলোঁ একবারে।
বিধি মোর করিল নিস্তারে ॥ ৩ ॥
না দেখিআঁ তোর আভরণে।
যদি মোরেঁ পুছে আইহনে ॥
তবেঁ কি বুলিব তার পাশে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

দেশাগরাগঃ ॥ রূপকং ॥

যমুনার তীরে কদমের তলে
কাঞ্চুলী ভিজিআঁ গেল ঘামে।
হংসে যেহ্ন সরোবর বিগুতিল বড়ায়ি ল
তেহ্ন রাধা বিগুতিলে কাহ্নে ॥ ১ ॥
বুলিহ বুলিহ বড়ায়ি আইহনের ঘরে।
কাহ্নাঞিঁ রহাইল দানের ছলে ॥ ধ্রু।
হার কেয়ূর আর যত আভরণ সব
নিলে কাহ্নাঞিঁ মোর বলে।
যতেক যতেক তার আছিল মনের সন্তাপ
সুঝায়িল নিকুঞ্জতলে ॥ ২ ॥
বাহু মোর মোড়িআঁ বলয় সব ভাঁগিলেক
ভাঁগিলেক তনের আঞ্চলে।
শুন পান্তরে কাহ্নাঞিঁ লাগ পাইল
বলেঁ নিআঁ করিলেক কোলে ॥ ৩ ॥
আনেক প্রকারেঁ কাকুতী করিল
না দিলোঁ সুরতীর আশে।
এহি তত্ত্ব বুইলোঁ এবেঁ জাই নিজ ঘর
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

ইতি দানখণ্ডঃ [৭১।২] সমাপ্তঃ ॥

অথ নৌকাখণ্ডঃ

রাধিকাধিকবিশুদ্ধমানসা কামিকৃষ্ণকরন্তঃ কথঞ্চন।
প্রাপ্য বুদ্ধিবিভবাম্বয়া সহ ত্রাণমেণনয়নাগতা গৃহং॥
সাভিমন্যুজননীতি বৃদ্ধয়া ভাষিতং হৃদি নিধায় রাধিকাং।
বিক্রয়ায় দধিতক্রসর্পিষাং গন্তুমেব মথুরাং প্রবারয়ৎ॥
তন্নিশম্য জরতী স রাধিকা তক্রবিক্রয়নিষেধকর্ম্ম চ।
সংবিহায় মথুরাপুরীগতিং সা চিরাৎ স্ববসতৌ তদাবসৎ॥ ৩॥

মালবরাগঃ॥ রূপকং॥ লগনী চিত্রকং॥

রাধারতিরসন্তস্তমনাঃ কৃষ্ণো মনাগপি।
গতিমাতন্তু মু কাপি জগাদ জরতীং চিরাৎ॥

রাধাক না পাআঁ মোর বেআকুল মনে।
রাতি দিন নিন্দ না আইসে তাহার কারণে॥ ১॥
উনমত ভৈলোঁ বড়ায়ি রাধার বিরহে।
তার দরশন বিণি প্রাণ না রহে॥ ২॥
আইহনের রাণী রাধা বড় আছিদরী।
বোলেঁ চালেঁ তোর থান আণিতেঁ না পারী॥ ৩॥
আপণেয়ি কিছু বোল বুদ্ধি পরকার।
সেহি[৭২।১]মতেঁ করিবোঁ তোহ্মার উপকার॥ ৪॥
আহ্মা হেতু রাধিকারে বুলিহ কপটে।
দধি দুধ বিচি নিআঁ মথুরার হাটে॥ ৫॥
এবার তোহ্মাক লআঁ যাইব আন পথে।
তবেঁ না পড়িব রাধা কাহ্নাঞিঁর হাথে॥ ৬॥
তোহ্মার বচন মোর লাগিল হৃদয়ে।
উপসন্ন হৈল হের বরিষা সমএ॥ ৭॥
আহ্মে রাধা লআঁ যাইব মথুরার হাটে।
নাঅ লআঁ থাক তোহ্মে যমুনার ঘাটে॥ ৮॥
তোহ্মার বচনে আহ্মে হরষিত মনে।
নাঅ বান্ধিতেঁ গিআঁ করিউ যতনে॥ ৯॥
গাছ চাহিতেঁ আহ্মে জাইএ বৃন্দাবনে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণে॥ ১০॥

রামগিরীরাগঃ॥ একতালী॥ দণ্ডকং॥

কাঠ কাটিল গিআঁ বিবিধ বিধানে।
শুভক্ষণ বুঝি কৈল দাণ্ডার পাতনে॥ ১॥
চারি পাট চিরী নাঅ দিল যোথ মাপে।
তাত গুঢ়া যোড়ী দিল তোলঝাপে॥ ২॥
ঘলা পাড়ী স্থরগুঠি দিল সব নাএ।
তবেঁ নাম্বায়িল লআঁ মাঝযমুনাএ॥ ৩॥
নাঅ গঢ়ায়িল কাহ্নাঞিঁ গু[৭২।২]ণিআঁ হৃদয়ে।
দুঈ ছাড়ী তীন জন জাত নাহিঁ জাএ॥ ৪॥
হৃদয়ে ভাবিআঁ কাহ্নাঞিঁ যুগতি বিশেষে।
আর এক বড় নাঅ গঢ়িল হরিষে॥ ৫॥
জলের ভিতরে তাক থুয়িল ডুবায়িআঁ।
পাছে ঘাটের নিকট গেলা নাঅ লআঁ॥ ৬॥
রাধার পন্থ নেহালিআঁ রহিলা কাহ্নাঞি।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীআই॥ ৭॥

দেশাগরাগঃ॥ লঘুশেখরঃ॥

মধুরাং মথুরাং নেতুং জরতী কপটে পটুঃ।
কৃষ্ণস্য বচসা প্রাহ শীঘ্রং রাধামিদং বচঃ॥

যে বোল তোরে বোলোঁ মোএঁ রাধা ল
তাত না করিহ আন।
অহিত না বোলোঁ মোএঁ রাধা ল
এহা সরূপেঁসি জাণ॥ ১॥
চিরদিন মথুরাক না জাহা ল
কেহ্নে নঠ কর দহী॥ ধ্রু॥
গোআলজরম আহ্মে শুণ
দধি দুধে উতপতী।
এবেঁ তাক উপেখহ কেহ্নে
তোর ভৈল কি কুমতী॥ ২॥

আনাহ সকল সখিজন
 মেলী করিউ যুগতী।
তবেঁ মথুরাক জাইএ
 সঙ্গে হআঁ একমতী ॥ ৩ ॥
পসার সাজিউ দধি দুধে
 সেসি জীবার উপাএ।
বাসলীচরণ শি[৭৩।১]রে বন্দী রাধা ল
 বড়ু চণ্ডীদাস গাএ ॥ ৪ ॥

গৌরীরাগঃ[1] ॥ রূপকং ॥

আর বার জাইতেঁ মথুরার হাটে।
লাগ পাইল কাহ্নাঞি যেহেন খাঁটে ॥
দধি দুধ খাআঁ মোর ভাঁগিলেক ভাণ্ডে।
খন্ধ নঠ করে যেহ্ন উদাওঁ সাণ্ডে ॥ ১ ॥
হেন না বুলিহ আহ্মার থানে।
বাটে দুরুজন পাইব কাহ্নে ॥ ধ্রু ॥
ঘোল দুধে মোর দিলেক পাণী।
আর দুরাখর বুইলেক বাণী ॥
কাঞ্চুলী ভাঁগিল আহ্মার।
আকুল কইলে কুন্তলভার ॥ ২ ॥
হার নিল মোর ভাঁগি বলয়া।
কুণ্ডল নিলেক আঅর বলয়া ॥
যেহ্নেন চরিত দেখিলোঁ তারে।
তোর প্রসাদেঁ আর জীলোঁ একবারে ॥ ৩ ॥
কেহ্নেন চরিত বড়ায়ি তোরে।
মথুরা যাইবাক বোলসি মোরে ॥
তার নামে মোক লাগিল তরাস।
বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাস ॥ ৪ ॥

পাহাড়ীআরাগঃ ॥ লঘুশেখরঃ ॥ দ্বিগনী ॥

কুবুধি তেজিআঁ চল মথুরার হাটে।
এবার তোহ্মারে আহ্মে নিব আন বাটে ॥ ১ ॥
[৭৩।২][1] কোণ বাটে আহ্মা লআঁ জাইবেঁ ল বড়ায়ি।
সরূপ করিআঁ তোহ্মে কহ মোর ঠাঁয়ি ॥ ২ ॥
যমুনার ঘাট জায়িতেঁ আছে পথ দুই।
সে পথে না জায়িব যাত দাণী কাহ্নাঞি ॥ ৩ ॥
ভরিল যমুনাত কেমনে হইব পার।
সরূপ করিআঁ কহ তার পরকার ॥ ৪ ॥
এবেঁ রাজা যমুনাত পাতিআছে নাএ।
তাত পার হআঁ লোক সুখেঁ হাট জাএ ॥ ৫ ॥
ও কুলত গেলেঁ যদি নাগ পাএ কাহ্নে।
তবেঁ তার হাথে এড়ায়িব কেনমনে ॥ ৬ ॥
ও কুলে কভোঁ রাধা না দেখিল কাহ্নে।
তথাঁ তার আধিকার নাহিঁ মাহাদানে ॥ ৭ ॥
হাট[2] জায়িতেঁ নিষধিল সাসুড়ী আইহনে।
তার আনুমতী বিণি জাইব কেনমনে ॥ ৮ ॥
ভাল বুইলেঁ রাধা লাগিল মোর মনে।
আইস জাই তোর সামী সাসুড়ীর থানে ॥ ৯ ॥
তবেঁ তার থান গিআ বুইল সত্বরে।
কি কারণেঁ দধি দুধ নঠ কর ঘরে ॥ ১০ ॥
হেনক কুমতীএঁ হয়িবেঁ ভিখারী।
বুঝি রাধিকা পাঠাহ মথুরা[৭৪।১][3]নগরী ॥ ১১ ॥
হেন মতেঁ নানা পরকার করিআঁ।
বুঢ়ি দিল রাধিকারে আনুমতী লআঁ ॥ ১২ ॥
আনুমতী লআঁ রাধা চলিলী হরিষে।
বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাসে ॥ ১৩ ॥

গুজ্জরীরাগঃ ॥ লঘুশেখরঃ ॥

সোনার চুপড়ী রাধা রুপার ঘড়ী।
নেতের আঞ্চল তাত দিআঁ ওহাড়ী ॥

১ পুথিতে 'গৌরীরাগ'।

১ ৭৩।২ পৃষ্ঠার বাম পার্শ্বে কায়েথী অক্ষরে তিন পঙ্‌ক্তি, লেখলে সকীল, [২] শ্রীকামাল খাঁ, [৩] শ্রীজামাল খাঁ নিউ খাঁ ও উর্দ্ধে ফারসী অক্ষরে এক পঙ্‌ক্তি লেখা।

২ হাট'এর আকার তোলা পাঠে, শব্দটা দেখিতে হট'এর মত।

৩ ৭৪।১ পৃষ্ঠার উর্দ্ধে 'শ্রীশ্রী৺ করেন তবে তানে বন্দিব' লেখা।

সুন্ধি কেতকী সম সজাইআঁ দহী।
আনাইআঁ যানাইল সব গোআলিনী সহী ॥ ১ ॥
চলিলী গোআলার ঝী দধি বিকে জাএ।
সর্ব্বাঙ্গে সুন্দরি রাধা কে না বাহুড়াএ ॥ ধ্রু ॥
শেষ পহর রাতী কুয়িলী কাঢ়ে রাএ।
তভোঁহো চিআইতে আজী না নাগিল গাএ ॥
দধি বিকে জা আজি মথুরার রাজ।
তবেঁ সুইহে[১] কেহ্নে এতেক বেআজ ॥ ২ ॥
ঘৃত দধি দুধে সাজিআঁ মিলচুকা।
সোবন বাহুঠী পত্নী রূপসী রাধিকা ॥[২]
চলিতেঁ চঞ্চল বাজে পাএর নূপুর।
দধি বিকে জাএ রাধা মথুরাপুর ॥ ৩ ॥
সাসুড়ী সা[৭৪।২]মির থানে আনুমতী পাআঁ।
আতি উল্লসিতমতী সব সখি লআঁ ॥
যুগতি করিআঁ তবেঁ করিল গমন।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণ ॥ ৪ ॥

রামগিরীরাগঃ ॥ রূপকং ॥

আগু জাএ বড়ায়ি হাথত করী লড়ী।
পাছে গোআলিনী নৈল দধির চুপড়ী ॥
ধিরে ধিরে যাএ বড়ায়ি যমুনার ঘাটে।
যাত কাহ্নু মাহাদানী তেজিআঁ সে বাটে ॥ ১ ॥
সব গোআলিনী যাএ বড়ায়ির সঙ্গে।
লাস হাস পরিহাস করি নানা রঙ্গে ॥ ধ্রু ॥
ষোল শত গোপীজন করি কোলাহল।
জায়িতেঁ হরষিত মণে গায়িতেঁ মঙ্গল ॥
বড়ায়ির মুখ চাহি সব সখি গোআলিনী।
মথুরা লড়িলী বড়ায়ি হআঁ আগুআনী ॥ ২ ॥
কথো খনে গিআঁ যমুনার ঘাট পাইল।
সঙ্কেই যমুনাঘাটে পসার নাম্বায়িল ॥
সঙ্কাঞিঁ যুগতি করি পুছিল বড়ায়ি।
পারকর মথুরাক ঘাটোআল কহী ॥ ৩ ॥
বুলিতেঁ লাগিলী বড়ায়ি শুন ল নাতিনী।
হোর আছে ঘাটোআল লআঁ নাঅখানী ॥
ডাক দেহ চন্দ্রাবলী চিত্তের হরিষে।
[৭৫।১] বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

পাহাড়ীআরাগঃ ॥ ক্রীড়া ॥[১]

দধির চুপড়ী যমুনার তীরে থুয়িআঁ।
ডাক পাড়ে গোআলিনী চারি পাস চাহিআঁ ॥
বিহাণ আইলাহোঁ এথোঁ বেলা আপার।
কত খনে যাইব আহ্মে মথুরার পার ॥ ১ ॥
ঘাটের ঘাটিআল কহি গেল সে।
দধির চুপড়ী মোর পার করি দে ॥ ধ্রু ॥
নাএর আন্তরে গেলী চন্দ্রাবলী রাহী।
তার পাছে আর যত গোআলিনী সহী ॥
কথো দূর গিআঁ দেখিএ একখানী নাএ।
সত্বর হয়িআঁ রাহী তার পাস যাএ ॥ ২ ॥
তার থান গিআঁ বোলে রাধা গোআলিনী।
কেহ্নে মনে পার হয়িব ছোট নাঅখানী ॥
একেঁ একেঁ পার হআঁ যাইব মথুরা।
সঙ্কাই চঢ়িলেঁ নাঅ না সহিব ভরা ॥ ৩ ॥
শুন ঘাটিআল নাঅ চাপায়িআঁ ঘাটে।
সঙ্কা পার কর যাইউ মথুরার হাটে ॥
রাধার বচন শুণী ঘাটিআল হাসে।
বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

পাহাড়ীআরাগঃ ॥ প্রকীর্ণক লগনী ॥ লঘুশেখরঃ ॥

বোলেন্ত কাহ্নাঞিঁ নাঅ কুলত চাপাআঁ।
[৭৫।২] আইস সব গোআলিনী নাএ চড়সিআঁ ॥ ১ ॥
যমুনা দেখিআঁ মনে ডরায়িলী রাহী।
বুইল পার কর আগু মোর সব সহী ॥ ২ ॥

---

১ পুথিতে পুইহে' আছে।
২ ইহার পর 'অতি উল্লসিতমতী সব সখি লআঁ' লেখা ও কাটা।

১ 'পাহাড়ীআরাগঃ। ক্রীড়া।' তোলাপাঠে।

পাঞ্চ গুটী পাট নাঅ গঢ়ন আহ্মার।
একেঁ একেঁ সব সখি করি তোর পার ॥ ৩ ॥
দধি দুধ লআঁ যাব মথুরা নগর।
সাবধানে সব সখি ঝাঁট পার কর ॥ ৪ ॥
রাধার বচনে কাহ্নাঞিঁ হরষিত মনে।
ঝাঁট পার করায়িল সব সখিগণে ॥ ৫ ॥
সঙ্গে বড়ায়ি করী বোলে গোআলিনী।
ঝাঁট পার কর বড়ায়ি খর বড় পাণী ॥ ৬ ॥
তীন ভরা না সহে নাখানী আহ্মার।
কেনমনে বড়ায়ি লআঁ রাধা হৈবেঁ পার ॥ ৭ ॥
এ বচন শুণী রাধা মন কৈল সার।
বুইল ঘাটিআল আগু বড়ায়ি কর পার ॥ ৮ ॥
নাঅত চড়িল যবেঁ একলী বড়ায়ি।
মনের উল্লাসে পার করিল কাহ্নাঞিঁ ॥ ৯ ॥
পাছে পার হয়িতেঁ রাধিকারে বড় ডর।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীবর ॥ ১০ ॥

দেশাগরাগঃ ॥ ক্রীড়া ॥

যমুনানীরপূরস্থ তরৌ ভরনিরীক্ষণাৎ।
রাধে পুরুদরব্যগ্রা ভব মা [৭৬।১] কুরু মে বচঃ ॥

ঘাটে মাহাদানী ল
কাহ্নাঞিঁ তোহ্মার কারণে।
পার হঅ নাএ রাধা ল
স্থঝি মোর মাহাদানে ॥ ১ ॥
নাএ চড় রাধা ল
নাএ না কর ডর।
আহ্মে কাণ্ডারী শ্রীগদাধর ॥ ধ্রু ॥
সহ্মা পার কৈলোঁ রাধা তোহ্মার আশে।
হাসিআঁ বৈস রাধা আহ্মার পাশে ॥ ২ ॥
তোহ্মার আন্তরে রাধা পাতিলোঁ না।
কাহ্নাঞিঁ প্রবোধিআঁ হাটক যা ॥ ৩ ॥
মথুরা যাইবাক রাধা কি তোর আশে।
বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

নিশম্য কৃষ্ণবচনং রাধা দরভয়াতুরা।
বিললাপ চ সা কিঞ্চিদূচে চ মধুসূদনং ॥

কোড়ারাগঃ ॥ রূপকং ॥

মোএঁ যবেঁ জাণো কাহ্নাঞিঁ ঘাটে মাহাদানী।
বড়ায়িক ছাড়ী কেহ্নে হৈবোঁ একাকিনী ॥
কেহ্নে সব সখিজন আগু কৈলোঁ পার।
কাল হআঁ গেল মোরে যৌবনভার ॥ ১ ॥
কি ভৈল কি ভৈল বিধি যমুনার ঘাটে।
কেহ্নে মন কৈলোঁ জাইতেঁ মথুরার হাটে ॥ ধ্রু ॥
আবথা করিল মোর যে জগন্নাথে।
পুনরপি প[৭৬।২]ড়িলাহোঁ তাহার হাথে ॥
এহা পথে আসি মোএঁ হারায়িলোঁ বুধী।
আনাথী গোআলী মোক রক্ষা করু বিধী ॥ ২ ॥
পুরুব জরমে কৈল করমের ফলে।
জরম লভিল আহ্মে গোআলার কুলে ॥
তেঁসি দধি বিকে জায়িতেঁ মথুরার হাটে।
দুরুজন কাহ্নাঞিঁ স্থন এবেঁ পাড়ে বাটে ॥ ৩ ॥
কর যোড়ী বোলোঁ এবেঁ শুন দামোদর।
জাইবোঁ বড়ায়ির সঙ্গে ঝাঁট পার কর ॥
এড়ি যাএ মোকে কাহ্নাঞিঁ সব সখিজন।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণ ॥ ৪ ॥

বেলাবলীরাগঃ ॥ লঘুশেখরঃ ॥

পাঞ্চ পাটে নাখানী আহ্মার।
আপণেই ধরিলোঁ কাঁঢ়ার ॥
ভরা দিআঁ দধির পসার।
যাইতেঁ চাহ যমুনার পার ॥ ১ ॥
হের স্থন বচন আহ্মার।
বিনি কড়ীএঁ না করোঁ মো পার ॥ ধ্রু ॥
তোর বোলেঁ সব সখিজনে।
পার কইলোঁ হআঁ সাবধানে ॥

যবেঁ তোহ্মা কৰিবোঁ মো পার।
বান্ধ দেহ সাতেসরী হার ॥ ২ ॥
দেখিআঁ তোহ্মার মুখচান্দে।
যমুনাত পাতিলোঁ মো ফান্ধে ॥
এবেঁ বোল সরস বচনে।
ত[৭৭।১]বেঁ পার করিবোঁ এখণে ॥ ৩ ॥
তোহ্মাত মজিল মোর মনে।
ভিড়ি দেহ আলিঙ্গন দানে ॥
তাত মোর বড় পতিআশে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

উচিত দান ঘাট দেহ ল রাধা
করিবোঁ যমুনাত পার এ ॥ ৬ ॥
এতে[৭৭।২]ক সখিজন পার কইলেঁ
কৌড়ী নীলেঁ তাহার য়ে।
আহ্মার থানত দান চাহসি
নিলজ বাপ তোহ্মার এ ॥ ৭ ॥
সহ্মার বন্ধক রাখিলোঁ তোহ্মাক
পুরহ আহ্মার আস এ।
বাসলীচরণ শিরে বন্দিআঁ
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস এ ॥ ৮ ॥

পাহাড়ীআরাগঃ ॥ ক্রীড়া ॥

নাঅবাহিআঁ যমুনাজল বিশাল এ।
সরস বচন করি মান শৃঙ্গার
বচন আহ্মার পাল এ ॥ ১ ॥
ঘাটে ঘাঠিআল তেজ নাগরাল
কিসক করহ কচালে।
পার কর মোর দধির পসার
মথুরা যাইব সকালে ॥ ২ ॥
পুন্য নদী কূলে পাপ ঘোসসী
এ তোর কমণ আচার এ।
পরার তিরীক করসি পরিহাস
না জাণ ধর্ম্ম বিচার এ ॥ ৩ ॥
মদন বাণে দেহ বিদগধ
কি মোর নদী কূল য়ে।
পাপ পুন্য রাধা তুই না মানিআঁ
ধরিবোঁ তোহ্মাক বলে ॥ ৪ ॥
ধরিবি বলে মরিবোঁ হেলে
ঝাঁপ দিআঁ যমুনাএ য়ে।
বাত বরুণ সুরুজ সাখি
এ বধ দিবোঁ তোহ্মায়ে এ ॥ ৫ ॥
কেলি করিতেঁ পরি- হাস মরণ ইছসি
এ তোর কমণ বেভার এ।

দেশাগরাগঃ ॥ একতালী[১] ॥

প্রথম যৌবন সামী গেলা তুলে ধরী।
মুদিত ভাণ্ডারে কাহ্নাঞিঁ না সান্ধাএ চুরী ॥
ধরম দেখিআঁ কর যমুনাত পার।
তোহ্মা প্রতি যোগ নহে যৌবন আহ্মার ॥ ১ ॥
পথে বল না কর নিলজ বনমালী।
মো কিছু না জাণো শিশু আবালী গোআলী ॥ ধ্রু ॥
ঘৃত দধি দুধ মোর ঘোলের পসার।
সব নঠ হএ কাহ্নাঞিঁ ঝাঁট কর পার ॥
নাহি চিহ্ন আহ্মা তোহ্মে আইহনের রাণী।
কালি ছিলা রাখোআল আজি মাহাদাণী ॥
ও কুলে মথুরা মাঝে যমুনার নদী।
ও আরিতেঁ পার হআঁ বিকণিবোঁ দধী ॥
ঘাটের ঘাটিআল মোরে ঝাঁট কর পার।
তোর মায় যশোদায় ননন্দ আহ্মার ॥ ৩ ॥
তোহ্মেত ভাগিনা আহ্মে [৭৮।১] তোহ্মার মাউলানী।
পাপ বচন কেহ্নে বোল চক্রপাণী ॥
এড়িআঁ বিবুধি তোহ্মে থীর কর মন।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণ ॥ ৪ ॥

---

১ পুথিতে একাতালী'।

রামগিরীরাগঃ ॥ রূপকং ॥

অদভুত লাগে তোর সুণিআঁ বচন।
কিসের মুদিত রাধা তোহ্মার যৌবন ॥
পুরুবে তোহ্মাক আহ্মে পাআঁ বৃন্দাবনে।
রতি উপভোগ কৈল বিসরিলেঁ কেহ্নে ॥ ১ ॥
মো কিছু না জাণো কেহ্নে বোলসি গোআলী।
বড়ায়ি ভালে জানে তোর প্রিয় বনমালী ॥ ধ্রু ॥
ঘৃত দধি দুধ তোর করিবোঁ পার।
সব আভরণগণ দিবোঁ মো তোহ্মার ॥
সব জন জাণিলেক তোর মোর মেলা।
এবেঁ কেহ্নে শশিমুখী কর মোরে হেলা ॥ ২ ॥
না বোল সম্বন্ধ রাধা আহ্মার আগে।
রতির উপসন্ন আহ্মে তোর ভাগে ॥
ঘাটে ঘাটিআল আহ্মে তোহ্মার কারণে।
কিসেরে বঞ্চহ রাধা প্রথম যৌবনে ॥ ৩ ॥
নাএ চড়সিআঁ রাধা তেজিআঁ কুমতী।
মাঝ যমুনাত হউ তোর মোর রতী ॥
চির[৭৮।২]কাল আছো এথাঁ তোর পতিআশে।
বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

দেশাগরাগঃ ॥ রূপকং ॥

কি মোর ঝগড় পাত যমুনার ঘাটে।
জাইবোঁ ঝাট মথুরার হাটে ॥
মতি থাআঁ মোরে তোএঁ করসি ধামালী। (?)
বাপেঁ মাএঁ দিবোঁ তোরে গালী ॥ ১ ॥
নিলজ কাহ্নাঞিঁ তোর বাপে নাহিঁ লাজ।
মাউলানীক বোলহ হেন কাজ ॥ ধ্রু ॥
গরু রাখি তোর কাহ্ন গেলির জরমে।
তেঁসি তোর এ সব করমে ॥
এবেঁ যমুনার ঘাটে ভৈলা মাহাদানী।
দান ছলেঁ বোল পাপ বাণী ॥ ২ ॥
সব সখিজন মোর করি তোহ্মে পারে।
বলে ধরিবাক চাহ মোরে ॥
তিরীবধ দিবোঁ মোএঁ তোহ্মাতে উপরে।
ঝাঁপ দিআঁ যমুনার জলে ॥ ৩ ॥
পাপ তেজ কাহ্ন মোক কর পার।
এথাঁ আছে সংহতী আহ্মার ॥
আর না বুলিহ কাহ্নাঞিঁ হেন পরিহাসে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

পাহাড়ীআরাগঃ ॥ চিত্রক লগনী ॥ একতালী ॥

মনত হরিষ কর[৭৯।১]ঈষত হাসিআঁ।
আপণ ইছাএ রাধা নাএ চড়সিআঁ ॥
মাঝ নাঅত রাধা ওলাহ পসার।
পার কইলেঁ কৌড়ী লইব তোহ্মার ॥ ১ ॥
আহ্মার বচন রাধা না করহ আন।
আপণে কাণ্ডার ধরিল দেব কাহ্ন ॥ ধ্রু ॥
আহুঠ হাথ নাঅখানি তোর পাঁচ পাটে।
আনেক যতনে আণি চাপাইল ঘাটে ॥
ধিরেঁ ধিরেঁ কাহ্নাঞিঁ মো আইলোঁ নিকটে।
নিহুড়িআঁ চাহোঁ পাণি লইছে মোকটে ॥ ২ ॥
ডরে মোর কাহ্নাঞিঁ শরীর কাম্পএ।
সাধ নাহিঁ পার হয়িতেঁ হেন ভাঙ্গা নাএ ॥ ধ্রু ॥
আবুধ গোআলিনী না বুঝসি কাজ।
এহি নাএ পার করোঁ সকল রাজ ॥
পসার ণাম্বাআঁ থোহ ডহরার মাঝে।
পাণি ফুটি সিঞ্চ তোহ্মে না করিহ লাজে ॥ ৩ ॥
বাহিআঁ নিবোঁ নাঅ উভ কেরোআলে।
নিমিষেক নহিবেক চাপায়িবোঁ কুলে ॥ ধ্রু ॥
নটক কাহ্নাঞিঁ সুন মোর সত্য বাণী।
পসার ণাম্বাইতেঁ নাএ নাহিঁ ঠায়িখানী ॥
যমুনার ঢেউ দেখী হালএ পরাণী।
কার বাপে সিঞ্চিবেক আ[৭৯।২]ধ নাঅ পাণী ॥
ঘাটে ঘাটিআল হআঁ হেন তোর কাজ।
ভাঙ্গা নাএ পার হৈতেঁ না বাসসি লাজ ॥ ধ্রু ॥
মুগধী গোআলিনী কাজ না বুঝসি।
কোণহোঁ জরমেঁ নাএ পার নাহিঁ হসি ॥

নাঅ পাতিল আহ্মে তোহ্মার কারণে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণে॥ ৫ ॥
ঘরক যাহ রাধা যদি না হইবেঁ পার।
দানের আন্তরে দেহ সরস শৃঙ্গার॥ ধ্রু ॥

গৌরীরাগঃ[১] ॥ রূপকং ॥

আনেক যতনে নাঅ গঢ়িলেঁ।
জীবার আন্তরে ঘাটে পাতিলেঁ॥
যমুনার জলে নৈলেঁ আধিকার।
সকল লোকেরেঁ করসি পার॥ ১ ॥
কেহ্নে বোলহ মোরে মিছা বচন।
নাঅ পাতিলী আহ্মার কারণ॥ ধ্রু ॥
সন্ধ্যা কইলেঁ পার আপণ মনে।
আহ্মার বেলে বোলহ হেন কেহ্নে॥
শকত আছিল নাঅ এখনে।
এখনে ভাঁগিল সে না কেহ্নু মনে॥ ২ ॥
বুঝিতেঁ নারোঁ মো তোহ্মার মনে।
অন্তর হালএ তোর বচনে॥
সরূপ কহ যবেঁ কহ বনমালী।
তবেঁ তোর নাএ চড়ে গোআলী॥ ৩ ॥
ভাল নাঅ নাহিঁ য[৮০।১]বেঁ তোহ্মার।
তবেঁ কেহ্নে নৈলেঁ এ আধিকার॥
কিছু লাজ নাহিঁ তোহোর বদনে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণে॥ ৪ ॥

দেশাগরাগঃ ॥ রূপকং ॥

মৃগমদ কুচযুগ গগন মাঝার।
তহিত নক্ষত্রগণ গজমুতীহার॥
তাত তিথ নখরেখ চান্দের আকার।
দেখিআঁ সরস চিত্ত মজিল আহ্মার॥ ১ ॥
দেখিআঁ রূপ যৌবন তোহ্মার।
যমুনাজলে নৈল আধিকার॥ ধ্রু ॥

ষোল শত গোপী মাঝেঁ তোহ্মে আগুআন।
ষোল শত কুতঘাটে মোর মাহাদান॥
শুন সুন্দরি মোর বোল পরমান।
হএ নহে তত্ব রাধা লোকমুখেঁ জাণ॥ ২ ॥
শুন ল সুন্দরি রাধা পাঞ্জীর বিচার।
হের দধি ঘৃত দুধ ঘোলের পসার॥
ভাণ্ড মাথে ষোল পন দান আহ্মার।
বাহুর বলয় নিবোঁ সাতেসরী হার॥ ৩ ॥
নিজ হিত চন্দ্রাবলী মনে পরিভায়।
তোর বস ভৈল ত্রিভুবনের রাঅ[১]॥
সুন্দর কাহ্নক রাধা দেহ আলিঙ্গন।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণ॥ ৪ ॥

রামগিরীরা[৮০।২]গঃ ॥ আটতালা ॥

বসসি তোঁ আরে কাহ্ন সজনসমাজে।
শুণিআঁ কি বুলিব তোহ্মারে সব রাজে॥
পাপ পুণ্যের কাহ্ন করহ বিচার।
কোমণ পুরাণে[২] কাহ্নাঞি আছে পরদার॥ ১ ॥
বুঝিল বুঝিল কাহ্নাঞি চরিত তোহ্মার।
নির্ম্মল শরীরে কেহ্নে কর পরদার॥ ধ্রু ॥
ক্ষত্রিয় মারিআঁ তোহ্মে নিক্ষত্রি কইলেঁ।
আপণার মুখে তোহ্মে আপণে কহিলেঁ॥
ঘাটে দানী হআঁ তোএঁ করসি সংঘট।
তিরীত উপর এবেঁ তোর মুনিষট॥ ২ ॥
আহ্মার আইহন বীর ময়মত হাথী।
দোষ পাইলেঁ নাকেঁ কানে করে সাথী॥
তাহাক না মানি মোরে গেল তোর মন।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণ ॥ ৩ ॥

পাহাড়ীআরাগঃ ॥ প্রকীর্ণ ॥ লগনী ॥ একতালী ॥

বচনেক বোলোঁ শুন চন্দ্রাবলী রাণী।
যাবত পবনে ঢেউ নাহিঁ বান্ধে পাণী॥ ১ ॥

[১] পুথিতে গৌরীরাগঃ'।

[১] পুথিতে রাজ'। [২] পুথিতে পরাণে'।

তাবত তোহ্মাক পার্‌ করোঁ না বাহিআঁ।
দধির পসার নাএ চড়াহ আসিআঁ[১] ॥ ২ ॥
[৮৩।১] আহ্মাক ছাড়িআঁ পার সব সখি গেলা।
হাট উখুড়িবে প্রচুর ভৈল বেলা ॥ ৩ ॥
হেন গুণী মনত চঢ়িলী রাধা নাএ।
দধির চুপড়ী রাধা থুইল ডহরাএ ॥ ৪ ॥
না জাণিআঁ তত্ব চঢ়িতেঁ বুইলোঁ নাএ।
হেন ভাঙ্গা নাএ চঢ়িতে না জুআএ ॥ ৫ ॥
এভোঁহো সুন্দরি রাধা মনে কর সার।
ও পার জাইবেঁ কিবা থাকিবেঁ এ পার ॥ ৬ ॥
ঝাঝর নাঅ মাঝত লএ পাণী।
হেন নাঅ তোহ্মার বচনে চক্রপাণী ॥ ৭ ॥
একলী চঢ়িলোঁ আর নাম্বায়িলোঁ পসার।
আতি সাবধানে কাহ্নাঞিঁ কর মোরে পার ॥ ৮ ॥
আহ্মার বচন শুন আইহনের রাণী।
বুম্বুকে উথলে জল ঝাঁট মার্‌ পাণী ॥ ৯ ॥
সত্বর হআঁ রাহি থাক মাঝনাএ।
এখনে করিবোঁ[২] পার নাহিঁ কিছু ভএ ॥ ১০ ॥
মাঝযমুনাত বড় বাত ভআঁ গেল।
পর্ব্বত সমান ঢেউ নাঅত লাগিল ॥ ১১ ॥
বাহা বাহা করি তবেঁ রাধিকা ফুকরে।
বারেক কর মোর[৮৩।২]পরাণ উদ্ধা[ ]র ॥ ১২ ॥
আকাস পরসি যবেঁ ঢেউ আইসে।
রাধার বদন চাহাঁ কাহ্নাঞিঁ হাসে ॥ ১৩ ॥
কি বুধি করিবেঁ রাধা কোণ পরকার।
মাঝযমুনাত নাঅ না চলে আহ্মার ॥ ১৪ ॥
না জাণো দিশ বিদিশ লাগে বড় ডরে।
তিরীবধ দিবোঁ কাহ্নাঞিঁ তোহ্মার উপরে ॥ ১৫ ॥
দশনেত তৃন করি বোলোঁ মো তোহ্মারে।
যেই চাহ সেহি দিবোঁ কর মোরে পারে ॥ ১৬ ॥
সাবধান হআঁ মোর বোল শুন রাহী।
তোহ্মে আহ্মে আছি এথাঁ আর কেহো নাহীঁ ॥ ১৭ ॥
দুতরে তারিবোঁ তোক না করিহ ডর।
সরস শৃঙ্গার দেহ নাএর ভিতর ॥ ১৮ ॥
ধারেঁ ঝরেঁ রাধিকার নয়নের পাণী।
আধিক করুণা করে চন্দ্রাবলী রাণী ॥ ১৯ ॥
কাহ্নের বচনে রাধা পড়িলী তরাসে।
বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাসে ॥ ২০ ॥

অথ রাধে পুরে পয়ঃ পূরোত্তবক্তে দরে।
কুরু প্রাণপরিত্রাণকারণং বচনং মম ॥

রামগিরীরাগঃ ॥ আঠতালা ॥

নাঅ খে[৮২।১]আইলোঁ রাধা না পায়িলোঁ কূল
যমুনাক মান রাধা ফুল সিন্দুর ॥
বাতকোঁঅরক মান সাতেসরী হার।
কাহ্নাঞিঁকে মান রাধা সরস শৃঙ্গার ॥ ১ ॥
পাঞ্চ পাটের নাঅ মন্থায়িল বাএ।
নিষধিতেঁ আল রাধা চঢ়িলা নাএ ॥ ধ্রু ॥
তোর দৈবদোষে রাধা বহে হেন বাএ।
এ কুল ও কুল দুঈহো নাহিঁ চলে নাএ ॥
নাঅ বাহিতেঁ মোএঁ হরিলোঁ শকতী।
নাঅত চঢ়িলা রাধা আপণ কুমতী ॥ ২ ॥
তোর রূপ যৌবনে মোহিত জগতনাথ।
নাঅ বাহিতেঁ নাহিঁ চলে দুঈ হাথ ॥
অবল হৈলোঁ তোর সখি করি পারে।
অধর আমিআঁ দেহ বল হউ মোরে ॥ ৩ ॥
ভুজে ভিড়ি আলিঙ্গন দেহ একবার।
চিত্তের হরিষে কাহ্নাঞিঁ করু তোরে পার ॥
বিমতী তেজিআঁ মোর ধর এ বচন।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণ ॥ ৪

---

১ আসিআঁ'র 'আঁ' তোলা পাঠে ও পরবর্তী যোজনা; ইহার পর 'না জাণিআঁ তত্ব চঢ়িতে বুইলোঁ নাএ' লেখা ও কাটা।

২ করিবোঁ'র পর 'ভয়' লেখা ও কাটা।

ভৈরবীরাগঃ ॥ একতালী ॥

মনগমনে চলে নাখানী তোহ্মার ।
আপণে কাহ্নাঞিঁ তাত ভৈলা কাণ্ডার ॥
নাঅত চঢ়িলোঁ কাহ্নু তোর সত্য বোলে ।
[৮২।২] মাঝযমুনাত তোহ্মে না করিহ বলে ॥ ১ ॥
পার কর নারায়ন বড়ায়ির সঙ্গে জাইবোঁ ।
যমুনাত পার হয়িলেঁ আলিঙ্গন দিবোঁ ॥ ধ্রু ॥
সাত ঘটি গেল হএ দুঅজ পহর ।
গোঠে হৈতেঁ আসিবে গোআল মোর ঘর ॥
ঘরে না দেখিআঁ বড় খঙ্গায়িবে মোরে ।
দয়া ধরম কি না বসে তোহ্মারে ॥ ২ ॥
গোসাঞিঁ সোঁঅরি কাহ্নাঞিঁ ঝাঁট বাহ নাএ ।
মাঝযমুনাত বহে খর বড় বাএ ॥
যমুনার জলে টলবল করে নাএ ।
চমকী চমকী উঠী মোর প্রাণ জাএ ॥ ৩ ॥
ষোল শত গোপী মোর রহি চাহে বাটে ।
মোহোর করমে নাএ ভাঁগিল পাটে ॥
একবার রাখ কাহ্নাঞিঁ আহ্মার জীবন ।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণ ॥ ৪ ॥

গুজ্জরীরাগঃ ॥ যতিঃ ॥

আতি বড় গরুঅ তোহ্মার পয়োভার ।
তাহার দুঅজ আর গজমুতীহার ॥
সংসারের মাঝে রাধা দুলহ জীবন ।
হার পেলাহ পাতল হউ তন ॥ ১ ॥
খর সোঁত পাণী রাধা বড় বহে বাএ ।
এহাতে ধরহ রাধা আহ্মার উপাএ ॥ ধ্রু ॥
আয়র গরুঅ তোর নিতম্ব জঘন ।
[৮৩।১] তাহাত বান্ধিল রাধা কনক রসন ॥
বান্ধন খসাআঁ রাধা পেলা আভরণ ।
সংশয় বেলাতে তবেঁ কিসকে যতন ॥ ২ ॥
গাঅ বেঢ়িল তোর দীঘল বসনে ।
তীন ভাগ চিরী তাক পেলাহ এখনে ॥
আঅর পেলাহ রাধা দধির পসারা ।
কিছু পাতল হউ মোর নাঅভরা ॥ ৩ ॥
পাঞ্চ পাটের নাঅ পাতর ভরা ।
হৃদের কাঞ্চুলী রাধা যমুনাত পেলা ॥
তবেঁ সুখেঁ পার হৈবেঁ এহি ভাঙ্গা নাএ ।
বাসলী শিরে বন্দী চণ্ডীদাস গাএ ॥ ৪ ॥

কৃষ্ণস্য বাচমাচম্য রাধা দরভয়াতুরা ।
তত্যাজ যমুনানীরে ভূষণং বসনস্তনোঃ ॥

ভাঠিআলীরাগঃ ॥ লঘুশেখরঃ ॥ দণ্ডকঃ ॥

যবেঁ রাধা গোআলিনী পাতল কৈল গাএ ।
হেহে লহে ।
তবেঁ হিঅ হিঅ বুলী কাহ্নু বাহে নাএ ॥
হেহে লহে লহে ॥ ১ ॥
আকাশের তারা যেন ছুটি গেল নাএ ।
অধ নদী গেলেঁ পুণি বহে খর বাএ ॥ ২ ॥
রাধাএঁ বুলিল কাহ্নু ঝাঁট বাহি যা ।
ঢেউ দেখি মোর হালে সব গা ॥ ৩ ॥
দুতরত পার কর একবার কাহ্নু ।
পার হৈলেঁ তোর বোল না করিবোঁ আন ॥ ৪ ॥
[৮৩।২] নাঅ টালবলাএ আধিকে দামোদর ।
দুগুন বাঢ়িল রাধিকার মণে ডর ॥ ৫ ॥
কাহ্নের মনত ভৈল মদনবিকার ।
ছল করি টালিলেক রাধার পসার ॥ ৬ ॥
তখন ছাড়ায়িল ঘৃত দধি ঘোল ।
ডর পায়ি রাধা কাহ্নাঞিঁকে মাঙ্গে কোল ॥ ৭ ॥
কোলে কর কাহ্নাঞিঁ বড়ায়ি জুনী জাণে ।
বড়ায়ি জাণিলে জাণে কংস আইহনে ॥ ৮ ॥
এ বোল সুণিআঁ কাহ্নাঞিঁ[১] মনের হরিষে ।
নাঅ ডুবায়িআঁ রাধা কোলে করি ভাষে ॥ ৯ ॥

১ কাহ্নাঞিঁ তোলা পাঠে ।

আলিঙ্গন পাইল কাহ্নাঞি রাধার তরাসে।
বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাসে ॥ ১০ ॥

কোড়ারাগঃ ॥ লঘুশেখরঃ ॥

দধি দুধ নঠ কৈলেঁ কাহ্নাঞি ল
মোর ডুবায়িলেঁ পসার।
বলে জলে কোলে কৈলে কাহ্নাঞি ল
কৈলেঁ বড়ই খাঁখার ॥ ১ ॥
সব সখি দেখে মোর কাহ্নাঞি ল
না তুলিহ জলের উপর[১] ॥ ধ্রু ॥
যত ছিল মনে তোর কাহ্নাঞি ল[২]
চির কাল মনোরথ।
তাহার কারণে কৈলেঁ কাহ্নাঞি ল[৩]
মোর মরণের পথ ॥ ২ ॥
যে কর সে কর তুহ্মি[৪] [কাহ্নাঞি ল]
মোরে জলের ভিতর।
হোর সব সখিজন [কাহ্নাঞি ল]
দেখে তাক মোর ডর ॥ ৩ ॥
[৮৪।১] কিবা সুখ পাইলেঁ তোহ্মে
[কাহ্নাঞি ল]
এহা জলের ভিতর:।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস [কাহ্নাঞি ল]
দেবী বাসলীবর ॥ ৪ ॥

রামগিরীরাগঃ ॥ আঠতালা ॥

রাধিকাবাচমাচম্য রসাবেশবশো হরিঃ।
পয়োন্তরগতামেতাং চিরমেবমধারয়ৎ ॥

দৃঢ় ভুজযুগে ধরি কৈল আলিঙ্গনে।
রাধার বদনে কাহ্নাঞি কইল চুম্বনে ॥
কুচ কনককমলকোরক আকার।
ঘন ঘন মরদিল কাহ্নাঞি রাধার ॥ ১ ॥
তখন পাইল কাহ্নাঞি যতেক হরিষে।
তাহাক বুলিতেঁ নারী সকল বএসে ॥ ধ্রু ॥
নাগর সুন্দর কাহ্নাঞি কৈল নখঘাত।
তখণে গুণিল রাধা মনে পাঞ্চ সাত ॥
রাধার মনত তবেঁ জাগিল মদন।
উরস্থলে কৈল রাধা দৃঢ় আলিঙ্গন ॥ ২ ॥
ধীরেঁ ধীরেঁ পরসিআঁ রাধার জঘন।
সরূপেঁ সফল কাহ্নাঞি মানিল জীবন ॥
রাধার নিতম্বে কাহ্নাঞি দিল ঘন নখে।
চমকি করিল রাধা আতি রতিসুখে ॥ ৩ ॥
জলের কারণে ভৈল বিলম্ব সুরতী।
তাতে জগন্নাথ পাইল আধিক পিরিতী ॥
তবেঁ রাধিকাক [৮৪।২] কৈল যমুনার পারে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীবরে ॥ ৪ ॥

অধুনা যমুনামধ্যে কৃষ্ণেন কৃতদূষণাং।
বিলোক্য জরতী রাধামিদং বচনমাদধে ॥

রামগিরীরাগঃ ॥ রূপকং ॥

খদিরকুসুমমালা আউলাইল চিকুরে।
হৃদয়ের মাঝে তোর কেহ্নে নাহিঁ হারে ॥ ১।
তোক[১] দেখি নাতিনী মো পাইলোঁ উল্লালে।
বড় ভাগে হৈলা পার যমুনার জলে ॥ ধ্রু ॥
ভাঁগিল বলয় তোর নাহিঁক বসনে।
হেন বুঝোঁ জলে তোর বিগুতিল কাহ্নে ॥ ২।
কুচে নখরেখ তোর নিরস আধরে।
সব বিপরিত দেখোঁ দেহভারে ॥ ৩ ॥
সরূপ বচন কহ আহ্মার থানে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণে ॥ ৪ ॥

---

১ 'ভিতর' কাটিয়া তোলা পাঠে 'উপর' করা।
২-৩ 'কাহ্নাঞি ল' তোলা পাঠে।
৪ 'তুহ্মি' তোলা পাঠে।

১ পুথিতে 'তাক'।

কহ্নুগুজ্জরীরাগঃ ॥ রূপকং ॥

তোক ছাড়ী বড়ায়ি কেমনে জায়িবোঁ ঘর।
হেন চিন্তি চড়িলোঁ মো নাএর উপর॥
কথো দূর খেআইলে নাঅ চক্রপাণী।
ঝাঝর নাঅ নৈল চারি পাসে পাণী॥ ১॥
বড়ায়ি বড় ভয় পাইলোঁ যমুনার জলে।
পার কৈল মোকে ভালে কাহ্নাঞিঁ গোআলে॥ ধ্রু॥
[৮৫।১] গাতরভরা রাধা পেলা আভরণে।
পাণিফুটি মার আহ্মাক বুইল কাহ্নে॥
আচম্বিত খরতর বাহিলেক বাঅ।
মাঝ যমুনাত ডুবিআঁ গেল নাঅ॥ ২॥
ডুবিআঁ মরিতোঁ যবেঁ না থাকিত কাহ্নে।
আহ্মা লআঁ সান্তরিআঁ রাখিল পরাণে॥
এবার কাহ্নাঞিঁ বড় কৈল উপকার।
জরমেঁ সুঝিতেঁ নারোঁ এ গুন তাহার॥ ৩॥
আঅর বড়ায়ি মোর উপজিল ডরে।
পসার ডুবিল মোর জলের ভিতরে॥
কোণ পরকারেঁ আজি জাইবোঁ নিজ ঘর।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীবর॥ ৪॥

কোড়ারাগঃ॥ প্রকীর্ণ লগনী॥ দণ্ডকঃ॥

রাধার বচন শুনীআঁ বড়ায়ি
বুলিল সব সখিজনে।
ডুবিল রাধার সকল পসার
ঘর জাইবে কেনমনে॥ ১॥
সকল সখিএঁ যুগতী করিআঁ
মণত করিল সার।
আপণ আপণ দধি দুধ দিআঁ
রাধার কৈল পসার॥ ২॥
বড়ায়ি রাধা আর সখিগণ
চলিলা মথুরা পুরে।
ঘৃত দধি দুধ ঘোল বিচিআঁ
জা[৮৫।২]ইতেঁ মন কৈল ঘরে॥ ৩॥
বড়ায়ি রাধা আর সখিগণ
মেলিআঁ কতহো খনে।
যমুনা নদীর ঘাটত গিআঁ
নাঅ চাহিলান্ত কাহ্নে॥ ৪॥
জলতে গুপতে রাখিআঁ ছিল
আর বড় নাঅ কাহ্নে।
তাহাত চড়াআঁ একই বারে
পার কৈল গোপীগণে॥ ৫॥
আঞ্জলী বান্ধিআঁ সন্ধারে কাহ্নাঞিঁ
বুইল বিনয়বচনে।
হেলা না ছাড়িহ আহ্মাক প্রতি
খণ্ডী সব দোষ গুণে॥ ৬॥
হেন শুণিআঁ বুইল রাধা
কাহ্নের চরণ ধরী।
পুরুবেঁ নিলেঁ মোর আলঙ্কার যত
কিছুই না দেহ মুরারী॥ ৭॥
সদয় হৃদয় হআঁ কাহ্নাঞিঁ
দিল রাধার আভরণ।
সব সখিজনে ঘরক গেলা
হআঁ হরষিত মন॥ ৮॥
আপণ ঘরক গেলা কাহ্নাঞিঁ
বন্দিআঁ বড়ায়ির পাএ।
বাসলীচরণ শিরে বন্দিআঁ
বড়ু চণ্ডীদাস গাএ॥ ৯॥

বৃদ্ধয়া সহিতা রাধা গেহং গত্বাভিমণ্ডবে।
জগাদ যমুনাপারগমনাযোগ্যতাশতং॥ ১॥
ততোঽভিমন্যুনা মোহা[৮৬।১]ন্নিষিদ্ধা মথুরাগতৌ।
চক্রে প্রাবৃষি তক্রাদিবিক্রয়ং গৃহ এব সা॥ ২॥
ইতি নৌকাখণ্ডঃ সমাপ্তঃ॥
ঘট্টাদানখণ্ডঃ॥

অথ ভারখণ্ড

অথ রাধারসাবেশবশীকৃতমনা হরিঃ।
পুনস্তল্লাভলোভেন জগাদ জরতীঞ্চিরাৎ ॥

মালবরাগঃ ॥ রূপকং ॥ চিত্রক লগনী ॥ দণ্ডকঃ ॥

চির দিন নাহিঁ রাধিকার দরশনে।
তেকারণে বড়ায়ি থীর নহে মনে ॥ ১ ॥
চিন্তিতেঁ দুগুণ ভৈল হৃদয়ে মদনে।
এবেঁ তাক আণী মোর রাখহ জীবনে ॥ ২ ॥
যতন করিআঁ তাক রাখে আইহনে।
তার মাঅ রাধিকারে চাহে খনে খনে ॥ ৩ ॥
এতেকেঁ তাহাক আহ্মে আণিতেঁ না পারী।
আপণে উপাঅ মোক বোল তোহ্মে হরী ॥ ৪ ॥
উপস্থিত ভৈল বড়ায়ি শরত সমএ।
তড় পথেঁ এবেঁ লোক মথুরাক জাএ ॥ ৫ ॥
এবেঁ তথাঁ কাহ্নাঞিঁর নাহিঁ আধিকার।
হেন বুলী রাধা নেহ যমুনার পার ॥ ৬ ॥
রাধিকারে নিব আহ্মে যমুনার পার।
এথাঁ করিবোঁ কাহ্নু [৮৬।২] কোণ পরকার ॥ ৭ ॥
সরূপ করিআঁ কাহ্নু কহ মোর থানে।
তবেঁ রাধিকারে আণোঁ হরষিত মনে ॥ ৮ ॥
যমুনার পথে আহ্মে ভার সজাইআঁ।
থাকিব পথের মাঝে মজুরিআঁ হআঁ ॥ ৯ ॥
রাধিকারে বুলিহ বিবিধ পরকার।
সে যেহ্ন আহ্মাক বহাএ দধিভার ॥ ১০ ॥
ভাল বুইলেঁ কাহ্নাঞিঁ চল তোহ্মে ঝাটে।
আহ্মে রাধা লআঁ যাইউ মথুরার হাটে ॥ ১১ ॥
এহিঁ পরকারেঁ তোর পুরিব আশে।
বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাসে ॥ ১২ ॥

কোড়ারাগঃ ॥ ক্রীড়া ॥

জরতীবাচমাচম্য মাধবো বিহিতত্বরঃ।
ভারদণ্ডাদিসামগ্রীরচনায়োপচক্রমে ॥

মাঝ বৃন্দাবন গিআঁ কাহ্নাঞিঁ গোআল।
চামড় গাছের বাছি[১] কাটিলেক ডাল ॥
দুঈ পাশেঁ ছুচ করী মাঝেঁ পুষ্ট করী[২]।
বাঁহুক সজাএ ভাল দেব মুরারী ॥ ১ ॥
রাধার কারণে কাহ্নাঞিঁ আল বেধিল মদন।
ভার সজ করিবারে করিলান্ত মন ॥ ধ্রু ॥
সুচাঁছে চাঁছিল ভার দুঈ মুঠী।
দুঈ পাশে নিরমি[৮৭।১]ল শুশোভন গুঠী ॥
ঝাঁওএঁ ঘসিআঁ তাক করিল চিকণ।
বাঁহুক সংপুন্ন হয়িল আতী শুশোভন ॥ ২ ॥
নালিচা কাটিআঁ কাহ্নাঞিঁ মাঝজলে থুইল।
বার পহর হয়িলেঁ তাহাক তুলিল ॥
সুখায়িআঁ বাছিআঁ পাট করিল সুসর।
চারী গুণ দড়ী পাকাইল দামোদর ॥ ৩ ॥
সুদৃঢ় বন্ধনে কৈল দুয়ি শিকিআ।
তলত গাঁথিল তার দুগুটি বেগুআ ॥
বাঁহুক যোড়িআঁ গেলা যমুনার পারে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীবরে ॥ ৪ ॥

দেশবড়ারীরাগঃ ॥ লঘুশেখরঃ ॥

অথাভিমন্যুজননীং জরতী রজনীক্ষয়ে।
ইদমাহ কৃতচ্ছদ্ম পদ্মনাভহিতাশয়া ॥

আনেক প্রকারেঁ মোএঁ বুইলোঁ রাধারে।
দধি দুধ লআঁ জায়িতেঁ মথুরা নগরে ॥

---

১ বাছি' তোলাপাঠে।
২ করী' তোলাপাঠে।

হাটক না জাএ মোক বোলে ধিকবাণী।
রাজার কোঁঅরী ভৈলী আইহনের রাণী ॥ ১ ॥
দেখ আইহনের মা রাধার চরিতে[১]।
গোআলের কাম ছাড়ী করে বিপরীতে ॥ ধ্রু ॥
গোআলের কুলে রাধা জরম [৮৭।২][২] লভিআঁ।
দধি বিকে না জাএ থাকএ বসিআঁ ॥
বিধি না লিখিত তার কপালের ভাতে।
সতেঁ্য আইহনমাঅ কহিলোঁ তোহ্মাতে ॥ ২ ॥
দিনে দিনে সঞ্চিত ভৈল বিথর দহী।
ডাক দেওঁ মোএঁ সব গোআলিনী সহী ॥
আপণে বহুক বোল হাট জায়িতেঁ তোহ্মে।
এক বারেঁ সন্ধা লআঁ জাইব আহ্মে ॥ ৩ ॥
এ বচন মনে ভাবি আইহনের মা।
রাধিকারে বুইল বড়ায়ির সঙ্গে যা ॥
ঘরক থাকিতেঁ চাহ কিসের আশে।
বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

অথাভিমন্যুজননীদত্তং ভূরি পয়ো দধি।
আদায় জরতীমাহ রাধা দরভয়াতুরা ॥

গুজ্জরীরাগঃ ॥ যতিঃ ॥

সব সখিজন মেলি বড়ায়ির ঠায়ি।
বিনয় করিআঁ বোলে চন্দ্রাবলী রাহী ॥
সেমনে লইআঁ যাহা যমুনার পার।
যেহ্ন লাগ না পাএ কাহ্নাঞিঁ আহ্মার ॥ ১ ॥
সাম্ভড়ীর বোল স্থনি[৩] ডরায়িলী রাহী।
পসার সজাআঁ নৈল ঘৃত ঘোল দহী ॥ ধ্রু ॥
দধি বিকে মথুরা নগরী জাএ [৮৮।১] রাধা।
এবার পন্থথ কেহো না কৈল বাধা ॥

হরিষেঁ পাইল রাধা যমুনার পার।
আতি বড় শ্রম পাআঁ নাম্বায়িল পসার ॥ ২ ॥
সাবধানে স্থন বড়ায়ি বচন আহ্মার।
বহিতেঁ না পারোঁ এহা গরুঅ পসার ॥
শরতে সমএ রৌদ সহিতেঁ না পারী।
এভোঁ বড় দূর আছে মথুরা নগরী ॥ ৩ ॥
এক মজুরিআ আন বহু দধিভার।
তুঈ ভাগ করি লউ আহ্মার পসার ॥
তবেঁসি চলিতেঁ পারোঁ মথুরা নগর।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীবর ॥ ৪ ॥

পাহাড়ীআরাগঃ ॥ ক্রীড়া ॥ চিত্রক প্রকীর্ণ লগনী
দণ্ডকঃ ॥

যবেঁ হাট জায়িতেঁ নাহিঁ তোহ্মার শকতী।
উচিত মজুরী দিতেঁ কর্ঁ আনুমতী ॥ ১ ॥
মজুরিআ বুলিআঁ আপণে দেহ ডাক।
এখনে মজুরিআ আসি মেলিব তোহ্মাক ॥ ২ ॥
বড়ায়ির ঠায়ি রাধা বুলিল বচনে।
দধি দুধ বিচী কৌড়ী দিবোঁ তোর থানে ॥ ৩ ॥
কথো দূর পথ গিআঁ রাধিকা আপণে।
মজুরিআ বুলী ডাক দিল ঘন ঘনে ॥ ৪ ॥
আন রূপ ধরি ভার লআঁ ততিখ[নে]।
(ইহার পর ৮৮।২এর পৃষ্ঠা নাই।)
[৮৯।১]তোরে লআঁ জাইতেঁ নাহিঁ[১] পারী ॥ ১৫ ॥
এহা বুঝী বাহুড়িআঁ চল নিজ ঘর।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীবর ॥ ১৬ ॥

কহুগুজ্জরীরাগঃ ॥ রূপকং ॥

সঙ্গে যাইউ রাধা এ দূরে দূরে।
বাহুর বলঁয়া দিবোঁ পএর নূপুরে ॥
পাসরিলেঁ যে তোর করিলোঁ উপকার।
ভরিল যমুনাত তোহ্মাক কৈলোঁ পার ॥ ১ ॥

১ চরিতে', চ' তোলাপাঠে।
২ ৮৭।২ পৃষ্ঠার ডা'ন পাশে 'শ্রীগুনরাজ খাঁ' স্বাক্ষর।
৩ 'বোল স্থনি'; 'বোলে স্থনি', ল'র একার কাটা এবং স্থনি' তোলাপাঠে।

১ নাহিঁ', হিঁ' তোলাপাঠে।

সঙ্গে লইআঁ যা।
গোআলার ঝি রা[ধা] ল ॥ ধ্রু ॥
সঙ্গে জাইউ রাধা আহ্মে[১] আর তোহ্মে।
দধিদুধভার তোর না বহিব আহ্মে ॥
দধি দুধ বিচি রাধা করিবেহেঁ কী।
কাজ না বুঝ কেহ্নে গোআলার ঝী ॥ ২ ॥
সঙ্গে জাইতেঁ রাধা না করিহ ডর।
সোই মথুরা পুরী আহ্মার ঘর ॥
মথুরা পুরের মাঝেঁ আহ্মা ভালেঁ জাণী।
ভোঁখে ভাত দিবোঁ তোরে পিআসত পাণী ॥ ৩ ॥
আহ্মে সঙ্গে জাইতেঁ রাধা না করিহ শঙ্কা।
জলধিত[২] সেতু বান্ধি জিণিলোঁ মো লঙ্কা ॥
এবেঁ তোর সঙ্গে জাইতেঁ চাহোঁ রতি আশে।
বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদা[৮৯।২]সে ॥৪॥

মল্লাররাগঃ ॥ রূপকং ॥

আউ থাকিতেঁ কাহ্নাঞিঁ মরণ ইছসি।
সাপের মুখেতে[৩] কেহ্নে আঙ্গুল দেসী ॥
চুন বিহনে যেহ্ন তাম্বূল তিতা।
আলপ বএসে তেহ্ন বিরহের চিন্তা ॥ ১ ॥
লাজ নাহিঁ কাহ্নাঞিঁ বদনে তোহোর।
পাছে আসিতেঁ কেহ্নে চাহসি মোর ॥ ধ্রু ॥
মজুরিআ হআঁ কেহ্নে এত বড় রঙ্গ।
অলপ হআঁ চাহ বড়ার সঙ্গ ॥
হাথেঁ হাথেঁ চাহা কাহ্নাঞিঁ আকাশের চান্দ।
··· [কি]সেরেঁ করসি তোএঁ ছান্দ ॥ ২ ॥
উত্তম জাতী তোহ্মে নান্দের বালা।
পুরুষ হআঁ তোহ্মে ··· ··· ··· ॥
[স]কল লোকের মাঝে না বাসসি লাজ।
না বহসি ভার বোলসি আন কাজ ॥ ৩ ॥

মাকড়ের [হাথে যেহ্ন] ঝুনা নারিকল।
আহ্মাক দেখিআঁ তেহ্ন না হঅ বিকল ॥
সঙ্গে আসিবে যবেঁ[১] লঅ দধিভারে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বা[সলীবরে] ॥ ৪ ॥

বরাড়ীরাগঃ[২] ॥ রূপকং ॥

ব্রহ্মা বেদ হরিবেক[৩] ইন্দ্রে হরিব পাণী।
সজনসমাজেঁ হরিব সত্য বাণী ॥
কপিলা হরি[৯০।১]ব ক্ষীর সস্য বসুমতী।
ঋষি তপ হরিবেক পণ্ডিত সুমতী[৪] ॥ ১ ॥
না বোল না বোল রাধা হেনস বচন।
কৃষ্ণেঁ ভার বহিলেঁ মজিব ত্রিভুবন ॥ ধ্রু ॥
কনিষ্ঠে লংঘিব জেষ্ঠ হআঁ দুঠমনে।
প্রবল হৈআঁ সুদ্রেঁ লংঘিব ব্রাহ্মণে।
পুত্রেঁ বাপ লংঘিব শিষ্য গুরুজনে।
পুণ্য লংঘিব জনে হআঁ পাপমনে ॥ ২ ॥
সেবকেঁ লংঘিব প্রভু নারী নিজ পতী।
আপণা মঙ্গায়িব ব্রত লংঘিআঁ সতী ॥
শরণ জনের লোকেঁ লংঘিব পরাণ।
দাতাএঁ লংঘিব আপণেয়ি দিআঁ দান ॥ ৩ ॥
সব বিপরীত হৈব রাধা তোহ্মার কাজে।
আর রুঠ হয়িব তোরে ত্রিদশসমাজে ॥
না বহাঅ ভার রাধা পুর মোর আশ।
বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাস ॥ ৪ ॥

দেশাগরাগঃ ॥ একতালী ॥

আহ্মার বচন শুন নান্দের নন্দন।
ভার এড়িতেঁ তোহ্মে চাহ আকারণ ॥

১ পুথিতে দুইবার 'আহ্মে' আছে।
২ 'জলধিত', 'ত' ভোলাপাঠে।
৩ 'মুখেতে', 'তে' তোলাপাঠে

১ 'যবেঁ' তোলাপাঠে।
২ 'কানড়ারাগঃ' তোলাপাঠে।
৩ 'হরিবেক' তোলাপাঠে।
৪ 'সুমতী', 'সু' তোলাপাঠে।

মজুরি সহিআঁ তোক আণিলোঁ মো ভারী।
বিণি ভার বহিলেঁ এড়িতেঁ তোক নারী ॥ ১ ॥
লঅ ভার কাহ্ন তোহ্মে না ক[৯০।২]র[১] বিমতী।
তবেঁ সুখেঁ লআঁ যাইবোঁ তোহ্মাক সংহতী ॥ ধ্রু ॥
তোহ্মে ভার বহিলেঁ মজিব তিন লোক।
এহা সুণী তোহ্মাক হাসিব সব লোক ॥
আপণার বড়ায়ি আপণে নাহিঁ কহী।
লঅ ভার কাহ্নাঞিঁ বিকণী হাটে দহী ॥ ২ ॥
সকল গোআল জাতী দধিভার বহে।
তাহাত কাহারো লাজ কথাঁহোত নহে ॥
তোহ্মে কেহ্নে ভার বহিতেঁ করহ বিমতী।
হেন বুঝোঁ তোহ্মে নহ গোআল জাতী ॥ ৩ ॥
মনে পরিভাবি কাহ্নাঞিঁ কান্ধে কর ভার।
হাট জায়িতেঁ হএ মোর বিলম্ব আপার ॥
মোর সঙ্গে আইস ঝাঁট মথুরা নগর।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীবর ॥ ৪ ॥

দেশবরাড়ীরাগঃ ॥ রূপকং ॥

তীন ভুবনে রাধা আহ্মে আধিকারী।
বাছিআঁ সে পালি রাধা আহ্মাক ভারী ॥
ভার গরুঅ নহে গরুঅ বড়[২] লাজ।
কেমনে জায়িব রাধা সজনসমাজ ॥ ১ ॥
না বোল না বোল রাধা হেনস উত্তর।
কোণ লাজেঁ ভার বহিবে গদাধর ॥ ধ্রু ॥
সকট ভাঁগিল আহ্মে শুণিআছ তোহ্মে।
জমল [৯১।১] আর্জ্জুন তরু উপাড়িল আহ্মে ॥
কংস বধিবারেঁ মোএঁ কৈলোঁ আবতার।
এবেঁ কি বহিব আহ্মে তোর দধিভার ॥ ২ ॥
দধি দুধ বিচি তোর বিপরীত মতী।
তেঁসি না চিহ্নসি আহ্মা দেব আধিপতী ॥
গোআলার ঝি তোহ্মে বড় আছিদরী।
তেকারণে ভার বহায়িতেঁ চাহা হরী ॥ ৩ ॥
যৌবনগরবেঁ বোল এ সব উত্তর।
তাহাক শুণিতেঁ কোপ উপজে অন্তর ॥
এভোঁহো অযোগ্য বোল রাধা পরিহর।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীবর ॥ ৪ ॥

গৌরীরাগঃ[১] ॥ রূপকং ॥

প্রহরেক বেলি ভৈল যমুনার ঘাটে।
কত খনে জায়িব আহ্মে মথুরার হাটে ॥
ঘৃত দুধ নঠ হএ আম্বল দহী।
সংহতী এড়িআঁ জাএ গোআলিনী সহী ॥ ১ ॥
লইবেঁ না লইবেঁ ভার সুন্দর মুরারী।
না বহিভেঁ ভার যবেঁ ধরোঁ আন ভারী ॥ ধ্রু ॥
ষোল শত সখিজন সঙ্গে গেলা আগ।
তোর বোলেঁ তা সমার না লইলোঁ লাগ ॥
বোলহ উপায় কাহ্নাঞিঁ কি বুধি করিবোঁ।
জাকে দুধ যোগাওঁ তারে কি বুলিবোঁ ॥ ২ ॥
[৯১।২] সব সখি গেলেঁ কাহ্নাঞিঁ হৈবোঁ একসরী।
লোক দেখিলেঁ তবেঁ আহ্মেঁ লাজেঁ মরী ॥
তোহ্মার মুখত কাহ্নাঞিঁ কিছু নাহিঁ লাজ।
ফুরাআঁ না দেহ তোহ্মে তেঁসি একো[২] কাজ ॥ ৩ ॥
হার বিচিব আহ্মে ধরিব আন ভারী।
বসিআঁ থাক তোহ্মে সুন্দর মুরারী ॥
বাহুড়িআঁ চল কাহ্নাঞিঁ নান্দের নন্দন।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণ ॥ ৪ ॥

রামগিরীরাগঃ ॥ প্রকীর্ণ ॥ লগনী ॥ দণ্ডকঃ ॥ একতালী ॥

বচনেক বোলোঁ সুন রাধা গোআলী।
দধিভার লআঁ জাউ তোর বনমালী ॥ ১ ॥
দধিভার লঅ তোহ্মে শুন বনমালী।
নহোঁ তোর যোগ মোএঁ আবালী গোআলী ॥ ২ ॥
দধিভার লইব আহ্মে এবা কোন কাজ।
দেবের দেব হআঁ পাইব বড় লাজ ॥ ৩ ॥

'তোহ্মে না কর', হ্মে না ক' তোলাপাঠে।
বড়' তোলাপাঠে।

১ পুথিতে শৌরীরাগঃ'।
২ একো'; এথো', থো' কাটা ও তোলাপাঠে কো' পরবর্ত্তী যোজনা।

লাজ কয়িলেঁ কাহ্নাঞি হারায়িবেঁ কাজ।
পাছে দোষ আহ্মারে না দিহ দেবরাজ॥ ৪ ॥
ভাল বুইলেঁ রাধা মোর চিত্তে পড়িহাসে।
ভার বহোঁ সুখে যবেঁ দেহ রতি আশে॥ ৫ ॥
ঝাঁট ভার [৯২।১] লঅ কাহ্নাঞি দৃঢ় করী দড়ী।
দধি নঠ হৈলেঁ লৈবোঁ তিন গুণ কৌড়ী॥ ৬ ॥
আশেষ কপটেঁ তোর পুরীল মতী।
এহি পাপেঁ হৈল তোর নপুংসক পতী॥ ৭ ॥
না জাণোঁ কপট কাহ্নাঞি আহ্মে শুদ্ধমতী।
পাপসাগরে কাহ্নাঞি তোহ্মে সে কুমতী॥ ৮ ॥
না বহিবোঁ তোর ভার দেহ মোর দানে।
বিণি দানে নিব তোহ্মা কাহার পরাণে॥ ৯ ॥
মিছা অলঙ্গাল তেজ বহ দধিভার।
মনসুখ ভৈলেঁ বোল ধরিবোঁ তোহ্মার॥ ১০ ॥
এ বোল সুনিআঁ কাহ্নাঞি মনের উল্লাসে।
ভার লএ উলটিআঁ চন্দ্রাবলী হাসে॥ ১১ ॥
ভার সম কর দধি যেহ্ন নাহিঁ টলে।
দধি নঠ হৈলেঁ মারিবোঁ মাগুকিলে॥ ১২ ॥
ভার সজী করি লৈল নান্দের নন্দন।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণ॥ ১৩ ॥

মাহারঠারাগঃ ॥ দ্রুতমান ॥ একতালী ॥

চামড় কাঠের বাঁহুক যোড়িআঁ
তেরছ কৈল সীকা।
আগেঁ বড়ায়ি জাএ পাছে ভার বহে কাহ্ন
মাঝে রাধিকা জাএ বিকা॥ ১ ॥
লড়িলা জনার্দ্দন কান্ধে ল[৯২।২]আঁ ভার
দধি বিকে মথুরার রাজে।
দেখি সব দেবাগন খলখলি হাসে ল
ভাবে[১] মজিলা দেবরাজে॥ ধ্রু॥
সোনার ভাণ্ডে দধি দুধ সজাইআঁ
রূপার ভাগুত[২] ঘী।
সে ভার দেব বনমালী বহে ল
উলসিলী গোআলার ঝী॥ ২ ॥
ভার লআঁ জায়িতেঁ পসার টলিআঁ গেল
ছাড়ায়িল কিছু দুধ দহী।
সোনার রূপার ভাণ্ড তেরছ হৈল ল
দেখি বুকে ঘাঅ দিল রাহী॥ ৩ ॥
লাজ পাআঁ কাহ্নাঞি ভার এড়িআঁ মিল
দেখি সব সখিগণ হাসে।
বাসলীচরণ শিরে বন্দিআঁ
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে॥ ৪ ॥

রামগিরীরাগঃ ॥ আঠতালা ॥

বচসো ভরণাদ্বৃন্দে তবায়ম্ভাবিকঃ কৃতঃ।
ইদানীং নাশিতস্তেন দধ্যাদি করবাম কিং॥

মো যবেঁ জাণিবোঁ কাহ্নাঞি পেলাইব ভার।
তবেঁ কেহ্নে দিবোঁ তারে গরুঅ পসার॥
বহুমূল পসার করিআঁ ছারখার।
পাঞ্চ সঙ্গতি[১] কাহ্ন করিল আহ্মার॥ ১ ॥
এহে কি লআঁ জাইবোঁ হাট আগ হে বড়ায়ি।
অখণ্ড পসার নঠ করিল কাহ্না[৯৩।১]ঞি॥ ধ্রু॥
বিথর করী সজাইলোঁ ঘৃত ঘোল দহী।
বাধা নাহিঁ দিল কেহো গোআলিনী সহী॥
কি বুধি করিবোঁ বড়ায়ি কোণ পরকার।
কেহ্নমতেঁ সজ হউ দধির পসার॥ ২ ॥
আপণে যাচিআঁ কাহ্নাঞি লৈল দধিভার।
তাহাত লাগিআঁ ভারী না ধরিলোঁ আর॥
এবেঁ সজ করু কাহ্ন আপণে পসার।
আপণা চিহ্নিআঁ ভার লউ আর বার॥ ৩ ॥
যেই দধি দুধ ঘৃত ভাণ্ডত আছএ।
পসার সাজিতেঁ তেএঁ কাহ্নুক জুআএ॥
আপণে বুঝাহ বড়ায়ি নান্দের নন্দনে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণে॥ ৪ ॥

---

১ ভাবে'র উপর তোলাপাঠে পাপে' করা।
২ ভাগুত' কাটিয়া ভাণ্ডে' করা এবং তোলাপাঠে সজাইল'।

১ সঙ্গতি', সঙ্গ' কাটা এবং তোলাপাঠে দুর্গ' করা।

ভাঠীআলীরাগঃ ॥ যতিঃ ॥

রাধিকাবচসা ভারবহনায় পুনঃ পুনঃ।
জরতীপ্রেরিতঃ প্রাহ রুষিতো মধুসূদনঃ ॥

আহ্মার বচনে বোল রাধা চন্দ্রাবলী।
আর ভার না বহিব দেব বনমালী ॥
মায়া পাতী কৈল মোর বড় অপমান।
কিছু কাজ নাহিঁ মোর দেউ মাহাদান ॥ ১ ॥
এড়িল বড়ায়ি হের দধির পসার।
আর শির তুলী মুখ[১] না দে[খিব তার ॥]
(ইহার পর ৯৩।২এর পৃষ্ঠা নাই।)

[৯৪।১] ··········ভার।
নঠ করী সকল পসার ॥ ধ্রু ॥
যত নঠ কৈল মোর ঘৃত দধি ঘোল।
তারে কেহ্নে না বোলহ বোল ॥
ততেকেঁ সুঝাল গেল মোর মাহাদানে।
সরূপেঁ কহিলোঁ তোর থানে ॥ ২ ॥
ভাল ভারী আণিলেহেঁ সংসারে বাছিআঁ।
হাথ দিতেঁ লিহে[২] কলিআঁ ॥
কোহ্নো রাজে না দেখিল হেন ডুঠ ভারী।
যাক বোল দিবাক না পারী ॥ ৩ ॥
এবোঁহো আপণ চিহ্নি জাউ নিজ ঘর।
হেন ভারী দেখি লাগে ডর ॥
বোল কাহ্নাঞ্চিরে তেজ্‌ মোর আশে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

রামগিরীরাগঃ ॥ লগনী ॥ দণ্ডকঃ ॥ একতালী ॥

নিশম্য রাধিকাবাক্যং বৃদ্ধয়া সমুদীরিতং।
সতৃষ্ণমবদৎ কৃষ্ণো রাধিকাং রসসাধিকাম্ ॥

উচিত লইবোঁ তাত নাহিঁ বাধা।
ভার কান্ধে কৈলোঁ তোর রূপ দেখি রাধা ॥ ১ ॥
দাণ চাহ মোরে আর কহ পাপকথা।
হেন বুঝোঁ তোহ্মার কাটিলেঁ লাগে মাথা ॥ ২ ॥
তোহ্মাক লাগিআঁ যবেঁ যাএ পরাণে।
তভোঁ তো[৯৪।২]র সঙ্গ রাধা নাহীঁ
ছাড়ে[১] কাহ্নে ॥ ৩ ॥
মজুরিআ হআঁ হেন না বোল কাহ্নাঞিঁ।
হাথ বাঢ়ায়িলেঁ কি চান্দের লাগ পাই ॥ ৪ ॥
তোহ্মার বোল মোর নাহিঁ লাগে মনে।
হাথ বাঢ়ায়িলেঁ চান্দ পাইলোঁ বৃন্দাবনে ॥ ৫ ॥
পুরুব কালের পাতে না রুইহ মূলে।
এবেঁ দোষ পাইলেঁ রাজা দেএ তিরীশূলে ॥ ৬ ॥
পরাণে মারিবোঁ তোর কংস নরপতী।
দাণ দেহ ভারে থাকি মানহ সুরতী ॥ ৭ ॥
তোহ্মা ভারী নাহিঁ কিছু মোর কাজ।
আন ভারী বেহারিব জাইব মথুরার রাজ ॥ ৮ ॥
আকারণে রাধা মোরেঁ না কর নিরাস।
বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাস ॥ ৯ ॥

মাহারঠারাগঃ ॥ রূপকং ॥

দেখিআঁ তোহ্মার রূপ বিদরিতেঁ চাহে বুক
সংসারত তোহ্মা কৈলোঁ সারে।
এ তোর যৌবনভার কৃষ্ণ ভুঞ্জু কথোকাল
দূর জাউ মদন আনলে ॥ ১ ॥
বহিবোঁ দধির ভার তেজিবোঁ দাণ তোহ্মার
... ...
প্রাণ রাধা ল।
তোতে ভোল গেল দেবরাজে [৯৫।১] ॥ ধ্রু ॥
সুন বৃন্দাবন কথাঁ যে ফল পাইলেঁ তথাঁ
সে ফল এথাহেঁ দিবোঁ তোরে।
ফুটিল কমলী ফুল চিন্তিআঁ মন আকুল
খাট পাড় যমুনার তীরে ॥ ২ ॥

১ মুখ' তোলাপাঠে।
২ লিহে'; নিহেঁ', নি' কাটা ও তোলাপাঠে লি' করা।

১ পুথিতে চাড়ে'।

তোঁ দেখি হারায়িলোঁ মতী দেহ তোহ্মে আনুমতী
দিবোঁ তোরে নানা আভরণে।
এ তোর রূপ যৌবন তাহাত মজিল মন
এবেঁ দেহ আলিঙ্গন দানে ॥ ৩ ॥
তোহ্মে রাধা চন্দ্রাবলী আহ্মে দেব বনমালী
আহ্মা পরিহর আকারণে।
আহ্মার পুরহ আশ গাইল বড়ু চণ্ডীদাস
বন্দিআঁ বাসলীচরণে ॥ ৪ ॥

ভাঠিআলীরাগঃ ॥ ক্রীড়া ॥

নিষধিতেঁ কাহ্নাঞিঁ দধি দুধের ভার
আপণ ইছাএ লৈবেঁ।
পরার নারী আকাশের চান্দ
তাহাক কেমনে পাইবেঁ ॥ ১ ॥
লড়হ না কেহ্নে নিলজ কাহ্নাঞিঁ
এড়িআঁ দধির ভারে।
ঘৃত দুধ দধি নঠ না কর
জাওঁ মথুরা নগরে ॥ ধ্রু ॥
আহ্মার বচন শুণ কাহ্নাঞিঁ
না লইহ দধির ভারে।
কভোঁ না মানিবোঁ সুরতী তোরে
আপণে নিবোঁ পসারে ॥ ২ ॥
দাণ আধিকার নাহিক তোহ্মা[৯৫।২]র
কিকে মরিষহ দাণে।
বড়ই নিলজ নান্দের নন্দন
ঘর জাহা নিজ মানে ॥ ৩ ॥
কথাঁ না দেখিল বাঁওন হাথে
তালতরুফল পাএ।
বাসলীচরণ শিরে বন্দিআঁ
বড়ু চণ্ডীদাস গাএ ॥ ৪ ॥

কেদাররাগঃ ॥ যতিঃ ॥

রাধাবচনমাচম্য বিরসং মায়য়া হরিঃ।
বিধায় দুর্ব্বহং ভারং জগাদ জরতীমিদং ॥

কেহ্নে মোরে বোলে রাধা নিঠুর বচনে।
কোণ আপরাধ কৈল শ্রীমধুসূদনে ॥
দুগুন গরুঅ ভৈল দেখহ পসার।
বহিতেঁ না পারিব রাধা তুলী চাহ ভার ॥ ১ ॥
আগু হউ রাধা পাছেঁ লইউ আহ্মে ভার।
তোহ্মে গুরুজন বড়ায়ি আগু জায় তার ॥ ধ্রু ॥
নিতম্ব জঘন ঘন পীন তনভার।
দেহে তুলী দিল বিধি যৌবন তাহার ॥
শরত সময় হের রবির সন্তাপে।
এ পসার নিতেঁ নারে রাধিকার বাপে ॥ ২ ॥
আর মজুরিআ সব গেলা লআঁ ভার।
আহ্মা ছাড়ী ভার নিতেঁ নাহিঁ পরকার ॥
মোরে বচনেক বুলু রাধিকা আপণে।
দধিভার লই আহ্মে হর[৯৬।১]ষিত মণে ॥ ৩ ॥
যে বোল বুলিব রাধা সে বোল করিবোঁ।
ভার বহিআঁ তার মথুরাক নিবোঁ ॥
ইঙ্গিতেঁহে দেউ রাধা সুরতীর আশে।
বসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

দেশাগরাগঃ ॥ একতালী ॥

নিপীয় কৃষ্ণবচনং জরত্যা প্রতিপাদিতং।
প্রাহ রাধা পরিহাসরসালসমনা হরিং ॥

আহ্মার বড়ায়ি পথে চলিতেঁ না পারে।
ওহার পসার কাহ্নু তুলী দেহ ভারে ॥
বোলেঁ চালেঁ না পাইএ পরার রমণী।
তেকারণে বোলোঁ মোএঁ তোক হেন বাণী ॥ ১ ॥
লঅ দধিভার তোহ্মে মথুরাক যাই।
আসিতেঁ তোহ্মাক রতি দিবোঁ মো কাহ্নাঞিঁ ॥ ধ্রু ।
যোল শত গোপীগণ সব গেলা আগ।
মোতেঁ লাগি বড়ায়ি তার না লৈলেক লাগ ॥

মোত বড় দয়া লাগে বড়ায়ি দেখিআঁ।
চলিতেঁ না পারে কাখে চুপড়ী করিআঁ ॥ ২ ॥
বড়ায়ির সঙ্গে যাইবোঁ মথুরা নগরে।
আতী বুঢ়ী সেহো ঝাঁট চলিতেঁ না পারে ॥
তাহার চুপড়ী যবেঁ না দিবেঁ ভারে।
তবেঁ কে[৯৬।২]নমতেঁ তোএঁ পাইবেঁ শৃঙ্গারে ॥ ৩ ॥
আহ্মাত্তে লুবধ কাহ্নাঞিঁ তোহ্মার মণে।
তেকারণে আইলা তোহ্মে আহ্মার গহনে ॥
এবেঁ ভার লঅ ঝাঁট শ্রীমধুসূদন।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণ ॥ ৪ ॥

পাহাড়ীআরাগঃ ॥ একতালী ॥ লগনী ॥ দণ্ডকঃ ॥

ভার বহিব তাত না করিবোঁ মো আনে।
বড়ায়ি সাখিএঁ বোল সত্য বচনে ॥ ১ ॥
কোণ কাজে লাগি আহ্মে সত্য করিব।
ভার বহিলেঁ তোর বচন ধরিব ॥ ২ ॥
মোর লোভ হয়িল তোর দেখি পয়োভার।
সেসি কারণে আহ্মে বহিব তোর ভার ॥ ৩ ॥
লোভ হয়িলেঁ কাহ্নাঞিঁ আরতী না করী।
গোপত কাজত কাহ্নাঞিঁ ছয় আখি বারী ॥ ৪ ॥
পুনমীর চান্দ রাধা বদন তোহোর।
তাত মজি গেল মোর নয়নচকোর ॥ ৫ ॥
তোহ্মার চরিত্র আহ্মে বুঝিতেঁ না পারী।
কথা না আছিলাহা হেন আছিদর ভারী ॥ ৬ ॥
আহ্মার চরিত্র তোহ্মে জাণহ সকল।
এবেঁ ঝাঁট কর রাধা যৌবন সফল ॥ ৭ ॥
ভার [৯৭।১] [না] বহিলেঁ মো না মানো সুরতী।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগতী ॥ ৮ ॥

মল্লাররাগঃ ॥ রূপকং ॥

বিধাতাএঁ হেন মোর লিখিল কপালে।
কলঙ্ক থুয়িল জাঅ চন্দ্র দিবাকরে ॥
তোহ্মার কারণে রাধা কৈলোঁ আবতার।
সুখেঁ রাজ করে কংস আহ্মে বহী ভার ॥ ১ ॥
আগেঁ আগেঁ[১] বড়ায়ি জাউ মাঝেঁ জায় রাহী।
পাছেঁ ভার লআঁ জাউ সুন্দর কাহ্নাঞিঁ ॥ ধ্রু ॥
তোর বোলেঁ ভার বহে রাধা বনমালী।
আজী লাজক দিআঁ তিলাঞ্জলী[২] ॥
হেন কাম কৈল রাধা তোহ্মার কারণে।
সুদৃঢ় থাকিএ এহো তোহ্মার মণে ॥ ২ ॥
দধিভার লআঁ আহ্মে জাইব বাটে বাটে।
মোর পাণে চাহে যত লোক জাএ বাটে ॥
কি কৈলেঁ কি কৈলেঁ রাধা বড় পায়িলোঁ লাজ।
ভার বহায় কি কারণে দেবরাজ ॥ ৩ ॥
মথুরা নিকটে নাম্বায়িআঁ দধিভার।
কাহ্নাঞিঁ বুইল চাহী বদন রাধার ॥
ভার বহিল এবেঁ দেহ আলিঙ্গন।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণ ॥ ৪ ॥

বসন্তরাগঃ ॥ একতালী ॥

যতন করিআঁ [৯৭।২] রাধা বুয়িলোঁ বারেঁ বার।
এড়িলেঁহে কেহ্নে কাহ্নাঞিঁ লঅ দধিভার ॥
সাবধানে লঅ যেহ্ন না ছাড়াএ ঘোল।
বাটতে জায়িতেঁ তোরে দিবোঁ চুম কোল ॥ ১ ॥
এহা বুলী চৌহালিনী গোআলিনী গো।
ভার বহায়িলে নান্দো যশোদার পো ॥ ধ্রু ॥
দধিভার নৈল কাহ্নাঞিঁ লোক উপহাসে।
বিমুখ হৈআঁ সব সখিগণ বৈশে ॥
হাসে দেবগণ দেখি রাধার চরীত।
কৃষ্ণক বহায়িল ভার কৈলে আনুচিত ॥ ২ ॥
ভার লআঁ জাএ কাহ্নাঞিঁ মথুরার হাটে।
রাধাক বুইল নারদ বসিআঁ বাটে ॥
/বড়ার বহু হৈআঁ হেন কর কাজ।
ভার বহায়িলেঁ রাধা কৃষ্ণ দেবরাজ ॥ ৩ ।
দধিভার লআঁ কাহ্ন মথুরাক জাএ। '
উলটি উলটি রাধা কাহ্ন পাণে চাহে ॥

১ পুথিতে 'যুগেঁ যুগেঁ'।
২ পুথিতে 'তিনাঞ্জলী'।

তখন কটাক্ষ দেএ কাহ্নাঞিঁ কিছু হাসে।
বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

কোড়ারাগঃ ॥ একতালী ॥

কালক্ষেপাসহঃ কৃষ্ণঃ সতৃষ্ণো রাধিকামিদং।
সলজ্জনয়নাকাঙ্ক্ষাপ্রকাশনমভাষত ॥

মথুরা নগর বড় সজনসমা[জ]······
(ইহার পর ৯৮।১এর পৃষ্ঠা নাই)
[৯৮।২] [বি]ফল নহিব মোর বোল।
আসিতেঁ তোহ্মাক দিবোঁ কোল ॥
বহ ভার না কর তোঁ লাজ।
লাজেঁসি হারায়িএ কাজ ॥ ২ ॥
ঝাঁট কাহ্ন লঅ দধিভার।
এ নহে কলঙ্ক তোহ্মার ॥
দধি দুধ বহএ গোআলে।
তাহাত কে কি বুলিতেঁ পারে ॥ ৩ ॥
তোর মোর উভয় সমতী।
আসিবার বেলেঁ দিবোঁ রতী ॥
লঅ ভার মনের হরিষে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

মালবরাগঃ ॥ যতিঃ ॥ লগনী ॥

কি বহিব ভার তোর বোলে নাহিঁ ভাষ[১]।
লোকতে আহ্মার করাইলেঁ উপহাস ॥ ১ ॥
লোক কেহে উপহাস করিব তোহ্মারে।
কোণ গোআল সে নাহি বহে ভারে ॥ ২ ॥
ভার বহায়িলেঁ রাধা নানা পরবন্ধে।
বড় দুখ পাইলোঁ ঘাঅ ভৈল মোর কান্ধে ॥ ৩ ॥
বিণি দুখেঁ সুখ নাহিঁ কথাহো কাহ্নাঞিঁ।
হএ নহে পুছ তোহ্মে আপণ বড়ায়ি ॥ ৪ ॥
কি পুছিব বড়ায়ি রাধা আহ্মে সব জাণী।
না দেখিল তোহ্মা হেন কথাহোঁ চউহা[লি]ণী ॥ ৫ ॥
না বোল না বোল কাহ্নাঞিঁ হে[৯৯।১]ন রুখ বাণী।
আসিতেঁ পুরিবোঁ আশ তোর চক্রপাণী ॥ ৬ ॥
আমৃতের ধারেঁ তোঁ সিঞ্চিলি মোর মন।
সরূপেঁ কি হৈব রাধা তোর এ বচন ॥ ৭ ॥
সরূপ কহিলোঁ কাহ্ন লঅ দধিভারে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীবরে ॥ ৮ ॥

রাধিকাবাচমাচম্য প্রমোদভরমন্থরঃ।
ভারমাদায় চতুরো রাধামন্বযৌ হরিঃ ॥

ধানুষীরাগঃ ॥ লঘুশেখরঃ ॥

আল কাহ্নাঞিঁ সুণীএ বচন রাধারে।
কান্ধে তুলী লৈল দধিভারে ॥ ল ॥
আগু করী রাধা চন্দ্রাবলী।
পাছেঁ চলি জাএ বনমালী ॥ ল ॥ ১ ॥
আল কাহ্নাঞিঁ বড়ায়ির নয়ন নেবারী।
পরিহাস করিল মুরারী ॥ ধ্রু ॥
হেন মতেঁ চলী ধীরে ধীরে।
গেলা কাহ্নাঞিঁ মথুরা নগরে ॥
মনমথেঁ বিকল শরীরে।
যে করাএ রাধা সেহি করে ॥ ২ ॥
হাটে নাম্বাইল দধিভার।
বিকী ভৈল সকল পসার ॥
রাধার বুঝী গোকুলগতী।
কৃষ্ণ ভৈলা বেআকুলমতী ॥ ৩ ॥
সুন ভার [৯৯।২] পেলাইআঁ হাটে।
রাধা সঙ্গে জাএ বাটে বাটে ॥
রতী আশেঁ না ছাড়এ পাশে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

ইতি ভারখণ্ডঃ সমাপ্তঃ ॥

১ লাজ' কাটিয়া ভাষ' করা।

অথ ভারখণ্ডান্তর্গত ছত্রখণ্ডঃ

রামগিরীরাগঃ ॥ আঠতালা ॥

এহে ।
দধি দুধ ঘৃত ঘোল বিকণিআঁ রঙ্গে ।
পথ মেলি জাএ রাধা বড়ায়ির সঙ্গে ॥
হরষিত মনে জাএ চন্দ্রাবলী ঘর ।
কাহ্নাঞিঁকে বিড়ম্বিআঁ মথুরা নগর ॥ ১ ॥
শরতের রৌদেঁ রাধা বড়য়ি বিকলী ।
বাটে এক তরুতলে খাণিএক বসিলী ॥ ধ্রু ॥
বিনয় বুইল রাধা বড়ায়ির পাএ ।
দেখ সব সখিগণ আহ্মা এড়ি যাএ ॥
না জাণো কি বোলে তথাঁ আই[হ]নের মাএ ।
সকল ঠায়িত মোর তোহ্মেঁসি সহাএ ॥ ২ ॥
সখি সম্বোধিআঁ কিছু বুইল চন্দ্রাবলী ।
তোহ্মার বিদিত মোএঁ যেহেন কোঁঅলী ॥
রৌদ পাড়িআঁ আহ্মে জাইব ঘর ।
বুলিহ সাসুড়ী থানে এ সব উত্তর ॥ ৩ ॥
আয়াস খণ্ডিল কিছু শীতল পবনে ।
চারি পাশ [১০০।১] চাহে রাধা তরল নয়নে ॥
দেখিল কোপিল কাহাঞিঁ রহিলছে পাশে ।
বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

শ্রীরাগঃ ॥ রূপকং[১] ॥

অথ রাধারসালাভপরিদূনমনা হরিঃ ।
সপৌরুষপুরস্কারং খরাখরমুবাচ তাং ॥

দেবের দেবরাজ আহ্মে বনমালী ।
কত না ভাণ্ডসি মোরে আবালী গোআলী ॥
ত্রিদশগণে রাধা মোকে ধরে মাথে ।
হেনয়ি দেবকে কেহ্নে পেলাঅসি হাথে ॥ ১ ॥
সুরতি মানিআঁ মোক বহায়িলেঁ ভার ।
লোকমুখে বড় মোর করায়িলেঁ খাঁখার ॥ ধ্রু ॥
তীন ভুবনে রাধা আহ্মে আধিকারী ।
নানা রূপ ধরী আহ্মে আসুর সংহারী ॥
সে দেব হয়িআঁ মোক বিবুধি লাগিল ।
তোহ্মার বচনে রাধা ভার বহিল ॥ ২ ॥
হলী বনমালী আহ্মে এ দুয়ি ভাই ।
দৈবকী উদরে আহ্মে লভিল ঠাই ॥
অবতার কৈল আহ্মে তোর রতি আশে ।
তোহ্মে কেহ্নে কর এবেঁ আহ্মাক নিরাসে ॥ ৩ ।
এভোঁ গোআলিনী ধর আহ্মার বচনে ।
পাছেঁ কৈলি না পাইবেঁ নান্দের নন্দনে ॥
না পরিহর মোরে দেহ্ আ[১০০।২]লিঙ্গন ।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণ ॥ ৪ ॥

মল্লাররাগঃ ॥ রূপকং ॥

উচিত বচন শুন মুরারী ।
ভার বহিলেঁ নেহ মজুরী ॥
আন কাম আহ্মে করিতেঁ নারী ।
এবার থাকহ মন নেবারী ॥ ১ ॥
বিবুধি তেজহ সুন্দর কাহ্ন ।
বারেক রাখহ মোর সমান ॥ ধ্রু ॥
দেখ সখি সব আহ্মার জাএ ।
সবেঁ কহিব আইহনের মাএ ॥
তবেঁ করিবোঁ মো কমণ উপাএ ।
তেঁসি ঝাঁট ঘর জাইতেঁ জুআএ ॥ ২ ॥
কপট না বোলোঁ তোহ্মার থানে ।
আপণে গুণিআঁ দেখহ মনে ॥
যেহেন সম্ভেদ হএ যখনে ।

[১] রূপকং' । তোলাপাঠে ।

তার যোগেঁ কাম করী তখনে ॥ ৩ ॥
এড় দামোদর জাওঁ মো ঘরে।
আন্তর হালএ সামীর ডরে ॥
এখনে আরতী ফল না ধরে।
গাইল চণ্ডীদাস বাসলীবরে ॥ ৪ ॥

দেশাগরাগঃ ॥ ক্রীড়া ॥ দণ্ডকঃ ॥ লগনী ॥

অধুনা ন বিধাতব্যং যদি রাধে মনোহিতং।
তদা বহুবিধং দানং দীয়তাং মা বিলম্ব্যতাং ॥

হাটে দান দেহ এ বাটে বহী।
ঠেঁঠা দাণে কেহ্নে বিচিবেঁ দ[১০১।১]হী ॥ ১ ॥
কি না ঝগড় হঁঅা গেল মোরে।
মিছা দান চাহী কচাল করে ॥ ২ ॥
আর দাণের নাহিক কাজে।
দধি দুধের দিঅাঁ যা বাজে ॥ ৩ ॥
এবেঁসি দধি দুধে দাণ সুণী।
কথাঁ ছিলা হেন নীলজ দাণী ॥ ৪ ॥
আহ্মার দাণ আতি পরচুর।
দাণ দিঅাঁ করোঁ ভাবন চুর ॥ ৫ ॥
ভিন দাণ দিবোঁ এ ঘোল দহী।
ভিন কি দিবোঁর এ বাট বহী ॥ ৬ ॥
লিখন পাটা পাঞ্জী পরমাণে।
লেখা করহ ভিন ভিন দাণে ॥ ৭ ॥
ঝগড় না কর নাগর কাহ্ন।
বাটে বেভার লঅ মোর দাণ ॥ ৮ ॥
হাট বাট দান লিখন নেহ।
যে দাণ দিবেঁ সে দাণ দেহ ॥ ৯ ॥
মিছাই কাহ্নাঞি ঘুসসি দানে।
পন্থে দুখ দেসি নারিক কেহ্নে ॥ ১০ ॥
ভাণ্ড মাথে মোর শতেক দাণে।
এহা দিঅাঁ রাখ আপণ মাণে ॥ ১১ ॥
ঝগড় না কর তোঁ এহা বাটে।
লাভেঁ মূলেঁ বিত্ত দানকে নাঁটে ॥ ১২ ॥
সুরতি দেহ তোকে নাহিঁ হরোঁ।
দাণ লওঁ তাক শপথ করোঁ ॥ ১৩ ॥
ছত্র ধর কাহ্নাঞিঁ [১০১।২] দিবোঁ সুরতী।
নহে মনে পরিহার আরতী ॥ ১৪ ॥
দাণ বিণী আজি কাহ্ন না জাএ।
বাসলীবরেঁ চণ্ডীদাস গাএ ॥ ১৫ ॥

আহেররাগঃ ॥ একতালী ॥

কৃষ্ণস্য বচনং শ্রুত্বা রাধিকাধিমতী সতী।
বেপমানতনুস্তন্বী জগাদ জরতীমিদং ॥

হাটের বাটের দাণ চাহে ভীনে ভীনে।
মিছা পাঞ্জী মেলি বোলে লিখন প্রমাণে ॥
ভাণ্ড মাথেঁ চাহে মোরে ষোল পণ দাণ।
মিছাই ঝগড় পাতে আছিদর কাহ্ন ॥ ১ ॥
আতি আদভুত বড়ায়ি কাহ্নের কাহিণী।
খনে মজুরিআ হএ খনে মাহাদাণী ॥
যে কিছু মাণিলোঁ মোএঁ কাহ্নাঞিঁর থানে।
ভার বহিলে মোর তাহার কারণে ॥
দধিভার না বহিল কাহ্ন ভালমণে।
এবেঁ তার বোল আহ্মে পালিব কেমনে ॥ ২ ॥
নিষধিতেঁ কান্ধে করী লৈল দধিভার।
পসার টালিঅাঁ দধি ছাড়ায়িল আহ্মার ॥
সব ঠায়ি আপচয় কৈল মোর হরী।
দাণ চাহিতেঁ লাজ না বাসে মুরারী ॥ ৩ ॥
দধি দুধ ছাড়ায়িলেঁ তার কড়ী দেউ।
যে হএ মজু[১০২।১]রি তার তাহাকেহো নেউ।
বোলহ কাহ্নেরে তেজু পাপবচন।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণ ॥ ৪ ॥

দেশাগরাগঃ ॥ একতালী ॥

রাধিকায়া বচঃ শ্রুত্বা জরত্যা প্রতিপাদিতং।
জগাদ চতুরঃ কৃষ্ণঃ সতৃষ্ণো রাধিকামিদং ॥

লাবণ্য জল তোর সিহাল কুন্তল।
বদন কমল শোভে আলক ভমল ॥

নেত্র উতপল তোর নাসা নাল দণ্ড।
গণ্ডযুগ শোভে মধুক অখণ্ড ॥ ১ ॥
সুন্দরি রাধা ল সরোঅরময়ী[১]।
দুসহ বিরহজরে জরিলা কাহ্নাঞিঁ ॥ ধ্রু ॥
হাস কুমুদ তোর দশন কেশর।
ফুটিল বন্ধুলী ফুল বেকত আধার ॥
বাহু তোর মৃণাল কর রাতা উতপল।
অপুর্ব্ব কুচ চক্রবাক যুগল ॥ ২ ॥
ঈষত ফুটিত পদ্ম তোর নাভি থানে।
কনকরচিত তোর ত্রিবলী সোপানে ॥
গরুঅ নিতম্ব পাট শিলা বিদ্যমানে।
আরপিল হেম পাট শোভের জঘনে ॥ ৩ ॥
গরুঅ উরু নাল পদ হেম কমল।
তাত সুললিত রএ নূপুর ভষল ॥
[১০২।২] তোহ্মা ছাড়ী নাহিঁ জরহরণ উপাএ।
বাসলী শিরে বন্দী চণ্ডীদাস গাএ ॥ ৪ ॥

ধানুষীরাগঃ ॥ লঘুশেখরঃ ॥

কৃষ্ণস্য বচনং শ্রুত্বা রাধা সরসমানসা।
জগাদ জরতীমেব নিজাভিমতমাদরাৎ ॥

অনেক যতন করে মোরে চক্রপাণী।
কত না বুলিবোঁ তারে পরিহারবাণী ॥
আপণ মাথার ছত্র ধরু মোর মাথে।
তবেঁ মো শৃঙ্গার বড়ায়ি দিবোঁ জগন্নাথে ॥ ১ ॥
আপণে বোলহ বড়ায়ি দেব গদাধরে।
ছত্র ধরিলেঁ বোল ধরিবোঁ তাহারে ॥ ধ্রু ॥
ঘৃত দধি দুধ বড়ায়ি সাজিআঁ পসার।
দধি বিকণী লআঁ হাটে মথুরার ॥
দুই পহর হৈল নগর বিশালে।
পরাণ বিকল হএ রবিকরজালে ॥ ২ ॥
বড়য়ী কোঁঅলী মোএঁ রৌদ পরবলে।
তেকারণে দেহ মোর ঘামে তোলবলে ॥
আন্তর পোড়এ মোর আর সব গাএ।
সতোঁ বড়ায়ি চলিতেঁ নারোঁ এখো পাএ ॥ ৩ ॥[১]
ভালমতেঁ বুঝাইআঁ আহ্মার বচনে।
বোলহ বড়ায়ি তোহ্মে শ্রীমধুসূদনে ॥
ছত্র ধরি[১০৩।১]আইসু কাহ্নাঞিঁ দিবোঁ আলিঙ্গণে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণে ॥ ৪ ॥

গুজ্জরীরাগঃ ॥ যতিঃ ॥

নিপীয় রাধাবচনং ততো বচনপণ্ডিতা।
জবেন জরতী গত্বা জগাদ মধুসূদনং ॥

সুন্দর কাহ্নাঞিঁ তোর সুণিআঁ কাকুতী।
সদয়হৃদয় ভৈল রাধিকা যুবতী ॥
তোর ভাগেঁ দিল রাধা রতি আনুমতী।
হরিষ করিআঁ তার মাথে ধর ছাতী ॥ ১ ॥
আলপ কাম কৈলেঁ হৈব বড় কাজ।
এহাত না করিহ কাহ্ন'মণে কিছু লাজ ॥ ধ্রু ॥
এবার সরূপ করি মোরে বুইল রাধা।
এহাত আঅর মণে না চিন্তিহ বাধা ॥
ছাতী ধরিআঁ যাহা রাধিকার মাথে।
কথো দূর গেলেঁ রতি পাইবেঁ জগন্নাথে ॥ ২ ॥
রৌদেঁ বিকলী রাধা চলিতেঁ না পারে।
এখনে করিতেঁ যোগ্য তার উপকারে ॥
ছাতী ধরিআঁ তার তোষিআঁ মণে।
আপণার সুখেঁ তাক নেহ কুঞ্জবনে ॥ ৩ ॥
আহ্মার বচন তোহ্মে না করিহ আন।
আপণে সকল বুঝ নাগর কাহ্ন ॥
ঝাঁট করী রাধার মাথা[১০৩।২]ত ধর ছাতী।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগতী ॥ ৪ ॥

পাহাড়ীআরাগঃ ॥ একতালী ॥ লগনী দণ্ডকঃ ॥

রাধিকাবচনং শ্রুত্বা জরত্যা প্রতিপাদিতং।
জগাদ চতুরঃ ~~কৃষ্ণঃ মধু~~কৃষ্ণো রাধিকামিদং ॥

আহ্মা ছাতী ধরাইআঁ কি সাধিবেঁ মান।
সহিতেঁ না পারিবোঁ এত বড় আপমান ॥ ১ ॥

---

১ সরোঅরময়ী', অ' কাটা ও তোলাপাঠে ব' করা।

১ ৩' তোলা পাঠে।

যদি সুরতীকে তোর আছে পতিআশ।
ছাতী কেহ্নে না ধর আসী মোর পাশ ॥ ২ ॥
বিমতী তেজহ রাধা দেহ শৃঙ্গারে।
আহ্মা ভাণ্ডিবারে কেহ্নে পাত পরকারে[১] ॥ ৩ ॥
তোহ্মে কি না জাণ তীন ভুবন বিচার।
কোণ বেদ পুরাণে আছএ পরদার ॥ ৪ ॥
কিবা বেদ শাস্ত্র আহ্মা কিবা পুণ্য পাপ।
সহিতেঁ না পারী আহ্মে বিরহের তাপ ॥ ৫ ॥
এতেক আরতী আছে পরে কেহ্নে মাঙ্গী।
বিহা করিতেঁ না জুআএ হুঅ তোহ্মে যোগী ॥ ৬ ॥
আহ্মে হরী আহ্মে হর আহ্মে মাহাযোগী।
কর যোড় করি রতি ভিক্ষ্যা তোক মাঁগী ॥ ৭ ॥
দেখিআঁ সাধুর ধন চোর পুড়ী মরে।

(ইহার পর ১০৪-১১১ সংখ্যক পাতার অভাব আছে।)

[অথ বৃন্দাবনখণ্ডঃ

[১১২।১]…………ঝী সকলে ॥
এথাঁ আণ সঙ্গে আহ্মে দেখী।
আমৃতেঁ সিঞ্চউ দুই আখী ॥ ২ ॥
তার সব বিটপ আণিআঁ।
তার মাঝেঁ রাধাক দেখিআঁ ॥
বুয়িল বড়ায়ি সত্বরবচনে।
জল লআঁ জাইবোঁ বিজনে ॥ ৩ ॥
আইহনের মাএর আদেশে।
জল লআঁ রাধা গেলি পাশে ॥
তা দেখি বড়ায়ির হরিষে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

কোড়ারাগঃ ॥ একতালী ॥

এবেঁ মলয় পবন ধীরেঁ বহে। ল।
মনমথক জাগাএ ॥ ল ॥
সুগন্ধি কুসুমগণ বিকসএ। ল।
ফুটি বিরহিহৃদয়ে ॥ ল ॥ ১ ॥
তোর দরশন বিণি রাধা ল
বড় বিকল কাহ্নাঞিঁ ল।
তোর বিরহদহনে ॥ ধ্রু ॥
ঘর তেজি ঘোর বনে বসে কাহ্নাঞি ল
সুতে ধরণীশয়নে।
আহোনিশি তোর নাম সোঁঅরে ল
আতি বড়ই যতনে ॥ ২ ॥
এবেঁ সত্বর গমন করি রাধা ল
পুর কাহ্নাঞিঁর আশে।
বাসলীচরণ শিরে বন্দিআঁ ল
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥ ৩ ॥

মালবরাগঃ ॥ রূপ[১১২।২]কং ॥ বিচিত্র লগনী ॥ দণ্ডকঃ।

তোহ্মা না দেখিআঁ রাধা বিকল কাহ্নাঞিঁ।
এবেঁ আহ্মাক পাঠায়িল তোর ঠাই ॥ ১ ॥
তোহ্মাক বুয়িল কাহ্নাঞিঁ বিনয়বচনে।
বৃন্দাবন আসি মোরে দেউ দরশনে ॥ ২ ॥
আহ্মার সাশুড়ী বড়ায়ি বড় খরতর।
সব খন রাখে মোরে ঘরের ভিতর ॥ ৩ ॥
কেমনে জায়িবোঁ বড়ায়ি তার বৃন্দাবনে।
মনত গুণিআঁ বোল উপায়[১] আপণে ॥ ৪ ॥

১ পরকারে' রকার তোলা পাঠে।

১ উপায়' তোলা পাঠে।

ব্রত ছল করি ফুল তুলিবাক তরেঁ।
বৃন্দাবন যাসি তোক কিছু নাহিঁ ডরে॥ ৫ ॥
সখি সব সঙ্গে করি চলিহলি রাধা।
তবেঁ আইহনের মাএ না করিব বাধা॥ ৬ ॥
ব্রতের মরম আইহনের মাএ জাণে।
প্রবোধিতেঁ নারিবোঁ তাক এ সব বচনে॥ ৭ ॥
আহ্মার হৃদয়ে বড়ায়ি আছে উপাএ।
সেসি প্রকারে বৃন্দাবনগতি হএ॥ ৮ ॥
রাধার বদন চুম্বী বুইল বড়ায়ি।
আপণে উপায় তোহ্মে কহ মোর ঠায়ি॥ ৯ ॥
তাহাক করিব আহ্মে বড়য়ি যতনে।
সুখেঁ ল[১১৩।১]আঁ যাইব তোক বৃন্দাবনে॥ ১০ ॥
মোর সব সখির সাসুড়ী থান গিআঁ।
হেন বোল তা[১] সমাক কিছু ভরছিআঁ॥ ১১ ॥
বিকি নহে আইহনের মাএর কারণে।
তাক ভরছিলেঁ বহু ঝি দহী বিকণে॥ ১২ ॥
ভাল বুয়িলেঁ রাধা মোর গমন উপাএ।
এখনে হেনক কাম করিতেঁ জুআএ॥ ১৩ ॥
এয়ি গিআঁ সাধোঁ কাম তোর উপদেশে।
বাসলী শিরে ধরী গাইল চণ্ডীদাসে॥ ১৪ ॥

গুজ্জরীরাগঃ॥ যতিঃ॥

অথাভিমন্যুজননীং জরতীলপিতানুগাঃ।
রোষাবেশবশাদ্গোপ্যস্তদ্দুর্ব্বচনাশুগৈঃ॥

গোপকুল নঠ হএ তোহ্মার কারণে।
কুবুধি কত উপজে তোহ্মার মণে॥
আপণা সদৃশ কেহ্নে দেখ সব নারী।
এ কালের বহু সব নহে সতন্তরী॥ ১॥
যোল সহস্র গোপী রাধা সঙ্গে যাএ।
তভোঁ তোর মণের সংশয় না পালাএ॥ ধ্রু॥
তোর কুবচন সব গোপীজন কহে।
তাক সুণী ঘরের বাহির কেহো নহে॥
দধি [১১৩।২] দুধ ঘৃত ঘোল হাটে না বিকাএ।
এবেঁ গোআলার গেল জীবন উপাএ॥ ২॥
তোহ্মে এবেঁ গোআলত ভৈলা বড় জাতী।
আজি হৈতেঁ আহ্মারা হৈলাহোঁ একমতী॥
আপণ আপণ বহু হাটক পাঠায়িব।
তোহ্মার ঘরত অন্ন পাণি না খাইব॥ ৩॥
এ বোল সুণিআঁ ডরে আইহনের মাএ।
প্রণাম করিআঁ বুইল তা[১] সভ্কার পাএ॥
কালি হৈতেঁ যাইবে রাধা মথুরা নগর।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীবর॥ ৪॥

দেশবরাড়ীরাগঃ॥ লঘুশেখরঃ॥

অবসরমধিগম্য সম্যগেতং
সরভসমার্ত্তিভরাদুপেত্য রাধাং।
হরিচরিতবিশেষমুল্লিখন্তী
ব্যধিতমনোজবশাং রসেন বৃদ্ধা॥

তোর রতি আশোআশেঁ[১] গেলা আভিসারে।
সকল শরীর বেশ করী মনোহরে॥
না কর বিলম্ব রাধা করহ গমনে।
তোহ্মার শঙ্কেতবেণু বাজাএ যতনে॥ ১॥
কালিনীর তীরে বহে মন্দ পবনে।
তোহ্মাক চিন্তিতেঁ আছে নান্দের নন্দনে॥ ধ্রু॥
তো[১১৪।১]র তনুগত রেণু চলিল পবনে।
তাহাকো করএ কাহ্ন আতি বহুমানে॥
পাখি বসিতেঁ তরুপাতচলনে।
তোহ্মার গতি শঙ্কিআঁ রচয়ে শয়নে॥ ২॥
চাহে দশ দিশ কাহ্ন চকিত নয়নে।
কত খনে আইসে রাধা এহি করী মণে॥
তেজহ সুন্দরি রাধা মুখর মঞ্জীর।
সত্বরেঁ চলহ কুঞ্জ এ ঘন তিমির॥ ৩॥
কৃষ্ণের হৃদয়ে রাধা রতি বিপরীতে।
শোভে মেঘমালে যেহেন তড়িতে॥

১ তা' তোলা পাঠে।

১ তা' তোলা পাঠে।

১ আশোআশে', আশে' তোলাপাঠে।

গলিত বসন হীন রসন জঘনে।
আপণে আরোপ গিআঁ পল্লবশয়নে ॥ ৪ ॥
মানী বড় ভৈল কাহ্নাঞি শেষ রজনী।
তার পুর মনোরথ মোর বোল স্বুণী ॥
এবেঁ আযুগত রাধা বিলম্ব গমনে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণে ॥ ৫ ॥

কহুগুজ্জরীরাগঃ ॥ একতালী ॥

অথাভিমন্যুজননী যানায় মথুরাং প্রতি।
আদিদেশ ততো রাধা রসালসমনা যযৌ ।

প্রভাত সময় ভৈল সব সখিজনে।
একচিত্ত যুগতী করিল সাবধানে ॥
দধি দুধ ঘৃত ঘোল [১১৪।২] সাজিআঁ পসারা।
রাধা সঙ্গে চলি জাই হাঁটি মথুরা ॥ ১ ॥
রাধা চলি জাএ ল চিত্তের হরিষে।

... ...

চলি জাএ গোআলিনী হাস পরিহাসে।
আইহনের মাএর পাইআঁ আদেশে ॥ ল ॥ ধ্রু ॥
রাধিকা লয়িল সঙ্গে সব সখীজন।
মাঁথাত পসার লআঁ করিল গমন ॥

... ...

ডাক দিআঁ আনায়িল বড়ায়ি করি সঙ্গে ॥ ২ ॥
তখনে হাসিআঁ বুয়িল সন্ধাক বড়ায়ি।
এবেঁসি নাতিনী সব মনেঁ সুখ পাই ॥
নানা ফুল ফুটিলছে মাঝবৃন্দাবনে।
তাক পিন্ধি মথুরাক করিউ গমনে ॥ ৩ ॥
এহা শুনী সন্ধে ভৈলা উল্লসিতমন।
বাট কাঢ়ায়িল বড়ায়ি জাইতেঁ বৃন্দাবন ॥
সন্ধাঞি চলিলা বড় মনের হরিষে।
বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

ধানুষীরাগঃ ॥ রূপকং ॥

পথে জায়িতেঁ কথা কহে সুবুধী বড়ায়ি।
এবেঁ সুচরিত ভৈল সুন্দর কাহ্নাঞি ॥
বাটদাণ হাটদান আর ঘাটদানে।
সব আধিকার তেজি বসে বৃন্দাবনে ॥ ১ ॥
এবেঁ সব লোকের সে করে উপকার।
[১১৫।১] ধরম দেখিআঁ সে তেজিল পরদার ॥ ধ্রু ॥
কাহাকো না বোলে কাহ্নায়িঁ এখো খরবাণী।
তাহার চরিত্র এবেঁ আহ্মে ভালেঁ জাণী ॥
হাটুআ লোকেরেঁ তোষে দিআঁ ফুল ফলে।
আগু বাঢ়ায়িআঁ থোএ যমুনার কূলে ॥ ২ ॥
বড়ই সুন্দর এবেঁ দেখি দামোদর।
তাক না করিহ তোহ্মে সব কিছু ডর ॥
তাহাক দেখিলেঁ মোর বোলে পায়িবেঁ সাখী।
লাভে তাক দেখিআঁ জুড়ায়িবে দুই আখী ॥ ৩ ॥
এ সব কথা কহে বড়ায়ি মনের উল্লাসে।
সন্ধে মেলিলা গিআঁ বৃন্দাবন পাশে ॥
বৃন্দাবনের ফুলে সন্ধার হৈল আশ।
বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাস ॥ ৪ ॥

পাহাড়ীআরাগঃ ॥ যতিঃ ॥

অথ বৃন্দাবনাদেত্য রভসান্মধুসূদনঃ।
সখীজনবৃতাং রাধামিদমাহ মনোহরং ।

আল রাধে।
একেঁ একেঁ ঋতুগণে বিলাস কৈল আপণে
কুসুমিত সব তরু[১১৫।২]গণে।
তীন ভুবন মাঝেঁ কথাঁহো না দেখিলেঁ
দৈব নিয়োজন হেন থানে।
ফুটিল গুলাল মাহ্লী মালতী মাধবী লতা
লবঙ্গ দোলঙ্গ নেআলী।
শেবতী কনক যূথী সুথী কনক কেতকী
পারলি ঢুলালী ॥ ১ ॥

আল রাধে।
সরস কর মন সত্বরে কর গমন
দেখি আসি মোর বৃন্দাব[ ]ন।
দিবস রজনী এথাঁ একোহি না জাণী
নাহিঁ লাগে রবির কিরণে ॥ ধ্রু ॥
আম্রই আসাড়িআ ভূমিচম্পক চম্পক
গন্ধ টগর বনমাল্লী।
নাগেশর কেশর আর তিণিশ শিরিষ
বহুল মহুল সেআলী ॥
সিঅলি কুসুম্ভ ওড় রেবতী রাঙ্গনাগর
ধাতকী আমুলিঅ করবীরে।
আশোক কিংশুক চুআঁ চিতা খঞ্জী
কাঞ্চন বন্ধুলী মন্দারে ॥ ২ ॥
কুজা কুটুজ কদম্ব বাসক কেন্দূ কুন্দ
ধুথুর মথুর সিন্ধুবারে।
রবি লোধ ছাতীঅন ভাল্টি দুধিআকন
[১১৬।১] কসাল পিআল ডগরে ॥
মালতী মধুকর বাড়িআল সৈনাহুল
কালকাসুন্দা আসনে।
গম্ভারী গন্ধপিপ্পলী ভাঁটি ঘাটাপারলী
পিপলী কাপাসি আসনে ॥ ৩ ॥
ছোলঙ্গ নাগরঙ্গ কামরঙ্গ আম্বু লেম্বু ডালিম্ব
জাম্বু[১] জাম্বীর আম্বড়া।
চেরু বিরুঅ সফেরু[২] জলপায়ি থেকর
চালিতা তেন্তলি সাতকড়া ॥
আঁওলা কমলা পাণি- আল লবলী বদরী
বোহারী করঞ্জ করণে।
আম্ব ডালিম্ব ডৌহাকু কুডুম চালনি আঁব
হিঞ্চী পিআল টাভাগণে ॥ ৪ ॥
গুআ নারিকেল কণ্ঠোআল তাল
কদলক পিণ্ডখাজুর শ্রীফলে।

খিরী খাজুর বনকেন্দূ মহুকুত আর
যত তরু মিষ্ট ফলে ॥
সুগন্ধ চন্দন ঘন রকত চন্দন বন
অগথ কপিথ সুন্দরী।
খদির পিণ্ডার বর দেবদারু আগরু
নবধব সুগন্ধেসরী ॥ ৫ ॥
মহুল কাসিমল সরল ভাল্লা ভিলোল
চাম্ভলী মুকল[১] লোচনে।
তেজপাত ভো[১১৬।২]জপাত চাম্পাতী চাকলি
আতভড়ি জিআপূত বণে[২] ॥
পাকড়ী নাকড়ী বন সোনাকড়ী
সাহড় আঁকোড় কুহয় বহড়া।
কাঠ লাড়িকা সাজে কড়য়ি আড়য়ি রা[ ]জ
আর্জুন গর্জ্জুন হরিড়া ॥ ৬ ॥
আকোরল জিঙ্গালরু দ্রাক্ষ সুদর্শন
মাহাসুন্ধী বাজবারণে।
জয়ন্তী বিষকরঞ্জ তমাল হেন্তালপুঞ্জ
পদ্মকাষ্ঠ আর ছাগ্রিঁয়ণে ॥
লতা আম্ব কুশিআর পাকিল দ্রাক্ষা আপার
লতা জাম্বু শোভে চারি পাশে।
খরমূজা কাঙ্কড়ী বাঙ্গী আমৃত কাঙ্কড়ী
পেঁহুটী সাডর সোআশে ॥ ৭ ॥
কুসুমসমূহমধু পিআ মধুমত্ত[৩] মধুকর-
নিকরে মধুর ঝঙ্কারে।
কুসুমিত লতাকুঞ্জে বেঢ়িল বিবিধ গুঞ্জে
মনমথ করে ঝঙ্কারে ॥
বহে সুশীতল বাএ কোকিল পঞ্চম গাএ
রএ আর নানা পক্ষিগণে।
সুণে মৃগকুল বসে গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে
বন্দিআঁ বাসলীচরণে ॥ ৮ ॥

১ জাম্বু'র পর আবার ডালিম্ব।
২ পুথিতে ফেরুস'।

মুকল', ক'র ওকার কাটা।
২ পুথিতে 'আতভড়ি আত জিআ আপূত বণে'।
৩ মধুমত্ত'র পূর্ব্বে একটি মধু' বেশী।

রামগিরীরাগঃ ॥ রূপকং ॥

বৃন্দাবনকথা শুণী [১১৭।১] বড়ায়ির মুখে।
গোআল যুবতী সব পাইল বড় সুখে ॥
সন্ধাক লয়িআঁ রাধা করিআঁ যুগতী।
বৃন্দাবন দেখিবারে হৈলা একমতী ॥ ১ ॥
রাধা সব সখি সমে করিল গমনে।
তখণ সন্ধার মণে বেধিল মদনে ॥ ধ্রু ॥
আতি বড় পাইল রাধা মনত হরিষে।
বাট কাঢ়ায়িল বড়ায়ি বৃন্দাবন দিশে ॥
আগু করী বড়ায়িক চন্দ্রাবলী জাএ।
চিত্তের হরিষে সব গোপী গীত গাএ ॥ ২ ॥
বৃন্দাবন জাএ রাধা রস পরিহাসে।
আড় নয়নে দেখে কাহ্নাঞিঁক পাশে ॥
খসাআঁ বান্ধিল পুণী কুন্তলভার।
সঘন ছাড়িল রাধা হাস্বী আপার ॥ ৩ ॥
চুম্বন করিল রাধা সখির বদনে।
ভাল গীত গাএ বুলী পড়িল মদনে ॥
হেনমতেঁ গেলী রাধা মাঝবৃন্দাবনে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণে ॥ ৪ ॥

রামগিরীরাগঃ ॥ রূপকং ॥

অশরীররসাবেশবশাদ্বীক্ষ্য রসালসঃ।
সাকূতং মাধবঃ প্রাহ[১১৭।২]রাধিকামিদমাদরাৎ ॥

হের চন্দ্রাবলী রাধা মাঝবৃন্দাবনে।
কুসুমসমূহে শোভে সব তরুগণে ॥
তাত সুললিত···ভ্রমরের রোল।
আছুক মানুষ দেবলোক পড়ে ভোল ॥ ১ ॥
রাধা তোর মোর দেখি মাঝবৃন্দাবনে।
আজি সে সফল হ···ন যৌবনে ॥ ধ্রু ॥
শপথ করিআঁ রাধা বোলোঁ এ বচনে।
তোহ্মার আন্তরে কৈলোঁ এ বৃন্দাবনে ॥
এক[১] ঠায়ি থুয়িআঁ রাধা মাথার পসার।
ফুল পত্র ফল থাঅ ত্রিভুবনে সার ॥ ২ ॥
এহা বন আদভুত আছে থানে থানে।
আহ্মা ছাড়ী তাক আন কেহো নাহিঁ জাণে ॥
তোহ্মাক দেখাওঁ লআঁ কর আনুমতী।
তথাঁক না লইহ লোক কেহো সংহতী[১] ॥ ৩ ॥
সকল শরীর মাঝেঁ তোহ্মে যেন সার।
তেহ্ন সব বন মাঝেঁ এ বন আহ্মার ॥
এহাত উচিত হএ তোহ্মার বিলাস।
বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাস ॥ ৪ ॥

গুজ্জরীরাগঃ ॥ রূপকং ॥

তোর সঙ্গে জাইব মাঝ বনে।
আর সংহতী এড়িব কেনমণে ॥
যত দেখ মোর সখি[১১৮।১]গণে।
কাহারো ভাল নহে মণে ॥ ল কাহ্নাঞিঁ ॥ ১ ॥
তেহ্ন কর উপায় আপণে।
ভাল বোলে যেহ্ন সখিগনে ॥ ধ্রু ॥
ফুলেঁ ফলেঁ বৃন্দাবন শোভে।
তা দেখি সন্ধাতেয়ি লোভে ॥
কেহো না এড়িবে তোর লাগে।
সঙ্কে হয়িব তোর আগে ॥ ২ ॥
সামী সাসু দুইহো খরতর।
আর খল সকল নগর ॥
সব তোর মোর দোষ চাহে।
তেঁসি মোর মন থীর নহে ॥ ৩ ॥
মোর[২] মনে হেন পড়িহাসে।
ফুল ফলের দিআঁ আশে ॥
'সখিগণ নেহ চারি পাশে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

---

১ পুথিতে একা'।

১ লোক কেহো' ভোলাপাঠে; সংহতী' ক' কাটিয়া ভোলাপাঠে করা। ২ পুথিতে তোর'।

দেশাগরাগঃ ॥ রূপকং ॥

রাধা ল।
আপণে কহিলে মোর মনের কথা।
সুণিআঁ খণ্ডিল সব বেথা ॥
ষোল সহস্র তোর সখিগণ।
সন্ধার তোষিব আহ্মে মন ॥ ১ ॥
রাধা ল।
করিআঁ বিবিধ তনু আহ্মে দেবরাজে।
বিলসিবোঁ গোপীসমাজে ॥ ধ্রু ॥
চির সময় সঙ্কিত উ ভয় তোর মণে।
খণ্ডায়িবোঁ আজি ভালমণে ॥
একেঁ একেঁ রাধা যত গোপীগণ দেখী।
আজি সে করাইবোঁ তোর সখী ॥ ২ ॥
কেহো কাহাকো যেন না করে উ[১১৮।২]পহাস।
তেহ্নমতেঁ করিব বিলাস ॥
তা সন্ধার হৃদয় হরিআঁ নিল আহ্মে।
পাছে জনী রোষ কর তোহ্মে ॥ ৩ ॥
এ বোল বুলিআঁ কাহ্নাঞিঁ মণের উল্লাসে।
গেলা সব গোপীগণ পাশে ॥
সন্ধাক বুইল কাহ্নাঞিঁ রতি পতিআশে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

পাহাড়ীআরাগঃ ॥ ক্রীড়া ॥ প্রকীর্ণক ॥ লগনী ॥ দণ্ডকঃ ॥

সুণ গোপীগণ আহ্মার বচন
আভয় দিলোঁ মো আপণে।
নিজ মন সুখে ফুল তুলী লআঁ
যাহ যাহার যেনমণে ॥ ১ ॥
চির জীঅ৽কাহ্নাঞিঁ কুলের নন্দন
আহ্মারে দিলেঁ আভএ।
যেন জাতী তোহ্মে যেহ্ন লোক তাহার
উচিত হেন[১] হএ ॥ ল কাহ্নাঞিঁ ॥ ২ ॥

এ বোল শুণিআঁ … কাহ্নাঞিঁ
খণেক মনে বিমরিষে।
আজি হয়িব মোর কাজের সিধী
পুরী চির আভিলাসে ॥ ৩ ॥
কাহ্নের বদন আতি সুশোভন
দেখিআঁ যুবতীগণে।
দৈব নিয়োজন মদন বাণে
বিকলি ভৈল পরাণে ॥ ৪ ॥
এক তরুণীকে দেখায়িল কাহ্নাঞিঁ
হোর ফুল আতি উচে।
[১১৯।১]তাক লাগি কর তুলিলেক গোপী
কাহ্নাঞিঁ ধরিল কুচে ॥ ৫ ॥
আয়র গোপী বুয়িল কাহ্নাঞিঁ
ফুল আছে দূর ডালে।
কেমনে পায়িবোঁ এ ফুল কাহ্নাঞিঁ
উপায় বোল সকালে ॥ ৬ ॥
তাহাক তুলিআঁ ধরিল কাহ্নাঞিঁ
সে ফুল তোলএ আপণে।
তুলিতেঁ নাম্বায়িতেঁ পায়িল আলিঙ্গন
কাহ্নাঞিঁ বিনি যতনে ॥ ৭ ॥
আয়র গোপী ফুল তুলিবাক
লাগিল ঝাঁটাল বনে।
গাছের পাত তাহাক ঝাপিলেক
না দেখিল একো জনে ॥ ৮ ॥
সে বনের মাঝেঁ দেব দামোদর
মিলিল দৈব ঘটনে।
পায়িল গোপী আপণ মনে
চুম্বিল তার বদনে ॥ ৯ ॥
পবনে চলিল গাছের পাত
তাত ভয়মনী ছলে।
কোহ্নো গোপীগণ চঞ্চল নয়ন
ধরিল তাহার গলে ॥ ১০ ॥

[১] হেন'র পর একটা ন' বেশী আছে।

হের ভাল ফুল[১] হোর ভাল ফল
বুলিআঁ দেব মুরারী।
দূরক নিআঁ পুরিআঁ কোলে
কৈল গোপী নারী ॥ ১১ ॥
হেমমনে বনে হরিল কাহ্নাঞিঁ
সকল গোপীর মণে।
অনন্ত নামে বড়ু চণ্ডীদাস গায়িল
দেবী বাসলীগণে ॥ ১২ ॥

বসন্তরা[১১৯।২]গঃ ॥ একতালী ॥

লাজ ভয় তেজিআঁ সকল গোপীগণে।
মিলিআঁ বুইল গিআঁ গোবিন্দচরণে ॥
আহ্মা না হেলিহ গোসাঞিঁ আনের বচনে।
আজি হৈতেঁ আহ্মে সহ্মে তোহ্মার শরণে ॥ ১ ॥
তোহ্মে দেব বনমালী ন্যান্দের নন্দন।
আজি হৈতেঁ গোপীর হৃদয়চন্দন ॥ ধ্রু ॥
আহ্মার ধরহ আর এক বচন।
কতো খন দেখি গোসাঞিঁ তোর বৃন্দাবন ॥
এড়িতেঁ না ফুরে মন এখো খনে।
কমন আন্তরে তোহ্মে হরিলেহেঁ মনে ॥ ২ ॥
বুঝিবারে নারিল তোহ্মারে জগন্নাথ।
পাত পাতিআঁ কেহ্নে নাহিঁ দেহ ভাত ॥
আসত নিফল দুখ সহন না জাএ।
ত্রিভুবনজনমন গোচর তোহ্মাএ ॥ ৩ ॥
এ বচন শুণী উল্লসিত ভৈল কাহ্ন।
আমৃতেঁ সিঞ্চিল আপণার দুই কান ॥
গোপীগণমন তোষিবারে কৈল মন।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণ ॥ ৪ ॥

কোড়ারাগঃ ॥ ক্রীড়া ॥

বুঝিআঁ গোপীর মন।
আল।
খণেক গুণিল কাহ্নে।
[১২০।১] ষোল সহস্র গোপী তোষিবোঁ কেমনে ॥
আনেক হয়িআঁ তখনে।
বিলসিল গোপীগণে।
যাহারে রমএ সেসি দেখে কাহ্নে ॥ ১ ॥
আল।
সব গোপীজন জাণে।
মোএঁ সে পায়িলোঁ এ বনে শ্রীমধুসূদনে ॥ ধ্রু ॥
ফুটিল কুসুম পুঞ্জে।
সরস ভ্রমর গুঞ্জে।
এক এক নারি লআঁ এক এক কুঞ্জে ॥
চির মনোরথ পুরী।
রসময় মন করী।
বৃন্দাবন মাঝে রতি ভুঞ্জিল মুরারী ॥ ২ ॥
একেঁ একেঁ গোপীজনে।
সহ্মে জাণিল আপণে।
রাধাতে আধিক কাহ্ন মণে ॥
কাহ্নাঞিঁ তাহাক জাণী।
কিছু না বুয়িল বাণী।
রাধা চন্দ্রাবলী মণে কৈল চক্রপাণী ॥ ৩ ॥
সংহরী সকল দেহে।
গোপী এড়ি কুঞ্জগেহে।
বিকল গোবিন্দ মুরারী রাধার নেহে ॥
গেলা রাধিকার পাশে।
সুরতি রসের আশে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

পাহাড়ীয়ারাগঃ ॥ ক্রীড়া ॥

নিন্দন্ত্যঃ স্বপ্রশংসন্ত্যঃ পরাং দামোদরপ্রিয়াম্।
প্রাপুর্গোপপ্রিয়াঃ ক্ষোভং পরং কৃষ্ণে পরস্পরম্ ॥

আহা।
কে না [১২০।২] সুতীথে তপ কৈল ভাগ্যমতী।
কে নারী কাহ্নের সঙ্গে করে সুরতী ॥

১ ফুল', ল' তোলাপাঠে।

কাহ্নু বিনী আভাগিনী গোপযুবতী।
দেখ সক্ষে নিকুঞ্জে গোবিন্দ গেলা কতী ॥ ১ ॥
হরি হরি।
সুন্দর সে গীত গাআঁ বাআঁ করতালী।
দেখ পাঅচিহ্ন কথাঁ গেলা বনমালী ॥ ধ্রু ॥
কে না কুশক্ষেত্রে বিধিবতেঁ কৈল দান।
কাহার ফলিল পুষ্কর পুন্ঠ সিনান ॥
কাহাকে মিলিল আজি পুষ্ট মহাসিধী।
কারেঁ হাথেঁ হাথেঁ নিআঁ বিধি দিল নিধী ॥ ২ ॥
কে না কেদারশির পরসিল করে।
কে না তপ তপিল বদরী[১] বটেশ্বরে ॥
কে গাঅ তেজিল গঙ্গাসঙ্গত সাগরে।
যা লআঁ কুঞ্জে কুঞ্জে বুলে গদাধরে ॥ ৩ ॥
হেনমতেঁ বিলসিলা সকল যুবতী।
লাগ না পাইআঁ দেব আধিপতী ॥
রোষিলি রাধিকা দিল খর বচন।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণ ॥ ৪ ॥

ভাঠিআলীরাগঃ ॥ ক্রীড়া ॥

রাক্কে যেন ভাত পাআঁ না এড়ে
নিধনে নিধী।
তেন গোপীগণ এড়িতেঁ কাহ্নাঞি
হারায়িল সকল বুধী ॥
একেঁ চাহিলেঁ আরেঁ পায়িলেঁ
আপণ ম[১২১।১]ণের সুখে।
সব গোপী নারী মিলিআঁ এবেঁ
কি রঞ্জসি মোর মুখে ॥ ১ ॥
ভাল উপদেশ দিলোঁ মো তোরে
আপণার মতিমোষে।
এখণে তাহার ফল ভুঞ্জোঁ মোএঁ
আপণে আপণ দোষে ॥ ধ্রু ॥
এখন আহ্মার থানক আইলাহা
মুখে তোর নাহিঁ লাজে।
পুণী সেই গোপী- গণ পাস যাহা
তোহ্মে মোর নাহিঁ কাজে ॥
যে পরপুরুষ সমে নেহ করে
তার হএ হেন গতী।
দৈব দোষে কাহ্নু তোহ্মাত ভজিলোঁ
বঞ্চিলোঁ আপণ পতী ॥ ২ ॥
যেহেন বাহির তেহেন ভিতর
সরূপেঁ জাণিলোঁ তোরে।
কপট সাগর হৃদয় তোহ্মার
নাছি[ল] মোর গোচরে ॥
এবেঁ ভালমতেঁ তোহ্মাক জাণিলোঁ
নিবারিলোঁ মো হৃদয়ে।
টেটন নটক লোক সমে নেহ
কোহো কালে ভাল নহে ॥ ৩ ॥
শপথ করিআঁ বুইলোঁ মো তোরে
না জায়িবোঁ তোহোর পাশে।
তোহ্মার চরিত্র দেখিআঁ কাহ্নাঞিঁ
কে নাহিঁ[১] উপহাসে ॥
এ বোল সুণিআঁ কাহ্নের মণে
ভৈল বড় তরাসে।
রাধা সম্বোধিআঁ বুলিল বচন
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে [১২১।২] ॥ ৪ ॥

পাহাড়ীআরাগঃ ॥ ক্রীড়া ॥

যদি কিছু বোল বোলসি তবেঁ
দশনরুচি তোহ্মারে।
হরে দুরুবার ভয় আন্ধকার
সুন্দরি রাধা আহ্মারে ॥
তোহ্মার বদন সংপুন চান্দ
আধর আমিআঁ[২] লোভে।

---

১ পুথিতে বদধী'।

১ নাহিঁ', হিঁ' তোলাপাঠে। ২ আমিআঁ' তোলা পাঠে।

পরতেখ মোর[১] নয়নচকোর
যুগল নিশ্চল শোভে ॥ ১ ॥
মদনবাণে দগধ ভৈলোঁ
তোর আকারণ মাণে।
বদনকমল- মধুপান দিআঁ
রাখহ মোর পরাণে ॥ ধ্রু ॥
যবেঁ সত্যেঁ কোপ কয়িলেঁ
তবেঁ মোরে হান নয়নবাণে।
দৃঢ় ভুজযুগেঁ বন্ধন করিআঁ
অধর দংশ দশনে ॥
তোহ্মে সে মোহোর রতন ভূষন
তোহ্মে সে মোহোর জীবনে।
এহা বুঝি রাধা মোরে দয়া কর
বুলি তোঁ আতি যতনে ॥ ২ ॥
তোহ্মার নয়ন মলিন নলিন
ধরে[২] কোকনদ রূপে।
মদনবাণে কৃষ্ণক রঞ্জিলেঁ
হএ তোর আনুরূপে ॥
এ তোর কুচ শোভে মণি [মাল]
জঘনে নাদ করউ রসনে।
বোল হৃদয়ত করোঁ মো তোহোর
থলকমল চরণে ॥ ৩ ॥
মদন গরল খণ্ডন রাধা
মাথার মণ্ডন মোরে।
চরণপল্লব আরো[১২২।১]প রাধা
মোর মাথার উপরে ॥
পালাউ আহ্মার মদনবিকার
সত্বরেঁ করহ আদেশে।
বাসলীচরণ শিরে বন্দিআঁ
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

মালবরাগঃ ॥ রূপকং ॥ দণ্ডকঃ ॥

অবধোর্য্য কাকুমিতি রাধিকয়াভিদধে ন কিঞ্চন সরোষতয়া।
অথ স ত্রপাভরমনা বিহিতং প্রতিষিধং মুরজিৎ [কৃতবানেব] ॥

লক্ষকের বৃন্দাবন মোর ফুলবাড়ী।
নিষধিতেঁ কেহ্নে রাধা কৈল ফুলধাড়ী ॥ বড়ায়ি ॥১॥
হাথে বাঁশী করি গেণ্ডু খেলাওঁ গোকুলে।
দেখোঁ বৃন্দাবন পসি কেবা ফুল তোলে ॥ ২ ॥
ফুল ফল তুলি নৈল ডাল ভাঙ্গী রঙ্গে।
ষোল সহস্র গোপীজন করী সঙ্গে ॥ ৩ ॥
মোর বনতরুডালেঁ সজায়িআঁ আঙ্কুড়ী।
ফুল তুলি নৈল রাধা ভাঙ্গিআঁ পাখুড়ী ॥ ৪ ॥
লবঙ্গ দোলঙ্গ থোঁপা বান্ধিআঁ উল্লাসে।
গুলাল মালতীমালে করিল বিলাসে ॥ ৫ ॥
যৌবন গরবেঁ রাধা কিছু নাহিঁ জাণে।
মোর বৃন্দাবন পসী মোক নাহিঁ চিহ্নে ॥ ৬ ॥
[১২২।২]বৃন্দাবন দেখিঁ মোর পোড়এ আন্তর।
তোহ্মা দেখী রাধার না করোঁ আথান্তর ॥ ৭ ॥
যত বা ফুল ফল নিল তার দেন্ত কৌড়ী।
নহে বা বান্ধিআঁ রাখিবোঁ দৃঢ় দোড়ী ॥ ৮ ॥
এভোঁহো সুন্দরি রাধা ধরু মোর বোল।
কৌড়ীর আন্তরেঁ মোরে দেউ চুম্ব কোল ॥ ৯ ॥
আকারণে বোলে রাধা মোরে আনুখর।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীবর ॥ ১০ ॥

রামগিরীরাগঃ ॥ আঠতালা ॥

নিশম্য কৃষ্ণবচনং মহারোষবতী সতী।
জরতী রাধিকামাধিমতীমিতি ততোঽবদৎ ॥

আনেক যতন করি নান্দের নন্দন।
আহ্মা হাথেঁ আনায়িল তোহ্মা বৃন্দাবন ॥
আসিতেঁ তোহ্মাক দেখী হরষিত মন।
আশু গেলা দেখায়িতেঁ তোহ্মাক তরুগণ ॥ ১ ॥

১ পুথিতে 'তোর'। ২ পুথিতে 'আধরে'।

এহে ।
এবেঁ মোক বোলে কাহ্নাঞি সব বিপরীত ।
হেন বুঝোঁ রাধা তোঁ করিলি কুচরীত ॥ ধ্রু ॥
তার বৃন্দাবনক আয়িলাহোঁ চিরকালে ।
তুলী লৈল নানা ফুল ভাঙ্গি লৈল ডালে ॥
জত আপ[১২৩।১]রাধ কৈল¹ জাণহ আপণে ।
তার বোল না ধরিলেঁ মরসিব কেহে ॥ ২ ॥
তোহ্মার চরিত্র রাধা না বুঝিএ ভাল ।
কাহ্নাঞিকে ভাণ্ডিতেঁ পারিবেঁ কত কাল ॥
আনুরোধ এড়ায়িতেঁ নারিবি তাহার ।
বুঝিআঁ রাখহ রাধা মোর উপকার ॥ ৩ ॥
যত ফুল ফল নিলেঁ তার চাহে কৌড়ী ।
না দিলেঁ বান্ধিআঁ থুয়িতেঁ সজ্জ কৈল দড়ী ॥
বান্ধিআঁ রাখিলেঁ বলেঁ হৈব জাতী নাশ ।
বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাস ॥ ৪ ॥

কোড়ারাগঃ ॥ একতালী ॥

সন্ধারে বুয়িলোঁ বড়ায়ি সজাইআঁ আকুড়ী ।
বৃন্দাবনে ফুল পাত না ভাঙ্গ পাখুড়ী ॥
কৃষ্ণেঁ দেখিলেঁ বড়ায়ি পাড়িবেক গালী ।
আঞ্চলে ধরিব আর বুলিব ধামালী ॥ ১ ॥
তবেঁ বোল ফুল তোল বড়ায়ি ।
যা নাহিঁ আইসে কাহ্নাঞি ॥ ধ্রু ॥
ফুল তুলিহ বড়ায়ি চাম্পা নাগেশ্বর ।
গাছ না ভাঙ্গিহ ফল না লৈহ বিথর ॥
কৃষ্ণ দেখিলেঁ বড়ায়ি লয়িবেক কর ।
সুণিআঁ সাসুড়ী যায়ি[১২৩।২]তেঁ না দিব ঘর ॥ ২ ॥
আতি না তুলিহ বড়ায়ি গুলাল মালতী ।
কনক যুথিকা মাহ্লী লবঙ্গ সেয়তী ॥
কৃষ্ণ যবেঁ দেখিবেক গাছ পাতেঁ পাতেঁ ।
তবেঁ কাহাকেহো ঘর না দিবে যাইতেঁ ॥ ৩ ॥
এবেঁ ফল ধরিলেক আহ্মার বচনে ।
আসিআঁ বিরোধিল মথুরা গমনে ॥
এবেঁ মোর থানে নাহিঁ তাহাক উপাএ ।
বাসলী শিরে বন্দী চণ্ডীদাস গাএ ॥ [৪ ॥]

পাহাড়ীআরাগঃ ॥ ক্রীড়া ॥

অস্মিন্নবসরে রাধাং মাধবঃ প্রাহ সত্বরং ।
পেশলাপেশলং পুষ্পবাণবাণজ্বরাতুরঃ

তোএঁ না গুণসি মনে ।
আল করিবোঁ যতনে ।
নিজ ধন দিআঁ সুন্দরী রাধা নির্ম্মায়িলোঁ এ বৃন্দাবনে ॥
আনেক ফুল তুলিলেঁ ।
আল বহুত ফল খায়িলেঁ ।
আর আনুচিত কৈলেঁ রাধা ডাল ভাঙ্গিআঁ পেলায়িলেঁ ॥ ১ ॥
রাধা কৈল বৃন্দাবন নাশে ।
সে ফুল তুলিআঁ নিলেঁ যাহার যোজন বাসে ॥ ধ্রু ॥
যুথী কেশর সেঅথী ।
মাধবীলতা মালতী ।
সকল ফুল লআঁ [১২৪।১] রাধা তোহ্মে না থুয়িলেঁ কতী ॥
তোহ্মে আইহন গোআলী ।
আহ্মে দেব বনমালী ।
আল¹ সব ফুল সজআঁ শয়ন তোর মোর করী কেলী ॥ ২ ॥
যবেঁ সে ফুল না দিবেঁ ।
তবেঁ সমুচিত ফল পাইবেঁ ।
চোরবাদেঁ তোহ্মা বান্ধিআঁ থুয়িবোঁ কেমণে ঘর জাইবেঁ ॥
এভোঁ সুন মোর বোল ।
দেহ মোরে চুম কোল ।
অভিনব তোর রূপ যৌবন দেখিআঁ পড়িলোঁ ভোলে ॥ ৩ ॥
কেহ্নে হেন কাম কৈলে ।
সব ফুল ফল লৈলে ।
বৃন্দাবন মাঝে পসিআঁ রাধা সব তরু শুন কৈলেঁ ॥
দেখিআঁ পোড়ে হৃদয়ে ।
যেন মোর প্রাণ জাএ ।
কাহাকে কহিবোঁ কেনা পাতিআএ বড়ু চণ্ডীদাস গাএ ॥ ৪ ॥

১ আপরাধ কৈল', আপরাধ'এর আ' ও কৈল'র ল' তোলাপাঠে ।

১ পুথিতে আণ' ।

কোড়ারাগঃ ॥ লঘুশেখরঃ ॥

মো নাহিঁ নাশি তোর বৃন্দাবনে
সুণ ল সুন্দর কাহ্নাঞিঁ ।
পথিক লোক তাক উপভোগে ল
তাত মোর দোষ নাহিঁ ॥ ১ ॥
মিছা দোষ মোরে না দিহ কাহ্নাঞিঁ ল
মো জাওঁ রাজপথে ॥ ধ্রু ॥
মো যবেঁ জাণিতোঁ হেন করিবেঁ তোল
[১২৪।২] তবেঁ নাসিতোঁ এ বাটে ।
নাহিঁ যাইতোঁ দধি দুধ বিকণিতেঁ ল
কাহ্নাঞিঁ মথুরার হাটে ॥ ২ ॥
না জাণো কি তোর মণে রোষ আছে ল
মোর দোষ তেকারণে ।
তোহ্মাক হেন বুলিতেঁ না জুআএ
তোহ্মে নান্দের নন্দনে ॥ ৩ ॥
এহা পথেঁ আরবার নাহিঁ জাইবোঁ ল
দেহে যা জীউ বসে ।
বাসলীচরণ শিরে বন্দিআঁ
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

গুজ্জরীরাগঃ ॥ রূপকং ॥

যদি যাসি রাধা তোএঁ এ রাজপথে ।
মোর বৃন্দাবন কেহ্নে আইলা অথবেথে ॥
যাতি আজি নষ্ট ভৈল আঅর সেয়তী ।
এত পুষ্প নঠ কৈলেঁ কাহার যুগতী ॥ ১ ॥
রাধে ল আল কি ফুরিল মণে ।
কেহ্নে ভাঁগিল রাধা মোর বৃন্দাবনে ॥ ধ্রু ॥
লবঙ্গ মালতী রাধা ভাঙ্গিলে আপার ।
দনা মরুআ ভাঙ্গিলে ফুলালের ডাল ॥
দূতার বোলে ভাঙ্গসি বৃন্দাবন ।
নাহিঁ জাণো নারী তোর কেহেন মন ॥ ২ ॥
মাহ্লী কুন্দ ভাঁগিলেঁ তোঁ আয়র নেআলী ।
মাধবীলতা ভাঁগিলেঁ আঅর পারলী ॥
বৃন্দাবন ভাঁ[১২৫।১]গি মোর করিলেঁ বিকল ।
পায়িবেঁ আহ্মার থানে উচিত ফল ॥ ৩ ॥
যবেঁ তিরীবধে নাহীঁ থাকে ডর ।
তবেঁ আজি মারিআঁ পাঠাওঁ যমঘর ॥
মোঞিঁ সে জাণো মোর যেন করে মন ।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণ ॥ ৪ ॥

রামগিরিরাগঃ ॥ রূপকং ॥

তোহ্মার বচন কাহ্নাঞিঁ ধরিআঁ মণে ।
সব সখি লআঁ আইলোঁ তোর বৃন্দাবনে ॥
সব ফুল তুলী নৈল তোহ্মার আদেশে ।
এবেঁ কেহ্নে তুলি দেহ মোরে চুরী দোষে ॥ ১ ॥
না বোল না বোল মিছা দেব চক্রপাণী ।
তোহ্মার বদনে কেহ্নে আইসে হেন বাণী ॥ ধ্রু ॥
ফুল ফল কাহ্নাঞিঁ কিছু নাহিঁ হাথে ।
এবেঁ ফুল কথাঁ পায়িবোঁ জগন্নাথে ॥
গুটি চারি ফুল হের আছে মোর হাথে ।
তাক নেহ তোর মনের সোআথে ॥ ২ ॥
বড়ার বহুআরী আহ্মে বড়ার ঝিআরী ।
ফুল চুরী বাদ আহ্মে সহিতেঁ না পারী ॥
না দেখিল না শুনিল বোলহ উত্তর ।
তোহ্মাতে আধিক আর নাহিঁক নাগর ॥ ৩ ॥
মিছা কেহ্নে বো[১২৫।২]ল এবেঁ সুন্দর মুরারী ।
তোর ফুল তুলী নৈল সব গোপনারী ॥
ছাড়হ নিলজ কাহ্নু কপট বচন ।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণ ॥ ৪ ॥

পাহাড়ীআরাগঃ ॥ ক্রীড়া ॥ দণ্ডকঃ ॥

বৃন্দাবনীয়প্রসবপ্রকাণ্ডাং
পশ্যামি রাধে ভবতীং পুরস্তাৎ ।
বিশ্রাণয় ত্বং কুসুমাম্ববায়ে
বামেথবা মোদবিধায়ি দেহং ॥

তমাল কুসুম চিকুরগণে ।
নীল কুরুবক তোর নয়নে ॥ ১ ॥

সুপুট নাসা তিলফুলে।
দেখি তোর গণ্ডযুগ মহুলে ॥ ২ ॥
আধর সুরঙ্গ বান্ধুলী ফুলে।
কণ্ণযুগ তোর এ বগহুলে ॥ ৩ ॥
মুকুলিত কুন্দ তোর দশনে।
খস্তরী কুসুম তোর বসনে ॥ ৪ ॥
ভুজযুগ হেমযূথিকামালে।
আশোকতবক করযুগলে ॥ ৫ ॥
মুকুলিত থলকমল তনে।
রোমরাজী তাত আতয়ীগণে ॥ ৬ ॥
গভীর নাভী নাগেশর ফুলে।
কনক কেতকী জংঘযুগলে ॥ ৭ ॥
চরণকমল থলকমলে।
আঙ্গুলী চম্পককলিকা[১২৬।১]জালে ॥ ৮ ॥
নখরনিকর দেখি গুলালে।
শিরীষ কুসুম তনু সকলে ॥ ৯ ॥
কনক চম্পক কুসুমপান্তী।
তোহ্মার সকল শরীরকান্তী ॥ ১০ ॥
নেআলী সেআলী মাহ্লী বিকসে।
তোহ্মার মধুর ঈষত হাসে ॥ ১১ ॥
দেখোঁ মো তোর ফুলশরীরে।
গাইল চণ্ডীদাস বাসলীবরে ॥ ১২ ॥

দেশাগরাগঃ ॥ রূপকং ॥

কাহ্নাঞিঁ ল
সকল পুরুষ মাঝেঁ তোহ্মে বড় নাগর
তোহ্মারে কে দিবেক উত্তর।
ছাড়হ অলঙ্গাল না কর কচাল
এড় যাওঁ মথুরা নগর ॥ ১ ॥
কাহ্নাঞিঁ ল
বুঝিল বুঝিল তোহ্মার মতী।
সম দেখ সকল যুবতী ॥ ধ্রু ॥
কিবা না করিল আহ্মে তোহ্মার এক বচনে
লাজে দিআঁ তিলাঞ্জলী[১]।
নিজ পতি না চাহিলোঁ তোহ্মাক উপেখিলোঁ
সহিলোঁ সাসুননন্দগালী ॥
বিষম পুরুষ জাতী কঠিন হৃদয় আতী
তাক নাহিঁ কিছু পরকার।
ছার তিরী যরম শিরীষ কুসুম মন
বড় মানে তিল[২] উ[১২৬।২]পকার ॥ ৩ ।
তোহ্মার নেহ সকল কমলিনীদলজল
চঞ্চল দুঈহো পড়িহাসে।
এড়হ আ[হ্মা]র আশে চলি জাহা নিজ বাসে
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

ককুরাগঃ ॥ রূপকং ॥

তোহ্মাতে মজিল মোর মনে ল।
আল হের সুন প্রাণ রাধা ল
কেহ্নে বোল নিঠুর বচনে ॥
হের মোর বৃন্দাবনে ল।
আল হের সুণ প্রাণ রাধা ল
নিফল করহ কি কারণে ॥ ১ ॥
নানা ফুলে বুলে ভ্রমরে।
আল হের সুন প্রাণ রাধা ল
তভোঁ কি মালতী পাসরে ॥ ধ্রু ॥
এ তোর নব যৌবনে ল.
আহোনিশি জাগ মোর মণে।
তাহাত তোহ্মা রমণে ল
খেতি করে আহ্মার পরাণে ॥ ২ ॥
মন ঝুরে তোর নামে ল
সংসারক তোহ্মা কৈলোঁ সারে।
তোর বোলেঁ গোপীগণে ল
তুষিআঁ তেজিলোঁ পরকা[ ]র ॥ ৩ ॥

---

১ পুথিতে 'তিনাঞ্জলী'। ২ পুথিতে 'তিন'।

তোতে মন না বিচলে ল
বোল মোরে বৈশোঁ তোর পাশে।
খণ্ডুক আহ্মার দুখ হউক মন সুখ
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

ভাঠিআলীরাগঃ ॥ রূপকং ॥

কৃষ্ণস্য প্রে[১২৭।১]মবচসা রাধা সাদরমানসা।
বশাভবদ্দসাবাশু কুসুমাশুগসঙ্গতা ॥

তিরীর সভাব মণে করে।
প্রাণ কাহ্নাঞিঁ ল
তাত রোষ না কর নাগরে ॥
এ তোহ্মার বচনে।
প্রাণ কাহ্নাঞিঁ ল
সব কোপ খণ্ডিল এখনে ॥ এক্সা ॥ ১ ॥
আল হের
এহি জাগে তোহ্মার চরণে।
প্রাণ কাহ্নাঞিঁ ল[১]
আহ্মা সম না করিহ আনে ॥ ধ্রু ॥
তোহ্মার আহ্মার দুই মণে।
এক করী গাস্থিল মদনে ॥
তার আনুরূপ বৃন্দাবনে।
তোর বোল না করিব আনে ॥ ২ ॥
বিধি কৈল তোর মোর নেহে।
একই পরাণ এক দেহে ॥
সে নেহ তিঅজ নাহিঁ সহে।
সে পুণি আহ্মার দোষ নহে ॥ ৩ ॥

কে বুলিতেঁ পারে তোর গুণে।
একেঁ একেঁ বসে মোর মনে ॥
এবেঁ আসি বৈশ মোর পাশে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

দেশবরাড়ীরাগঃ ॥ আঠতালা ॥

যত মনোরথ ছিল তাহাক সফল কৈল
নানাবিধি দিআঁ আলিঙ্গনে।
রাধার তন পরসে [১২৭।২] যেহ্ন আমৃতকলসে
সিনায়িল শ্রীমধুসূদনে ॥ নাএ ॥ ১ ॥
রসে ভুরিআঁ মণে।
কাহ্ন কৈল কেলি বৃন্দাবনে ॥ নাএ ॥ ধ্রু ॥
বদনে বদন কৈল ... ...
উচিতেঁ আমৃতেঁ বৃষ্টি ভৈল।
দিল নয়ন নয়নে রস বসে ঘন ঘনে[১]
কমলে খঞ্জন সংযোজিল ॥ ২ ॥
যোড়ী রসন রসনে[২] দুই কিশলয় যেহ্নে
দামোদরেঁ মধু পান কৈল।
নানা থানক চুম্বীল আধরে আধর দিল
বিম্ব[৩] পোআলেঁ এক ভৈল ॥ ৩ ॥
পরসিল ঘন ঘন রাধার জঘন
কৈল মনমথ পরিতোষে।
দুইহো মনের উল্লাসে করিল বনবিলাসে
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

ইতি বৃন্দাবনখণ্ডঃ সমাপ্তঃ ॥

১ 'প্রাণ কাহ্নাঞি ল'র পর 'সব কোপ খণ্ডিলোঁ' লেখা ও কাটা।

১ পুথিতে 'দিল নয়ন ঘন ঘনে। রস বসে ঘনে ঘনে'।
২ পুথিতে 'যোতী রসন রসনে'।
৩ পুথিতে 'বিম্ব'।

অথ যমুনা[খণ্ডা]ন্তর্গত কালিয়দমনখণ্ড

মালবরাগঃ ॥ রূপকং ॥ দণ্ডকঃ ॥

গোপীগণমন তোষিল দেব চক্রপাণী।
মথুরা নগর যাইতেঁ দিলান্ত মেলানী ॥ ১ ॥
তখন গুণিল কিছু মণে দামোদর।
বিলাস করিলোঁ মোঞঁ বনের ভিতর ॥ ২ ॥
জল[১২৮।১]কেলি করিবারেঁ কাহ্নু কৈল মন।
খ[া]নি এক গুণিল হৃদয়ে জনার্দ্দন ॥ ৩ ॥
বৃন্দাবন মাঝেঁ যমুনা নদী বহে।
তাহাত গম্ভীর আছএ কালীদহে ॥ ৪ ॥
কালীয় নাম নাগ তাহাত বসে।
জলে মাছ কুলে গাছ মৈল তার বিষে ॥ ৫ ॥
কোহ্নো জন্তু তাত না করএ জল পান।
তাহাত আধিক নাহিঁ বিজন থান ॥ ৬ ॥
কালী দলিআঁ জল করিআঁ নির্ম্মল।
তাহাত করিবোঁ জলকেলি সকল ॥ ৭ ॥
হেন মনে চিন্তি গেলা দেব দামোদর।
কালীয়দহের কূল কদমের তল ॥ ৮ ॥
কদম্বতরুত চড়ী দহে দিল ঝাঁপ।
দেখি রাখোআল ডরেঁ উঠি গেল কাঁপ ॥ ৯ ॥
কোপিল কালীয় নাগ লআঁ পরিবারে।
দশনে দংশিল সব কাহ্নের শরীরে ॥ ১০ ॥
তিলেঁ তিলেঁ নাগকুলেঁ দংশিল কাহ্নাঞিঁ।
হাথ পাঅ গল জড়ী রাখিল তথাঞিঁ ॥ ১১ ॥
তখণ বিষের জালে দগধ পরাণ।
আচেতন হয়িআঁ রহিলা দেব কাহ্ন ॥ ১২ ॥
হেনই সম্ভেদে সব গোপযুবতী।
বৃন্দাবন দিআঁ [১২৮।২]মথুরাক কৈল গতী ॥১৩॥
বিকল দেখিআঁ তথাঁ রাখোআলগণে।
পুছিল তোহ্মারা কেহ্নে তরাসিল মণে ॥ ১৪ ॥
সব গোপ রাখোআল গোপীগণ থানে।
বুইল কালীদহে ঝাঁপ দিল দেব কাহ্নে ॥ ১৫ ॥
এহা সুণী সব গোপী পাইল তরাসে।
বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাসে ॥ ১৬ ॥

গৌরীরাগঃ[১] ॥ রূপকং ॥

গোপালকুলতঃ শ্রুত্বা নিমগ্নং কালিয়ে হ্রদে।
মাধবং রাধিকা খেদাদ্বিললাপ নিরন্তরং ॥

আজি জখনে মোঁ বাঢ়ায়িলোঁ পাএ।
পাছেঁ ডাক দিল কালিনীমাএ ॥
তার ফলেঁ মোর পরাণ পতী।
মোক ছাড়ী কাহ্নাঞিঁ গেলা কতী ॥ ১ ॥
বাহুড় এ কাহ্নরূপ মুরারী।
তোঁ লাগি বিকলী রাঁধা গোআলী ॥ ধ্রু ॥
সামল কোমল দেহ তোহ্মার।
কেমনে সহিবেঁ বিষের জাল ॥
ধিকছুক কাহ্নাঞিঁ সে কালীনাগে।
আহ্মা না দংশিল তোহ্মার আগে ॥ ২ ॥
সহ্মাত বড় যাক তোহ্মার নেহা।
যা সমে তোহ্মার একয়ি দেহা ॥
হেন চন্দ্রাবলী করে কা[১২৯।১]কুতী।
কি কারণে কাহ্ন না দেহ সম্মতী ॥ ৩ ॥
দাঁতে তৃণ করি যাচোঁ কাহ্নাঞিঁ।
কপট ছাড়ী আয়িস মোর ঠাই ॥
ভকতীদাসিক তেজহ কেহ্নে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণে ॥ ৪ ॥

ভাঠিআলীরাগঃ ॥ রূপকং ॥

জাহাত লাগিআঁ নিজ পতি না চাহীল।
লোক ধরম ভয় কিছু না মানিল ॥

---

১ পুথিতে সৌরীরাগঃ'।

হেন কাহ্নু মৈলা কালীদহে ঝাঁপ দিআঁ।
গোপযুবতী সব আনাথ করিআঁ॥ ১ ॥
হৃদয়ত ঘাঅ দিআঁ রাধা গোআলিনী।
করএ করুণা বিনায়িআঁ চক্রপাণী ॥ ধ্রু ॥
কভোঁ না লঙ্ঘিব আর তোহ্মার বচন।
উঠ উঠ জলে হৈতেঁ নান্দের নন্দন ॥
কি করিব ধন জন জীবন ঘরে।
কাহ্নু তোহ্মা বিণি সব নিফল মোরে ॥ ২ ॥
হা হা নিদয় বিধি কেহ্নে হেন কৈল।
কোঁয়ল কাহ্নাঞি কেহ্নে বিষজালেঁ মায়িল ॥
দেখিতেঁ রাপায়িল সব গোপীর পরাণে।
ত্রিভুবনে সুন্দর নাগর বর কাহ্নে ॥ ৩ ॥
রাধা এক রাখোআল পাঠাআঁ সত্ত[১২৯।২]রে।
বারতা জাণায়িল নন্দ যশোদার ঘরে ॥
সুণিআঁ নন্দ যশোদা ভৈলা আচেতন।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণ ॥ ৪ ॥

দেশাগরাগঃ ॥ লঘুশেখরঃ ॥

সকল গোআলকুল লআঁ ততিখনে।
নন্দ যশোদা ধায়িআঁ আইল সেই থানে[১] ॥
দেখিল কালীদহে পসিলা নার[া]য়ণ।
নান্দ যশোদা মিলি জুড়িল কান্দন ॥ ১ ॥
কেহ্নে হেন কৈলেঁ কাহ্নাঞি মোর আদিবসে।
তোহ্মে লাগি ভৈল আজি শুন দশ দিশে ॥ ধ্রু ॥
লোটাআঁ লোটাআঁ দুঈহো কান্দে একবারে।
কেহ্নে শুন কৈলেঁ মোর সকল সংসারে ॥
থাণিএক উঠ দেখোঁ পুতা তোর মুখ।
আহ্মা দুখ দিআঁ পুতা কত পাইবেঁ সুখ ॥ ২ ॥
সকল গোআল কান্দে মাথে দিআঁ হাথে।
কেহ্নে আহ্মা মারি যাহা দেব জগন্নাথ ॥
উঠিআঁ বোলহ কেবা কৈল কোণ দোষে।
দহত পসিলা কাহ্নাঞি কাহার রোষে ॥ ৩ ॥

বলভদ্র থাণিএক গুণিলাস্ত মণে।
মো[১৩০।১]হো পায়িল কাহ্নাঞি বিসরী আপণে।
পুরুব জাণায়িআঁ আহ্মে করায়িউ চেতন।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণ ॥ ৪ ॥

পাহাড়ীআরাগঃ[১] ॥ ক্রীড়া ॥

আহা।
তোহ্মে জল তোহ্মে থল তোহ্মে বন গিরী।
স্বগ্গ মর্ত্ত্য পাতাল তোহ্মে দেব হরী ॥
তোহ্মে সূর্য্য তোহ্মে চান্দ তোহ্মে দিকপাল।
লীলাতনু ধরি এবেঁ হয়িলাহা গোআল ॥ ১ ॥
আপণা না চিহ্ন কেহ্নে এবেঁ বনমালী।
জগত সংহর তোহ্মে কোণ ছার কালী ॥ ধ্রু ॥
মীনরূপ ধরী জলে বেদ উদ্ধারিলেঁ।
কমঠশরীরে তোহ্মে ধরণী ধরিলেঁ ॥
মাহাকোল রূপেঁ দন্তে মেদনী বিদারিলেঁ।
নরহরি রূপেঁ তোহ্মে হিরণ্য বিদারিলেঁ ॥ ২ ॥
বামন রূপেঁ তোহ্মে বলিক ছলিলেঁ।
পরশুরাম রূপেঁ ক্ষত্রিয় নাশ কৈলেঁ ॥
শ্রীরাম রূপেঁ তোহ্মে বধিলেঁ রাবণ।
বুদ্ধ রূপ ধরিআঁ চিন্তিলেঁ নিরঞ্জন ॥ ৩ ॥
কলকী রূপেঁ তোহ্মে দলিলেঁ দুষ্টজন।
এবেঁ উপজিলা কং[১৩০।২]শ বধের কারণ ॥
হেন সুনিআঁ কাহ্নাঞি পাইল চেতন।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণ ॥ ৪ ॥

ধানুষীরাগঃ ॥ রূপকং ॥

উঠিলা সত্বরেঁ নারায়ণ।
বাহু ফাল করিআঁ তখন ॥
যেন তুন যাএ চণ্ড বাতে।
নাগবন্ধ গেলা তেহ্নমতেঁ ॥ ১ ॥

১ ততিখনে' কাটিয়া সেই থানে' করা।

১ পুথিতে পাড়াড়ীআরাগঃ'।

কালীয় দলিল দামোদর। আল।
যমুনাজলের ভিতর ॥ ল কাহ্নাঞিঁ॥ ধ্রু ॥
চঢ়িলা কালীয়নাগশীরে।
গরুড়বাহন মাহাবীরে ॥
আতি ভরেঁ বদনে তাহার।
বাহিরাএ শোণিতের ধার ॥ ২ ॥
কালীয় নাগের মাহাফনে।
দামোদর জুড়িল নাচনে ॥
এক এক চরণের ঘাএ।
কালীয় নাগের প্রাণ জাএ ॥ ৩ ॥
সামীর মরণকাল জাণী।
তার নেহে বিকলি সাপিনী ॥
ভকতীএঁ কাহ্নাঞিঁর পাএ।
তুতী কৈল চণ্ডীদাস গাএ ॥ ৪ ॥

পাহাড়ীআরাগঃ ॥ একতালী ॥ দণ্ডকঃ ॥

ত্রিভুবননাথ তোহ্মে হরী।
প্রভু হয়িআঁ হেন নাহিঁ করী ॥ ল কাহ্নাঞিঁ ॥ ১ ॥
জগত না সহে তোহ্মার [১৩১।১] দাপ। আল।
কোন ছার কালীর সাপ ॥ ২ ॥
তোহ্মে নিরমিল ত্রিভুবনে।
জল থল জীব জন্তুগণে ॥ ৩ ॥
সাপেরে করিআঁ বিষ দাণে।
এবেঁ কেহ্নে হরহ পরাণে ॥ ৪ ॥
সামী মোর সেবক তোহ্মার।
তোহ্মে এথাঁ দিলেঁ আধিকার ॥ ৫ ॥
মূড় সাপ জলের ভিতরে।
না জাণিআঁ দংশিল তোহ্মারে ॥ ৬ ॥
বারেক মোরে দয়া কর।
সামী দান দেহ দামোদর ॥ ৭ ॥
সুণিআঁ কাহ্নাঞিঁর ভৈল তোষে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥ ৮ ॥

রামগিরীরাগঃ ॥ আঠতালা ॥

সদয় হৃদয় হআঁ বুইল দামোদরে।
সাঁকাল চল তোহ্মে দক্ষিণ সাগরে ॥
তথাঁ সুখে থাক গিআঁ আহ্মার বচনে।
যমুনার বাস তেজি নির্ভয় মণে ॥ ১ ॥
এহে।
আণেক কাকুতী কৈল কালীর নাগিনী।
সুণিআঁ কৃষ্ণের হের দয়াযুত বাণী ॥ ধ্রু ॥
কৃষ্ণের আদেশ শুণী কালীয় নাগে।
প্রণাম করিআঁ বুইল কাহ্নাঞিঁর আগে ॥
সাগরে রহিতেঁ আজ্ঞা ভৈল মোর ভাগে।
ত[১৩১।২]থাঁ গরুড়ের ভয় মোক বড় লাগে ॥২॥
হেন সুণী কৃষ্ণ বুইল তোহ্মার মাথাতে।
কালীয় রহিব চিহ্ন মোর পদঘাতে ॥
এহা দেখি গরুড় না খায়িব তোহ্মারে।
সকল সময় সুখেঁ বসহ সাগরে ॥ ৩ ॥
কাহ্নের আদেশ হেন পাআঁ নাগ কালী।
সাগরক গেলা সব পরিজনে মেলী ॥
জলে হৈতেঁ হরিষেঁ উঠিলা জনার্দ্দন।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণ ॥ ৪ ॥

গুজ্জরীরাগঃ ॥ যতিঃ ॥

কাহ্নাঞিঁক দেখি যত গোপ গোপীগণে।
হরিষেঁ হয়িলা তবেঁ সজল নয়নে ॥
কেহো দৃঢ় ভুজযুগেঁ কৈল আলিঙ্গন।
কেহো ঘন[১] ঘন তার চুম্বিল বদন ॥ ১ ॥
হরষিত ভৈল সব যুবতীসমাজে।
কালীয় সাপের মুখে জিলা দেবরাজে ॥ ধ্রু ॥
ততিখনে যশোদার দেব দামোদরে।
তনে হৈতেঁ ঝরিআঁ পড়িল ক্ষীর ধারে ॥
বুইল দশ দিশ শুন্য ভৈল মোরে।
চিরকাল জীউ পুত্র মোর গদাধরে ॥ ২ ॥

১ ঘন', নকার তোলাপাঠে।

নেহেঁ তবেঁ আ[১৩২।১]কুলী রাধিকা ততিখনে।
নিমেষরহিত বঙ্ক সরস নয়নে ॥
দেখিল কাহ্নের মুখ সুচির সমএ।
সকল লোকের মাঝেঁ তেজি লাজ ভএ ॥ ৩ ॥
কাহ্নাঞিঁ দেখিআঁ আর যত গোপীগণে।
সঙ্গে আলিঙ্গন কৈল আপণ আপণে ॥
হাসছলেঁ কৈল মনহরিষ বিকাশে।
বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

গৌরীরাগঃ[1] ॥ রূপকং ॥

নন্দ যশোদার ধরী চরণে।
প্রণাম করিল মধুসূদনে ॥
আয়র দেখিল নেহনয়নে।
চারি পাশেঁ ছিলা যে গোপীগণে ॥ ১ ॥
সম্ভাষ তোষিল বিনয় করী।
থলত আসিআঁ দেব মুরারী ॥ ধ্রু ॥
দেখি দামোদর রাধাক পাশে।
খণেক করিল ঈষত হাসে ॥
আর যত ছিল গোপকুমার।
উচিত সমান কৈল সম্ভার ॥ ২ ॥
কর যোড় করী বুলিল কাহ্নে।
মোর ধরিবেহেঁ এক বচনে ॥
এহার পাণী খায়িতেঁ সব জনে।
এ কারণে কৈলোঁ কা[১৩২।২]লী দমনে ॥ ৩ ॥
পাইআঁ আনুমতী সম্ভার থানে।
দহে ঘাট কৈল কাহ্ন তখনে ॥
কৃষ্ণ লআঁ সঙ্গে চলিলা ঘর।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীবর ॥ ৪ ॥

ইতি যমুনা[খণ্ডা]ন্তর্গত কালিয়দমনখণ্ডঃ সমাপ্তঃ ॥

[অথ যমুনাখণ্ডঃ]

পাহাড়ীআরাগঃ ॥ ক্রীড়া ॥

রাধিকালাভলোভেন ভেজে স যমুনাতটং।
সা চ রাধাপি সঞ্চিন্ত্য সখীরন্বপরা যযৌ ॥

যাই যমুনার পাণিকে আইস
সখি মোর সঙ্গে।
যমুনা জলে কুম্ভ ভরিআঁ
আসিব এ বড় রঙ্গে ॥
হেন বুলী রাধা কলসী লআঁ
জাএ গজগড়ি[2] ছান্দে।
আলকেঁ শোভে [illegible] তাহার
যেহেন কলঙ্ক চান্দে ॥ ১ ॥
আল।
পাইল রাধা কালীদহ কুল
লইআঁ সখি সমাজে।
ঘাটত ভেটিল নান্দের পো
কাজ না বুঝিল লাজে ॥ ধ্রু ॥
হাসিতেঁ খেলিতেঁ গোপ নারীগণ
লাগিলা যমুনাতীরে।
কাহ্নাঞিঁর মুখ কমল দেখিআঁ
কেহো না ভরিল নীরে ॥
কেহো না পারিল করেঁ ধরিতেঁ
খসিল [১৩৩।১] দেহ বসনে।
ওহার এহার মুখ চাহে সব
কাহ্নো থির নহে মনে ॥ ২ ॥

---

১ পুথিতে শৌরীরাগঃ'।
২ গজগড়ি,' গজ' শব্দ তোলাপাঠে।

তখন নয়ন নিমেষ না কৈল
দেখি প্রিয় বনমালী।
সকল গোআল যুবতী রহিলা
যেহ্ন কনক পুতলী॥
এখো পাঅ কেহো চলিতেঁ নারে
বুলিতেঁ নারে বচনে।
কাহ্নাঞিঁ নাম পৃথিবীর চান্দ
তাহাত লাগিল মনে॥ ৩॥
আনেক যতন করিআঁ রাধা
গেলি কাহ্নের সংমুখে।
বুইল কাহ্নাঞিঁরে খাণিএক ঘুচ
সখি পাণি নেউ সুখে॥
পরিহাস রসেঁ দেব দামোদর
যেহ্ন নাহিঁ পরিচএ।
তেহ্নমতেঁ বুয়িল রাধাক উত্তর
বড়ু চণ্ডীদাস গাএ॥ ৪॥

কোড়ারাগঃ॥ ক্রীড়া॥ লগনী॥ দণ্ডকঃ॥

কাহার বহু তোঁ:কাহার রাণী।
কেহ্নে যমুনাত তোলসি পাণী॥ ১॥
বড়ার বহু মো বড়ার ঝী।
আহ্মে পাণি তুলী তোহ্মাত কী॥ ২॥
কাখের কলস নাম্বাঅ তোহ্মে।
কথা চারি পাঁচ কহিব আহ্মে॥ ৩॥
যার কান্ধ বসে দোষর মাথা।
সেসি আহ্মা সমে কহিবে কথা॥ [১৩৩।২]৪॥
তাম্বুলে নেহ আইহনের রাণী।
তোর বচনে জীএ চক্রপাণী॥ ৫॥
তাম্বুল দিআঁ মোরে বোলসী।
খুদ বড়সিএঁ রুহী বান্ধসী॥ ৬॥
এহা যমুনাত মো আধিকারী।
আহ্মার বচন সুণ সুন্দরী॥ ৭
তোর মোর আর বচন নাহীঁ।
বুঝিল তোহ্মার মতী কাহ্নাঞিঁ॥ ৮॥
সুদ্ধ সুবন্নের মোর কিঙ্কিনী।
এহা নেহ মোর ধরহ বাণী॥ ৯॥
গোআলিনী আহ্মে নহোঁ নাচুনী।
মোর কাজ নাহিঁ তোর কিঙ্কিনী॥ ১০॥
হের ষোল হাথ মোর পাটোল।
এহা নেহ মোর ধরহ বোল॥ ১১॥
সুদ্ধ সুবন্নের মোহোর বাঁশী।
এহা নেহ রাধা পাসত বসী॥ ১২॥
তোর বাঁশী মোএঁ ঘসি না ঘাটোঁ[১]।
তাক হাথে করী দুধ না আউটোঁ॥ ১৩॥
তোর পাটোলের সুণ কথা।
সে মোহোর ঘৃতভাণ্ডের নাথা॥ ১৪॥
মাথার মুকুট জলেঁ রতনে।
এহা নেহ রাধা রাখহ সমানে॥ ১৫॥
বাহিরেঁ ভিতরেঁ তোঁ্ম কাহ্ন কাল।
মুকুট ধুয়িআঁ আহ্নকিতেঁ ভাল॥ ১৬॥
ডালিম সদৃশ [১৩৪।১] তন তোহ্মারে।
তাহাত মজিল মন আহ্মারে॥ ১৭॥
মাহাকাল ফল আহ্মার তনে।
দেখিতেঁ ভাল ভখিতেঁ মরণে॥ ১৮॥
রাধার নিঠুর সুণিআঁ বাণী।
মনত ভয় পাইল চক্রপাণী॥ ১৯॥
রস রাখে রাধা না দিল আশে।
বাসলী বন্দী গায়িল চণ্ডীদাসে॥ ২০॥

দেশবরাড়ীরাগঃ॥ লঘুশেখরঃ॥

বাহু তুলিলেঁ কেশ বন্ধন ছলে।
ঘন ঘন বিকাশিলেঁ বদন কমলে॥
আঙ্গভঙ্গ কৈলেঁ কেহ্নে মোর বিদ্যমানে।
এবেঁ আলিঙ্গন দিআঁ রাখহ পরাণে॥ ১॥

---

১ ঘাটোঁ; আউটোঁ' লেখা ও আউটোঁ'র আউ' কাটা এবং তৎস্থলে তোলাপাঠে ঘা' করা।

কিসকে ঘুচায়িলেঁ রাধা নেতের আঞ্চল।
দেখায়িলেঁ কুচভার করায়িলেঁ বিকল ॥ ধ্রু ॥
যমুনার তীরে রাধা কদমের তলে।
তরল করিলেঁ কেহ্নে নয়নযুগলে ॥
আধ মুখ ঢাকিলেঁ সরুঅ বসনে।
তেকারণে রাধা ধরিতেঁ নারোঁ মনে ॥ ২ ॥
যমুনা নদীর রাধা তুলিতেঁ পাণী।
কেহ্নে ধীরেঁ ধীরেঁ বুইলেঁ মধুরসবাণী ॥
তোহ্মার কারণে রা[১৩৪।২]ধা রাখোঁ মো গোকুল।
তোহ্মে জাণ কাজের আহ্মার আদিমূল ॥ ৩ ॥
বাতল হয়িলোঁ মো তোহ্মার দোষে।
তোরে করিতেঁ জুআএ মোর পরিতোষে ॥
যমুনার তীরে থাকোঁ তোর পতিআশে।
বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

রামগিরীরাগঃ ॥ রূপকং ॥

আউলাইল কুন্তল মোর সত্বর গমনে।
করযুগ তুলী তার করিলোঁ বন্ধনে ॥
শ্রমের কারণে হাস্তী হৈল ঘন ঘনে।
গাঅ মোড়িএ কাহ্নাঞিঁ আলস্য কারণে ॥ ১ ॥
তোহ্মা দেখি যদি মোর বিচলিল মনে।
তবেঁ মোরে জীতেঁ না জুআএ এখনে ॥ ধ্রু ॥
পবনে চলিল মোর হৃদয়বসনে।
দৈবযোগেঁ তাত মোর পড়িল নয়নে ॥
লাজ ভএঁ ভৈল মোর তরল নয়নে।
সত্বরেঁ ঢাকিলোঁ মুখ দেহের বসনে ॥ ২ ॥
যমুনা নদীর আহ্মে তুলিল পাণী।
এহো দোষ নহে যেন বুঝিলোঁ খর বাণী ॥
জীবার আন্তরে কাহ্নাঞিঁ রাখহ গোকুল।
পাপ পাম[১৩৫।১]র তোর জাণোঁ আদিমূল ॥ ৩ ॥
আপদ পাএ যাক না চিহ্নে আপণা।
এহা জাণী তেজ কাহ্নাঞিঁ নাগরপণা ॥
পাগল হৈলা কাহ্নাঞিঁ নিজ মতিমোষে।
বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

পাহাড়ীআরাগঃ ॥ ক্রীড়া ॥

নিশম্য পরুষাং বাচং রাধায়া মধুসূদনঃ।
বিধুরোঽভিদধৌ বৃদ্ধাং মাধুরীমদিদং বচঃ ॥

রাধা সমে নেহা ভৈল তোহ্মার বিদিত।
তবেঁ কেহ্নে রাধা বোলে মোরে বিপরীত ॥
মোএঁ নাহিঁ করোঁ তার ঠাঁয়ি কিছু দোষে।
না জাণো নিঠুর রাধা বোলে কোণ রোষে ॥ ১ ॥
আহা।
বোলহ রাধারে মোর পরাণ বড়ায়ি।
সরস বচন দিআঁ জিআঅ কাহ্নাঞিঁ[১] ॥ ধ্রু ॥
মনত গুণিলোঁ বড়ায়ি মোর বড় ভাগ।
সব গোপী মেলি কৈল মোতে আনুরাগ ॥
হেনই সম্ভেদে রাধা হআঁ সব আগে।
বিলসঁ বুইল রাধা আহ্মার ভাগে ॥ ২ ॥
কান পাতিআঁ মোর সুণ এক বাণী।
[১৩৫।২] আপণার সুখেঁ নেউ যমুনার পাণী।
আছু আন কাম তাক না করোঁ যতনে।
দুলভ হয়িল তার সরস বচনে ॥ ৩ ॥
আপণেই জাণ বড়ায়ি আহ্মার হৃদয়ে।
রাধিকার নাম সুণী যেহেন ঝুরএ ॥
যমুনার তীরে থাকোঁ তোর পতিআশে।
বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

গুজ্জরীরাগঃ ॥ যতিঃ ॥

কৃষ্ণস্য বচনং শ্রুত্বা বৃদ্ধা বচনপণ্ডিতা।
রাধামভিদধে বৃত্তং স্মারয়ন্তী পুরাভবং ॥

কভোঁ না কইল কাহ্নাঞিঁ তোর কিছু দোষে।
আকারণে কেহ্নে রাধা কৈলেঁ তারে রোষে ॥

---

১ চক্রপাণী' কাটিয়া তোলাপাঠে কাহ্নাঞি" করা।

তোত লাগি কোণ কাম না করিল কাহ্নে।
এবেঁ রাধা কেহ্নে কর তার আপমাণে ॥ ১ ॥
আহ্মার বচন শুন রাধা চন্দ্রাবলী।
সরস বচন দিআঁ তোষ বনমালী ॥ ধ্রু ॥
কোহ্নো গোপী না বুইল তারে খর বাণী।
তোহ্মে কেহ্নে তাহাত হয়িলা আগুআনী ॥
তেকারণে আসুখিল হৈল চক্রপাণী [১৩৬।১]।
আনেক বুইল মোরে আভিমানবাণী ॥ ২ ॥
জাণিলোঁ রাধা তোত কিছু নাহিঁ বুধী।
হেনই মিলন হাথে কনক নিধী ॥
যে বচন বোলে কাহ্ন তাত পাত কান।
এতেকেই মণে পরিতোষ পাএ কাহ্ন ॥ ৩ ॥
আহ্মার বচনে রাধা না করিহ হেলা।
যৌবনসাগরে তোর কাহ্নাঞিঁ ভেলা ॥
না পরিহর রাধা কাহ্নের বচন।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণ ॥ ৪ ॥

ধানুষীরাগঃ ॥ একতালী ॥

আল বড়ায়ি।
গোপী মেলী যমুনার তীরে।
আইলাহোঁ নিবারেঁ এহা নীরে ॥ ল ॥
প্রথম তেঁ করিল বিরোধা।
হেন না জাণিল বোলে বাধা ॥ ১ ॥
নাহিঁ চিহ্ন তোহ্মে চক্রপাণী।
তেঁসি মোরে বোল হেন বাণী ॥ ধ্রু ॥
কাজ পড়িলেঁ দুষ্ট কাহ্নে।
ইষ্ট মিত্র কাহো[১] নাহিঁ চিহ্নে ॥
হেন দুরুজন সে কাহ্নাঞিঁ।
মামী মাউসী তার ঠায়ি নাহীঁ ॥ ২ ॥
নাহিঁ বারে লোক সমাজে।
নাহিঁ তা[১৩৬।২]র দুয়ি চৌখে লাজে ॥
যেহ্ন তেহ্ন লএ নিজ কাজে।
হেন সে আজল দেবরাজে ॥ ৩ ॥
বড় দুষ্টমতী সে জে কাহ্ন।
আহ্মা ছাড়ী নাহিঁ জাণে আন ॥
তাহাক না দিহ রস আশে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

মালবরাগঃ ॥ রূপকং ॥

রাধাবচনমাচম্য জরত্যা প্রতিপাদিতং।
জগাদ কাতরঃ কৃষ্ণঃ সতৃষ্ণো রাধিকামিদং ॥

রাধা ল।
তোর মোর সুদৃঢ় নেহা ল।
ভৈল একই পরাণ এক[১] দেহা ॥
ল রাধা।
কিছু নাহিঁ করোঁ আপরাধা।
তভোঁ কোপ তোর এ বড় ধান্ধা ॥ ১ ॥
না বোল না বোল রুখ বাণী।
তোর যৌবনের বস চক্রপাণী ॥ ধ্রু ॥
আহ্মে তোর প্রিয় বনমালী।
তারে না বুঝিলেঁ চন্দ্রাবলী ॥
সুণ সুণ রাধা চন্দ্রাবলী।
এবেঁ মোর দৈব বড় বলী ॥ ২ ॥
যে কারণে যমুনার জলে।
সুদ্ধ কৈল তাক জাণহ সকলে ॥
বুঝ ভাবী আপণ আন্তরে।
আজি কর এহা জল সফলে ॥ ৩ ॥
[১৩৭।১] আধিকার জাণায়িলোঁ রাধা।
তোকে মরমেঁ না কৈলোঁ বিরোধা ॥
কান পাত করলোঁ মো উত্তরে।
গাইল চণ্ডীদাস বাসলীবরে ॥ ৪ ॥

---

[১] পুথিতে কেহো'।

[১] পুথিতে একই'।

দেশাগরাগঃ ॥ ক্রীড়া ॥ প্রকীর্ণক ॥ লগনী ॥

তোহ্মার বোলে কেহো কাহ্নাঞিঁ
না বহিব পাণী।
উচিত নিফল হৈব তোর জল
ভাবি বুঝ চক্রপাণী ॥ ১ ॥
তোহ্মে পাণি নেহ সুন্দরি রাধা
যত পড়িহাসে মণে।
কমণ গুণে এহা পাণি নিব
সকল যুবতীগণে ॥ ২ ॥
আহ্মে পাণি নিব মোর সকল সখিজন
জাইব শুন কলসে।
এহাক দেখিআঁ সকল লোকেঁ
মোক করিব উপহাসে ॥ ৩ ॥
লোকে উপহাস করিব তোহ্মাক
তাক আহ্মে ভালেঁ জাণী।
বিণি যাচিলেঁ কাহাকো না দিব
এনা এক ফুট পাণী ॥ ৪ ॥
আহ্মে সখি সব বহুত কাহ্নাঞিঁ
এক তোহ্মে এহা তীরে।
মাগু কিলেঁ তোহ্মা কিলায়িআঁ কাহ্নাঞিঁ
নীব যমুনার নীরে ॥ ৫ ॥
তোর সখিগণ সুন্দরি রাধা
কিছু করিতেঁ না পারে।
এ [১৩৭।২] তোর যৌবন উন্নত রাধা
মারিতেঁ পারে আহ্মারে ॥ ৬ ॥
অবোল না বোল সুন্দর কাহ্নাঞিঁ
হের ধরেঁ। চরণে।
আবাল গোপাল না কর জঞ্জাল
পাণি নেউ সখিগণে ॥ ৭ ॥
নাগরী রাধা —— কাঁন পাতিআঁ
সুণিআঁ এক বচনে।
সব সখিগণে পাণী ভরায়িআঁ
নগর যাহা আপণে ॥ ৮ ॥
পাণি ভরায়িআঁ ঘাটত উঠিআঁ
নিচল পাতিআঁ কানে।
সরূপে সুন্দর দেব দামোদর
সুণিব তোর বচনে ॥ ৯ ॥
এ বোল সুণিআঁ সুন্দর কাহ্নাঞিঁ
আতি হরষিত মতী।
করিল সকল গোপ যুবতীক
জল নিতেঁ আনুমতী ॥ ১০ ॥
পাণি তুলিআঁ কাহ্নের পাশে
রাধা পাতিল কানে।
কিছু বা কহিল সুন্দর কাহ্নাঞিঁ
কপোলে কৈল চুম্বনে ॥ ১১ ॥
তখন রাধা রোষ করিআঁ
সত্বর গমনে জাএ।
বাসলী চরণ শিরে বন্দিআঁ
বড়ু চণ্ডীদাস গাএ ॥ ১২ ॥

দেশবরাড়ীরাগঃ ॥ লঘুশেখরঃ ॥

কাছের কলসিএঁ রাধা তুলিলেঁ পাণী।
মধু রসময় তোর বো[১৩৮।১]ল খাণী খাণী ॥
হৃদয়ে কাঞ্চুলী শোভে কানতে[১] কুণ্ডলে।
আদিত্য জিণিআঁ উয়িল কিরণ মণ্ডলে ॥ ১ ॥
ধীরেঁ যাহা[২] গোআলিনী সুণ মোর বোল।
রহিআঁ রহিআঁ দেহ বিরহের কোল ॥ ধ্রু ॥
আহ্মা লয়িআঁ রাধা পাণি লয়িআঁ যাসি।
রোষে মন দিআঁ কেহ্নে মোরে না তরাসী ॥
কমণ কারণে রাধা না কাঢ়সি রাএ।
বিরহ আনলে মোর বিদগধ গাএ ॥ ২ ॥
রোষ পরিহর রাধা মোর বোল সুন।
রোষে বিনাসে দেহে এ সকল গুন ॥

---

১ পুথিতে কানড়ে'।
২ পুথিতে 'ধীরেঁ ধীরেঁ যাহা', যাহা'র হা' তোলা পাঠ।

আধিকার কৈল আহ্মে যমুনার ঘাটে।
কলসি ভাঁগিবোঁ বোল না ধরিলেঁ বাটে ॥ ৩ ॥
পুরুব আপর কথা রাধা মণে গুন।
এভোঁহো সুন্দরি রাধা মোর বোল সুন ॥
এ বোলেঁ উলটি রাধা চাহিল নয়নে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণে ॥ ৪ ॥

দেশাগরাগঃ ॥ লঘুশেখরঃ ॥

ভাল মন্দ কত লোক পথ মাঝে যাএ।
তাহাক বারিঞাঁ বোল বুলিতেঁ জু[১৩৮।২]আএ ॥
যেহ্ন তোহ্মে গোপ কথা করহ বিকাশ।
বুঝিল তোহ্মার কাজে নাহিঁ কিছু ভাষ ॥ ১ ॥
পথত বারহ মন নান্দের নন্দন।
কি কারণে ঝগড় করহ[১] সব খন ॥ ধ্রু ॥
দুর্জ্জন সাসুড়ী মোর ঘরতে আছএ।
অবোল বুলিতেঁ তাক নাহিঁ কিছু ভএ ॥
পুরুবেঁ যে কৈল তত জাণিঞাঁ আপুণী।
ঘাটে বাটে হেন কেহ্নে বোল চক্রপাণী ॥ ২ ॥
এখনে তেজহ কাহ্নাঞিঁ আরতী বচন।
তোহ্মে কি না জানহ মন্দ[২] ভাল সখিগণ ॥
কেহো যবেঁ বেকত করিহে এহা কাজ।
আহ্মার থাঁথার তবেঁ তোহ্মে পাইবেঁ লাজ ॥ ৩ ॥
বোলাবুলি রাধিকা পাইল নিজ ঘর।
ভয় মানী কাহ্নাঞিঁ তেজিল সে উত্তর ॥
আপণ আপণ ঘর গেলা সখিগণ।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণ ॥ ৪ ॥

বেলাবলী[৩]রাগঃ ॥ রূপকং ॥

রাধিকাবাচমাচম্য চতুরো মধুসূদনঃ।
জগাদ জরতীং গত্বা করুণং রভসাদিদং ॥

কালীদহে দি[১৩৯।১]ল আহ্মে ঝাঁপে ল।
আল হের বড়ায়ি।
জিলোঁ মোঞঁ গোকুল ভাগে[১] ল ॥
আর কৈলোঁ নানা যতনে।
আল হের বড়ায়ি।
তভোঁ না থাকিলোঁ তার মণে ॥ ১ ॥
হরি হরি।
এত কৈল[২] রাধার কারণে ল।
আল হের বড়ায়ি।
তভোঁ তোষ নাহিঁ তার মণে ল ॥ ধ্রু ॥
সব সখি মেলী গোআলিনী।
লঞাঁ গেলা যমুনার পাণী ॥
না দিঁলেক সরস বচনে।
তেকারণে পোড়ে মোর মণে ॥ ২ ॥
কিবা আছে রাধিকার মণে।
তাহাকেহো জাণহ আপণে ॥
আহ্মেত না কৈল কিছু দোষে।
মিছা রাধা কেহ্নে কৈল রোষে ॥ ৩ ॥
বোলহ রাধারে মোর বাণী।
সুখেঁ নেউ যমুনার পাণী ॥
সে পাণী[৩] সোধিলোঁ তার আশে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

গুজ্জরীরাগঃ ॥ যতিঃ ॥

নিপীয় বচনং সাধু জরতী মধুবিদ্বিষঃ।
রাধিকামধিকামর্ধারাধি[১৩৯।২]কামাহ ভারতীং ॥

এত কাল রাধা তোর গেল শিশুভাবে।
তেঁসি না জাণিলি নিজ আপণ লাভে ॥
এবেঁ তোহ্মে আসি ভৈলা এ ভর যুবতী।
তভোঁ কি কারণে তোঞঁ করসি বিমতী ॥ ১ ॥
সাগর রস নাগর সুন্দর কাহ্নাঞিঁ।
তোর ভাগেঁ কাকুতী করএ তোর ঠায়ি ॥ ধ্রু ॥

১ 'করহ'র হ' তোলাপাঠে। ২ মন্দ' তোলাপাঠে।
৩ পুথিতে বেণাবলী'।

১ পুথিতে আগে'। ২ পুথিতে কালে'।
৩ পাণী'র পর তোষি' লেখা ও কাটা।

সুন্দর যুবক সমে যে হএ শৃঙ্গার।
সকল সংসার মাঝে সেই সুখ সার ॥
এহা বুঝী কাহ্নু তোরে মানায়িলোঁ যতনে।
কোন অবুধির বোলেঁ করসি বিমনে ॥ ২ ॥
কভোঁ না বুলিব আহ্মে তোর অনুচীত।
যেহো সখি দেখ তোর কেহো নহে হীত ॥
আপণ কাজক লাগি সবই বিকলী।
সহ্মেঞি চাহেন্ত তোক রোষু বনমালী ॥ ৩ ॥
আহ্মার বচন রাধা পরিভাব মণে।
যমুনাক যাইউ রাধা লয়িআঁ সখিগণে ॥
তথাঁ গিআঁ তোষ কাহ্নাঞি সরস বচনে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণে[১৪০।১] ॥ ৪ ॥

জরতীবচসা রাধাং চলিতাং যমুনামনু।
জগাদ চতুরঃ কৃষ্ণঃ সমাশ্বাসপুরঃসরং ॥

রামগিরীরাগঃ ॥ প্রকীর্ণক ॥ চিত্রকং ॥ লগনী ॥
একতালী ॥ দণ্ডকঃ ॥

হরিষেঁ আইলা রাধা তোহ্মে এহা তীরে।
আজি সফল হৈব যমুনার নীরে ॥ ১ ॥
উপস্থিত হৈল হের গিরীশ সমএ।
শীতল গম্ভীর জলে রহিতেঁ সুখাএ ॥ ২ ॥
পুরুবেঁ আছিল এহো দহে নাগগণে।
এহাত নাহিতেঁ ভয় লাগে তেকারণে ॥ ৩ ॥
নাহিবারেঁ সখিগণ চাহে এহা জলে।
তবেঁ নাহিঁ নাহে ডরে[১] পাণী লআঁ চলে ॥ ৪ ॥
কালীনাগ পাঠায়িল সাগরের পার।
এবেঁ মিছা ডর কর জলে[২] যমুনার ॥ ৫ ॥
আহ্মার বচন সুন্দরী রাধা ধর।
আহ্মে আগেঁ লাম্বী তবেঁ জলের ভিতর ॥ ৬ ॥
কুবুধি তেজিআঁ যবেঁ ণাম্ব এহা জলে।
তবেঁ আহ্মে ণাম্বি লআঁ এ সখি সকলে ॥ ৭ ॥

জলত[১৪০।২]ণাম্বিল কাহ্নাঞি দেখে সখিগণে।
উনমত নহিহ মোর বিরহ বচনে ॥ ৮ ॥
আনুমতি দিআঁ কাহ্নাঞি ণাম্বায়িল জলে।
পাছত করিআঁ রাধা আর গোপীকুলে ॥ ৯ ॥
জলকেলি[১] করে কাহ্নাঞি আপণার সুখে।
মনমথ ভাবেঁ দেখে সব গোপী মুখে ॥ ১০ ॥
কাহ্নাঞিক দেখি রাধা উল্লসিত মনে।
আর তাক দেখি থীর নহে গোপীগণে ॥ ১১ ॥
সহ্মার জলকেলিত লাগিল মনে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণে ॥ ১২ ॥

কোড়ারাগঃ ॥ ক্রীড়া ॥

জলে ডুবিল জনার্দ্দনে।
আল
রাধার ছুয়িল জঘনে।
চমকিলী রাধা উঠিআঁ দেখিল কাহ্নে ॥ এ ॥
ঘন চালিআঁ বসনে।
আল
রাধিকা আড় নয়নে।
চাহিআঁ কাহ্নের মণে চিআইল মদনে ॥ ১ ॥
আল
পুরী চির মনোরথে।
জলকেলি কৈল কালীদহে জগন্নাথে ॥ ধ্রু ॥
কাহারো[১৪১।১]ধরিআঁ পাএ।
দূর জল লআঁ জাএ।
ডরেঁ সে গোআলিনী কাহ্নাঞি কাহ্নাঞি বোলএ।
ডুবিআঁ কাহারো তনে।
গুপতেঁ ধরিল কাহ্নে।
ভাবেঁ সে নিচলে গোপী থাকিলী তখনে ॥ ২ ॥
কাহারো নিতম্বে হাথে।
রসে দিল জগন্নাথে।
উলটি কৃষ্ণের সেহো ধরিলেক হাথে ॥

১ ডরে' তোলা পাঠে। ২ জলে' তোলাপাঠে।

১ পুথিতে জলকেরি'।

কাহ্নাঞিঁ হাথ খসাইআঁ।
ডুবেঁ[1] পদ্মবন গিআঁ।
গোপী ভাণ্ডী চির রহিলা মুখ তুলিআঁ॥ ৩॥
উঠী বুইল বচনে।
ধরী বড়ায়ির চরণে।
রাধা চন্দ্রাবলী লআঁ সব গোপীগণে॥
জলে রহি নিরাসে।
দেখি মণে মণে হাসে।
গাইল বাসলী বন্দিআঁ বড়ু চণ্ডীদাসে॥ ৪॥

ভাঠিয়ালীরাগঃ॥ রূপকং॥

জলত ণাম্বিল কাহ্নাঞিঁ মোর পরতেখ।
এখনে কেমনে বড়ায়ি হয়িল আদেখ॥
আকাশে উঠিল কিবা পসিল পাতালে।
কিবা মরি গেল কাহ্নাঞিঁ যমুনার জলে॥ ১॥
বোলহ পরাণ বড়ায়ি [১৪১।২] সরূপেঁ আহ্মারে।
কমণ উপাএ পায়িব দেব দামোদরে॥ ধ্রু॥
ষোল সহস্র গোপী একলা[2] দামোদরে।
ডুবিআঁ মাইলেন্ত কাহ্নাঞিঁ[3] জলের ভিতরে॥
হেন বুলি[ব] সব লোকেঁ[4] দুসহ উত্তরে।
তাহাক শুণিতেঁ ভৈল দগধ আন্তরে॥ ২॥
সব গোপী মিলি চাহিআঁ বনমালী।
কথাঁহো না পাইলোঁ তাক ভয়িলোঁ স বিকলী॥
সরূপেঁ লক্ষিএ বড়ায়ি কাহ্নের মরণ।
এতেকেঁ হারায়িল বুধী সব গোপীগণ॥ ৩॥
জীয়ন্ত থাকিত যবেঁ নান্দের নন্দনে।
এত খনে আবসই হৈত দরসনে॥
আপণেঞিঁ করহ সে বুধি পরকারে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীবরে॥ ৪॥

ধানুষীরাগঃ॥ একতালী॥

আল রাধা
তোর মুখে শুণী হেন বাণী।
এহা জলে মৈল চক্রপাণী॥ ল॥
আল রাধা
বড় দুখ উপজিল মনে।
শরীরত হরিলোঁ চেতনে॥ ১॥
আল রাধা
যাবত কেহো নাহিঁ সুনে।
তাবত করি ঘর গমনে॥ ধ্রু॥
সখিসব নিষধ য[১৪২।১]তনে।
কেহো তার না কহিএ মরণে॥
এ বারতা যবেঁ বাহিরাএ।
সভার পরাণ তবেঁ জাএ॥ ২॥
একইতি মাএর ছাওআল।
সুন্দর বাল গোপাল॥
তোত লাগি যমুনাত মৈল।
এবেঁ তোর মণে সুখ ভৈল॥ ৩॥
কালী সঙ্গে হয়িআঁ এক ঠায়ি।
ভালমতেঁ চাহিব কাহ্নাঞিঁ॥
তবেঁ তার পায়িব উদ্দেশে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে॥ ৪॥

মল্লাররাগঃ॥ রূপকং॥

সখী সখীবৃতা রাধা বৃন্দাবচনসংযতা।
জগামাগারমাগারং বহন্তী মানসং শুচঃ॥

রাধা ঘর গেলি দেখিআঁ কাহ্নে।
জলত হৈতেঁ উঠিল তখনে॥
গুপতেঁ রহিলা সেঁ বৃন্দাবনে।
কেহো না জাণিল দৈব ঘটনে॥ ১॥
নাগর কাহ্নাঞিঁ কইল কপটে।
রস ভুঞ্জিবারেঁ যমুনা তটে॥ ধ্রু॥

১ পুথিতে ডুপেঁ'।
২ একলা', কলা' তোলাপাঠে।
৩ কাহ্নাঞিঁ' তোলাপাঠে।
৪ 'হেন বুলি[ব] সব লোকেঁ', বুলিবে', ব'র একার কাটা ও তৎস্থলে তোলাপাঠে স'।

যবেঁ গেল রাতী এক পহর।
তবেঁ সে কাহ্নাঞিঁ গেল নিজ ঘর ॥
রাধার রূপ সোঁঅরী গোবিন্দে।
সকল রজনী না গেল নিন্দে ॥ ২ ॥
তাম্বাচুড়া রা[১৪২।২]এ হৈল বিহাণ।
যমুনা তীরেঁ চলিলা কাহ্ন ॥
কদম্ব গাছে চড়ী বনমালী।
রহিলা রাধার পন্থ নেহালী ॥ ৩ ॥
মনে মনমথ সর[১] আরতী।
রসিক কাহ্নাঞিঁ কইল যুগতী ॥
রাধার করিবোঁ পাঞ্চ সঙ্গতী।
গাইল চণ্ডীদাস বাসলীগতী ॥ ৪ ॥

রামগিরীরাগঃ ॥ একতালী ॥ দণ্ডকং ॥

অধিরজনিবিরামং রামরম্ভারিপূরু-
ররমভজত রাধা মাধবান্বেষণায়।
অতনুমতনুবাণব্যূহদাহং বহন্তী
তটমনু যমুনায়াঃ স্তূয়মানা সখীভিঃ ॥

বড়ায়ির বচন ধরিআঁ রাধা মনে।
ডাক দিআঁ সখিগণ আণায়িল তখনে ॥ ১ ॥
কাখেত কলসী করি বড়ায়ি তুলে।
চলী ভৈলী চন্দ্রাবলী যমুনার কূলে ॥ ২ ॥
নাহিবার কাল নহে বড়ায়ি বিহাণে।
তেঁ না নিল কেহো গোপী দুঅজ বসনে ॥ ৩ ॥
চারী ভীত চাহি রাধা বুইল বচনে।
কুলত কাপড় থুয়িআঁ জলে চাহি কাহ্নে ॥ ৪ ॥
সব সখি বুইল রাধা ভাল বুয়িলেঁ কাজ।
[১৪৩।১]কেহোত পুরুষ নাহিঁ এথাঁ কিসে লাজ ॥ ৫ ॥
হেন পরিভাবি রাধা লয়িআঁ গোপীকুলে।
বসন তেজি নাম্বিলী যমুনার জলে ॥ ৬ ॥
রাধিকা চাহিল কাহ্ন আলোড়িআঁ জলে।
তাক না পাইআঁ ভৈলী হৃদয়ে বিকলে ॥ ৭ ॥

সব সখি সম্বোধিআঁ রাধা বুইল বাণী।
আহ্মাক মারিআঁ কথাঁ গেলা চক্রপাণী ॥ ৮ ॥
সখিসব মিলী রাধা বড়ায়ির পাএ।
বুইল কাহ্ন পায়িব বড়ায়ি কমণ উপাএ ॥ ৯ ॥
তরু হৈতেঁ তখনে নাম্বিলা দামোদর।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীবর ॥ ১০ ॥

পাহাড়ীআরাগঃ ॥ ক্রীড়া ॥

আহা।
গোপীর বসন হার লয়িআঁ দামোদর।
উঠিলা গিআঁ কদম্ব তরুর উপর ॥
তথাঁ থাকী ডাক দিআঁ বুইল বনমালী।
কি চাহি বিকল হঅ সকল গোআলী ॥ ১ ॥
নিকট আইস মোর সব গোপীগণে।
আজি কথা সুণ মোর মরণ জীবনে ॥ ধ্রু ॥
দেখি হরষে তা স[১৪৩।২]ব গোপ যুবতী।
গাছের উপরে কাহ্নাঞিঁ উল্লসিত মতী ॥
হরিআঁ গোপীর হার আঅর বসনে।
হাসো হাসে খলি খলি কাহ্নাঞিঁ গরুঅ মনে ॥ ২ ॥
কুলে পরিধান নাহিঁ দেখি গোপনারী।
হৃদএঁ জাণিল তবেঁ নিলেক মুরারী ॥
তবেঁ বড় গল করী বুইল জগন্নাথে।
তোহ্মার বসন হের আহ্মার হাথে ॥ ৩ ॥
যাবত না উঠিবেঁহে জলের ভিতর।
তাবত বসন নাহিঁ দিব দামোদর ॥
এহা জাণী তড়াত উঠিআঁ নেহ বাস।
বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাস ॥ ৪ ॥

রামগিরীরাগঃ ॥ রূপকং ॥

অথ রাধা হরিং বীক্ষ্য তরোঃ শিখরগোচরং।
বলনীতপরিধানভূষণং স্ত্রীযূতাবদৎ ॥

জলেঁ চাহিবারেঁ তবেঁ নান্দের নন্দনে।
ঘাটত থুইল সঙ্কে হার বসনে।

[১] পুথিতে সব'।

সখিসব মেলিআঁ। ণাম্বিলান্ত জলে।
হার বসন কাহ্নাঞিঁ লআঁ। গেল বলে ॥ ১ ॥
আয়ি মোর লাজ নিলজ বনমালী।
জলে [১৪৪।১] বিবসিনী ডাক পাড়ে রে
গোআলী ॥ ল ॥ ধ্রু ॥
জলতে উঠিলী রাহী আধ করি তলে।
দক্ষিণ করেঁ ঢাকিআঁ। কুচযুগলে ॥
কাহ্নক বুইল তোর মুখেঁ নাহিঁ লাজ।
বড়ার বহুক করসি হেন কাজ ॥ ২ ॥
দূরত থাকিআঁ। বুইল জগন্নাথ।
তড়াত উঠিআঁ। রাধা কর যোড়হাথ ॥
তড়ে হাথ যোড় করী বুয়িল চন্দ্রাবলী।
হার বসন দেহ দেব বনমালী ॥ ৩ ॥
রাধার চরিত্র দেখি দেব দামোদর।
নেত বসন দিল রাধার উপর ॥
হার লুকায়িআঁ। রাধাক দিল বাস।
বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাস ॥ ৪ ॥

ধানুষীরাগঃ ॥ একতালী ॥

রাধায়া বাচমাচম্য নিরন্তররসান্তরঃ।
তামেবোপহসন্ কৃষ্ণো জগাদ জরতীমিদং ॥

আল বড়ায়ি
সাত পাঁচ সখিজন লআঁ।
জলেত ণাম্বিলী লাঙ্গট হআঁ। ॥ ল ॥

আল বড়ায়ি
নাহিঁ ম[া]ণে রাধা গুরুজনে।
হেন তিরী জিআএ আইহনে ॥ ল ॥ [১৪৪।২] ১ ॥

আল বড়ায়ি
কেহ্নে রাধা হেন কাম করে।
বিবসিনী ণাম্বএ নীরে ॥ ল ॥ ধ্রু ॥
ধরী তোহ্মে আহ্মার বচনে।
নিষধ রাধাক যতনে ॥
আর বার হেন না করিহে।
পুরুষের আখি নিবারিহে ॥ ২ ॥
দিল আহ্মে সহ্মারেঁ বসন।
তভোঁ কেহ্নে রাধিকা বিমন ॥
তাহাকেত নাহিঁ পরকারে।
না জাণো কি আর বোলে মোরে ॥ ৩ ॥
পুছ গিআঁ। রাধাক যতনে।
বাস পাআঁ। রহিলছে কেহ্নে ॥
আহ্মাক না এড়ে কিবা আশে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

[ইতি যমুনাখণ্ডঃ সমাপ্তঃ ॥]

অথ[১] যমুনা[খণ্ডা]ন্তর্গত হারখণ্ডঃ

কৃষ্ণস্য বচনং শ্রুত্বা জরত্যা প্রতিপাদিতং।
জগাদ জরতীমেবং রাধিকাধিমতী সতী ॥ •

মল্লাররাগঃ ॥ রূপকং ॥

যে বেলাএ পাটোল মোর নিলে গদাধরে।
তথিত উপর ছিল সাতেশরী হারে ॥ ল ॥
আনেক যতনে মোরে দিলে পাটোলে।
হরিলেক হার মোর বালগোপালে ॥ ল ॥ ১ ॥
বোল গিআঁ। আল বড়ায়ি মোর… …

(ইহার পর ১৪৫-১৫১ পাতা নাই)।

[১৫২।১]তেকারণে আয়িলোঁ। তোহ্মার থানে ॥ ৭ ॥

১ 'ইতি' কাটিয়া তোলা পাঠে 'অথ' করা।

বারেঁ বারেঁ কাহ্নু সে কাম করে ।
যে কামে হএ কুলের খাঁখারে ॥ ৮ ॥
আহ্মা বিগুতিল যেহেন কাহ্নে ।
তেহ্নু বিগুতিল এ সখিগণে ॥ ৯ ॥
আপণ এহা দেখ বিদ্যমানে ।
কাজ বুঝী এভোঁ বারহ কাহ্নে ॥ ১০ ॥
আহ্মারা মরিব শুণিলেঁ কাঁশে ।
তোহ্মার হয়িবে সকল নাশে ॥ ১১ ॥
সব কথা বুয়িলোঁ তোহ্মার পাএ ।
বাসলী শিরে বন্দী চণ্ডীদাস গাএ ॥ ১২ ॥

মল্লাররাগঃ ॥ যতিঃ ॥

রাধাবচনমাচম্য গাঢ়ং দরভয়াতুরা ।
যশোদা রোষকলুষং রহসি প্রাহ কেশবং ॥

গোকুল নগরমাঝেঁ বৰ্গোঁ চিরকাল ।
আহ্মা ভাল করী জাণে সকল গোআল ॥
ভাল পুত্র হৈলা তোহ্মে কুলের নন্দন ।
তোহ্মাত লাগিআঁ হয়িব আহ্মার মরণ ॥ ১ ॥
কুমতী তেজহ কাহ্নাঞিঁ বুয়িলোঁ তোহ্মারে ।
তোহ্মাত[১] লাগিআঁ কত সহি[১৫২।২]বোঁ সহ্মারে ॥ ধ্রু ॥
বারেঁ বারেঁ যে কাম নিষধিএ আহ্মে ।
নিষেধ না শুণী সেসি করহ তোহ্মে ॥
বাছা সব বুলে কাহ্নাঞিঁ নানা থানে থানে ।
তোহ্মেত বুলহ পুতা রাধার কারণে ॥ ২ ॥
সব গোপী লআঁ রাধা রাজাক গোচরী ।
সঙ্গে যবেঁ আসি মোক লই যাব ধরী ॥
তথাঁ কোণ বোলেঁ আহ্মে পায়িব নিস্তারে ।
এ যুগতী পুতা বোলহ আহ্মারে ॥ ৩ ॥
মাঅ বাপত বড় গুরুজন নাহীঁ ।
ঐকই অথরে মো বুয়িলোঁ তোর ঠাই ॥
আহ্মার বচনে পুতা নেবারত মনে ।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণে ॥ ৪ ॥

১ পুথিতে তোহ্মাত্তে'

বিভাষরাগঃ ॥ যতিঃ ॥

নিশম্য জননীবাচমচ্যুতশ্চ্যুতসম্পদং ।
রাধাদিবল্লবীদোষং স্তবেদয়দয়ং রুদন্ ॥

সুণ মায় যশোদাঅ তোহ্মারে বুঝাওঁ ।
ভাগে পুণী জিলাহোঁ এখুনী মরিতাহোঁ ॥
কেহো ধরে ঘোড়াচুলে কেহো ধরে হাথে ।
দধির পসার তু[১৫৩।১]লিআঁ দেঁতি মাথে ॥ ১ ॥
আঅর না জায়িব মা বাছা রাখিবারে ।
ষোল শত যুবতীএঁ আহ্মারে বল করে ॥ ল ॥ ধ্রু ॥
যমুনার তীরে গোপীজন লআঁ রঙ্গে ।
কেলি কৈল রাধা পর পুরুষের সঙ্গে ॥
বুলিতেঁ চাহিলোঁ আসী রাধার দোষে ।
আগেঁ আসী দোষে রাধা মোরে সেই রোষে ॥ ২ ॥
তোহ্মার তনয় আহ্মে নান্দের নন্দন ।
ধর্ম্ম ছাড়ী পাপত নাহিঁক মোর মন ॥
বেআকুলী হআঁ রাধা মদনবিকারে ।
দুই কান্ধ-ফুলায়িল[১] বহায়িআঁ দধিভারে ॥ ৩ ॥
গরু রাখিবাক বুলোঁ যমুনার কুলে ।
মামী মামী বুলিতেঁ আধিকেঁ বল করে ॥
সরূপেঁ কহিলোঁ মা তোহ্মার পাএ ।
বাসলী শিরে বন্দী চণ্ডীদাস গাএ ॥ ৪ ॥

দেশবরাড়ীরাগঃ ॥ রূপকং ॥

হেনয়ি সন্তেদে বুঢ়ী মেলিলী আসিআঁ ।
রাধা লআঁ গেলী ঘর প্রবোধ করিআঁ ॥
তরাসিলী[২] হআঁ বুইল আইহনে[১৫৩।২]র আগে ।
রাধা লআঁ আয়িলাহোঁ ঘর আজি বড় ভাগে ॥ ১ ॥
নানা পরকার করী সব জন ঠাই ।
রাধার গোপ্য রাখিল সুবুধী বড়ায়ি ॥ ধ্রু ॥
গরু নিবারিতেঁ নারে কাহ্নাঞিঁ ছাওয়াল ।
হিফিলেক রাধাক বলদ সিংহ[৩]টাল ॥

১ ফুলায়িল', য়িল' তোলা পাঠে। ২ পুথিতে তরাসিনী'।
৩ সিংহ', হ'র আকার কাটা।

তরাসে পড়িলী রাধা কাঁটীবনমাঝে।
খণ্ড খণ্ড দেহ দেখি ঘর না আইসে লাজে ॥ ২ ॥
আপণেই দেখ রাধার দেহগতী।
গাছে লাগি ছিণ্ডিল সকল গজমুতী ॥
তরাসেঁ নিরস ভৈল রাধার আধর।
পরাণ রাখিলোঁ দিআঁ শীতল জল ॥ ৩ ॥
তোহ্মার থানত আর কহিবোঁ মো কী।
তোহ্মার পুনে জিলী পদুমার ঝী ॥
সুণী আইহন পড়িলা বড়ায়ির চরণে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণে ॥ ৪ ॥

ইতি যমুনা[খণ্ডান্তর্গতহার]খণ্ডঃ সমাপ্তঃ ॥

অথ বাণখণ্ডঃ

দেশাগরাগঃ ॥ রূপকং ॥

বাধাকুচরিতং স্মৃত্বা প্রকুপ্য মধুসূদনঃ।
জগা[১৫৪।১]দ জরতীং তস্যাঃ করিষ্যন্নুচিতং ফলং ॥

গোচরিল রাধা মোর মাএর চরণে।
তেকারণে পায়িল আপমাণে ॥
বড়ায়ি ল।
আজি হৈতেঁ রাধিকাত নিবারিলোঁ মণে।
সরূপেঁ কহিলোঁ তোর থানে ॥ ১ ॥
বড়ায়ি ল।
আহ্মার করিল রাধা বড়য়ি খাঁখার।
আবসি করিবোঁ প্রতিকার ॥ ধ্রু ॥
আপণে করিব আহ্মে তেহেন উপাএ।
যেহ্ন রাধা পড়ে মোর পাএ ॥
মরমেঁ হাণিবোঁ তারে মনমথবাণে।
নিবেদিলোঁ তোহ্মার চরণে ॥ ২ ॥
সব লোকেঁ হাসে যেহ্ন দিআঁ করতালী।
তেহ্ন তাঁরে করায়িবোঁ বিকলী ॥
আহ্মার মনত জাগে আতি বড় রোষে।
তোহ্মে মোক নাহিঁ দিহ দোষে ॥ ৩ ॥
হেন মণে করে লওঁ রাধার পরাণে।
নাহিঁ করোঁ তোহ্মার কারণে ॥
আজি হৈতেঁ রাধিকাত নিবারিলোঁ আশে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

আহেররাগঃ ॥ একতালী ॥

আহ্মার বচন শু[১৫৪।২]ণ কাহ্নাঞিঁ গোআল।
গোআলিনী রাধা পাতে আশেষ জঞ্জাল ॥
হাণ পাঁচ বাণে তাক না করিহ দয়া।
গোআলিনী রাধার খণ্ডুক সব মায়া ॥ ১ ॥
শুণহ কাহ্নাঞিঁ তোহ্মে আহ্মার বচনে।
রাধাক হাণ ফুলের পাঁচ বাণে ॥ ধ্রু ॥
পুরুবেঁ রাধাক দিলোঁ মো তোহ্মার তাম্বুলে।
কোণো পরকারেঁ না শুণিল মোর বোলে ॥
কোন কাম না কৈলে[া] তোহ্মাত লাগিআঁ।
আপণা বোলায়িল সতী আহ্মাক মারিআঁ ॥ ২ ॥
বিলম্ব না কর কাহ্নু মোর বোল শুন।
ঝাঁট করী ফুলের ধনুত দেহ গুন ॥
স্তম্ভন মোহন আর দহন শোষনে।
উচ্চাটণ বাণে লক্ষ রাধার পরাণে ॥ ৩ ॥
ত্রিজগতনাথু তোহ্মে দেব বনমালী।
তোহ্মাকে না করে ভয় রাধা চন্দ্রাবলী ॥
উলটিআঁ সে যাচু তোহ্মাক যতনে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণে ॥ ৪ ॥

পাহাড়ীআরাগঃ ॥ ক্রীড়া[১] ॥

কৃষ্ণোঽনুমতিমাসাদ্য জরত্যা কৃতমণ্ডনঃ।
পঞ্চবাণশরৈশ্চক্রে[১৫৫।১]রাধিকামারণে মতিম্ ॥

ময়ূর পুছেঁ বান্ধিআঁ চূড়া
তাত কুসুমের মালা।
চন্দন তিলকেঁ শোভিত ললাট
যেহ্ন চাঁদ ষোলকলা ॥
কাজলেঁ উজল নয়নযুগল
খঞ্জনকে উপহাসে।
ঈষত হাসত ভুবন মোহন
যেহ্ন কমল বিকাসে ॥ ১ ॥
ফুলের ধনু হাথে করী কাহ্ন
গেলা বৃন্দাবন পাশে।
রাধার বচন আনলেঁ দগধ
মনত করিআঁ রোষে ॥ ধ্রু ॥
হিরাএঁ জড়িত রতন কুণ্ডল
মণ্ডিত গণ্ড যুগলে।
সিন্দুর লুলিত মুকুতা পাঁতী
সম দশন উজলে ॥
মনোহর হার কেয়ুর পহ্নী
আঙ্গদ যুগল হাথে।
রতন কঙ্কন আতি বিতপন
পহ্নীল জগতনাথে ॥ ২ ॥
সকল শরীর চন্দনে লেপিল
নেত ধড়ী পরিধানে।
তাহার উপর মণি বিরচিত
কিঙ্কিনী বান্ধিল কাহ্নে ॥
কর্পুর বাসিত তাম্বুল বদনে
হাথে কনকের বাঁশী।
কদম তলাত কোমল পাতত
থাকিলা কা[১৫৫।২]হ্নাঞি বসী ॥ ৩ ॥
শীতল সমীর[১] জনি মনোহর
কোকিল পঞ্চম গাএ।
সব তরুগণ বিকাস কুসুম[২]
ভ্রমর কাঢ়এ রাএ ॥
আতি রুষ্ট হআঁ রহিলা কাহ্নাঞিঁ
রাধা মারিবার আশে।
বাসলীচরণ শিরে বন্দিআঁ
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

ধানুষীরাগঃ ॥ যতিঃ ॥

কাহ্নাঞিঁকে পথতে রাখিআঁ।
আল বড়ায়ি।
রাধার পাশক গিআঁ ॥ ল রাধা ॥
বুইল তোহ্মে কি কাম করহ।
আল।
এবেঁ কেহ্নে হাটক না জাহ ॥ ল রাধা ॥ ১ ॥
দুধ দধি ঘরে রাখ কেহ্নে।
আল।
রাজপদ কি পাইল আইহনে ॥ ল রাধা ॥ ধ্রু ॥
ঝাঁট করী সাজহ পসারা।
দধি বিকে জাইউ মথুরা ॥
এসি আছে জীবার উপাএ।
তাহাক এড়িতেঁ না জুআএ ॥ ২ ॥
যত আছে তোর সখিগণে।
সন্ধাক আণাহ এই খনে ॥
ঝাঁট যবেঁ হাটক জাইএ।
তবেঁ লাভেঁ পসার বিচিএ ॥ ৩ ॥
সত্বরেঁ চলহ এহা জাণী।
আন না ক[১৫৬।১]রিহ মোর বাণী ॥
তোর সঙ্গে যাওঁ মো হরিষে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

---

১ ক্রীড়া' তোলা পাঠে।

১ পুথিতে শরীর'। ২ কুসুম,' স্থ' তোলা পাঠে।

মালবরাগঃ ॥ রূপকং ॥ দণ্ডকঃ ॥

বড়ায়ির বচন শুণী রাধা চন্দ্রাবলী।
দধির পসার লঞা মথুরা চলিলী ॥ ১ ॥
ললিত থোঁপাত শোভে চম্পকের মালা।
হরশিরে শোভে যেহ্ন কনকমেথলা ॥ ২ ॥
শিশত সিন্দুর শোভে উয়ে যেন সুর।
নয়ন দেখিআঁ খঞ্জন জাএ দূর ॥ ৩ ॥
নানা আভরণ রাধা পন্ত্রী সাবধানে।
পসার ঢাকিআঁ নৈল নেতের বসনে ॥ ৪ ॥
আগু বড়ায়ি জাএ পাছে জাএ রাধা।
মথুরাক জাইতেঁ কেহো না কৈল বিরোধা ॥ ৫ ॥
কথো দূর গিআঁ যমুনাত পার হআঁ।
বৃন্দাবনের পাশে মিলিলা গিআঁ ॥ ৬ ॥
দেখিল কদমতলে বসে কাহ্নাঞিঁ।
ধীরেঁ বড়ায়ি মেলিলী তার ঠাই ॥ ৭ ॥
তখন রহিল রাধা বৃন্দাবন পাশে।
বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাসে ॥ ৮ ॥

ধানুষীরাগঃ ॥ যতিঃ ॥

আ[১৫৬।২ ল কাহ্ন]
আনেক করিআঁ যতনে। আল।
রাধারে আণিলোঁ এহা থানে ॥ ল ॥
আল কাহ্ন
পুরুব যুগতি আনুমানে।
আজি রাখ আপণ মানে ॥ ল ॥ ১ ॥
আল কাহ্ন
আজি মোর ভৈল শুভ দিনে।
তোহ্মা সমে হৈল দরশনে ॥ ধ্রু ॥
কি কহিব রাধার কথা।
কহিতেঁ মনত লাগে বেথা ॥
তেহ্ন কৈল তোহ্মা থাঁথার।
যেহ্ন লাজ পায়িলেঁ আপার ॥ ২ ॥
কহিলোঁ মো তোহ্মাতে সরূপ।
ঝাঁট কর তার আনুরূপ ॥
জুড়িআঁ মদন পাঁচ বাণে।
আজি লঅ রাধার পরাণে ॥ ৩ ॥
রাধা যবেঁ বিরহেঁ বিকলী।
হআঁ চাহে তোহ্মা বনমালী ॥
তবেঁ বড় পাইএ হরিষে।
গাইল বডু চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

রামগিরীরাগঃ ॥ আঠতালা ॥

মমাপি মতমেকান্তং জরতি ত্বদুদীরিতং।
অধুনা রাধিকামেতৎ প্রতিপাদয় মদ্বচঃ ॥

বোল রাধিকারেঁ বড়ায়ি আহ্মার বচনে।
তাহাক করিল আহ্মে আনেক [১৫৭।১] যতনে ॥
তভোঁ আনুমতী মোক নাঁ দিলেক ভালে।
তাহার মণ থীর নহে কোণ কালে ॥ ১ ॥
আতি বড় কৈল রাধা আহ্মার থাঁথার।
এবেঁ পাঁচ বাণে প্রাণ লইবোঁ তাহার ॥ ধ্রু ॥
পুরুবেঁ তাহাক আহ্মে পাঠায়িল পান।
তাহাক পেলাআঁ মোর কৈল আপমান ॥
আহ্মার কারণে তোহ্মা চড়েঁ মারিল।
সে কারণে রাধা মোক বড় দুখ দিল ॥ ২ ॥
আর যত দিল মোরে নানাবিধ গালী।
তাহাক সহিল আহ্মে দেব বনমালী ॥
যতন করিআঁ আহ্মে কান্ধে আপণার।
তার বোল পালিলোঁ বহিলোঁ দধিভার ॥ ৩ ॥
তাহার কারণে কালীদহে দিলোঁ ঝাঁপ।
সকল লোকের মণে লাগি গেল কাঁপ ॥
তভোঁ না রহিলোঁ বড়ায়ি তাহার মণে।
গাইল বডু চণ্ডীদাস বাসলীগণে ॥ ৪ ॥

গুজ্জরীরাগঃ ॥ যতিঃ ॥

দামোদরস্য বচসা তরসা জরতী ততঃ।
রাধায়াঃ সবিধং গত্বা নিভৃতং নিজগাদ তাম্ ॥

তো[১৫৭।২]হ্মার চরিতেঁ রাধা পাআঁ আপমানে।
আস্থিল হআঁ মোক পাঠায়িল কাহ্নে ॥
হেন বুয়িল তাত লাগি কইলোঁ যত কাজ।
তাক আন করি[১] প[া]ড়িলেঁ মুণ্ডে বাজ ॥ ১ ॥
এবেঁ সে জাণিলোঁ ভালেঁ রাধার বেভার।
মাঅক জাণাআঁ মোর করিল খাঁখার ॥ ধ্রু ॥
বিথর সহিলোঁ তার গালি বচনে।
ভার বহিল আহ্মে তাহার কারণে ॥
তভোঁ সুখ না ভৈল তাহার মণে।
কেমনে তোষিব[২] আর হেন নারীজনে ॥ ২ ॥
এতেকেঁ লখিলোঁ রাধা কাহ্নাঞিঁর মণে।
বড় রোষ উপজিল তোহ্মার কারণে ॥
সরূপেঁ ফুলের ধনু জুড়িল পাঁচ বাণে।
হাণিআঁ লৈবেক রাধা তোহ্মার পরাণে ॥ ৩ ॥
পরাণ নাতিনী মোর ধরহ বচন।
আপণে আসিআঁ ধর কাহ্নের চরণ ॥
তবেঁ সে রাখিব কাহ্নাঞিঁ তোহ্মার পরাণে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণে[৩] ॥ ৪ ॥

ধানুষীরাগঃ ॥ লঘুশেখরঃ ॥

খোঁপা পরতেখ মোর ত্রিদশ ঈশ্বর হর
[১৫৮।১] কেশপাশে নীল বিদ্যমানে। এআ।
সিসের সিন্দুর সুর ললাটে তিলক চাঁদ
নয়নত বসএ মদনে ॥ এআ ॥ ১ ॥
স্থণ বড়ায়ি ল
বোল গিআঁ গোবিন্দক বাতে। এআ।
তীনভুবন বীর রাখএ যৌবন ধন
কি করিতেঁ পারে জগন্নাথে ॥ [এআ ॥] ধ্রু ॥

নাসা বিনতানন্দন পাণ্ডু গণ্ডু পাশেঁ কন্ন
বিম্ব ওষ্ঠ পুষ্প দন্ত সঙ্গে।
কুচযুগ যুধিষ্ঠির বাহু দণ্ড মনোহর
সুগ্রীব শরীর বসে রঙ্গে ॥ ২ ॥
বলি বসে নাভীতলে পৃথু নিতম্ব যুগলে
মাঝ দেশে সিংহ বিদ্যমানে।
জঘনে বসে নৃপুরু[১] আতিশয় রুচি গুরু
পদনখ নক্ষত্রগণে ॥ ৩ ॥
হাথে ধরী ধনু বাণে কাহ্নু আসু বিদ্যমানে
তভোঁ তাক নাহিঁ মোর ডরে।
বোল দূতা কাহ্নু পাশে গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে
দেবী বাসলীর বরে ॥ ৪ ॥

কোড়ারাগঃ ॥ ক্রীড়া ॥ লগনী ॥ দণ্ডকঃ ॥

জরতীমুখতঃ পীত্বা রাধাগর্ব্ববচো হরিঃ।
সবাণং ধ[১৫৮।২]নুরাকৃষ্য গত্বা স্বয়মুবাচ তাম্ ॥

রাধা নিতী বিকণসি দধী।
তোর হৈবে কত না বুধী ॥ ১ ॥
কাহ্নাঞিঁ হওঁ মো গোআলজাতী।
মোর বুধী তো রাখউ[২] মতী ॥ ২ ॥
রাধা।
মাথাত গুলাল ফুলে।
তোর নহে সে লাখেক মূলে ॥ ৩ ॥
বোলসি তোঁ তুতীবচনে।
তাত না লাগে আহ্মার মনে ॥ ৪ ॥
হআঁ তোঁ গোআলঝিআরী।
তোহ্মে এত বড় আছিদরী ॥ ৫ ॥
নহোঁ কাহ্নু মো আছিদরী।
বড় নিলজ তোহ্মে মুরারী ॥ ৬ ॥
রাধা তোর থীর নহে মণে।
তোকে মন্দ বোলোঁ তেকারণে ॥ ৭ ॥

১ পুথিতে করে'। ২ তোষিব', সহি' কাটিয়া তোষি' করা।
৩ চণ্ডীদাস', স'য় একার কাটা এবং বাসলীগণে' তোলা পাঠে।

১ পুথিতে নূপুরু'।
২ পুথিতে রখেউ'।

কংস বড় দুরুবারে।
তার ভএ নিবারোঁ তোহ্মারে ॥ ৮ ॥
কংস মারিবোঁ পরাণে।
তবেঁ সাধিবোঁ আপণ মাণে ॥ ৯ ॥
কালী থাইলেঁ তোহ্মে থীরে।
আজি বোলসি বামন বীরে ॥ ১০ ॥
খাআঁ পূতনার থীরে।
তার পরাণ হরিলোঁ শরীরে ॥ ১১ ॥
বধিলেঁ পূতনা নারী।
তোহ্মে তিরীবধিআ মুরা[১৫৯।১]রী ॥ ১২ ॥
মারন্তাক যে না মারে।
তার পাণী না লএ পীতরে ॥ ১৩ ॥
তোর মুখ নাহিঁ চাহী।
তোহ্মে আতি পাপিআ কাহ্নাঞি ॥ ১৪ ॥
জুড়িআঁ এ পাঁচ বাণে।
আজি লইবোঁ তোর পরাণে ॥ ১৫ ॥
তোহ্মে না কর মোর নিরাসে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥ ১৬ ॥

বেলাবলীরাগঃ ॥ রূপকং ॥

আহ্মার বচন কাহ্নাঞি ধরহ মণে।
মতি নিবারহ তোহ্মে আশেষ যতনে ॥
আহ্মাক মারিআঁ তোহ্মে কথাঁ পাইবেঁ ঠাই।
মণত গুণিআঁ চাহ আপণে কাহ্নাঞি ॥ ল ॥ ১ ॥
না যোড় না যোড় মদন পাঁচ বাণে।
আকারণে কাহ্নাঞি মোর লইবেঁ পরাণে ॥ ল ॥ ধ্রু ॥
দশ চারি বরিষের হওঁ মো গোআলী।
হেন তিরী মারিতেঁ অযোগ বনমালী ॥
তোহ্মে যবেঁ হাণিবেঁ আহ্মাক পাঁচ বাণে।
কাটারত ভর করী তেজিবোঁ পরাণে ॥ ২ ॥
অবুধ কাহ্নাঞি তোঁ মোর বোল শুণ [১৫৯।২]।
পত্নার বচনে তোঁ ধনুত না দেঁ গুণ ॥

তোহোর ধনুর বাণে মরণ আহ্মার।
এ পুণী কাহ্নাঞি তোর বড়ই খাঁথার ॥ ৩ ॥
দেবাসুর নর যার নাহিঁ সহে টান।
তিরীর উপরে সে যোড়ে পাঁচ বাণ ॥
না জাণিআঁ রুথ বুইলোঁ তোহ্মার চরণে।
পুরিবোঁ তোহ্মার আশ না জুড়িহ বাণে ॥ ৪ ॥
গরঞ্জালী বুঢ়ী আছে তোহ্মার পাশে।
লোক ধরম কাহ্নাঞি সব তোর নাশে ॥
আহ্মা মাইলেঁ তোর পাপেঁ নাহিঁক মুকতী।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগতী ॥ ৫ ॥

বসন্তরাগঃ ॥ একতালী ॥

গুআ পান দিআঁ দূতী পাঠায়িলোঁ তোরে।
বিণি আপরাধেঁ তো মারিলি তাহারে ॥
কোণ কাম না করিলোঁ তোহ্মার আন্তরে।
সংসার ভরায়িলি তোঁ আহ্মার খাঁথারে ॥ ১ ॥
মারিবোঁ জুড়িআঁ মদণ পাঁচ বাণে।
কংস নরপতি তোর রাখউ পরাণে ॥ ধ্রু ॥
দেব আসুর যার না সহে টান।
হেন বাণে রা[১৬০।১]ধা তোর লইবোঁ পরাণ[১] ॥
যদি বা আছএ তোর পরাণের ভএ।
শরণ সাম্বাহ তবেঁ বড়ায়ির পাএ ॥ ২ ॥
আনেক কাকুতী করিলোঁ তোহোরে।
তভোঁ মোর আশমান কৈলেঁ বারে বারে ॥
এতেকেঁ জাণিলোঁ তোর থীর নহে মণে।
এবেঁ মোর হাথে তোর আবসি মরনে ॥ ৩ ॥
তোহ্মাক মারিবোঁ আর আইহন বীর।
আর কংস মারিতেঁ মন কৈলোঁ থীর ॥
তোহ্মার জীবার আর নাহিঁক উপাএ।
বাসলী শিরে বন্দী চণ্ডীদাস গাএ ॥ ৪ ॥

---

১ পুথিতে পরাণে'।

বসন্তরাগঃ ॥ যতিঃ ॥

নিশম্য কৃষ্ণবচনং রাধা বৃদ্ধান্তিকং যযৌ।
জগাদ চ নিজত্রাণপরায়ণমিদং বচঃ ॥

সুণ হে বড়ায়ি বোলোঁ তোহ্মার চরণে।
নিষধ কাহ্নাঞিকে মোক না জুড়িহে বাণে ॥
সব ঠাই তোহ্মে মোর নিস্তার কারণে।
এবেঁ তোত লাগি হএ আহ্মার মরণে ॥ ১ ॥
সুণ হে বড়াই মোরে দয়া ধর মণে।
[১৬০।২] বারেক কাহ্নাঞিক বুলী রাখহ পরাণে ॥ ধ্রু ॥
তোহ্মে যে বড়ায়ি হঅ কাহ্নাঞিঁর দূতী।
বারেক কাহ্নের মোর করাহ পিরিতী ॥
এবার রাখহ বড়ায়ি আহ্মার পরাণ।
লাখেকের মুদড়ী দিবোঁর হাথ দাণ ॥ ২ ॥
একে মোরে রুঠ কাহ্নু তাহে রোষ তোর।
এতেকেঁ জাণিলোঁ নিস্তার নাহিঁ মোর ॥
কোপ ছাড়ী বোল কাহ্নে মোহোর আন্তরে।
যেহ্নু রক্ষা করে মোরে দেব দামোদরে ॥ ৩ ॥
আর কভোঁ না লঙ্ঘিবোঁ তোহ্মার বচনে।
সে করিহ তবেঁ যেবা থাকে তোর মণে ॥
আহ্মা মাইলেঁ বড়ায়ি কি পুরিবেঁ কাহ্নের আশে।
বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

বসন্তরাগঃ ॥ একতালী ॥

বিপরীতমতির্বৃদ্ধা জগাদ হরিমন্যথা।
অথ তদ্বচ[সং প্রাপ্য] রাধাং প্রাহ হরিঃ পুনঃ ॥

কালী দলিল আহ্মে শলিল শোধিল[১]।
কংস মারিবারে আহ্মে[২] আবতার কৈল ॥
মামা বধ করি[১৬১।১]বোঁ মো লিখিত করম।
তেকারণে গোপকুলেঁ লভিল জনম ॥ ১ ॥
পসরিলিহে মদনে পাঁচ বাণে।
কে তোর রাখিবে রাখউ পরাণে ॥ ধ্রু ॥
হের ফুলের ধনু ফুলের পাঁচ বাণ।
এহি ফুলেঁ আজি তোর লইবোঁ পরাণ ॥
আহ্মার খাঁখার কৈলেঁ সব জন থানে।
তেকারণে রাধা তোক যোড়োঁ পাঁচ বাণে ॥ ২ ॥
হেন পাঁচ বাণে কাহ্নু মারে পরতিরী।
আহ্মা না চিহ্নসি রাধা বড় আছিদরী ॥
পুরুবে দূতী মারিলি কমণ কারণে।
এবেঁ তোর ফল হের দেওঁ এহি বাণে ॥ ৩ ॥
বাম হাথে ধনুক ডাহিণ হাথে বাণ।
রাধার হিআত মাইল সুদৃঢ় সন্ধান ॥
পড়িলী হালিআঁ রাধা ফুলের শরে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীবরে ॥ ৪ ॥

ভৈরবীরাগঃ ॥ যতিঃ ॥

অথ কৃষ্ণকরাকৃষ্টশরাসনসমুদ্গতৈঃ।
শরৈঃ সম্ভিন্নহৃদয়া রাধাহ জরতীমিদং ॥

এথাঞিঁ রহিআঁ বড়ায়ি স[১৬১।২]জাইবোঁ ঘর।
এথাঞিঁ আণায়িবোঁ বড়ায়ি নান্দের সুন্দর ॥
এথাঞিঁ তা লয়ি মোঁ করিবোঁ শৃঙ্গার।
সফল করিবোঁ নব যৌবন ভার ॥ ১ ॥
কত সহিবোঁ এ বড়ায়ি ল।
কুসুমশর বাণ কত সহিব ॥ ধ্রু ॥
এথাঞিঁ যমুনা বড়ায়ি এথাঞিঁ বৃন্দাবন।
এথাঞিঁ আণাঅ মোর নান্দের নন্দন ॥
এথাঞিঁ কাহ্নাঞিঁর মোঁ ধরিবোঁ নিচোলে।
এথাঞিঁ কাহ্নাঞিঁকে দিবোঁ কুচ ভেড়ি কোলে ॥ ২
এ নব যৌবন বড়ায়ি ময়মত করী।
লাজ আঙ্কুশেঁ তাক নিবারিতেঁ নারী ॥
দুর্ব্বার মদনশর সহিতেঁ না পারী।
বাহিরে না মারে ভিতরে পুড়ী মরী ॥ ৩ ॥
আদেখ বাণের ঘাঅ সহিতেঁ না পারী।
হেন পাঁচ বাণে কাহ্নাঞিঁ মারে পরতিরী।

---
১ পুথিতে শোধিল'। ২ 'আহ্মে' তোলা পাঠে।

এহা বুলী মুরুছা গেলী মনমথবাণে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণে ॥ ৪ ॥

পাহাড়ীআরাগঃ ॥ একতালী ॥ প্রকীর্ণকং ॥
বিচিত্র লগনী ॥ [১৬২।১] দণ্ডকঃ ॥

পরিহাসেঁ বুইলোঁ[1] তোকে প্রাণে মার রাধা।
তাতে তোর মণে কেহ্নে নহিল বিরোধা ॥ ১ ॥
মুরুছা পড়িলি রাহী দেখিআঁ বড়ায়ি।
বুলিতেঁ লাগিলী কিছু কাহ্নাঞিঁর ঠাই ॥ ২ ॥
তোর বোলেঁ কৈলোঁ বড়ায়ি রাধার বিনাশ।
এবেঁ কেহ্নে বোলহ বুয়িলোঁ পরিহাস ॥ ৩ ॥
পুরুব যুগতি যত তোহ্মে আহ্মে কৈল।
তেকারণে বড়ায়ি রাধিকা প্রাণে মায়িল ॥ ৪ ॥
বোল না ধরিল রাধা বুয়িলোঁ সেই রোষে।
সে বচন কেহ্নে তোর মণে পরিহাসে ॥ ৫ ॥
বিচার না করী কাহ্ন কেহ্নে হেন কৈলেঁ।
তিরীবধপাপেঁ আপণা মজায়িলেঁ ॥ ৬ ॥
বড়ায়ির বোলেঁ ভয় পাইল দামোদরে।
বুইল বড়ায়ি কর আহ্মার নিস্তারে ॥ ৭ ॥
বিনয়ে বুইল কাহ্ন[2] বড়ায়ির পাএ।
বাসলী শিরে বন্দী চণ্ডীদাস গাএ ॥ ৮ ॥

কহ্নুগুজ্জরীরাগঃ ॥ একতালী ॥

শতেক ব্রাহ্মণ আর [১৬২।২] মায়িলেঁ গোকুল।
যে পাপ সেহো নহে তিরীবধতুল ॥
রাধা যেহ্ন সতী তাক জগতেঁ বাখানী।
হেন রাধা মারিলেঁ চাণ্ডাল চক্রপাণী ॥ ১ ॥
কাহ্নাঞিঁ মোরে নাহিঁ ছো।
তিরীবধিআ কাহ্নাঞিঁ ল
কাহ্নাঞিঁ মোরে নাহি ছো ॥
মোরে নাহিঁ ছো কাহ্নাঞিঁ বারাণসি যা।
আঘোর পাপে তোর বেআপিল গা ॥ ধ্রু ॥
তিরী বধ কইলি কাহ্নাঞিঁ আপণ মণে।
আপযশ থাকিল তোর তীন ভুবনে ॥
আপণে গুণিআঁ চাহ সুন্দর কাহ্নাঞিঁ।
কোণ আপরাধেঁ মাইলেঁ চন্দ্রাবলী রাহী ॥ ২ ॥
একেঁ তিরী বধ আরেঁ রাজা দুরুবার।
আপণ রাখিতেঁ কাহ্ন কর পরকার ॥
রাধাক মারিলেঁ কাহ্নাঞিঁ কাহার বচনে।
এবেঁ ঝাঁট পালাইআঁ চল বৃন্দবনে ॥ ৩ ॥
রাধা জিআইবারে কাহ্নাঞিঁ কর পরকার।
তবেঁসি হয়িব কাহ্নাঞিঁ তোহ্মার নিস্তার ॥
আহ্মেহো থাকিব কাহ্ন[১৬৩।১]ঞিঁ তবেঁ তোর পাশে।
বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

রামগিরীরাগঃ ॥ আঠতালা ॥

মো যবেঁ জাণিবোঁ রাধা তেজিব পরাণে।
তবেঁ কি যোড়োঁ বড়ায়ি ফুলের বাণে ॥
সেহো কাম কৈলোঁ বড়ায়ি তোহ্মার বচনে।
এবেঁ দোষ মোকে তোহ্মে দেহ কি কারণে ॥
রাধা জিআইতেঁ মোকে উপায় নাহীঁ।
সে কর যেমনে দোষ এড়াএ কাহ্নাঞিঁ ॥ ধ্রু ॥
জগতের ভালী রাধা এখনে মৈলী।
দিনে পুনমীর চাঁদ যেহ্ন আথ গেলী ॥
কনকচম্পক সম তার দেহযুতী।
মোকে তিরীবধ দিআঁ রাধা গেলা কতী ॥ ২ ॥
রাধা আপরাধ কৈল আহ্মার আপার।
তাক কেহো নাহিঁ জাণে করম আহ্মার ॥
ফুলের ঘাএ হৈল রাধার মরণ।
সুণী তোক কি বুলিবে সব গোপগণ ॥ ৩ ॥
তিরীকলা পাতি কিবা রাধা নিন্দ জাএ।
ফুলের ঘাএ কাহ্নো মরণ হএ ॥

---

১ বুইলোঁ'; মা' কাটিয়া তোলা পাঠে বু' করা।
২ পথিতে রাধা'।

ছাড়িলোঁ [১৬৩।২] মো ঘাটদান[১] আর পরিহাসে।
তোলহ রাধাকে বড়ায়ি গাইল চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

আহেররাগঃ ॥ একতালী ॥

আছিদর কাহ্নাঞিঁ পথত কৈলেঁ বলে।
আপণার সুখে বসী কদমের তলে ॥
পরাণে মারিআঁ রাধা পাঁচশরবাণে।
এবেঁ কি বোলহ মো ছাড়িলোঁ সব দানে ॥ ১ ॥
কি কৈলী কি কৈলী কাহ্নাঞিঁ রাধাক মারিআঁ।
কথোদিন থাকিলেঁ মো দিতোঁ ষ মানাআঁ ॥ ধ্রু ॥
সব সখিগণ কাঁদে বুলী ত্রিদশের রাঅ।
কি কারণে রাধার হিআত দিলেঁ ঘাঅ ॥
তিল এক পাপ কাহ্নাঞিঁ নাহিঁক যে বংশে।
এবেঁ তিরীবধ তোর সপত পুরুষে ॥ ২ ॥
কেহ্নে তিরী বধ কৈলেঁ নান্দের নন্দনে।
আর তোর মুখ না দেখিব কোণ জনে ॥
যবেঁ তোহ্মে রাধাক জিআঅ এখনে।
তবেঁসি পাপসাগরে তোহ্মার তরণে ॥ ৩ ॥
দূতীর বচনে রাধার নৈলোঁ পরাণ।
হেন মিছা বচন বো[১৬৪।১]লহ কেহ্নে কাহ্ন ॥
রাধাক মাইলেঁ তোহ্মে আপণার সুখে।
আহ্মার মনত দিলেঁ আতি বড় দুখে ॥ ৪ ॥
এবেঁ যাবত না কর রাধার জীবনে।
তাবত বান্ধিআঁ তোকে রাখিলোঁ মো কাহ্নে ॥
শতেক ব্রহ্মবধ নহে যার তুলে।
হেন তিরীবধ কাহ্নাঞিঁ সঙ্গে তোর[২] বুলে ॥ ৫ ॥
আর তোক কিবা কাহ্নাঞিঁ বুলিব বচনে।
রাজা কংস জাণিলেঁ হারায়িবি জীবনে ॥
বান্ধিল কাহ্নাঞিঁকে বুঢ়ী এহি বচনে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণে ॥ ৬ ॥

পাহাড়ীআরাগঃ ॥ লঘুশেখরঃ ॥

হরিতালী চন্দ্র দেখিলোঁ ভাদ্র মাসে।
হাথ ভরিলোঁ কিবা পুরিণ কলসে ॥
ভূমিত আখর কিবা লিখিলোঁ জলে।
মিছা দোষে বন্ধন আহ্মার তার ফলে ॥ ১ ॥
বড়ায়ি মোর লাভে বন্ধন সার।
আছুক লাভ মোর মূলত আফার ॥ ধ্রু ॥
না পাইল চুম কোল না পাইল শৃঙ্গার।
রাধার কারণে ভৈল এতেক [১৬৪।২] খাঁখার ॥
সুণিআঁ বা কি বুলিব মোরে সব জনে।
আজি আহ্মে গোকুলক জাইব কেনমনে ॥ ২ ॥
তোঞঁ বুঝিলী বড়ায়ি[১] রাধা মোরে দিল গালী।
তেকারণে পরাণে মাইলোঁ চন্দ্রাবলী ॥
ত্রিদশের আধিপতী নামে শ্রীকাহ্ন।
তোহ্মাত লাগিআঁ সহে এত আপমান ॥ ৩ ॥
যে বচন বোলোঁ মোঞঁ তাত নাহিঁ বাধা।
জিআইআঁ দিবোঁ মো চন্দ্রাবলী রাধা ॥
বন্ধন ঘুচাহ জুনি দেখে দেবগণে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণে ॥ ৪ ॥

পাহাড়ীআরাগঃ ॥ একতালী ॥ দণ্ডকঃ ॥

ঘুচাইল বন্ধন তোর সুন বনমালী।
ঝাঁট করী জিআঅ গোআলী চন্দ্রাবলী ॥ ১ ॥
যাবত আইহন বীর এহা নাহিঁ শুনে।
তাবত উপায় কর রাধার জীবনে ॥ ২ ॥
বিহাণ আইলাহোঁ হৈল দুঅজ পহর।
সে কর যেমনে রাধা জিআঁ জাএ ঘর ॥ ৩ ॥
মণের সন্তাপেঁ তোক বুলিলোঁ বচনে।
তা[১৬৫।১]ক না চিন্তিলেঁ মাইলেঁ রাধাক পরাণে ॥ ৪ ॥
আছিদর কাহ্নাঞিঁ তিরীক প্রাণে মাইলেঁ।
সকল সংসার জুড়ী কলঙ্ক রাখিলেঁ ॥ ৫ ॥

---

১ পুথিতে দানঘাট'। ২ 'তোর' তোলা পাঠে।

১ 'বড়ায়ি' তোলা পাঠে।

দুরুবার কংস নরপতি আছে পাটে।
তাক না মানি হেন কাম কৈলেঁ বাটে ॥ ৬ ॥
যত আপরাধ তোর কৈল চন্দ্রাবলী।
সব মরষিআঁ তাক জিআ বনমালী ॥ ৭ ॥
সহজেঁ হৈব তোর চন্দ্রাবলী বসে।
জিআঅ রাধাক গাইল চণ্ডীদাসে ॥ ৮ ॥

রামগিরীরাগঃ ॥ রূপকং ॥

হত্বাং কুসুমবাণেন রাধিকাং রসসাধিকাং।
বিলোক্য পুরতঃ কৃষ্ণো বিললাপ নিরন্তরং ॥

দূতীর বচন ফলে মারিলোঁ তোহ্মারে।
কিসক তিরীবধ তোঁ দিলি আহ্মারে ॥
মাএর আগে কৈলি আহ্মার খাঁধার।
সব মরষিল রাধা জিঅ একবার ॥ ১ ॥
মাহানিন্দ যাসি কেহ্নে সুণ হে গোআলী।
চিআইআঁ সমতী দেহ রাধা চন্দ্রাবলী ॥ ধ্রু ॥
বারেক সুন্দরি রাধা সুণ মো[১৬৫।২]র বোল।
মিনতী করিআঁ বেলোঁ গাঅখানী তোল ॥
ছাড়িলোঁ মো মাহাদাণ তেজিলোঁ মো বাটে।
উঠ দধি বিচ নিআঁ মথুরার হাটে ॥ ২ ॥
কিবা না করিল আহ্মে তোহ্মার আন্তরে।
আহ্মাক হেলিলেঁ তোহ্মে সব পরকা[[ে]]র ॥
উপজিল রোষ মোক মাইলোঁ ফুলবাণে।
মো কেহ্নে জাঁণিবোঁ রাধা তেজিবেঁ পরাণে ॥ ৩ ॥
মুখ তুলী চাহ মোর পালাউক পাপ।
আঅর খণ্ডুক মোর বিরহ সন্তাপ ॥
আহ্মার জীবন রহে তোহ্মার জীবনে।
গাইল বডু চণ্ডীদাস বাসলীগণে ॥ ৪ ॥

আহেররাগঃ ॥ একতালী ॥

কাছের কলসী রাধা পাণি তোলসি ল
পএর বাজে তোর নূপুর।
রতনে জড়িত তোর দুই বাহু শঙ্খ ল
শিশে তোর শোভএ সিন্দুর ॥ ১ ॥
আল বালী হরি হরি যে।
কেমণে মৈলিসি গোআলী ॥ ধ্রু ॥
পাট পরিধান তোর নেতের আঁচল ল
মাণিকেঁ[১] [১৬৬।১] খঞ্চিল দুই পাশে।
বারেক জিঅ রাধা রতি ভুঞ্জ সুখে ল
পাছে তোক নিবোঁক বিলাসে ॥ ২ ॥
মো কেহ্নে জাণিবোঁ রাধা তোহ্মে মরিবেঁ ল
তবেঁ কি মো হাণো পাঁচ বাণে।
উঠ উঠ আল রাধা দধি বিকে জাঅ ল
আহ্মে তোর ছাড়িল দানে ॥ ৩ ॥
শঙ্খ চক্র গদা করে গরুড় বাহন ল
আহ্মে দেব সারঙ্গধরে।
কাহ্নের বিলাপ বডু চণ্ডীদাস গাএ ল
পাআঁ দেবী বাসলীর বরে ॥ ৪ ॥

বেলাবলীরাগঃ ॥ একতালী ॥

বারেক জিঅ তোঁ গোআলী। রাধা ল।
আর না বুলিবোঁ ধামালী ॥
এবার মুখের পেলা কালী। রাধা ল।
পরিহার বোলে বনমালী ॥ ১ ॥
কাহ্নেরেঁ তিরীবধ দিআঁ। রাধা ল।
কোণ পুরী জাইবেঁ পালাইআঁ ॥ ধ্রু ॥
দহে পেলোঁ সে ফুলের বাণ।
যে বাণে তেজিলি তোঁ পরাণ ॥
বারেক রাখহ মোর মান।
হয়িএ আহ্মে তোর প্রিয় কাহ্ন ॥ ২ ॥
হের মোঁ করিলোঁ যোড়হাথে।
এবেঁ ম্যোরে তুলী চাহ মাথে ॥
[১৬৬।২] উঠী কর সমি[illegible]
বিকল না কর জগন্নাথ ॥ ৩ ॥

১ মাণিকেঁ, পিকেঁ তোলা পাঠে।

আহ্মে বীর ভুবনে বিশাল।
গোকুলত বালগোপাল ॥
উঠী বৈশ আহ্মার পাশে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

সিন্ধোড়ারাগঃ ॥ রূপকং ॥

পুনমীর চান্দ তোহ্মার বদন
ঘুসিএ জগত জনে ল।
বালি।
ত্রিদশ ঈশ্বর করায়িলেঁ ভারী
সাধিলেঁ আপন মানে ল ॥ ১ ॥
বালী জাগহে জাগহে [।]
সুন্দরি রাধে মুখ তুলী চাহ মোরে ল ॥ ধ্রু ॥
মুখ তুলি আহ্মা যবেঁ নাঁ দেখিবেঁ
তবেঁ মো মরিবোঁ পরাণে।
যাইবোঁ বারাণসী কিবা গোদাবরী
করিবোঁ তনু তেআগে ॥ ২ ॥
সাগর সঙ্গমে শরীর তেআগিবোঁ
রাধে তোহ্মার কারণে ল।
তোর দুখ দেখি সুন্দরি রাধে ল
ধরিতেঁ না পারোঁ পরাণে ॥ ৩ ॥
আনল শরণ কিবা করিবোঁ
যদি না দিবেঁ বচনে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস শিরে বন্দিআঁ
দেবী বাসলীচরণে ॥ ৪ ॥

রামগিরীরাগঃ ॥ আঠতালা ॥

[১৬৭।১] কৃষ্ণ পরুশিল করে শরীর রাধার।
বিহড়িল আষ্ট ধাতু আয়িল তাহার ॥
ধেআন করিআঁ করেঁ ঝাড়ে বনমালী।
ধীরেঁ ধীরেঁ গাঅখানী তোলে চন্দ্রাবলী ॥ ১ ॥
মরিআঁ জিলী রাধা গোকুল সমাজে।
তিরীবধে উদ্ধার পাইল দেবরাজে ॥ ধ্রু ॥
তালের বিণিঞেঁ রাধাক বিচি কাহ্নু।
নির্ম্মল যমুনা জল করায়িল পান ॥
জিআঁ উঠিলী রাধা পরম হরিষে।
সখিজন হুলাহুলী পাড়ে চৌদিশে ॥ ২ ॥
রাধা বস করি কাহ্নু গেলা বৃন্দাবনে।
তার পাছে গেলী রাধা বিকলী মদনে ॥
বৃন্দাবনে ভ্রমর কোকিল কাড়ে রাএ।
বিকসিত কুসুম দক্ষিণ বহে বাএ ॥ ৩ ॥
আচম্বিত লুকাইলা কাহ্নাঞিঁ বৃন্দাবনে।
নব কিশলয়গণে রচিআঁ শয়নে ॥
তার মাঝেঁ বসিআঁ থাকিলা নারায়ণে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণে ॥ ৪ ॥

পঠমঞ্জরীরাগঃ ॥ ক্রীড়া ॥

রাধাক মারিআঁ পু[১৬৭।২]ণী জিআইল কাহ্নে।
কৌতুক মণে কাহ্নু লুকায়িলা বনে ॥
বড়ায়ি লইআঁ তাক চাহে বৃন্দাবনে।
রাধা হেন বুলিআঁ বচনে ॥ ১ ॥
এথাঁ ছিলা কাহ্নু কথাঁ গেলা এখনে।
সরূপেঁ কহিআঁ বড়ায়ি রাখ পরাণে ॥ ধ্রু ॥
থানে থানে বন বিচারিআঁ বড়ায়ি।
কুঞ্জের মাঝে দেখিল কাহ্নাঞিঁ ॥
কাহ্নের থানত রাধা চন্দ্রাবলী রাণী।
বড়ায়িক বুইল হেন মধুরস বাণী ॥ ২ ॥
কাহ্নাঞিঁ কিছু তোর দয়া নাহিঁ মণে।
নাগরী রাধাক এবেঁ তেজসি কেহ্নে ॥ ধ্রু ॥
রাধা মাধব দুই করি এক ঠাই।
আতি দূর গিআঁ রহিলা বড়ায়ি ॥
কাহ্নু রূপবতী রাধা দেখি নিজ পাশে।
কাহ্নের মনত উপজিল রসে ॥ ৩ ॥
হরি দৃঢ় আলিঙ্গন রাধার দেহা।
যেহ্ন নিকষত শোভে কনক রেহা ॥ ধ্রু ॥

চুম্বন করিতেঁ দন্ত দিল থানে থানে।
ঘন তন জঘনে কৈল নখ দানে ॥
রাধার সুণিআঁ কাহ্ন কণ্ঠ কূজনে।
দ্বিগুণ মদন [১৬৮।১] বেগেঁ করে নিধুবনে ॥ ৪ ॥
রাধার [আধর] মধু তারপল[১] কাহ্নে।
চান্দের পীযুষধারা রাহুঞঁ যেহ্নে ॥ ধ্রু ॥
কাহ্ন করে আতি যবেঁ গাঢ় সুরতী।
রাধাঞঁ করিল তবেঁ বড়ঈ কাকুতী ॥
এড় এড় কৃষ্ণ হঅ খাণিএক তোহ্মে থীর।
আতিশয় বেগেঁ পাছে বুক লএ চীর ॥ ৫ ॥
সহজেঁ সুরতী ভুঞ্জ দেব গদাধর।
নিশাশ এড়িতেঁ মোকে দেহ অবসর ॥ ধ্রু ॥
আঙ্গে পাতলী রাধা উন্নত যৌবনে।
গাঢ় রমিল কাহ্নে মরদিআঁ তনে ॥
কপট কোপ করী রাধা নাগরী গোআলী।
বলে উঠিআঁ উপরেঁ তলে কৈল হরী ॥ ৬ ॥
উপরে নাগরী রাধা তলে নান্দোবালা।
মেঘত উপরে যেহ্ন শোভে শশিকলা ॥ ধ্রু ॥
যেহ্ন রতি পরকার করিল কাহ্নে।
রাধাঞঁ করিল এবেঁ তেহেন দুগুণে ॥
কাহ্নের উপরে শোভে সুন্দরী গোআলী।
নীল মেঘে যেহ্ন পড়এ বিজুলী ॥ ৭ ॥
চঞ্চল নূপুর ঘন কিঙ্কিণী বাজে।
[১৬৮।২] মনমথবসে রাধা তেজিল লাজে ॥ ধ্রু ॥
সুরতসুখে কাহ্ন মুকুলিত নয়নে।
তখণে তোষিল রাধা মাধবের মনে ॥
আতি চিত্র বসন পত্রিআঁ চন্দ্রাবলী[১]।
খণিএক কাহ্নের বুকত সুতিলী ॥ ৮ ॥
নিচলে রহিলা রাধা সুরতি আয়াসে।
শক্রের ধনু যেহ্ন উয়িল আকাশে ॥ ধ্রু ॥
হেন সন্তেদে আসিআঁ বড়ায়ি।
বুইল রাধাকে তেজহ কাহ্নাঞিঁ ॥
সত্বরে রাধা লইআঁ যাইউ ঘর।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীবর ॥ ৯ ॥
তখনে রাধাক দিল মেলানী।
নাচিতেঁ গাইতেঁ বুলে চক্রপাণী ॥ ধ্রু ॥

ইতি বাণখণ্ডঃ সমাপ্তঃ ॥

অথ বংশীখণ্ডঃ

পাহাড়ীআরাগঃ ॥ একতালী ॥ দণ্ডকঃ ॥

অনঙ্গসুঙ্গরে রাধা ভঙ্গং প্রাপ্য কুরঙ্গদৃক্।
অলসাঙ্গলতা রঙ্গাৎ জরতীসহিতা যযৌ ॥

বড়ায়ি লইআঁ রাহী গেলী সেই থানে।
সখিসবে বুইল রাধা লড়িউ সিনানে ॥ ১ ॥
[১৬৯।১] ষোল শত গোপী গেলা যমুনার ঘাটে।
তা দেখিআঁ কাহ্নাঞিঁ পাতিল নাটে ॥ ২ ॥
খনে করতাল খনে বাজাএ মৃদঙ্গ।
তা দেখি রাধিকার সখিগণে রঙ্গ ॥ ৩ ॥
আর যত বাদ্যগণ আছের কাহ্নাঞিঁ।
পতিদিনে নানা ছান্দে বাএ সেহি ঠাই ॥ ৪ ॥
তা দেখিআঁ না ভুলিলী[২] আইহনের দাসী[৩]।
সৃজিল কাহ্নাঞিঁ তবেঁ মোহন বাঁশী ॥ ৫ ॥
সাত গুটি বিন্ধ তাত করি আনুপাম।
সুবর্ণের সাখী হিরার বান্ধিল কাম ॥ ৬ ॥

[১] তারপল', প'র ইকার কাটা।

[১] পুথিতে বনমালী'। [২] পুথিতে ভুলিলী'। [৩] পুথিতে দাসী'।

হরিষে পুরিআঁ কাহ্নাঞিঁ তাহাত ওঁকার।
বাঁশীর শবদেঁ পারে জগ মোহিবার ॥ ৭ ॥
যমুনার ঘাটে রাধা[১] বাঁশীনাদ সুণী।
জল লআঁ ঘর আয়িলী আই[হ]নের রাণী ॥ ৮ ॥
বৃন্দাবনে বাঁশী বাএ নান্দের নন্দন।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণ ॥ ৯ ॥

কেদাররাগঃ ॥ রূপকং ॥

নিপীয় বংশনিনদং রাধা কংসভয়াতুরা।
বেদিতুং বাদকস্তস্য জগাদ জরতীমিদং ॥

কে না বাঁশী [১৬৯।২] বাএ বড়ায়ি কালিনী নই কূলে।
কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি এ গোঠ গোকুলে ॥
আকুল শরীর মোর বেআকুল মন।
বাঁশীর শবদেঁ মো আউলাইলোঁ রান্ধন ॥ ১ ॥
কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি সে না কোন জনা।
দাসী হআঁ তার পাএ নিশিবোঁ আপনা ॥ ধ্রু ॥
কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি চিত্তের হরিষে।
তার পাএ বড়ায়ি মোঁ কৈলোঁ কোণ দোষে ॥
আঝর ঝরএ মোর নয়নের পাণী।
বাঁশীর শবদেঁ বড়ায়ি হারায়িলোঁ পরাণী ॥ ২ ॥
আকুল করিতেঁ কিবা আহ্মার মন।
বাজাএ সুসর বাঁশী নান্দের নন্দন ॥
পাখি নহোঁ তার ঠাই উড়ী পড়ি জাওঁ।
মেদনী বিদার দেউ পসিআঁ লুকাওঁ ॥ ৩ ॥
বন পোড়ে আগ বড়ায়ি জগজনে জাণী।
মোর মন পোড়ে যেহ্ন কুম্ভারের পণী ॥
আন্তর সুখাএ মোর কাহ্ন অভিলাসে।
বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

শ্রীরাগঃ ॥ ক্রীড়া ॥

নিশম্য কৃষ্ণবচনং স্মরজ্বরভরাতুরা।
যমুনা[১৭০।১]তীরমাগত্য রাধাহ জরতীমিদম্ ॥

সুসর বাঁশীর নাদ সুণী আইলোঁ
মো যমুনাতীরে।
শোভন কলসী করে ধরিআঁ
প[া]রিলোঁ যমুনানীরে ॥
বড়ায়ি ল।
বাঁশীর নাদ না শুণী এবেঁ
কাহ্ন গেলা কিবা দূরে।
প্রাণ বেআকুল ভৈল এবেঁ
ক্রিমনে জায়িবোঁ ঘরে ॥ ১ ॥
বড়ায়ি ল।
তোহ্মে কি দেখিলেঁ জায়িতেঁ পথে।
কাল কাহ্নাঞিঁ চাঁচর কেশে
কুসুম শোভিত মাথে ॥ ধ্রু ॥
আহোনিশি মো আন না জাণো
এত দুখ কহিবোঁ কাএ।
কাহ্নের ভাবেঁ চিত্ত বেআকুল
লাজে মোঁ না কান্দো রাএ ॥
যমুনাতীরে কদমের তলে
কাহ্ন মোরে দিলে কোলে।
তাহা সুঁঅরিআঁ বিকলী ভৈলোঁ
কাহ্ন বিসরিল[১] ভোলে ॥ ২ ॥
চারি দিগেঁ তরু পুষ্প মুকুলিল
বহে বসন্তের বাএ।
আম্বডালে বসী কুয়িলী কুহুলে
লাগে বিষবাণঘাএ ॥
চান্দ ধুরুজের ভেদ না জাণো
চন্দন শরীর তাএ।
কাহ্ন বিণি মোর এবেঁ এক খন
এক কুল যুগ ভাএ ॥ ৩ ॥

---

১ রাধা' জোড়াপাঠে।

১ পুথিতে বিরসিল'।

বাঁশীর শবদেঁ প্রাণ হরি[১৭০।২]আঁ
কাহ্নু গেলা কোণ দিশে।
তা বিণি সকল আন্তর দহে
যেন বেআপিল বীষে॥
এবেঁ আণিআঁ দেহ নান্দের নন্দন
পুরত আহ্মার আশে।
বাসলীচরণ শিরে বন্দিআঁ
গাইল [বড়ু] চণ্ডীদাসে॥ ৪॥

শ্রীরাগঃ॥ যতিঃ॥

এবেঁ বুঢ়[১] নয়নে মো না দেখোঁ সুন্দরী।
কথাঁ গেলেঁ পায়িব আহ্মে শ্রীকৃষ্ণ হরী॥
হেনক উপায় মোক বোল চন্দ্রাবলী।
তবেঁ মো তোহ্মাক আণি দিবোঁ বনমালী॥ ১॥
যত কিছু বুয়িলেঁ মোর পরাণনাতিনী।
বড় দুখ উপজিল মণে তাক সুণী॥ ধ্রু॥
যমুনা নদীতে মো কেমনে হৈবোঁ পার।
ঘড়িআল কুম্ভীর তাহাত আপার॥
শকতিএঁ পার হয়িলা চন্দ্রাবলী রাণী।
তথাঁ বা কেমনে পায়িব দেব[২] চক্রপাণী॥ ২॥
সেহি বৃন্দাবন মাহা ঘোর ভয়ঙ্কর।
বাঘ ভালুক তাএ বসে বিথর॥
তাহার আগত রাধা এড়ায়ি কেমনে।
হেনক উপায় তোহ্মে কহ মোর থানে॥ ৩॥
ভরি[১৭১।১]ল যমুনাত তোহ্মা কৈল পার।
তোহ্মা হেতু কান্ধে বহিল দধিভার॥
তভোঁ তোর ভালমতেঁ না পুরিল আশ।
বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাস॥ ৪॥

কোড়ারাগঃ॥ রূপকং॥

আইস ল বড়ায়ি মোর[৩] রাখহ পরাণ।
সহিতেঁ না পারোঁ মদন পাঁচ বাণ॥

১ পুথিতে 'বড়'। ২ 'দেব' ভোলা পাঠে। ৩ 'মোর' ভোলা পাঠে।

সরস বসন্ত ঋতু কোকিল রাএ।
আধিক বিরহশিখি হৃদএ জলএ॥ ১॥
কি বুধি করিবোঁ বড়ায়ি বোলহ এখন।
যে বুধি করিলেঁ রহে আহ্মার জীবন॥ ধ্রু॥
বোলে চন্দন চাঁদ আতি সুশীতল।
আহ্মার মনত ভাএ যেহেন গরল॥
নব কিশলয় ভৈল দহন সমান।
ঘাঅত উপরে ঘাঅ বাঁশীর সান॥ ২॥
নানা তরু লতা বন ঘোর আন্ধকার।
বৃন্দাবন চল বড়ায়ি ত্রিভুবনে সার॥
ধরণ না জাএ বড়ায়ি আহ্মার যৌবন।
প্রাণ রাখ আণি দেহ নান্দের নন্দন॥ ৩॥
আহ্মার বচন শুণ তোহ্মে বড়ি মা।
না জাণ কেম[১৭১।২]ণ করে আহ্মার গা॥
বিণি কাহ্নে চঞ্চল আহ্মার জীবন।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণ॥ ৪॥

রামগিরীরাগঃ॥ যতিঃ॥

আষাঢ় শ্রাবণ মাসে মেঘ বরিষে যেহ্ন
ঝরএ নয়নের পাণী।
আল বড়ায়ি।
সংপুটে প্রণাম করি বুইলোঁ সব সখিজনে
কেহো নান্দে কাহ্নাঞিঁকে আণী॥ ১॥
আল বড়ায়ি চাহা চাহা।
কোণ দিগেঁ মোহারী বাজে॥ ধ্রু॥
রূপস দেখিএ যথাঁ নানা ফুল ফল গড়া
সেই সে কাহ্নাঞিঁর দেশ।
নান্দের নন্দন কাহ্নু ... ...
সোঁঅরিতেঁ পাঞর শেষ॥ ২॥
কাহ্নাঞিঁ বিহাণে মোর ... সকল সংসার ভৈল
দশ দিগ লাগে মোর শূন।
আঞ্চলের সোনা মোর কে না হরি লআঁ গেল
কিবা তার কৈলোঁ অগুণ॥ ৩॥

তোহ্মার আগত সতেঁ্য বুয়িলোঁ বড়ায়ি
তোর বোল না করিবোঁ আনে।
আণিআঁ কাহ্নাঞিঁ দেহ বড়ু চণ্ডীদাস গাএ
বন্দিআঁ বাসলীচরণে ॥ ৪ ॥

[১৭২।১] গুজ্জরীরাগঃ ॥ যতিঃ ॥

উত্তম গোআলকুলে আহ্মার জরম।
তোহ্মাকে জুগত নহে এ সব করম ॥
দুচারিণী যার মা তার হেন গতী।
সেসি পর পুরুষের বাঞ্ছএ সুরতী ॥ ১ ॥
সুণহ নাতিনী তোক কিছু নাহিঁ বুধী।
কথাঁ গিআঁ পাইব আহ্মে কাহ্নাঞিঁর সুধী ॥ ধ্রু ॥
এ সব কামত যেবা উপসন্ন হএ।
পাপ বেআপিত সে ধরম করে খএ ॥
আপণা চিহ্নিআঁ থাক আইহনের[১] রাণী।
লোকেঁ জণি সুণে তোর এ সব কাহিণী ॥ ২ ॥
শিশু হয়িতেঁ জাণো তোর মাএর চরীত।
তার ঝিউ হআঁ তোর কেহ্নে হেন চীত ॥
পুরুবে যেঁ কাজ হৈল সে ভৈল গুপতে।
এবেঁ তোর মন তাক বেকত করিতেঁ ॥ ৩ ॥
সুণহ সুন্দরি তোহ্মে আইহনের দাসী।
এ সব করমে কেহ্নে ভয় না বাসসী ॥
হেন কাম করিলেঁ নাসিবোঁ তোর পাশে।
বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

রামগিরীরাগঃ [১৭২।২] ॥ রূপকং ॥

মো জে সখি সব সঙ্গে করিবোঁ।
মাহ্লী মালতী ফুল গাথিবোঁ।
দূতা তোক লয়িআঁ কাহ্নের মুখ দেখিবোঁ ॥
খাট পালঙ্ক গঢ়ায়িবোঁ।
আল সুবন্নে মঢ়ায়িবোঁ।
কাহ্নাঞিঁ লইআঁ রতিএঁ পোহাইবোঁ ॥
এবেঁ শুণিআঁ বাঁশীর ধুনী।
আল মরিবোঁ জালী আগুণী।
কাহ্নের সকল দোষ খণ্ডিবোঁ আপুণী ॥
তোরে মো না এড়িবোঁ দূতী ল।
বোলহ কাহ্নেরে রাধাক দেউ সমতী ল ॥ ধ্রু ॥
মো জে সখি সব সঙ্গে করিবোঁ।
মাহ্লী মালতী ফুল গাথিবোঁ।
দূতা তোক লয়িআঁ কাহ্নের মুখ দেখিবোঁ ॥
মো জে কস্তুরী কপুর খাইবোঁ।
কিশলয় শয়ন বিছাইবোঁ।
কাহ্নু আলিঙ্গিআঁ সকল দেহ জুড়ায়িবোঁ ॥
তার বাঁশীর শবদ শুণী।
পরাণ জাএ মোর শুণী।
সুণ তোঁ দূতা আণি দেহ চক্রপাণী ॥
দেবের বর যদি পাওঁ।
এখনে তবেঁ পাখি হওঁ।
আপণে উড়িআঁ কাহ্নের ঠায়ি জাওঁ ॥ ৩ ॥
সে [১৭৩।১] গোবিন্দ গোপনন্দনে।
মোর কুচযুগের চন্দনে।
সব সখি লআঁ তার করিবোঁ বন্দনে ॥
আন বড়ায়ি কাহ্নু মোর থানে।
সঙ্গে জাইউ বৃন্দাবনে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণে ॥ ৪ ॥

ধানুষীরাগঃ ॥ একতালী[১] ॥

আল রাধা।
কিসক মরিতেঁ চাহ তোহ্মে।
চাহিআঁ কাহ্নাঞিঁ আণি[২] দিব আহ্মে ॥ ল ॥
বুঝাইআঁ বুলিবোঁ তারে বাণী।
যেহ্ন সে আইসে চক্রপাণী ॥ ল ॥ ১ ॥

১ আইহনের', র' তোলা পাঠে।

১ একতালী' তোলা পাঠে। ২ আণি'র পর আঁ' কাটা।

আল রাধা ।
বৃন্দাবনে কাহ্নাঞিঁ [আণি]বোঁ ।
তোর সঙ্গে সুরতী করায়িবোঁ ॥ ল ॥ ধ্রু ॥
যত দুখ দেখিলোঁ তোহ্মারে ।
একেঁ একেঁ কহিবোঁ কাহ্নেরে ॥
আবসি সোঁঅরি তোর নেহে ।
কাহ্নাঞিঁ আসিব কুঞ্জগেহে ॥ ২ ॥
যত কিছু বসে তোর মণে ।
নিবেদিহ কাহ্নের থানে ॥
তবেঁ তোক না ছাড়িব কাহ্নে ।
সরূপেঁ বুইলোঁ তোর থানে ॥ ৩ ॥
হেন বেলে মাঝ বৃন্দাবনে ।
কাহ্নাঞিঁ বাঁশীত দিল সানে ॥
সুণী রাধা পাইল হরিষে ।
গাইল বড়ু চণ্ডীদা[১৭৩।২]সে ॥ ৪ ॥

দেশাগরাগঃ ॥ ক্রীড়া ॥ লগনী ॥ দণ্ডকঃ ॥

বংশীনিনাদতরলা তরলাঞ্চললোচনা ।
জগাদ রুচিরং রাধা ভারতীং জরতীং প্রতি ॥

বড়ায়ি ।
হাথে ভাণ্ড মাথে করী চান্দ
চন্দন চৰ্চ্চিত গাএ ।
যমুনার তীরে কদমের তলে
কে না বাঁশী বোলাএ ॥ ১ ॥
রাধা ।
পাএ মগর খাড়ু হাথে বলয়া
মাথে ঘোড়াচুলা ।
ধুলাএ ধুসর নীল কলেবর
সেই সে নান্দের বালা ॥ ২ ॥
তোর সঙ্গে বড়ায়ি মথুরাক জাইএ
তোর সঙ্গে নিতি আসী ।
গোকুলত থাকে বাছাক রাখে
কথাঁ পাইলে হেন বাঁশী ॥ ৩ ॥

রাধা তোঞঁ মুগধী [আবালী] গোআলী
না জাণ কাহ্নের শুধী ।
তোহোর আন্তরে চতুর কাহ্নাঞিঁ
পাতএ আশেষ বুধী ॥ ৪ ॥
আতি মনোহর বাজাএ সুসর
সুণিআঁ পরাণ জাএ ।
কিরূপ বাঁশী বোল বড়ায়ি
কেমণে তাক বাজাএ ॥ ৫ ॥
বাঁশীর বিন্দত মুখ সংযোজিআঁ
সপত সর বাজাএ ।
নাগর শেখর নান্দের সু[১৭৪।১]ন্দর
বড়ু চণ্ডীদাস গাএ ॥ ৬ ॥

কোড়ারাগঃ ॥ লঘুশেখরঃ ॥

এতাং শ্রুত্বা রূপসরোহংসী বংশীকথামথ ।
জগাদ রাধা মধুরাং ভারতীং জরতীং প্রতি ॥

ঘরেত বাহির হইআঁ নাগর কাহ্নাঞিঁ
কোণ দিগেঁ সাঁর নীসারে ।
বাঁশীর শবদেঁ চিত্ত বেআকুল বড়ায়ি
জাইবোঁ তার আনুসারে ॥ ১ ॥
দুখ বাঁশীর শবদেঁ গো বড়ায়ি ।
ঘোলে ঘরত মাথানি না বুলে ॥ ধ্রু ॥
বৃন্দাবন পসিআঁ সুন্দর কাহ্নাঞিঁ
বাঁশী বাএ সুললিত ছান্দে ।
হার কঙ্কন বড়ায়ি সব তেআগিবোঁ
সুণী তাক বুক কেবা বান্ধে ॥ ২ ॥
চলি জাইতেঁ চাহোঁ বড়ায়ি পাঅ নাহিঁ চলে
হারায়িলোঁ সখিজন সঙ্গে ।
এবেঁ বাঁশীনাদ সুণী দেহ কাহ্ন আণী
গাইল চণ্ডীদাস বাসলীচরণে ॥ ৩ ॥

গুজ্জরীরাগঃ ॥ রূপকং ॥

রাধয়া প্রেরিতা বৃন্দা হরেরন্বেষণং প্রতি ।
ইদং জগাদ বচনং রাধিকামাধিকাতরাম্ ॥

খনে বসী[১৭৪।২]থাকে কাহ্নাঞি যুমনার¹ তীরে ।
গেণ্ডুআ খেলাএ খনে গোকুল ভিতরে ॥ ১ ॥
কথাঁ গিআঁ চন্দ্রাবলী চাহিব কাহ্নাঞিঁ ।
সরূপ করিআঁ বোল আহ্মার ঠাই ॥ ধ্রু ॥
খণে বৃন্দাবনে খনে বাঁশী বোলায়িতেঁ ।
নিশ্চল বোলহ লাগ পাইব কেনমতেঁ ॥ ২ ॥
হারা উদ্দেশে কত বেড়ায়িব আহ্মে ।
বুঢ়া মানুষক দয়া না করহ তোহ্মে ॥ ৩ ॥
কাকুতী করিআঁ বোলোঁ খেমা কর মনে ।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণে ॥ ৪ ॥

রামগিরীরাগঃ ॥ আঠতালা ॥

কাল কোকিল রএ কাল বৃন্দাবনে ।
এবেঁ কাল হৈল মোকে নান্দের নন্দনে ॥
প্রাণ আকুল ভৈল বাঁশীর নাদে ।
এবেঁ আসিআঁ কাহ্নাঞিঁ দরশন নাঁদে ॥ ১ ॥
আহ্মা উপেখিআঁ গেলা নান্দের নন্দন ।
তাহাত মজিল চিত না জাএ ধরণ ॥ ধ্রু ॥
আগর চন্দনে বড়ায়ি শরীর লেপিআঁ ।
কেলি কৈল যেই [১৭৫।১] বৃন্দাবনত পসিআঁ ॥
নাগর কাহ্নাঞিঁ সমে বিবিধ বিধানে ।
এবেঁ লআঁ চল বড়ায়ি সেই বৃন্দাবনে ॥ ২ ॥
বড়ার বৌহারী আহ্মে বড়ার ঝী ।
কাহ্নু বিনি মোর রূপ যৌবনে কী ॥
এ রূপ যৌবন লআঁ কথাঁ মোএঁ জাওঁ ।
মেদনী বিদার দেউ পসিআঁ লুকাওঁ ॥ ৩ ॥
মন্দ পবন বহে কালিনী নইতীরে ।
কাহ্নাঞিঁ সোঁঅরী মোর চিত নহে থীরে ॥
এবেঁ আকুল কৈলে মোরে নান্দের নন্দ[নে] ।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণে ॥ ৪ ॥

মালবরাগঃ ॥ রূপকং ॥

যবেঁ আহ্মা দিআঁ কাহ্নাঞিঁ পাঠায়িলে তাম্বুল ।
তখন কি বুঝিআঁ না কৈলেঁ আণুকুল ॥ ১ ॥
পুনরপি কান্ধে বহিলেঁ দধিভার ।
তবেঁ কেহ্নে না পালিলে বচন তাহার ॥ ২ ॥
যখন শরতরৌদে ধরিলেক ছাতী ।
তখন বোলায়িলেঁ রাধা আপণাক সতী ॥ ৩ ॥
তোহ্মা সমে করিব যমুনাজলে কেলী ।
হেন বুঝী কালীয় দ[১৭৫।২]লিল বনমালী ॥ ৪ ॥
নানা ফুল আরোপিল নির্ম্মিল বৃন্দাবন ।
তোহ্মার বিলাস হেতু নান্দের নন্দন ॥ ৫ ॥
তোহ্মাত লাগিআঁ এত কৈল দামোদরে ।
তভোঁ তাক দোষ দেসি তোঞ্ঁ বারে বারে ॥ ৬ ॥
এখন বোলহ রাধা আহ্মার মরন ।
এবেঁ কথাঁ পাইব আহ্মে নান্দের নন্দন ॥ ৭ ॥
মোর বোল শুন রাহী ছাড় তার আশ ।
বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাস ॥ ৮ ॥

কোড়ারাগঃ ॥ একতালী ॥

সুসর বাঁশীর নাদ শুণিআঁ বড়ায়ি
রান্ধিলোঁ যে সুনহ কাহিনী ।
আম্বল ব্যঞ্জনে মো বেশোআর দিলোঁ
সাকে দিলোঁ কানাসোআঁ পাণী ॥ ১ ॥
রান্ধনের জুতী হারায়িলোঁ বড়ায়ি
সুণিআঁ বাঁশীর নাদে ॥ ধ্রু ॥
নান্দের নান্দন কাহ্নু আড়বাঁশী বাএ
যেন রএ পাঞ্জরের শুআ ।
তা সুণিআঁ ঘৃতে মো পরলা বুলিআঁ
ভাজিলোঁ এ কাঁচা গুআ ॥ ২ ॥
সেইত বাঁশীর না[১৭৬।১]দ সুণিআঁ বড়ায়ি
চিত্ত মোর ভৈল আকুল ।
ছৌলঙ্গ চিপিআঁ নিমঝোলে থেপিলোঁ
বিনি জলেঁ চড়াইলোঁ চাউল ॥ ৩ ॥

১ পুথিতে যমুনীর'।

যমুনার তীরে কদম তরুতলে
তহি বসি কাহ্নু বাএ বাঁশে।
তাক আণিআঁ বড়ায়ি রাখহ পরাণ
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

গুজ্জরীরাগঃ ॥ রূপকং ॥

আজি ভাল না শুনো মো তোহ্মার বচন।
আপণার গুণ কহ আউলাআঁ রান্ধন ॥ ১ ॥
আপণার সুখে কাহ্নাঞিঁ ভ্রমে বৃন্দাবনে।
লাজ না বাস বুলিতেঁ হেন বচনে ॥ ধ্রু ॥
তাহাক আণিতেঁ তোহ্মে নাম্বায়িলেঁ আম্বলে।
ছোলঙ্গ চিপিআঁ রস দিলেঁ নিমঝোলে ॥ ২ ॥
চল চাহা গিআঁ রাধা বৃন্দাবন পাশে।
তথাঁ কাহ্নাঞিঁ [বসে] গাইল চণ্ডীদাসে ॥ ৩ ॥

কোড়ারাগঃ ॥ রূপকং ॥

নিধায় কলসং কুক্ষৌ বৃদ্ধয়া সহ রাধিকা।
জগাম যমুনাতীরং কৃষ্ণান্বেষণতৎপরা ॥

কাখেত কলসী বড়ায়ি জাওঁ ধীরে ধীরে।
চতুর্দ্দিশ চাহোঁ বড়ায়ি যমুনার তীরে ॥
বাঁশীনা[১৭৬।২]দ সুণী কাহ্ন দেখিতে না পাওঁ।
মেদনী বিদার দেউ পসিঞাঁ লুকাওঁ ॥ ল ॥১ ॥
চাহা চাহা আল বড়ায়ি যমুনাক তীরে।
বাঁশীর শবদেঁ প্রাণ কেহ্ন জনি করে ল ॥ ধ্রু ॥
শীতল মনোহর বাঁশী[১] কে না বাএ।
ডালত বসিঞাঁ যেহ্ন কুয়িলী কাঢ়ে রাএ ॥
উল্লসিত হইলো বড়ায়ি তার নাদ সুণী।
না পায়িঞাঁ কাহ্নাঞিঁ বড়ায়ি তেজিবোঁ পরাণী ॥ ২ ॥
যমুনার তীরে বড়াই[২] কদমের তলে।
পূর্ণ ঘট পাতী বড়ায়ি চাহিত মঙ্গলে ॥
মঙ্গল পায়িলে হয়ে চিত্তের সোআথে।
তবেসি মেলিব এথাঁ প্রিয় জগন্নাথে ॥ ৩ ॥
এবে মঙ্গল চাহীঞাঁ দেখিলোঁ বড়ায়ি।
কাহ্নাঞিঁ পায়িবাক তাত এক চিহ্ন নাহী ॥
এখণ বড়ায়ি মোরে বোলহ উপাএ।
বাসলী শিরে বন্দী চণ্ডীদাস গাএ ॥ ৪ ॥

গুজ্জরীরাগঃ ॥ যতিঃ ॥

অনেক প্রকারে চাহিল বৃন্দাব[ ]ন।
কথাহো না পায়িল কাহ্নের দরশনে ॥
আজি সুন্দরী রাধা চলি জায়ি ঘর।
এবে মন নিবারি মোহোর বোল ধর ॥ ১ ॥
এখণ আর কিছু উপায় নাহী।
কালী প[১৭৭।১]রভাতে আসি চাহিবকাহ্নাঞিঁ ॥ধ্রু॥
বিহাণ আইলাহোঁ হৈল সাঁঝ উপসন।
গোঠে হৈতেঁ ঘর আজি আসিআঁ আইহন ॥
তোহ্মাক না দেখিআঁ রোষিব আহ্মারে।
না জাণোঁ আয়র কিবা করএ আহ্মারে ॥ ২ ॥
কোপছলেঁ পরিখে তোহ্মার মতি কাহ্নে।
এখন[১] পায়িবাক তাক না কর যতনে ॥
বিরহেঁ বিকল হআঁ তোহ্মার থানে।
আপণে মেলিব আসি নাগর কাহ্নে ॥ ৩ ॥
আহ্মাত আধিক তোর কে করিবে হিত।
সব খন তোর কাজে জাগে মোর চিত ॥
হেন বুলী বড়ায়ি লয়িআঁ গেলী ঘর।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীবর ॥ ৪ ॥

ভৈরবীরাগঃ ॥ যতিঃ ॥

প্রথম পহরে গোআল [illegible]
আচম্বিত বাঁশীধ্বনী করিল গোবিন্দ ॥

১ শুথিতে বাশী'। ২ বড়াই' তোলা পাঠে।

১ এখন', এ' তোলাপাঠে।

উত্তরলী হয়িলী রাহী বাঁশীর নাদে।
বিরহেঁ বিকলী হঞাঁ গোআলিনী কান্দে ॥ ১ ॥
শ্রীনন্দনন্দন[১] গোবিন্দ হে।
অনাথী নারীক সঙ্গে নে ॥ ধ্রু ॥
দু[১৭৭।২]অজ পহরে নিন্দে আকুল আইহন।
নাছে গিআঁ চাহে রাহী নান্দের নন্দন ॥
চারি পাশ চাহে রাহী চমকিত মনে।
কথাঁহো না পায়িল কাহ্নের দরশনে ॥ ২ ॥
তিঅজ পহর রাতী কোকিল রএ।
বেআকুলী গোআলিনী মনত গুণএ ॥
এভোঁ নাইল সে ত নান্দের পূত।
কোকিলের নাদ মোকে যেহ্ন যমদূত ॥ ৩ ॥
চৌঠ পহরে গুণিআঁ পাঁচ সাতে।
বিরহেঁ মুরুছা গেলী রাধিকা প্রভাতে ॥
মুখ জল দিআঁ বড়ায়ি করায়িল চেতন।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণ ॥ ৪ ॥

রামগিরীরাগঃ ॥ একতালী ॥ দণ্ডকঃ ॥ লগনী ॥

অথ রাধাং পুরো বীক্ষ্য স্মরজ্বরভরাতুরাং।
চতুরা জরতী প্রাহ যমুনাগমনং প্রতি ॥

সুণহ সুন্দরী রাধা বচন আহ্মার।
যমুনাক যাই ছলে পাণী আণিবার ॥ ১ ॥
তোহ্মার বচনে যমুনাক আহ্মে জাইব।
তথাঁ গেলেঁ কেমনে কাহ্নাঞিঁর লাগ পাইব ॥ ২ ॥
তথাঁ বাঁশী চোরায়িতেঁ করিউ য[১৭৮।১]তনে।
যমুনার তীরে সব খন থাকে কাহ্নে ॥ ৩ ॥
তার বাঁশী নিলেঁ হিত কি হয়িব মোর।
সরূপ করিআঁ কহ পাএ ধোরোঁ তোর ॥ ৪ ॥
বাঁশীত লাগিআঁ তোকে নান্দের নন্দন।
আপুণী বুলিব আসী কাকুতীবচন ॥ ৫ ॥
কদমের তলে যবেঁ কাহ্ন থাকে বসী।
তবেঁ তার কেনমতেঁ চোরায়িব বাঁশী ॥ ৬ ॥
নিন্দাউলী মন্ত্রে তাক[১] নিন্দাইব আহ্মি।
তবেঁ তার বাঁশী লঞা ঘর জাইহ তুহ্মি ॥ ৭ ॥
কেহো যবেঁ বাঁশী হাথে দেখিব আহ্মারে।
তবেঁ তাক সম্বোধিব কমণ উত্তরে ॥ ৮ ॥
বাঁশীগুটি থুইহ তোহ্মে কলসে ভীতর।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীবর ॥ ৯ ॥

পাহাড়ীআরাগঃ ॥ ক্রীড়া ॥

গত্বা রাধাযুতা বৃদ্ধা মাধবং যামুনে তটে।
নিদ্রালুং বিদধে মন্ত্রৈর্বংশাপহরণাশয়া ॥

যমুনার তীরে কদম তরুতলে
বাঅ বহে সুশীতলে।
তথাঁ বশিআঁ সে দেবরাজ
পূরিল বাঁশীত শরে ॥
নিদ্রাহো আসিআঁ চাপিল [১৭৮।২] কাহ্নে
তেঁসি না গেলা ঘরে।
নব কিশলয় শয়নে সুতিল
বাঁশীত দিআঁ সিঅরে ॥ ১ ॥
আল।
কাহ্ন নিন্দ গেলা হেলে।
দৈব নিবন্ধন খণ্ডন না জাএ
বাঁশী হারায়িল ভোলে ॥ ধ্রু ॥
সকল সখিগনে যমুনাক গেলা
আণিবারেঁ পাণী।
কদম তলাত নিন্দ গেল কৃষ্ণ
দেখিল আইহনরাণী ॥
ধীরে ধীরে তার নিকট গিআঁ
বাঁশী চোরায়িআঁ সত্বরে।
কাখের কুম্ভত ভিতর থুয়িআঁ
রাধা লড়িলা ঘরে ॥ ২ ॥
ঘরত গিআঁ সে চন্দ্রাবলী
ভূমিত থুয়িআঁ কলসী।

---

১ পুথিতে শ্রীরঘুনন্দন'।

১ পুথিতে থাক'।

উল্লসিত মনে বাহির করিআঁ
পুণি পুণি চাহে বাঁশী ॥
পাছে লুকায়িল রাধিকা বাঁশী
যথাঁ নাহিঁ জাএ আনে ।
মনত গুণিআঁ সার কৈল
আর নাহিঁ দিব কাহ্নে ॥ ৩ ॥
নিদ্রা ভাঙ্গিআঁ সত্বর হয়িআঁ
কাহ্নাঞিঁ তুলীল গাএ ।
চারি পাশ চাহী বাঁশী না পায়িআঁ
কাঢ়িলান্ত দীর্ঘ রাএ ॥
বেআকুল হয়ি বড়ায়ি দেখিআঁ
বিলপিলা শ্রীনিবাসে ।
বাসলীচর[১৭৯।১]ণ শিরে বন্দিআঁ
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

কোড়ারাগঃ ॥ যতিঃ ॥

আনেক যতন করি আলোচিআঁ কাজে ।
বাঁশী নির্ম্মিল আহ্মে গোকুলসমাজে ॥
শোভে রতনজড়িত বাঁশী আহ্মারে ।
নাদে মোহো জাএ সকল সংসারে ॥ ল ॥ ১ ॥
বাঁশী হারায়িলোঁ বড়ায়ি ল
আল গোকুলে আসিআঁ ।
হাকান্দ করুণা করোঁ ভূমিত লোটায়িআঁ ॥ ধ্রু ॥
এবেঁ কে না নীল মোহন বাঁশে ।
মুকুতার ঝারা পাটথোপ দুই পাশে ।
থঞ্চিল তুথি সোনার পাতা ।
সুরপতী জাণে মোর বাঁশীর বারতা ॥ ২ ॥
বাঁশী হারায়িআঁ কাহ্ন মনে খেদ করে ।
তাহাক চাহিআঁ কাহ্ন বুলে ঘরে ঘরে ॥
মাথাত হাথ দিআঁ কান্দন্তি গদাধরে ।
তাহাক শুণিআঁ রাধা পায়িল বড় ডরে ॥ ৩ ॥
মণত গুণিআঁ পাছে দেব চক্রপাণী ।
দুঈ হাথে মুছিলান্ত নয়নের পাণী ॥
তবেঁ সবে কহিলা[১৭৯।২]ন্ত বড়ায়ির থানে ।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণে ॥ ৪ ॥

মল্লাররাগঃ ॥ রূপকং ॥

না কান্দ না কান্দ কাহ্নাঞিঁ সুণহ বচনে ।
কাতর কিকে হয় কমললোচনে ॥
আযাত্রাএঁ গোকুল কইলেঁ গমনে ।
শিয়রত বাঁশী হারায়িল তেকারণে ॥ ১ ॥
সুণহ সুণহ কাহ্ন না কর আতোষে ।
আহ্মে সব কহিআঁ দিব বাঁশীর উদ্দেশে ॥ ধ্রু ॥
আহ্মার বচনে তোহ্মে কর অবধান ।
গোপীকুলের তোহ্মে কৈলেঁ আপমান ॥
তেকারণে এবেঁ আহ্মে করি আনুমান ।
তেঁ সহ্মে চোরায়িল বাঁশী তোর কাহ্ন ॥ ২ ॥
বাঁশীর উদ্দেশ তোক কহিল মুরারী ।
গোপী মাঝেঁ বাঁশী তোর কেহো কৈল চুরী ॥
ষোল শত যুবতীক কর যোড় হাথ ।
তবেঁ বাঁশী পায়িবেঁ শুন জগন্নাথ ॥ ৩ ॥
যোড়হাথে কাকুতী কৈল বনমালী ।
তা দেখিআঁ ঈসত হাসিলী চন্দ্রাবলী ॥
বুঝিআঁ রাধাক বাঁশী মাঙ্গিল কাহ্নে ।
গাইল বড়ু চণ্ডীদা[১৮০।১]স বাসলীগণে ॥ ৪ ॥

বেলাবলীরাগঃ ॥ রূপকং ॥

আহ্মার বাঁশীর শবদেঁ ল ।
আল হের রাধা
খণ্ডএ সকল আপদে ।
আল রাধে জার ধ্বনী সরগদুআরে ॥ ল ॥ ১ ॥
মোরে বাঁশীগুটি দিআঁ মেণ দাণে ।
আল হে রাধা
বারেক রাখহ সম্মানে ল ॥ ধ্রু ॥
বাঁশী পাইল হর গৌরী বরে ।
দেখিতেঁ আতি মনোহরে ।
যার নাদেঁ গোকুল রহে ॥ ২ ॥

স্থণ তোঁ আইহনের গোআলী।
আকুল না কর বনমালী॥
বাঁশী দেহ তেজিআঁ জঞ্জালে।
হের তোর ধরিলোঁ আঁচলে॥ ৩॥
স্থণী কি বুলিহে বাপ নান্দে।
বাঁশী হারায়িলোঁ মো নিন্দে॥
বাঁশী দিআঁ পুর মোর আশ।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস॥ ৪॥

ভাঠিআলীরাগঃ॥ একতালী॥

কৃষ্ণস্য বচনং শ্রুত্বা রাধিকাধিমতী সতী।
বেপমানতনুস্তন্বী জগাদ জরতীমিদং॥

ঘৃত দধি দুধে বড়ায়ি পসার সাজিলোঁ গো
বিকে জাইতেঁ মথুরা নগরী।
আঞ্চলে ধরিআঁ মোক কা[১৮০।২]হ্নাঞিঁ রহাএ গো
বোলে তোঞ বাঁশী কৈলী চুরী॥ ১॥
আল হের না জাণো বাঁশীর শুধী।
আল ল বড়ায়ি।
ছাওআল কাহ্নাঞিঁ বল করে॥ ধ্রু॥
তেজিলোঁ মো তার চীর নূপুর কঙ্কন বড়ায়ি
তেজিলোঁ মো সব আভরণে।
বারে বারে কাহ্নাঞিঁ মোকে ধিকাধিক বোলে গো
যত কিছু তোহ্মার কারণে॥ ২॥
গলাত পাথর বান্ধি দহে পইসওঁ
কিবা মরোঁ আনলে পুড়িআঁ।
তবেঁ বা মোঞঁ কাহ্নের ঝগড় এড়াওঁ
কিবা মরোঁ খরল খায়িআঁ॥ ৩॥
আহ্মার আন্তরে বড়ায়ি বোলহ কাহ্নেরে গো
চন্দ্রাবলী মাঙ্গে পরিহারে।
না কর ঝগড় বড়ু চণ্ডীদাসে গো
গাইল বাসলীবরে॥ ৪॥

বেলাবলীরাগঃ॥ একতালী॥

রাধিকাবাচমাচম্য জরত্যা প্রতিপাদিতং।
উবাচ কাতরঃ কৃষ্ণো বংশোৎপাদনহেতবে॥

মাঞঁ নিষধিল পুতা কাহ্নে ল।
না করিহ গোঠ সঘনে।
সেহো বোল না শুণিল কানে ল।
[১৮১।১] আল হের বড়ায়ি হে।
তেঁ মোর বাঁশী নিল আনে॥ হে॥ ১॥
হরি হরি।
কে না পরাণে দুখ দিল।
আল হের।
বিরহবিনোদ বাঁশী নিল হে॥ ধ্রু॥
মোর বাঁশী ত্রিভুবনে জাণী।
খিঞ্চিল মাণিকে হিরা মণী॥
বাঁশী নিআঁ রাধা নাহিঁ মানে।
সে নিল জাণো আনুমানে॥ ২॥
বাঁশী হারাইল বনমালী।
স্থণী বাপ মাঞঁ দিব গালী॥
তাক ধন দিব চক্রপাণী।
যে মোর বাঁশী দিব আনী॥ ৩॥
নাহিঁ করোঁ কিছু আপরাধা।
বাঁশী নিআঁ প্রাণে মারে রাধা॥
বোল তারে দেউ মোর বাঁশে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে॥ ৪॥

পাহাড়ীআরাগঃ॥ ক্রীড়া॥ লগনী॥ দণ্ডকঃ॥

কৃষ্ণস্য বচনং শ্রুত্বা জরত্যা প্রতিপাদিতং।
অথ রাধা নিরাবাধা পুনঃ প্রাহ গদ্গদিরং॥

বাপ নন্দ গোপ মাঅ যশোদা
জগতে বিদিত তোরে।
তার পুত্র হআঁ দেব দামোদর
মিছা চুরী দোষ মোরে॥ ১॥

এথাঞিঁ শিয়রে বাঁশী আরোপিআঁ
সুতিআঁ আছিলোঁ [১৮১।২] আহ্মি।
পাণী নিবারেঁ আসিআঁ সে
বাঁশী নিলেহেঁ তুহ্মি ॥ ২ ॥
বড়ার ঝিআরী বড়ার বৌহারী
আহ্মে আইহনের রাণী।
আহ্মে বাঁশী তোর চোরায়িল কাহ্নাঞিঁ
মুখে আন হেন বাণী ॥ ৩ ॥
আহ্মে সে তোহ্মার সকল বেভার
রাধা জাণোঁ ভালমতেঁ।
তেঁসি পুছি আহ্মে তোহ্মার থানে
বাঁশী নিলেঁ কোণ ভিতে ॥ ৪ ॥
মিছা বোল তেজ সুন্দর কাহ্নাঞিঁ
সত্য কর পরমাণে।
আহ্মে যত বড় মন্দ লোক কাহ্ন
তাক সখিজন জাণে ॥ ৫ ॥
না বোল না বোল নাগরী রাধা
মোরে হেন দুষ্ট বাণী।
এথাঞিঁ আহ্মার তোহ্মে নিহে বাঁশী
সকল লোকে ভালেঁ জাণী ॥ ৬ ॥
তেজিআঁ সংশয় কর পরতয়
কাহ্নাঞিঁ মোর বচনে।
কোণ কাজেঁ তোর বাঁশী হরিআঁ
আমান করিব আহ্মে ॥ ৭ ॥
যত আলঙ্কার বহুমূল সার
সব রাধা মোর নে।
সুবর্ণে জড়িত হিরাঞঁ রচিত
বাঁশীগুটি মোরে দে ॥ ৮ ॥
নাহিঁ বোলোঁ তোরে ক[১৮২।১]পট উত্তরে
সত্য বুঝিলোঁ দামোদরে।
মোঞঁ নাহিঁ নেওঁ তোহ্মার বাঁশী
ঝগড় না কর মোরে ॥ ৯ ॥
নটকী গোআলী ছিনারী পামরী
সত্যে ভাষ নাহিঁ তোরে।
তোঞঁ নিলী বাঁশী গাইল চণ্ডীদাস
দেবী বাসলীর বরে ॥ ১০ ॥

ভাঠিআলীরাগঃ ॥ যতিঃ ॥

কোণ আমুভ খনে পাঅ বাঢ়ায়িলোঁ।
হাঁছী জিঠী আয়র উঝঁট না মানিলোঁ ॥
শুন কলসী লই সখী আগে জাএ।
বাঞর শিআল মোর ডাহিনেঁ জাএ ॥ ১ ॥
বাঁশীত লাগিআঁ মোর কি ভৈল বড়ায়ি।
আঁখায়িল ঘাঅত বিষ জালিল কাহ্নাঞিঁ ॥ ধ্রু ॥
কথো দূর পথে মোঁ দেখিলোঁ সগুণী।
হাথে খাপর ভিখ মাঙ্গএ যোগিনী ॥
কান্ধে কুরুআঁ লআঁ তেলী আগে জাএ।
সুখান ডালত বসি কাক কাঢ়ে রাএ ॥ ২
ঘৃত দধি দুধ বড়ায়ি দহতে পেলায়িবোঁ।
যোগিনীরূপেঁ মো দেশান্তর লইবোঁ ॥
আনলকুণ্ডত কিবা তনু তেআগিবোঁ।
কাহ্নত লাগিআঁ কিবা বিষ খাই[১৮২।২]আঁ মরিবোঁ ॥ ৩ ॥
বোলওঁ সুন্দর কাহ্নাঞিঁ করিআঁ করুণে।
লোটাআঁ ভূমিত ধরী তোহ্মার চরণে ॥
কিসক কাহ্নাঞিঁ মোক দেহ হেন দোষে।
বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

আহেররাগঃ ॥ একতালী ॥

কিসক নাগরী রাধা যোড়সি কান্দনে।
তিরীকলা পাতি ভাণ্ডিবারেঁ চাহ কাহ্নে ॥
সপ্ত লাখের মোর চুরী করি বাঁশী।
না জাণো বাঁশীর সুধী আপণে বোলসী ॥ ১ ॥
আপণা চিহ্নিআঁ বাঁশী দেহ মোরে আণী।
যবেঁ তোর পরাণ না লৈব চক্রপাণী ॥ ধ্রু ॥
সব আভরণ তোর কাঢ়িআঁ লইবোঁ।
বাঁশীত লাগিআঁ তোক বান্ধিআঁ রাখিবোঁ ॥

জীবার আশ যবেঁ আছএ তোহ্মার।
ঝাট করী বাঁশীগুটী দিআর আহ্মার ॥ ২ ॥
বাঁশী পায়িলেঁ কিছু না বুলিব গদাধর।
আপণার সুখে রাধা জাইহ তোহ্মে ঘর ॥
যবেঁ বা না দিবি বাঁশী ভাণ্ডিবি আহ্মারে।
এখনী পরাণ তোর লৈবোঁ অবিচারে ॥ ৩ ॥
[১৮৩।১] আপণা চিহ্নিআঁ [রাধা] বাঁশী[১] দেহ মোরে।
নহে পাঁচ আবথা করিব আহ্মে তোহ্মারে ॥
এহা সুণী বড়ায়িতে উপজিল হাস।
বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাস ॥ ৪ ॥

দেশবরাড়ীরাগঃ ॥ আঠতালা ॥

হারায়িল তোহ্মার বাঁশী তেঁসি বড়ায়িতে হাসী
মোর বোল সুণ চক্রপাণী।
বুলী চৌর পৈসে ঘরে গিহীক সত্বর করে
হেন ছুঠ বড়ায়ির বাণী ॥ ১ ॥
কিকে কাকুতী করসি চল কাহ্নাঞিঁ
বড়ায়ি নিলে বাঁশী ॥ নাএ ॥ ধ্রু ॥
বুঢ়ী বড় আছিদরী ভাণ্ডে তোহ্মা মায়া করী
তার মন বুঝিতেঁ না পারী।
ছুঠ মন মিছ[২] দেখে আত্ম সম পর দেখে
চাহা বাঁশী তাহাক মুরারী ॥ ২ ॥
দেখি তোহ্মা আসুখ মোর মণে বড় দুখ
মো কেহ্নে হরিবোঁ তোর বাঁশী।
তোহ্মোঞিঁ বড় সিআন আপণে গুণিআঁ যান
বড়ায়ি পরক বিনাসী ॥ ৩ ॥
আহ্মার বোল পরমান তাক না করিহ আন
চল তোহ্মে বড়ায়ির পাশে।
[১৮৩।২] বাঁশীর তত্ব কহিল আহ্মে দোষ এড়ায়িল
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

দেশবরাড়ীরাগঃ ॥ আঠতালা ॥

তোঁ বড়ায়িক দেসি দোষে বড়ায়ি তোহ্মাক দোষে
সব মোর করমের ফল।
তুহাঁর কপট হাসী চোরাআঁ আহ্মার বাঁশী
রাধা মোক না কর বিকল ॥ ১ ॥
কেহ্নে আমান করসী।
আহ্মে জাণী তোহ্মে নিলেঁ বাঁশী ॥ নাএ ॥ ধ্রু ॥
তোরে বোলোঁ চন্দ্রাবলী আকুল মো বনমালী
তোহ্মে কৈল চুরী মোর বাঁশী।
কথাঁ নিআঁ বাঁশী এড়ি মিছাঞঁ দোষসি বুঢ়ী
হৃদয়ত ভয় না মানসী ॥ ২ ॥
কহ তোঁ আহ্মার থানে কিবা আছে তোর মনে
দুখ দেহ মোরে কি কারণে।
বাঁশী দেহ একবার মাণিবোঁ উপকার
এছাত না কর তোহ্মে আনে ॥ ৩ ॥
দৈবেঁ মোক নিন্দ পাইল তোহ্মে এথাঁ বাঁশী নিল
বাঁশী দেহ না কর নিরাশ।
দেবী বাসলীচরণ করী শিরে বন্দন
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস ॥ ৪ ॥

ভাঠিআলীরাগঃ ॥ রূপকং ॥

ভাদর মাসের তিথি চতুথীর রাতী।
[১৮৪।১] জল মাঝেঁ দেখিলোঁ মো কি নিশাপতী ॥
পুন্ন কলসে কিবা ভরিলোঁ হাথে।
তেকারণে বাঁশী চুরী দোষসি জগন্নাথে ॥ ১ ॥
জাণি মেণ আল বড়ায়ি কাহ্নের কাহিনী।
কলঙ্ক থুয়িল মোর বাঁশীচুরণী ॥ ধ্রু ॥
গুরুর আসনে কিবা চাপিআঁ বসিলোঁ।
জলের আখর কিবা ভুমিত লেখিলোঁ ॥
খণ্ডবিচনীর কিবা বাস তুলী লৈলোঁ গাএ।
তেকারণে কাহ্নাঞিঁ বাঁশী চুরী দোষাএ ॥ ২ ॥
চান্দ সুরুজ বাত বরুণ সাখী।
যে তোর বাঁশী নিল সে খাউ দুয়ি আখী ॥

---

১ পুথিতে বাংশী। ২ পুথিতে মিঠ'।

যবেঁ মো চুরী কৈলোঁ হঁআঁ নারী সতী।
তবেঁ কালসাপ খাইএ আজিকার রাতী ॥ ৩ ॥
এখণে আছিল বাঁশী তোহ্মার এই ঠাএ।
আগু গেলী গোআলিনী সে বা লই জাএ ॥
আহ্মে বাঁশী নাহিঁ নীএ শ্রীমধুসূদন।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণ ॥ ৪ ॥

[রা]মগিরীরাগঃ ॥ একতালী ॥ লগনী ॥ দণ্ডকঃ ॥

রাধে বৃন্দাং ভৃশং শুদ্ধাং বিমৃষ্য কৃতকৈতবাং।
বঞ্চনং কুরুষে যস্মে সর্ব্বং তদ্বিদিতং মম ॥

গাই রাখি[১৮৪।২]তেঁ নিন্দ গেলোঁ বাঁশী মাথে।
সে না বাঁশী আল রাধা নিলী কোণ ভিতে ॥ ১ ॥
নান্দের নন্দন কাহ্নাঞিঁ বোলোঁ মো তোহ্মারে।
কথাঁ বাঁশী হারায়িআঁ দোষসি আহ্মারে ॥ ২ ॥
এথাঞিঁ আছিল বাঁশী সন্ধার বিদিতে।
সে না বাঁশী রাধা মোর নিলেঁ কোণ ভিতে ॥ ৩ ॥
বিচারিআঁ চাহ মোর দধির পসারে।
কথাঁ বাঁশী হারায়িআঁ দোষসি আহ্মারে ॥ ৪ ॥
না বোল না বোল রাধা হেন দুঠবাণী।
তোহ্মে বাঁশী চোরায়িলেঁ আহ্মে ভালেঁ জাণী ॥ ৫ ॥
চান্দ সুরুজ মোর আছে তুয়ি সাথী।
আহ্মা মিছা দোষ কাহ্ন খাইবি তুঈ আথী ॥ ৬ ॥
সপ্ত লাখের মোর বাঁশী করী চুরী।
আহ্মো গালী দেহ মোরে রাধিকা নাগরী ॥ ৭ ॥
ঘৃত দুধ নঠ মোর ঘোলের পসার।
গোহারী করিবোঁ রাজা কংসের দুআর ॥ ৮ ॥
তোর কংশাসুরক নাহিঁক মোর ডরে।
হের ধরিলোঁ বলে তোহোর আঞ্চলে ॥ ৯ ॥
মি[১৮৫।১]ছা চুরীদোষ দিআঁ জাইতেঁ দেহ বাধা।
আজী কৈলি আথান্তর করিবেক রাধা ॥ ১০ ॥
বিণি বাঁশী দিলেঁ তোর নাহিক গমনে।
এহা বুঝী কর মোরে বাঁশীগুটি দানে ॥ ১১ ॥
সত্যেঁ নাহিঁ নেওঁ বাঁশী তোর গদাধর।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীবর ॥ ১২ ॥

দেশবরাড়ীরাগঃ ॥ রূপকং ॥

নিপীয় রাধাবচনং নিষেধপক্ষ্যাক্ষরং।
বংশীমুদ্দিশ্য কংসারির্ব্বিললাপ নিরন্তরং ॥

সুদ্ধ সুবর্ণে শোভিত আহ্মার বাঁশী
নাল বান্ধিল[১] তার বাহিরে।
অ প্রাণ।
সুণিআঁ কি বুলিহে বলিভদ্র ভাই
বাঁশী হারায়িলোঁ মো শিঅরে ॥ ১ ॥
অ প্রাণ ধরণ না জাএ সুন্দরি রাধে।
কে না নিল মোহন বাঁশী ॥ ধ্রু ॥
ঋগ যজু সাম আথর্ব্ব
চারী বেদ গাওঁ মো বাঁশীর সরে।
সুণী সব দেবগণে কি বুলিহে আহ্মারে
কে না নীল বাঁশী সিঅরে ॥ ২ ॥
হার কেয়ূর রাধা সব মোর নে।
বাঁশীগুটি আণী মোক দে ॥
বনমালা আভ[১৮৫।২]রণ তাহা তোক দিবোঁ।
যে বোলসি তাহাক করিবোঁ ॥ ৩ ॥
তোহ্মে মোর বাঁশী নিলেঁ সুন্দরি [রা]ধা
মোর মনে হেন পড়িহাসে[২]।
বাসলীচরণ শিরে বন্দিআঁ
আনন্ত বড়ু গাইল চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

গুজ্জরীরাগঃ ॥ রূপকং ॥

যমুনাক আইলোঁ নীতেঁ পাণী। আল।
তোর বাঁশী সুধিহো না জাণী ॥ কাহ্নাঞিঁ হে ॥
হঁআঁ তোহ্মে দেব চক্রপাণী। আল।
কেহ্নে বোল হেন দুষ্টবাণী ॥ ল কাহ্নাঞিঁ হে ॥ ১ ॥

---

১ পুথিতে বিন্ধিল'। ২ পুথিতে পড়িহাহে'।

শিঅরে হারায়িআঁ তোহ্মে বাঁশী।
মিছা কেহ্নে আহ্মারে দোষসি ॥ ল কাহ্নাঞি ॥ ধ্রু ॥
হয়িল মোর এতেক বএসে।
কেহো নাহিঁ দিল চুরীদোষে ॥
সব লোক মোরে ভালেঁ জাণে।
চুরিণী হয়িলাহোঁ তোর থানে ॥ ২ ॥
আতি রতিবেআকুল হআঁ।
কমণ তিরীক বাঁশী দিআঁ ॥
সাধিলেহেঁ আপণার কাজে।
আহ্মা কেহ্নে দোষ দেবরাজে ॥ ৩ ॥
সরূপেঁ বুয়িলোঁ মো কাহ্নাঞি।
তোর বাঁশী আহ্মে নাহিঁ পাই ॥
যাক[১৮৬।১]দিলেঁ চল তার পাশে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

কহুরাগঃ ॥ রূপকং ॥ লগনী ॥ দণ্ডকঃ ॥

সুণহ আইহনদাসী তোঁ মোর চোরায়িলি বাঁশী
তেঁসি তোর পাছে বেড়ায়িএ।
বাঁশীগুটী দেহ যবেঁ বড় পুন পাহ তবেঁ
বাঁশী পাইলেঁ সুখেঁ ঘর জাইএ ॥ আল রাধা ॥ ১ ॥
সুণহ নটক কাহ্ন কেহ্নে কর আপমান
তোর বাঁশী আহ্মে নাহিঁ নীএ।
বাঁশী যবেঁ পাইএ তবেঁ ঘসি ঘাটিএ
চারি চীর করি বা পোড়াইএ ॥ ২ ॥
সগর্গ মর্ত্য পাতালে চিন্তিআঁ চাহিলোঁ মনে
তোঁ মোর নিআঁছিস বাঁশী।
উচিতেঁ গরুঅ মনে তোঞঁ মুচুকে হাসী
তাক দেহ আইহনের দাসী ॥ ৩ ॥
পান্তরে হারাআঁ বাঁশী মোর থানে খোজসি
এহা না সহে মোর পরাণে।
হেন যবেঁ বোলে আন কাটোঁ তার নাক কান
তোহ্মা তেজোঁ ভাগিনা কারণে ॥ ৪ ॥

বাপ বসু[১৮৬।২]দেব মোর মাঅ দৈবকী ল
সব দেবেঁ আহ্মা ভালেঁ জাণে।
গোআলার ঝি তোহ্মে রাধা চন্দ্রাবলী ল
ধিক বোল মোক কি কারণে ॥ ৫ ॥
আহ্মেত আইহনদাসী আহ্মাতে চাহসি বাঁশী
সুণী তোক রোষিব কাঁশে।
তোহ্মে কাহ্ন বারেঁ বারেঁ ধিক বোল্ল মোর থানে
ফল পাইবেঁ আপণার দোষে ॥ ৬ ॥
না বোল নিঠুর বাণী আহ্মে দেব চক্রপাণী
দেহ মোরে বাঁশীর আশে।
বাসলীচরণ শিরে বন্দিআঁ ল
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥ ৭ ॥

গুজ্জরীরাগঃ ॥ যতিঃ ॥ চিত্রকং ॥ লগনী ॥

নিরাশসবনেনাহং রাধয়া বিকলীকৃতঃ।
বংশলাভায় বৃদ্ধে ত্বমুপায়ং বদ সংপ্রতি ॥

ষোল শত রাধার সঙ্গিণী। আল।
তার থান চলহ আপুণী ॥ ল কাহ্নাঞি ॥
একেঁ একেঁ কর যোড়হাথে। আল।
তবেঁ বাঁশী পাইবেঁ জগন্নাথে ॥ ল কাহ্নাঞি ॥ ১ ॥
কত কান্দ নেতে[১] মোছ লোহে। [১৮৭।১]আল।
আন্তর পোড়এ মোর নেহে ॥ ল কাহ্নাঞি ॥ ধ্রু ॥
আহ্মে হরি ত্রিভুবনে জাণী। আল।
আহ্মা লআঁ পুরাণ বাখানী ॥ ল বড়ায়ি ॥
ত্রিদশগণের আহ্মে নাথ। আল।
কেমণে করিব যোড়হাথ ॥ ল বড়ায়ি ॥ ২ ॥
এত বড় মোর আপমাণে। আল।
সুণি কি বুলিব দেবগণে ॥ [ল বড়ায়ি ॥] ধ্রু ॥
সুণ তোহ্মে নান্দের কুমার।
নিজ কাজে বিকল সংসার ॥ ল কাহ্নাঞি ॥
যোড়হাথে বুলিহ বচনে।
সুখী হইব রাধার মণে ॥ ল কাহ্নাঞি ॥ ৩ ॥

১ নেন্তে', নে' তোলাপাঠে।

কেহ্নে তোঞঁ কাজ না বুঝসি।
তণ্ডী কয়িলেঁ না পাইবেঁ বাঁশী ॥ [ল কাহ্নাঞিঁ ॥] ধ্রু ॥
যোড় হাথ করিলেঁ বড়ায়ি।
তবেঁ কি দিবেক বাঁশী রাহী ॥
পাছে জনি লোক উপহাসে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥
হের গিআঁ তোহ্মার বচনে।
হাথ যোড় করে দেব কাহ্নে ॥ ধ্রু ॥

ধানুষীরাগঃ ॥ একতালী ॥

প্রযুক্তকাকুবচনং কৃতসংঘতলং পুরঃ।
বিলোক্য মাধবং [১৮৭।২] বৃদ্ধা রাধিকামিদমাদধে ॥

মেঘ যেহ্ন আষাঢ় শ্রাবণে।
ঝরে তার পাণী নয়নে গো ॥
কান্দিআঁ মলিন কৈল মুখে।
কত তার দেখিবোঁ দুখে গো ॥ ১ ॥
বাঁশীর শোকেঁ চক্রপাণী।
এবেঁ তাক বাঁশী দেহ আনী[১] ॥ ধ্রু ॥
যোড়হাথ কৈল দেব কাহ্নে।
এবেঁ তাক বাঁশী দেহ দাণে ॥
নাহিঁ পিন্ধে উত্তম বসনে।
শরীরে দুবল ভৈল কাহ্নে ॥ ২ ॥
মোর বোল সুণ আবগাহী।
কাহ্নের পিরিতী কর রাহী ॥
দেহ বাঁশী কাহ্নের হাথে।
তুষ্ট হউ দেব জগন্নাথে ॥ ৩ ॥
যেবা রাধা আছে তোর মণে।
কাহ্নাঞিঁকে বোল সে আপণে ॥
তাক করিব কাহ্নাঞিঁ হরিষে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

গৌরীরাগঃ[১] ॥ রূপকং ॥

বৃদ্ধাবচনমাকর্ণ্য রাধা প্রাহ গদাধরং।
সাদরং সপ্রবন্ধঞ্চ পঞ্চবাণশরাতুরা ॥

বুলিতেঁ নারিএ তোর চরিতে।
খণেকেঁ তোর হএ আন চিতে ॥
এবেঁ করিলেঁ তোহ্মে যো[১৮৮।১]ড় হাথ।
কাজ বুঝিআঁ দেব জগন্নাথ ॥ ১ ॥
সরূপেঁ বোলহ বড়ায়ির থানে।
মোর বোল না করিবেঁ কি আনে ॥ ধ্রু ॥
আহ্মাক এড়িআঁ গেলা বৃন্দাবনে।
বাঁশী বাজায়িলেঁ তোহ্মে থানে থানে ॥
তাক শুণী ভৈলোঁ বেআকুলী।
তোর বিরহে প্রিয় বনমালী ॥ ২ ॥
এভোঁ কাহ্নাঞিঁ থীর কর মন।
কভোঁ না লঙ্ঘিহ মোর বচন ॥
তবেঁ মেলিবেক বাঁশী তোহ্মারে।
সরূপেঁ তোক বুইলোঁ দামোদরে ॥ ৩ ॥
কভোঁ কি না দিবে আহ্মাক:দুখে।
এহা বোল আপণ মুখে ॥
তবেঁ কহিবোঁ মো বাঁশী উদ্দেশে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

দেশাগরাগঃ ॥ রূপকং ॥

রাধিকাবাচমাচম্য প্রমোদভরমন্থরঃ।
বংশীলাভত্বরাবেশাজ্জগাদ জরতীমিদং ॥

মন দিআঁ সুণ বড়ায়ি বচন আহ্মার
সরূপ কহিবোঁ তোর থানে। বড়ায়ি গো।
যে বচন বুইল রাধা তোহ্মার [১৮৮।২] গোচরে
তাক মোঞঁ না করিবোঁ আনে ॥ বড়ায়ি গো ॥ ১ ॥
পরাণ বড়ায়ি তোহ্মে বোলহ রাধারে।
বাঁশী দিআঁ জীআউক মোরে ॥ ধ্রু ॥

১ পুথিতে 'বাঁশী দেহ বাঁশী আনী'।

১ পুথিতে শৌরীরাগঃ'।

যত কিছু করিলোঁ মোএঁ রাধার আতোষে।
তার ফল পাইলোঁ নিজ দোষে ॥
মণে গুণিআঁ এবেঁ কৈলোঁ মোএঁ সার।
না লঙ্ঘিব বচন রাধার ॥ ২ ॥
তোহ্মে জাণহ বড়ায়ি মোহোর বেভার।
অবিচল বচন আহ্মার ॥
এহা সরূপ জাণী বুঝাহ রাধারে।
বাঁশীগুটি দেউক আহ্মারে ॥ ৩ ॥
আহ্মার চরিত্র বিদিত তোর থানে।
আর তাক কেহো নাহিঁ জাণে ॥
রাধার বচন আহ্মে পালিব আবসে।
বাসলী [শিরে] বন্দী গাইল চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

রামগিরীরাগঃ ॥ বিচিত্র ॥ লগনী ॥ একতালী ॥ দণ্ডকঃ ॥

কৃষ্ণস্য বচনং শ্রুত্বা জরত্যা প্রতিপাদিতং।
মধুরং মাধবং প্রাহ রাধিকাধিমতী সতী ॥

কাহ্নাঞিঁ তোর কথা শুণী ব[১৮৯।১]ড়ায়ির মুখে।
কহিতেঁ না পারোঁ তাক যত পাইলোঁ দুখে ॥ ১ ॥
তোহ্মার বিরহে মোঁ হয়িলোঁ বেআকুলী।
তেকারণে তোর বাঁশী নিলোঁ বনমালী ॥ ২ ॥
রাধা।
বিরহে আকুলী ভৈলা আপণার দোষে।
আহ্মার বাঁশী তোঁ চোরায়িলি রোষে ॥ ৩ ॥
আহ্মার খাঁখার যবেঁ না করহ তোহ্মে।
তবেঁ কি বিরহদুখ তোক দিএ আহ্মে ॥ ৪ ॥
কাহ্নাঞিঁ।
যে কারণে খাঁখার তোহ্মার মোএঁ কৈলোঁ।
তেকারণে বিরহ আনলে পুড়ি মৈলোঁ ॥ ৫ ॥
আর কভোঁ চঞ্চল না করিহ মনে।
মোক রোষ না করিহ কাহারো বচনে ॥ ৬ ॥
তোক প্রতি মোর মণে নাহিঁ কিছু রোষে।
এহা তত্ব করী জাণী দেহ মোরে বাঁশে ॥ ৭ ॥
বাঁশী দিআঁ কর মোর মন সোআথ।
সহজেঁ তোহ্মাক সুখী হইব জগন্নাথ ॥ ৮ ॥
বিরহেঁ আকুলী যবেঁ চাহোঁ মো তোহ্মারে।
তথ[১৮৯।২]ন আসিহ তোহ্মে আতি অবিচারে ॥ ৯ ॥
হের ভালমতেঁ চাহি নেহ কাহ্নাঞিঁ বাঁশী।
আজি হৈতেঁ চন্দ্রাবলী হৈল তোর দাসী ॥ ১০ ॥
সব দোষ মরসিল তোর চন্দ্রাবলী।
আর তোর অহিত না করে বনমালী ॥ ১১ ॥
হেনমতেঁ বাঁশী পাআঁ হরষিত মণে।
কালী[নি] নইতীরে হৈতেঁ ঘর গেলা কাহ্নে ॥ ১২ ॥
পাছে রাধিকা লআঁ বড়ায়ি গেলী ঘর।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীবর ॥ ১৩ ॥

ইতি বংশীখণ্ডঃ সমাপ্তঃ ॥

অথ রাধাবিরহঃ

ইত্থং কৃষ্ণগতপ্রাণা কথঞ্চিন্নিজসদ্মনি।
নিনায় কতিচিৎকালং রাধিকা গৃহকর্ম্মণি।
হরিণীহারিনয়না চিরায় বিরহে হরেঃ।
জগাদ জরতীমেবং রাধা পঞ্চশরাতুরা॥

বিভাষরাগঃ॥ রূপকং॥ দণ্ডকঃ॥

দূতা চিরকাল ভৈল।
তভোঁ বনমালী নাইল।
তাক মো পায়িবোঁ কত কালে॥ বড়ায়ি [১৯০।১] গো॥ ১॥
সপনে দেখিলোঁ মো কাহ্নু।
চিত্তে না পড়এ আন।
তাক পাঅবোঁ কমণ পরকারে॥ ২॥
আইল চৈত মাস।
কি মোর বসতী আশ।
নিফল যৌবনভারে॥ ৩॥
বিরহে আন্তর জলে।
সুতিলোঁ কদমতলে।
আধিক আন্তর মোর পোড়ে॥ ৪॥
পরিধান নেত লাস্রী।
হাথত মোহন বাঁশী।
সে কাহ্নাঞিঁ গেলা আকাশে॥ ৫॥
সুতিলোঁ সখির বোলে।
সজল নলিনীদলে।
তাত হৈতেঁ আনল শীতলে॥ ৬॥
ডালী ভরী ফুল পানে।
মোরে পাঠায়িল কাহ্নে।
তাক মো না ছুয়িলোঁ হাথে॥ ৭॥
তাম্বুল না লৈলোঁ করে।
তোক মাইলোঁ চড়ে।
তেঁসি কাহ্নু আসুখিল মোরে॥ ৮॥
দূতী ধরোঁ তোর পাএ।
হের মোর প্রাণ জাএ।
কহ মোরে জীবন উপাএ॥ ৯॥
বহে প্রভাত সমএ।
মলয় শিয়ল বাএ।
বৃন্দাবনে কুয়িলী কাঢ়ে রাএ॥ ১০॥
সাগরসঙ্গম গিআঁ।
গাএর মাঁস কাটি[১৯০।২]আঁ।
আপণা মগর ভোজ দিআঁ॥ ১১॥
এ জম্মে বা না কয়িলোঁ ভাগ।
হারায়িলোঁ কাহ্নের লাগ।
আর তার না পায়িবোঁ লাগ॥ ১২॥
কিবা পুরুব জরমে।
খণ্ডব্রত কইল আহ্মে।
তার ফলেঁ কাহ্নাঞিঁ হারায়িলোঁ॥ ১৩॥
আণি দেহ বনমালী।
বন্দিআঁ দেবী বাসলী।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে॥ ১৪॥

বেলাবলীরাগঃ॥ কুড়ুক্কঃ॥

দেখিলোঁ প্রথম নিশী সপন সুন তোঁ বসী
সব কথা কহিআরোঁ তোহ্মারে হে।
বসিআঁ কদমতলে সে কৃষ্ণ করিল কোলে
চুম্বিল বদন আহ্মারে হে॥ ১॥
এ মোর নিফল জীবন এ বড়ায়ি ল।
সে কৃষ্ণ আনিআঁ দেহ মোরে হে॥ ধ্রু॥
লেপিআঁ তনু চন্দনে বুলিআঁ তবেঁ বচনে
আড়বাঁশী বাএ মধুরে।
চাহিল মোরে সুরতী না দিলোঁ মো আনুমতী
দেখিলোঁ মো দুঅজ পহরে॥ ২॥
তিঅজ পহর নিশী মোঞঁ কাহ্নাঞিঁর কৌলে বসী
নেহালিলোঁ[১] তাহার বদনে [১৯১।১]।

---

১ পুথিতে নেহালিলোঁ।

ঈসত বদন করী মন মোর নিল হরী
বেআকুলী ভয়িলোঁ মদনে ॥ ৩ ॥
চউঠ পহরে কাহ্ন করিল আধর পান
মোর ভৈল রতিরস আশে ।
দারুণ কোকিল নাদে ভাঁগিল আহ্মার নিন্দে
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

বিভাষরাগঃ ॥ কুড়ুক্কঃ ॥

সপনে দেখিলোঁ মো কাহ্ন । আগ বড়ায়ি ।
চিত্তে মোর না পড়ে আন ॥ কি হরি হরি ॥
হাণিল মদন পাঁচ বাণে । আগ বড়ায়ি ।
তেঁ মোর দগধ পরাণে ॥ কি হরি হরি ॥ ১ ॥
মুকুলিল কুঞ্জ নেআলী । আগ বড়ায়ি ।
আণিআর বনমালী ॥ ধ্রু ॥
দক্ষিণ ময়লা বাঅ বহে ।
না জাণো মো কেহ্ন করে গাএ ॥
ঝাঁট করী কাহ্নাঞিঁ আনাওঁ ।
রতী সুখেঁ রজনী পোহাওঁ ॥ ২ ॥
এ মোর বাহুর বলএ ।
সব খন খসিআঁ পড়এ ॥
অনমীষ নয়ন করিআঁ ।
বিকলী মো তার বাট চাহিআঁ ॥ ৩ ॥
এবেঁ মোর সংপুন বএসে ।
কিক্কে কাহ্ন করে আমরিষে ॥
ঝাঁ[১৯১।২]ট করী আনি কাহ্ন পাশে ।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

ভৈরবীরাগঃ ॥ একতালী ॥ রূপকম্বা ॥

কাহ্নের তাম্বুল রাধা দিলোঁ তোর হাথে ।
সে তাম্বুল রাধা তোঁ ভাঁগিলি মোর মাথে ॥
এবেঁ ঘুসঘুসাআঁ পোড়ে তোর মন ।
পোটলী বান্ধিআঁ রাখ নহলী যৌবন ॥ ১ ॥
পাগলী রাধা গোআলিনী গো ।
কথাঁ পাব নান্দে[র] যশোদার পো ॥ ধ্রু ॥
গন্ধ চন্দন রাধা দিলোঁ তোর গাএ ।
সে গন্ধ চন্দন মুছিলী বাম পাএ ॥
এবেঁ তোঁ গোআলিনী কি বোলসি আর ।
কাহ্ন দূর গেল বৃন্দাবনের পার ॥ ২ ॥
বিথর বুয়িলোঁ তোরে কাহ্নের আন্তরে ।
তবেঁ বাম করেঁ চড় মায়িলি মোহোরে ॥
এবেঁ কাহ্নের আন্তরে তোর প্রাণ জাএ ।
তাহাক করিব আহ্মে কমণ উপাএ ॥ ৩ ॥
আনেক কাকুতী করি তোক গোআলিনী ।
আতি উতাপঠ হৈল দেব চক্রপাণী ॥
এবেঁ নিবারিআঁ থাক আপণার মন ।
গাইল বড়ু চণ্ডীদা[১৯২।১]স বাসলীগণ ॥ ৪ ॥

ধাহ্নষীরাগঃ ॥ একতালী ॥

এ ধন যৌবন বড়ায়ি সবঈ আসার ।
ছিণ্ডিআঁ পেলাইবোঁ গজমুকুতার হার ॥
মুছিআঁ পেলায়িবোঁ [মো]য়ে সিসের সিন্দুর ।
বাহুর বলয়া মো করিবোঁ শংখচুর ॥ ১ ॥
দারুণী বড়ায়ি গো দেহ প্রাণদান ।
আপর্ণার দৈব দোষে হারায়িলোঁ কাহ্ন ॥ ধ্রু ॥
মুণ্ডিআঁ পেলাইবোঁ কেশ জাইবোঁ সাগর ।
যোগিনীরূপ ধরী লইবোঁ দেশান্তর ॥
যবেঁ কাহ্ন না মিলিহে করমের ফলে ।
হাথে তুলিআ মো খাইবোঁ গরলে ॥ ২ ॥
কাহ্ন সমে সাধিতেঁ না পায়িলোঁ রতীসিধী ।
আঞ্চলের ধন মোর হরিলেক বিধী ॥
এভোহোঁ বড়ায়ি মোর কর প্রতিকার ।
আণিআঁ দিআর মোকে কাহ্ন একবার ॥ ৩ ॥
মাথে শঙ্খ সম খোঁপা শিসতে সিন্দুর ।
এহা দেখি কেহ্নে কাহ্ন গেলান্ত বিদুর ॥

আনাথ করিআঁ মোক কাহ্নাঞিঁ পালাএ।
বাস[১৯২।২]লী শিরে বন্দী চণ্ডীদাস গাএ ॥ ৪ ॥

ভৈরবীরাগঃ ॥ কুড়ুক্কঃ ॥

কাল কাহ্নাঞিঁ কঠিন তার আন্তর ল
বোলেঁ চালেঁ না আইসে তোর থানে।
তোহ্মার নেহাত লাগিআঁ আনেক সন্তাপ পাআঁ
গেল [কাহ্নাঞিঁ সে] বৃন্দাবনে ॥ ১ ॥
নিবারিআঁ থাক নিজ মনে।
আপণা রাখিআঁ কাহ্ন এবেঁ গেলা নিজ থান
তাক পাইব কেনমনে ॥ ধ্রু ॥
তোর চরিত্র ভাবিআঁ আন্তর দগধ হআঁ
ভাল মন্দ কিছু না মানিআঁ।
প্রতিজ্ঞা করিআঁ কাহ্নে গেল মাঝ বৃন্দাবনে
তোর নেহে তিলাঞ্জলী[১] দিআঁ ॥ ২ ॥
কমণ সুধিএঁ যাইবোঁ কথাঁ তার লাগ পাইবোঁ[২]
আপণেঞিঁ বোল সুবদনী।
আশেষ প্রকার করী আণি দেব মুরারী
তবেঁ তাক আণো গোআলিনী ॥ ৩ ॥
নটকে সে গদাধরে অশেষ মুরুতী ধরে
কোণ চিহ্নে পাইবোঁ উদ্দেশে।
বাসলীচরণ শিরে বন্দিআঁ
গাইল আনন্ত [১৯৩।১] বড়ু চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

কোড়ারাগঃ ॥ রূপকং ॥ লগনী ॥ দণ্ডকং ॥

আয়িস ল বড়ায়ি রাখহ পরাণ।
সহিতেঁ নারোঁ মনমথবাণ ॥ ১ ॥
কথাঁ মনমথ কথাঁ সে বাণ।
কোমণ বাণেঁ লএ পরাণ ॥ ২ ॥
বসন্ত কালে কোকিল রাএ।
মণে মনমথ সে বাণ তাএ ॥ ৩ ॥

আহ্মার বোল সাবধান হয়।
বাহির চন্দ্রকিরণে সোঅ ॥ ৪ ॥
কি সুতিব আহ্মে চন্দ্রকিরণে।
আধিকেঁ বড়ায়ি দহে মদনে ॥ ৫ ॥
মোর বোল তোঁ মণে পরিভায়।
সিতল চন্দন আঙ্গে বুলাঅ ॥ ৬ ॥
পোড়ে কলেবর সেই চন্দনে।
আহ্মা নিআঁ যাহ সেই বৃন্দাবনে ॥ ৭ ॥
বাঘ ভালুকে আতি গহনে।
কেমণে যাইবেঁ সে বৃন্দাবনে ॥ ৮ ॥
বাঘ ভালুকে বা আহ্মাক খাউ।
কাহ্নাঞিঁর উদ্দেশে পরাণ জাউ ॥ ৯ ॥
যমুনা বহে খরতর ধার।
কেমতেঁ তাহাত হইবেঁ পার ॥ ১০ ॥
যবেঁ ডুবিআঁ মরোঁ যমুনাতরঙ্গে।
তবেঁ লয়িবোঁ গিআঁ কাহ্নের সঙ্গে [১৯৩।২] ॥ ১১ ॥
পরিহর রাধা কাহ্নের আশে।
বাসলী বন্দী গাইল চণ্ডীদাসে ॥ ১২ ॥

বিভাষরাগঃ ॥ একতালী ॥ রূপকম্বা ॥ দণ্ডকঃ ॥

শত পল সোনা বড়ায়ি লআঁ সে মেল।
প্রাণনাথ কাহ্নাঞিঁর উদ্দেশে চল ॥ ১ ॥
কাল কাহ্নাঞিঁ মাথাতে ঘোড়াচুলে।
এহি চিহ্নে কাহ্নাঞিঁকে চাইহ গোকুলে ॥ ২ ॥
সুগন্ধ চন্দনে বড়ায়ি লেপিআঁ গাএ।
করেঁ করতাল মধুর বাঁশী বাএ ॥ ৩ ॥
কাল কাহ্নাঞিঁ গাএ ধরে পীত বাসে।
ষোল শত গোপীজন যাএ তার পাশে ॥ ৪ ॥
নেত[১] ধড়ী পিন্ধি আগু পাছু লাম্বাএ।
চরণে নূপুর রুণুঝুনু কাঢ়ে রাএ ॥ ৫ ॥
কপুরবাসিত বড়ায়ি নেই গুআ পান।
শকতি করিআঁ চাহিআঁ আন কাহ্ন ॥ ৬ ॥

১ পুথিতে 'তিলাঞ্জলী'। ২ পুথিতে 'পাইবোঁ'।

১ নেত', ত'র 'একার কাটা।

আগেত চাইহ বড়ায়ি বসুলের ঘরে।
আবাল চরিত্র কাহ্ন মায়া বড় করে ॥ ৭ ॥
তথাঁ না পাইলেঁ চাইহ যশোদার কোলে।
মায়া পাতে কাহ্নাঞিঁ তথাঁ নিন্দভোলে ॥ ৮ ॥
তথাঁ না [১৯৪।১] পাইআঁ চাইহ যমুনার কূলে।
বাছা রাখিবারেঁ কাহ্ন[১] জাএ সে গোকুলে ॥ ৯ ॥
তথাঁ না পাইআঁ চাইহ যমুনার ঘাটে।
শিশু সঙ্গে বেড়াএ সে যমুনানিকটে ॥ ১০ ॥
বৃন্দাবনে কাহ্নাঞিঁ চাইহ[২] ভালমতে।
তরুগণে চড়ে কাহ্ন নানা ফল খায়িতে ॥ ১১ ॥
হাথতে লগুড় বাঁশী বাএ সে সুরঙ্গে।
তথাঁ চাইহ নারদ মুনি সঙ্গে ॥ ১২ ॥
তথাত চাহিআঁ না পাহ যবে কাহ্ন।
তবেঁস চাইহ বড়ায়ি গোপগণ থান ॥ ১৩ ॥
তথাঁহোঁ চাহিআঁ চাইহ অশঙ্কেত থানে।
গোপীগণ লআঁ কিবা করে নিধুবনে ॥ ১৪ ॥
তথাঁহোঁ চাহিআঁ যবেঁ না পাহ গোপালে।
তবেঁসি চাইহ গিআঁ ভাগীরথীকূলে ॥ ১৫ ॥
তথাঁহোঁ না পাইলেঁ চাইহ সাগরের ঘরে।
সাগর গোআলে বাত পুছিহ সত্বরে ॥ ১৬ ॥
তথাঁ গেলেঁ যবেঁ বড়ায়ি না পাহ কাহ্নে।
তবেঁস পুছিহ বড়ায়ি সব জন থানে ॥ ১৭ ॥
তবেঁ সুধি পাইবেঁ যথাঁ বসে [১৯৪।২] জগন্নাথে।
আদি আন্ত কথা সব কহিল তোহ্মাতে। ১৮ ॥
তোর বোলেঁ কাহ্ন মোর আসিবেক পাশে।
বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাসে ॥ ১৯ ॥

ভৈরবীরাগঃ ॥ কুড়ুক্কঃ ॥

মোঞঁ ত সুন্দরি রাধা আতি বড় বূঢ়ী ল
বেড়ায়িতেঁ মোতে বল নাহীঁ।
মোঞঁ যে বোলোঁ উত্তর আত আনুমতি কর
আপণেঞিঁ চাহ ত কাহ্নাঞিঁ ॥ ১ ॥
রাধা ল।
না হেলিহ বচন আহ্মারে।
যে পথেঁ উদ্দেশ পাহ সে পথেঁ আপণে যাহ
তবেঁ কাহ্নাঞিঁ মেলিব তোহ্মারে ॥ ধ্রু ॥
চাহিতেঁ চাহিতেঁ যবেঁ সে কাহ্নুর লাগ পাহ[১]
তবেঁ তাক বুলিহ বিনএ।
আঅর বোলোঁ উপাএ ধরিহ তাহার পাএ
তবেঁ তোকে হয়িবে সদএ ॥ ২ ॥
কাহ্নের উদ্দেশ করী ভ্রমিহ মথুরা পুরী
নানা গিরী কন্দর বনে।
বড় যতন করিআঁ চণ্ডীরে পূজা মানিআঁ
তবেঁ তার পাইবেঁ দরশনে ॥ ৩ ॥
চল তোঁ মথুরা পুরী [১৯৫।১] তথাঁ তোকে পাইবে হরী
না ছাড়িহ রাধা তার পাশে।
বাসলীচরণ শিরে বন্দিআঁ
অনন্ত বড়ু গাইল চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

মালবরাগঃ ॥ একতালী ॥

দধি দুধে সজাইআঁ চুকে।
সুণ বড়ায়ি ল।
জাইবোঁ হাট মথুরাক বিকে ॥ নাএ ॥
আল হের।
না বিকাএ যদি দুধ তথাঁ।
সুণ বড়ায়ি ল।
তভোঁ কাহ্নাঞিঁ সমে হৈবে কথা ॥ নাএ ॥ ১ ॥
আল হের।
মথুরার নামে প্রাণ ঝুরে।
সুণ বড়ায়ি ল।
সাদ লাগে কাহ্নাঞিঁ দেখিবারে ॥ নাএ ॥ ধ্রু ॥
পিন্ধি বউল পুষ্পের হার।
কন্নত কুণ্ডল হিরার ধার ॥
পিন্ধিআঁ আমূল পাটোলে।
কাহ্নাঞিঁ দেখি পড়ি গেলোঁ ভোলে ॥ ২ ॥

---

১ কাহ্ন' তোলা পাঠে। ২ চাহিহ' তোলা পাঠে।

১ পাহ', হ'র আকার কাটা।

যেই খনে কাহ্নাঞি দেখিবোঁ।
তখনেই তাক না এড়িবোঁ॥
যোগী যোগ চিন্তে যেহ্নমনে[১]।
কাহ্নাঞি ছাড়ী না জাণোঁ মো আনে॥ ৩॥
না শুণিলোঁ তোহ্মার বচনে।
না খাইলোঁ কাহ্নের গুআ পানে॥
যত কৈল সব মতিমো[১৯৫।২]যে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে॥ ৪॥

ভাঠিআলীরাগঃ॥ লঘুশেখরঃ॥

যেনা দিগেঁ গেলা চক্রপাণী। আল বড়ায়ি গো।
সে দিগেঁ কি বসন্ত না জাণী॥ আল॥
এবেঁ মোর মণের পোড়নী॥ আল বড়ায়ি গো।
যেন উয়ে কুম্ভারের পুণী॥ আল॥ ১॥
কমণ উদ্দেশে মো জাইবোঁ। আল বড়ায়ি গো।
কথাঁ না সুন্দর কাহ্ন পাইবোঁ॥ আ॥ ধ্রু॥
মুকুলিল আম্ব সাহারে।
মধুলোভেঁ ভ্রমর গুঞ্জরে॥
ডালে বসী কুয়িলী কাঢ়ে রাএ।
যেহ্ন লাগে কুলিশের ঘাএ॥ ২॥
দেব অসুর নরগণে।
বস হএ মনমথবাণে॥
না বসএ তথাঁ কি মদনে।
যে দিগেঁ বসে নারায়ণে॥ ৩॥
পীন কঠিন উচ তনে।
কাহ্নাঞি পাইলেঁ দিবোঁ আলিঙ্গনে॥
তভোঁ যদি এড়ে দামোদরে।
তা দেখিতেঁ প্রাণ জাএব মোরে[২]॥ ৪॥
না শুণিলোঁ কাহ্নাঞির বোলে।
না নয়িলোঁ কাহ্নাঞির তাম্বুলে॥

যত কৈলোঁ সব মতিমোষে।
গাই[১৯৬।১]ল বড়ু চণ্ডীদাসে॥ ৫॥

ধানুষীরাগঃ॥ যতিঃ॥

তোকে তত্ব বোলোঁ চন্দ্রাবলী।
যোড়হাথ করী বনমালী॥
তাত বড় পাইল আপমান।
তেঁসি তোহ্মা ছাড়ী গেল কাহ্ন॥ ১॥
এবেঁ তোর বিরহপোড়নী। আল।
কথাঁ গিআঁ পাইব চক্রপাণী॥ ধ্রু॥
তোর সখিজন হেন চাহে।
কাহ্নাঞি তেজুক তোহোর[১] নেহে॥
তবেঁ কাহ্নাঞি লআঁ বৃন্দাবনে।
কেলি করে সেহি গোপীগণে॥ ২॥
ষোলহ[২] সহস্র গোপী লয়িআঁ।
বৃন্দাবন মাঝত বসিআঁ॥
নানা রসে বসে বনমালী।
তোহ্মাক বঞ্চিআঁ চন্দ্রাবলী॥ ৩॥
আইস রাধা যাই বৃন্দাবনে।
তবেঁ তার পাব দরশনে॥
তবেঁ তোরে কাহ্ন বা[৩] সম্ভাসে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে॥ ৪॥

ললিতরাগঃ॥ একতালী॥

অশরীরশরৈঃ কৃশিতাঙ্গলতা
বিততাধিযুতা গতসাততিঃ।
পরিচিন্ত্য চিরং চরিতানি [১৯৬।২] হরে-
রভিমন্যুজনী জরতীমবদৎ॥

যে কাহ্ন লাগিআঁ মো আন না চাহিলোঁ বড়ায়ি
না মানিলোঁ লঘু গুরু জনে।

১ যেহ্নমনে', হ্ন'র একার কাটা এবং মনে' তোলা পাঠে।
২ মোরে', মো' তোলা পাঠে।

১ তোহোর', হো' তোলা পাঠে। ২ ষোলহ', হ' তোলা পাঠে।
৩ বা' তোলা পাঠে।

হেন মনে পড়িহাসে আহ্মা উপেখিআঁ রোষে
আন লআঁ বঞ্চে বৃন্দাবনে ॥ ১ ॥
বড়ায়ি গো ॥
কত দুখ কহিব কাঁহিণী ।
দহ বুলী ঝাঁপ দিলোঁ সে মোর সুখাইল ল
মোঞেঁ নারী বড় আভাগিনী ॥ ধ্রু ॥
নান্দের নন্দন কাহ্ন যশোদার পো আল
তার সমে নেহা বাঢ়ায়িলোঁ ।
গুপতেঁ রাখিতেঁ কাজ তাক মোঞেঁ বিকাসিলোঁ
তাহার উচিত ফল পাইলোঁ ॥ ২ ॥
সামী মোর দুরুবার গোআল বিশাল
প্রতি বোল ননন্দ বাছে ।
সব গোপীগণে মোরে কলঙ্ক তুলিআঁ দিল
রাধিকা কাহ্নাঞিঁর সঙ্গে আছে ॥ ৩ ॥
এত সব সহিলোঁ মো কাহ্নের নেহাত লাগী
বড়ায়ি
মোকে নেহ কাহ্নাঞিঁর পাশে ।
বাসলীচরণ শিরে বন্দিআঁ
গাইল বড়ু [১৯৭।১] চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

বঙ্গালরাগঃ ॥ রূপকং ॥

হরি হরি ।
আসুখ না কর তোহ্মে শুন গোআলী ।
নিকট মেলিব তোর প্রিয় বনমালী ॥
হরি হরি ।
মলিন না কর রাধা চান্দসম মুখ ।
তোর দেহগতি দেখি মোতে লাগে দুখ ॥ ১ ॥
হৃদয়ে ভরস কর থাক মোর থানে ।
আপণে মেলিব তোক গোকুলের কাহ্নে ॥ ধ্রু ॥
আইস মোর সঙ্গে রাধা যাই বৃন্দাবনে ।
চাহি কুঞ্জে কুঞ্জে তোর প্রিয় নারায়ণে ॥
বারতা পুছিউ রাধা সব জন থানে ।
আবসি দেখিল কেহো শ্রীমধুসূদনে ॥ ২ ॥
কেমনে বেড়াএ কাহ্ন কিবা রূপ ধরে ।
একেঁ একেঁ সব কথা কহ তোঁ আহ্মারে ॥
আবসে জাণিব কেহো যথাঁ বসে কাহ্নে ।
পুছিতেঁ পুছিতেঁ তার পাব দরশনে ॥ ৩ ॥
কিবা জল কিবা থল কিবা বৃন্দাবনে ।
গরু রাখে কিবা বনে নান্দের নন্দনে ॥
সব ঠাই চাহিআঁ আণিব [১৯৭।২] শ্রীনিবাস ।
বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাস ॥ ৪ ॥

ললিতরাগঃ ॥ একতালী ॥

ময়ুরপুছে বান্ধি চূড়া কেশপাশে দিআঁ বেঢ়া
কনয়া কুসুমে বান্ধী জটা ।
দেহ নীল মেঘ ছটা গন্ধ চন্দনের ফোটা
যেন উয়ে গগনে চান্দ গোটা ॥ ১ ॥
দূতা ল
তোহ্মে কি দেখিলেঁ কৃষ্ণ জায়িতেঁ । আ ।
এ বাটে জায়িতেঁ গায়িতেঁ নান্দের পোঅ
হাসিতেঁ এ বাঁশী বোলায়িতেঁ ॥ ধ্রু ॥
নির্ম্মল কমল বঅনে নীল উতপল নয়নে
রতন কুণ্ডল শোভে কন্নে ।
মাণিক দশন যুতী গিএ শোভে গজমুতী
জীএ রাহি তার দরশনে ॥ ২ ॥
চন্দন চর্চ্চিত গাএ ঘাঘর মগর পাএ
হেন বেশ হেন দরশনে ।
নেত পরিধান লাসী হাথে মোহারী বাঁশী
সে কৃষ্ণ গেলান্ত গগনে ॥ ৩ ॥
মোঞঁ ত আভাগিনী রাহী তেঁসি হারায়িলোঁ কাহ্নাঞিঁ
এবেঁ তাক চাহি বন[১]দেশে ।
তথাঁ[১৯৮।১]ত পাইব সুধী বড়ায়ি তোহ্মার বুধী
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

১ বন' তোলা পাঠে।

কেদাররাগঃ ॥ রূপকং ॥

তোহ্মে ত নাতিনী মোর পরাণ সমান।
তোহ্মার থানত মো না বুলিবোঁ আন ॥
আবসি আইসে কাহ্নু কদমের তলে।
হাথত লগুড় করী রাখএ গোকুলে ॥ ১ ॥
চল চল্ গোআলিনী যমুনার কূলে।
আবসী পাইবী তথাঁ বালগোপালে ॥ ধ্রু ॥
কিবা রাতী কিবা দীন মাঝ বৃন্দাবনে।
নানা ফুল নানা ফল খাএ নারায়ণে ॥
গোপযুবতী সমে করে নিধুবন।
তথাঁ গেলেঁ রাধা[১] তার পাইব দরশন ॥ ২ ॥
শুভযাত্রা করি রাধা কর মনোবল।
তথাঁ তোর মনোরথ হয়িব সফল[২] ॥
আহ্মে জাণি কাহ্নাঞিঁর চরিত্র সকল।
ছাড়িতেঁ না পারে সে তো[৩] কদমের তল ॥ ৩ ॥
পরতয় কর রাধা আহ্মার বচনে।
সত্য বচন ছাড়ী না বোলোঁ মো আনে[৩]॥
কদমতলাক জাইউ চি[১৯৮।২]ত্তের হরিষে।
বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

ধানুষীরাগঃ ॥ একতালী ॥

কদমতরুতল গিআঁ।
কিশলয়েঁ শয়ন বিছাইআঁ ॥ আল রাধা ॥
আগর চন্দন আঙ্গে মাখী।
কাজলে রঞ্জিল দুই আখী ॥ ল ॥ ১ ॥
হেন নেহ বড়ায়ির উদ্দেশে।
চলি গেলি রাধিকা হরিষে ॥ ধ্রু ॥
ফুলে জড়ী বান্ধি কেশপাশে।
পরিধান কর নেত্ত বাসে ॥
ভৃঙ্গার ভরিআঁ নৈল জলে।
বাটা ভরী কর্পূর তাম্বূলে ॥ ২ ॥
তরুদল চালএ পবনে।
কাহ্নু আইসে হেন তাক মানে ॥
না দেখিআঁ ছাড়এ নিশাসে।
বড়ায়িক মাঙ্গে আশোআসে ॥ ৩ ॥
হেনমতেঁ কতোখন রহী।
কদমতলাত রাধা রাহী ॥
না পাইল কাহ্নাঞিঁ দৈবদোষে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

পাহাড়ীআরাগঃ ॥ ক্রীড়া ॥

কদম্বস্য তলে স্থিত্বা রাধা তত্র চিরক্ষণং।
মনোজশিখিসন্তপ্তা বি[১৯৯।১]ললাপ নিরন্তরং ॥

দিনের সুরুজ পোড়াআঁ মারে
রাতিহো এ দুখ চান্দে।
কেমনে সহিব পরাণে বড়ায়ি
চখুত নাইসে নিন্দে ॥
শীতল চন্দন আঙ্গে বুলাওঁ
তভোঁ বিরহ না টুটে।
মেদনী বিদার দেউ গো বড়ায়ি
লুকাওঁ তাহার পেটে ॥ ১ ॥
আল।
দহে পৈসু কাল দূতী।
উথাআঁ পাথাআঁ আহ্মা আণিল
নিফলে পোহাইল রাতী ॥ ধ্রু ॥
তবেঁ বুয়িলোঁ বড়ায়ি কি মোর কাহ্নের
সমে নেহা বাঢ়ায়িআঁ।
এখন আহ্মার মরণ বড়ায়ি
নিকট মেলিল আসিআঁ ॥
দিন পাঁচ সাত রসত লাগিআঁ
দুগুণ পোড়নি সাধে।

---

[১] রাধা' তোলাপাঠে।
[২] সফল', ক' কাটিয়া তোলাপাঠে ক' করা।
[৩] তেতো' তোলাপাঠে।

আর তার মুখ দেখিতেঁ না পাইলোঁ
করমফল আন্ধারে ॥ ২ ॥
সব খন মোরে[১] নান্দের নন্দন
চুম্বন করে কপোলে।
হেন হাথ নিধী কে হরি নিলে
মো দুখমতীর হেলে ॥
একেঁ দহদহ ঘসির আগুণ
আরে কে না জালে ফুকে।
ভিড়ি আলিঙ্গন দিতেঁ না পাইলোঁ
[১৯৯।২] এ শাল থাকিল বুকে ॥ ৩ ॥
কি মোর যৌবন ধনে ল বড়ায়ি
কি মোর বসতী বাশে[২]।
আন পাণী মোকে একো না ভাএ
কি মোর জীবন আশে ॥
মাথা মুণ্ডিআঁ যোগিনী হআঁ
বেড়ায়িবোঁ নানা দেশে।
বাসলীচরণ শিরে বন্দিআঁ
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

মল্লাররাগঃ ॥ রূপকং ॥

মেঘ আন্ধারী আতি ভয়ঙ্কর নিশী।
একসরী ঝুরোঁ মো কদমতলে বসী ॥
চতুর্দ্দিশ চাহোঁ কৃষ্ণ দেখিতেঁ না পাওঁ।
মেদনী বিদার দেউ পসিআঁ লুকাওঁ ॥ ১ ॥
নারিব নারিব বড়ায়ি যৌবন রাখিতে।
সব খন মন ঝুরে কাহ্নাঞিঁ দেখিতেঁ ॥ ল ॥ ধ্রু ॥
ভ্রমরা ভ্রমরী সমে করে কোলাহলে।
কোকিল কুহলে বসী সহকারডালে ॥
মোঞঁ তাক মানো বড়ায়ি যেহ্ন যমদূত।
এ দুখ খণ্ডিব কবেঁ যশোদার পুত ॥ ২ ॥
বড় পতিআশে আইলোঁ বনের ভিতর।
তভোঁ না মেলি[২০০।১]ল মোরে নান্দের সুন্দর ॥
উন্নত যৌবন মোর দিনে দিনে শেষ।
কাহ্নাঞিঁ না বুঝে দৈবেঁ এ বিশেষ ॥ ৩ ॥
মলয় পবন বহে বসন্ত সমএ।
বিকসিত ফুলগন্ধ বহু দূর জাএ ॥
এবেঁ ঝাঁট আন বড়ায়ি নান্দের নন্দন।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণ ॥ ৪ ॥

কহুরাগঃ ॥ যতিঃ ॥

মথুরার পথে বড়ায়ি এহি কদমের তলে
ধীরেঁ ধীরেঁ বহে বসন্তের বাএ।
এবেঁ নানা ফুলেঁ মোঞঁ সেজা বিছাইআঁ
কাহ্নাঞিঁ কাহ্নাঞিঁ দেওঁ রাএ ॥ ১ ॥
আল হের [বড়ায়ি]।
কাহ্নাঞিঁ মোরে আণিআঁ দে।
আল পরাণের বড়ায়ি।
কাহ্নাঞিঁ মোকে আণিআঁ দে ॥ ধ্রু ॥
বিরহ সাগর মোর গহীন গম্ভীর বড়ায়ি
এহাত কেমনে হয়িব পার।
যদি কাহ্নাঞিঁ কর পার এ মোর কুচকুম্ভ ভেলা করী
হএ মোর তবেঁসি নিস্তার ॥ ২ ॥
এহিত বৃন্দাবন বড়ায়ি পুড়িআঁ মারে
মণে পড়ে কাহ্নাঞিঁ[২০০।২]র নেহে।
এবেঁ থীর নহে [চিত] এ বড়ায়ি কোণ পরকারে
মরি জাইব কাহ্নের বিরহে ॥ ৩ ॥
এহি বৃন্দাবনে এ বড়ায়ি তিলে তিলে চাহিল
না পাইল কাহ্নের উদ্দেশে।
বাসলীচরণ শিরে বন্দিআঁ এ বড়ায়ি
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

১ মোরে' তোলাপাঠে।
২ বাশে, আ' কাটিয়া তোলাপাঠে বা' করা।

বেলাবলীরাগঃ ॥ যতিঃ ॥

রাধামাধবমন্বিষ্য পরিশ্রান্তা বনান্তরে।
জগাদ জরতীং রাধা স্মরজ্বরভরাতুরা ॥

প্রভু জগন্নাথেঁ মোরে যত বুইল।
আল হের বড়ায়ি।
মোঞ দুখমতী তাক না শুণিল ॥ হরি হরি ॥
এবেঁ আহ্মে মণে পরিভাবিল।
আল হের বড়ায়ি।
সে কারণে আহ্মে এত দুখ পাইল ॥ হরি হরি ॥ ১ ॥
এবেঁ হৈল মোহোর আরতী[১]।
আল হের বড়ায়ি।
বোল কাহ্নে রাধা মাঙ্গে সুরতী ॥ ধ্রু ॥
যবেঁ কাহ্ন চাহিলে সুরতী।
মো তবেঁ আছিলোঁ শিশুমতী ॥
এবেঁ মোঞ ভৈলোঁ ভর যুবতী।
আহ্মাক ছাড়িআঁ কা[২০১।১]হ্ন গেলা কতী ॥ ২ ॥
সংপুন শশধর বদনে।
কমললোচন পাপ বিমোচনে ॥
সে কাহ্নাঞি দিআঁ মোক দুখ আতী।
রতি ভুঞ্জে লআঁ কোণ যুবতী ॥ ৩ ॥
কি না বিধি লিখিত কপালে।
মোরে দয়া না করে বালগোপালে ॥
না পায়িলোঁ মো কাহ্নের উদ্দেশে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

কহুরাগঃ ॥ লঘুশেখরঃ ॥

সংপ্রহৃষ্টোঽথ গোবিন্দো রমমাণো ময়া সহ।
সবিধস্তস্য জরতি প্রণামে গন্তমুচ্যতাম্ ॥

আজি সপন বড়ায়ি দেখিল এ
আল আলিছিল নান্দের নন্দন।
বাহুলতাপাশেঁ বান্ধিআঁ এ
দিলোঁ মোঞ দৃঢ় আলিঙ্গন ॥ ১ ॥
কি হরি হরি গোবিন্দ এ
আল প্রাণ নৈল বাঁশীর নাদে ॥ ধ্রু ॥
নানা আভরণ গলে শোভক এ
নীল জলদ সম দেহা।
সে কাহ্ন বিহাণে প্রাণ আকুল এ
ভাবি ভাবি তাহার নেহা ॥ ২ ॥
নানা ফুলে সেজা বিছাইআঁ এ
[২০১।২] থাকিলোঁ মো কাহ্নকোলে সুতী।
হেন সম্ভেদে মো জাগিলোঁ এ
নিফলে পোহাইল রাতী ॥ ৩ ॥
সে নারীর সফল জীবন এ
জারে কাহ্ন সুরতীঞ তোষে।
বাসলীচরণ শিরে বন্দিআঁ এ
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

মালবরাগঃ ॥ প্রকীর্ণকং ॥ চিত্রকঃ ॥ লগনী ॥
রূপকং ॥ দণ্ডকঃ ॥

সুণ নাতিনী রাধা আহ্মার উত্তর।
বাঁশী বাইআঁ প্রভাতে গেলান্তি গদাধর ॥ ১ ॥
হেন বুঝোঁ গেলা কাহ্ন বনের ভীতর।
তথাঁ গিআঁ চাহী তাক কিছু নাহিঁ ডর ॥ ২ ॥
মুগধী বড়ায়ি তোতে নাহিঁ কিছু বুধী।
হাথেঁ হাথেঁ ছাড়িলী কেহ্নে গুণনিধী ॥ ৩ ॥
আইস তোর সঙ্গে জাইউ বৃন্দাবন।
তথাঁ আবসি পাইব নান্দের নন্দন ॥ ৪ ॥
রাধার বচনে বড়ায়ি গেলী বৃন্দাবন।
তথাঁ হেন রাধিকারে বুইল বচন ॥ ৫ ॥
আগু জাঅ রাধা কাহ্ন চাহিতেঁ আপুণী।
তবেঁসি মেলিব [২০২।১] তোকে দেব চক্রপাণী ॥ ৬ ॥
বড়ায়ির বচন শুণী উল্লসিতমতী।
একসরী বৃন্দাবনে রাধা কৈল গতী ॥ ৭ ॥
দেখিআঁ গোঠ রাখিতেঁ বুলে বনমালী।
মদনে মুরুছা গেলী রাধা চন্দ্রাবলী ॥ ৮ ॥

[১] পুথিতে 'আরতী'।

মুখে জল দিআঁ বড়ায়ি ভতিখনে।
অথবেথেঁ রাধিকারে করায়িল চেতনে ॥ ৯ ॥
বুলিতেঁ লাগিলী রাধা পাইআঁ চেতনে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণে ॥ ১০ ॥

বিভাষরাগঃ ॥ দণ্ডকঃ ॥ একতালী ॥ রূপকথা ॥

বিরহে বিকল গোসাঞিঁ তোহ্মে বনমালী।
যবেঁ আছিলাহোঁ আহ্মে আতিশয় বালী ॥ ১ ॥
পান ফুল না লইলোঁ মাইলোঁ তোর দূতী।
সেহো দোষ খণ্ড মোর মদনমুরুতী ॥ ২ ॥
আর যত দুখ দিলোঁ কদমের তলে।
সেহো দোষ খণ্ড কাহ্ন না জানিলোঁ ভোলে ॥ ৩ ॥
বারেঁ বারেঁ তোক[১] যত বুয়িলোঁ আহঙ্কারে।
সেহো দোষ খণ্ড মোর দে[২০২।২]ব গদাধরে ॥ ৪ ॥
যেবা কিছু দুখ দিলোঁ পার হৈতেঁ নাএ।
সেহো দোষ খণ্ড কাহ্ন ধরোঁ তোর পাএ ॥ ৫ ॥
আর দুখ দিলোঁ তোক বহায়িলোঁ ভার।
সেহো দোষ জগন্নাথ খণ্ডহ আহ্মার ॥ ৬ ॥
না শুণিলোঁ তোর বোল [ল]আঁ জাইতেঁ পাণী।
সেহো দোষ খণ্ড মোর দেব চক্রপাণী ॥ ৭ ॥
আনাথী নারীক কত থাকে আভিমান।
আলিঙ্গন দিআঁ কাহ্ন রাখহ পরাণ ॥ ৮ ॥
নাহিঁ উপেখিহ মোরে নান্দের নন্দন।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণ ॥ ৯ ॥

ললিতরাগঃ ॥ রূপকং ॥

নিতি নিতি গোআলিনী গেলা দধি বিকে।
আনেক ভকতি কৈলোঁ পাসরিলেঁ কিকে ॥
যমুনাত পার কৈলোঁ নিলোঁ দধিভার।
তভোঁ তোষিতেঁ নারিলোঁ মন তোহ্মার ॥ ১ ॥
যৌবনগরবেঁ রাধা বড় দিলেঁ দুখ।
চাহিতেঁ না ফুরে আর তোহ্মার মুখ ॥ ধ্রু ॥
বড়ার বহুআরী তোহ্মে আই[২০৩।১]হনের[১] রাণী।
কোণ লাজেঁ ভজ এবেঁ দেব চক্রপাণী ॥
কহীতেঁ লাজাই রাধা তোহ্মার যত কাজ।
ভার বহায়িআঁ ভাণ্ডায়িলেঁ দেবরাজ ॥ ২ ॥
চল চল গোআলিনী নিবারহ মতী।
ঘর গিআঁ সেব তোহ্মে আইহন পতী ॥
কিসক করহ রাধা আহ্মারে যতন।
না পাত জঞ্জাল এবেঁ জাওঁ বৃন্দাবন ॥ ৩ ॥
ছার হেন দেখোঁ এবেঁ তোহ্মার যৌবন।
এতেকেঁ নিবারিলোঁ রাধা তোহ্মাতেঁ মন ॥
এহা তত্ত্ব জাণী কর ঘরকে গমন।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণ ॥ ৪ ॥

বিভাষকহ্লরাগঃ ॥ একতালী ॥

নান্দের নন্দন কাহ্নাঞিঁ তোহ্মে বনমালী।
ত্রিভুবনে গোসাঞিঁ তোহ্মে আধিকারী ॥
নরসিংহরূপেঁ তোহ্মে হিরণ্য বিদারী।
কংস মারিবারে তোহ্মে গোকুল তরী ॥ ১ ॥
আল শ্রীহরি গোবিন্দ মধুসূদন।
জায়িতেঁ নে মোরে আপণ ভুব[২০৩।২]ন ॥ ধ্রু ॥
নানা রতি সমে মোর হরিআঁ পরাণ।
বিকলী করিআঁ মোক তোহ্মে বুলহ কাহ্ন ॥
তোহ্মাক চাহিআঁ ভৈল পাঞ্জর শেষ।
এবেঁ তোর লাগ পাইলোঁ দেব ঋষিকেশ ॥ ২ ॥
তোহ্মা বিণি মোর রূপ যৌবন নিষ্ফল।
হে[ন] ভাবি আইলোঁ মোঞেঁ কদমের তল ॥
বঞ্চিলোঁ সকল রাতী তোহ্মার কারণে।
তবেঁ মোকে নাহি দিলেঁ তোহ্মে দরশনে ॥ ৩ ॥
মোর রূপ[২] যৌবনে পড়িলাহা ভোলে।
দূতী দিআঁ পাঠায়িলেঁ কর্পূর তাম্বূলে ॥

১ 'তোক' তোলা পাঠ।

১ 'আইহনের', 'আই' তোলাপাঠ। ২ 'রূপ' তোলাপাঠ।

দূতাক মাইল আহ্মে উনমত কালে।
আন্তর পোড়এ এবেঁ বিরহ আনলে ॥ ৪ ॥
যোড় হাথ করী গোসাঞিঁ বোলোঁ মো তোহ্মারে।
আহ্মার সকল দোষ[১] খণ্ডহ বিদূরে ॥
নিকট বসিতেঁ মোক দেহ আনুমতী।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগতী ॥ ৫ ॥

ললিতরাগঃ ॥ ক্রীড়া ॥

নিকট না আইস লোক বুলিব অবো[২০৪।১]ল।
দূর থাকি বোল রাধা স্তুণ মোর বোল ॥
এবেসি জাণিল ভৈল কলি আবতার।
সব জন থাকিতে ভাগিনা চাহ জার ॥ ১ ॥
কমণ ঝগড় রাধা পাতসি তোঁ।
পরনারী হরণ না করোঁ মো ॥ ধ্রু ॥
উতপতি ভৈল তোর উত্তম কুলে।
আহ্মে ত ভাগিনা তোর[২] দেবসমতুলে ॥
সমুচিত নহে রাধা তোহ্মা সমে[৩] কেলি।
মোর পানে আল রাধা তেজহ ধামালী ॥ ২ ॥[৪]
দূতা দিঞাঁ পাঠায়িলোঁ গুলার গজমুতী।
তবে নাম পাড়ায়িলেঁ আহ্মে আবালি সতী ॥
এবে কেহ্নে গোআলিনী পোড়ে তোর মন।
পোটলী বান্ধিঞাঁ রাখ নহুলী যৌবন ॥ ৩ ॥
বাপ নন্দ ঘোষ মামা আইহন বীর।
মায় জসোদা পুষিলেক দিঞাঁ খীর ॥
তেকারণে মামী তোহ্মা তেজে বনমালী।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বন্দিঞাঁ বাসলী ॥ ৪ ॥

গুজ্জরীরাগঃ ॥ যতিঃ ॥

গুণ বুঝি মধুকর পরিহ[২০৪।২]র বন।
আইস বন মাঝেঁ বিকচ নলীন ॥
তোহ্মে তেজীবারে কেহ্নে কর চীত।
নাগর জনের হেন [না হএ] উচীত ॥ ১ ॥
তোহ্মারে দেখিঞাঁ মোরে পাঞ্চশরে মারে।
নিদয়হৃদয় কাহ্ন[১] দয়া কর মোরে ॥ ধ্রু ॥
কাহ্ন মোর কুটুম্ব সহোদর নাহি মতী।
এক তোহ্মা গতী পুছিঞাঁ চাহা দূতী ॥
বড় পতিআশেঁ মোঁ খোপা ফুলে ভরী।
আইলো তোর বৃন্দাবন তোহ্মা অনুসরী ॥ ২ ॥
কায় মনে পরসন হয় মোক কাহ্ন।
একবার কর দেব আহ্মার সমান ॥
তোহ্মার সমান মোঞেঁ রাধা চন্দ্রাবলী।[২]
কর রতী অনুমতী প্রিয় বনমালী ॥ ৩ ॥
নিফল না কর কাহ্ন[৩] আহ্মার যৌবন।
যাচক জনের কাহ্ন করহ তোষণ ॥
আলিঙ্গন দিঞাঁ রাখ আহ্মার জীবন।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণ ॥ ৪ ॥

মল্লাররাগঃ ॥ রূপকং ॥

আহোনিশি যোগ ধেআই।
মন পবন গগনে রহাই ॥
মূল কম[২০৫।১]লে কয়িলে মধুপান।
এবেঁ পাইঞাঁ আহ্মে ব্রহ্মগেআন ॥ ১ ॥
দূর আনুসর সুন্দরি রাহী।
মিছা লোভ কর পায়িতেঁ কাহ্নাঞী ॥ ধ্রু ॥
ইড়া[৪] পিঙ্গলা সুসমনা সন্ধী।
মন পবন তাত কৈল বন্দী ॥

১ দোষ', ষ'র একার কাটা। ২ তোর, র' ভোলাপাঠে।
৩ পুথিতে সঙ্গে'।
৪ ইহার পর 'কিসক পাতসি রাধা ভোষ চাণ্ডালী। ২।' লেখা ও কাটা।

১ পুথিতে কর'।
২ পুথিতে 'তোহ্মার সমান তোহ্মার সম মোঞেঁ রাধা চন্দ্রাবলী।
৩ পুথিতে কাহ্ন'র পূর্ব্বে রাধা' আছে।
৪ পুথিতে ইহা'।

দশমী দুয়ারে দিলোঁ কপাট।
এবে চড়িলোঁ মো সে যোগবাট ॥ ২ ॥
গেআনবাণে ছেদিলোঁ মদনবাণ।
তে আর না ভোলো তোহ্মার যৌবন ॥
এবে দেহে মোর নাহি বিকার।
আসার দেখীলো সব সংসার ॥ ৩ ॥
রাধাক বুলিল[১] নিঠুর বাণী।
নাগরবর দেব চক্রপাণী ॥
ধেআনে থাকিল নিচলমনে।
গায়িল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণে ॥ ৪ ॥

বঙ্গালবরাড়ী[রাগঃ] ॥ রূপকং ॥

চিরাদমধুরং পীত্বা রাধা মধুরিপোর্ব্বচঃ।
জগাদ জগতাং রম্যা বচনং করুণান্বিতং ॥

আতি দুখিনী বালী ল।
আল
লবলীদলকোঅলী ল।
আল
মদনবাণে পরাণে আকুলী ল ॥
বিরহে না মার মোরে ল।
আল
চরণে ধরোঁ[২] তোরে ল।
আল
তিরিবধপাপ নাহি[২০৫।২]ক ভর তোহ্মারে ল ॥ ১ ॥
কাহ্ন কিকে কর আসম্মতী ল।
আল
মাথ তুলিঞাঁ দেখহ আহ্মার গতী ল ॥ ধ্রু ॥
যাবত আছে পরাণে ল।
তাবত দেহ বচনে [ল]।
আহ্মার মরণ তোহ্মার এহি ধেআনে ল ॥
যবে দরশন ভৈল।
তবে কেহ্নে না তেজিল।
এবেঁ তোহ্মে মোকে বড়ায়ি দুখিনী কৈল ল ॥ ২ ॥
কাহ্ন তোহ্মার নেহাত লাগি ল।
সকল রজনী জাগি ল।
তোহ্মাক না পাইল মোঞেঁ ত বড় আভাগী [ল] ॥
এবে পায়িলোঁ দরশনে ল।
আর জরমের পুনে ল।
দেব দামোদর হয় মোক পরসনে ল ॥ ৩ ॥
দেখী মোর দেহগতী ল।
নিঠুর তোহ্মার মতি ল।
বুঝিতেঁ নারিল তিরি পুরুষ জাতি ল ॥
এভোঁ দয়া ধর মোরে ল।
জীঞোঁ মোঁ সঙ্গমে তোরে ল।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস[১] বাসলীবরে ল ॥ ৪ ॥

ভৈরবীরাগঃ ॥ রূপকং ॥ যতির্ব্বা ॥

রঘুবংশ পরধান আহ্মে শ্রীরাম নাম
[২০৬।১] আহ্মার শুণ তোহ্মে কথা।
সপুত্র বান্ধবে বাঢ়ে লঙ্কার রাবণে ল
তাহার কাটিলোঁ দশ মাথা ॥ ১ ॥
রাধা ল
আহ্মে চিত্ত নেবারিল তোরে।
বাপ বসুল মাঅ দৈবকী [হ]ইল মোরে ॥ ধ্রু ॥
উত্তম কুলত মোর জরম ভৈল ল
আহ্মা লঞাঁ নাহি পরদারে।
... ...
আহ্মে দেব ত্রিভুবনে সারে ॥ ২ ॥
আহ্মে হরী নারায়ণ মুকুন্দ মুরারী ল
যুগেঁ যুগে অবতার করী ল।
অসুর মারিঞাঁ ধরণী পাতিল
সব পাপ করম নেবারী ॥ ৩ ॥

---

১ পুথিতে বুলিলোঁ'।
২ ধরোঁ' র' কাটিয়া তোলাপাঠে রোঁ' করা।

১ পুথিতে 'গাইল বড় চণ্ডীদাস গায়িল বড়ু চণ্ডীদাস।'

এভহোঁ নিলজী রাহী ছাড় মোর আশে ল
সব গোপ নাহী জাণে।
চল তোহ্মে নিজ ঘাস গাইল বড়ু চণ্ডীদাস
বন্দিঞাঁ বাসলীচরণে ॥ ৪ ॥

শ্রীরাগঃ ॥ যতিঃ ॥

নানা তপফলে তোহ্মা মোরে দিল বিধী।
আরে
কেহ্নে ঘর জাইতে মোকে বোল গুণনিধী ॥ ল ॥
তোহ্মে জবে[১] যোগী হৈলা সকল তেজিঞাঁ।
থাকিব যোগিণী হঞাঁ তোহাঁক সেবিঞাঁ। ॥ ল ॥ ১ ॥
না জাইবোঁ ঘর আর[২] তোহ্মাক ছাড়িঞাঁ।
বড় দুখ পাইলোঁ [২০৬।২] তোর বিরহে পুড়িঞাঁ ॥ল॥ ধ্রু॥
পরাণে না মার মোরে[৩] দেব গদাধরে।
তিরিবধভয় কেহ্নে নাহিক তোহ্মারে ॥
সপনে-গেআনে মনে তোহ্মাক চিন্তিলোঁ।
তার ফল ভাল কাহ্নাঞি তোহ্মা হইতে পায়িলোঁ ॥ ২ ॥
হেনমনে পরিভাব জগত ইশর।
আহ্মাক পরাণে মাইলে কি লাভ তোহ্মার ॥
আনুগতী ভকতী আনাথি আহ্মি নারী।
তভোঁ কেহ্নে আহ্মা পরিহরহ মুরারী ॥ ৩ ॥
এত কাল আহ্মাক তেজিতেঁ এখোখণে।
সকতি না ভৈল তোর নেহার[৪] কারণে ॥
কোণ লাজে বোল এবেঁ মোক জাইতে ঘর।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীবর ॥ ৪ ॥

ললিতরাগঃ ॥ ক্রীড়া ॥

আতি বিরহে অন্ন না খাইলো
তোর প্রথম যৌবনে।
দুতার বচনে আতি বিরাগেঁ
তোহ্মাকে মো মাইলোঁ বাণে ॥

মন নিবারিলোঁ পাপ বিমোচিলোঁ
তোহ্মা তেজিলো জতনে।
এবে গোআলিনী তো কাকুতি করসী
আহ্মা পায়িতেঁ আকারণে ॥ ১ ॥
না কর জতন সুন্দরী রাধা
আহ্মাত না [২০৭।১] পাত মায়া।
সত্য ত্রেতা দ্বাপর কলী
আহ্মে নিরঞ্জন কায়া ॥ ধ্রু ॥
আহোনিশি আছিলো যমুনা তীরে
মোকে না কৈলেঁ[১] যতনে।
এবেঁ আকুলী হঞাঁ কাম বাণে
আহ্মারে চাহসি কেহ্নে[২] ॥
হাসিঞাঁ উত্তর বুইলো মো রাধা
না দিল সরস বাণী।
ছারেঁ খারেঁ এবে যাউক[৩] যৌবন
সুণ আয়িহনের রাণী ॥ ২ ॥
আহ্মে সে কশ্যপ ঋষির কুয়র
তোহ্মে সাগরকোঁয়রী।
যৌবন গরবে আহ্মা না চিহ্নিলী
সুণ মুগধী পামরী ॥
সব দৈত্যগণ আপণে মারিলো
মোঞে তোহ্মার আন্তরে।
... ... যুগতি করিঞাঁ
তোহ্মা সংপিল আহ্মারে ॥ ৩ ॥
তেজ মোর সঙ্গ[৪] নাহি মোতে রঙ্গ
আর তোহ্মার শৃঙ্গারে।
সকল গোকুল ভার বহাইলে
করায়িলে বড় খাঁখারে ॥
ছাড় মোর পাশ চল নিজ বাস
তেজহ আহ্মার আস।

১ জবে' তোলাপাঠে। ২ আর' তোলাপাঠে।
৩ মোরে' তোলাপাঠে।
৪ নেহার' হ'র আকার ও র' তোলাপাঠে।

১ পুথিতে 'তোক না কৈলোঁ'।
২ পুথিতে 'কেহ্নে চাহসি আহ্মারে'। ৩ পুথিতে যাউর'।
৪ পুথিতে 'তেজ সঙ্গ মোর'।

বাসলীচরণ শিরে বন্দিঞাঁ
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস ॥ ৪ ॥

কহুরাগঃ ॥ রূপকং ॥ লগনী ॥

আহে কাহ্নাঞিঁ ।
আছিলোঁ [২০৭।২] মো শিশুমতী না জাণিলোঁ রঙ্গ রতী
এবেঁ গুণী ভৈল তনু শেষ ।
আহোনিশি একমতী তোহ্মা ছাড়ী নাহিঁ গতী
এবেঁ কৃষ্ণ[১] করহ আদেশ ॥ ১ ॥
আহে রাধা ।
বাপ বসুল মোর গোকুলে আহ্মার ঘর
গোপ লোকেঁ আহ্মা ভালেঁ জাণে ।
সুণিলেঁ পাইব লাজ তোহ্মে মোর নাহিঁ কাজ
মোর পাশ আইস অকারণে ॥ ২ ॥
ছার তিরী বামা জাতী নানা দোষেঁ উতপতী
তাক কোপ রহে কত খনে ।
তোহ্মার বিরহে মোর আকুল পরাণ হে
নিঠুর বোলহ কি কারণে ॥ ৩ ॥
সুণ ল সুন্দরী সতী বুঝিলোঁ তোহ্মার মতী
সুণ পাপ পুণ্যের উত্তর ।
পুণ্য কইলেঁ স্বগ্‌গ জাইএ নানা উপভোগ পাইএ
পাপেঁ হএ নরকের ফল ॥ ৪ ॥
দৈবকীর পুত্র তোহ্মে বসুলকুমার হে
তোহ্মে দেব কংশের আরী ।
গোপীর বালেন্দু (?) হরী আহ্মে বিরহিণী নারী
তোহ্মা বিনি বঞ্চিতেঁ না পারী ॥ ৫ ॥
তোরে বো[২০৮।১]লোঁ চন্দ্রাবলী আহ্মে দেব বনমালী
কেহ্নে বোল হেন পাপবাণী ।
মাঅ যশোদা মোর মামা আইহন ল
তোহ্মে মোর সোদর মাউলানী ॥ ৬ ॥
না বোল মোরে[২] নিরাস একবার নেহ পাশ
তোহ্মে মোর পতি শ্রীনিবাস ।

১ 'সরস' কাটিয়া তোলা পাঠে 'কৃষ্ণ' করা।
২ 'মোরে' তোলাপাঠে।

আনেক জরম পুনে ভজিলোঁ তোর চরণে
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস ॥ ৭ ॥

শ্রীরাগঃ ॥ রূপকং ॥

দুতর যমুনাত রাধা তোহ্মা কৈলোঁ পার ।
লাজে পিঠ দিআঁ মো বহিলোঁ দধিভার ॥
দুসহ মদনবাণে বড় দুখ পাইল ।
রাজ ভরিআঁ মোর কলঙ্ক থাকিল ॥ ১ ॥
বিরহ সন্তাপ রাধা এবেঁসি জাণিলে ।
যৌবন গরবেঁ রাধা আহ্মা না চিহ্নিলেঁ ॥ ল ॥ ধ্রু ॥
তোহ্মাত লাগিআঁ রাধা বড় পাইলোঁ দুখ ।
হেন মন কৈলোঁ না দেখিবোঁ তোর মুখ ॥
তোহ্মাত লাগিআঁ রাধা তেআগিল ঘর ।
তভোঁ মোর বচনে [২০৮।২] না দিলেঁ উত্তর ॥ ২ ॥
তোহ্মাত লাগিআঁ মো হইলোঁ মাহাদাণী ।
তবেঁ বোলাইলেঁ সতী আইহনের রাণী ॥
এবেঁ কেহ্নে গোআলিনী হেন তোর মতী ।
তোহ্মে রতীঞঁ কুমতী আহ্মে ধর্ম্মমতী ॥ ৩ ॥
নিয়ড় সম্বন্ধ রাধা না কর দূর ।
জুণি সুধি পাএ রাধা[১] রাজা কংশাসুর ॥
আর এবেঁ রাধা তোতে নাহিঁ মোর মন ।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণ ॥ ৪ ॥

রামগিরীরাগঃ ॥ আঠতালা ॥

কোণ আপরাধে মোকে তেজহ কাহ্নাঞিঁ ।
আপণে বিচারি তোহ্মে চাহ ত গোসাঞিঁ ॥
সকল সংপুন্ন মোর যৌবন সাজে ।
তাহ্মাক তেজিতেঁ না জুআএ দেবরাজে ॥ ১ ॥
বিনি দোষে কেহো নাহিঁ তেজে রমণী ।
সিতা রামে দুখ পাইল সুণ চক্রপাণী ॥ ধ্রু ॥
সপনে গেআনে মনে চিন্তো আহোনিশী ।
রাতী দিনে একলী কদমতলে বসী ॥

১ 'রাধা' তোলাপাঠে।

তোহ্মাত লাগি[২০৯।১]আঁ যবেঁ প্রাণ মোর জাএ।
তবেঁ তিরীবধ লাগে কাহ্নাঞিঁ তোহ্মাএ ॥ ২ ॥
মদনে বিকলী হৈলোঁ হরি প্রাণ রাখ।
অকোপ হআঁ মোর আরথা দেখ ॥
একবার তোর মোর জাইউ বৃন্দাবন।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণ ॥ ৩ ॥

ধানুষীরাগঃ ॥ ক্রীড়া ॥

যে বেলিতে তোকে দূতা পাঠাইলোঁ
ভাণ্ডাআঁ পাঠাইলি মোরে।
এবেঁসি মোর টুটিল সে নেহ
মন জাএ তোহ্মারে ॥ ল ॥ ১ ॥
আল।
চল চল তোহ্মে সুন্দরি রাধা
মো পরিহরিলোঁ তোরে।
বাপ নন্দ ঘোষ মাঅ যশোদা
তেঁ তুহ্মী মামী আহ্মারে ॥ ধ্রু ॥
সোনা ভাঙ্গিলেঁ আছে উপাএ
জুড়িএ আগুনতাপে।
পুরুষ নেহা ভাঙ্গিলেঁ
জুড়িএ কাহার বাপে ॥ ২ ॥
যমুনা তীরে আছিলোঁ যবেঁ
তোর সুরতির আশে।
বোল দিআঁ মোক ভার বহায়িলেঁ
দেখি লোক উপহাসে ॥ ৩ ॥
[২০৯।২]তেক ভাবিআঁ সুন্দরী নারী তোতে নিবারিলোঁ মন
ছাড় তোঁ আহ্মার আশে।
বাসলীচরণ শিরে বন্দিআঁ গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

ললিতরাগঃ ॥ কুড়ুক্কঃ ॥

সরস বসন্ত কালে।
কোকিলের কোলাহলে।
এ নুআ যৌবন কাহ্নাঞিঁ প্রাণ রে ॥
এবেঁ তোহ্মার বিরহে।
মোর আকুল দেহে।
আহ্মাকে তেজিতেঁ তোর উচিত নহে ॥ ১ ॥
নহোঁ গ নহোঁ গ কাহ্নাঞিঁ তোহ্মার মাউলানী।
তোর মোর নেহ সব দেব লোকেঁ ভালেঁ জাণী ॥ ধ্রু ॥
আছিলোঁ মো শিশুমতী।
না বুঝিলোঁ সুরতী।
তেকারণে তোর বোলে না দিলোঁ সম্মতী ॥
এবেঁ মো ভরযুবতী।
তোহ্মা ছাড়ী নাহিঁ গতী।
এহা বুঝী মোর বোলে কর আনুমতী ॥ ২ ॥
সাগর সঙ্গম জলে।
তেজিবোঁ মো কলেবরে।
এথাঞিঁ মরিবোঁ কিবা খাইবোঁ গরলে ॥
এহা জাণী গদাধর।
একবার দয়া কর।
নহে তি[২১০।১]রীবধ দিবোঁ মো তোহ্মারে ॥ ৩ ॥
যত কৈলোঁ সংযম।
করিলোঁ ব্রত নিয়ম।
নঠ হএ কাহ্নু মোর সে সব ধরম ॥
এহি শপথ করোঁ।
কভোঁ যবেঁ তোহ্মা হরোঁ।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

দেশবরাড়ীরাগঃ ॥ লঘুশেখরঃ ॥

যবেঁ তোক যতন করিলোঁ চন্দ্রাবলী।
তবেঁ মোর বাপ মাএ দিলেঁ তোহ্মে গালী ॥
এবেঁ কেহ্নে আহ্মা সমে বাঞ্ছহ রতী।
পরিহরি আপণার আইহন পতী ॥ ১ ॥
এবেঁ কেহ্নে রাধা পাতসি মায়া মোহো।
এহাত না ভুলে আর নান্দের পোহো ॥ ধ্রু ॥
যতন করিআঁ বেদ কহিলেন্ত বিধী।
পাপ করিলেঁ কোণ কাজে নাহিঁ সিধী ॥

আসুর মারিআঁ খণ্ডিবোঁ পৃথিবীর ভার।
পাপ করিলেঁ সে ত নহিব আহ্মার ॥ ২ ॥
যতন না কর রাধা আইহনের রাণী।
পরিহার কৈল তোক দেব চক্রপাণী ॥
ব্রহ্মণে চিন্তনে কৈলোঁ নির্ম্মল কাএ।
তোক [২১০।২] দেখি আরবার মন না জাএ ॥ ৩ ॥
আহোনিশি করোঁ মো যোগ ধেআন।
আর কভোঁ না ভুলে তোহ্মাতে দেব কাহ্ন ॥
এহা বুঝী গোআলিনী ছাড় মোর আশ।
বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাস ॥ ৪ ॥

শ্রীরাগঃ ॥ যতিঃ ॥

মৈলাক[১] মারিলেঁ কোণ মাহাসিধি হএ।
আপণেঞিঁ গুণ কাহ্নাঞিঁ আপণ হৃদএ ॥
এ তীন ভুবনে তোহ্মার আধিকার।
তোর আগেঁ গোপনারী হএ কোণ ছার[২] ॥ ১ ॥
না ধরিলোঁ মতিমোষে তোহ্মার বচন।
তাহার উচিত ফল দিলেক মদন ॥ ধ্রু ॥
কাহ্ন তোর নেহে আপণাক বড় মানোঁ।
তোত উপজিব রোষ তাক না জাণোঁ ॥
পুরুবেঁ জাণিতোঁ যবেঁ রুষিবেহেঁ তোহ্মে।
তবেঁ না কহিতোঁ কথা যশোদাক আহ্মে ॥ ২ ॥
শরণ পসিলোঁ কাহ্ন চরণে তোহ্মারে।
যে ফল করিবেঁ মোর কর অবিচারে ॥
সকল সন্তাপ কাহ্ন সহিবাক পারী [২১১।১]।
তোর বিরহসন্তাপ সহিতেঁ না পারী ॥ ৩ ॥
একবার জগন্নাথ কর প্রতিকার।
তোর পরসাদেঁ ঘুচে বিরহ আহ্মার ॥
তেরছ নয়নে দেহ আহ্মাক আশে।
বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

দেশাগরাগঃ ॥ লঘুশেখরঃ ॥

এবেঁ ভ্রমর কোকিল শরে।
শুণী মোরে মনমথ মারে ॥
তিরীবধভয় না মানসি।
কেহ্নে মিছা মাউলানী ঘোসসি ॥ নাএ ॥ ১ ॥
আল হের মোরে দয়া না করহ কেহ্নে।
কাহ্নাঞিঁ ল ছাড় নিঠুর ভাব মনে ॥ নাঁএ ॥ ধ্রু।
দুখদিআঁ সত্য বোলোঁ শিরে দেওঁ হাথ।
তোহ্মে মোর প্রাণ জগন্নাথ ॥
জিআঅ আড় নয়নে চাহী।
বিরহের জালাএ মরে রাহী ॥ ২ ॥
তিলেক যৌবন নাহিঁ টুটে।
তোহ্মা বিণী বুক মোর ফুটে ॥
এহা জাণী দয়া ধর মণে।
আহ্মা লআঁ জাহ কুঞ্জবনে ॥ ৩ ॥
তোহ্মা চিন্তি ঝুরোঁ আহোনিশী।
তভোঁ কেহ্নে [২১১।২] দয়া না করসী ॥
মোরে না মারিহ শ্রীনিবাসে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

ধানুষীরাগঃ ॥ ক্রীড়া ॥

রাধা ল।
মথুরা জাইতেঁ যমুনাপথে
দধির পসার লআঁ।
আনেক যতন কৈলোঁ না দিলেঁ আশ
গেলাহা মোক দুখ দিআঁ ॥ ১ ॥
আল।
ছিনারী পামরী নাগরী রাধা
কিকে পাতসি মায়া।
তোহ্মে যবেঁ জাণ আহ্মে তোর প্রিয়
তবেঁ কেহ্নে না কৈলেঁ দয়া ॥ ধ্রু ॥
পান ফুল দিআঁ পাঠায়িলোঁ তোরে
দূতার হাথত দিআঁ।

---

১ পুথিতে মৈনাক'।   ২ পুথিতে ঝাজ'।

বোল না ধরিলেঁ তাম্বুল পেলাইলেঁ
বাম চরণে টালিআঁ ॥ ২ ॥
যেহেন প্রকারেঁ বড়ায়িক মাইলেঁ
তিরীবধ হৈত মোরে।
যে কারণে হরি নারায়ণ আহ্মে
তেঁসি জীবন তাহারে ॥ ৩ ॥
যবেঁ বড়ায়ি আদেশিব মোরে
তবেঁ জাইবোঁ তোর পাশে।
এহা বুলী কাহ্নাঞিঁ নিরব হয়িলা
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

কোড়া[২১২।১]রাগঃ ॥ ক্রীড়া ॥

কৃষ্ণস্য বাচমাচম্য রাধা বৃন্দাস্তিকং যযৌ।
জগাদ চ নিজপ্রাণপরিত্রাণকরং বচঃ ॥

নিশি আন্ধিআরী তাহাত কেমনে নারী।
জিএ সে জাহার পাসত পুরুষ নাহী ॥ আল ॥ ১ ॥
মোরে কি না ভয়িঞাঁ গেল বড়ায়ি নাএ।
বিরহে বিকলী খোজো মোঁ নান্দের পোএ ॥ ধ্রু ॥
নিশি সপন দেখিলোঁ কাহ্ন কোলে করি সুয়িলো
চিআয়িঞাঁ চাহোঁ নাহিক বাল গোপালে।
এ মোর যৌবন ভার সকল ভৈল আসার
আনল সরণ হৈবে দূতা রে ॥ ২ ॥
যে ডালে করো মো ভরে সে ডাল ভাঙ্গিঞাঁ পড়ে
নাহি হেন ডাল যাত করো বিসরামে।
আনি দেহ যবেঁ কাহ্নে ভিড়ি দেউ আলিঙ্গনে
তাক না তেজিবোঁ আর জরমে ॥ ৩ ॥
নেহ আমুল রতনে পালহ মোর বচনে
একবার মোক আণি দেহ কাহ্নে।
ধরোঁ দূতা তোর পাএ হের মো[২১২।২]র প্রাণ যাএ
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীচরণে ॥ ৪ ॥

গুজ্জরীরাগঃ ॥ যতিঃ ॥

যখণ কাহ্নাঞিঁ তোরে পাঠাইলে পানে।
তবেঁ তারে বুলিলি বচন আনচানে ॥
এবেঁ মোক[১] বোলসি কাহ্নাঞিঁ আণিবারে।
বুঢ় বয়সত বড় দুখ দিলে মোরে ॥ ১ ॥
এবেঁ বলহীন আহ্মে চলিতে না পারী।
কোণ পরকারে তোক আণি দিবোঁ হরী ॥ ধ্রু ॥
এড় ঘর যাঞোঁ মোঞেঁ শকতি না কর।
কথাঁ গিঞাঁ পায়িবোঁ নিঠুর গদাধর ॥
মোঞেঁ ভালেঁ জাণ তোক নিঠুর ভৈল কাহ্ন।
এ জরমে নাইসে আর তোহ্মার থান ॥ ২ ॥
পুরুষ ভ্রমর দুইহো এক মান।
নানা থান ভ্রমি ভ্রমি করএ মধুপান ॥
নানা রঙ্গে রহে কাহ্নাঞিঁ আন নারী পাশে।
বাশলী সিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাসে ॥ ৩ ॥

রামকিরীরাগঃ ॥ যতিঃ ॥

শিশুকালে আহ্মে মতিভোলে।
বড়ায়ি না লয়িলোঁ কাহ্নের [২১৩।১] তাম্বুলে।
এবেঁ আহ্মার মন মজিল বাল গোপালে ॥
তোহ্মে যাত্রা কর শুভক্ষণে।
বড়ায়ি ঝাঁট চল কাহ্নাঞিঁর থানে।
বিনয়বচনে তোষিআঁ কাহ্নাঞিঁ আন মোর থানে ॥ ১ ॥
দূতী বোল গিআঁ কাহ্নের থানে।
বারেক দয়া করী মোরে দেউ দরশনে ॥ ল ॥ ধ্রু ॥
সব খন চিন্তিআঁ মুরারী।
পরাণ ধরিতেঁ না পারী।
রহিব যৌবনে আহ্মে কেমনে মন নেবারী ॥
মোঞঁ সে দগধকপালী।
নাম মোর চন্দ্রাবলী।
আন মোর নাহিঁ গতী ছাড়িআঁ প্রিয় বনমালী ॥ ২ ॥

১ মোক',ক' তোলা পাঠে।

মোঁ তোলোঁ যমুনাত পাণী।
পরিহাস কৈল চক্রপাণী।
মতিমোষেঁ যশোদারে কহিলোঁ সে সব কাহিনী ॥
কাহ্ন না চিহ্নিলোঁ খাইলোঁ আখী।
চান্দ সুরুজ তুয়ি সাখী।
এ রূপ যৌবন কাহেরেঁ থুয়িবোঁ রাখী ॥ ৩ ॥
বাঁশী বাজায়িল যবেঁ কাহ্নে।
কোকিল কৈল পাল্লি গানে।
আ[২১৩।২]গুনি জালিল দেহে তখন দক্ষিণপবনে ॥
এবেঁ লাজ থুইআঁ এক পাশে।
শরণ ভৈলোঁ শ্রীনিবাসে।
আণি দেহ এবেঁ কাহ্নাঞিঁ গাইল চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

ধানুষীরাগঃ ॥ একতালী ॥

গরবেঁ না তুষিলেঁ হরী।
পাছু না গুণিলী আছিদরী ॥
বড় রোষ তার মনে জাগে।
এহা শুণী না মারে মোকে বড় ভাগে ॥ ১ ॥
এবেঁ তোহ্মে মোরে বোল বুধী।
মোঞঁ ভৈলোঁ এহাত মুগধী ॥ ধ্রু ॥
কাকুতী করিল কাহ্ন তোরে।
মোক পাঠায়িল বারে বারে ॥
তভোঁ তার না কৈলেঁ সমানে।
তেকারণে রুষ্ট ভৈল কাহ্নে ॥ ২ ॥
বন্ধুজন করাআঁ বিমনে।
ছন্দে বন্দে তোষিবে কমনে ॥
আতি বড় সিআন সে কাহ্নে।
তাক ভাণ্ডী কাহার পরাণে ॥ ৩ ॥
তোহ্মে মোর পরাণনাতিনী।
ত্মোর দুখ না সহে পরাণী ॥
কথাঁ পাইব কাহ্নের উদ্দেশে।
গাই[২১৪।১]ল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

পাহাড়ীআরাগঃ ॥ প্রকীর্ণক ॥ লগনী ॥
দণ্ডকঃ ॥ ক্রীড়া ॥

জরতীবচনং শ্রুত্বা মনোজশরকাতরা।
সখীগণমুবাচেদং মাধবপ্রাপ্তিবাঞ্ছয়া ॥

বড়ায়িক তবেঁ বুইল রাধা
কি পুছহ মোরে বুধী।
আহ্মার হৃদয় চন্দন কাহ্নাঞিঁ
আপণেঞিঁ কর শুধী ॥ ল বড়ায়ি ॥ ১ ॥
রাধার বচন শুণী বড়ায়ি
বুইল মনত গুণী।
তোহ্মে আহ্মে গিআঁ চাহি বৃন্দাবন
তবেঁ পাইব চক্রপাণী ॥ ল রাধা ॥ ২ ॥
দুহেঁ মেলিআঁ কাহ্নাঞিঁ চাহিল
না পাইআঁ জুড়িল ক্রন্দনে।
হেনই সম্ভেদে নারদ মুনী
আসিআঁ দিল দরশনে ॥ ল রাধা ॥ ৩ ॥
করিআঁ প্রণাম নারদ চরণে
রাধা পুছে যোড় হাথে।
নিদয় হৃদয় নান্দের নন্দন
কথাঁ বসে জগন্নাথে ॥ ল মুনী ॥ ৪ ॥
কি মোর জীবন যৌবন নারদ
কি মোর এ ধন বাসে।
[২১৪।২] কাহ্ন বিণি মোঁ যোগিনী হৈবোঁ
ভ্রমিবোঁ সকল দেশে ॥ ৫ ॥
রাধার বচন শুণী মাহামুনী
বসিলী[১] যোগ ধেআনে।
জাণিল কদম তলাত বসিআঁ
আছেন্ত নাগর কাহ্নে ॥ ৬ ॥
নারদ বুইল কদমতল
চল বৃন্দাবন মাঝে।
কুসুমসেজাত বসিআঁ আছে
তথাঁ পাইবেঁ দেবরাজে ॥ ৭ ॥

---

১ পুথিতে 'বাসলী'।

নারদের বোল বেদ সমতুল
মনে ধরী চন্দ্রাবলী।
চাহিতেঁ চাহিতেঁ পাইল আচম্বিত
বৃন্দাবনে বনমালী ॥ ৮ ॥
কৃষ্ণের বদন দূরে দেখি রাধা
মুরুছা পাইল তথনে।
ভৃঙ্গারের জল মুখে দিআঁ বড়ায়ি
রাধার কইল চেতনে ॥ ৯ ॥
চেতন পাইআঁ বড়ায়ির চরণ
ধরিল আতি যতনে।
বুলিতেঁ নারোঁ বচন বড়ায়ি
না চলে মোর চরণে ॥ ১০ ॥
এবেঁ কি করিবোঁ পরাণ নাতিনী
বোল হরষিত মণে।
তোহ্মার আন্তরে প্রাণ [২১৫।১] উপেখিআঁ
করিবোঁ তাক যতনে ॥ ১১ ॥
মণে পরিভাবী মোরে দয়া করী
বড়ায়ি চল আপণে।
ভালমতেঁ মোর দুখকথা কহ
নিঠুর কাহ্নচরণে ॥ ১২ ॥
এ বচন শুণী বড়ায়ি বুইল
গিআঁ কাহ্নের পাশে।
বাসলীচরণ শিরে বন্দিআঁ
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥ ৬

দেশাগরাগঃ ॥ ক্রীড়া ॥

তনের উপর হারে।
আল
মানএ যেহেন ভারে।
আতি হৃদয়ে খিনী রাধা চলিতেঁ না পারে ॥
সরস চন্দন পঙ্কে।
আল
দেহে বিষম শঙ্কে।
দহন সমান মানে নিশি শশাঙ্কে ॥ ১ ॥
আল
তোর বিরহ দহনে।
দগধিলী রাধা জীএ তোর দরশনে ॥ ধ্রু ॥
কুসুমশর হুতাশে।
তপত দীর্ঘ নিশাসে।
সঘন ছাড়এ রাধা বসি এক পাশে ॥ ২ ॥
ক্ষেপে সজল নয়নে।
দশ দিশে খনে খনে।
নালহীন কৈল যেন নীল ন[২১৫।২]লিনে ॥ ২ ॥
দেখি পল্লব শয়নে।
আঙ্গাররাশি সমানে।
মুদয়ে নয়ন আতি তরাসিত মনে ॥
বাম করতে বদনে।
দিআঁ গগনে নয়নে।
তোহ্মাক চিন্তে রাধা নিশ্চল মনে ॥ ৩ ॥
খনে হাসে খনে রোষে।
খনে কাঁপএ তরাসে।
খনে কান্দে রাধা খনে করএ বিলাসে ॥
চলিতেঁ তোহ্মার পাশে।
নারে মদনের রোষে।
বাসলীচরণ বন্দী গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

বিভাষরাগঃ ॥ রূপকং ॥ যতির্ব্বা ॥[১]

নিন্দএ চান্দ চন্দন রাধা সব খনে।
গরল সমান মানে মলয়পবনে ॥
করে মনসিজশর কুসুম শয়নে।
ব্রত করে পায়িতেঁ তোর আলিঙ্গনে ॥ ১ ॥
আল কাহ্নাঞি ল
রাধা বিরহদহনে।
দগধিনী ভৈলী তোহ্মার শ[২১৬।১]রণে[২] ॥ ধ্রু ॥

১ ইহার পর 'নাহং মনসি রাধয়া বর্ত্তে জরতি সন্ততং। মিথ্যাবচন-জাতেন বঞ্চনং কুরুষে বৃথা।' শ্লোক লেখা ও কাটা।

২ তোহ্মার শরণে', স্থা' তোলা পাঠে ও দরশনে' কাটিয়া শরণে' করা।

আহোনিশি মদন মারে তারে শরে।
হৃদয়ে নলিনীদল সংনাহা করে ॥
সব খন বস তোহ্মে তাহার আন্তরে।
তেঁসি তোহ্মা রাখিবারে পরকার করে ॥ ২ ॥
নয়নশলিল পড়ে বদনে তাহার।
রাহুএঁ গালিল যেন চাঁদ সুধাধার ॥
তোহ্মাক লিখিআঁ কাহ্নু মদনরূপ।
প্রণামগণ করে কহিলোঁ সরূপ ॥ ৩ ॥
তোহ্মাক সংমুখ দেখি আধিক চিন্তনে।
হাষে রোষে কান্দে কাম্পে ভয় করে মনে ॥
ঘর বন ভৈল তার জাল সখিগণে।
নিশাসে বাঢ়ে বিরহ দারুণ দহনে ॥ ৪ ॥
বনের হরিণী যেন তরাসিলী[১] মনে।
দশ দিশ দেখে রাধা চকিত নয়নে ॥
দয়া করী এবেঁ তাক দেহ আলিঙ্গনে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণে ॥ ৫ ॥

মালবরাগঃ ॥ রূপকং ॥ কাব্যোক্তি প্রকীর্ণক ॥

লগনী ॥

অ[২১৬।২]ধুনাপি কিম্ন সদয়ং হৃদয়ে
কুরুষে [মনো]হরমণীকরণে।
গতত্রপ কৃষ্ণ তব হে বিরহে
সুতনোস্তনোতি মদনঃ কদনম্ ॥

কাহ্নাঞিঁক বুইল বড়ায়ি বচন মধুরে।
চন্দ্রাবলী রাধা তোর বিরহে মরে ॥ ১ ॥
লুণী সম দেহ তার রসের সাগরে।
সংপূর্ণ যৌবনে রতি ভুঞ্জ দামোদরে ॥ ২ ॥
বিলম্ব না কর খণ সুন্দর মুরারী।
রাধার পরাণে দুখ সহিতেঁ না পারী ॥ ৩ ॥
বদন চুম্বিআঁ মাথে হাথ বুলাই।
হাথে ধরিআঁ কাকুতী কইল বড়ায়ি ॥ ৪ ॥

বুইল বারে বারে আগু পাছু বুঝাই।
রাধাক তোষহ বোল পালহ কাহ্নাঞিঁ ॥ ৫ ॥
চিত্তের হরিষে বড়ায়ির কথা শুণী।
ঈসত হাসিআঁ কাহ্নু হৃদয়ত গুণী ॥ ৬ ॥
বুইল মনোহর বেশ করু গোআলিনী।
পাসে আসী বৈসু বোলোঁ মধুরস বাণী[২১৭।১] ॥৭॥
কাহ্নের আদেশে গিআঁ বড়ায়ি হরিষে।
সত্বরেঁ কহিল সব রাধিকার পাশে ॥ ৮ ॥
রাধার খণেক ভৈল যুগ সদৃশে।
বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাসে ॥ ৯ ॥

ভৈরবীরাগঃ ॥ দণ্ডকঃ ॥ একতালী ॥

মাধবস্য নিদেশেন মুদিতায়াঃ প্রমোদিতা।
রাধায়া জরতী চক্রে বেশং জনমনোহরং ॥

আল রাধা
শঙ্খ সদৃশ তোর খোম্পা তাত দিল বেঢ়িআঁ চম্পা
সিসত সিন্দুর ন[ব] সুরে ॥ ১ ॥
গিএ গজমুতীহারে মণি মাঝে শোভে তার
উচ কুচযুগল উপরে।
হিআঁ সুমারু আকারে সুরেশরী দুই ধারে
পড়ে যেন সুমেরুশিখরে ॥ ২ ॥
পহ্নাইল হরিষমণে কণ্ঠত ভূষণগণে
দেখি আভিসার সুশোভনে।
মিলি হেমকরগণে বান্ধিল আতি যতনে
যেন কম্বু রতনক রতনে ॥ ৩ ॥
মণিকিরণ উজলে আঙ্গদ ভু[২১৭।২]জযুগলে
পহ্নায়িল আতি কুতূহলে।
বাহুতে কনক চুড়ী মুকুতা রতনে জড়ী
রতন কঙ্কণ করমুলে ॥ ৪ ॥
রতিরণে জয়ধ্বনী করএ কিঙ্কিণী
তাক গান্থি বান্ধিল মাঝে।
কনক মল্লতোর আর পাসলীনিকর
জংঘ পদ আঙ্গুলিত সাজে ॥ ৫ ॥

১ পুথিতে তরাসিনী।

কর্পূর কস্তুরী যো[]গ আঅর[1] তাম্বুলরাগে
গন্ধ রাংগে রচিল বদনে ॥ ৬ ॥
আতি রূপসী স্বভাবে লাসবেস করী রতিভাবে
রাধা গেল কাহ্নের পাশে।
রাধাক দেখিঞাঁ কা[]হ্নু উতরল ভৈলা মনে
গায়িল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥ ৭ ॥

কোড়াদেশরাগঃ ॥ ক্রীড়া ॥

রাধিকাং মনসিজজ্বরাতুরাং
মণ্ডনদ্বিগুণরামণীয়কাং।
বীক্ষ্য মন্মথশরাতুরো হরি-
র্বর্ণমেবমুপচক্রমে ক্রমাৎ ॥

ভুজযুগে ধরি কাহ্নে।
আল কৈল আলিঙ্গনে।
রাধাহো ধরিলেক কাহ্নাঞিঁক আতি জতনে ॥
কাহ্নু করিল চুম্বনে।
কপোল যুগ নয়নে।
ললাট আধর রতন যুগল নয়ানে ॥ ১ ॥
আল কাহ্নু করিল সুরতী।
পুরী ম[২১৮।১]নোরথ রাধার পিরিতী ॥ ধ্রু ॥
যুড়ী রসনে রসনে।
কৈল মুখমধু পানে।
রাধা না জানিল আপণ পর তখণে ॥
তার দসনের সনে।
কাহ্নু চাপিল দশনে।
ইঙ্গিতকারেঁ হারিল রাধা কাহ্নের বচনে ॥ ২ ॥
দৃঢ় করি ছুয়ি তনে।
নখ দিল ঘন ঘনে।
পীযুষে সেচিল কাহ্নু রাধার মণে[2] ॥
রাধাএ কৈল কুজনে।
মধু পীল হৃষ্ট কাহ্নে[3]।
উচিত হিল্লোল পড়িল সে নিধুবনে ॥ ৩ ॥

আতি চির আনুবন্ধে।
রতি কৈল নানা বন্ধে।
কভো কেহো না কৈল যেন রস প্রবন্ধে ॥
ভৈল মুকুল নয়নে।
সুখী ভৈল দুই জনে।
[গায়িল] বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণে ॥ ৪ ॥

শ্রীরামগিরীরাগঃ ॥ আঠতালা ॥

এহে
রতিসুখ ভুঞ্জিঞাঁ রাধা গোআলিনী।
চরণত ধরী বুইল সুণ চক্রপাণী ॥
তোহ্মাক ছাড়িঞাঁ মোর আন নাহি গতী।
এবেঁ চিত্তে ভৈল কাহ্নু তোহ্মাতে ভকতী ॥ ১ ॥
উরুখাণী পাতি মোরে দেহ গোবিন্দ।
শ্রম বড় পায়িল আহ্মে সুতি জাওঁ [২১৮।২] নিন্দ ॥ধ্রু॥
হেন সুণি তাত কাহ্নাঞি আনুমতি দিল।
নব কিশলয়ত শয্যা রচিল ॥
নিজ উরুতলে তাক নিশ্চলে রাখিল।
তখণ কাহ্নাঞি কিছু মনে চিন্তিল ॥ ২ ॥
হেন সন্তেদে দেখি শীতল বহে বাএ।
ভ্রমর কোকিল মিলী কলগীত গাএ ॥
কুসুমের গন্ধ মেলিল চারি পাশ।
রাধার নয়নে গিঞাঁ নিন্দ কৈল বাস ॥ ৩ ॥
রাধাক এড়িঞাঁ জায়িতেঁ কাহ্নু কৈল মন।
বড়ায়ির পাণে কাহ্নু করিল গমন ॥
বড়ায়িক সম্বোধিঞাঁ বুলিল বচনে।
গায়িল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলিগণে ॥ ৪ ॥

কেদাররাগঃ ॥ একতালী ॥

পালিল বড়ায়ি আহ্মে বচন তোহ্মারে।
এবেঁ মেলাণী দেহ আহ্মারে ॥
সাঁঝ উপসন্ন ভৈল বনের ভিতরে।
রাধা লঞাঁ ঝাঁট বিনএ যাহা ঘরে ॥ ১ ॥

১ পুথিতে 'আআর'। ২ পুথিতে 'মরণে'।
৩ 'হৃষ্ট কনে কাহ্নে' লেখা ও 'কনে' কাটা।

তোহ্মার কারণে ল বড়ায়ি।
কৈলো মোঞেঁ রাধার সঙ্গে ল ॥ ধ্রু ॥
আর বচনেক বোলোঁ সুণ ল বড়ায়ি
ধরিঞাঁ তোর করে।
তাক [২১৯।১] রাখিহ যতনে আপণ আন্তরে
জাইব আহ্মে মথুরা নগরে ॥ ২ ॥
নিন্দ ছল করি থাক[১] রাধার পাশে
বড়ায়িক বুলিল[২] যতনে।
ধির ধির করি রাধার শিয়রের উরু
কাঢ়ি [গেলা] মথুরা নগরক কাহ্নে ॥ ৩ ॥
কথোখণে চিআয়িলী রাধা চন্দ্রাবলী
কাহ্নাঞিঁ না দেখিল পাশে।
বড়ায়িক চিআইঞাঁ বুইল বচন
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

ভায়িঠালীরাগঃ ॥ যতিঃ ॥

এইত কদমতলে আছিলা বাল গোপালে
তার উরে দিলো মো সিয়রে।
আতিশয় রতিশ্রমে আকুলি হইলোঁ ঘুমে
নিন্দত এড়িঞাঁ গেল মোরে ॥ ১ ॥
বড়ায়ি গো
কাহ্নের বিরহভারে জিয়ন্তে ময়িলোঁ ল।
আনি দেহ শ্রীমধুসুদনে ॥ ল ॥ ধ্রু ॥
আহোনিশি একমনে চিন্তো মোঞেঁ সব খণে
সে কাহ্ন পায়িব কত খণে।
চরণে পড়োঁ দুতী আনী দেহ প্রাণপতী
তার মোর হউ দরশনে ॥ ২ ॥
মো কেহ্নে জাণিবোঁ হেন এড়িঞাঁ পালাইবে কাহ্ন
তবে কেহ্নে [২১৯।২] কাল ঘুম যাইবোঁ।
এ রূপ যৌবন ভার কাহ্ন বিণি আসার
তা লাগি গরল মোঞেঁ খায়িবোঁ ॥ ৩ ॥

হের মোঁ কাকুতি করোঁ দুতী তোর পাএ [ধ]রোঁ
এহোবার পুর মোর আশে।
চল দূতী তার থা[নে]ন আণ শ্রীমধুসুদনে
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

দেশাগরাগঃ ॥ কুড়ুক্কঃ ॥

এখণ কদমতলে আছিলা কাহ্নাঞি ল
তোর সঙ্গে রতিকুতুহলে।
রাধা ল
তো মুগধি আপণে ছাড়িলী বনমালী
এবেঁ কথাঁ পাইব গোপালে ॥ ১ ॥
রাধা ল
কিমনে পাইব রাধা কাহ্নের উদ্দেশে।
না জাণো সে গেল কোণ দিশে ॥ ধ্রু ॥
প্রবোধবচন কত বুঝাঞাঁ তাহারে
আণিঞাঁ মেলাইলো তোর থানে।
এত বড় নিন্দে ভোলী আজি তোহ্মে ভৈলা
শিঁয়রত হারায়িলা কাহ্নে ॥ ২ ॥
বিষম পুরুষ জাতী কপটপুরিত মতী
নানা বোলে সে তিরিক রঞ্জে।
হেন মতেঁ পড়িহাসে সে আন যুবতী লঞা
কাহ্ন রতি ভু[২২০।১]ঞ্জে কুঞ্জে কুঞ্জে ॥ ৩ ॥
এবেঁ তোঞেঁ এথানে থাক মো গিঞাঁ চাহোঁ তাক
যবেঁ পাঞেঁা তার দরসনে।
তবেঁ তোক আনি দিবোঁ গাইল বড়ু চণ্ডীদাস
[বন্দিঞাঁ] বাসলীচরণে ॥ ৪ ॥

রামগিরীরাগঃ ॥ আঠতালা ॥

একাকিনী পরিভ্রম্য বনং শ্রমভরা[তুরা]।
রাধে সংপ্রতি সীদামি ন লব্ধ্বা মধুসূদনং ॥
বচনেন তবানেন বৃন্দে ব্যাকুলমানসা।
জাতাস্মি জগদালোক্য শূন্যমেতদ্‌বচঃ শৃণু ॥

প্রথম পহরে আহ্মে দেখিল বড়ায়ি।
এখণে আসিবে মোর সুন্দ[র] কাহ্নাঞিঁ

---

১ পুথিতে তাক'। ২ পুথিতে বুলিহ'।

তেকারণে আহ্মে গিঞাঁ তাক না চাহিলোঁ।
আপণার দোষে মোঞেঁ উচিত ফল পাইলোঁ॥ ১॥
কেমনে বঞ্চিমো মোঞে একসরী কুঞ্জে।
কা লঞাঁ কথা কাহ্নাঞিঁ রতিসুখ ভুঞ্জে॥ ধ্রু॥
দুয়জ পহরে মোঁ চিন্তিলোঁ একসরী।
আহ্মাক তেজিঞাঁ আজি কথাঁ গেলা হরী॥
কে না সুতীথে স্নান কৈলা ধন্য নারী।
যা লঞাঁ সুখরতি [২২০।২] ভুঁজয়ে মুরারী॥ ২॥
তিয়জ পহরে বড়ায়ি পিক ঘন রএ।
কাহ্নের বিরহে মোর প্রাণ থির নহে॥
চিন্তিঞাঁ চাহিলোঁ কিছু নাহিক উপা[ে]য়।
কাহ্নু কাহ্নু করী কান্দিলোঁ দীর্ঘ রাএ॥ ৩॥
চারি পহর দিন পুরিল সকল।
কাহ্নু বিণি আয়িলাহোঁ আহ্মে কদম্বের তল॥
এবেঁ কেহ্নে মনে রহে আহ্মার জীবন।
গায়িল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণ॥ ৪॥

গুজ্জরীরাগঃ॥ কুড়ুক্কঃ॥

তার সুভ দিন ভৈল সেসি পুনমতী।
যে নারীক লঞাঁ কাহ্নু ভুঁজে সুখরতী॥ ১॥
ভাল আনুমান তোঁ করিলি রাহী।
এবে ভালমতে চাহি সুন্দর কাহ্নাঞী॥ ধ্রু॥
কদমের তলে খণে যমুনার কুলে।
শিশু লঞাঁ বাটে হাটে হরিষে বুলে॥ ২॥
যবেঁ লাগ পাওঁ তবেঁ কি বুলিবোঁ তারে।
ভালমতেঁ গোআলিনি শিখাহ আহ্মারে॥ ৩॥
বড়ায়ির বচনে রাধা বোলয়ে হরিষে।
বাসলী শিরে বন্দী গায়িল চণ্ডীদাসে॥ ৪॥

মল্লাররাগঃ॥ কু[২২১।১]ড়ুক্কঃ॥

চাহা চাহা চাহা বড়ায়ি যমুনার ভীতে।
বকুলতলাত চাহা চাহা একচীতে॥
নিকুঞ্জত চাহা আর যমুনার তীরে।
আর চাহা বড় বড় গাছের উপরে॥ ১॥
লাগ পায়িলেঁ তাঁক বুলিহ কাকু করী।
গোআলি বিকলী হৈল বনে একসরী ল॥ ধ্রু॥
আওর চাহিহ যথাঁ বসে শিশুগণে।
ছাওআল হঞাঁ কাহ্নু রহে খণে খণে॥
চরিত না বুঝে কেহো তার চারি যুগে।
সাবধান হঞাঁ চাহ যেহ্নু পাহ লাগে॥ ২॥
এবার পায়িলে বড়ায়ি সে সুন্দর কাহ্নে।
খাণিকেহো না তেজিবোঁ যেহেন পরাণে॥
যেবার আণিঞাঁ দিলে কাহ্নু মোর ঠায়ি।
তোক আর কভোঁ দুখ না দিবোঁ বড়ায়ি॥ ৩॥
হর আর্দ্ধ আঙ্গে গৌরী শিরে গঙ্গা ধরে।
যেতেকে যাণিল নারী যেহেন শরীরে॥
হেন বুঝায়িঞাঁ কাহ্নু আণ মোর পাশে।
বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাসে॥ ৪॥

ধানুষীরাগঃ॥ একতালী॥

হেন রাধিকার বচনে।
চলিলী বড়ায়ি বৃন্দাবনে [॥ ২২১।২]ল॥
আল বড়ায়ি।
সুণিঞাঁ রাধার আরতী।
কাহাকেহো না কৈল সংহতী॥ ল॥ ১॥
আল বড়ায়ি।
মনে ধরী রাধার বচনে।
কাহ্নাঞিঁক চাহে বনে বনে॥ ধ্রু॥
যমুনা[ত না] পাঞাঁ গোপালে।
পুন গেলী বকুলের তলে॥
তথাঁ না পাইঞাঁ গদাধরে।
চাহিলেক গাছের উপরে॥ ২॥
চাহিঞাঁ না পায়িল বনমালী।
ভ্রমে বড়ায়ি ভইলী বেআকুলী॥

একশরী বনের ভিতরে।
ভঞেঁ হালে বড়ায়ির আন্তরে ॥ ৩ ॥
বাহুড়িঞাঁ রাধিকার[১] থানে।
বড়ায়ি আয়িলী চিরক্ষণে ॥
বুয়িল তার না পাইল উদ্দেশে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

ভায়িঠালীরাগঃ ॥ যতিঃ ॥

হরি হরি।
আয়াসেঁ কাহ্নের উরে
শুতিলোঁ দিঞাঁ শিয়রে
প্রাণের বড়ায়ি ল
দারুণ নয়নে ভৈল নিন্দে। ল।
কাহ্নাঞিঁর দরশন
যেহেন ভৈল সপন
প্রাণ বড়ায়ি ল
যাগিঞাঁ চাহোঁ নাহিক গোবিন্দে ॥ ল ॥ ১ ॥
কোণ দিগেঁ গেল কাহ্নাঞি
উদ্দেশ বো[২২২।১]ল বড়ায়ি। ল।
প্রাণ বড়ায়ি ল
তোহ্মার সংহতি তথাঁ জাই ॥ ধ্রু ॥
নানাবিধ দুখ পায়িলোঁ
যার বিরহে পুড়িলোঁ
সে কেহ্নে নান্দে যাইতে মোরে।
কোণ আদিবস ভৈল
কিবা আপরাধ কৈল
যবেঁ কাহ্নাঞি রোষিল আহ্মারে ॥ ২ ॥
সোঞরী কাহ্নের বাণী
না রহে মোর পরাণী
চেতন নাহিক মোর দেহে।
তেজিলোঁ সুখ আসেস
দিনে দিনে তনু যেষ
ভাবিঞাঁ সে কাহ্নের নেহে ॥ ৩ ॥
বিধি বিপরিত ভৈল
আহ্মা ছাড়ি কাহ্ন গেল
বিরহে মো জিবোঁ কত দিশে।
বোল বড়ায়ি উপদেশে
কাহ্ন গেলা কোণ দিশে
গায়িল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

গুজ্জরীরাগঃ ॥ কুড়ুকঃ ॥

চিরকাল আয়িলোঁ বনের ভিতরে।
বিলম্ব করিতেঁ আর লাগে বড় ডরে ॥
উতরলী নহ রাধা মন কর থীর।
যা য়ানাহী না জাণে লোক তা জাই ঘর ॥ ১ ॥
পাছে কাহ্নায়িক আণী দিবোঁ তোর থানে।
করিব আপণ কাজ না জাণিব আ[২২২।২]নে ॥ ধ্রু।
বড় কাজ করিআঁ না করী জানাজাণী।
চিরকাল সুখ ভুঞ্জে সেসি সিআণী ॥
আহ্মার বচন ধর থীর করী মনে।
ঝাঁট ঘর গেলেঁ দোষ না দিব আইহনে ॥ ২ ॥
মুখ চুম্বী বোলোঁ রাধা মোর বোল ধর।
ঝাঁট গেলে কেহো না বুলিব আন্থুখর ॥
আরতি না কর দুখে বেধিল আন্তর।
আপণে মেলিব আসি দেব গদাধর ॥ ৩ ॥
হেনস প্রবন্ধ করী বড়ায়ি সত্বর।
রাধিকা বুঝাআঁ লআঁ গেলী ঘর ॥
সব সখিগণ সমে করিআঁ সংহতী।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগতী ॥ ৪ ॥

মালবশ্রীরাগঃ ॥ যতিঃ ॥

নিনায় কতিচিৎ কালান্ কথঞ্চিৎ কৃষ্ণতৃষ্ণয়া।
অথাধিভবতো রাধা জগাদ জরতীমিদং ॥

ফুটিল কদমফুল ভরে নোঁআইল ডাল।
এভোঁ গোকুলক নাইল বাল গোপাল ॥

[১] পুথিতে 'বড়ায়ির'।

কত না রাখিব কুচ নেতে ওহাড়িআঁ।
নিদয়হৃদয় কাহ্ন না গেলা বোলাইআঁ॥ ১॥
[২২৩।১] শৈশবের নেহা বড়ায়ি কে না বিহড়াইল।
প্রাণনাথ কাহ্ন মোর এভোঁ ঘর নাইল॥ ধ্রু॥
মুছিআঁ পেলায়িবোঁ বড়ায়ি শিষের সিন্দুর।
বাহুর বলয়া মো করিবোঁ শঙ্খচূর॥
কাহ্ন বিণী সব থন পোড়এ পরাণী।
বিষাইল কাণ্ডের ঘাএ যেহেন হরিণী॥ ২॥
পুনমতী সব গোআলিনী আছে সুখে।
কোণ দোষেঁ বিধি মোক দিল এত দুখে॥
আহোনিশি কাহ্নাঞিঁর গুণ সোঁঅরিআঁ।
বজরে গঢ়িল[১] বুক না জাএ ফুটিআঁ॥ ৩॥
জেঠ মাস গেল আসাঢ় পরবেশ।
সামল মেঘেঁ ছাইল দক্ষিণ প্রদেশ॥
এভোঁ নাইল নিঠুর সে নান্দের নন্দন।
গাইল বডু চণ্ডীদাস বাসলীগণ॥ ৪॥

শ্রীরাগঃ॥ কুড়ুক্কঃ॥

চতুরে চতুরো মাসান্ রাধে মুদিরমেদুরান্।
গময় ত্বং গতো শক্তিরত্র মে নাস্তি কাচন॥

আসাঢ় মাসে নব মেঘ গরজএ।
মদন কদনে[২] মোর নয়ন ঝুরএ॥
পা[২২৩।২]খী জাতী নহোঁ বড়ায়ি উড়ী জাওঁ তথাঁ।
মোর প্রাণনাথ কাহ্নাঞিঁ বসে যথাঁ॥ ১॥
কেমনে বঞ্চিবোঁ রে বারিষা চারি মাষ।
এ ভর যৌবনে কাহ্ন করিলে নিরাস॥ ধ্রু॥
শ্রাবন মাসে ঘন ঘন বরিষে।
সেজাত সুতিআঁ একসরী নিন্দ না আইসে॥
কত না সহিব রে কুসুমশরজালা।
হেন কালে বড়ায়ি কাহ্ন সমে কর মেলা॥ ২॥
ভাদর মাঁসে আহোনিশি আন্ধকারে।
শিখি ভেক ডাহুক করে কোলাহলে॥
তাত না দেখিবোঁ যবেঁ কাহ্নাঞিঁর মুখ।
চিন্তিতে চিন্তিতে মোর ফুট জায়িবে বুক॥ ৩॥
আশিন মাসের শেষে নিবড়ে বারিষী।
মেঘ বহিআঁ গেলেঁ ফুটিবেক কাশী॥
তবেঁ কাহ্ন বিণী হৈব নিফল জীবন।
গাইল বডু চণ্ডীদাস বাসলীগণ॥ ৪॥

মালবশ্রীরাগঃ॥ যতিঃ॥

মা খেদং ভজ কল্যাণি স্থিরতাং নয় মানসং।
রাধে কৃষ্ণোঽচিরাদেত্য তব স্পর্শং করিষ্যতি॥

হাথে চান্দ মা[২২৪।১]নী বড়ায়ি করায়িলেঁ পাগলী।
আইহনক পীঠ দিলোঁ লাজে তিলাঞ্জলী[১]॥
আশোআশ দিআঁ তোহ্মে হৈলা এক ভীতে।
কাহ্নত লাগিআঁ মোর বেআকুল চীতে॥ ১॥
জাণিল জাণিল বড়ায়ি চিহ্নিল কাহ্নাঞিঁ।
আছুক পরসরস দরশন নাহিঁ॥ ধ্রু॥
তোহ্মার বচনে বড়ায়ি নেহা বাঢ়ায়িল।
কাহ্ন সমে ভালেঁ রস ভুঞ্জিতেঁ না পাইল॥
পুরুব জরমে কিবা খণ্ডব্রত কৈল।
তেকারণে মোর মনোরথ না পুরিল॥ ২॥
দুখ সুখ পাঁচ কথা কহিতেঁ না পাইল।
ঝালিআর ডাল যেন তথনে পালাইল॥
দিনে দিনে তনু শেষ মদনতরাসে।
কৌতুকেঁ বাঢ়ায়িল নেহা এবেঁ সেই নাশে॥ ৩॥
তোহ্মার বচনে বড়ায়ি থীর নহে মনে।
কেমতেঁ পাওঁ এবেঁ শ্রীমধুসূদনে॥
কাহ্নের উদ্দেশে যাহা হেন লএ মণে।
গাইল বডু চণ্ডীদাস বাসলীগণে॥ ৪॥

---

১ পুথিতে গঢ়িল'। ২ পুথিতে মদনে কদনে'।

১ পুথিতে তিনাঞ্জলী'।

আহেররাগঃ ॥ কুড়ুক্কঃ ॥ লগনী ॥

[২২৪।২] দণ্ডকঃ ॥

জানে বাথ ন জানে বা সমুদ্দেশমহং হরেঃ।
ততঃ কিং গমনাশঙ্কা যত্তোহং রাধিকেহধুনা ॥

আইস ল বড়ায়ি হের বচন আহ্মার ধর
রতনমুদড়ী পিন্ধ হাথে।
হের মোঁ করোঁ কাকুতী তোর চরণে ভকতী
আণিআঁ দিআর জগন্নাথে ॥ ১ ॥
আল রাধে।
নিলজী নিকুপেঁ থাক কথাঁ গিআঁ পাইব তাক
পাপমতী না বাসসি লাজে।
বুইল তাক একবার তোষ মন রাধার
বোল পালী গেলা দেবরাজে ॥ ২ ॥
আল বড়ায়ি।
না বোল বড়ায়ি হেন আতি নিঠুর বচন
এ তোহ্মার বএসের দোষে।
আলিসের পরসাদেঁ দুখমুখ নাহিঁ জাণ
তেঁ তোহ্মাত উপজএ রোষে ॥ ৩ ॥
আনুগর পরিহর কে তোকে দিব উত্তর
ঠাঁঠী বড়ী গোআলিনী তোঁ।
উপদেশ বোল্ল তোহ্মে কথাঁ কাহ্নু পাইব আহ্মে
চাহিআঁ আণিআঁ দিবোঁ মো ॥ ৪ ॥
এ বোলে [২২৫।১]পাইলোঁ সুখ[১] চুম্বো বড়ায়ি তোর মুখ
আজি মোর ভৈল শুভদিনে।
যথাঁ যথাঁ বুলে কাহ্নু চাহ বড়ায়ি সেই থান
তবেঁ তার পাইব দরশনে ॥ ৫ ॥
শুণহ নাতিনী রাহী হাঁঠীবাক বল নাহিঁ
কথাঁ গিআঁ চাহিবোঁ মো হরী।
মণে কৈলোঁ আনুমান তোকে উপেখিআঁ কাহ্নু
গেলা দূর মথুরা নগরী ॥ ৬ ॥
তোর যুগতীঞঁ বুঢ়ী আহ্মাক নিন্দতে ছাড়ী
মথুরাক গেলা প্রাণেশ্বরে।

১ সুখ', সু' তোলা পাঠে।

চরণে ধরোঁ তোহ্মার কাহ্নু দেহ একবার
নহে বধ দিবোঁ মো তোহ্মারে ॥ ৭ ॥
জাইবোঁ মথুরা নগর মোর আগে সত্য কর
আর কর্ত্তোঁ না ঝঙ্কায়িবী মোরে।
বারে বারে দুখ পাইলোঁ ভাগে পরাণে না মরিলোঁ
সরূপ কহিলোঁ তোহ্মারে ॥ ৮ ॥
হের শির কর যোগে সত্য করোঁ তোর আগে
তোক দুখ না দিবোঁ মো আর।
যে আছে মোর কপালে ফলিবেক সে[২২৫।২]সি কালে
তার থান যাহ একবার[১] ॥ ৯ ॥
নাতিনী তোর বচনে হের মোঁ করিলোঁ গমনে
মথুরা কাহ্নের উদ্দেশে।
লাগ পাইলেঁ তার থানে করিবোঁ বড় যতনে
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥ ১০ ॥

মথুরানগরীং গত্বা জরতী মধুসূদনং।
জগাদ বিরহে মগ্না রাধা তে শরণং গতা ॥
ইতি শ্রোত্রশয়ং কৃত্বা জগাদ জরতীং হরিঃ।
রাধিকামন্থ্যনিঃশেষং নাগরঃ পরমাক্ষরম্ ॥

পাহাড়ীআরাগঃ ॥ ক্রীড়া ॥

আহা।
নঠী বড় রাধা দেখিলেঁ প্রাণ হরে।
আল।
তাহার ঠাইক জাইতেঁ লাগে বড় ডরে ॥
এথো গোপী ভাল নহে সব দুঠ মণে।
কেমনে বাঢ়ায়িব পা জাণহ আপণে ॥ ১ ॥
আর কিবা জাইবারে বড়ায়ি বোলহ আহ্মারে।
রাধাত লাগিআঁ কাহ্নু কিবা নাহিঁ করে ॥ ধ্রু ॥
হাথত ধরিআঁ মোর দগধ পরাণে।
আপণে বুইল তোহ্মে আহ্মার কারণে ॥

১ পুথিতে একবারে'।

তভোঁ আনুমতী মোক নাঁ দিলেক রাহী।
আর [২২৬।১] তার মুখ নাঁ দেখে সুন্দর কাহ্নাঞিঁ ॥২॥
বিথর বুলিআঁ বড়ায়ি কাজ কিছু নাহীঁ।
তোহ্মার বিদিত যত বুইল রাহী ॥
চরণে ধরিআঁ বোলোঁ চল তোহ্মে ঘর।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীবর ॥ ৩ ॥

গুজ্জরীরাগঃ ॥ কুড়ুক্কঃ ॥

বুঝিতেঁ না পারো কাহ্নাঞিঁ তোহ্মার চরিত।
যাচিতেঁ উপেখহ তোহ্মে সে আমৃত ॥
আর কভোঁ ধিক না বুলিব চন্দ্রাবলী।
মোর বোলে ভর করী আইস বনমালী ॥ ১ ॥
আসুখিনী চন্দ্রাবলী বিকলী বিরহে।
এবেঁ তাক তেজিতেঁ উচিত তোর নহে ॥ ধ্রু ॥
মোর বোলেঁ তোহ্মে তার পাসক না আসিবেঁ।
পাছে কলি কাহ্নাঞিঁ বিরহদুখ পাইবেঁ ॥৹
ভাত না খাইলি তবেঁ তাহার কারণে।
শাকর খাইতেঁ তোহ্মে আদরাহ[১] কেহ্নে ॥ ২ ॥
ভাঁগিল সোনার ঘট যুড়ীবাক পারী।
উত্তম জনের নেহা তেহেন মুরারী ॥
যে পুনি আধম জন আন্ত[২২৬।২]রে কপট।
তাহার সে নেহা যেহ্ন মাটির ঘট ॥ ৩ ॥
রাধিকা থাকিলী বসি আপণার ঘরে।
তোহ্মে থাকিলা আসি মথুরা নগরে ॥
আসি জাই করী মোর আকুল পরাণে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণে ॥ ৪ ॥

বিভাষরাগঃ ॥ কুড়ুক্কঃ ॥

শতকী না কর বড়ায়ি বোলোঁ মো তোহ্মারে।
জায়িতেঁ না ফুরে মন নাম শুণী তারে ॥
যত দুখ দিল মোরে তোহ্মার গোচরে।
হেন মন কৈলোঁ আর না দেখিবোঁ তারে ॥ ১ ॥
আগ বড়ায়ি বাহুড়ী যাহ তথী।
রাধিকা লাগিআঁ মোক না কর শকতী ॥ ধ্রু ॥
কাটিল ঘাঅত লেম্বুরস দেহ কত।
তোহ্মার বিদিত মোরে রাধা বুইল যত ॥
এ ধন বসতী সব তেজিবাক পারী।
দুসহ বচনতাপ না সহে মুরারী ॥ ২ ॥
মথুরা আইলাহোঁ তেজি গোকুলের বাস।
মন কৈলোঁ করিবোঁ মো কংসের বিনাস ॥
বিরহে কা ... ...

(ইহার পর পুথি খণ্ডিত।)

১ পুথিতে 'আদবাহ'।

পরিশিষ্ট

১

চণ্ডীদাসের প্রচলিত সংস্করণের পদ

বিভাষ।

প্রথম প্রহর নিশি স্বস্বপন দেখি বসি
সব কথা কহিয়ে তোমারে।
বসিয়া কদম্বতলে সে কানু করেছে কোলে
চুম্ব দিয়া বদন উপরে॥
অঙ্গে দিয়া চন্দন বলে মধুর বচন
আর বায় বাঁশী স্বমধুরে।
চাহিলেন স্বরতি নাহি দিল পাপমতি
দেখিল কৃষ্ণ দোজি প্রহরে॥
তৃতীয় প্রহর নিশি মুই কৃষ্ণ কোলে বসি
নেহারিনু সে চাঁদ বদনে।
ঈষৎ হাসন করি প্রাণ মোর নিল হরি
বিয়াকুল হইল মদনে॥
চতুর্থ প্রহরে কান করিল অধর পান
মোর ভেল রতি আশোয়াসে।
দারুণ কোকিল নাদে ভাঙ্গিল আমার নিঁদে
রস গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে॥

[শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের 'দেখিলোঁ প্রথম নিশী' (পৃ. ১৩১) পদের বিকৃত বা রূপান্তরিত পাঠ।]

২

নবাবিষ্কৃত পুঁথির পদ

রাগিণী ধানশী ॥ জলদ ॥

কি আলো রাধে ঐ জে। হাঁকুলি একলা॥
কেন দান না দিয়ে কেন জাইবে হাটে।
কেন নাগরী রাধা ছাড়ি দিব বাটে॥
সব কুতঘাটে রাধা মোর মহাদান।
হয় নয় দেখ রাধা পাজি পরমাণ॥

লঘু ১৪ চোদ্দ কলা। পরে গুরু॥

বার বরিখের দান দিবে জে গুয়ালি।
তোর রূপ যৌবনে মোহিল বনমালী॥
স্বর্গে রাখু মর্ত্তে রাখু তলে পাঁহু শুধি।
তাহাত টেটনী রাধা কি করিবি বুদ্ধি॥
এ তিন ভুবনে রাধা মোর মহাদানে।
তাকে ভাঙ্গি জাএ রাধা কাহার পরাণে॥
যশোদার পো আমি হাথে ধরি বাঁশী।
তোমাকে দেখিলু রাধা অধিক রূপসী॥
তেকারণে রাধা মোর তোতে গেল মন।
ছাড়ি দিলু দান ধর আমার বচন॥
এভো যবে না ধরিবে পাশে বৃন্দাবন।
বলে ধরি তোক তবে দিব আলিঙ্গন॥
ইহা বুঝি দেহ রাধা সরস বচন।
গাঁইল বড়ু চণ্ডীদাস বাশুলীগণ॥

লঘুগুরু সকলে ৭১ একাত্তরি কলা॥

[শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের 'কেহ্নে দান না দিবেঁ তোঁ' (পৃ. ১৭) পদের পরিবর্ত্তিত পাঠ।]

রাগ ধানশী। গঞ্জল॥

কি আগো বড়াই ঐ জে। হাঁকুলি একলা॥
চাঁপাকুড়ি দেখিতে রূপসে।
তাহে নাঞি গন্ধের পরশে॥
বিকশিলে জগমন মোহে।
নারীর যৌবন হেন হয়ে॥

লঘু ১২ বার কলা। পরে গুরু॥

কানু মোরে আলিঙ্গন মাগে।
নাঞি জানি স্বরতির ভাবে॥
অনেক কড়ির পসরা।
হাট জাত্যে না পাইল মথুরা॥

রাজা কংসে করিব গোহারি।
তবে কাহ্নু লয়্যা জাব ধরি॥
নিতি নিতি দধি বিকে জাঙ।
দানের শুধি নাঞি পাঙ॥
এবে রাজা ধনের কাতর।
চাহে জবে দুধে দিব কর॥
সখী সাত পাঁচ করি সঙ্গে।
মথুরাকে জাঙ বিকে রঙ্গে॥
কেন কাহ্নু হেন পড়িহাসে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে॥

লঘু গুরু সকলে ৬২ বাষট্টি কলা॥

['আল বড়ায়ি। চাঁপাকুঁঢ়ী দেখিতেঁ রূপসে' (পৃষ্ঠা ১৮) পদের রূপান্তর।]

রাগ বরাড়ী। অপূর্ব্বকলা॥

তোর রূপ দেখি মোর চিত নহে স্থির।
প্রাণ জেন ফাটি জাএ বুকে মাল্যে তীর॥ এ॥

লঘু কলা। পরে গুরু॥

জরে প্রাণ ফাটে বুক ধরিতে না পারে।
গলাতে পাথর বান্ধি দহে পশি মরে॥ এ॥
তুমি গঙ্গা বারাণসী স্বরূপেসি জান।
তুমি মোর সব তীর্থ তুমি পুণ্য স্থান॥ এ॥
ই বোল বলিতে কান না বাসসি লাজ।
তুমার মাউলানী আমি শুন দেবরাজ॥ এ॥
হইএ আমি দেবরাজ তুমি মোর রাণী।
মিছাই সম্বন্ধ পাত কিসের মাউলানী॥ এ॥
ই বোল বলিতে তোর মনে বড় সুখ।
পরঘরে পৈশে জেন চোর পাটাবুক॥ এ॥
ভাল বোল বলিলে তো চন্দ্রাবলি রাণি।
আমার মনের কথা কহিলে আপুনি॥ এ॥
বিরহে পুড়িয়া কান আকুল বিকল।
জরুয়া দেখিয়া যেন রুচক অঙ্গল॥ এ॥

জাইবার বাসনা তুই ছাড়হ গুয়ালি।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বন্দিয়া বাশুলী॥ এ॥

লঘুগুরু সকলে ৮১ একাশী কলা।

['তোর রূপ দেখি মোর চিত নহে থীর।' (পৃষ্ঠা ১৯) পদের বিকৃত পাঠ।]

রাগিণী মঙ্গল॥ কুন্দশেখর॥

চামরী জিনিঞা তোর চিকণ কবরী।
মালতীর মালা তাহে বেড়া সারি সারি॥
অলকা তিলক কিবা ভালের উপরে।
সুরঙ্গ সিন্দুর বিন্দু তাহার মাঝারে॥

লঘু ২ কলা। পরে গুরু॥

বদন শরত চান্দ সুধা হাসি ঝরে।
দশন কিরণে কত বিজুরি সঞ্চরে॥
হৃদএ মুকুতা হার অমূল্য রতন।
কুন্দ কনয়া গিরি তোর দুই স্তন॥
হেন সে যৌবন রাধা সব আলপাউ।
যৌবন গড়িলে তনু হইবেক লাউ॥
নহুলি যৌবন রাধা দেহ আলিঙ্গন।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাশুলীগণ॥

লঘুগুরু সকলে ১২ বার কলা॥

[পদটা শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের পুথিতে নাই; 'সুণ ল সুন্দরি রাধা' (পৃষ্ঠা ২৫) পদের মাত্র তিন পঙ্‌ক্তির সহিত মিল আছে।]

রাগিণী গৌরী। চুটখিলা (ছুটক ?)॥

পরাশর নামে ঋষি আছিলা বিশাল।
তিন ভুবনে জানি তপস্যা জাহার॥
জলমাঝে মীনকন্যা করিল গমন।
তাথে উপজিলা বেদব্যাস তপোধন॥
তোমার বচন রাধে সবই আতত।
পরদারে পাপ নাঞি মুনির সমত॥

পঞ্চ পাণ্ডবের ভৈলা কুন্তী জননী।
পঞ্চ পতি জার ভৈলা সব লোকে জানি ॥
রম্ভা আদি বেউশ্যাক রমন্তি ত্রিদশে।
হেন সব কন্যা কেন সুরপুরে বৈসে ॥
ত্রিপথগামিনী গঙ্গা হর শিরে ধরে।
হেন গঙ্গা রমিল শান্তনু নাম নরে ॥
নারীর সম্ভোগে রাধে জদি পাপ বসে।
এ তিন ভুবনে কেন সে গঙ্গা পরশে ॥
নিজ পর নারী দোষ নাইক সংসারে।
জত সতীপনা সব মিছা জান তারে ॥
ইহা জানি একমনে পূর মোর আশে।
বাশুলী শিরে বন্দি গাইল চণ্ডীদাসে ॥

৬৩ তেবট্টি কলা ॥

['পরাশর নামে ঋষি আছিলা বিশাল।' (পৃ. ২৬) পদের পাঠান্তর।]

রাগ ধানশী। বিষম ॥

কি আগো বড়াই ঐ জে। হাঁকুলি একলা ॥
গুরুপত্নী তারাক হরিল শশধরে।
অদ্যাপিহ অপযশ তার পরচারে ॥
কপটে অহল্যাক রমিল সুরবরে।
সহস্রেক যোনি ভৈল তার কলেবরে ॥

লঘু ১৪ চৌদ্দ কলা। পরে গুরু ॥

হেন অদভুত কথা শুন লো বড়াই।
পরদারে পাপ নাঞি বলন্তি কানাঞি ॥
সুন্দ উপসুন্দ আছিলা দুই ভাই।
তিলোত্তমা হেতু দুই মরিলা এক ঠাঞি ॥
শুম্ভ নিশুম্ভ দুই অসুর আছিলা।
পার্ব্বতীর কারণে দুই জন মইলা ॥
চোদ্দ চৌ যুগ আছিল লঙ্কার রাবণ।
তেঁহ সে মজিলা মায়াসীতার কারণ ॥
ইহা জানি কানাঞিক নিষধ বড়াই।
কেন হেন মিছা কথা কহে মোর ঠাঞি ॥

বলহ বড়াই কানু মনে পরিভাউ।
আপনাকে চিনিঞা আপন ঘরে জাউ ॥
আমা সনে কানাঞি তেজু পরিহাস।
বাশুলী বন্দি গাইল বড়ু চণ্ডীদাস ॥

৭১ একাত্তরি কলা ॥

['গুরুপত্নী তারাক হরিল শশধরে।' (পৃ. ২৬) পদেরই রূপভেদ।]

রাগ পাহিড়া। রূপক ॥

আগো রাধে
সর্ব্বাঙ্গে সুন্দরী তোঁহে দেব মুরারি মোহে
তোর মোর উচিত সে নেহে।
আগো রাধে
তোমাতে মজিল মন ভালে জানে দেবগণ
ইথে কি বিচারহ সন্দেহে ॥
আগো রাধে
না পরিহর সুন্দর কানাঞি।
সব কলা সম্পূর্ণী তো রাই ॥
আগো রাধে
আইলু মুঞি বড় আশে না করহ নৈরাশে
শুন ধনি আমার বচনে।
আগো রাধে
দেবের দেবতা আমি জানিঞা না জান তুমি
ফিরি চাহ নিরখি বদনে ॥
আগো আধে
তোর রূপে মোর মন মজে।
যৌবন রাখহ কোন কাজে ॥
আগো রাধে
জগতের জগন্নাথে সেহ আমি রাজপথে
তোমার লাগিয়া হনু দানী।
আগো রাধে
পসরা নামাঞা রাখ শোষে শুখাঞাছে মুখ
আশ পুরি হের আস্যা ধনি ॥

আগো রাধে
তনু দহে বিরহের জ্বরে।
আলিঙ্গন দেহত আমারে ॥
আগো রাধে
আঁখিঠার অনুসারে ধনী কহে বড়াইরে
ঘরে কি বলিব দুরুবারে।
আগো রাধে
এই খেনে রসাবেশে কহে বড়ু চণ্ডীদাসে
গাইল জে বাশুলীর বরে ॥
সকলে ৮৫ পঁচাশী কলা ॥

[উদ্ধৃত পদের ১ম ত্রিপদী ও পয়ারের সহিত শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের 'আল রাধা সর্ব্বাঙ্গে সুন্দরি তোএঁ (পৃ. ২৮) পদের ঐ অংশের মিল আছে; অবশিষ্টাংশ সম্পূর্ণ নূতন। রচনা-ভঙ্গি দেখিয়া মনে হয়, বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রাপ্ত পুথির পাঠ প্রকৃত পাঠের আধুনিক রূপ। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন পুথির লিপিকর অসাবধানবশতঃ পরবর্তী কোন পদের বাকিটা গ্রহণ করিয়া থাকিবেন।]

রাগিণী সুই। যতি ॥

রাজা বড় খরতর নাঞি শুনে কথা।
লঘু নটক পাইলে কাটে তার মাথা ॥
গোচরিঞা ফল ধরাইব জেবা জানি।
তুমিত ভাগিনা কানাঞি আমি ত মাউলানী ॥
আপনি বলহ তুমি ত্রিদশের পতি।
তবে কেনে পরদারে মজে তোর মতি ॥
গরু রাখি বুল তুমি মাঝ বৃন্দাবনে।
ইবে পাপ কাজ লাগি সাধ মহাদানে ॥
ছাড়হ কানাঞি তুমি পাপ বচন।
আইহেন শুনিলে তোর বধিবে জীবন ॥
ভূমি ছুইঞা হাথে পরশি দুই কানে।
এভোহ কানাঞি তোর না ভইল জ্ঞানে ॥
আমাকে না কর কানাঞি অধিক যতন।
কভো না শুনিব আমি তুমার বচন ॥
তুমার বচন মোর না সামায় কানে।
তুভোহ কানাঞি কেন করহ যতনে ॥
ইহা বুঝি নিবারহ পাপত মন।
বাহুড়ি আপন ঘর করহ গমন ॥
কিসকে করহ কানাঞি হেন পরবন্ধ।
তোর সঙ্গে আছে মোর নিবিড় সম্বন্ধ ॥
ইহা জানি ছাড় কানাঞি আমার সে আশে।
বাশুলী বন্দিয়া গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥
লঘু গুরু সকলে ৫৪ চুয়ান্ন কলা ॥

[প্রথম চারি পঙ্‌ক্তি 'রাজা বড় খরতর' (পৃ. ২৮) পদের এবং বাকিটা 'আপণে বোল তোহ্মে' (পৃ. ৪১) পদের বিকৃত পাঠ।]

রাগিণী পাহিড়া। যমক ॥

মুখ কমলে অতি শোভা করে
খঞ্জন নয়ন দুই।
ভৌঁঞি কাল সাপ যুগল তাহাতে
শোভএ নিচল হই ॥
লঘু ২ দুই কলা। পরে গুরু ॥
আন জদি দেখে রাজপদ পাএ
নানা উপভোগে রহে।
আছু রাজপদ দূর বড়াই
জীবন মোর সন্দেহে ॥
হাত জোড় করি ভকতি করু
জীউ দান দেহ বড়াই।
বোল রাধারে মানু সুরতি
তবে সে জীএ কানাঞি ॥
মাণিক জিনিঞা দশন জুতি
গীএ শতেশ্বরী হারে।
কর কমল বাহু মুনাল
হেম ঘট পয়োভারে ॥
নাভি তার নদ ঘাট ত্রিবলি
ঘন জঘন পুলিনে।
উচিত তাহাত কলহংস সম
রএ কনক রসনে ॥

রাধার নিতম্ব মণ্ডল আড়ন
রোমাবলি কিরিপাণে।
অতি অদভুত বিনি ঘাএ হানি
বিকল কৈল পরাণে ॥
উরু যুগ শোভে রামকদলী
স্থলকমল চরণে।
রাজহংস জিনিঞা অতি
রাধার মন্দ গমনে ॥
পৃথিবীত আমি অবতার কৈল
তার সুরতির আশে।
বাশুলী চরণে বন্দিয়া গাইল
এ বড়ু চণ্ডীদাসে ॥
লঘু গুরু সকলে ১৬ ষোল কলা।

* ['মুখকমলে আতি শোভা করে' (পৃ. ২৯) পদের বিকৃত ও অসম্পূর্ণ পাঠ।]

রাগ বসন্ত। হরগৌরী ॥

হরি হর একু দেহ বিদিত সংসারে।
জানিহ সে অতি সত্য কহিল তোমারে ॥
মোর সে কালিয়া তনু তনু গোরা অঙ্গ।
জানি বিধি আনি নিধি মিলাঅল সঙ্গ ॥
হের আস্ত বিনোদিনী পরিহর লাজ।
না শুনিলে মোর বোল হইব অকাজ ॥
হরিহর নাম মোর গোরী অঙ্গে ধরি।
বিশ্বম্ভর নাম মোর বিষ পান করি ॥
ত্রিপথগামিনী গঙ্গা ধরি নিজ কাএ।
গঙ্গাধর নাম মোর সর্ব্বলোকে গাএ ॥
নারীর সম্ভোগে রাধা জদি পাপ হএ।
শ্রীসংযুক্ত কৃষ্ণনাম শাস্ত্রে কেন কহে ॥
চাতুরালী পরিহর মোরে দেহ দান।
বাশুলী বন্দিয়া বড়ু চণ্ডীদাসে গান ॥
লঘু গুরু সকলে ১৪ চোদ্দ কলা।

[নূতন পদ, ৩২ অথবা ৭৮ পৃষ্ঠার খণ্ডিতাংশের হইতে পারে।]

রাগিণী ভীমপলাশী। দশকুশী ॥

শুনিঞা না শুন রাধে সুজন গুয়ালি।
ওলাহ পসরা তোর বিচারিয়া বলি ॥
এই মতে নিতি জাহ মথুরার হাটে।
বহু দিন খুজিয়া পাইল দানঘাটে ॥
কার বোলে আন পথে জাহ দধি লয়্যা।
বহু ধন পায়্যাছ রাধে দানী ভাণ্ডাইয়া ॥
আস্তহ সুন্দরি বস্ত লেখা করি দান।
ইহ নহে হের দেখ পাঞ্জি পরমাণ ॥
শাশুড়ী ননদী মোর ঘরে দুরুবারে।
কোন ছলে জাব ঘর নই স্বতন্তরে ॥
শ্রীফল সদৃশ কুচ সেহ মোর বৈরি।
বলহ বড়াই ইবে কোন বুদ্ধি করি ॥
প্রাণ লয়্যা খেড়া হইল আগে হে বড়াই।
স্বামীর নিজ ধন খুজন্তি কানাঞি ॥
হার কঙ্কণ মোর কাঁচলিতে দেই টান।
হেনকে হোছাল মারে লহেত পরাণ ॥
চুম্বন দিবারে চাহে বদনকমলে।
আলিঙ্গন চাহে কানাঞি বিরহের জ্বরে ॥
কাহাকে বুলিএ রতি না জানি বড়াই।
হেন বিপরীত কথা কহন্তি কানাঞি ॥
মোএ শিশুমতি বড়াই করু কোন বুদ্ধি।
শুনিঞা বা কি বলিবে স্বামী গুণনিধি ॥
অমূল্য রতন মানে ধরে মোর হাথে।
মাগএ সুরতি দান সান দেই মাথে ॥
নিষধ নিষধ বড়াই শ্রীমধুসূদনে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাশুলীগণে ॥

লঘু ১৮ আঠার কলা পরে গুরু এবং সকলে ৬৫ পঁয়ষট্টি কলা।

[খুব সম্ভব, লেখকের অনবধানতায় দুইটা পদ মিশিয়া গিয়াছে। প্রথম আট পঙ্‌ক্তি রাধার প্রতি শ্রীকৃষ্ণের উক্তি, (এই অংশ শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের পুথিতে নাই); এবং বাকিটা 'সাসুড়ী ননন্দ মোর ঘরে দুরুবারে।' (পৃ. ৩৪) পদের একটা বিকৃত পাঠ।]

রাগিণী সুই। বিষমসন্ধি ॥

মোহে জবে জান কানাঞি ঘাটে মহাদানী।
বড়াইকে ছাড়ি কেন হইব একাকিনী॥
কেন সব সখীগণে আগে কৈলে পার।
কাল হয়্যা গেল মোর যৌবনের ভার॥

লঘু ১২ বার কলা। পরে গুরু॥

কি ভৈল ভৈল বিধি যমুনার ঘাটে।
কেন মন কৈল জাত্যে মথুরার হাটে॥
অবস্থা করিল মোকে সেই জগন্নাথে।
পুনরপি ঠেকিলাম তাঁহার জে হাথে॥
ইহ পথে আসি মোএ হারাইনু বুদ্ধি।
অনাথী গুয়ালী মোকে রক্ষা কর বিধি॥
পুরুব জনমে মোর করমের ফলে।
জনম লভিনু আমি গুয়ালার কুলে॥
তেঞি সে দধি বিকে জাঙ মথুরার হাটে।
দুরুজন কানাঞি শুন ইবে পাড়ে বাটে॥
কর জোড় করি বলি শুন দামোদর।'
জাইব বড়াই সঙ্গে ঝাঁট পার কর॥
এড়িয়া জাএ কানাঞি মোরে সব সখীগণ।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাশুলীর গণ॥

লঘু গুরু সকলে ৫৪ চুয়ান্ন কলা॥

[পদটা নৌকাখণ্ডের 'মোএঁ যবেঁ জাণো কাহ্নাঞিঁ ঘাটে মাহাদানী।' (পৃ. ৫৮) পদের পরিবর্ত্তিত রূপ।]

রাগিণী ধানশী। ঝম্পক॥

আউ থাকিতে কানাঞি মরণ ইচ্ছসি।
সাপের মুখেতে কেন আঙ্গুল দেসি॥
চুণ বিহনে জেন তাম্বুল তিতা।
অল্প বএসে তেন বিরহের চিন্তা॥

লঘু ৯ নয় কলা। পরে গুরু॥

লাজ নাহিক কানাঞি বদনে তুহাঁর।
পাশে আসিতে কেন চাহসি আমার॥
মজুরিয়া হয়্যা কেন এত বড় রঙ্গ।
অলপ হইয়া চাহ বড়র সঙ্গ॥
হাথে হাথে চাহ তুমি আকাশের চান্দ।
লোকে উপহাস করে দেখি তুহুঁ ছান্দ॥
উত্তম জাতি তুমি নন্দের বালা।
পুরুষ হইয়া তুমি জান এত কলা॥
সকল লোকের মাঝে না বাসহ লাজ।
না বহসি ভার তুহুঁ সিঞানের কাজ॥
মাকড়ের হাথে জেন ঝুনা নারিকল।
আমাকে দেখিয়া তেন না হয় বিকল॥
সঙ্গে আসিবে জবে লয় দধিভারে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাশুলী বরে॥

লঘু গুরু সকলে ৮১ একাশী কলা॥

[ভারখণ্ডান্তর্গত 'আউ থাকিতেঁ কাহ্নাঞিঁ মরণ ইছসি।' (পৃ. ৬৮) পদের রূপভেদ।]

রাগিণী বাগশ্রী। আলুটী॥

আমি দেব শ্রীহরি।
মথুরাতে অবতরি॥
আমি সে সৃজিলা দান।
আমারে জুড়সি মান॥
আলিঙ্গন দেহ রাধে।
না করহ রসবাদে॥
আমার গমন ইথে।
তেঞি আসিয়াছ পথে॥
কেন ধনি ভুল তুমি।
তোমা লাগ্যা দানী আমি॥
আমার বরণ ক্লেশে।
তেঞি ধরিয়াছ বেশে॥
শ্যামের বচন শুনি।
মান গেল বিনোদিনী॥

বসিল তরুর ছাএ।
ঘন কান্নু মুখ চাএ ॥
ধনী কহে বড়াইকে।
তোমরা সে জায় বিকে ॥
বড়াই সে অনুসারে।
গোপী লয়্যা গেল দূরে ॥
তরুমূলে রাধা শ্যাম।
দেখিতে সে অনুপাম ॥
রঙ্গভরে মনসুখে।
চুম্বন করএ মুখে ॥
রতি রসের আবেশে।
রাধা অঙ্গ সে পরশে ॥
বিন্দু বিন্দু ঘাম তাএ।
দুহুঁ মুখ দুহুঁ চাহে ॥
পবন সে মন্দ বহে।
যমুনা তরঙ্গ তাহে ॥
কোকিল ললিত স্বর।
ফুকরএ মধুকর ॥
অলি সারি শুক তাএ।
রাধাকৃষ্ণগুণ গাএ ॥
বাশুলী বন্দিয়া সীসে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥

লঘু গুরু সকলে ৩৬ ছত্তিশ কলা ॥

[পদটা শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের পুথিতে নাই, ছত্রখণ্ডের খণ্ডিতাং হইতে পারে।]

রাগিণী সুহই। ভ্রমরষট্‌পদী ॥

বল করিতে চাহুঁ তোরে।
ঐ জে নাহি নাহি বলু বড়াই ডরে ॥
হানএ কুসুমশর বাণে।
তেকারণে দগধে পরাণে ॥
না মারহ বিরহ আনলে।
মুখ তুলি চাহ তো সকালে ॥
এই তোর তিরছ নয়ানে।
শর হানিলি মোর প্রাণে ॥
একবার দেহ জীউদানে।
তোমা বিনু না রহে পরাণে ॥
জীবন যৌবন কত কালে।
অকারণে করহ জঞ্জালে ॥
আইলু মুঞি বড় প্রতিআশে।
গাইল এ বড়ু চণ্ডীদাসে ॥

লঘু গুরু সকলে ৪২ ব্যালিশ কলা ॥

[নূতন পদ, সম্ভবতঃ রাধাবিরহের খণ্ডিতাংশের।]

ভাষাসর্ব্বস্ব টীকা

সাঙ্কেতিক অক্ষর

অপ° — অপভ্রংশ
অভি° প° — অভিধানপ্পদীপিকা
অস° — অসমীয়া
উ° চ° — উত্তররামচরিত
ও° — ওড়িয়া
ক° ম° — কর্পূরমঞ্জরী
কু° চ° — কুমারপালচরিত
গা° স° — গাথাসপ্তশতী
গু° — গুজরাটী
গৌ° ব° — গৌড়বধ বা গউড়বহো
চৈ° চ° — চৈতন্যচরিতামৃত
চৈ° ভা° — চৈতন্যভাগবত
টী° স° — টীকাসর্ব্বস্ব
তুল° — তুলনীয়
দে° না° মা° — দেশীনামমালা
দে° প্রা° — দেশী প্রাকৃত
প° ক° ত° — পদকল্পতরু
পা° — পালি
প্রা° — প্রাকৃত
প্রা° পৈ° — প্রাকৃতপৈঙ্গল
প্রা° প্র° — প্রাকৃতপ্রকাশ
প্রা° লক্ষণ — প্রাকৃতলক্ষণ
প্রা° লক্ষ্মী — প্রাকৃতলক্ষ্মী
প্রা° স° — প্রাকৃতসর্ব্বস্ব
বা° — বাঙ্গালা
ভবি° — ভবিসয়ত্তকহা
ম° — মরাঠী
মু° রা° — মুদ্রারাক্ষস
মৃ° ক° — মৃচ্ছকটিক
মৈ° — মৈথিলী
শকু° — শকুন্তলা
শূ° পু° — শূন্যপুরাণ
স° — সংস্কৃত
সে° ব° — সেতুবন্ধ
হি° — হিন্দী
√ — ধাতু

জন্মখণ্ড

পৃষ্ঠাঙ্ক—১

পৃথুভারব্যথামিত্যাদি শ্লোক—পৃথিবী তাঁহার গুরু-ভারজনিত বেদনার কথা দেবগণকে কহিলেন। তাহা শুনিয়া তাঁহারা সত্বর কংসধ্বংসে মনোনিবেশ করিলেন।

দৃপ্ত রাজবেশধারী দৈত্যগণের অসংখ্য সৈন্যরূপ গুরুভার। যথা ভাগবতে,—

ভূমির্দৃপ্তনৃপব্যাজ-দৈত্যানীকশতাযুতৈঃ।
আক্রান্তা ভূরিভারেণ ব্রহ্মানং শরণং যযৌ॥
গৌর্ভূত্বাশ্রুমুখী খিন্না ক্রন্দন্তী করুণং বিভোঃ।
উপস্থিতান্তিকে তস্মৈ ব্যসনং সমবোচত॥
ব্রহ্মা তদুপধার্য্যাথ সহ দেবৈস্তয়া সহ।
জগাম স ত্রিনয়নস্তীরং ক্ষীরপয়োনিধেঃ॥
তত্র গত্বা জগন্নাথং দেবদেবং বৃষাকপিম্।
পুরুষং পুরুষসূক্তেন উপতস্থে সমাহিতঃ॥

—১০।১।১৭-২০

১। **সব**—প্রাকৃত সব্ব'; অশোক অনুশাসনে সব'-। **দেবেঁ**—এ' কর্তৃকারকের চিহ্ন। মাগধী ভাষায় (পুং-নপুংসক, উভয় লিঙ্গেই) অকারান্ত শব্দের উত্তর সু' প্রত্যয়ের স্থানে ইকার বা একার হয় এবং পক্ষে সু প্রত্যয়ের লোপ হয়; 'অত ইদেতৌ লুক্‌চ,' বররুচি—১১।১০। বাঙ্গালা প্রভৃতি ভাষায় ক্রমে বচন-নির্বিশেষে এই এ' প্রচলিত হইয়া থাকিবে। ঁ' চন্দ্রবিন্দু আনুনাসিক উচ্চারণের দ্যোতক এবং আনুনাসিক উচ্চারণ পশ্চিম-রাঢ়ের অন্যতম বিশেষত্ব। উহার সার্থকতা—স্বরের কোমলতা ও দীর্ঘতা-সম্পাদনে। হিন্দী, মহারাষ্ট্রী, গুজরাটী প্রভৃতি প্রাকৃতসম্ভব ভাষাসমূহে আনুনাসিক উচ্চারণের প্রাচুর্য্য দেখা যায়। **মেলি**—প্রাকৃত মিলিঅ', মেলিঅ'। শৌরসেনী ভাষায় ক্ত্বা' প্রত্যয়ের স্থানে ইঅ' আদেশ হয়; 'ক্ত্বা ইঅঃ', বররুচি—১২।৯। **পাতিল**—শৌরসেনী দ', মাগধী ড' বা ল' (সংস্কৃতক্ত') প্রত্যয় হইতে বঙ্গভাষায় অতীত-চিহ্ন লকারের উৎপত্তি অনুমান অযুক্ত নহে। **সভা পাতিল**—শঙ্করদেবকৃত উত্তরাকাণ্ডে,—

আছন্ত রাঘব যেবে দিব্য সভা **পাতি**।

'নাও পাতিল', 'পাতিল নাটে', 'ধরণী পাতিল' প্রভৃতি বাক্যাংশ তুলনীয়। **আকাশে**—সপ্তমীর চিহ্ন একার সংস্কৃত তথা প্রাকৃতের অনুরূপ। **কংসের**—ষষ্ঠীর উত্তর এই এর' প্রত্যয় সম্বন্ধবাচক প্রাকৃত কেরক' শব্দের বিকারে উৎপন্ন। ভোজরাজ কংস, মথুরাদেশের স্বনামপ্রসিদ্ধ রাজা উগ্রসেনের ক্ষেত্রজ পুত্র। বনবিহারকালে উগ্রসেন-মহিষী ছদ্মবেশধারী সৌভপতি দ্রুমিল কর্তৃক আলিঙ্গিতা হন এবং তাহাতেই কংসের জন্ম হয়। এই কংস পূর্ব্বে কালনেমি ছিল। **হএ**—বাঙ্গালা √হ (প্রা° √হো); এই এ' প্রত্যয় প্রাকৃত হসএ', করএ', পঢ়এ' প্রভৃতির ন্যায় (বররুচি—৭।৫ ও সিদ্ধহেমচন্দ্র—৮।৩।১৪৫)।

২। **ইহার**—কুমারপালচরিতে এআণ' (এতেষাম্), ৫।১৪। চৈতন্যভাগবতে ও বিজয়গুপ্তের পদ্মাপুরাণে ইহান'। **কমন**—অপভ্রংশ ভাষায় কমণ'[১] কমন',[২] কবন'[৩] [ম=ব], কউণ' [ব=উ], কওন',[২] কঞোন',[২] কৌন'[৪] প্রভৃতি। **উপাএ**—প্রাকৃতে স্ত্রীলিঙ্গ শব্দের উত্তর তৃতীয়ার একবচনে একারের আদেশ হয়। অপভ্রংশ ভাষায় তিন লিঙ্গেই তৃতীয়ার একবচনে এং' প্রত্যয়ের বিধান আছে; 'ত্রিষ্বেং টঃ', মার্কণ্ডেয়-কবীন্দ্র—১৭।১৭। অপভ্রংশের এই তৃতীয়ান্ত এং' প্রত্যয় এবং বাঙ্গালা তৃতীয়ার চিহ্ন এঁ' বা এ', মরাঠী এঁ', মৈথিলী এ', মূলতঃ এক ও অভিন্ন। প্রাচীন বাঙ্গালাতে যেরূপ অন্তস্থ

১ প্রাকৃতপৈঙ্গল, ২।২৬, ২।১৬৭।
২ বিদ্যাপতি।
৩ চাঁদকবি ও তুলসীদাস।
৪ তুলসীদাস।

ম-কারের প্রয়োগ অল্প পরিদৃষ্ট হয়, পক্ষান্তরে সেইরূপ পদমধ্যে ও পদান্তে স্বরবর্ণের প্রয়োগ বহু স্থলে দেখা যায়। **সঙ্খোই**—ই' নিশ্চয়ে; রাঢ়ের গ্রাম্য সম্মাই', সমাই'। প্রাচীন সাহিত্যে,—

সম্বাএ বোল হরি পাপ জাউক নাশ।
—কৃত্তিবাসী আদিকাণ্ডের পুথি।

সমাইরে হইলা কৃপা প্রভু আহ্মারে নৈরাশ।
—সাধ্যভাবচন্দ্রিকার পুথি।

কামরূপের ভাষায় তা-সম্বাক' (তাহাদের সকলকে), তা-সম্বার' (তাহাদের সকলের) পদের প্রয়োগ আছে। সকলে-ই। **চিন্তিআঁ**—রাঢ় অঞ্চলের প্রাচীন পুথিতে চিন্তিঞা', হাসিঞা', লঞা' ইত্যাকার পাঠ অধিক। **বুয়িল**—বলিলেন, (বিচরণ করিলেন নহে)। **ব্রহ্মার**—ষষ্ঠীর উত্তর এই র' প্রত্যয় অপভ্রংশ ভাষার অনুকৃতি। মতান্তরে উহা প্রাকৃত স্‌স (স্‌স) বিভক্তি-চিহ্নের রূপান্তর মাত্র। **ঠাএ**—অপভ্রংশ প্রাকৃত ঠাঅ' শব্দের উত্তর সপ্তমীর এ' প্রত্যয়। বেঙ্গল এসিয়াটিক সোসাইটির সংস্করণ, প্রাকৃত-পৈঙ্গল, পৃষ্ঠা ৩৩৬।

সব দেবেঁ মেলি……ব্রহ্মার ঠাএ—কংস কর্ত্তৃক সৃষ্টি নাশ হয় দেখিয়া, দেবগণ মিলিত হইয়া, সুমেরু-শিখরে সভা আহ্বান করিলেন এবং কি উপায়ে এই পরম শত্রুর নিপাত হয়, সকলেই চিন্তা করিয়া, ব্রহ্মার নিকট নিবেদন করিলেন।

৩। **ব্রহ্মা**—সংস্কৃত ব্রহ্মন্' শব্দ; বাঙ্গালায় ব্যঞ্জনান্ত সংস্কৃত শব্দ প্রথমার একবচনে সংস্কৃতেরই অনুরূপ। **গেলান্তি**—অন্তি' প্রত্যয়ের একবচনে প্রয়োগ। ছুটিখানের অশ্বমেধ-পর্ব্বে,—

সোদর সংহতি রাজা সে মুনি বন্দিয়া।
মন্ত্রণাঘরেতে তবে গেলেন্ত চলিয়া।

অসমীয়া গৈলন্ত', ভৈলন্ত', লৈলন্ত' এবং ওড়িয়া করন্তি', বোলন্তি', হোন্তি' প্রভৃতি পদ তুলনীয়। গেলেন, গমন করিলেন। **সাগরে**—ক্ষীরোদসাগরে। **স্তুতীএঁ**—এঁ' করণ-কারকের চিহ্ন। উপাএ শব্দের টীকা দ্রষ্টব্য। **হরি**—এখানে হরি' শব্দে ক্ষীরোদশায়ী রূপ বুঝিতে হইবে। সর্ব্ব-ভূতাধিষ্ঠিত, সর্ব্বান্তর্য্যামী এই তৃতীয় পুরুষাবতারই পালনকর্ত্তা। **ভিতরে**—প্রাকৃত পৈঙ্গলে ভিত্তরি' (অভ্যন্তরে), ২।১৯৫; রাঢ়ের গ্রাম্য ভিতরি'।

৪। **তোহ্মে**—প্রাকৃত তুম্হে' (প্রথমার বহুবচন); ওড়িয়া তুম্ভে'। তুমি বা আপনি। **নানা রূপেঁ**—ভিন্ন ভিন্ন অবতারে এবং বিবিধ উপায়ে। **কইলেঁ**—আনুনাসিক স্বর সম্ভ্রমের চিহ্ন। করিলেন। **আসুরের**—শব্দের আদিস্থিত অকারের স্থানে আকার-বাহুল্য লক্ষণীয়; এবং উহা অ'র প্রাচীন উচ্চারণের প্রভাব মনে করা যাইতে পারে। কামরূপী (প্রাচীন অসমীয়) আতিশয়', আলকা', আসুখ' ও মৈথিলী আতি', আঙ্গ', আঙ্গন' প্রভৃতি শব্দ তুলনীয়। এর' বিভক্তি-চিহ্ন। **খএ**—প্রাকৃতে পদের আদিস্থিত ক্ষকারের স্থানে প্রায়ই খ' হয়। এ' প্রত্যয় প্রথমার স্থায়। **তোহ্মার**—কুমারপালচরিতে তুম্হার' (যুষ্মদীয়), ৮।৭৪। অপভ্রংশ ভাষায় যুষ্মদাদি শব্দের উত্তর ঈয়' প্রত্যয় স্থানে ডার' আদেশ হয়; 'যুষ্মদাদেরীয়স্য ডারঃ,' সিদ্ধহেমচন্দ্র—৮।৪।৪৩৪। প্রাকৃত ম্হ' স্থানে বাঙ্গালা সাহিত্যে সাধারণতঃ হ্ম' পরিদৃষ্ট হয়। প্রাকৃত পৈঙ্গলে তুহ্মাণ' (বেঙ্গল এসিয়াটিক সোসাইটির সংস্করণ, পৃষ্ঠা ৩৪৬)। বস্তুত এরূপ বর্ণবিন্যাস বঙ্গীয় উচ্চারণের অনুকূল নহে। **লীলাএ**—এ' তৃতীয়ার চিহ্ন। ভগবানের ক্রীড়া বা কার্য্যাবলীকে লীলা কহে। **তোহ্মার লীলাএ** ইত্যাদি—আপনার[ই] চেষ্টায় কংসের বিনাশ-সাধন সঙ্গত হয়।

৫। **হেন**—অপভ্রংশ প্রাকৃত হিন্নি', হেন্ন' (এবং, অনেন), প্রাকৃত পৈঙ্গল, ২।১৭২। **শুণী**—প্রাকৃত √সুণ্, (√শ্রু); ওড়িয়া শুণি। ইকার স্থানে ঈকার এবং ঈকার স্থানে ইকার প্রয়োগের বহু দৃষ্টান্ত পাওয়া যাইবে; উকার ও ঊকার সম্বন্ধেও ঐরূপ। **ঈসত**—প্রাকৃতে সর্ব্বত্র শকার ও ষকার স্থানে স' হয়; 'শষোঃ সঃ', বররুচি—২।৪৩। **হাসিআঁ**—প্রাকৃত হসিউণ', শৌরসেনী হসিঅ'। **তডিখণে**—বিদ্যাপতির পদাবলীতে ততিখনে'; মাধবদেব-কৃত আদিকাণ্ডে তেতিখণে'। **ধল**—প্রাকৃত ধঅল' (ধবল); হিন্দী ও পাঞ্জাবী ধৌলা'। কৃত্তিবাসী উত্তরাকাণ্ডে,—

নাহিক আঁখির তারা ধল দুই ডিম্বা।

কাল—'কালং তমিস্রম্', দেশীনামমালা। ইউরোপীয় জিপ্‌সী-দিগের ভাষায় Kaulo. **দুই**—অপভ্রংশ প্রাকৃত, প্রাকৃত পৈঙ্গল, ১।৩৫, ১।৪৭। **ধল কাল দুই কেশ** ইত্যাদি—ভাগবতে,—

ভূমেঃ সুরেতরবরূথবিমর্দ্দিতায়াঃ
ক্লেশব্যয়ায় কলয়া সিতকৃষ্ণকেশঃ।

জাতঃ করিষ্যন্তি জনানুপলক্ষ্য মার্গঃ

কর্ম্মাণি চাত্মমহিমোপনিবন্ধনানি ॥—২।৭।২৬

অনন্তর ভগবান্ নারায়ণ অসুরাবতার রাজাদিগের সেনা দ্বারা বিমর্দ্দিত পৃথিবীর ক্লেশ হরণের নিমিত্ত শুভ্র ও কৃষ্ণবর্ণ কেশস্বরূপে রাম-কৃষ্ণরূপ ধারণপূর্ব্বক অবতীর্ণ হইয়া স্বীয় মহিমাত্মক নানা কার্য্য করিলেন।—বঙ্গবাসী সংস্করণ।

বিষ্ণুপুরাণে,—

এবং সংস্তূয়মানস্তু ভগবান্ পরমেশ্বরঃ।
উজ্জহারাত্মনঃ কেশৌ সিতকৃষ্ণৌ মহামুনে ॥ ৫৯
উবাচ চ সুরানেতৌ মৎকেশৌ বসুধাতলে।
অবতীর্য্য ভুবো ভারক্লেশহানিং করিষ্যতঃ ॥ ৬০

—৫ম অং, ১ম অং।

হে মহামুনে! ভগবান্ পরমেশ্বর এই প্রকারে স্তুত হইয়া, আপনার শ্বেত ও কৃষ্ণ দুইগাছি কেশ 'উৎপাটন' করিলেন, এবং সুরগণকে কহিলেন, আমার এই কেশদ্বয় পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়া পৃথিবীর ভারজন্য ক্লেশ অপনয়ন করিবে।—বঙ্গবাসী সংস্করণ।

পুনশ্চ মহাভারতীয় বৈবাহিক পর্ব্বাধ্যায়ে,—

স চাপি কেশৌ হরিরুচ্চকর্ত্ত
একং শুক্লমপরঞ্চাপি কৃষ্ণম্।
তৌ চাপি কেশাবাবিশতাং যদূনাং
কুলে স্ত্রিয়ৌ রোহিণীং দেবকীঞ্চ ॥
তয়োরেকো বলভদ্রো বভূব
যোঽসৌ শ্বেতস্তস্য দেবস্য কেশঃ।
কৃষ্ণো দ্বিতীয়ঃ কেশবঃ সম্বভূব
কেশো যোঽসৌ বর্ণতঃ কৃষ্ণ উক্তঃ ॥

নারায়ণ স্বীয় মস্তক হইতে কেশযুগল উৎপাটন করিলেন। তন্মধ্যে একটি শুক্ল, দ্বিতীয়টি কৃষ্ণবর্ণ। সেই কেশযুগল যদুকুলকামিনী দেবকী ও রোহিণীতে সমাবিষ্ট হইল। শুভ্র কেশ বলদেবরূপে এবং কৃষ্ণ কেশ কেশবরূপে অবতীর্ণ হইলেন; তন্নিমিত্তই লোকে বাসুদেবকে কেশব বলে।—৺কালীপ্রসন্ন সিংহকৃত অনুবাদ।

৬। **এহি**—অপভ্রংশ প্রাকৃত এহ', এহি', এহী', এহু', এহূ' = এই, এই-ই। **হৈবে**—উদ্ভূত হইবেন। **বসুলের**—বসু শব্দের উত্তর অস্ত্যর্থে ল' প্রত্যয়; এর' বিভক্তিচিহ্ন। **ঘরে**—প্রাকৃত পৈঙ্গলে,—

ঘরে বিত্ত জগ্‌গা মহী তাসু সগ্‌গা ॥ ২।৫৩।

হলী বনমালী—বাঙ্গালায় ব্যঞ্জনান্ত সংস্কৃত শব্দ প্রথমার একবচনে সংস্কৃতেরই অনুরূপ। **দৈবকী**—দেবকের কন্যা ও বসুদেবের পত্নী। প্রজাপতি কশ্যপ বসুদেবরূপে ও অদিতি দেবকীরূপে জন্মগ্রহণ করিয়া পূর্ব্বপুণ্যফলে শ্রীকৃষ্ণকে পুত্ররূপে প্রাপ্ত হন।

৭। **তাহার**—প্রাকৃত ত (তদ্) শব্দ ষষ্ঠীর বহুবচনে তাণং', তাণ'; এই তাণ' হইতে তাঁর' এবং স্বরের বল-বৃদ্ধি হেতু তাহাণ, তথা তাঁহার হওয়া সম্ভব। পরে অনুনাসিকের চিহ্ন চন্দ্রবিন্দুটি বিলীন হইয়া গিয়াছে। বাঙ্গালার প্রদেশবিশেষে তান', তানার' শব্দ প্রচলিত। বাঙ্গালা ও অসমীয়া প্রাচীন সাহিত্যে তাঁহার অর্থে তান', তাহান' শব্দের প্রয়োগ আছে। প্রাকৃত ষষ্ঠীর চিহ্ন ণ'র এই প্রকারে পরিণতি প্রায়শঃ সর্ব্বনাম শব্দে দেখা যায়। **হাথে**—প্রাকৃত হত্থ'; এ' বিভক্তিচিহ্ন। **পাঞা**—পাইঞা, প্রাকৃত পাবিঅ' (প্রাপ্য)। **গেলা**—মাগধী গদে', গদএ' (গতঃ)।

৮। **উপেখিঞা**—প্রাকৃত উপ্‌পেক্‌খিঅ'। পদাবলীতে,—

প্রাণ কাঁদে চাহিতে মধুর মূরতি দেখি।
চণ্ডীদাস রহে তথা সে রূপ **উপেখি**।

মাধব কন্দলি-কৃত সুন্দরাকাণ্ডে,—

কি কারণে হৈব মই রাক্ষসর ভক্ষী।
মাসেক থাকিবো মই স্বামীক **উপেক্ষি**।

—ঊর্দ্ধদৃষ্টি হইয়া, অপেক্ষা করিয়া। **দেবাগণ**—প্রাচীন বাঙ্গালায় দেবা শব্দের প্রয়োগ লক্ষণীয়, দেবক>দেবঅ>দেবা। ডাকের বচনে,—

ব্রহ্মা বিষ্ণু রুদ্র দেবা।
সবেই করে সেবা ॥

বিদ্যাপতিতে,—

ঈন্দ চাঁদ গণ হরি কমলাসন
সবে পরিহরি হমে দেবা।

বড়ু—'বড্ডো মহান্', দেশীনামমালা; বড্ড (মহৎ), প্রাকৃত-পৈঙ্গল—২।১৯৩; সংস্কৃত বর'। বড়ু', বড়ুয়া', এই শব্দেরই রূপভেদ। সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি, শ্রেষ্ঠ পুরুষ। পদাবলীতে,—

একে তুমি কুলনারী কুল আছে তোমার বৈরী
আর তাহে বড়ুয়ার বধূ।
কহে বড়ু চণ্ডীদাসে কুল শীল সব ভাসে
লাগিল কালিয়া-প্রেম-মধু।
পুনশ্চ—বড়ুয়ার ঝিয়ারী বড় নাম ধরি
তাহে বড়ুয়ার বৌ।
* * *
কাহার কথায় কার কি বা হয়
বড়ু চণ্ডীদাসে বলে॥

বিদ্যাপতির পদে,—
নৃপ রুদ্রসিংহ বরু।
মেদিনী কলপতরু॥

ক্রমে শব্দটি মর্য্যাদাজ্ঞাপক বংশগত উপাধিরূপে প্রচলিত হইয়া গিয়াছে। কেহ কেহ উহার মূলে ব্রহ্মচারিবাচক বটু শব্দ দেখেন। স্বর্গীয় মহেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় স্বীয় গ্রন্থে[১] লিখিয়াছেন,—'তিনি (চণ্ডীদাস) জাতিতে ব্রাহ্মণ ছিলেন। বড়ু তাঁহার উপাধি ছিল।' পশ্চিমরাঢ়ে গোয়ালা, কৈবর্ত্ত প্রভৃতি জাতির মধ্যেও বড়ু' পদবী প্রচলিত এবং কোথাও কোথাও উহার উচ্চারণ বরু'। অসমীয়া বরুরা' শব্দ তুলনীয়। ৺হারাধন দত্ত ভক্তিনিধি মহাশয় তাঁহার 'বঙ্গের আদিকবি চণ্ডীদাস ঠাকুর' শীর্ষক প্রবন্ধে[২] বলিয়াছেন,—'মহাত্মা চণ্ডীদাসের উপনাম বড়ু। বড়ু শব্দের প্রকৃত অর্থ (১) পূজারী ব্রাহ্মণ, (২) অবিবাহিত।' বঙ্গীয় শব্দসিন্ধু' অভিধানে বড়ু শব্দের পরিচারক অর্থ ধৃত হইয়াছে। গোত্রবাচক বোড়' শব্দ হইতে বড়ু উপাধির উৎপত্তি সন্দিগ্ধ। **বাসলীগণ**—বাগীশ্বরীর অনুরক্ত উপাসক বা সাধক।

১। **আয়িলা**—মাগধী আবিদে' (আপ্তঃ)। **সুমতি**—[সু উত্তম এবং মতি, যুক্তি], সুমন্ত্রণা। হরিবংশ, হরিবংশ-পর্ব্ব, ৫১১২৭, ৫১১৩২; বিষ্ণুপর্ব্ব, ১১১৫ শ্লোকে এবং দেবী-ভাগবত, ৪র্থ স্কন্ধ, ২১১৪৮ শ্লোকে মন্ত্রণার উল্লেখ দ্রষ্টব্য। **আগক**—প্রা° অগ্গ'; ক' দ্বিতীয়া বিভক্তির চিহ্ন। প্রাকৃত নিমিত্তার্থে প্রযুক্ত কএ' প্রত্যয় উহার মূলে।

ঘুমুচাংকীর্ত্তনে,—
লক্ষ্মীর **আগক** কহে করি কৃতাঞ্জলি।

নারদ—ব্রহ্মার মানস পুত্র। ইনি জ্ঞানী ভক্তগণের অন্যতম, এবং লীলাবিস্তারকার্য্যে প্রধান সহায়। **মুনী**—প্রাকৃত সু' ভিস্' এবং সুপ্' প্রত্যয় পরে থাকিলে ইকারান্ত ও উকারান্ত শব্দের অন্ত্য স্বর (বিকল্পে) দীর্ঘ হয়; 'সুভিস্‌সুপ্‌সু দীর্ঘঃ', বররুচি—৫১১৮। 'দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ। বীতরাগভয়ক্রোধঃ স্থিতধীর্মুনিরুচ্যতে॥' গীতা—২১৫৬। যিনি দুঃখে উদ্বিগ্ন হন না, সুখে যাঁর স্পৃহা নাই, যিনি 'আসক্তি, ভয় ও ক্রোধপরিশূন্য হইয়াছেন, এরূপ স্থিতমতি ব্যক্তিই মুনি বলিয়া কথিত।

পাকিল—ভরিল', কাটিল', ভুখিল' প্রভৃতি পদ তুলনীয়। এই ল'-প্রত্যয়ান্ত পদসমূহ সংস্কৃত এবং প্রাকৃতের ন্যায় ক্রিয়া ও বিশেষণ উভয়ধর্ম্মাক্রান্ত। পক্ব। **দাঢ়ী**—প্রাকৃত দাঢ়িআ' (দাঢ়িকা); মরাঠী দাঢ়ী'। **মাথার**—প্রাকৃত মত্থঅ'; কুমারপালচরিতে মত্থা', ৮১৩৮; র' বিভক্তিচিহ্ন। **বামন শরীর**—খর্ব্বাকৃতি। **মাকড়**—প্রাকৃত মক্কড়'। **মাকড় বেশ**—মর্কট-মূর্ত্তি।

নাচএ—প্রাকৃত নচ্চএ' (নৃত্যতি)। **বিকৃত বদন**—মুখভঙ্গি অস্বাভাবিক। **উমত মতী**—হৃদয় (মতি) উন্মত্ত, চিত্ত বিভ্রান্ত। **ধ্রু**—প্রাকৃত ধুঅ', ধুর', ধুরা' (সং ধ্রুবা)। গানের যে অংশ পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি করা হয়।

২। **খণে খণে**—প্রাকৃত। **হাসে**—প্রাকৃত হসএ' (হসতি) কুমারপাল-চরিত—৫১৭১। **বিণি,** বিনি, বিনু, বিনে—অপভ্রংশ প্রাকৃত বিণা', বিণু'। **খোড়**—'খোড়খোবো তু খঞ্জকে', হেমচন্দ্র। **খোণেকেঁ**—মুহূর্ত্তেকে, তৎক্ষণাৎ। **কানে**—সংস্কৃত ও প্রাকৃত কাণ', মৈথিলী কান'; এ' বিভক্তি-চিহ্ন। কানা বা কাণা, অন্ধ। **খণে হএ খোড়** ইত্যাদি—ক্ষণে খঞ্জের অনুকরণ করেন, আবার তখনই অন্ধের অভিনয় করিতে থাকেন। **করে**—প্রাকৃত করএ', সিদ্ধহেমচন্দ্র—৮১৩১১৪৫। চর্য্যাপদে করেই' (করোতি)। **তাক**—অপভ্রংশ প্রাকৃত তা' (তৎ), প্রাকৃত পৈঙ্গল—১১১১৩, ১১১৯৬। ক' দ্বিতীয়ার চিহ্ন। বিশারদকৃত বিরাটপর্ব্বে,—

গুরু উপদেশে আমি রথ বাহিবাক।
শিখিয়াছো যেমত দেখিবা তুমি তাক॥

---

১ বঙ্গভাষার ইতিহাস, পৃ. ১২।
২ নব্যভারত, ১৩০১, আশ্বিন-কার্ত্তিক।

দেখি—প্রাকৃত দেক্‌খিঅ'। রঙ্গ—বিদ্যাপতিতে,—

চৌরী পিরিতি হোয় লাখগুণ রঙ্গ।

আনন্দ, উল্লাস।

৩৭ লাম্ফ—উল্লম্ফন অর্থে প্রাচীন অসমীয়াতে লাম্ফ' শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়। ধরে—প্রা° ধরই' (ধরতি)। খণেকেঁ—খোণেকেঁ'রই রূপভেদ। ভুমিত—ত' সপ্তমীর চিহ্ন। উহা সর্ব্বাদি শব্দের উত্তর সপ্তমীতে প্রযুক্ত পালি ত্র' বা প্রাকৃত ত্থ' প্রত্যয়ের রূপান্তর। রহে—প্রাকৃত রহই' (তিষ্ঠতি)। চিতরে—পূর্ব্ববঙ্গের প্রাদেশিক চিত্তর। চিৎ হইয়া, উত্তান ভাবে। উঠিআঁ—অনন্তরাদি অর্থে ধাতুর উত্তর ইআঁ' প্রত্যয় অধুনা প্রচলিত ইয়া'র সমান। বোলে—প্রাকৃত বোলই', বোল্লই' (ব্রবীতি); 'বদের্বোল্লঃ', প্রাকৃতসর্ব্বস্ব, ১৭।৬৩। আনচান—[<আনছান<অন্নছন্ন<অন্য ছন্দ]; যশোহরের প্রাদেশিক আনথানা'; হিন্দী আনথান'। পদকল্পতরুতে—

সেই হইতে প্রাণ মোর আনছান করে গো (৮৯৭);
তৈখনে মঝু মন ভেলহি অনছন (১৪১২);
এ ধনি মোহে না করু আন ছন্দ। (৭০)

অসম্বদ্ধ বাক্য, প্রলাপ। মিছাই—প্রাকৃত মিচ্ছা'। মাথাএ—এ' তৃতীয়ার চিহ্ন। পাড়এ—পাতিত করেন। সান—প্রাকৃত সণ্ণা', সণ্ণা' (সংজ্ঞা); সিন্ধী সৈনা, হিন্দী সৈন'। (১) বংশীধ্বনি-পূর্ব্বক কামাচার অনুজ্ঞা বা আমন্ত্রণ; (২) হস্তাদি সঞ্চালন সহকারে আহ্বান-চেষ্টা; (৩) হর্ষামর্ষাদির অভিব্যঞ্জক সঙ্কেত-ভেদ। এখানে পশ্চাল্লিখিত অর্থই গ্রাহ্য। মিছাই মাথাএ পাড়এ সান—অকারণ অসহিষ্ণুতাজ্ঞাপক ঘন ঘন শিরোনমন করিতে লাগিলেন।

৪। মেলে—√মীল্ বিস্তারে। জীহের—প্রাকৃত জীহা'; এর' বিভক্তিচিহ্ন। রাঅ—সংস্কৃত রাব'। মাণিকচন্দ্র রাজার গানে রাও'। কাঢ়ে—প্রা° কড্ঢই (কর্ষতি)।

কৃত্তিবাসী উত্তরাকাণ্ডে,—

সিংহ শার্দ্দূল রা কাঢ়ে উচ্চস্বরে।

রাঅ কাঢ়ে—শব্দ করেন। বোকা—'বোক্কড়ো ছাগঃ', দেশীনামমালা। মেলে ঘন ঘন···বোকা ছাগ—[কামপীড়িত] যুবা পশুর ন্যায় ঘন ঘন জিহ্বাগ্র বিস্তার করিতে এবং অনুরূপ শব্দ করিতে লাগিলেন।

পৃষ্ঠা ২

কংসেত—ত' ষষ্ঠ্যর্থে প্রযুক্ত। মাণিকচন্দ্র রাজার গানে,—

আপনকার মহলত নাইগে উতরিল গিয়া।

প্রাচীন অসমীয়াতে,—

কহে শুক মুনি নৃপতিত বিদ্যমান।

উপজিল—√উপজ (সং উপ- √জন্ জননে)। উপজাত হইল, উৎপন্ন হইল। বন্দী—বন্দিয়া, বন্দনা করিয়া।

১-৪। আয়িলা দেবের সুমতি শুনী ইত্যাদি—ভগবান্ ভূভার হরণের নিমিত্ত অবতার লইবেন, ভগবদ্ভক্তের উপর এই সুসমাচারের প্রভাব পদটিতে বিলক্ষণ। দেবর্ষি নারদের নৃত্য-কৌতুকের অনুরূপ বর্ণনা পুরাণেতিহাসে একান্ত বিরল নহে। হরিবংশ, বিষ্ণুপর্ব্ব, ৮৯তম অধ্যায়ে,—

দেবোঽতিথিস্তত্র চ নারদোঽথ
বিপ্রপ্রিয়ার্থং সুরকেশিশত্রোঃ।
চুকূর্দ্দ মধ্যে যদুসত্তমানাং
জটাকলাপাগলিতৈকদেশঃ॥ ২৩
রাসপ্রণেতা মুনিরাজপুত্রঃ
স এব তত্রাভবদপ্রমেয়ঃ।
মধ্যে চ গত্বা স চুকূর্দ্দ ভূয়ো
হেলাবিকারৈঃ সবিড়ম্বিতাঙ্গৈঃ॥ ২৪
স সত্যভামামথ কেশবং চ
পার্থং সুভদ্রাং চ বলং চ দেবম্।
দেবীং তথা রেবতরাজপুত্রীং
সংদৃশ্য সংদৃশ্য জহাস ধীমান্॥ ২৫
তা হাসয়ামাস সুধৈর্য্যযুক্তা-
স্তৈস্তৈরুপায়ৈঃ পরিহাসশীলঃ।
চেষ্টানুকারৈর্হসিতানুকারৈ-
র্লীলানুকারৈরপরৈশ্চ ধীমান্॥ ২৬
আভাষিতাং কিঞ্চিদিবোপলক্ষ্য
নাদাতিনাদান্ ভগবান্ মুমোচ।
হসন্ বিহাসাংশ্চ জহাস হর্ষা-
দ্ধাত্মাগমে কৃষ্ণবিনোদনার্থম্॥ ২৭

১। কোণ—মরাঠী কোণ'; ওড়িয়া কণ'। কোন্, কি। কংশ—মনবোধকৃত হরিবংশে,—

কথি লএ কংশ পটকলহ মোহি।

মাগধী প্রাকৃতে ষ-কার ও স-কার স্থানে শ' হয়, 'ষসোঃ শঃ' বররুচি—১১।৩। **তোর**—প্রাকৃতপৈঙ্গলে তোহর' (তব, যুষ্মাকম্) ২।১৪; তোকর' পাঠও আছে। হকার বা ককারের লোপে তোর। **নাহিঁ**—প্রাকৃত নাহিং' (নহি); ও° নাহিঁ', হি° ও ম° নাহী'। **জাণ**—প্রাকৃতে √জ্ঞা স্থানে জাণ' আদেশ হয়; 'জ্ঞো জানমুণৌ'—প্রাকৃত-প্রকাশ, ৮।২৩। প্রা° পৈ°, চর্য্যাপদে জাণ'। **এবেঁ**—আর্ষ প্রাকৃত এবহিং[১]। এক্ষণে, এখন। **তোঁ**—প্রাকৃত তুমং' পদের দেশীয় রূপ তোম্', তোঁ', তুম্'। **আপণার**—প্রাকৃতে আত্মন্ শব্দের ষষ্ঠীর বহুবচনে অপ্পাণাণ'; মৃচ্ছকটিকে আপনার অর্থে—অপ্পণো কেরিকং'। **যে**—মাগধী য (যদ্) শব্দের প্রথমার একবচনে যে' এবং বহুবচনে যে'। **হৈবেক**—প্রাচীন সাহিত্যে ক্রিয়াপদের উত্তর স্বার্থে ক' প্রত্যয় বিরল নহে। পশ্চিম-রাঢ়ের কথিত ভাষায় বর্ত্তমানেও এই রীতি অনুসৃত হয়; যথা—হবেক্', যাবেক্', খাবেক্' ইত্যাদি। **যে হৈবেক** ইত্যাদি—অধিকাংশ পুরাণে অষ্টম গর্ভ; কিন্তু বায়ু-পুরাণের উক্তি অনুসারে উহা সপ্তম।

যামেতাং বহসে কংস রথেন পরকারণাৎ।
অস্যা যঃ সপ্তমো গর্ভঃ স তে মৃত্যুর্ভবিষ্যতি॥

—৯৬।২২১।

সেসি—সংস্কৃতে যেরূপ হি' ব্যবহৃত হয়, শৌরসেনী, টক্কী, দাক্ষিণাত্য প্রভৃতি রীতিতে সেইরূপ সি'র প্রয়োগ দৃষ্ট হয়। প্রাচীন অসমীয়াতে,—

সিসি ধন্য **সিসি** শুদ্ধ **সেহিসে** পণ্ডিত।

—কীর্ত্তনঘোষা।

কবিশেখরকৃত গোপাল-বিজয়ে,—

যাকে যার অভিরুচি **সেসি** তারে ভায়।

সেই (সেই-ই), তিনিই। **যম**—অন্তক।

কহিলোঁ—√কহ্ (√কথ্) অতীত কাল উত্তমপুরুষের ক্রিয়া। প্রাচীন অসমীয়া কহিলোঁ', কহিলোঁহো'। **মোঁ**—অহ্ম (অস্মদ্) শব্দের প্রথমার একবচনের রূপ। কুমারপাল-চরিতে মো' (বয়ম্); প্রাচ্য হিন্দী মৈঁ'; তির্য্যক্ রূপ মো', মোঁ'। **ই**—রাঢ়ের প্রাদেশিক। এই। **গুণী**—গণি, গণনা করিয়া। **জীবন উপাএ**—জীবন রক্ষার উপায়। **কোণ সুখেঁ কংশ......কর জীবন উপাএ**—নারদের উক্তি।

২। **হৈল**—মাগধী হবিদে' (ভূতঃ)। **সচকীত**—ভয়-চঞ্চল, ত্রস্ত। **পাত্র**—অমাত্য, সচিব। **চিন্তির**—চিন্তিল, চিন্তা করিল। **হীত**—হিত, মঙ্গল। **হন্তেঁ**—প্রাকৃত হিংতো' পঞ্চমীর বহুবচনের চিহ্ন; ('হিংতো ভ্যসঃ', চণ্ড, ১।৮)। আর্ষ প্রাকৃত ও অর্দ্ধমাগধীতে পঞ্চমীর একবচনেও হিংতো' হয়; যথা—দেবাহিংতো' (দেবাৎ), তুমাহিংতো' (ত্বৎ)। অপভ্রংশে হোংতও', হোংতউ'। চাঁদকবির প্রসিদ্ধ গ্রন্থে,—

কেতীক দূর অজমের **হুংত**।

মাধব কন্দলিকৃত অরণ্যকাণ্ডে,—

কৌশল্যা জননী পিতৃ অযোধ্যার পতি।
তুই **হন্তো** কৈকয়ীত করিলোঁ ভকতি।

ঈশান নাগরের অদ্বৈতপ্রকাশে,—

মো **হন্তেঁ** প্রধান কত তাঁর পরিকর।

প্রাচীন বাঙ্গালাতে হন্তে' ও হনে'র প্রয়োগ অবিরল। **গবর্ত্ত**—শিশু-সন্তান। **মানুষ**—লোক, অনুচর। **মারিবাক**—শূন্যপুরাণে,—

দেবতা দেহারা ন ছিল **পুজিবাক** দেহ।

মাধব কন্দলিকৃত অরণ্যকাণ্ডে,—

মারিবাক লাগি মোক পাঠাইলেক বন।

মারিবা পদের উত্তর নিমিত্তার্থে ক' প্রত্যয়। মৈথিলীতেও ঐরূপ; ওড়িয়াতে কু'। মারিতে, মারিবার নিমিত্ত। **তাএ**—হরিদাসকৃত জৈমিনিভারতের পুথি,—

নয় বান দিয়া দৈত্য বিন্ধিল রাজাএ।
বভ্রুবাহ এক সত বান মারে **তাএ**।

তাহাকে বা তাহাদিগকে।

৩। **তবেঁ**—অপভ্রংশ প্রাকৃত তেম্বহিং' তুলনীয়। **আপণে**—কুমারপালচরিতে অপ্পণো' (স্বয়ম্); চর্য্যাপদে অপণে'। **কহিল**—মাগধী কধিদে' (কথিতঃ)। **তত্ত্ব**—তথ্য। **থানে**—প্রাকৃত থাণ' (স্থান); এ' বিভক্তিচিহ্ন। **দৈবকীএঁ**—এঁ প্রত্যয় কর্তৃকারকের চিহ্ন। **ধরিব**—প্রাচীন সাহিত্যে প্রথম পুরুষের ক্রিয়াপদের স্থানে উত্তমপুরুষের ক্রিয়াপদের প্রয়োগ অবিরল। **দুর্ঠ**—প্রাকৃত দুট্ঠ' (দুষ্ট)।

১। 'দাণিং এণ্হিং এত্তহে এবহিং ইদানীমঃ'। ডাঃ হোয়র্নলী-সম্পাদিত প্রাকৃতলক্ষণের সি, ডি, পরিশিষ্ট।

কংসে—এঁ' প্রথমার চিহ্ন। **তাক সবই**—সে সমুদায়কেই, তাঁহাদের সকলকেই। **মারিব**—প্রথম পুরুষের ক্রিয়া।

৪। **আষ্টম**—অষ্টম। **হৈব**—হইবেন। **আষ্টম গবর্ভ হৈব** ইত্যাদি—দেব-দেব নারায়ণ [দেবকীর] অষ্টম গর্ভজাত সন্তানরূপে জন্মগ্রহণ করিবেন। **দিব**—দিবেন। **তোহ্মাক**—পালি তুম্হাকং' (২য়া ও ৪র্থীর বহুবচনে)। তোমাকে, তোমায়। **তখণে**—প্রাকৃত তক্খণ'; ওড়িয়া তক্ষণে'। **উপদেশেঁ**—এঁ' প্রত্যয় তৃতীয়ার চিহ্ন। **হয়িব**—হইবে।

১। **একেঁ একেঁ**—এক এক করিয়া। **মাইল**—মারিল, নষ্ট করিল। **ছয়**—প্রাকৃতপৈঙ্গলে ছঅ' (ষট্) ২।৪৩। সিন্ধী ছ', ছহ'।

২। **সেহি**—অর্দ্ধমাগধী। সেই। **তুয়ি**—প্রাকৃত তুএ' (দ্বি)। **নিয়োজিল**—সমাবেশিত করিলেন।

৩। **মায়িল**—পূর্ব্বে মাইল'। **কংশাসুরে**—এ' কর্ত্তৃকারকের চিহ্ন। **তাক**—ক' বিভক্তিচিহ্ন। **সুঁঅরী**—শৌরসেনী প্রাকৃত সুমরিঅ' (স্মৃত্বা)। **কাঁপে**—প্রাকৃত কম্পএ' (কম্পাতে) প্রাকৃতপৈঙ্গল, ২।৫৯। **বড়**—অপভ্রংশ প্রাকৃত। অত্যন্ত। **ডরে**—ডর' প্রাকৃত। ভয়ে।

৪। **সেই বলভদ্র** ইত্যাদি—'বলাধিক্যাদ্বলং বিদুঃ'।

৫। **মাএর**—এর' বিভক্তিচিহ্ন। **করিআঁ**—শৌরসেনী প্রাকৃত করিঅ'; চর্য্যাপদে করিঅ', করিআ',। **রোহিনী**—বসুদেবের অপরা পত্নী, বলরামের মাতা। ইনি পূর্ব্বে কদ্রু ছিলেন। **গিআঁ**—শৌরসেনী প্রাকৃত গমিঅ'।

দৈবকী উদরে গেল .... রোহিনী গবর্ভ গিআঁ—যিনি শুক্ল কেশরূপে দেবকীর গর্ভে প্রবেশ করিলেন এবং বলের আধিক্যবশতঃ যিনি (পশ্চাৎ) বলভদ্র নামে বিখ্যাত হন,[১] তিনিই মাতার গর্ভপাত উপলক্ষ্য মাত্র করিয়া রোহিণীর উদরে যাইয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন।

[দেবকীর ছয় পুত্র হইল। কংস তাহাদের সকলকেই একে একে বধ করিল। সপ্তম গর্ভে অনন্তদেবের আবির্ভাব হইল। তখন বিশ্বাত্মা ভগবান্ যোগমায়াকে আহ্বান করিয়া কহিলেন,—

> গচ্ছ দেবি ব্রজং ভদ্রে গোপগোভিরলঙ্কৃতম্।
> রোহিণী বসুদেবস্য ভার্য্যাস্তে নন্দগোকুলে।
> অন্যাশ্চ কংসসংবিগ্না বিবরেষু বসন্তি হি ॥
> দেবক্যা জঠরে গর্ভং শেষাখ্যং ধাম মামকম্।
> তৎ সন্নিকৃষ্য রোহিণ্যা উদরে সন্নিবেশয় ॥
> অথাহমংশভাগেন দেবক্যাঃ পুত্রতাং শুভে।
> প্রাপ্স্যামি ত্বং যশোদায়াং নন্দপত্ন্যাং ভবিষ্যসি ॥
>
> —ভাগবত, ১০।২।৭-৯।

হে দেবি, হে ভদ্রে! তুমি গোপ ও গোসমূহে অলঙ্কৃত ব্রজে গমন কর। বসুদেবের ভার্য্যা রোহিণী নন্দগোকুলে আছেন, বসুদেবের অন্যান্য ভার্য্যাও কংস-ভয়ে ভীত হইয়া অলক্ষিত স্থানে বাস করিতেছেন। দেবকীর জঠরে যে গর্ভ রহিয়াছে, উহা আমার শেষাখ্য ধাম। তুমি সেই গর্ভ আকর্ষণ করিয়া রোহিণীর উদরে সন্নিবেশিত কর। হে কল্যাণি! তাহার পর আমি পূর্ণরূপে দেবকীর পুত্র হইয়া জন্মিব এবং তুমি নন্দপত্নী যশোদার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিবে।

যোগমায়া ভগবানের আদেশমত দেবকীর গর্ভ লইয়া রোহিণীতে স্থাপন করিলেন। লোকে জানিল, দেবকীর গর্ভ নষ্ট হইল। ভগবান্ও বসুদেবের মনে আবির্ভূত হইলেন। ইহার পর দেবকী বসুদেব কর্ত্তৃক অর্পিত অচ্যুতাংশ মন দ্বারা ধারণ করিলেন। ইহাই বলভদ্রের 'মাএর গর্ভপাত ছল' এবং দেবকীর উদরে ভগবানের আবির্ভাব।]

৬। **শঙ্খ**—পাঞ্চজন্য। **চক্র**—সুদর্শন। **গদা**—কৌমোদকী। **শারঙ্গ**—মহিষ, শরভ ও রোহিত মৃগের শৃঙ্গ-নির্ম্মিত ধনু। শার্ঙ্গ ধনু। বিষ্ণুর ধনু শৃঙ্গের, দৈর্ঘ্যে ৩।০ হাত ও তিন স্থানে বাঁকান। উহার নির্ম্মাতা দেবশিল্পী বিশ্বকর্ম্মা।

যে কৃষ্ণ রহিল ইত্যাদি—যিনি দেবকীর উদরে কৃষ্ণবর্ণ কেশরূপে রহিলেন, তিনি শঙ্খ-চক্র-গদা-শার্ঙ্গধারী (বিষ্ণু); অথবা যিনি দেবকী-জঠরে রহিলেন, তিনি শ্রীকৃষ্ণ; শঙ্খচক্রাদি তাঁহার প্রহরণ।

ভগবানের ভুজচতুষ্টয় ও বিধৃত আয়ুধ সম্বন্ধে এক বিবরণ নিম্নলিখিতরূপ,—

> সত্ত্বং রজস্তম ইতি অহঙ্কারশ্চতুর্ভুজঃ।
> পঞ্চভূতাত্মকং শঙ্খং করে রজসি সংস্থিতম্ ॥

---

১ গর্ভসঙ্কর্ষণাৎ তং বৈ প্রাহুঃ সঙ্কর্ষণং ভুবি।
রামেতি লোকরমণাদ্বলং বলবদুচ্ছ্রয়াৎ ॥—ভাগবত, ১০।২।১৩

বালস্বরূপমত্যন্তং মনশ্চক্রং নিগদ্যতে।
আদ্যা মায়া ভবেচ্ছার্ঙ্গং পদ্মং বিশ্বং করে স্থিতম্॥
আদ্যা বিদ্যা গদা বেদ্যা সর্ব্বদা মে করে স্থিতা।
—গোপালতাপনী, উত্তরভাগ।

[গোস্বামিশাস্ত্রের অভিপ্রায়,—যিনি দেবকীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন, তিনি চতুর্ভুজ শঙ্খ-চক্র-গদা-শার্ঙ্গধারী বাসুদেব। আর যিনি জন্মাদিরহিত হইয়াও নন্দরাজমহিষী যশোদার গর্ভ উপলক্ষ্য করিয়া যোগমায়ার সহিত জাত হন, তিনিই দ্বিভুজ মুরলীধারী শ্রীকৃষ্ণ। শ্রীকৃষ্ণই সমস্ত কল্যাণ-গুণের আকর ভগবান্ স্বয়ং। বসুদেব পুত্র সহ নন্দব্রজে উপনীত হইলে, দেবকী-নন্দন নন্দ-নন্দনে বিলীন হন এবং বসুদেব যশোদার কন্যারূপিণী যোগমায়াকে লইয়া মথুরায় ফিরিয়া আসেন।]

৭। **তাহাক**—ক' বিভক্তিচিহ্ন। **জাণী**—প্রাকৃত পৈঙ্গলে জাণি', জাণী' (জ্ঞাত্বা)। **আবেক্ষণ**—অবেক্ষণ, প্রতিজাগরণ। **তাহাক আষ্টম……কংশ মহাবীর**—দেবকী যে গর্ভ ধারণ করিলেন, তাহা অষ্টম গর্ভ বোধে অথবা যিনি দেবকীর উদরে রহিলেন, তাঁহাকে অষ্টম গর্ভের সন্তান জানিয়া মহাবীর কংস প্রতিজাগরণার্থ লোক স্থাপিত করিল অর্থাৎ রক্ষী পুরুষ নিয়োজিত করিল।

৮। **ধরল**—ধারণ করিলেন। **আনুরূপ**—অনুরূপ। **সুপুরুষ গবর্ভ** ইত্যাদি—দেবকী মহাপুরুষের আবির্ভাব-লক্ষণান্বিত গর্ভের অনুরূপ গর্ভ ধারণ করিলেন; অর্থাৎ গর্ভে মহাপুরুষের আবির্ভাব হইলে যেরূপ লক্ষণ-সকল প্রকাশ পায়, দেবকী সেইরূপ লক্ষণযুক্ত গর্ভ ধরিলেন। **বাঢ়ি গেল**—বাড়িয়া গেল, বর্দ্ধিত হইল।

৯। **দৈবকীর গবর্ভ** ইত্যাদি—হরিবংশের মতে শ্রীভগবান্ অষ্টম মাসে প্রসূত হন।

গর্ভকালে ত্বসম্পূর্ণে অষ্টমে মাসি তে স্ত্রিয়ৌ।
দেবকী চ যশোদা চ সুষুবাতে সমং তদা॥
যামেব রজনীং কৃষ্ণো জজ্ঞে বৃষ্ণিকুলোদ্বহঃ।
তামেব রজনীং কন্যা যশোদাপি ব্যজায়ত॥
—বিষ্ণুপর্ব্ব, ৪।১১-১২

১০। **বিজয় নাম বেলাতে**—হরিবংশ, বিষ্ণুপর্ব্ব,—

অভিজিন্নাম নক্ষত্রং জয়ন্তী নাম শর্ব্বরী।
মুহূর্ত্তো বিজয়ো নাম যত্র জাতো জনার্দ্দনঃ।
অব্যক্তঃ শাশ্বতঃ সূক্ষ্মো হরির্নারায়ণঃ প্রভুঃ॥ ৪।১৭

ভাদ্র মাসের কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমী তিথির মহানিশায় রোহিণী-চন্দ্রযোগে বিজয় বেলা হয়; যথা,—

ভাদ্রকৃষ্ণাষ্টমী লোকে রোহিণ্যর্ক্ষযুতা যদি।
মহানিশায়াং মধ্যস্থে ত্রিপাদে শশিসঙ্গমে।
বিজয়া সাষ্টমী জ্ঞেয়া যোগজ্ঞানপ্রবেশিকা[১]॥

বেলা শব্দ কালবাচী। **নিশি**—পদ্য ও গীতাদিতে। **আন্ধকার**—অন্ধকার। **বরিষে**—প্রাকৃত-পৈঙ্গলে বরিসএ' (বর্ষতি), ১।১৮৮। **নিশি আন্ধকার** ইত্যাদি—ঘনান্ধকার রজনীতে (কৃষ্ণপক্ষের মধ্যরাত্রে) এবং বারিবর্ষণকালে, এরূপ অর্থও হয়। অন্ধকার রাত্রিতে বৃষ্টিপতন অবস্থাভেদে প্রীতিপ্রদ। **হরী**—মুনী' শব্দের টীকা দ্রষ্টব্য। **ধরী**—শৌরসেনী প্রাকৃত ধরিঅ', প্রাকৃত পৈঙ্গলে ধরি' (ধৃত্বা)। ১।৯৭, ১।৯৯।

ল—আল' (প্রা° হলা') শব্দের সংক্ষিপ্ত' রূপ; বাক্যালঙ্কারে। **জরম**—রাঢ়ের গ্রাম্য জরম্'। কৃত্তিবাসী রামায়ণের পুথিতে,—

কোন মূর্ত্তি দেব তুমি **জর্ম্ম** কাহার ঘরে।

হরিদাসকৃত জৈমিনি-ভারতে,—

এই **জর্ম্মে** কৈল তাহা পার্থের কুমার। (পুথি)

মালিক মুহম্মদ জায়সীকৃত পদুমাবতিতে,—

রহই তো করউঁ জরম ভরি সেবা।
সব পুঁছহিঁ কহু জোগী জাতি জরম অউ নাওঁ।

কাহ্নাঞি—প্রাকৃত কণ্হ'; আঞি' বা আই' (আয়স্) প্রত্যয় আদরে তথা ক্ষুদ্রার্থে। মুহম্মদ জায়সীর পদুমাবতিতে কান্হ'।

✓**বিজয় নাম বেলাতে …… জরম লভিল কাহ্নাঞি**—বিজয়-বেলা অর্থাৎ ভাদ্র মাসের রোহিণী নক্ষত্র-যুক্ত অষ্টমী তিথি, অন্ধকার রাত্রি, তাহাতে মেঘগণ [মন্দ মন্দ] বারি বর্ষণ করিতেছে, এইরূপ [সর্ব্বগুণসম্পন্ন] শুভ ক্ষণে ভগবান্ হরি শঙ্খ-চক্র-গদা-শার্ঙ্গহস্তে শ্রীকৃষ্ণরূপে আবির্ভূত হইলেন। অথবা রোহিণীযুক্ত ভাদ্রকৃষ্ণাষ্টমীর মধ্যরাত্রে বিজয় নামক শুভ বেলায়—যে কালে জন্ম হইলে বা যাত্রাদি করিলে সর্ব্বত্র বিজয় সঙ্ঘটন হয়, ইত্যাদি।

---

১ কাশীনিবাসী প্রসিদ্ধ জ্যোতিষী স্বর্গীয় বাপুদেব শাস্ত্রীর পৌত্র শ্রীযুক্ত যদুনাথ শাস্ত্রী মহাশয় নির্ণয়মালা হইতে শ্লোকটি উদ্ধার করিয়া দিয়া আমাদের বিশেষ ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন।

২। **জাণিল**—জানিলেন। **নিন্দে**—কুমারপালচরিতে নিদ্দা'; চর্য্যাপদে নিংদ'। নিদ্রায়। **গোকুল**—মথুরার দুই তিন ক্রোশ দক্ষিণ-পূর্ব্বে অবস্থিত। **ভৈল**—মাগধী ভবিদে' (ভূতঃ)। হইল।

কণ্যা—প্রা° কন্না'। কন্যা। **সেই খনে**—তম্মুহূর্ত্তে। **ভোলেঁ**—প্রাকৃত বিব্ভল' বা ভিব্ভল' হইতে ভোল' হওয়া সম্ভব। বিহ্বলতাবশতঃ। **নিন্দ ভোলেঁ**—ঘুমের ঘোরে, নিদ্রার আবেশে। **যশোদাএঁ**—দৈবকীএঁ' শব্দের টীকা দ্রষ্টব্য। **দেবের প্রসাদেঁ তবেঁ .... তাক না জাণিল**—বসুদেব তখন ভগবৎকৃপায় অবগত হইলেন, গোকুলস্থ জনগণ নিদ্রায় কাতর হইয়া পড়িয়াছে এবং [যে সময়ে শ্রীকৃষ্ণ কংসকারাগারে জন্মগ্রহণ করিলেন] সেই সময়ে যশোদার এক কন্যা প্রসূত হইল। পুত্র অথবা কন্যা উৎপন্ন হইল, (শ্রান্তিজনিত) নিদ্রার আবেশে যশোদা তাহার কিছুই জানিতে পারিলেন না।

৩। **চলিলা**—চলিলেন। **করি**—শৌরসেনী প্রাকৃত করিঅ'; প্রাকৃত পৈঙ্গলে করি' (কৃত্বা) ১।৯৭, ১।৯৯। **কোলে**—প্রা° কোল' (ক্রোড়); এ' বিভক্তিচিহ্ন। **পহরী**—বিদ্যাপতিতে। প্রহরী, রক্ষী। **বাটত**—'বট্টা পন্থাঃ' দেশীনামমালা; ত' সপ্তমী বিভক্তির চিহ্ন। **থাহা**—প্রাকৃত থাহ'; চর্য্যাপদে থাহা', থাহী'। থই বা থাই, নদ্যাদির তলদেশ, জলনিম্নস্থ ভূমি। **কাহ্ন দেখি বাটত** ইত্যাদি—যমুনা শ্রীকৃষ্ণকে দেখিয়া পথে থাই দিল—অর্থাৎ তাহার গভীর ও স্ফীত জলরাশি কমাইয়া পদব্রজে গমনের উপযোগী করিয়া দিল। **নান্দের**—গোপরাজ নন্দের। বসুদেবের পিতা শূরসেনের বৈমাত্রেয় ভ্রাতার ঔরসে বৈশ্যার গর্ভে ইঁহার জন্ম হয়। পূর্ব্বে নন্দরাজ দ্রোণ প্রজাপতি এবং যশোদা দ্রোণপত্নী ধরা নামে আখ্যাত ছিলেন। ইনি কোটিসংখ্যক গোর অধিপতি।

> নন্দঃ প্রোক্তঃ স গোপালৈর্বলক্ষগবাং পতিঃ।
> উপনন্দশ্চ কথিতঃ পঞ্চলক্ষগবাং পতিঃ।
> বৃষভানুঃ স উক্তো যো দশলক্ষগবাং পতিঃ।
> গবাং কোটী গৃহে যস্য নন্দরাজঃ স এবহি।
> কোট্যর্দ্ধং চ গবাং যস্য বৃষভানুবরস্তু সঃ।
>
> —গর্গ°, গোলো°, ৫ম অ°।

ঘর—'গৃহে ঘরোঽপতৌ', বররুচি—৪।৩২; প্রাকৃতপৈঙ্গলে,—

> ঘর লগ্গই অগ্গি জলই ধহ ধহ।—১।১৯০

ঘরে, গৃহে।

৪। **আণিল**—আনিলেন, আনয়ন করিলেন। **বালী**—বিদ্যাপতিতে বালি', বারি'। বালিকা, শিশুকন্যা। **যশোদার কোলে দিআঁ** ইত্যাদি—এই শিশু-বিনিময় ব্যাপার যে আদৌ নন্দ-যশোদার অজ্ঞাতসারে হয় নাই, অধিকন্তু উহা পূর্ব্ব হইতে স্থির ছিল, এবম্বিধ উল্লেখ পুরাণাদিতে আছে। দেবীভাগবতে,—

> নন্দপত্ন্যা ময়া সার্দ্ধং কৃতোঽস্তি সময়ঃ পুরা।
> প্রেষণীয়স্ত্বয়া পুত্রো মন্দিরে মম মানিনি।
> পালয়িষ্যাম্যহং তত্র তবার্ত্তিমনসঃ কিল।
> অপত্যং তে প্রদাস্যামি কংসস্য প্রত্যয়ায় বৈ।
> কিং কর্ত্তব্যং প্রভো চাদ্য বিষমে সমুপস্থিতে।
>
> —৪র্থ স্কন্ধ, ২৩শ অ°।

এমন কি, কাজটা সিংহাসনচ্যুত রাজা উগ্রসেনের উপদেশ ও সহায়তাতেই যেন সুসম্পন্ন হইতে পারিয়াছিল। বায়ুপুরাণে,—

> অনুজ্ঞাতঃ পিতা ত্বেনং নন্দগোপগৃহং গতঃ।
> উগ্রসেনমতে তিষ্ঠন্ যশোদায়ৈ তদা দদৌ।
> যামেব রজনীং জজ্ঞে কৃষ্ণো বৃষ্ণিকুলপ্রভুঃ।
> তামেব রজনীং কন্যা যশোদায়া ব্যজায়ত।
> তং জাতং রক্ষমাণস্তু বসুদেবো মহাযশাঃ।
> প্রাদাৎ পুত্রং যশোদায়ৈ কন্যাস্তু জগৃহে স্বয়ম্।
> দত্ত্বৈনং নন্দগোপস্য রক্ষ মামিতি চাব্রবীৎ।
> সুতস্তে সর্ব্বকল্যাণো যাদবানাং ভবিষ্যতি।
> অয়ং স গর্ভো দেবক্যা অস্মৎক্লেশান্ হনিষ্যতি।
> উগ্রসেনাত্মজায়াথ কন্যামানকদুন্দুভিঃ।
> নিবেদয়ামাস তদা কন্যেতি শুভলক্ষণা।
> স্বসায়াং তনয়ং কংসো জাতং নৈবাবধারয়ৎ।
> অথ তামপি দুষ্টাত্মা বিসসর্জ্জ মুদান্বিতঃ।
> হতা বৈ যা তদা কন্যা জপত্যেষ বৃথামতিঃ।
> কন্যা সা ববৃধে তত্র বৃষ্ণিসদ্মনি পূজিতা।
>
> —৯৬তম অধ্যায়, ২০৬-২১৩ শ্লোক।

যান-বাহনেরও অভাব ঘটে নাই। গর্গ-সংহিতা, বলভদ্রখণ্ডে,—অথাষ্টমো দেবক্যাঃ পরিপূর্ণতমো ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রোঽবততার তদৈব তদাজ্ঞয়া নিশীথে তং প্রেঙ্খে নিধায় নন্দপত্ন্যাং জাতায়াং

যোগনিদ্রায়াং সংসুপ্তে জগতি সতি যমুনামুত্তীর্য্য মহাবনমেত্য যশোদাশয়নে সুতং নিধায় তাং সুতামাদায় পুনর্বসুদেবো গৃহানাযযৌ ॥—৫।১২।

৫। **শিলাপাটে**—শিলাপট্টোপরি, প্রস্তরখণ্ডে। **আছাড়িআঁ**—ঊর্দ্ধে উত্তোলনপূর্ব্বক সবেগে নিক্ষেপ করিয়া। **বুলিলে**—ময়নামতীর গানে,—

তা দেখিয়া মৈনামতী বুলিল বচন।

বলিলেক, বলিলেন। **আকাসে**—প্রা° আকাস', আগাস'; এ' বিভক্তিচিহ্ন। আকাশে, শূন্যে। **নান্দোঘরে**—নন্দগৃহে। **বালা**—প্রাকৃতপৈঙ্গলে বালা' (বালকঃ) ২।১৪৭। গুণরাজ খানের শ্রীকৃষ্ণবিজয়ে,—

সেই মন্দির মাঝে ক্রীড়া করে নন্দবালা। পৃ ৪৯।

বিজয়গুপ্তের পদ্মাপুরাণে,—

অচেতন হইয়া পড়ে লক্ষীন্দর বালা ॥ পৃ ১৮১।

বাল' অপেক্ষা বালা' শব্দ অধিকতর মাধুর্য্যব্যঞ্জক। **বাঢ়ে**—প্রাকৃত বড্ঢই', বড্ঢএ' (বর্দ্ধতে)। **তোহ্মা**—কর্ম্মকারক। দ্বিজ ভবানীকৃত লক্ষ্মণ-দিগ্বিজয়ে,—

কন্যা-রত্ন দিব **তোহ্মা** প্রতিজ্ঞা যে মোর।

তোমাকে, তোমায়। **বধিবারে**—বধ করিবার নিমিত্ত। **কৃত্যা**—বিষ্ণুপুরাণে,

ত্বর্য্যতাং ত্বর্য্যতাং হে হে সদ্যো দৈত্যপুরোহিতাঃ।
কৃত্যাং তস্য বিনাশায় উৎপাদয়ত মা চিরাৎ ॥ ১।১৮।৯

আভিচারিক ব্যাপারবিশেষ। **কৃত্যা কৈল কাহ্ন বধিবারে**—কৃষ্ণকে বধ করিতে উপায় স্থির করিল।

পৃ° ৩

৬। **পুতনাক**—ক' বিভক্তিচিহ্ন। বকাসুরের ভগ্নী পূতনা, কামচারিণী বালঘাতিনী রাক্ষসীবিশেষ। বলিকন্যা রত্নমালা ভগবানের বরে দ্বাপরান্তে পূতনা নামে বিখ্যাত হয়। **সংহরিল**—সংহার করিলেন। **তনপান ছলে** ইত্যাদি—পূতনা তীক্ষ্ণবিষ-পূরিত সদ্যঃ প্রাণনাশক স্তন শ্রীকৃষ্ণের মুখে প্রদান করে। কৃষ্ণ স্তন্যপান উপলক্ষ্য করিয়া তাহাকে নিহত করেন।। **পাছে**—প্রাকৃত পচ্ছা'। পশ্চাৎ। **যমল আর্জুন**—যক্ষরাজ কুবেরের পুত্র নলকুবর ও মণিগ্রীব। ইহারা ঐশ্বর্য্যগর্ব্ব ও যৌবন-মদের জীবন্ত মূর্ত্তি। গর্ব্বান্ধতাবশতঃ ভ্রাতৃদ্বয় দেবর্ষি নারদকর্ত্তৃক অভিশপ্ত হইয়া স্থাবরযোনি প্রাপ্ত হয় এবং যথাকালে শ্রীকৃষ্ণের স্পর্শরূপ প্রসাদ লাভ করিয়া দিব্যধামে গমন করে। **পাঠায়িল**—পাঠায়িল' এই ক্রিয়ার কর্ত্তা অবশ্য কংস; কিন্তু কংস যমলার্জ্জুনকে গোকুলে প্রেরণ করে, এরূপ কথা আমরা কোথাও পাই নাই। **তাহাক**—তাহাদিগকে, তাহাদের উভয়কে। **ভাঙ্গীল**—ভগ্ন করিলেন।

[ভক্তির প্রথম অবস্থায় কাম বড়ই অনিষ্টকারী। তাই ভক্তবৎসল ভগবান্ কামের প্রত্যক্ষ প্রতিমূর্ত্তি পূতনাকে বধ করিয়া নিজ জনের রক্ষাবিধান করিলেন। যমলার্জ্জুন-ভঞ্জন প্রসঙ্গে ব্রজের মদাদিজনিত মলদোষ নিবারিত হইল।]

৭। **কেশি**—অসুরাধম কেশী কংসপ্রেরণায় ব্রজে আসিয়া নানারূপ উপদ্রব আরম্ভ করে। শ্রীকৃষ্ণ অশ্বরূপী দৈত্যসমীপে উপস্থিত হইলে, দুরাচার তাঁহাকে গ্রাস করিতে উদ্যত হয়। তখন ভগবান্ স্বীয় বিশাল বাহু উহার মুখবিবরে প্রবেশিত করিয়া দেন। দুষ্ট রুদ্ধশ্বাস হইয়া প্রাণত্যাগ করে। **আনন্তর**—অনন্তর। **তা সব**—তাহাদের সকলকে। **হেনমতেঁ**—এই প্রকারে। **বাঢ়িলা**—বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলেন। **দামোদর**—একদা যশোদা বালক পুত্র শ্রীকৃষ্ণের দৌরাত্ম্যে অত্যন্ত অস্থির হইয়া পড়েন এবং নিতান্ত নিরুপায় ভাবিয়া গাভীবন্ধনের রজ্জু (দাম) দ্বারা তনয়ের উদর উদূখলের সহিত বন্ধন করেন। সেই হেতু শ্রীকৃষ্ণ লোকে দামোদর নামে প্রসিদ্ধ। **বাসলীবরে**—বাসলীদেবীর প্রসাদে।

১। **নীল**—বাল্মীকীয় রামায়ণে লক্ষ্মণের 'নীল-কুঞ্চিত-মূর্দ্ধজম্' ইত্যাকার বর্ণনা আছে। কুমারসম্ভবে পার্ব্বতী মহাদেবকে প্রণাম করিলেন, প্রণামকালে তাঁহার অবনত মস্তক হইতে 'নীলালক-মধ্যশোভি' নবকর্ণিকার ভূতলে পতিত হইল (৩।৬২)। মাধব কন্দলিকৃত অরণ্যকাণ্ডে,—

সিংহবন্ধু স্কন্ধ কেশ নীল আকুঞ্চিত।
শির চক্রাকৃতি নীল আকুঞ্চিত কেশ।

উজ্জ্বল কৃষ্ণবর্ণ। **তাত**—প্রা° তত্ত' (তত্র)। মাধবদেবকৃত আদিকাণ্ডে,—

পরম গৌরবে আনি সিংহাসন দিলা।
দশরথ নৃপতি বসিলা গৈয়া **তাত**।

পুছ—প্রাকৃত পুচ্ছ'; তুলসীদাসে পূঁছ'। পুচ্ছ। **সুবেশ**—সুদৃশ্য। **তিলকেঁ**—সানুনাসিক একার তৃতীয়ার চিহ্ন।

আতি—অতি, অতিশয়। **ছুই**—ছুই। **লঘু**—খাট, হ্রস্ব। **বোলে**—বাক্যে। **আবতার করি**—অবতার গ্রহণ করিয়া, অপ্রপঞ্চ ধাম হইতে প্রপঞ্চধামে অবতীর্ণ হইয়া। **কেলী**—কেলি, ক্রীড়া।

২। **সুরেখ**—বিদ্যাপতিতে,—

ভউহ সুরেখলি আখি।

জগন্নাথদাসকৃত ওড়িয়া ভাগবতে,—

সুবর্ণ মুকুট সুরেক।

যাহার উত্তম মস্তক।—২।৩

সুন্দর রেখাযুক্ত, সরল; শোভন। **সুপুট**—সুগঠিত। **কামাণ**—ফারসী কমান অর্থে ধনুক। বিদ্যাপতিতে,—

ভৌঁহ কমান ধএল তনু আগু।

তীখ কটাখ মদনশর লাগু।

জ্রহি—কর্ত্তৃকারকে ই' প্রত্যয় মাগধীর অনুরূপ। **আধর**—অধর। **যেহ্ণু**—কৃত্তিবাসী উত্তরাকাণ্ডে,—

চতুর্দ্দোল সিংহাসন জেহ্ণু রবির কিরণ।

জগন্নাথদাসের ওড়িয়া ভাগবতে,—

বিজুলী নীল মেঘে যেহ্ণে।

যেন। **যমজ**—জোড়া, যুগ্ম। **পোঁআর**—বিদ্যাপতিতে,—

অধর সুরঙ্গ জনি নিরস পবার।

দুধক পরসে পবার ধবল ভেল।

গোবিন্দদাসে,—

অধর পওার দশন মণি মোতি।

পলা, প্রবাল। **কন্নযুগ**—কন্ন' প্রাকৃত রূপ। কর্ণযুগল। **জাল**—জাল শব্দ সংস্কৃতসম পর্য্যায়ের অন্তর্গত। 'জালং পাশঃ' (ডা° হোয়র্নলী-সম্পাদিত প্রাকৃতলক্ষণ, পৃ° ২)। **কন্নযুগ শোভে** ইত্যাদি—দুই কর্ণ কুণ্ডলীকৃত বরুণ-পাশের ন্যায় শোভা পাইতেছে।

৩। **জানুত**—ত' বিভক্তিচিহ্ন। **লুলে**—প্রাকৃত লুলই', লোলই' (লোলতে)। **করঙ্গরুবিন্দ**—করাঙ্গুলিবৃন্দ। বিদ্যাপতিতে পদাঙ্গুলি অর্থে পাঙ্গর' শব্দের প্রয়োগ আছে। **মাল**—প্রাকৃত মল্ল' (মাল্য)। **মরকতপাট**—মণি-নির্ম্মিত ফলক। ঔজ্জ্বল্য ও কাঠিন্য হেতু বক্ষঃস্থল মরকত-পাটের সহিত তুলিত হইয়াছে। **জংঘ**—প্রা° জংঘা। জঙ্ঘা।

৪। **পান্তী**—প্রাকৃত পন্তি, পংত' (পঙ্‌ক্তি); সিদ্ধহেমচন্দ্রে পংতী' ৮।১।২৫। মাধব কন্দলিকৃত অরণ্যকাণ্ডে,—

চম্পার পাকরি সম অঙ্গুলির পান্তি।

সজল জলদরুচি—জলভারাক্রান্ত মেঘের ন্যায় শ্যামশোভা। **জিণি**—অপভ্রংশ প্রাকৃত। পিঙ্গল ১।১২৮। জিনিয়া, জয় করিয়া। **কান্তী**—কান্তি; লাবণ্য। **বত্তীস**—প্রাকৃত রূপ। বত্রিশ। **বত্তীস রাজলক্ষণ......আতি মহাবীর**—ইনি দ্বাত্রিংশৎ রাজলক্ষণযুক্ত এবং কংসকে বধ করিতে হইবে বলিয়া প্রভূত বলশালী। নাসা, ভুজ, নেত্র, হনু ও জানু, এই পঞ্চাবয়ব দীর্ঘ; ত্বক্, কেশ, রোম, দন্ত ও অঙ্গুলিপর্ব্ব, এই পাঁচ সূক্ষ্ম; নেত্রপ্রান্ত, পদতল, করতল, তালু, ওষ্ঠাধর, জিহ্বা ও নখ, এই সপ্ত-প্রদেশ রক্তবর্ণ; বক্ষঃস্থল, স্কন্ধ, নখ, নাসিকা, কটি ও মুখ, এই ছয় অঙ্গ উন্নত; গ্রীবা, জঙ্ঘা ও মেহন, এই ত্রিতয় হ্রস্ব; কটি, ললাট ও বক্ষঃস্থল, এই তিন স্থান বিস্তীর্ণ এবং নাভি, স্বর ও বুদ্ধি গভীর। যাঁহাতে অনন্যসাধারণ উল্লিখিত বত্রিশ প্রকার লক্ষণ বর্ত্তমান, তিনিই মহাপুরুষ-পদ-বাচ্য। সামুদ্রকে,—

পঞ্চদীর্ঘঃ পঞ্চসূক্ষ্মঃ সপ্তরক্তঃ ষড়ুন্নতঃ।

ত্রিহ্রস্বপৃথুগম্ভীরো দ্বাত্রিংশল্লক্ষণো মহান্॥

৫। **বাঁশী**—বংশী একটি সাধারণ সংজ্ঞা। ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, দক্ষিণ বিভাগে,—

অর্দ্ধাঙ্গুলান্তরোন্মানং তারাদিবিবরাষ্টকম্।

ততঃ সার্দ্ধাঙ্গুলাদ্যত্র মুখরন্ধ্রং তথাঙ্গুলম্।

শিরো বেদাঙ্গুলং পুচ্ছং ত্র্যঙ্গুলং সাতু বংশিকা।

নবরন্ধ্রা স্মৃতা সপ্তদশাঙ্গুলমিতা বুধৈঃ॥—১।৩৫৬

পরস্পরের ব্যবধান ও প্রত্যেকের পরিমাণ অর্দ্ধাঙ্গুল, এইরূপ অষ্ট স্বরছিদ্রসমন্বিত, স্বরছিদ্র হইতে দেড় অঙ্গুলি অন্তর অঙ্গুলিপরিমিত মুখরন্ধ্র বিশিষ্ট এবং যথাক্রমে অঙ্গুলি-চতুষ্টয় ও অঙ্গুলিত্রয় পরিমিত শিরোভাগ ও নিম্নদেশযুক্ত শুষির যন্ত্রকে বংশী বলে অর্থাৎ (সার্দ্ধ) সপ্তদশ অঙ্গুলি-পরিমিত এবং নবরন্ধ্রযুক্ত যন্ত্রবিশেষের নাম বংশী। **নিতি নিতি**—নিত্য, প্রত্যহ। **বাছা**—প্রাকৃত বচ্ছঅ' (বৎসক)। গুণরাজ খানকৃত শ্রীকৃষ্ণবিজয়ে,—

নড়িলা ছাওয়াল সব বাছা চালাইয়া।

যমুনার তীরে বাছা সুখে তৃণ খায়।

রাখে—প্রা° রক্‌খই' (রক্ষতি)। **বাছা রাখে**—গো-বৎস-চারণ করে।

১। **লক্ষ্মীক**—ক' বিভক্তিচিহ্ন। **বুলিল**—ভবানীদাস-কৃত ময়নামতীর গানে,—

এত শুনি মৈনামতী **বুলিল** বচন।

বলিলেন। **আল**—চর্য্যাপদে আলো', হালো'; 'অল্লা অব্বা অম্মা য অম্বাএ' (অল্লা অব্বা চ অম্বা। জননীত্যর্থঃ॥ দেশীনামমালা। অন্যত্র দেখা যাইবে, হলা', হলে' হইতেও আল' হইয়াছে। **রাধা**—একদা শ্রীকৃষ্ণ গোলোকস্থ সুরম্য বৃন্দাবনের মণিময় পীঠে সমাসীন আছেন; এই অবস্থায় তাঁহার রমণেচ্ছা হইল। ইচ্ছাময় স্বয়ং দুই রূপে প্রকটিত হইলেন। দক্ষিণাঙ্গ শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তি এবং বামাঙ্গে রাধারূপ ধারণ করিবেন। শ্রীকৃষ্ণ নিজ প্রিয়াকে অভিনব রূপ-যৌবন-সম্পন্না ও কামাতুরা দেখিয়া রমণোৎসুক হইলেন। হরিপ্রিয়াও পতিকে রতি অভিলাষী দর্শন করিয়া তৎপ্রতি ধাবমানা হইয়াছিলেন। এই নিমিত্ত পণ্ডিতগণ তাঁহাকে রাধা' নামে কীর্ত্তন করেন। রাধা শ্রীকৃষ্ণ-বক্ষে নিরন্তর অবস্থান করেন এবং তাঁহার প্রাণ সকলের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। **পৃথিবীত**—ত' সপ্তমীর চিহ্ন। **কর আবতার**—অবতার গ্রহণ কর, অবতীর্ণ হও। **থির**—প্রাকৃত। **হউ**—প্রাকৃত হোউ' (ভবতু)। অদ্বৈতপ্রকাশে,—

যে হউ পুছিয়ে ব্রহ্মেশ্বর নিরূপণ।

আল রাধা—কীর্ত্তনীয় পদের মধ্যে মধ্যে আথর' দিবার রীতি আছে। ইহা 'আগো মা,' 'মা আমার' প্রভৃতির ন্যায় সেইরূপ আথর।

তেকারণে—তজ্জন্য। **পদুমা উদরে** এবং **সাগরের ঘরে**—ব্রহ্মবৈবর্ত্তের উক্তি অনুসারে রাধা বৃষভানু বৈশ্যের পত্নী কলাবতীর বায়ুগর্ভে উৎপন্না হন। পদ্মপুরাণে লিখিত হইয়াছে, কীর্ত্তিদা রাধার জননী। মতান্তরে বৃষভানু মহামায়ার আরাধনা করিয়া যমুনাস্থ কমল-বনে একটি মায়াময় ডিম্ব প্রাপ্ত হন এবং সেই ডিম্বেই রাধার উদ্ভব। অন্যত্র পর্ব্বতরাজ বিন্ধ্য ব্রহ্মার বরে রাধাকে কন্যারূপে লাভ করেন এবং দ্বারকা-লীলায় ইনিই সত্রাজিৎকুমারী সত্যভামা। (আবার বৃষভানুর মাতার নাম পদ্মাবতী। ললিতাদি অষ্ট সখীর অন্যতমা ইন্দুলেখার পিতা সাগর। খুব সম্ভব এখানে উত্তর-মথুরার রাজা সাগর লক্ষিত হইয়া থাকিবেন।)

২। **তীন**—প্রাকৃত তিন্নি' (প্রা° প্র°, কু° চ°, ক° ম°); পিঙ্গলে তীণি' (ত্রি, ত্রীণি); তিন্ন'; মরাঠী ও হিন্দী তীন'। **দোহনী**—দোহনকারিণী। **তীনভুবনজন** ইত্যাদি—ত্রিভুবন-জন-মোহকারিণী এবং রতিরস-সম্ভোগ-প্রবৃত্তিদায়িনী। **কোঁঅলী**—কোমলাঙ্গী। **শিরীষ কুসুম কোঁঅলী**—বিদ্যাপতিতে,—

সিরিসি কুসুম কোমল ও ধনি

শিরিষ কুসুম তনি অতি সুকুমার ধনি

শিরীষ ফুল অতিশয় সুকুমার ও মনোহর। অঙ্গপ্রত্যঙ্গ শিরীষ পুষ্পসদৃশ। **কনক পুতলী**—স্বর্ণপ্রতিমা। প্রাকৃত পুত্তলী' (পুত্রিকা)।

৩। **তনু লীলা**—লীলা প্রকটনার্থ ধৃত দেহ। **যেহেন**—পরাগলী মহাভারতে; বিদ্যাপতিতে জেহন'। প্রা° জইস(ণ)' (যাদৃশ)। **দিনে দিনে বাঢ়ে** ইত্যাদি—চন্দ্র যেমন কলায় কলায় বাড়িয়া পূর্ণ হয়, রাধার অঙ্গপ্রত্যঙ্গও তেমনই করিয়া দিন দিন বর্দ্ধিত হইতে লাগিল অর্থাৎ রাধা শুক্লপক্ষীয় শশিকলার ন্যায় দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিলেন। কুমারসম্ভবে,—

দিনে দিনে সা পরিবর্দ্ধমানা
লব্ধোদয়া চান্দ্রমসীব লেখা।
পুপোষ লাবণ্যময়ান্ বিশেষান্
জ্যোৎস্নান্তরাণীব কলান্তরাণি॥ ১।২৫

দেবেঁ—কর্ত্তৃকারক। দেবগণের প্রার্থনাতেই রাধা বৃন্দাবনে আবির্ভূতা হন। **নপুংসক**—পূর্ব্বজন্মে আয়ান (আইহন) লক্ষ্মীকে পাইবার প্রত্যাশায় কঠোর তপস্যা করেন। নারায়ণের বরে তাঁহার লক্ষ্মীলাভ হইলেও লক্ষ্মীর আদেশে তিনি নপুংসকত্ব প্রাপ্ত হন। **আইহনের**—প্রাকৃত অহিমন্নু', অহিবন্নু; সংস্কৃত অভিমন্যু'; এর বিভক্তিচিহ্ন। ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, দক্ষিণ-বিভাগে,—

কুতুকাদভিমন্যুবেশিনং হরিমাক্রুশ্য গিরা প্রগল্ভয়া।
বিদিতাকৃতিরাকুলঃ ক্ষণাদজনি স্বিন্নতনুঃ স রক্তকঃ॥

ব্রহ্মবৈবর্ত্তে রায়াণ'। ইনি বৃন্দাবনবাসী জনৈক গোপ এবং যশোদার ভ্রাতা। **রাণী**—প্রাকৃত রণ্ণী', রন্নী' (রাজ্ঞী); মরাঠী, গুজরাটী রাণী', হিন্দী, নেপালী রানী'। প্রিয়া, পত্নী। **দৈবেঁ কৈল কাহ্ন মনে** ইত্যাদি—দেবতারা কৃষ্ণের মনোভাব অবগত হইয়া রাধাকে নপুংসক আয়ানের পত্নী করিলেন।

৪। **মাঅক**—প্রাকৃত মাআ'; ক' বিভক্তিচিহ্ন। **বুড়ায়ি**

—বড় আয়ি', দ্রুত উচ্চারণে বড়ায়ি'। প্রাচীন বাঙ্গালা ও অসমীয়া আই' এবং মরাঠী আঈ' শব্দ মাতৃবাচক। রাঢ়ের প্রদেশবিশেষে মাতামহী অর্থে আই মা' বা সংক্ষেপে আই' শব্দের প্রচলন আছে। মাতামহী বা তৎপর্য্যায়ের স্ত্রীলোক। তুল°—'আহ্মে তোর বড়ায়ি তোহ্মে মোর নাতী।' (পৃ° ৬)। কেহ কেহ বড়াইকে বৃন্দা দেবী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। **দেহ**—অপভ্রংশ প্রাকৃত। দাও। **এহার**—প্রাকৃত এআণ' (এতেষাম্), কুমারপালচরিত, ৫।১৪ এবং সিদ্ধহেমচন্দ্র, ৮।৩।৮১ সূত্র ও টীকা। ইহার, রাধার। **পাশে**—প্রাকৃত পস্‌স' (পার্শ্ব); এ' বিভক্তিচিহ্ন।

১। **ঝাঁট**—প্রাকৃত ঝট্টি' (ঝটিতি)। মাধব কন্দলিকৃত অযোধ্যাকাণ্ডে,—

সুধি আসি আমাত কহিয়ো ঝাণ্ট করি ॥

আল এবং **ল বড়ায়ি**—এগুলি পদ-মধ্যবর্ত্তী আখর'। **চাহি**—√চা (প্রা° √চাহ্) ইচ্ছা করা। **লৈল**—লইলেন। **বুঢ়ীঅ মাই**—প্রাকৃত বুড্‌ঢিঅ', বৃদ্ধা এবং মাই', মাতা। বুড়ো মা, পিতামহী বা মাতামহী। **পিসী**—প্রাকৃত পিউসিআ', পিউচ্ছা' (পিতৃষসা)। **আইহনের মাঅ……রাধার বড়ায়ি**—আয়ানের মাতা (আয়ান-কথিত বাক্য) মনোমধ্যে আলোচনা করিয়া সত্বর পদ্মার নিকট যাইয়া তাহার পিসী এবং সম্পর্কে রাধার বড় আই বৃদ্ধাকে চাহিয়া লইলেন।

২। **নিয়োজিলী**—নিযুক্তা হইলেন বা নিযুক্ত করিলেন। **হাট**—সংস্কৃত ও প্রাকৃত হট্ট', তামিল অট্ট', হট্ট', হট্‌টি'। **রাখিবারে**—রক্ষণাবেক্ষণের নিমিত্ত। **শেত**—ময়নামতীর গানে; যবদ্বীপীয় কবি-ভাষায় শ্বেত অর্থে শেত' শব্দের ব্যবহার আছে। **ভাজিল**—বিশেষণ-পদ। ভগ্ন, ডোবা। **জ্রহি চুনরেখ** ইত্যাদি—দেখিতে চূণের রেখার মত (শুভ্র)। **চুন**—প্রাকৃত চুন্ন', চুন্ন' (চূর্ণ)। **বাটুল**—প্রাকৃত বট্টুল' (বর্ত্তুল)। মৃণ্ময় গুলিকা। **আখি**—প্রাকৃত অক্‌খি' (অক্ষি); সিন্ধী অখি'। **কোটর বাটুল** ইত্যাদি—দুই চক্ষু বৃক্ষ-গহ্বরান্তর্গত গুলিকাবৎ।

পৃ° ৪

৩। **কপোল খীনে**—গাল তোবড়ান। **খীনে**—প্রাকৃত খীণ' (ক্ষীণ)। **মাহা পুট নাশা** ইত্যাদি—বিশাল নাসাপুট ভগ্নপৃষ্ঠ (অর্থাৎ অসৌষ্ঠব নাসিকার মধ্যভাগ নিম্ন), হনূ উন্নত এবং গণ্ডদেশ বিশীর্ণ।

বিকট দন্ত—দন্তমূল (মাঢ়ী) ক্ষয়িত হওয়ায় দন্ত বৃহৎ ও বীভৎসাকার ধারণ করিয়াছে। **ওঠ**—প্রাকৃত ওট্‌ঠ' (ওষ্ঠ)। **উঠক**—প্রাকৃত উট্‌ঠ' (উষ্ট্র); ক' বিভক্তিচিহ্ন। **ওঠ আধর উঠক জিণী**—ওষ্ঠাধর উঠকে পরাজয় করে অর্থাৎ ঠোঁট দুইখানি অতিরিক্ত মাত্রায় ঝুলিয়া পড়িয়াছে।

৪। **কাঠী**—প্রাকৃত কট্‌ঠ' (কাষ্ঠ); ক্ষুদ্রার্থে ই বা ঈ প্রত্যয়। মরাঠীতে যষ্টি অর্থে কাঠী' শব্দের প্রয়োগ লক্ষণীয়। **কাঠী সম বাহু যুগলে**—বাহুদ্বয় অস্থিচর্ম্মসার। **নাভিমুলে দুঈ কুচ লুলে**—স্তন দুইটি নাভিমূল পর্য্যন্ত লম্বিত। **কুটিল গমন**—গতি পদের অস্থিরতাজ্ঞাপক। **ঘন কাশে** শ্বাসযন্ত্রের প্রদাহজন্য পুনঃ পুনঃ (খুক্ খুক্) শব্দ করাও অতি-বৃদ্ধত্বেরই পরিচায়ক।

বিদ্যাপতিকৃত দূতীর বিবরণ তুলনীয়:—

ভাঙ্গল কপোল অলক ভরি সাজু।
সঙ্কুল লোচনে কাজর আজু ॥
ধবলা কেস কুসুম করু বাস।
অধিক সিঙ্গারে অধিক উপহাস ॥
থোথর থৈয়া থন দুও ভেল।
গরুঅ নিতম্ব কঁহা চলি গেল ॥ ইত্যাদি।

অভিমন্যুজনন্যাহং ইত্যাদি শ্লোক,—

বড়াইর উক্তি,—

রাধে! আমি অভিমন্যুজননী কর্ত্তৃক তোমার রক্ষণে নিযুক্ত হইয়াছি। সুতরাং সহর্ষমনে আমার সহিত মথুরায় চল।

রাধার প্রত্যুক্তি,—

তুমি বৃদ্ধা এবং মধুর ব্যবহারে সুনিপুণা, সৌভাগ্যক্রমে তুমি আমার রক্ষণে নিযুক্ত হইয়াছ; অতএব এস, মথুরায় যাই।

জন্মখণ্ডের টীকা সম্পূর্ণ।

তাম্বূলখণ্ড

১। **দুধেঁ**—প্রা° দুদ্ধ'; এঁ, তৃতীয়ার চিহ্ন। অপভ্রংশ ভাষায় তৃতীয়ার একবচনে এং' প্রত্যয় হয়; এংটা', ক্রমদীশ্বর—প্রা° অপ°, সু° ২৪। বাঙ্গালার তৃতীয়ান্ত এঁ' বা এ' প্রত্যয় এই এং'এরই রূপান্তর। **পসার**—প্রা°। পণ্য দ্রব্যের আধার, বিক্রের দ্রব্যসম্ভার। **সজাআঁ**—সাজাইয়া, সজ্জিত করিয়া। **নেত বাস**—নেত' প্রাচীন সাহিত্যের একটি চিহ্নিত শব্দ; শূন্যপুরাণে,—

সুনার কলসি নিল **নেতের** বসন।

কৃত্তিবাসের আত্মবিবরণে,—

আঙ্গিনায় পড়িয়াছে রাঙ্গা মাজুরি।

তার উপর পড়িয়াছে **নেতের** পাছুড়ি॥

বিজয় গুপ্তের পদ্মাপুরাণে,—

ঝাপিয়া বদন অঙ্গ **নেতের** অঞ্চলে।

হরিভক্তিবিলাসে,—

পদ্মরাগৈঃ পটৈর্নেতৈর্ম্মণ্ডিতং চর্চ্চিতং শুভৈঃ। ১৫।১৯১।

সংস্কৃত নেত্র' অর্থে অংশুক; 'স্যাজ্জটাংশুকয়োর্নেত্রং',—অমর। ময়ূরকণ্ঠী রঙ্গের এক জাতীয় রেশমী কাপড়, ক্ষৌম বস্ত্রভেদ। **ওহাড়ন**—'ওহাড়ণী পিহাণীএ', দেশীনামমালা। আবরণ, আচ্ছাদন।

জাএ—যায়। **সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী**—রাধা। **মথুরা—নগরী**—কংসের রাজধানী, আগ্রাপ্রদেশস্থ স্বনামপ্রসিদ্ধ প্রাচীন পুরী।

২। **সমে**—'সহ সদ্ধিং সমং অমা'—অভিধানপ্পদীপিকা। মাধবদেবকৃত আদিকাণ্ডে,—

সীতা **সমে** রাঘবর বিবাহ করাও।

কবীন্দ্র পরমেশ্বরকৃত ভীষ্মপর্ব্বে,—

ভীষ্ম সমে অর্জ্জুনের হৈল মহারণ।

বিদ্যাপতিতে সঞে', সঞো', চৈতন্যভাগবতে সঙে'। সহার্থে। **রস পরিহাসে**—রসালাপ করিতে করিতে। **আগু**—প্রা° পৈ°এ অগ্‌গে' (অগ্রে); সম্মুখ অর্থে সিন্ধী অগু', হিন্দী ও পঞ্জাবী আগ্'। **গেলি**—গেলেন, গমন করিলেন। **করী**—করিয়া। **যতনে**—আদর সম্মান। **না করী যতনে**—গ্রাহ্য না করিয়া।

৩। **বকুলতলাত**—বকুল বৃক্ষতলে। **গোআলী**—'গোঅলা দুদ্ধবিক্কইনী', দেশীনামমালা। দুগ্ধবিক্রয়কর্ত্রী, রাধা। **নেহালী**—√নেহাল বা নেহার (সং নি-√ভাল্)। নিরীক্ষণ করিয়া। **বসিলী**—মনবোধকৃত হরিবংশে বৈসলি'। বসিলেন। **বসিলী মাথাত দিআঁ হাথে**—মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িলেন। মাথায় হাত দেওয়া হতাশের লক্ষণ। **চলিলী**—হিন্দী ও মরাঠীর ন্যায় প্রাচীন বাঙ্গালাতে লিঙ্গভেদে ক্রিয়াপদের রূপভেদ হইতে দেখা যায়। নিয়োজিলী', গেলি', বসিলী' প্রভৃতি পদ তুলনীয়। চলিলেন। **আন**—প্রা° অন্ন', অন্ন' (অন্য); চর্য্যাপদে অন', আণ'।

৪। **গুণিআঁ**—গণিয়া, ভাবিয়া। **মাঝেঁ**—পিঙ্গলে মজ্‌ঝ', মজ্‌ঝেঁ', মঝে'। **তরাসে**—বিপ্রকর্ষে; ত্রাস, ভয়।

১। **হারাআঁ**—হারাইয়া। **বুলে**—আর্ষ প্রা° বোলএ'; √বোল্ পরিক্রমে। শূন্যপুরাণে,—

পলাইতে নারে হংস **বুলে** সূন্য ভরে।

বিচরণ করিতে লাগিলেন। **রাধিকা হারাআঁ বড়ায়ি** ইত্যাদি—পথিমধ্যে রাধাকে হারাইয়া বড়ায়ি তাঁহার অন্বেষণে ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে লাগিলেন। **ভালমনে**—চৈতন্য-ভাগবত, অন্ত্য খণ্ড, ৮ম অধ্যায়। ভালমতে, উত্তমরূপে। **ভালমনে পথক** ইত্যাদি—একে বৃদ্ধা, তাহাতে আবার রাধার জন্য অত্যধিক উৎকণ্ঠা; দৃষ্টিবিভ্রমবশতঃ ভাল করিয়া পথ দেখিতে পাইতেছিলেন না। **নাতিনী**—ললিতমাধবে ণত্তিণী' (নপ্ত্রী)। দৌহিত্রী। **মোহে**—মমত্ববুদ্ধিজনিত দুঃখে। **বিমরিষে**—বি-√মৃশ্-অ। বিতর্ক করিতে লাগিলেন। **করেঁ**—অপ° করউঁ', প্রা° করমি' (করোমি)। কৃত্তিবাসী উত্তরাকাণ্ড, মালাধর বসুর শ্রীকৃষ্ণবিজয় প্রভৃতিতে; বিদ্যাপতিতে করওঁ'। **জাওঁ**—অপ° জাউঁ', প্রা° জামি' (যামি); প্রাচ্য হি° জাঁউ'।

বিদ্যাপতিতে ; পরাগলী মহাভারতে যাওঁ', যাঙ্'। যাই, গমন করি। দিশে—দিকে।

জাণএ—প্রাকৃতপৈঙ্গল, ১।১৮৮। জানেন। যার—প্রাকৃত জ (যদ্) শব্দ ষষ্ঠীর বহুবচনে জাণং', জাণ' ; এই জাণ' হইতে যাঁর' তথা যার' হইয়া থাকিবে। সে—অপ° প্রা° সো' (তৎ), প্রা° পৈ° ১।৯, ১।১৭০। তাহা। দৈবে সে জাণএ 'ইত্যাদি—যাহার যেরূপ বিধিনির্ব্বন্ধ, তাহা দেবতারাই জানেন।

২। মনেত—ত' সপ্তমীর চিহ্ন। গুণেত (গুণত)—গণনা করেন বা করিতে লাগিলেন। আধিক—অধিক। কথাঁ—গা° স°, সেতু° প্রভৃতিতে কথ' (কুত্র)। পাওঁ—বিদ্যাপতিতে পাঁও', শ্রীকৃষ্ণবিজয়ে পাঙ', প° ম° পাও', পাওঁ, পাঙ'। ব্রহ্মপুত্রের উপত্যকাপ্রদেশে বর্ত্তমানেও করোঁ', জাওঁ', পাওঁ' প্রভৃতি ক্রিয়াপদ প্রচলিত। পাই, প্রাপ্ত হই। মোএঁ—প্রা° মএ', মই' (ময়া) ; অসমীয়া মই', হিন্দী মৈঁ'। আমি। একসরী—বিদ্যাপতিতে,—

সঙ্গক সখি আগু আইলি হে
হম একসরি নারী।

একেশ্বরী, একাকিনী। হৈলোঁ—পরাগলী মহাভারতে। অসমীয়া হলোঁ', ওড়িয়া হোইলুঁ', হেলুঁ' (বহুবচনে)। হইলাম। এড়িআঁ—√ইড়্ ত্যাগে। ছাড়িয়া, ত্যাগ করিয়া। জীবোঁ—বাঁচিব। কেনমনে—চৈতন্যভাগবত; আদি°, ৫ম ও ৮ম অ°। কি প্রকারে, কেমন করিয়া। মনেত গুণেত বড়ায়ি......আজি জীবোঁ কেনমনে—অত্যধিক ত্রাস হেতু বড়াই মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, কোথা গিয়া রাধার সন্ধান পাই ? এই ঘোর বনে আমি একাকিনী (হইলাম) ; রাধা-বিরহিত হইয়া আজ কেমন করিয়া বাঁচিব ?

৩। কথো—প্রা° কত্তো' (কিয়ৎ)। কত। চরে—প্রা° চরই' (চরতি)। গাই—প্রা° গাঈ' (গৌঃ)। গাভী। তাক দেখি বড়ায়ির ইত্যাদি—তাহা দেখিয়া বড়াইর মনে হর্ষোদয় হইল। এহা—এই। রাখোআল—দেশ্য প্রা° রক্খবাল'। বাসুদেব আচার্য্যকৃত স্বর্গারোহণ পর্ব্বে,—

অটবীর পক্ষী কান্দে বনে রাখোআল।

কর্ম্মকারক। গবাদি-পশুরক্ষক। পুছোঁ—প্রা° √পুচ্ছ (√প্রচ্ছ) প্রশ্নে। বিদ্যাপতিতে 'সুমুখি পুছএো তোহি'। জিজ্ঞাসা করি।

৪। তথাঞি—তথায়। লগুড়—কোল (অষ্ট্রিক্)-মূলক। পাচনী, পশুতাড়ন-যষ্টি। নাতিআ—প্রা° নত্তিঅ' (নপ্তৃক), ণত্তিঅ'। নাতি, পৌত্র বা দৌহিত্র। মেলিলী—স্ত্রীলিঙ্গ। মিলিতা হইলেন।

পৃ° ৫

১। আচম্বিত—আ √চম্ব্ গতি অর্থে। হি° অচম্ভিত। হঠাৎ, অকস্মাৎ। বুঢ়ী—প্রা° বুড্ঢী', বুড্ঢিআ' (বৃদ্ধিকা'), কর্ম্মকারক। বড়াইকে। পুছন্তি—অন্তি প্রত্যয়ের একবচনে প্রয়োগ। জিজ্ঞাসা করিতেছেন, প্রশ্ন করিতেছেন। দেবরাজে—কর্ত্তৃকারক। শ্রীকৃষ্ণ।

২। একলী—প্রাকৃতপৈঙ্গলে ইকলি', একলি' (২।১৯৩)। একাকিনী। বুলসি—প্রাকৃতের অনুরূপ। বিচরণ করিতেছ, ভ্রমণ করিতেছ। কেহ্নে—রাজেন্দ্র দাসের আদিপর্ব্ব ও সঞ্জয়কৃত বিরাটপর্ব্বে। কেন, কি নিমিত্ত।

৩। গোঠ—প্রা° গোট্ঠ' (গোষ্ঠ) ; এ' বিভক্তি-চিহ্ন। আসি—আসিতেছি। আহ্মি—মৃ°ক°এ ; কৃ°চ°এ অম্হি' (অহম্) ৫।৩৭। শূন্যপুরাণে,—

উলুক তুহ্মার খুড়া আহ্মি তুহ্মার পিতা।

গো[illegible]লিনী—প্রা° গোৱালিনী' (গোপালিনী)। [illegible]—অগ্রে। মোর—সিদ্ধহেমচন্দ্রে মহার' (৮।৪।৪৩৪ টীকা)। এই মহার' হইতে মোহর', মোহোর', [illegible]' হওয়া বিচিত্র নহে।

৪। পাছে—প্রা° পচ্ছহি' (পশ্চে)। হারাইল—উত্তম পুরুষের ক্রিয়া। পুতা—প্রা° পুত্তঅ' (পুত্রক)। 'অবতু বো গিরিসুতা মাএ বলে পড় পুতা' ইত্যাদি বাক্য বোধ হয়, অনেকেরই সুপরিচিত। সস্নেহ আহ্বানে। কহিআঁ—প্রা° কহিঅ' (কথিত্বা)। তুহ্মি—অপ° তুম্হইং', তুম্হই', তুম্হি'। শূন্যপুরাণে,—

কুথা থাকি আইলেক তুহ্মি কুথা তুহ্মার ঘর।

তুমি।

৫। বুল—প্রা° √বোল্ পরিক্রমে। ভ্রমণ কর। নাতিনিখানী—খানি' আদরে। শ্রীকৃষ্ণবিজয়ে, পরাগলী মহাভারতে কন্যাখানি'। তাক—তাহাকে। কহ—

অপভ্রংশ প্রাকৃত; প্রা° পৈ° ২।১৬৬। **তত্ত্ববাণী**—সঠিক কথা, যথার্থ ব্যাপার।

৬। **কেহেন**—মাগধী অপ° * কইহণ' (কীদৃশ); মৈ° কেহন'। **রূপ**—তামিল উরুপ্পু' (অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, আকার)। **আহ্মার**—কুমারপালচরিতে অম্হার' (অস্মদীয়) ৮।৭৪। অপভ্রংশ ভাষায় যুষ্মদাদি শব্দের উত্তর ঈয়' প্রত্যয় স্থানে ডার' আদেশ হয়; 'যুষ্মদাদেরীয়স্য ডারঃ', সিদ্ধহেমচন্দ্র—৮।৪।৪৩৪। প্রাকৃতপৈঙ্গলে অহ্মাণ' (বেঙ্গল এসিয়াটিক সোসাইটির সংস্করণ, পৃ° ৩৪৬)। **থানত**—ত' বিভক্তি-চিহ্ন। **কহিআর**—কহ, বল। তুল°—'বিদ্যাপতি কবি গাবিআরে' (বিদ্যাপতি কবি গাহে বা গাহিল)। **সরূপ**—স্বরূপ, সত্য, যথার্থ।

৭। **বিকে**—বিক্রয়ে, বিক্রয়ার্থ। **হারাইলোঁ**—হারাইলাম। **ত্রৈলোক্যসুন্দরী**—ত্রিভুবনসুন্দরী (রাধাকে)।

৮। **চন্দ্রাবলী**—গ্রন্থের সর্ব্বত্রই চন্দ্রাবলী শব্দে রাধা লক্ষিত হইয়াছেন। উদ্ধৃত দৃষ্টান্তসমূহেও চন্দ্রাবলী শব্দে রাধাই বিবক্ষিত। রামচন্দ্র মল্লিকের পদে—

> রাধে তুমি মোরে না বাসিও ভিন।
> রভসে বিরস বাণী না বলিও চন্দ্রাবলী
> আমি তোমার প্রেমের অধীন॥

দুঃখী শ্যামদাসের গোবিন্দমঙ্গলে,—

> বড়াই বলে রাধা মোর পরাণপুতলী।
> সঙ্গে সদা রাখিব রাধিকা চন্দ্রাবলী॥ পৃ. ৯৫

কবিশেখরের গোপালবিজয়ে,—

> চল যাই বড়াই বুঝাই চন্দ্রাবলী।
> আশ দিয়া দাস বলি রাখ বনমালী॥

মাধবাচার্য্যের শ্রীকৃষ্ণমঙ্গলে,—

> বলে চন্দ্রাবলী শুনহ খেয়ারী
> তোমার কিছু না করিব খণ্ডা। পৃ. ৭৫

পদকল্পতরুর ১৩৯৮ সংখ্যক পদে,—

> তুমি কি না জান বনমালী।
> রাধালে কি ভজে চন্দ্রাবলী॥

রাধাতন্ত্র, বাসুদেবরহস্য, ৮ম পটলে,—

> অন্যা চন্দ্রাবলী রাধা বৃকভানুগৃহে স্থিতা॥

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ, শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ড, ৯২তম অধ্যায়ে—

> বন্দে রাধাপদাম্ভোজং ব্রহ্মাদিসুরবন্দিতং।
> যৎকীর্ত্তিকীর্ত্তনেনৈব পুনাতি ভুবনত্রয়ং॥
> নমো গোলোকবাসিন্যৈ রাধিকায়ৈ নমো নমঃ।
> শতশৃঙ্গনিবাসিন্যৈ চন্দ্রাবল্যৈ নমো নমঃ॥ ৬৩-৬৪

পাতলী—প্রা° পত্তল' (পত্রসদৃশ); স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্রত্যয়। বিদ্যাপতিতে,—

> একে গোরি **পাতরি** তাহে দুখকাতরি
> অরু দুখ বিরহক জালা।

তন্বী, কৃশাঙ্গী। **সুন**—বিদ্যাপতিতে। শুন।

৯। **কহিবোঁ**—বিদ্যাপতিতে,—

> এ সখি এ সখি কি কহিবওঁ তোহি।

কহিব, বলিব। **কাজ**—প্রা° কজ্জ'। **বোলেঁ**—বোলোঁ' হইবে বোধ হয়। **তাত**—তাহাতে, তদ্বিষয়ে। **কর**—প্রা° পৈ° ১।১৮১, ২।১৬০, ২।২১০। **সত**—সত্য। **সরূপ কহিবোঁ তবেঁ......তাত কর সত**—তোমায় যাহা (যে কাজ) বলি, তদ্বিষয়ে সত্য কর; তাহা হইলে মথুরার পথ যথার্থ বলিয়া দিব।

১০। **বোলা**—প্রা° বোল্লা'। বাক্য, কথা। **বোলোঁ**—চৈ° ভা°এ; জায়সীকৃত পদ্মাবতিতে বোলউ। বলি। **তোক**—তোমাকে; তোমার। **যবেঁ**—চর্য্যাপদে জবে', জবেঁ'। যদি। **বোলা এক বোলোঁ** ইত্যাদি—তোমায় এক কথা বলি, যদি গ্রহণযোগ্য মনে কর; অথবা এক কথা বলি, যদি তোমার মনে লয়। **তবেঁসি**—তর্হি। **করিবোঁ**—মাধব কন্দলিকৃত অযোধ্যাকাণ্ডে,—

> শোণিতে করিবোঁ আজি নদী ভয়ঙ্কর॥

ওড়িয়া করিবু'। করিব।

১১। **দুঅজ**—প্রা° দুইজ্জ'। কবিকঙ্কণে দোয়জ'। দ্বিতীয়। **বোলত**—ত' ষষ্ঠ্যর্থে প্রযুক্ত; তুল°—

> **মোত** পরে আউর মূরুখ নাই। (অসমীয়া ডাকচরিত্র)

আহ্মে—চর্য্যাপদে। প্রা° অম্হে' (প্রথমার বহুবচনে)। আমি। **করিব**—বাঙ্গালা ভবিষ্যতের চিহ্ন ব-কারের মূলে কেহ কেহ প্রাকৃত এব্ব', ইব্ব' (স° তব্য) প্রত্যয়ের অস্তিত্ব অঙ্গীকার করেন। **আন**—অন্যথা, অন্যমত।

১২। **সত্যেঁ সত্যেঁ করিবোঁ** ইত্যাদি—আমি সত্য

কহিতেছি, তোমার অনুরোধ রক্ষা করিব। **তাক**—প্রাকৃত পৈঙ্গল, ২।১৪৯। জগদানন্দের পদে,—

সো রস-গুণ-নিধি **তাক** জীবন বধি
কি সিধি সাধিলি বালা।

সুপ্তাধ্যায়ের পুথিতে,—

সুবর্ণ রজত যদি পাএ দরশন।
বহু ভান্তো হএ **তাক** বাড়ে ধনে জন॥

বধওঁ—বধ করি। **বাম্ভণ**—কর্পূরমঞ্জরীতে বম্হণ' (ব্রাহ্মণ); কুমারপালচরিতে বম্হাণ'; সিদ্ধহেমচন্দ্রে বামহণ; শূন্যপুরাণে বাম্ভন'। **যবেঁ আন করোঁ** ইত্যাদি—যদি তাহার অন্যথা করি, তাহা হইলে ব্রহ্মঘাতী হই অর্থাৎ ব্রহ্মহত্যাজনিত পাপে লিপ্ত হই।

১৩। **বুলিব**—বলিব। **যবেঁ**—যখন।

১। **কেশপাশেঁ**—সিঁথাতে, সীমন্তে। **সুরজ**—হিঙ্গুলজাত উজ্জ্বল বর্ণবিশিষ্ট। **সজল জলদে**—জলপূর্ণ মেঘের বর্ণ গাঢ় নীল; কাল মেঘে। **উইল**—[√উ উদয়ে।] বিদ্যাপতিতে উয়ল,' উয়ল,' উগল'। উদিত হইল। **সুর**—প্রা°। **নব সুর**—নবোদিত সূর্য্য, বালার্ক। **চান্দ**—প্রা° চন্দ' (চন্দ্র)। **লাখ**—অপভ্রংশ প্রাকৃত; প্রা° লক্খ'। **দুই লাখ যোজনে**—বহু দূরে। **আনুপামা**—অনুপমা। **পদুমিনী**—মৃচ্ছকটিকে পদুমিণী'। পদ্মিনী; চতুর্বিধ স্ত্রীর মধ্যে সুলক্ষণা উত্তমা স্ত্রী; যথা—

ভবতি কমলনেত্রা নাসিকা ক্ষুদ্ররন্ধ্রা
অবিরলকুচযুগ্মা দীর্ঘকেশী কৃশাঙ্গী।
মৃদুবচনসুশীলা নৃত্যগীতানুরক্তা
সকলতনুসুবেশা পদ্মিনী পদ্মগন্ধা॥ (রতিমঞ্জরী)

২। **আলক**—স° অলক'। অলকা, ললাটভূষণ কুঞ্চিত কেশগুচ্ছ। **পাঁতি**—প্রা° পংতি। ॰ পঙ্‌ক্তি। **কাঁতি**—প্রা°পৈ°এ কংতি' ২।১৩১। কান্তি, শোভা। **তমালকলিকাকুল**—নবোদ্গত তমালপল্লব। **আলস লোচন**—ঈষন্নিমীলিত নেত্র। **উজল**—প্রা° উজ্জল'। **পসি**—প্রবেশ করিয়া।

৩৭ **শব্দত**—ত' ষষ্ঠীর অর্থে প্রযুক্ত; তুল°—

কহে শুক মুনি নৃপতিত বিদ্যমান।

শব্দের। **পসিলা**—প্রবেশ করিল। **আভিমান**—অভিমান। **পাকা**—প্রা° পক্ক'।

৪। **মাঝা**—'মধ্যমত্রয়ং তনুমধ্যে মাঝা ইতি খ্যাতে'। টীকাসর্ব্বস্ব। **খিনী**—বিদ্যাপতিতে,—

সিংহ জিনি **মাঝা** খীনি তনু অতি কোমলিনি।

ক্ষীণ। **জিনী**—জিনিয়া, পরাভব করিয়া। **চলএ বিলম্বে**—মন্থরগতিতে গমন করে। **নহুলী**—প্রা° নবল্ল (নবল), স্ত্রীলিঙ্গে ঈ' প্রত্যয়। বিদ্যাপতিতে,—

কোন পুরুখ সঞে নয়লি লেহা।
(কাব্যবিশারদকৃত সংস্করণ)

জায়সীকৃত পদুমাবতিতে,—

সবই নউলি পিঅ সংগ ন সোঈ।

কবিকঙ্কণে,—

কিবা যুবা নহলী যৌবন।

১। **সুনী**—শূন্যপুরাণে সুনি' (পৃ° ১০)। শুনিয়া। **ধরিবাক**—মাধব দেবকৃত আদিকাণ্ডে,—

সরযুক সিন্ধু জল আনিবাক গৈলা।
বাহুবলে জিনিবাক পারে ত্রিজগত।

মৈথিলী করিবাক', ওড়িয়া করিবাকু প্রভৃতি পদ তুল°। ধরিতে, ধরিবারে। **পারোঁ**—বিদ্যাপতিতে,—

দিনে দিনে দুখ সহএ ন পারঞো
পড়এ অধিক ভার।

মাধব কন্দলিকৃত সুন্দরাকাণ্ডে,—

আমিতো যাইবাক পারোঁ শতেক যোজন।

চৈতন্যভাগবতে,—

সেবকের দ্রোহ মুঞি সহিতে না পারোঁ।
—মধ্যখণ্ড, ৩য় অ°।

পারি। **পরাণী**—প্রাণ। **দারুন**—দারুণ, ক্রূর। **কুসুমশর**—কাম, কন্দর্প। **সুদৃঢ় সন্ধানে**—অব্যর্থ শরযোজনা দ্বারা। **আতিশয়**—অতিশয়। **মন**—হৃদয়। **হানে**—√হন্ আঘাতে। বিদ্ধ করিতেছে, আঘাত করিতেছে। রাঢ়ে কাটা অর্থে হানা শব্দের প্রয়োগ কচিৎ শুনা যায়।

পরাণ আধিক—প্রাণাধিক। **তোক্ষারে**—

তোমাকে, তোমায়। **রাধিকা**—রাধিকাকে। **মানাআঁ**—সম্মত করিয়া, বশীভূত করিয়া।

২। **পীএ**—প্রা° পিঅই' (পিবতি)। **সুসর**—সুস্বর, সুমধুর স্বর। **পঞ্চম শর**—পঞ্চম স্বরে। **গাএ**—প্রা° গাঅই' (গায়তি)। গান করিতেছে। **পিকগণে**—পিকাদি শব্দ যাবনিক; 'পিকাদিশব্দা ন কচিদার্য্যাণাং প্রসিদ্ধাঃ। ম্লেচ্ছানান্তু কোকিলাদিষু প্রসিদ্ধাঃ।' (শবর স্বামিকৃত মীমাংসাশ্লোকবার্ত্তিকটীকা)। **থীর**—প্রা° থির'। স্থির। **কুসুমিত তরুগণ...... ...থীর নহে মনে**—(একে) বসন্তকাল, বৃক্ষসমূহ পুষ্পিত, তাহাতে (আবার) ভ্রমরেরা মধুপানে রত এবং কোকিলকুল সুমধুর স্বরে গান করিতেছে; তাই আমার মন (একান্ত) অস্থির।

৩। **মদনবিকার**—কামপীড়াজনিত দৈহিক ও মানসিক ভাবান্তর। **থানক**—নিমিত্তার্থ চতুর্থীর ক' প্রত্যয় দ্বিতীয়াতে প্রযুক্ত; 'গত্যর্থকর্ম্মণি দ্বিতীয়া-চতুর্থ্যৌ চেষ্টায়ামনধ্বনি', পাণিনি—২।৩।১২। মাধবকন্দলিকৃত অরণ্য-কাণ্ডে,—'ঋষির থানক গেলোঁ'। স্থানে। **ভাগে**—প্রা° ভগ্‌গ' (ভাগ্য); এ' বিভক্তি-চিহ্ন। **তোহ্মাত লাগে**—তোমায় যুক্ত হয়। **লাগে**—প্রা° লগ্‌গই' (লগতি)। **এ থানক আইলা..... তোহ্মাত লাগে**—বড়াই, তুমি আমার সৌভাগ্যক্রমে এখানে আসিয়াছ; (এখন) কাজের ভার তোমার উপর।

পৃ° ৬

৪। **আহ্মে দেব** ইত্যাদি—আমি সংসারের সার দেবতা অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ দেবতা।

পুর—পূর্ণ কর।

১। **চিন্তিবোঁ**—চিন্তা করিব। **পরাণশকতী**—প্রাণপণে। **আন্তরে**—চর্য্যাপদে,—

তোহোর অন্তরে মোএ ঘলিলি হাড়েরি মালী॥

নিমিত্ত, জন্য। **শকতী**—শক্তি, বল। **আর**—প্রাকৃত অন্নর'; অসমীয়া ও ওড়িয়া আর'। অপর, আর। **মানাম্বিবোঁ**—সম্মত করিব। **আশেষ**—অশেষ, বিবিধ। **যুগতী**—যুক্তি। **তোহ্মার আন্তরে আশেষ যুগতী**—তোমার জন্য তাহাকে জোর করিব অর্থাৎ তাহার প্রতি ব্যক্তিগত প্রভাব প্রয়োগ করিব, আর বিবিধ উপায়ে তাহাকে বশে আনিব।

বোলহ—হ' অনুজ্ঞা মধ্যম পুরুষের বিভক্তি। বল। **তথাঁ**—প্রা° তত্থ' (তত্র)। **গেলেঁ**—যাইলে। **সাধিবোঁ**—সাধন করিব। **হরিষে**—সহর্ষে।

২। **জাণিএ**—জানি, অবগত আছি। **প্রবন্ধ**—উপায়, কৌশল। **এতেকেঁ**—নিমিত্তার্থে কে' প্রত্যয়। এততে, এই হেতু। **নেহাবন্ধ**—স্নেহবন্ধন। **তোহ্মার তার হৈব নেহাবন্ধ**—তোমার ও তার (রাধার) মধ্যে প্রীতি সংঘটন হইবে অর্থাৎ সে তোমার অনুরাগিণী হইবে। **দিবাক**—দিতে, দিবার নিমিত্ত।

৩। **আযোড় যোড়ন**—অঘটন ঘটনা। **করিবাক**—মাধবদেবকৃত আদিকাণ্ডে,—

রামায়ণ করিবাক ভৈলা তান মতি।

করিতে। **ভৈলী**—স্ত্রীলিঙ্গে। **আযোড় যোড়ন... সীতা সতী নারী**—(১) আমি অসম্ভব সম্ভব করিতে পারি; সে রাধিকা কি সীতার সদৃশ সতী নারী হইল? (২) আমি অঘটন ঘটাইতে পারি; সে রাধিকা কি, [যে] সীতার ন্যায় সতী সাধ্বী, তাহাকেও বশে আনিতে পারি। **হাথত**—ত' বিভক্তি-চিহ্ন। **কিছু**—প্রাকৃত পৈঙ্গলে কিছু', কিচ্ছ', কুছ'; *প্রা° কিংচিহু' (কিঞ্চিৎ খলু)। **ফুল**—প্রা° ও স° ফুল্ল'। **পানে**—প্রা° পণ্ণ' (পর্ণ); হি° ও ম° পান'। তাম্বুল। **তাক**—ক' দ্বিতীয়ার চিহ্ন। **জাই**—প্রা° জাই' (যাতি)।

৪। **বোল**—ক্রিয়াপদ। বল। **কাহ্নাই**—বিদ্যাপতিতে কহ্নাই'। **সন্দেশে**—সন্দেশ আহিরী শব্দ (কণ্‌হমালা)। দুগ্ধবিকারজাত মিষ্টান্নভেদ; এখানে উপহার অর্থে প্রযুক্ত।

১। **মনে**—প্রা° পৈ°, ১।১৭৬। মনে, মনোমধ্যে। **হৃদয়ে রাখিহ**—মনে রাখিও। **ভৈলোঁ**—মাধবদেবকৃত আদিকাণ্ডে,—

যি কারণে ভৈলোঁ আমি সূর্য্যর তনয়।

ন রহিল বংশ মোর ভৈলোঁ ধর্ম্মহীন।

হইলাম। **উদগমতী**—প্রা° উদগ্‌গমই'। উদ্‌গ্রমতি, উৎকণ্ঠিতচিত্ত। **রাধার কারণে...তার থান গতী**—

বড়াই !' আমি রাধাকে পাইতে উৎকণ্ঠ, তাহার অবস্থিতি ও গতিবিধির কথা আমায় সবিস্তারে বল।

তাম্বূল—কোল (অষ্ট্রিক্)-মূলক। তাম্বূল। **যাহা**—মাধব কন্দলিকৃত অরণ্যকাণ্ডে,—

মোহোর বচন সার জানি তুমি
উলটি লঙ্কাক যাহা।

যাও। **আছে**—অপভ্রংশ প্রাকৃত অচ্ছই' (ঋচ্ছতি); প্রা° পৈ°এ—

পরিফুল্লিঅ কেসু ণআ বণ আছে।—২।১৪৪।

সে—অর্দ্ধমাগধী।

২। **চাম্পা**—প্রা° চম্পঅ'। চাঁপা, চম্পক। **নাগেশর**—নাগেশ্বর ফুল, নাগকেশর। **নেআলী** (নেআরী)—প্রা° ণোমালিআ'। ১২শ শতকের রূপ নেরালী; শূ° পু°এ নিঅলি'। নবমল্লিকা বা বসন্তমল্লিকা। **মাল্লী**—[স° মল্লী']; শূ° পু°এ মালী'। মল্লিকা। **ভরি**—পূর্ণ করিয়া। **ডালী**—বংশাদিনির্ম্মিত ক্ষুদ্র পাত্র-ভেদ। **পিন্ধিলে**—পরিধান করিলে। **তবেঁসি**—তাহার পর-ই, তখনই। **কহিহ**—প্রাচীন সাহিত্যের অনুজ্ঞা-সূচক এই হ' প্রত্যয় আধুনিক সাহিত্যে ও'। বলিও। **আদিমূল**—শঙ্করদেবকৃত অনাদি-পাতনে,—

জয় জগন্নাথ জগতর আদিমূল।

আগাগোড়া, আদ্যন্ত।

৩। **যোড় হাথ করী**—বদ্ধাঞ্জলি হইয়া। **বুলিহ**—বলিও। **আহ্মাকে**—আমায়। **পাঠায়িলে**—পাঠাইল। **বাসিত**—সুগন্ধীকৃত। **খাহ**—খাও। **আনুকূল**—অনুকূল। **কাহ্নাঞিঁর বচনে** ইত্যাদি—কানাইর কথার অনুকূল উত্তর দাও।

৪। **সিসতে**—প্রা° সীস' (শিরস্); তে' বিভক্তি-চিহ্ন। সিঁথাতে, শীর্ষে। **বাহুত**—বাহুতে। **বলয়া**—অপভ্রংশ প্রা° বলআ'। বাহুভূষণ। **পাএত**—পদে। **চলিতেঁ চলিতেঁ**—প্রতি পদবিক্ষেপে। **রুণুঝুণু**—ধ্বন্যাত্মক শব্দ। **বাজে**—প্রা° বজ্জই' (বাদ্যতে)। ধ্বনিত হয়। **সুণী**—শুনিয়া। **মোহো গেলা**—মুগ্ধ হইলেন, হতচেতন হইলেন। হর্ষ, বিশ্লেষ, ভয় এবং বিষাদ হেতু হৃন্মূঢ়তাকে মোহ বলে। ভূমিতে পতন, শূন্যেন্দ্রিয়তা, ভ্রম এবং নিশ্চেষ্টতা প্রভৃতি তাহার অনুভাব।

৫। **মরমের হীত**—একান্ত হিতৈষিণী, প্রাণের বন্ধু। **চীত**—চিত্ত। **আহ্মার বচনে** ইত্যাদি—আমার কথায় অভিনিবেশ কর। **আনুমতী**—অনুমতি, সম্মতি প্রদান। **হরিষ বদনে**—হাসি মুখে, সহর্ষে।

১। **আল** এবং **ল বড়ায়ি**—পদমধ্যবর্ত্তী আখর'। **মনে ধরি**—মনোমধ্যে গ্রহণ করিয়া। **চলি ভৈল**—মাধব কন্দলিকৃত লঙ্কাকাণ্ডে,—

সম্ভার বস্তক লৈয়া দ্রুত করি
চলি ভৈলা বিভীষণ।

ছুটিখানের অশ্বমেধপর্ব্বে,—

আনন্দিত সর্ব্বজন চলি ভৈল ততক্ষণ
বাল বৃদ্ধ চলিল সকল।

মৌলিক অর্থ চলিত হইল বা গত হইল; গমন করিল, যাত্রা করিল।

২। **আঅর**—প্রা অৱর (অপর)। **গান্থিআঁ**—গাঁথিয়া, গ্রথিত করিয়া। **নৈল**—লইল।

সজাইল—সাজাইল, সজ্জিত করিল। **আনেক**—অনেক, বহু। **মাথে**—মস্তকোপরি। **করপুর**—তামিল করপ্পু'। কর্পূর।

৩। **চারি**—প্রা° চত্তারি'; পিঙ্গলে চারি', ১।১৪৮।

পৃ° ৭

চাহী—চাহিয়া, অন্বেষণ করিয়া। **নেহেঁ**—স্নেহে, সাদরে। **ঘন ঘন**—পুনঃ পুনঃ। **কৈল**—করিল।

৪। **আছহ**—আছ। **পুছিআঁ**—চর্য্যাপদে পুচ্ছিঅ' (পৃষ্ট্বা)। **কাহিনী**—প্রা° কহাণী', কহাণিআ'; ও° কাহাণি'; হি° কহানী'; আধুনিক বা° বর্ণবিন্যাস কাহিনী'। **বসিলান্ত**—পরাগলী মহাভারতে বসিলন্ত'। বসিল।

১। **আহ্মা**—প্রা° অম্হ' (মাম্), কৃ° চ°—৫।৩৮। আমায়, আমাকে। **এড়ি**—ছাড়িয়া, ত্যাগ করিয়া। **কেনমতেঁ**—কি প্রকারে। **আহ্মা এড়ি** ইত্যাদি—আমায় ছাড়িয়া কেমন করিয়া প্রাণ ধরিলে ?

২। **পুনে**—কৃ° চ°এ পুন্ন'; এ' বিভক্তি-চিহ্ন। পুণ্যে, পুণ্যবশে। **আজি**—প্রা° অজ্জ'। অদ্য।

পাইলোঁ—মাগধী পাবিদহম্হি' (প্রাপ্তোঽস্মি) ; প্রাচ্য হিং পইলোঁ'। মাধব কন্দলিকৃত অযোধ্যাকাণ্ডে,—

নিশাকালে পাইলোঁ গৈয়া সরযূর তীর ॥

চৈং ভাংএ পাইলোঁ', পাইলাঙ'। পাইলাম।

৩। **এতেক**—প্রাং এত্তিক'। শূন্যপুরাণে,—

এতেক বচন দুহি পাত্রে জে বলিল।

এত।

৪। **কহওঁ**—বিদ্যাপতিতে,—

সব দুঃখ কহোঁ তছু পাশে।

(কাব্যবিশারদকৃত সংস্করণ)

মাধবদেবকৃত আদিকাণ্ডে,—

সীতার জন্মর কথা কহোঁ আত পরে।

সম্প্রতি প্রভু রাঘবর কথা কওঁ ॥

কহি; বলি। **হওসি**—প্রাং হবসি', হোসি' (ভবসি)। হইস, হও। **মোকে**—কে' দ্বিতীয়ার চিহ্ন। উহা প্রাকৃত নিমিত্তার্থ কএ' প্রত্যয়ের রূপান্তর। **দিআর**—ভবানন্দের হরিবংশে,—

হাসিয়া সুন্দরি রাধা দিয়ার মেলানি।

দাও। কহিআর' শব্দ তুলনীয়। **আভয়**—অভয়।

৫। **উত্তর**—ময়নামতীর গানে,—

ক্রোধ করি দ্বিজবর বুলিল উত্তর।

চৈতন্যভাগবতে,—

মুকুন্দ কহেন তাঁর মনের উত্তর।—(মধ্যং, ৭ম অং)

কথা, অভিপ্রায়।

৬। **বুলিতেঁ**—বলিতে। **লাগিলী**—স্ত্রীলিঙ্গে।

ভরাআঁ—পূর্ণ করিয়া। **পাঠাআঁ**—পাঠাইয়া। **আনে**—অন্যথা।

৪। **নেহে**—কুমারপালচরিত, গউড়বহো প্রভৃতিতে গেহ'; সিদ্ধহেমচন্দ্রে নেহ' (৮।২।৭৭, ৮।২।১০২ সূত্রের টীকা); এ' বিভক্তিচিহ্ন। স্নেহ, অনুরাগ। **যবেঁ রাধা না করিবে ইত্যাদি**—রাধা, যদি তুমি প্রেম না কর, তাহা হইলে তোমার জীবন সংশয় হইবে অর্থাৎ কৃষ্ণ-প্রেমানুরাগিণী না হইলে তোমার প্রাণে বাঁচা ভার হইবে। **বুলিআঁ**—বলিয়া।

১। **আওর**—মাধব কন্দলিকৃত অযোধ্যাকাণ্ডে আউর'। আর। **আহোনিশি**—অহর্নিশ, দিবারাত্র। **দহে**—প্রাং দহই' (দহতি)। **এড়িলোঁ**—মাধব কন্দলিকৃত লঙ্কাকাণ্ডে,—

আজি সে সীতাত আমি এরিলোঁ প্রত্যাশা।

ত্যাগ করিলাম। **না জাণো**—বিদ্যাপতিতে—

ন জানঞো কমন জঞো কমল নাল সঞো

কমল মমোলল কাম ॥

মাধবদেবকৃত আদিকাণ্ডে,

কিবা মোক বুজাস ন জানো কিবা মই।

অদ্বৈতপ্রকাশে,—

মুঞি ছার নাহি জানোঁ তার বিন্দুকণা ॥

জানি না। **ভইলোঁ**—হইলাম। **ভইলোঁ তোর সরণে**—তোমার শরণাপন্ন হইলাম, তোমার শরণ লইলাম।

না বোল না বোল—কাতরোক্তি, বলিও না। **নিরাস**—নিরাশবাক্য। **চিন্ত**—চিন্তা কর। **উপাএ**—প্রতীকারের পথ। **রাধার বচন**—রাধিকার অনুকূল প্রত্যুত্তর। **কাহ্নাইর প্রাণ জাএ**—কৃষ্ণের প্রাণ বিয়োগ হয় অর্থাৎ আমি প্রাণে মরি।

২। **হেলা**—প্রাং ও সং। অবহেলা, অবজ্ঞা।

দুসহ—প্রাং। দুঃসহ। **তোহ্মেসি**—শঙ্করদেবকৃত উত্তরাকাণ্ডে,—

তুমিসি ঈশ্বর সুরাসুরে করে সেব।

অন্তত তুমিসে থাকা ন থাকয় কেব ॥

তুমি-সে, তুমি-ই। **ভেলা**—ভেলক, কাষ্ঠাদি-নির্ম্মিত প্লব। **ভয়িলা**—হইল। **যানি**—প্রাং পৈংএ জাণি' (জ্ঞাত্বা)। **করহ**—প্রাং পৈংএ করহ' (কুরুষ) ১।১২৬।

৩। **বিথর**—প্রাং বিথর'। বিস্তর। **বএসে**—বয়ঃক্রম। **প্রকার**—কৌশল। **আশেষে বিশেষে**—অশেষ-বিশেষে, বিলক্ষণরূপে। **মিনতী**—প্রাং বিণ্ণত্তি', বিন্নত্তি' (বিজ্ঞপ্তি); ওং মিনতি'; মং মিনতী'।

সানুনয় প্রার্থনা। **খণ্ডুক**—খণ্ডিত হউক। **বিমতী**—বিদ্যাপতিতে,—

বিমতি বুঝিঅ জঞো ন জাএব পাস।

বিরুদ্ধমতি, অসম্মতি।

পৃ° ৮

৪। **তাম্বুলেঁ**—এঁ' তৃতীয়ার চিহ্ন। **হাথেত**—ত' (তস্) তৃতীয়ার অর্থে প্রযুক্ত। **ধরিআঁ**—প্রা° পৈ°এ ধরিঅ' (ধৃত্বা) ১।১৫৮। **হাথেত ধরিআঁ**—সনির্ব্বন্ধ প্রার্থনা সহকারে। **আন**—আনয়ন কর। **বচনে**—এ' দ্বিতীয়ার চিহ্ন। **পুরুক**—পূর্ণ হউক।

কৃষ্ণেন রসতৃষ্ণেন ইত্যাদি শ্লোক—রসতৃষ্ণ শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক প্রদত্ত সবস্ত্র সোপকরণ তাম্বূল বৃদ্ধা রাধাকে পুনরায় অর্পণ করিল।

১। **কথা খানি খানি** ইত্যাদি—বড়াই রাধার পার্শ্বে বসিয়া শ্রীকৃষ্ণ যে রাধার সহিত মিলিত হইবার জন্য অত্যন্ত উৎসুক হইয়াছেন, এই কথা একটু একটু করিয়া কহিল। **বসিআঁ**—প্রা° উপবিসিঅ' (উপবিশ্য)। **রাধাক**—ক' দ্বিতীয়ার চিহ্ন। **বিমুখ বদনে**—মুখ ফিরাইয়া, বিপরীতমুখী হইয়া।

২। **কহির**—মাধব কন্দলিকৃত অরণ্যকাণ্ডে,—

কহির গন্ধর্ব্ব আসি ভৈলা বনদেশ।

কোথাকার। তুল°—'কোথার গোসাঞি আইলা মানুষ-ভিতরে', চৈ° ভা°। **পাটোল**—তেলেগু ও তামিল পট্টু' (রেশম)। বিদ্যাপতিতে,—

আধ **পটোর** আধ মুঞ্জ ডোরা।

নারায়ণদেবকৃত পদ্মাপুরাণে,—

বিচিত্র ব্যাঘ্রের ছড়া দক্ষিণ কটিতে বেড়া
বাম কটি সুরঙ্গ **পাটলা**॥ (পুথি)

রেশমী কাপড়। **কে**—প্রা°। **পাঠাইলে**—১ম পুরুষের ক্রিয়া। **মোর**—মোরে, আমাকে। **ল বড়ায়ি**—সম্ভাষণে।

৩। **কহোঁ**—জায়সীকৃত পদুমাবতিতে—কহউঁ' (কথয়ামি)। বিদ্যাপতিতে,—

তোহে পুনু কহওঁ বুঝাই॥

মাধব কন্দলিকৃত সুন্দরাকাণ্ডে,—

প্রসিদ্ধ কাহিনী কহোঁ বীরকেশরীর॥

লোচনদাসকৃত চৈতন্যমঙ্গলে—

পাঁচালি-প্রবন্ধে কহোঁ গৌরাঙ্গচরিত॥

কহি, বলি। **আবথা**—প্রা° অবথা'। অবস্থা, দুর্দ্দশা। **জরেঁ**—প্রা° জর'; এঁ' তৃতীয়ার চিহ্ন। **তেহেঁ**—অসমিয়া তেওঁ'। বিদ্যাপতিতে,—

সুতি রহল তঁহি কিছু ন অলাপি।

তিনি, সে। **জরিলা**—জীর্ণ হইলেন। **বেথা**—ব্যথা। **বিরহজরেঁ তেহেঁ** ইত্যাদি—তিনি বিরহ-জরে জর্জ্জরিত, তোমায় ব্যথা জানাইয়া পাঠাইলেন।

৪। **এ**—প্রা° পৈ°এ এ' (এতৎ) ২।৮৮। এই। **বোল**—প্রা°। **হাণএ**—হানয়তি। হালএ' পাঠও হইতে পারে। **এ বোল সুণিআঁ** ইত্যাদি—এই কথা শুনিয়া রসিকা রাধা সর্ব্বাঙ্গে করাঘাত করিতে লাগিলেন। **যত**—প্রা° পৈ°এ জত'। **পেলাইল**—প্রা° √ পেল্ল ক্ষেপণে। মাধব কন্দলিকৃত লঙ্কাকাণ্ডে—

আপনার শরে তাক কাটিয়া **পেলাইল**।

[দূরে] নিক্ষেপ করিলেন। **পাএ**—প্রা° পাঅ'। একার তৃতীয়ার চিহ্ন।

৫। **বুইল**—বলিল। **কাম**—প্রা° কম্ম'। কর্ম্ম। **করিএ**—প্রা° পৈ°এ করিঅই', করিএ' (ক্রিয়তে), করা হয়। **দরশনে**—দর্শনার্থ। **জীএ**—প্রা° জিঅই' (জীবতি)। জীবিত আছেন। **নান্দের নন্দন ভুবন-বন্দন** ইত্যাদি—জগৎপূজ্য নন্দনন্দন তোমার দর্শন আশাতে জীবন ধারণ করিতেছেন।

৬। **সামী**—প্রা°। স্বামী। **দেহা**—অপ° প্রা°। দেহ। **গরু**—প্রা° গোরুব' (গোরূপ); অপ° প্রা° গোরুঅ'। **তা সমে**—তাহার সহিত। **কি**—প্রা°। **নেহা**—নেহে' শব্দের টীকা দ্রষ্টব্য। **নান্দের ঘরের গরু রাখোআল** ইত্যাদি—নন্দগৃহে যে গো-বৎসাদির রক্ষক, তাহার সহিত আবার আমার প্রীতি কি?

৭। **পাপ বিমোচনে**—পাপ হইতে মুক্ত করে, দুষ্কৃতির ক্ষয় হয়। **দেখিল**—দেখিলে। **মুকতী**—মুক্তি। **সনে**—সঙ্গে, সহিত। **বাঢ়াইলেঁ**—বাড়াইলে,

বর্দ্ধিত করিলে। **বিষ্ণুপুরে**—বৈকুণ্ঠে। **স্থিতী**—স্থিতি, বসতি।

৮। **জাউ**—যাউক। **দহেঁ**—প্রা॰ দ্রহ', দহ (হ্রদ)। সানুনাসিক একার সপ্তমীর চিহ্ন। নদ্যাদির গর্ভস্থ গভীর খাত। **পসু**—প্রবেশ করুক। **পতী**—প্রাকৃতে সু', ভিস্' এবং সুপ্' প্রত্যয় পরে থাকিলে ইকারান্ত ও উকারান্ত শব্দের অন্ত্য স্বর (বিকল্পে) দীর্ঘ হয়; সুভিস্‌সুপ্‌সু দীর্ঘঃ', বররুচি—৫।১৮। হিন্দীতেও পতি' শব্দ ঈকারান্ত দেখা যায়। **নেহাএঁ**—এ তৃতীয়ার চিহ্ন। প্রীতিদ্বারা। **যাহার**—প্রাকৃত জ' (যদ্) শব্দ ষষ্ঠীর বহুবচনে জাণং', জাণ'; এই জাণ' হইতে যাঁর' এবং স্বরের বলবৃদ্ধি হেতু যাহাণ, তথা যাহার হওয়া সম্ভব। পশ্চাৎ অনুনাসিকের চিহ্ন বিলীন হইয়া গিয়াছে। **ধিক জাউ নারীর** ······ **বিষ্ণুপুরে স্থিতী**—সে নারীর জীবনে ধিক্, তাহার পতি জলে প্রবেশ করুক, পরপুরুষের প্রীতিদ্বারা যে নারীর বৈকুণ্ঠবাস হয়।

৯। **নাগরশেখর**—রসিকচূড়ামণি (শ্রীকৃষ্ণ)। **নান্দের সুন্দর**—নন্দনন্দন। **উপেখিল**—উপেক্ষা করিল, অগ্রাহ্য করিল। **মতিমোষে**—মাধব কন্দলিকৃত অযোধ্যাকাণ্ডে,—

কিসক তোমার ভৈল হেন বুদ্ধি মোস।

মতি, বুদ্ধি এবং মোষে (স॰ √ মুষ্ ছেদনে), নাশে অর্থাৎ বুদ্ধি-ভ্রংশ-হেতু।

১। **কোমল**—সংস্কৃতসম শব্দ। **আহ্মার কোমল দেহে** ইত্যাদি—দূতি, আমার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সকল সুকুমার অর্থাৎ আমি বালিকা, পরপুরুষের সহিত প্রণয় কিরূপ, তাহা অবগত নহি। **হের**—[শ্যামাচরণ সরকারের ব্যাকরণে হেরো']; প্রাচ্য হিন্দী এহর' (hither). পশ্চিমরাঢ়ে হের' শব্দ কথার একটা মাত্রা। কামতা-বিহারী ভাষায় কোন বিষয়ে কাহারও মনোযোগ আকর্ষণ করিতে হইলে হ্যার' শব্দ ব্যবহৃত হয়। ত্রিপুরা অঞ্চলে 'এখানে' অর্থে এ্যার' শব্দের প্রয়োগ লক্ষণীয়। এই-এখানে, এ-দিকে। **করিলোঁ**—নারায়ণদেবকৃত পদ্মাপুরাণে,—

প্রণাম করিলোঁ আমি ধরিয়া চরণ।

মাধবদেবকৃত আদিকাণ্ডে,—

পুত্রের নিমিত্ত যজ্ঞ করিলোঁ বিস্তর।

পরাগলী মহাভারতে করিলো', করিলোঁ'। করিলাম। **সরূপেঁ তোরে কহিলোঁ** ··· ··· **যৌবন মোএঁ বঞ্চিলোঁ**—তোমায় যথার্থ বলিলাম, ওগো, তোমার সম্মুখে শপথ করিলাম, [এই সবে মাত্র] প্রথম যৌবন উত্তীর্ণ হইলাম।

নাএ—প্রাচীন অসমীয়াতে,—

প্রাণবান্ধব মধবএ
দয়াশীল দৈবকীনন্দন নাএ।
তুমি দেব দীনবন্ধু কেবলে করুণাসিন্ধু
করো তযু চরণে বন্দন নাএ॥ (কীর্ত্তন ঘোষা)
রাম রাঘব রঘুপতিএ
তুমি দেব অগতির গতি নাএ।

কথার মাত্রা, সম্বোধনসূচক শব্দ। **আবালী**—বালিকা। অকুমারী', অঘোর', অমন্দ' প্রভৃতি শব্দ তুলনীয়। **নহোঁ**—নহি। **আবালী রাধা নহোঁ** ইত্যাদি—আমি রাধা বালিকা, সুরত-কেলির যোগ্যা নহি।

২। **করু**—করুক। **ক্ষেমা করু কাহ্নু মনে**—কানাই মনে সহিষ্ণুতা অবলম্বন করুক। **নিরকারণে**—নিষ্কর্ষণে। **যবেঁ না মরিবে** ইত্যাদি—যাবৎ রসনিষ্কর্ষণ ব্যাপারে রাধার মৃত্যু-ঘটনা না হয়—অর্থাৎ যত দিন রাধা রতিক্রীড়ার যোগ্যা না হয়।

৩। **বুঝোঁ**—অদ্বৈতপ্রকাশে। বুঝি। **রঙ্গ ধামালী**—কেলি-কৌতুক। প্রাচীন সাহিত্যে দাপাদাপি, মাতামাতি অর্থে ঢামালী', ধামালী' শব্দের প্রয়োগ অপেক্ষাকৃত অধিক। বিদ্যাপতিতে ধমারি'; জায়সীর পদুমাবতিতে ধমারী'; মাধব কন্দলিকৃত লঙ্কাকাণ্ডে ধেমালি'; কৃত্তিবাসী উত্তরাকাণ্ডে,—

আমা সনে রাবণ তোর কিসের ঢামালি।

মাধবাচার্য্যের শ্রীকৃষ্ণমঙ্গলে,—

রাধা কানুর ধামালী দেখিয়া সব সখী।
নয়নে বসন দিয়া ঘন হাস্যমুখী॥

অধ্যাপক স্বর্গীয় সুধাকর দ্বিবেদী মহাশয় পদুমাবতীর উৎকৃষ্ট টীকায় ধমারী' শব্দের অর্থ করিয়াছেন,—'ধমার=ধর-মার; হোলীকে দিনোঁ মেঁ অপনে মিত্রোঁ কো পকড় কর, উন কে অঙ্গো মে অবীর কো লগানে, উন সে হঁসী ঠট্টা করনে ঔর গালী কী গীত গানে কো ধমার কহতে হৈঁ।'

শিশু অশান্ত ও অত্যন্ত ক্রীড়াশীল হইলে ডামাল', দামাল', ধামাল' বলা হয়। ঘনরামের ধর্ম্মমঙ্গলে,—

চলন বলন ঠাট হইল দামাল।
সঙ্গে সহচর সব সহর ছাওয়াল ॥

লোচনদাসের চৈতন্যমঙ্গলে,—

আমার ছাওয়াল বড়ই ধামাল
এ দোষ খেমিবে আপনি ॥

[ঝুমর' (সঙ্গীত-শাস্ত্রের নির্দ্দিষ্ট সংজ্ঞা যাহাই হউক), দামাল', ধমার' বা ধামাল' প্রভৃতি শব্দের সহিত দামিল' (তামিল) জাতির দূর সম্বন্ধ আছে কি না, তাহাও চিন্তনীয়।] **সুরতী কেলী**—রতিক্রীড়া। **বাহুড়িআঁ**—সং বি-আ- √ঘুট্ প্রত্যাবর্ত্তনে। জায়সীর পদুমাবতি ও তুলসী রামায়ণে বহুরি'; কৃত্তিবাসী উত্তরাকাণ্ডে,—

ঘর জায় লবণ বাহুড়ি দেই রণ ॥

শ্রীকৃষ্ণবিজয়ে,—

তোর বাপ গেল বাছা স্নান করিবারে।
বাহুড়িয়া পুনরপি না আইল ঘরে ॥

ফিরিয়া। **চল**—যাও, গমন কর। **নিষধ**—নিষেধ কর, নিবারণ কর।

পৃং ৯

জৈসানে—অসমীয়া যৈসানি'। যখন। **জাণবোঁ**—জানিব। **তেসানে**—অসং তৈসানি'। তখন। **আণিবোঁ**—আনয়ন করিব। **রাতী**—প্রাং রত্তী'। রাত্রি। **পোহাইবোঁ**— √পোহা (সং প্র- √ভা) ভবিষ্যতে ইব' প্রত্যয়। যাপন করিব।

৪। **আজলী**—প্রাং উজ্জু (ঋজু)-ল; স্ত্রীলিঙ্গে ঈ' প্রত্যয়। [Cf. A. ajhal adj. most ignorant; s.m. a block head.] নেকী, অল্পবুদ্ধি স্ত্রীলোক। **বিকলী**—স্ত্রীলিঙ্গে ঈ' প্রত্যয়। বিবশা। **পরকাজে তোঁ বিকলী**—তুমি পরকার্য্য-সাধনে তৎপরা। **তেঁসি**—তাই, সেই কারণেই। **বুঝসি**—চর্য্যাপদে; বিদ্যাপতিতে,—

ন বুঝসি অবুঝ গোআরী
ভজি রহু দেব মুরারী
নহি গারী লো।

বুঝিতেছ, বুঝিতেছিস্। **ছাড়**—প্রাকৃতে √ত্যজ্ স্থানে ছড্ড' আদেশ হয়; 'ত্যজশ্ছড্ডঃ' প্রাং সং, ৭।১০৪। বাং √ছাড়্। ছাড়ুক, ত্যাগ করুক।

নিপীয় রাধাবচনমিত্যাদি শ্লোক—শ্রীরাধিকার বচনামৃত পান করিয়া বচনচতুরা বৃন্দা দ্রুতপদে আসিয়া মধুসূদনকে নিবেদন করিল।

১। **লবলীদলকোঁমল**—নোয়াড়ি তৃণের পত্রসম সুকুমার। **সহে**—প্রাং সহএ'। সহ্য হয়। **পতি**—প্রতি, পক্ষে। **যোগ**—মাগধী যোগ্‌গ' (যোগ্য)। **তার পতি যোগ নহে** ইত্যাদি—আমার (নবীন) যৌবন তার (শ্রীকৃষ্ণের) যোগ্য নহে।

আছিদরী—সং ছিদ্বর', ছিদ্বর'; স্ত্রীলিঙ্গে ঈ প্রত্যয়। নদীয়া, যশোহর, ফরিদপুর প্রভৃতি অঞ্চলে ধৃষ্টা অর্থে ছ্যাদার' শব্দ প্রচলিত। কপটমতি, ধূর্ত্তা। **বুলিবোঁ**—বলিব।

২। **আণিলেঁ**—আনয়ন করিলে। **পরাক লাগিআঁ**—পশ্চিমরাঢ়ে পরকে লেগে'। পরের নিমিত্ত। **হারাইবে নাক কানে**—নাসিকা কর্ণ ছেদন অপমানের চরম। **দিলে**—দিলেক, দিল। **আহ্মারে**—আমায়।

৩। **জাণিলেঁ**—জানিলে। **পাঠাইবোঁ**—অপং *পট্‌ঠাবিব্বউ', প্রা পট্‌ঠাবিঅব্বংমৃহি' (প্রস্থাপিত-ব্যোঽস্মি)। পাঠাইব। **আনাইবোঁ**—আনাইব। **তোষিব**—তুষ্ট করিব। **সংপুন্ন**—কর্পূরমঞ্জরীতে সংপুণ্ণ'। পূর্ণ।

৪। **কাকুতী**—'ভিন্নকণ্ঠধ্বনির্ধীরৈঃ কাকুরিত্যভিধীয়তে'—কাকুক্তি, কাতরোক্তি। **লঅ**—লও, গ্রহণ কর। **গালী**—প্রাং গরিহ' (গর্হ)। বিদ্যাপতিতে,—

কাঁদন মাখী হসি দএ গারী।

গালি। **বোধাহ**—বুঝাও, প্রবোধিত কর। তুলং 'বাক্যে বোধিলে শান্ত করি' (জগন্নাথদাসের ও ভাং)। **আবুধ**—সং অবুদ্ধ'। ডাকচরিত্রে,—

সিয়া পাতে খায় দুধ।
বলে ডাক সে বড় অবুধ ॥

চৈতন্যভাগবতে,—

মিশ্র বোলে তুমি ত অবুধ বিপ্রসুতা।

অবোধ, অল্পবুদ্ধি। **বুলি**—শঙ্করদেবকৃত উত্তরাকাণ্ডে,—

এহি বুলি রামক করিলা প্রদক্ষিণ।

বলিয়া।

১। **দেখিলোঁ**—মাধব কন্দলিকৃত অযোধ্যাকাণ্ডে,—

মরণকালত রাম নেদেখিলোঁ তোক।

চৈ° ভা°এ দেখিলাঙ'। দেখিলাম। **সপনে**—স্বপ্নে। **সিঞাঁ**—বনমালী দাসের জয়দেবচরিতে,—

সেই ভাগ্যবন্ত ধন্য যে দেখিল সিঞা।

আসিয়া। **বেধিল**—বিদ্ধ করিল, শরাঘাত করিল। **বুইলোঁ**—বলিলাম। **না জীবোঁ**—শঙ্করদেবকৃত উত্তরাকাণ্ডে,—

ইবার নিজীবো মই জানকীর হেতু।

বাঁচিব না।

২। **ঝরএ**—প্রা° ঝরই', ঝরএ' (ক্ষরতি)। **বচন ঝরএ তার** ইত্যাদি—তাহার বচন অমৃতধারাকারে নিঃসৃত হয় অর্থাৎ তাহার বাক্যে অমৃত ক্ষরে। **তাক বড় লোভ আহ্মার**—তাহা আমার অত্যন্ত স্পৃহণীয়।

৩। **দিআঁ**—তৃতীয়া বিভক্তির চিহ্ন, (ইহার সহিত √দা'র কোন সম্বন্ধ নাই)। মাগধী দে'; উত্তরবঙ্গের প্রাদেশিক দি', ও° দেই'। **দেখ**—প্রা° দেক্‌খ' (পশ্য)। **জত**—প্রা° জেত্তিঅ' (যাবৎ); প্রা° পৈ°, জত' ১।৪০। **এত**—প্রা° এত্তিঅ' (ইয়ৎ, এতাবৎ)। **দুখ**—প্রা° দুক্‌খ'। **মরোঁ**—শঙ্করদেবকৃত উত্তরাকাণ্ডে,—

বান্ধে অবিহনে হেরা মরোঁ প্রাণ ফুটি।

ভবানন্দের হরিবংশে,—

প্রেমখানি বিসরিলে ঝুরিয়া সে মরোঁ॥

চৈতন্যভাগবতে,—

বুলিহ আমারে যেন তখনেই মরোঁ॥

(মধ্য°, ১৮শ অ°)

মরি, মরিতেছি।

৪। **বারেক**—বারৈক, একবার। **করাহ**—করাও।

রাধানিহিতচিত্তস্য ইত্যাদি শ্লোক—রাধাগতচিত্ত শ্রীকৃষ্ণের বচনে বৃন্দা শ্রীরাধার নিকট সত্বর গমন করিয়া সাদরে এই কথা বলিল।

১। **নিশিত**—রাত্রে। **জগন্নাথ**—শ্রীকৃষ্ণ। **বুকে**—স° বুক্‌ক'; এ' বিভক্তিচিহ্ন। **তনে**—প্রা° থণ', থণ', (স্তন); একার বিভক্তিচিহ্ন। ময়নামতীর গানে,—

আবের কাঞ্চলি নহে দুই তন ঢাকি।

মাধবকন্দলিকৃত অযোধ্যাকাণ্ডে,—

চক্রবাকযুগল তোমার দুই তন॥

পরসি—স্পর্শ করিয়া।

নারেবড়—প্রাচীন সাহিত্যে নয়বড়', নাবড়', নৈবড়'। উহারা নটবর শব্দেরই রূপান্তর মনে হয়। ধৃষ্ট, শঠ। **কাহ্নাআঁ**—অনাদরে আ' প্রত্যয়। কৃষ্ণ। **মরে**—প্রা° মরই', মরএ' (ম্রিয়তে)। **ভাল**—প্রা° ভল্ল' (ভদ্র); ও° ভল'। বিদ্যাপতিতে,—

সজনি ভল কএ পেখল ন ভেলি।

জাণাইলোঁ—জানাইলাম।

২। **তোহ্মেত**—ত' অবধারণে। তুমি ত। **আবুধী**—মাধব কন্দলীকৃত অযোধ্যাকাণ্ডে,—

হেন সে আবুধি তই মিছা কর গ্রহ।

বুদ্ধিহীনা। **পুরুষবধী**—পুরুষঘাতিনী। **আচেতনে**—অচেতন, বিগতচৈতন্য। **সরূপেঁ জাএ** ইত্যাদি—তোমার আলিঙ্গন পাইলে কানাই যথার্থই বাঁচে।

পৃ. ১০

৩। **কিসক**—প্রা° কিস'। ক' নিমিত্তার্থে প্রযুক্ত প্রাকৃত কএ' প্রত্যয়েরই রূপভেদ। রাঢ়ে কিস্‌কে'; ও° কিসকু'। মাধবদেবকৃত আদিকাণ্ডে,—

মোহোর রাজ্যত বৃষ্টি কিসক ন করে।

পরাগলী মহাভারতে,—

একেশ্বরে যুদ্ধ করি কিসক মরসি॥—**কর্ণপর্ব্ব**।

কেন, কি নিমিত্ত। **নিফল**—প্রা° ণিপ্‌ফল (নিষ্ফল)। **রঙ্গে**—সানন্দে, সকৌতুকে।

৪। **রাখহ**—হ' অনুজ্ঞায়। **আপনার কর পাপ** ইত্যাদি—পাপরূপ দুস্তর সাগর হইতে আপনার উদ্ধার সাধন কর—অর্থাৎ কানাইর জীবন-নাশজনিত পাপ হইতে আপনাকে মুক্ত কর। **বচনেক**—বচনৈক। **বচনেক দেহ** ইত্যাদি—একটিমাত্র অনুকূল বাক্যে কানাইকে আশা দাও।

১। **এত কালে**—এই শেষ দশায়। **বুলিবে**—বলিবে। **আদি আন্ত**—আদ্যন্ত। **এখো**—এক, একটিও। **বোলসি**—বিদ্যাপতিতে,—

গুপুতহি বোলসি মোহি বড়ি লাজ ॥

বলিতেছিস্, বলিতেছ। **মারিবোঁ**—মাধব কন্দলিকৃত অযোধ্যাকাণ্ডে,—

মারিবোঁ ভরত আজি জীয়ন্তে ন যায়।

মারিব। **জাণাআঁ**—জানাইয়া। **গোআল**—প্রা° গোআল', গোৱাল' (গোপাল)। আয়ান।

দারুণী—স° দারুণা। **লাজ**—লজ্জা। **তোর বাপেত** ইত্যাদি—বাঁকুড়ার প্রাদেশিক 'তোর বাপে লাজ নাই!'

২। **হেনক**—স্বার্থে ক'। এই প্রকার। চণ্ডীদাসের পদে 'হেনক আমার ভায়'। **সামী দুরুবার** ইত্যাদি—আমার স্বামী দুর্দ্ধর্ষ এবং আমিও স্বাধীনা নহি। **জাণোঁ**—জানি। **আসিবোঁ**—মাধব কন্দলিকৃত অযোধ্যাকাণ্ডে,—

সত্বরে আসিবোঁ মই বনবাস তরি ॥

আসিব। **সংহতী**—সঙ্গে, সাথে।

৩। **এবেঁসি**—আর্ষ প্রা° এবহিং'। এখন-ই। **হেন বাণী**—এরূপ কুৎসিত কথা। **আবসি**—কুমারপালচরিতে অবসে'। অবশ্য, নিশ্চয়।

৪। **গুআ**—ও° গুআ'; অস° ও হি° গুৱা'। শব্দটি অধুনা শিষ্টসমাজ হইতে বিদায় লইতে বসিয়াছে। গুবাক। **খাহা**—মাধব কন্দলিকৃত অরণ্যকাণ্ডে,—

তিরীচোর পাপিষ্ঠ হারির আউঠা খাহা।
গলে শিলা বান্ধি দুষ্ট মরিবাক যাহা ॥

খাও। **চিহ্নিআঁ**—চিনিয়া। **থান**—প্রা° থাণ'।

বড়ায়িক—বড়াইকে। **চড়ে**—প্রা° চবিড়'; একার বিভক্তিচিহ্ন। চপেটাঘাত।

১। **কোপেঁ**—ক্রোধের উত্তেজনায়। **কভোঁ**—প্রা° পৈ°এ কবহু' (কদাপি)। **হাথেঁ**—হস্তদ্বারা। **ছুইল**—প্রা° √ছিব (স্পৃশ্)। স্পর্শ করিল। **গালিহো**—প্রা° গরিহ' (গর্হ); হো=ও। গালিও, তিরস্কার-বাক্যও। **সাসুড়ী**—প্রা° সাসু' (শ্বশ্রূ) এবং টী'র বিকারে ড়ী'। শাশুড়ী। **আহ্মী**—ম° আম্হী'। **খাইবোঁ**—খাইব। **বিসে**—প্রা° বিস'; এ' বিভক্তিচিহ্ন। বিষ। **জাইব**—যাইব।

থাকিব—স° √স্থা স্থানে প্রাকৃতে থক্ক' আদেশ হয়। **না থাকিব তোর থানে** ইত্যাদি—(ফলিতার্থ) কানাই, আমি তোমার ত্রিসীমায় থাকিব না, তোমার জন্য আমি দেশত্যাগিনী হইব।

২। **চিন্তিলেঁ**—চিন্তা করিলাম। **তবেঁহো**—তবে-ও, তাই। **বুইলেঁ**—বলিল। **দেহত**—দেহে। **পীত**—পিত্তনাড়ী থাকাতেই ঘৃণা, লজ্জা, ধিক্কার প্রভৃতি বোধ হইয়া থাকে। **তোহ্মার দেহত** ইত্যাদি—কানাই, তোমার শরীরে কি 'ঘেন্নাপিত্তি'র লেশমাত্র নাই?

৩। **কাজেঁ**—কার্য্যে। **গেলোঁ**—মাগধী গমিদহ্মিহি' (গতোঽস্মি); প্রাচ্য হি° গৈলোঁ। মাধব কন্দলিকৃত অরণ্যকাণ্ডে,—

বলর গর্ব্বিত পূর্ব্বকালে মই
গৈলোঁ দণ্ডকার বন ॥

গেলাম, গমন করিলাম।

৪। **গরল বচন**—বিষতুল্য বাক্য, কটু কথা। **শুণিআঁ**—শুনিয়া। **করিব**—১ম পুরুষের ক্রিয়া।

১। **আপরাধ**—অপরাধ, দোষ। **মারিআঁ**—প্রা° মারিঅ' (মারয়িত্বা)। আঘাত করিয়া। **সাধীল**—সাধিল, সাধন করিল। **আপণ**—প্রা° অপ্পণো' (আত্মনঃ)। স্বকীয়।

যে না—প্রা° জে' (যঃ) এবং না' নিশ্চয়ে।

পৃ.° ১১

২। **হনুমন্তা**—প্রা° হণুমন্ত'। হনুমান্। **তেহেন**—মাগধী অপ° * তইহণ' (তাদৃশ)। বিদ্যাপতিতে,—

যেহন বিরহ হো তেহন সিনেহ।

দূতা—দূতী। **ভাঁগিল**—ভগ্ন। তুল° 'খেপিল বাণ যেন রাখিল নয়' (প°ক°ত°)। **পুনী**—পুনঃ। **যোড়াইতেঁ**—জোড়া দিতে, সংযোজিত করিতে। **শকতা**—সমর্থা। **শুঁচী**—ছুঁচ, সূচী। **বাটিআ**—স° বট' (রজ্জু)। শণ অথবা পাট-নির্ম্মিত দড়ি। **বহাএ**—চালায়, প্রবেশ করায়। **খাএ**—কুমারপালচরিতে খাই', খাএ' (খাদতি)। ৩। **কীষে**—প্রা° কিস'। চর্য্যাচর্য্যবিনিশ্চয়ে কীষ',

কীস্'। কেন, কি নিমিত্ত। **তুলী**—তুলিয়া। **খাইলোঁ**—মাগধী খাইদংম্‌হি' (খাদিতোঽস্মি); প্রাচ্য হিং খইলোঁ'। মাধব কন্দলিকৃত অরণ্যকাণ্ডে,—

রাক্ষসে সহিতে যজ্ঞ চম্ন করি
অনেক ঋষিক খাইলোঁ॥

বীষে—বিষ। **খাইলে**—মাগধী খাইদে' (খাদিতঃ)। প্রথম পুরুষের ক্রিয়া। **পরসাদ**—প্রসাদ, আদর। **পাএ**—প্রা° পাৱই' (প্রাপ্নোতি)। **অসংঘট**—অঘটনীয়। **সংঘট**—ঘটনা। **করাএ**—করায়।

৪। **মেলাইবোঁ**—মিলিত করিব।

খার—প্রা°। ক্ষীর। **যোগাইবোঁ**—সরবরাহ করিব। **ঘরত**—ঘরে। **রাখিআঁ**—রক্ষা করিয়া, আশ্রয় দিয়া। **তোষে**—সন্তোষ বিধান। **খণ্ডাইবোঁ**—খণ্ডন করিব, ক্ষালন করিব।

১। **যতনে**—প্রযত্ন। **বুলিলোঁ**—মাধবদেবকৃত আদিকাণ্ডে,—

আপুনি চলিবোঁ রামক নেদিবোঁ
বুলিলোঁ দৃঢ় বচন।

বলিল। **তাহাত**—তাহাতে। **মুগধী**—বিদ্যাপতিতে মুগধিনী'। মুগ্ধা, সরলস্বভাবা। **না পাতিল কানে**—কান দিল না, মনোযোগ করিল না।

আপমান—অপমান। **কাহার**—প্রা° কিং (কিম্) শব্দ ষষ্ঠীর বহুবচনে কাণং', কাণ'; এই কাণ' হইতে কার, তথা কাহার হওয়া সম্ভব।

২। **বীরদাপ**—প্রা° দপ্প'। বীরদর্প, আস্ফালন-বাক্য। **সোঁঅরিতেঁ**—বিদ্যাপতিতে সুমরইত'। স্মরণ করিতে। **এখোহি**—এক-ও, একজনকেও। **মাঅ**—প্রা° মাআ' (মাতা)। **বাপ**—'বপ্পো...পিতেত্যন্যে'—দেশীনামমালা। **এখোহি না রাখিলেক** ইত্যাদি—তোমার পিতা মাতা কাহাকেও বাকী রাখিল না অর্থাৎ তাহাদিগকেও যত পারিল, মন্দ বলিল। **গরজিলী**—স্ত্রীলিঙ্গে ঈ প্রত্যয়। গর্জ্জিয়া উঠিল।

৩। **হাণে কুলে**—এহেন বংশে (?)। **পাটাবুকী**—প্রা° পৈ°এ 'পথরবিথরহিঅলা' (প্রস্তরবিস্তৃত-হৃদয়ঃ) ১।১৬৬। পাটার ন্যায় বিস্তৃত বুক যে স্ত্রীর, নির্ভীকা। ডাকা-বুকা' শব্দ তুলনীয়। **তিরী**—গাথা ইত্থি'; ও' ত্তিরী', তিরী'; মৈ° তিরিআ', ত্রিয়'। স্ত্রীলোক। **পালটি**—প্রা° পল্লট্টি (পুনরাবৃত্য)। বিদ্যাপতিতে 'হৃদয়ে বুঝাএল পলটি নিহারি', 'পলটি বৈসাওল কনক কটোরা', ফিরিয়া। **দেখোঁ**—মাধব কন্দলিকৃত অযোধ্যাকাণ্ডে,—

তোমার প্রসাদে দেখোঁ আমিও রামক॥

অদ্বৈত-প্রকাশে,—

যাঁহা যাঁহা যাঙ তাঁহা দেখোঁ ম্লেচ্ছাচার।

দেখি, দেখিতেছি।

৪। **মথুরাক**—কবি শঙ্করকৃত গুরুদক্ষিণাতে,—

গুরুদক্ষিনা দিয়া আমি মথুরাকে জাব। (পুথি)

ক' দ্বিতীয়ার চিহ্ন। সংস্কৃত ভাষাতেও গত্যর্থ ধাতুর প্রাপ্ত্যর্থে কর্ম্মসংজ্ঞার ব্যবস্থা আছে। কেহ কেহ এই ক' প্রত্যয় সপ্তমীর অর্থে প্রযুক্ত মনে করেন। **দিতেঁ**—দিবার নিমিত্ত। **পালাএ**—পলায়ন করে, অন্তর্হিত হয়।

১। **বসী**—বসিয়া, অবস্থিতি করিয়া। **দান ছলে**—শুল্ক (মাশুল) সংগ্রহের ভাণ করিয়া। **রাখিবোঁ**—মাধবদেবকৃত আদিকাণ্ডে—'রাখিবোঁ যজ্ঞ তোমার'। আগলাইব, রক্ষা করিব। **লুড়িআঁ**—লুটিয়া, লুণ্ঠন করিয়া। **কাঢ়ী**—প্রা° কড্ঢিঅ' (কর্ষিত্বা)। মাধব কন্দলিকৃত অযোধ্যাকাণ্ডে,—

মহেশর হাতর ত্রিশূল কাঢ়ি লৈবোঁ॥

ছিনাইয়া, বলপূর্ব্বক আকর্ষণ করিয়া। **লৈবোঁ**—লইব। **সাতেসরী**—অসমীয়া রামায়ণে,—

গ্রীবাত তোহোর দিব সাতেসরি হার।

ভবানন্দের হরিবংশে—

বাতাসেরে দিমু দান সাতছড়ি হার।

আলওয়াল-রচিত পদ্মাবতীতে,—

গিম মনোহর কম্বু কণ্ঠবর
শোভে সপ্তসরি হার।
কুচগিরি পরে বহে নিরন্তরে
যেন সুরেশ্বরীধার॥

পূর্ব্ববঙ্গগীতিকায়,—

বেচিয়া খাবাইয়ম তোমায় সপ্তছরির হার॥
(৩য় খণ্ড, ২য় সংখ্যা, পৃ° ১০)

পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে পাঁচনর', সাতনর'এর বহুল ব্যবহার ছিল; প্রাচীন সম্ভ্রান্ত পরিবারে খোঁজ করিলে এখনও দেখিতে পাওয়া যায়। **হার**—তৎসম শব্দ।

বাটেত—পদটিতে দুইবার বিভক্তি-চিহ্ন বসিয়াছে। পথে। **স্থজিআঁ**—নির্ম্মাণ করিয়া। **সাধিব**—প্রতিষ্ঠাপিত করিব। **বাটেত স্থজিআঁ দান** ইত্যাদি—পথে মাশুল গ্রহণের ব্যবস্থা করিয়া, তাহাকে অপমানিত করিয়া, তোমার আমার সম্ভ্রম বজায় করিব।

২। **ধরিহ**—ধরিও, গ্রহণ করিও। **হআঁ**—হইয়া। **সংহতী**—মাধব কন্দলিকৃত অযোধ্যাকাণ্ডে,—

তোমার সঙ্গতি হৈবোঁ মোর এহি সার।

সাথী। **চলি জাইহ**—চ'লে যেও, গমন করিও। **আহ্মাক**—আমাকে। **তোষিহ রাধার মনে**—রাধার মনস্তুষ্টি করিও।

৩। **ছাড়াইবোঁ**—ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত করিব। **কাঞ্চুলী**—প্রা॰ কঞ্চুলিআ'। কাঁচুলী, বক্ষাবরণভেদ। **চীর**—বিদীর্ণ, ছিন্ন। **দিবোঁ**—দিব। **যাইবোঁ**—যাইব।

৪। **পাছেত**—এখানেও দুই বার বিভক্তি-চিহ্ন বসিয়াছে। পরে। **বাণে**—কোল (অষ্টিক)-বাণ'; এ' বিভক্তি-চিহ্ন। **হাণিআঁ**—প্রা॰ পৈ॰এ হণিঅ' (হত্বা) ২।১৬৫। আঘাত করিয়া। **রহিবোঁ**—রহিব, অবস্থান করিব। **ধরি**—প্রা॰ পৈ॰ ১৯৭, ১৯৯। **করিহলি**—করিবে, করিও।

পৃ॰ ১২

আধায় সাদরং চিত্তে ইত্যাদি শ্লোক—দামোদরের বাসনা সাদরে হৃদয়ে গ্রহণ করিয়া কপট-কুশলা বৃদ্ধা মধুর বচনে রাধাকে বলিল।

১। **নিবারিল**—নিবারণ করিলাম, নিবৃত্ত করিলাম। **বিমতী**—কুমতি, কুবুদ্ধি। **তেজিআঁ**—ত্যাগ করিয়া।

বিমরিষে—বিমর্শ, বিতর্ক। **জাইউ**—স॰ গম্যতাম্। যাওয়া যাক। **গো**—দেশী প্রা॰। সম্বোধনসূচক অব্যয়। **সব গোপী লআঁ রাধা** ইত্যাদি—ওগো রাধা, গোপী-দিগের সহিত যুক্তি পরামর্শ করিয়া, (শ্রীকৃষ্ণ স্বগৃহে গমন করিয়াছেন এবং পথ বিঘ্নশূন্য বলিয়া) মনের উল্লাসে মথুরা যাওয়া যাউক।

৩। **বিকণিআঁ**—মৃচ্ছকটিকে বিক্কিণিঅ', বিক্কণিঅ'। বিক্রয় করিয়া। **ঘরক**—মথুরাক শব্দের টীকা দ্রষ্টব্য। **ঝাঁটে**—অসমীয়া রামায়ণে,—

ঝাণ্টে গুচি যাওঁ আমি আনো বনান্তর।

ঝটিতি, শীঘ্র।

৪। **হেনমতে**—এইরূপে। **কৌড়ী**—প্রা॰ কবড্ড', কবড্ডিঅ' (কপর্দ্দক); চর্য্যাপদে কবড়ী'। কড়ী, বিক্রয়লব্ধ অর্থ। **আনিআঁ**—আনিয়া। **দেএ**—প্রা॰ দেই' (দদাতি)।

কালক্ষেপাসহঃ শুচি ইত্যাদি শ্লোক—রাধা-বিরহে মনোজশরকাতর মাধব কালক্ষেপে অসহমান হইয়া বৃদ্ধা-সমীপে গমন করত বলিলেন।

১। **আশোআশে**—আশ্বাসে। **চৌখে**—চক্ষে। **নিন্দ**—প্রা॰ ণিদ্দা', ণেদ্দা'। চর্য্যাপদে নিংদ', নিদ'। নিদ্রা। **ভাণ্ডহ**—ভাঁড়াইতেছ, প্রতারণা করিতেছ। **বচন আহ্মারে** ইত্যাদি—আমায় কথা দিয়া কেন ভাঁড়াইতেছ? **এভোঁ**—মাধব কন্দলিকৃত অযোধ্যাকাণ্ডে,—

এভোঁ তই লখাই দেশক চলি যাহা॥

এখনও।

মাহাদাণী—দানী' অর্থে যে শুল্ক বা মাশুল আদায় করে। বিশিষ্ট (মাহা) শুল্কসংগ্রাহক। মহাদানী' শব্দও কালক্রমে মজুমদার', মুন্সী', মুহুরী' প্রভৃতির ন্যায় বংশগত পদবীতে পরিণত হইয়াছে।

২। **কালি**—প্রা॰ কল্ল' (কল্য); মৈ॰ কাল্হি'; ও॰ ও অস॰ কালি'। **বড়ষি**—বিদ্যাপতিতে 'এ বড়ি সাহস তোর' (কাব্যবিশারদকৃত সংস্করণ)। অতি। **বিহাণী**—প্রা॰ বিহাণ' (বিভান)। প্রত্যূষ। **সোঁঅরিহ**—স্মরণ করিও, মনে রাখিও। **সুত**—শয়ন কর। **চলিহ**—যাইও।

৩। **বাঢ়এ**—প্রা॰ বড্ঢই (বর্দ্ধতে)। **রহিতেঁ**—থাকিতে। **যতেক**—প্রা॰ জেত্তক'।

৪। **খর সীতল**—তীব্র ও স্নিগ্ধ। নরম-গরম', মিঠে-কড়া' প্রভৃতি শব্দ তুলনীয়। **গঞ্জিহ**—ভর্ৎসনা করিও, তিরস্কার করিও।

কৃষ্ণস্য বাচমাচম্য ইত্যাদি শ্লোক—কপট-পটু বৃন্দা শ্রীকৃষ্ণের বাক্য শ্রবণ করিয়া অভিমন্যু-জননীকে রাধার মথুরা গমনের কথা বলিল।

১। **সাঁঝ**—প্রা॰ সঞ্‌ঝা', সংঝা। সন্ধ্যা। **সমএ**—প্রা॰ সমঅ' শব্দের উত্তর সপ্তমীর এ প্রত্যয়। **মাএ**—মাতাকে। **নঠ**—আর্ষ প্রা॰ ণট্‌ঠ'। নষ্ট। **হএ**—হইতেছে। **জুআএ**—যোগ্য হয়।

সহি—প্রা॰ সহী' শব্দ। সখী।

২। **করী**—চর্য্যাপদে করী', করি'। **বিণী**—বিনা। **বিকীএঁ**—বিক্রয় দ্বারা, বিক্রয়ে। **বিণী বিকীএঁ হএ** ইত্যাদি—দধি দুগ্ধাদি বিক্রয় বিনা কি গোয়ালার ধন হয়? **চাহী**—প্রা॰ √ ইচ্ছ' (?)। ইচ্ছা করি, কামনা করি। **নিতে**—লইতে। **চাহোঁ**—বিদ্যাপতিতে,—

নাগরিপন কিছু কহবা চাহোঁ
কহলহু বুঝএ সয়ানী ॥

চৈ॰ ভা॰ এ চাহোঁ', চাঙ'। চাই, ইচ্ছা করি। **রাহী**—প্রাকৃতসর্ব্বস্বে রাহা', রাহী' (৫।৩০); বিদ্যাপতিতে রাহি', রাহী'। রাধা।

৩। **আপুণী**—স্বয়ং। **সংহতি**—সঙ্গে। **তাহারে**—তাহার। তুল॰ 'তোরে বোলে দূতী তেজল নিজ গেহ', 'জতনে আনল কাহ্ন তোরে দোষে গেল' (বিদ্যাপতি)। **কেহো**—কেহ। **পারে**—প্রা॰ পারই', পারেই'। **বহু**—প্রা॰ বহূ'। মানভূম অঞ্চলে বহু' শব্দ প্রচলিত। বউ,' বধূ। **ঝি**—প্রা॰ ধীআ'; পা॰ ধিতা', ধী'। দুহিতা। **লইআঁ**—চর্য্যাপদে। **রাধাহো**—রাধাকেও।

৪। **রাধিকাক প্রতী**—প্রতি' শব্দের যোগে ষষ্ঠী বিভক্তি হয় এবং ক' ষষ্ঠীর চিহ্ন। রাধিকার প্রতি। **হেনমতেঁ আইহন মাএর** ইত্যাদি—এইরূপে বড়াই রাধার প্রতি আয়ানের মা'র (মথুরার হাটে যাইবার) অনুমতি আনিয়া দিল।

পৃ.॰ ১৩

বাসলীগতী—বাসলীর সেবক বা বাসলীভক্ত।

১। **ঘোলেঁ**—ঘোল' অর্থে মথিত দধি বা তক্র; এঁ' তৃতীয়ার চিহ্ন। **সাজিআঁ**—সজ্জিত করিয়া। **লাস বেশ**—প্রা॰ লাস' (লাস্য)। মাধব কন্দলিকৃত লঙ্কাকাণ্ডে—

লাস বেশ করি নর নারী সমুদাই।
রাম আসিবার শুনি আথে বেথে যাই ॥

কৃত্তিবাসে—

নাশে বেশে রামের কাছে থাকিহ তপোবন।

বিলাস-বেশ।

বড়ায়ির—মাণিকচন্দ্র রাজার গানে,—

এই লিখন দিস তোর বরাইর বরাবর।

২। **আধ**—প্রা॰ অদ্ধ'। অর্দ্ধ। **আনত কপাল তার** ইত্যাদি—তাহার অবনত ললাট অষ্টমীর চন্দ্রকে পরাজিত করে। **মহুলের**—প্রা॰ মহুঅ' (মধুক); হি॰ ও ও॰ মহুআ'; এর' বিভক্তিচিহ্ন। মহুল' স্বনামপ্রসিদ্ধ বন্য বৃক্ষ, পুষ্প পীতবর্ণ ও বর্ত্তুলাকার। **তুল**—প্রা॰ তুল্ল'। তুল্য। **কপোলযুগল তার** ইত্যাদি—জয়দেবের গীতগোবিন্দে—

বন্ধূকদ্যুতিবান্ধবোঽয়মধরঃ স্নিগ্ধো মধুকচ্ছবি-
র্গণ্ডে চণ্ডি চকাস্তি নীলনলিনশ্রীমোচনং লোচনং।

—১০ম সর্গ।

মৈমনসিংহ-গীতিকা,—

সুন্দর বদন যেমন মহুয়ার ফুল ॥

(১ম খণ্ড, ২য় সংখ্যা, পৃ॰ ৬৮।)

৩। **পয়োভার**—মাধব কন্দলিকৃত অরণ্যকাণ্ডে তনভার'।

৪। **থলকমল**—স্থলপদ্ম। থল' প্রা॰ রূপ।

তাম্বুলখণ্ডের টীকা সম্পূর্ণ

দানখণ্ড

অত্রান্তরে তত্র ইত্যাদি—ইত্যবসরে যমুনা-তটের সমীপবর্ত্তী পথে উপবিষ্ট হইয়া শ্রীরাধিকার মধুর অধরোষ্ঠ পানে সতৃষ্ণ শ্রীকৃষ্ণ অনেক ক্ষণ ধরিয়া বৃদ্ধার সহিত কথোপকথন করিলেন।

১। **বিরোধে**—অবরোধ করে। **না**—প্রা° ণ' (নৌ)। প্রশ্নে। **যাসি**—স° যাসি'; প্রা° জাসি'। চর্য্যাপদে,—

আইসসি জাসি ডোম্বি কাহরি নাবেঁ।

বিদ্যাপতিতে,—

পুনু চলি আসবি পুনু চলি জাসি।

যাইতেছ। **যমুনার ঘাটে নিকটে** ইত্যাদি—যমুনার ঘাটের নিকটে থাকিয়া কৃষ্ণ পথ রোধ করেন এবং বড়াইকে সম্বোধন করিয়া বলেন,—গোপবধূদের লইয়া কোথায় যাও?

ছাওয়াল—প্রাচীন সাহিত্যে শিশু অর্থে ছাওয়াল' শব্দের বহুল প্রয়োগ দৃষ্ট হয়। বঙ্গের প্রদেশবিশেষে উহা অদ্যাপি প্রচলিত। প্রা° ছাব-(ল)'; অস° ছৱাল'। **বিরোধসি**—অবরোধ করিতেছ। **কিকে**—মাধব কন্দলিকৃত লঙ্কাকাণ্ডে,—

বিচনির বাবে মেরু টলিবন্ত **কিক**॥

নিমিত্তার্থে কে' প্রত্যয়। কেন, কি নিমিত্ত।

৩। **করসি**—কৃ° চ° ৩।৫৬, ৮।৪৭; বিদ্যাপতিতে,—

জানসি তব কাহে করসি পুছারি।

কাহে তুহুঁ হৃদয়ে করসি অনুতাপ।

করিতেছ। **একেঁ একেঁ**—প্রত্যেকে। **আপোঁওষ**—[আ- √পিষ্ পেষণে]। রাঢ়ের পশ্চিম প্রান্তে হাপসান' এবং উত্তর-বঙ্গে আপচান' পদের প্রচলন আছে। কৃষ্ণপ্রেম-তরঙ্গিণীতে,—

তণ্ডুল কারণে ধান্য গোপতে আপসে॥
ধান্য আপসিতে শব্দশবদ উঠিল।

(১১শ স্ক°, ৯ম অ°)

কণ্ডিত, চূর্ণীকৃত। **হৈবোঁ**—মাধব কন্দলিকৃত অযোধ্যাকাণ্ডে,—

দুখর সহায় হৈবো যোগাইবোহোঁ ফল।

হইব। **মোএঁ আপোঁওষ হৈবোঁ** ইত্যাদি—আমি চূর্ণ হইব, তুমি[ও] মারা যাইবে।

৪। **ছাড়**—প্রা° √ছড্ড মোচনে। ত্যাগ কর।

১। **সিশের**—সিথার, শীর্ষের। **লাসে**—দীপ্তি পায়। **চিহ্নসি**—চিনিতেছ, জানিতেছ। **তোঁঞিঁ**—অস° তই'। তুমি। **সিশের সিন্দুর তোর লাসে** ইত্যাদি—তোমার ললাটে সিন্দুর শোভা পাইতেছে, মস্তকে কেশ সুবিন্যস্ত রহিয়াছে (অর্থাৎ তুমি বালিকা নহ), আমি গোপীগণের প্রিয়, আমায় তুমি চিন না!

পৃ.° ১৪

পরমানে—প্রমাণসিদ্ধ। **ভানে** (ভাণ)—জ্ঞান। **দান আহ্মার পরমানে** ইত্যাদি—রাধা, আমার দান প্রমাণানুমোদিত, মনে অন্য ধারণা করিও না অর্থাৎ আমার দানের সত্যতা সম্বন্ধে সন্দিহান হইও না।

১। **তোএ**—চর্য্যাপদে তোএ' (ত্বয়া)। তুমি। **যাসী**—যাইতেছ। **ধাআঁ ধাআঁ**—ধাইয়া, ধাবিত হইয়া। **পালাসী**—মৃচ্ছকটিকে পলাঅশি', পলাশি'। পলায়ন করিতেছ। **ঘৃত দুধ লআঁ** ইত্যাদি—ঘৃত দুগ্ধাদি লইয়া ত্বরিতপদে মথুরা পলাইতেছ। **ছাড়ী**—চর্য্যাপদে ছাড়ী'।

৩। **মুঠি এক**—এক মুঠা, মুষ্টিপ্রমাণ। প্রা° মুট্‌ঠি। **বাএ**—প্রা° বাঅ' (বাত); এ' বিভক্তিচিহ্ন। **হালে**—চৈ° ভা°এ। কাঁপে, কম্পিত হয়। **তা**—প্রা°। তাহা। **টলে**— √টল্ বিহ্বলীভাবে। বিচলিত হয়। **ডাকর**—দেশী প্রা°। কেহ কেহ দীর্ঘল' শব্দের বিকারজাত মনে করেন। নারায়ণ দেবের পদ্মাপুরাণে 'দিগল ডাঙ্গর খোপা'; মাণিকচন্দ্র রাজার গানে 'জ্ঞানত ডাঙ্গর'; বিদ্যাপতিতে ডগর'। স্থূল।

ডালিম—প্রা°। দাড়িম্ব। **নান্দসুত**—নন্দসুত, শ্রীকৃষ্ণ। **কাহ্নাঞিঁকে**—কে' চতুর্থীবিহিত প্রা° কএ' প্রত্যয়েরই রূপভেদ। **রুচে**—প্রা° রুচ্চই,' রুচ্চএ' (রোচতে)। রুচিকর হয়, স্পৃহণীয় হয়।

৪। **সুঝি**—বা° √শুজ্ (স° শুধ্) পরিশোধে; নারায়ণ দেবকৃত পদ্মাপুরাণে,—

কালি জত বিড়ম্বিম্ন তোরে সেহি সুঝাইল মোরে
ধিক জাউক আমার জীবনে। (পুথি)

শঙ্কর দেবকৃত উত্তরাকাণ্ডে,—

তোমার গুণক আমি সুজিতে ন পারি॥

পরিশোধ করিয়া। **মোর না কর**—আমায় করিও না।

——

কৃষ্ণস্য বচনং শ্রুত্বা ইত্যাদি—শ্রীকৃষ্ণের বচন শ্রবণ করিয়া আধিমতী কৃশাঙ্গী রাধা কাঁপিতে কাঁপিতে বৃন্দাকে এই কথা বলিলেন।

১। **এগার**—প্রা° এগারহ'। **নলিনী দল কোঁঅলী**—তুল° 'নবনীদল কোঁমল আন্ধার দেহে' (পৃ° ৯)। **হারাএ**—হারায়, খোয়ায়।

মাজে—প্রা° মগ্গই' (মার্গয়তি); প্রাচ্য হি° মাঁগৈ'। মাগে, প্রার্থনা বা যাচ্ঞা করে। **পরসিলে**—স্পর্শ করিলে। **তেজিবোঁ**—ত্যাগ করিব।

২। **পরিহাস করে দান ছলে**—মাশুল গ্রহণের নামে রহস্য করে। **ভাঁগিতেঁ**—ভগ্ন করিতে, ছিন্ন করিতে। **চাহে**—প্রা° চাহই' (বাঞ্ছতি)। চায়, ইচ্ছা করে। **কাঞ্চুলী ভাঁগিতেঁ** ইত্যাদি—বলপূর্ব্বক বক্ষাবরণ উন্মোচন করিতে চায়।

৩। **বোলএ**—প্রা° √বোল্ল কথনে। বলে। **খনে**—প্রা° খণে'।

৪। **সুন**—প্রা° সুণু' (শৃণ)। **নিষধহ**—নিবারণ কর। **তেজুক**—ত্যাগ করুক। **পতিআশে**—প্রত্যাশা।

——

রাধায়া বচনং শ্রুত্বা ইত্যাদি—বৃন্দার মুখে রাধিকার উক্তি শ্রবণ করিয়া চতুর সতৃষ্ণ শ্রীকৃষ্ণ রাধাকে এই কথা বলিলেন।

১। **সমুখে**—সম্মুখে। **বসসি**—থাক। অবস্থিতি কর। **ঘর**—পশ্চিমরাঢ়ে নিবাস অর্থে প্রচলিত। **কোমণ**—কমণ' শব্দেরই রূপভেদ (১ পৃষ্ঠার টীকা দ্রষ্টব্য)। কোন্।

২। **থাকোঁ**—মাধব কন্দলিকৃত অযোধ্যাকাণ্ডে,—

এভো বনে গৈয়া থাকোঁ রামর লগতে।

অদ্বৈতপ্রকাশে,—

যাঁহা তাঁহা থাকোঁ মুঞি তাঁহান কিঙ্কর॥

থাকি, অবস্থিতি করি। **জাতী**—জাতি। **পুছহ**—জিজ্ঞাসা করিতেছ। **ষোল**—প্রা° সোলহ'।

৩। **ওলাহা**—কৃত্তিবাসী যোগাদ্যার বন্দনাতে,—

ওলাও পসরা শঙ্খ দেখিব কেমন। (পুথি)

মাধবাচার্য্যের শ্রীকৃষ্ণমঙ্গলে,—

কি দেখি গোরস আগু ওলাহ সম্মুখে।

দুঃখী শ্যামদাসকৃত গোবিন্দমঙ্গলে,—

পসরা উলাও রাধে বৈস মোর আগে॥

ও° ওহ্লা'। নামাও, অবতারিত কর। ওলাউঠা' শব্দ তুল°। মিলমিলে ঘাম প্রভৃতি পীড়ার অন্তে উদরাময় হইলে তাহাকে ওলানি' দেওয়া বলে। **চুপড়ী**—বংশাদি-নির্ম্মিত আধার-ভেদ। **বথু**—প্রা° বথু'; সিন্ধী বথু'। বস্তু। **জাহা**—অসমীয়া রামায়ণে,—

কৈক যাহা মার আমাসাক পরিহরি।
কোন দোষে প্রভু মোক পরিহরি যাহা।

যাও, যাইতেছ। **বিচারা**—হিসাব, বিবরণ।

৪। **চাহ**—আকাঙ্ক্ষা কর, দাবি কর।

৫। **জাণসি**—বিদ্যাপতিতে,—

জানসি তব কাহে করসি পুছারি।

জানিস্, জানিতেছ। **ষোল পণ**—কুড়ি গণ্ডায় এক পণ এবং ষোল পণে এক কাহন। **পণ**—কোল (অঙ্কিক)-মূলক। **মাহাদান**—বিলক্ষণ দান, বিশেষ শুল্ক।

পৃ.° ১৫

৬। **বিপরীত**—যুক্তিবিরুদ্ধ, অসঙ্গত। **বিথর কালে বিথর শুণী** ইত্যাদি—মথুরার পথে দধি দুগ্ধের কর সংগ্রহ জন্য অনেক সময়ে মহাদানী নিযুক্ত হইয়াছে, এইরূপ অসঙ্গত কথা বহু বার শুনিয়াছি।

৭। **বড়ী**—বিদ্যাপতি ও রূপরামের ধর্ম্মমঙ্গলাদিতে বড়ি'। বড়, অতি। **পাঞ্জী**—শুল্ক-পঞ্জী; Tariff। **আপণ**—আপনাকে। **মাণে**—মাণ' প্রা° রূপ; এ'

বিভক্তিচিহ্ন। মান, সম্ভ্রম। **আজলী রাধা তোঁ আবালী** ইত্যাদি—রাধা, তুমি ভারী খুকী, কিছুই যেন জান না। আপনাকে চিনে এই পাঁজির প্রমাণ দান দিয়ে যাও এবং আপনার মান বাঁচাও।

পুরুবেঁ—পূর্ব্বে। **শুণীএঁ**—শোনা আছে। **বা**—উপমায়। **পুরুবেঁ শুণীএঁ বা রামরাজ্য** ইত্যাদি—পূর্ব্বে শুনিয়াছি, কংসের দেশ রামরাজ্যে পরিণত হইল অর্থাৎ কংসশাসিত দেশে রামরাজ্যের সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হইল।

বসিল—বাসিন্দা, নিবাসী। **কড়ী**—কৌড়ী শব্দের টীকা দ্রষ্টব্য।

১৬। **আচরিজ**—ভবিসয়ত্তকহাতে অচ্ছরিয' (আশ্চর্য্য)। **শুণ**—শুন।

১। **হাটক**—মথুরাক' শব্দের টীকা দ্রষ্টব্য। হাটে। **দুর্জ্জন**—দুষ্টজনপরিবৃত। **আন্তরের**—অন্তরের, মর্ম্মের। **বোল দিআঁ তোএঁ** ইত্যাদি—আমার মর্ম্মবৈরী তুমি, কথার ছলে (ভুলাইয়া) আমায় এখানে আনিলে। **নাম্বাআঁ**—শূ° পু° ও চৈ° ভা°এ অবতরণ করিয়া অর্থে নাম্বিয়া' শব্দের প্রয়োগ আছে। নামাইয়া, অবতারিত করিয়া। **ভাঁগিআঁ**—ভগ্ন করিয়া, ছিন্ন করিয়া। **বিগুতিল**—মাধব কন্দলিকৃত অরণ্যকাণ্ডে,—

রামের বৈরক আজি বিগুতিয়া মারোঁ॥

সুন্দরাকাণ্ডে,—

হেন মতে সীতা তোক বিগুতিয়া খাইবো॥

বিঘট্টিত করিল, বিমর্দ্দিত করিল।

বিধাতাএ—এ' কর্ত্তৃকারকের চিহ্ন। **কত**—প্রা° কেত্তিঅ', কত্তো' (কিয়ৎ)। **ভুঞ্জিতেঁ**—উপভোগ করিতে। **কোহ্নো**—কোনও।

২। **দিলোঁ**—শঙ্করদেবকৃত অনাদিপাতনে,—

বামন পুরাণ কিছু মিশ্র দিলো তাত।

মাধবদেবকৃত আদিকাণ্ডে,—

তুলিতালি বর করি দিলোঁ জানকীক।

দিলাম। **সাঠীহারে**—ষষ্ঠ রাত্রে কৃত্য জাতকর্ম্মকালে। সাধারণ লোকের বিশ্বাস, বিধাতা পুরুষ আহূত হইয়া, ঐ সময় প্রসূত সন্তানের অদৃষ্ট-লিপি লিখিয়া দেন। **কইলোঁ**—করিলাম। **খণ্ডব্রত**—অঙ্গহীন ব্রত। **জরমত**—ত' সপ্তমীর চিহ্ন। **তেঁ**—তন্নিমিত্ত। **পোএ**—প্রাকৃত-লক্ষ্মীতে পোঅ' (পোত); এ' কর্ত্তৃকারকের চিহ্ন। তামিল পৈয়ন'; তেলুগু পৈয়' ; ও° পুঅ'। পুত্র। পশ্চিমরাঢ়ে প্রচলিত পুআ' (গাছের চারা) শব্দ তুল°।

৩। **খঅ**—প্রা°। ক্ষয়, নাশ। **জরম গেল করমের** ইত্যাদি—কাল কানাইর হাতে ধর্ম্ম কর্ম্ম সমস্তই নাশ পাইল, জন্মটা বৃথায় গেল। **পেলাইবোঁ**—ফেলিয়া দিব। **মুছিবোঁ**—বা° √মুছ (মৃজ্), মার্জ্জনে। **মাথে**—মস্তকের। **মুকুট ভাগিআঁ সব** ইত্যাদি—মুকুটাদি যত অলঙ্কার ভাঙ্গিয়া দূরে নিক্ষেপ করিব এবং সিঁথার সিন্দুর মুছিয়া ফেলিব। ভাষাবিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতগণের মতে মুকুট' শব্দটা কোল (অষ্ট্রিক)-মূলক। **রহাএ**—আটকায়, (বলপূর্ব্বক) অবস্থিতি করায়। **নারোঁ**—পশ্চিমরাঢ়ে নারি' তথা লারি' শব্দ প্রচলিত। পারি না। **জনি**—অপ° প্রা°। [স° যন্ন (যৎ-ন)।] বিদ্যাপতিতে,—

সহজে করবি মধুপান।

ভুলহ জনি পাঁচবাণ॥

গোবিন্দদাসে,—

কুলবতি কোই নয়নে জনি হেরই

হেরত পুন জনি কান।

কানু হেরি জনি প্রেম বাঢ়ায়ই

প্রেম করই জনি মান॥

জায়সীকৃত পদুমাবতিতে,—

রাজ ছাড়ি জনি হোহু ভিখারী॥

যেন না। **এহাক**—ক' দ্বিতীয়ার চিহ্ন। ইহা।

৪। **এড়ু**—ত্যাগ করুক। **দিআরু**—দিউক। **মেলানী**—বিদ্যাপতিতে,—

লাজ ডর নাহি তো পরানী

দে মেরানী রে॥

মাধবদেবকৃত আদিকাণ্ডে,—

মেলানী মাগিয়া গৈলা আপোনার থান॥

বিদায়। অশুভসূচক, এই ধারণায় বিদায়'এর পরিবর্ত্তে মিলনার্থ মেলানি' শব্দের প্রয়োগ বিহিত হইয়া থাকিবে। আমরা যাই' না বলিয়া আসি' বলি।

উলটি—বা° √উলট'র উত্তর ই' প্রত্যয়। শৌরসেনী ভাষাতে ক্ত্বা' প্রত্যয় স্থানে ইঅ' আদেশ হয় (প্রা° প্র°, ১২।৯)। বাঙ্গালা, মৈথিলী, প্রাচীন অসমীয়া এবং ওড়িয়াতে অনন্তরাদি অর্থে ধাতুর উত্তর ই' বা ইআ' প্রত্যয় প্রাকৃতেরই অনুরূপ। হেমচন্দ্রকৃত দেশীনামমালায় 'অল্লট্টপলট্টমঙ্গপরিবত্তে' (অল্লট্টপলট্টং পার্শ্বপরিবর্ত্তনম্), ফিরিয়া। **ছাড়এ**—প্রা° হসএ', করএ', পঢ়এ' প্রভৃতির ন্যায় (বররুচি—৭।৫ এবং সিদ্ধহেমচন্দ্র—৮।৩।১৪৫)। ছাড়িতে লাগিলেন, ত্যাগ করিতে লাগিলেন। **নিশাসে**—নিশ্বাস।

রাধায়া বচনং শ্রুত্বা ইত্যাদি—বৃন্দার মুখে রাধিকার উক্তি শ্রবণ করিয়া, সতৃষ্ণ শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার অঞ্চল মোচন-পূর্ব্বক রাধিকাকে এই কথা কহিলেন।

পৃ.° ১৬

১। **উলটিআঁ**—পূর্ব্বে উলটি' শব্দের টীকা দ্রষ্টব্য। **পিঠী**—প্রা° পিট্‌ঠি'। পৃষ্ঠ। **উলটিআঁ দিলেঁ পিঠী**—বিমুখ হইয়া বসিলে। **সুচক**—সূক্ষ্মাগ্র, উন্নত। **রুচক**—রোচক। **কুচের বাটুল**—কুচমণ্ডল। **তাতা**—প্রা° তত্ত,। তাহাতে। **দিঠী**—প্রা° দিট্‌ঠি'। দৃষ্টি, চক্ষু। **জীওঁ**—মাধব কন্দলিকৃত অযোধ্যাকাণ্ডে,—

ইসব অবস্থা দেখি কেনে জীওঁ প্রাণে।

বাঁচিয়া আছি, জীবিত রহিয়াছি। **দিঠী দিঠী চিত্ত** ইত্যাদি—চারি চক্ষুর মিলনে আমার হৃদয় তোমাতে মজিল, তোমার অনুমতির অপেক্ষায় বাঁচিয়া আছি। **তোহোর**—প্রা° পৈ°এ তোহর' (তব, যুষ্মাকম্) ২।১৪। **আমিআঁ**—প্রা° অমিঅ'। অমৃত। **পীওঁ**—অপ° পিঅউ, প্রা° পিঅমি'; প্রাচ্য হি° পীয়োঁ'। পান করি।

তেজ—ত্যজ, ত্যাগ কর। **রাগে**—বিদ্যাপতিতে—

সখিজন সোঁপইতে ভেল উহে রাগ।

ক্রোধ। **গএ**—স্বনামপ্রসিদ্ধ তীর্থ। গয়াতে। প্রবাদ, মরণান্তর প্রেতযোনি-প্রাপ্ত ব্যক্তির উদ্দেশে গয়াস্থ গদাধরের পাদপদ্মে পিণ্ডদানাদি করিলে উহার উদ্ধার হয়। গয়াসুরের অস্থিনির্ম্মিত গদা ধারণ করায় বিষ্ণুর এক নাম গদাধর' হইয়াছে। **প্রেয়াগে**—তীর্থরাজ প্রয়াগে। আধুনিক এলাহাবাদ।

২। **কত না**—চণ্ডীদাসের প্রচলিত পদে,—

আহা মরি মরি সঙ্কেত করিয়া
কত না যাতনা দিনু।

আছের—কহিআর', দিআর', দিআরু' প্রভৃতি পদ তুল°। **না চাহ সমুখ দিঠী**—সম্মুখ-দৃষ্টিতে দেখিতেছ না। **নেহালসি**—দেখিতেছ। **শিরি**—প্রা° সিরী', সিরি'। মধ্যযুগের সাহিত্যে ও গ্রাম্য গাথাদিতে শ্রীঅঙ্গুরীয়ক'এর উল্লেখ লক্ষণীয়। শ্রী, শোভা। **এ রূপ যৌবন** কত ইত্যাদি—হস্তাঙ্গুরীয়কে (তোমার) এই রূপ-যৌবনের শোভা কত দেখিতেছ! **ভাব ও পরিতোষ**—ক্রিয়াপদ।

৩। **গুন**—গণনা কর। **কুলেহোঁ**—কুলেও। **পরিহর**—ত্যাগ কর। **পাছেঁত**—পাছ' শব্দে দুইবার বিভক্তি-চিহ্ন বসিয়াছে। পরে, পশ্চাৎ। **পাছা**—প্রা° পচ্ছা' (পশ্চাৎ)। **চাহা**—মাধবকন্দলিকৃত সুন্দরাকাণ্ডে,—

শঙ্কা পরিহর মার ভাল মতে চাহা।

চাও, দেহ। **এ রূপ যৌবন পাছা না জাইবে** ইত্যাদি—তোমার এই রূপ-যৌবন সঙ্গে যাইবে না, আমার প্রতি একবার মুখ তুলিয়া তাকাও। তুল°—'মরিতে যৌবন কিবা লৈয়া যাইবা সঙ্গে॥' (ভবানন্দের হরিবংশ)।

৪। **পাঅ**—প্রা° পঅ'। পদ। **রাতা**—প্রা° রত্ত'। বিদ্যাপতিতে,—

নীরে নিরঞ্জন লোচন রাতা।

রক্তবর্ণ। **ঈশর**—প্রা° ঈসর', ইস্‌সর'। ঈশ্বর।

১। **নিলজ**—প্রা° ণিল্লজ্জ'। নির্লজ্জ। **ইছাএ**—সি° ইছা'। ইচ্ছায়। **পরাণ বড়ায়ি** ইত্যাদি—প্রাণের বড়ায়ি আমার, ইহার প্রতিবিধান কর অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের হাত হইতে মুক্তির একটা উপায় উদ্ভাবন কর, আমায় রক্ষা কর।

২। **গোত**—প্রা° গোত্ত'। গোত্র। **তার গোত মুণ্ডিলেক** ইত্যাদি—আমার যৌবন তাহার গোষ্ঠীকে মুণ্ডিত করিল, অর্থাৎ তাহার গোষ্ঠীর সর্ব্বনাশ সাধন করিল, [তাহা না হইলে] কেন কৃষ্ণ ওরূপ করিতেছে। **কিসকে**—প্রা° কিস' শব্দের উত্তর নিমিত্তার্থে কে' প্রত্যয়। ও° কিসকু'; অস° কিসক'। পশ্চিমরাঢ়ে কিসকে' শব্দ প্রচলিত। কেন, কি নিমিত্ত। **বাখানে**—

প্রা° বক্খাণই (ব্যাখ্যানয়তি)। **জীউ**—প্রা° জিঅউ' (জীবতু)। জীবিত রহুক। **আনুপাম**—অনুপম। **বল বীর**—বল-বীর্য্যবান্। **মতীএঁ গহন**—বুদ্ধিতে গভীর অর্থাৎ গম্ভীর-বুদ্ধি।

৩। **উদগত**—উদ্গত, উচ্চাটিত। **বুঝিল**—প্রাচীন সাহিত্যে উত্তম পুরুষের ক্রিয়াপদের স্থানে প্রথম পুরুষের ক্রিয়াপদের প্রয়োগ যথেষ্ট দেখা যায়। বুঝিলাম। **নাহিঁক**—প্রা° নত্থি' হইতে নাই—নাহিঁ [কিন্তু প্রা° নাহি' হইতে নাহিঁ' হওয়া সহজ] এবং তাহার উত্তর স্বার্থে ক' প্রত্যয় মনে করাও যাইতে পারে। ক্রিয়াপদের উত্তর স্বার্থে ক' প্রত্যয় প্রাচীন অসমীয়া ও মৈথিলী প্রভৃতিতেও পাওয়া যায়।

৪। **খণ্ডউ**—খণ্ডিত হউক, নিবারিত হউক। **জঞ্জাল**—ম° জংজাল, (জগজ্জাল)। গোবিন্দদাসের পদে 'জীব ভেল জনজাল'। উপসর্গ, উপদ্রব। **ঠেঁঠা**—ক° ম° এ দেশীনামমালায় টেণ্টা'। নিন্দিত, নির্লজ্জ।

। **লইলোঁ**—মাধব কন্দলিকৃত অরণ্যকাণ্ডে,—

মহাদেৱে সহিতে কৈলাস তুলি লৈলোঁ॥

লইলাম। **বাট দান হাট দান** ইত্যাদি—রাজসরকার হইতে পথকর ও হাটকর আদায়ের বন্দোবস্ত লইলাম। **আইলোঁ**—মাগধী আবিদঃস্মি' (আপ্তোঽস্মি); প্রাচ্য হিঁ' অইলোঁ। মাধব কন্দলিকৃত অযোধ্যাকাণ্ডে,—

সিকারণে পাচে এরি আইলোঁ যত ধন।

লঙ্কাকাণ্ডে,—

কি মতে বুলিব আইলোঁ রণত পেলাই॥

আসিলাম।

পৃ.° ১৭

সুবিধান—বিধানানুরূপ, বিহিত। **দেহ ত**—ত' বাক্যালঙ্কারে।

দিবেহেঁ—দিবে, দান করিবে। **সুনহ**—প্রা° সুণহ' (শৃণুত)। শুন। **বিষএ**—অধিকারে। **হইএ**—হই।

২। **লেখে**—লেখায়, গণনায়। **অভরস**—অবিশ্বাস। **বুইল**—বলিলাম। **তোহ্মার কারণে** ইত্যাদি—তোমার[ই] জন্য আমি কর সংগ্রহকার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছি।

৩। **নেহত**—ত' ষষ্ঠীর অর্থে প্রযুক্ত। মাণিকচন্দ্র রাজার গানে,—

সিনান করিয়া যাও মহলত লাগিয়া॥

মাধব কন্দলিকৃত লঙ্কাকাণ্ডে,—

আজিসে সীতাত আমি এরিলোঁ প্রত্যাশা।

স্নেহের, প্রেমের। **শত পঞ্চাস**—শত, বৃদ্ধি এবং পঞ্চাশ, ক্ষতি। **উপেখা**—উপেক্ষা করি, অগ্রাহ্য করি। **নেহত লাগিআঁ** ইত্যাদি—প্রেমের জন্য আমি লাভ-লোকসান তুচ্ছ করি অর্থাৎ তোমার প্রেমের বিনিময়ে আমি ক্ষতি-বৃদ্ধি গণনায় আনি না।

৪। **খড়ী**—প্রা° খড়িঅ', খড়িআ' (খটিকা)। **পাড়ী**—পাতিয়া। খড়ী পাড়ী', অঙ্ক-পাত করিয়া। **বাকী**—কেহ কেহ শব্দটিকে আরবী মনে করেন, অপরে বক্রী'-শব্দজ বলেন। **তোতে**—তোমাতে, তোমার নিকট। **হএ নহে**—হয় নয়, সত্য মিথ্যা।

১। **পুরুব**—প্রা° পুরুব্ব', পুরুব (পূর্ব্ব)। **কালত**—কালে। **ঋষিএঁ**—এঁ' কর্তৃকারকের চিহ্ন। **বস্থলে**—প্রথমার একবচনে। **নিআঁ**—ম° ক°এ ণেঅ' (নীত্বা)। লইয়া। **থুইল**—বা° √থু স্থাপনে। **জাণাইবোঁ**—বিজ্ঞাপিত করিব। **লইব**—১ম পুরুষের ক্রিয়া। **রাজে**—প্রা° রজ্জ'। রাজ্য। **সমাদ**—সংবাদ।

২। **ভজিআঁ**—অনুনয় বিনয় করিয়া। **আসিব**—১ম পুরুষের ক্রিয়া। **সাজিআঁ**—যুদ্ধসাজে সাজিয়া, সশস্ত্র হইয়া। **বারেঁ বারেঁ মোএঁ** ইত্যাদি—পুনঃ পুনঃ কানাইকে কাকুতি মিনতি করিয়া [আমা হইতে নিবৃত্ত হইবার জন্য] বলিলাম, [সে কিছুতেই তাহা শুনিল না, এখন] কংস শুনিয়া মা'রমুখো হইয়া আসিবে। **শুনীএ**—শুনে, শ্রবণ করে। **করতেঁ**—করাত দ্বারা (?)।

১। **বারহ**—প্রা°। বার, দ্বাদশ। **বরিষেকের**—বর্ষের। **পরমান**—প্রমাণ।

২। **আগোলসি**—অবরোধ করিতেছ।

৩। **বিতপনী**—অস° বিত্তোপনী' (বিত্তার্পণী), ও

ফরিদপুরের প্রাদেশিক বিৎপন্না'। মাধবদেবকৃত আদি-কাণ্ডে,—

সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী কন্যা আতি বিতোপনী ॥

মাধবকন্দলিকৃত কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে,—

রূপে গুণে বিতোপনী সংসারত সারা ॥

সুন্দরাকাণ্ডে,—

তিনিয়ো ভুবনে আমি নৈয়ো দেখোঁ
তোর ঠান বিতোপনী ॥

উত্তমা, গুণবতী। **পাটি**—কোল (অষ্ট্রিক) পট'। পট্টবস্ত্র, রেশমী কাপড়। **আলকে তিলক**—অলকাতিলকা, কুঙ্কুমাদি দ্বারা রচিত তিলপুষ্পাকৃতি চিত্র-ভেদ। **শোভএ**—শোভা পাইতেছে। **আতি বিতপনী রাধা** ইত্যাদি—রাধা, তুমি অত্যন্ত মনোহারিণী, তোমার পরিধানে পট্টবস্ত্র, কপাল অলকা তিলকায় শোভা পাইতেছে।

৪। **বড়ার**—বড়র, সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির। **বহুআরী**—বিদগ্ধ মাধকে বহুড়িআ' (বধূটিকা); বর্ণবিপর্য্যয়ে বহুআড়ি' তথা বহুআরী'। কৃত্তিবাসী অযোধ্যাকাণ্ডে,—

রাজার ঝিআরী তুমি রাজার বহুআরী।

প্রাচীন সাহিত্যে বোহারী', বহারী', বৌয়ারী' প্রভৃতি। **সভাএ**—স্বভাব। **কার**—প্রা° কিং' (কিম্) শব্দের ষষ্ঠীর বহুবচনে কাণং', কাণ'; এই কাণ' হইতে কাঁর' এবং স্বরের বল-বৃদ্ধি হেতু কাহাণ, তথা কাঁহার। **দেওঁ**—দিই। **কার কাঁচ আলিতে** ইত্যাদি—কা'র লেঠায় থাকি না।

৫। **বরিষের**—বর্ষের। **মোহোর**—মোর' শব্দের টীকা দ্রষ্টব্য। **আনি**—আনিয়া। **বিধী**—বিধাতা।

৬। **পাঁতর**—প্রান্তর। **নিমাথিতী**—মাধব কন্দলিকৃত কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে,—

হা বাপ কি করি করিলা নিমাথিতি।
মহা শাস্তী মার মোর ভৈলা অনাথিতি ॥

শঙ্করদেবকৃত উত্তরাকাণ্ডে,—

মরি যাওঁ মই নিমাথিতী বনমাজ ॥

থ'র থকারে পরিণতি লিপিকরপ্রমাদ হইতে পারে। অসমীয়া নিমাথিতী' শব্দের মৌলিক অর্থ মাংসহীনা; দুঃখিনী। অথবা নিমাথিতী' অর্থে নি (নাই), মাথ (রক্ষক) যার, এমন স্ত্রীলোকও হইতে পারে। সহায়হীনা। **রাখোআল কান্ধাঞি তোর** ইত্যাদি—কানাই, তুমি বৎসপাল এবং তোমার বুদ্ধি ক্ষুদ্র; আমায় প্রান্তরমধ্যে একাকিনী ও একান্ত অসহায় পাইয়া এইরূপ কুব্যবহার করিতেছ।

৭। **গোসাঞিঁ**—অপ° প্রা° গোসামিউ' (গোস্বামিক)।

৮। **কাহাক**—কাহাকে। **বীরপণ**—বিদ্যাপতিতে চতুরপন'। বীরের অভিনয়, বীরত্ব। **টাঁকার**—অর্ব্বাচীন স° টঙ্কর'। ময়নামতীর গানে,—

দুই তিন টোকর দিল গালের উপর।

শঙ্করদেবকৃত ঘোষা-কীর্ত্তনে,—

টোকরে ছিণ্ডিলা কারো শির।

জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গলে,—

তার কান্ধে চড়িঞা টাকর মারোঁ মণ্ডে।

কাশীদাসী সৌপ্তিকপর্ব্বে,—

এখন টাকরে চূর্ণ হইল মস্তক।
জানিল কাটিলে পাণ্ডবের পুত সব ॥—(পুথি)

বদ্ধমুষ্টি, তীক্ষ্ণাগ্র অস্ত্রভেদ। **ঘাএ**—প্রা° ঘাঁঅ' (ঘাত)। আঘাতে।

১০। **ভালে**—ভদ্রভাবে, উত্তমরূপে।

১। **কুতঘাটে**—দানকেলিকৌমুদীতে — কুড়ঘট্ট' (কুটঘট্ট); [Prob. S. **কুট্ট** Platts' H. E. Dictionary.] যে স্থানে অমদানী রপ্তানী দ্রব্যের শ্রেণীভেদ করিয়া, পরিমাণানুরূপ মাশুল গ্রহণ করা হয়। এখনকার Custom-Houseএর অনুরূপ। সচরাচর নৌপণ্যের কর-সংগ্রহস্থানকেই কুতঘাট বলে। **সব কুতঘাটে** ইত্যাদি—যত কুতঘাটের মাশুল, আমার প্রাপ্য।

২। **স্বগ্‌গ**—প্রা° সগ্‌গ'। স্বর্গ। **রাখোঁ**—ভবানন্দের হরিবংশে—

নয়ান ভরিয়া দেখোঁ গলায়ে গাঁথিয়া রাখোঁ
হেন মোর মনে সাধ করে ॥

রক্ষা করি। **মর্ত্ত্য**—মর্ত্ত্য। **তল**—হূন-অধ্যুষিত পশ্চিম-তাতার, তুর্কীস্তান ও তৎসংলগ্ন ভূভাগ এক সময়ে প্লাতাল বা রসাতল নামে পরিচিত ছিল বলিয়া পণ্ডিতগণের ধারণা।

সুধী—প্রা° সুদ্ধি' (শুদ্ধি)। বিদ্যাপতিতে,—

অবসর অবশ হমর সুধি লেব ॥

মাধবকন্দলিকৃত অযোধ্যাকাণ্ডে,—

সুধি আসি আমাত কহিয়ো ঝাণ্ট করি ॥

লঙ্কাকাণ্ডে,—

ই সব কার্য্যক প্রভু বোলা কিবা সুধি ॥

সন্ধি, সন্ধান। **টেটনী**—বিজয় গুপ্তের পদ্মাপুরাণে,—

খাইতে নাহিক ভাত পরিতে বসন।

যেই দেখে সেই বলে দূরে যা টেটন ॥

পুরুষোত্তমকৃত দীপিকাচ্ছন্দে,—

টেটন নৃপতি সব হৈবেক কুদাতা।

শঙ্করদেবকৃত উত্তরাকাণ্ডে,—

অকস্মিতে তেজে যেন ভার্য্যাক তেণ্টনে ॥

ব্রহ্মপুত্রের উপত্যকা প্রদেশে চতুর অর্থে টেটোন' শব্দ প্রচলিত। টেটন'এর স্ত্রীলিঙ্গে টেটনী। তুল° ঠেঁটা', ঠেঁটী। কুচেষ্টাবতী, প্রগল্ভা। **বুধী**—বুদ্ধি, উপায়। **স্বগ্গে রাখোঁ মর্ত্ত্যে** ইত্যাদি—স্বর্গ মর্ত্ত্য আমার শাসনাধীন, পাতালেরও সংবাদ রাখি; ঠেঁটী রাধা, তাহার কি উপায় করিবে?

পৃ.° ১৮

৩। **ধরী**—ধরি, ধারণ করি। **দেখিল**—দেখিলাম্। **রূপসী**—রূপসী।

৪। **বুঝি**—প্রা° পৈ°এ বুজ্ঝিআ', বুজ্ঝি' ১।১৯৩।

১। **এহে**—বিস্ময়-বিষাদাদিসূচক অব্যয়। **এহে সকল বএসে মোর** ইত্যাদি—আশ্চর্য্য, সবে মাত্র আমার বয়স এগার বৎসর; তুমি আমার নিকট বার বৎসরের দান চাও কেমন করিয়া? **ভাষ**—স° ভাস। শ্রী, শৃঙ্খলা। শূন্যপুরাণে,—

কান্দন্তি কামিন্যা ভাই কাজর ভাস্ নাই।

বিজয় গুপ্তের পদ্মাপুরাণে,—

দেবের দেবতা তুমি কার্য্যে নাহি ভাস।

এতেকেঁ বুঝিল তোর ইত্যাদি—ইহাতে তোমার কাজের ধারা বুঝিলাম, লোকে শুনিলে তোমায় উপহাস করিবে।

২। **পীড়এ**—পীড়ন করে। **ভুখিল**—বিদ্যাপতিতে,—

প্রথম সমাগম ভুখল অনঙ্গ।

ভুখল চকোর জনি পিবইতে আশ ॥

বুভুক্ষিত, ক্ষুধিত। **ভমল**—ভ্রমর। **তভোঁ**—তবু, তথাপি। **মুকুলে**—তামিল মুগুল'; এ' বিভক্তিচিহ্ন।

৩। **ঝী**—প্রা° ধীআ; পা° ধী'। দুহিতা। **রূপ**—রূপ। **তোহ্মাতে**—তোমার। **কী**—প্রা° পৈ° ২।১৩২। কি। **দেখিল**—ক্রিয়া-বিশেষণ। দৃষ্ট। **বেল**—প্রা° বিল্ল' (বিল্ব)। **গাছের**—অপ° প্রা° গচ্ছ', গাছ'; অস° ও ও° গছ'; সিংহলী গছ' বা গস'। **এর'** বিভক্তিচিহ্ন। **আরতিল**—আর্ত্ত, ক্ষুধায় কাতর। **ভখিতেঁ**—ভক্ষণ করিতে। **দেখিল পাকিল বেল** ইত্যাদি—তুল°—

কাকেতে খাইতে আশা যেন পাকা বেল ॥

মৈ°গী°।

৪। **শুনীলোঁ**—শুনিলাম। **কানে**—কৃ°চ°এ কন্ন' ৪।২৮, ৮।৭৪। **সমান**—সম্মান, সম্ভ্রম। **ধরোঁ**—মাধব কন্দলিকৃত অযোধ্যাকাণ্ডে,—

গ্রহ এর ক্ষমা কর হাতে তোর ধরোঁ।

অদ্বৈত-প্রকাশে,—

সীতা বলে কহ প্রভু ধরোঁ শ্রীচরণে ॥

ধরি।

১। **দেখিএ**—দেখিতেছি। **রূপসে**—অতিশয় সুন্দর। **তেঁএ**—সেই জন্য।

পিউক—দোহাকোষে পিবউ (পিবতু)। পান করুক।

২। **ভএ**—প্রা° ভঅ'; এ' বিভক্তি-চিহ্ন।

৪। **তোর দেহে** ইত্যাদি—তুমি মাধুর্য্যাদি গুণের আধার। **দানী**—শুল্ক-সংগ্রাহক।

১। **কুঁচী**—(স° কুড্মল), পুষ্প-মুকুল। **পরসে**—প্রা° পরস। স্পর্শ, লেশমাত্র। **বিকসিলেঁ**—বিকসিত হইলে। **মোহে**—প্রা° পৈ°এ মোহএ' (মোহয়তি)। মোহিত করে, মুগ্ধ করে।

মোক—ক' ষষ্ঠীর অর্থে প্রযুক্ত। অসমীয়া রামায়ণে,—

মোক সম বীর নাই ই তিন ভুবনে।

লঙ্কার রাক্ষস আসে যুদ্ধক আমাক।

ভৈগেল—হইয়া গেল। **কি না মোক** ইত্যাদি—এত কাল পরে আমার কি হইল, [কপালে এই ছিল], গোকুলে মহাদানী নিযুক্ত হইয়া গেল।

পৃ.° ১৯

২। **গোআরী**—প্রা° গোঅর' (গোচর); হি° গোহারী', ও° গুহারি', অস° গোহারি'। কৃত্তিবাসী উত্তরাকাণ্ডে,—

রাম হেন রাজা আছে ধর্ম্ম অবতার।

গোহারি করিলে রাম করেন বিচার॥

শ্রীকৃষ্ণবিজয়ে,—

রুষ্ট হইয়া তুমি যদি করিবে গোহারি।

কংসের শকতি আমার কি করিতে পারি॥

কাশীদাসী সভাপর্ব্বে,—

স্বামীর কারণে বাপে গোহারী করিল।

[গোহার Vulg. guhar, s. m. Cry, call, outcry : shout &c. S. ঘোষকার Platts' H. E. Dictionary.] কাতর প্রার্থনা, অভিযোগ। **যাবোঁ**—যাইব।

৩। **ধনের কাতর**—ধনাকাঙ্ক্ষী, দারিদ্র্যক্লিষ্ট। বিজয় গুপ্তের পদ্মাপুরাণে, 'সাধু নহে ধনেতে কাতর'। **নিতি নিতি দধি বিকে** ইত্যাদি—রোজ [মথুরার হাটে] দই-দুধ বেচিতে যাই, মাশুলের প্রসঙ্গ ত ঘুণাক্ষরেও শুনি নাই। এখন জানিলাম, রাজা ফতুর! তা দান, যখন চাহিবে, তখন দেওয়া যা'বে।

৪। **পড়িহাসে**—পরিহাস করে, কৌতুক করে।

১। **যবেঁহ**—যখনই। **বদন কমল তোর** ইত্যাদি—যেই তোমার চাঁদপানা মুখখানি দেখিলাম, সেই হইতে তোমাতে আকৃষ্ট হইয়া পড়িলাম। তুল°—

আজ জাইতে পথে দেখলি রে

রূপে রহল মন লাগি। (বিদ্যাপতি)

গিধিনী—গৃধিনী।

কান—প্রা° কণ্হ'। কৃষ্ণকে। **সংপুনী**—সম্পূর্ণা। **সব কলা** ইত্যাদি—তুমি ষোল কলায় পূর্ণা অর্থাৎ পূর্ণযৌবনা।

২। **আধর বান্ধুলী** ইত্যাদি—তোমার সুরঙ্গ অধরের দ্যুতি বান্ধুলী ফুলের ন্যায় এবং পাণ্ডুবর্ণ গণ্ডস্থলের কান্তি মধুকপুষ্পের সদৃশ। পূর্ব্বে,—

কপোল যুগল তার মহুলের ফুল।

ওঠ আধর তার বন্ধুলীর তুল॥

জিণিআঁ—জয় করিয়া। **পাঁতী**—সিদ্ধ হেমচন্দ্রে পংতী ৮।১।২৫। পঙ্‌ক্তি। **কনয়া নিকষ**—কষিত কাঞ্চন। কৃ° চ°এ কণয়'। **কাঁতী**—পয়য়লচ্ছীতে কংতী'। সৌন্দর্য্য।

৩। **লোভেঁ**—লোভ হেতু। **নাভী**—নাভি। **তীন রূপ বলী**—ত্রিবলী, উদরাদির মাংস-সঙ্কোচজনিত রেখাত্রয়। **রাম কদলী**—কদলি' শব্দটা কোল (অষ্ট্রিক)-গন্ধী।

৪। **ভোলে**—প্রা° ভুল্ল'। কৃত্তিবাসী উত্তরাকাণ্ডে,—

বরের রূপ দেখিঞা মেনকা পড়িঞা গেল ভোলে।

ভ্রমে, মোহে।

১। **ফুটি**—প্রা° √ফুট্ট বিদারণে। ফাটিয়া। তুল°—'শোকে যায় প্রাণ ফুটি' (কীর্ত্তন-ঘোষা)। **মেলে**—প্রা° √মেল্ল' (মোচনে)। বিভক্ত হয়। **প্রাণ যেহ্ন ফুটি** ইত্যাদি—প্রাণ যেন ফাটিয়া যাইতেছে, হৃদয় দু-ফাঁক হইতেছে।

২। **পাথর**—প্রা° পত্থর'। **বান্ধী**—বাঁধিয়া। **পসী**—বা° √পশ্। প্রবেশ করিয়া।

৩। **গাঙ্গ**—গঙ্গা। **বারানসী**—বরণা ও নাশী (পুরাণাদিতে অসি বা অসী), এই নদীদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী ভূভাগে অবস্থিত বলিয়া পুণ্যক্ষেত্র কাশীর অপর নাম বারাণসী। **সরূপৈঁসি**—স্বরূপতঃ। **তীথ**—প্রা° তিত্থ'। তীর্থ। **তোহ্মে গাঙ্গ বারানসী** ইত্যাদি—তুমি আমার গঙ্গা, তুমি আমার কাশী; সকল তীর্থ এবং তৎসেবনজনিত পরম পদও তুমি (অর্থাৎ তুমিই আমার একমাত্র উপাস্য ও প্রার্থনীয়। বলিতে কি, তোমাকেই জীবনের সারসর্ব্বস্ব করিয়াছি)।

৪। **বাসসি**—চর্য্যাপদে। বাস', বোধ কর। **মা**

বাসসি লাজ—'লাজ বাসিস্ না' বাঁকুড়া-বীরভূমির প্রাদেশিক। **মাউলানী**—প্রা° মাউলাণী'। মাতুলানী।

৫। **পাত**—স্থাপন কর।

৬। **পইসে**—প্রা° পইসই' (প্রবিশতি)। **চোর**—মৃ° ক°এ। **পাটাবুক**—নির্ভীক।

৭। **বুলিলি**—বলিলে।

৮। **হাঁকল·বিকল**—মাধব কন্দলিকৃত অযোধ্যা-কাণ্ডে,—

বেঢ়িয়া কান্দিল সৱে হাকলে বিকলে॥
দীর্ঘ বারে কান্দিলন্ত হাকলে বিকলে॥

আকুল, ব্যাকুল, অধৈর্য্য। **জরুআ**—[জর-উআ] জরে গ্রস্ত বা জীর্ণ (ব্যক্তি)। **রুচক**—তীব্র। রোচক অর্থও হইতে পারে। **বিরহে পুড়িআঁ কাহ্নু** ইত্যাদি—(কবির উক্তি) জররোগগ্রস্ত ব্যক্তি তীব্র অম্ল দেখিয়া যেরূপ লোলুপ হয়, বিরহ-কাতর শ্রীকৃষ্ণও সেইরূপ অশান্ত হইয়া পড়িয়াছেন। বিরহ' শব্দে পূর্ব্বসম্বন্ধ সূচিত হইতেছে।

১। **মেদনি**—মেদিনী। **যোড়িলো**—জুতিলাম, যোজিত করিলাম। **হাল**—হল' শব্দ তৎসম। **কৈলোঁ**—অদ্বৈত-প্রকাশে,—

সেই লোভে মুঞি কৈলোঁ হরিপদাশ্রয়॥

করিলাম। **ব্রহ্মার দণ্ড**—ব্রহ্মাকরধৃত দণ্ড, কমণ্ডলুর দণ্ড। **যোঁআলে**—'জমালেতি খ্যাতে যুগঃ।' টীকাসর্ব্বস্ব; এ' বিভক্তি-চিহ্ন। **গোআলী**—গো, পশু এবং আলী (আলি), শ্রেণী। **বান্ধিলোঁ**—বাঁধিলাম। **মোথড়া**—জোআলের গুঁজি কাঠ, কীলক। [Prk. মুখডঅ; S. মুস্তরক; cf. মুস্ত; H. মোথরা or মুথরা, Platts' H. E. Dictionary.] **গোবালী**—গ্রাম্য বালিকা, অবোধ বালিকা; গোমূর্খ', গোবেচারী' শব্দ তুল°। গোপী। ধন-পালকৃত প্রাকৃত-লক্ষ্মীতে গোবালা' (গোপাল)। **মেদনি যোড়িলোঁ হালে** ইত্যাদি—হে মুগ্ধে, আমি পৃথিবীতে হল যোজিত করিলাম। ব্রহ্মার দণ্ড যুগস্বরূপ হইল, সর্পরাজ বাসুকি পশুবন্ধনরজ্জু হইল এবং পর্ব্বত (মন্দর?) যুগ-শলাকার স্থানীয় হইল। উক্তিটি বক্তার অদ্ভুত কৃতিত্বের পরিচায়ক।

কাহ্নু মাহাদাণী ইত্যাদি—হে বালে, কানাই মহাদানিরূপে তোমার অপেক্ষা করিতেছে।

২। **বংশ**—বাঁশী, বংশী শব্দের টীকা দ্রষ্টব্য। **বাজাওঁ**—বাজাই, বাদিত করি। **বৃন্দাবন মোর থানে** ইত্যাদি—বৃন্দাবন আমার লীলাক্ষেত্র। বাঁশীতে আমি গান করি। আমায় অপর কেহ ভাবিও না, আমি অসুরদলনকারী শ্রীকৃষ্ণ।

পৃ.° ২০

৩। **গঢ়**—'গঢ়ো দুগ্গে' (গঢ়ো দুর্গম্)—দেশীনাম-মালা। গড়, দুর্গ। **মেঢ়ে**—সীতারামের ধর্ম্মমঙ্গলে,—

কামাখ্যার মেড় গিয়া পাইল ঈশানে।
দেখিল দেবীর মেড় যোজন প্রমাণ।

মণ্ডপ বা পীঠ। সাধারণতঃ প্রতিমাপঞ্জর। **সুমেরু আহ্মাক গঢ়ে** ইত্যাদি—সুমেরু পর্ব্বত আমার দুর্গ এবং উহার শৃঙ্গে আমার পীঠ অবস্থিত। **হেলেঁ**—অনায়াসে। **কালী**—কালিয় নাগ।

৪। **গোকুলে গোআরী**—বিমুগ্ধা গোকুলবাসিনী।

১। **ঠাই**—প্রা° পৈ°এ ঠাঁই' ১।১৩৩। স্থানে। **বাঢ়িলাহোঁ**—বাড়িলাম, বর্দ্ধিত হইলাম। **এক ঠাই বাঢ়িলাহোঁ** ইত্যাদি—নন্দের ঘরে একত্র লালিত পালিত হইলাম। দুর্বৃত্ত কানাই এখন বলপ্রকাশ করিতেছে। তুল°—

একহি নগর বস মাধব হে
জনু কর বটবারী॥ (বিদ্যাপতিতে)

দিঠিত—প্রা° দিট্‌ঠি'; ত' বিভক্তি-চিহ্ন। চোখে, দৃষ্টিতে। **বাঘত**—প্রা° বগ্‌ঘ'; ত' ষষ্ঠীর অর্থে প্রযুক্ত। মাধব কন্দলিকৃত লঙ্কাকাণ্ডে,—

আজিসে সীতাত আমি এরিলোঁ প্রত্যাশা।

বাঘের। **দিঠিত পড়িলে** ইত্যাদি—চোখোচোখি হ'লে বাঘ হেন হিংস্র জন্তুর(ও) লজ্জা হয়—সম্মুখস্থ শিকার আক্রমণে ইতস্তত করে। তুল°—'বাঘউ সনমুখ গয়ে ন থাঙ্গ'। **সোদর**—'সোদরো সহজো(প্যথ)'—অভি° প্রদী°। আপন, সাক্ষাৎ। তুল°—'কি করে সোদর পরে'।

মাউলানীত—ত' পঞ্চমীর অর্থে প্রযুক্ত। তুল°—'বল বীর্য্যে ধৈর্য্যে ধিক দেবতাত করি', 'ঘোর তপ আচরি

ব্রহ্মাত নৈব বয়' (মা° দে°, আদি°)। **সাধ**—সংগ্রহ কর।

২। **জীবার**—বাঁচিবার, জীবন ধারণের। **বাছিআঁ**—বা° √বাছ' নির্ব্বাচনে। **জীবার উপায় নাহিঁ** ইত্যাদি—ওহে মহাদানী, শুল্ক সংগ্রহ ব্যতীত তোমার জীবন ধারণের অন্য উপায় নাই বলিতেছ এবং (আর কাহাকেও না পাইয়া) সাক্ষাৎ মামীর নিকট কর গ্রহণ করিতে উদ্যত হইয়াছ,—বলিহারি ব্যবস্থা !

পোঅর—শিশুর। **টলে**—বিচলিত হয়। **বেঢ়িলের**—বেষ্টিত করিল। **আলপ কালে**—অল্প বয়সে। **পোঅর মুখে পরবত** ইত্যাদি—বালকের ফুৎকারে পাহাড় উড়িয়া যাইতেছে [দেখিতেছি,] অল্পবয়সে তোমায় গুরুতর বা গুরু জনের অভিশাপ বেষ্টিত করিল—অর্থাৎ বালকের এতটা বাক্‌চাতুরী আর সহা যায় না, এর পর তোমায় মর্ম্মান্তিক শাপ দিব।

৩। **দান ঘাট**—যে স্থানে আমদানী রপ্তানী দ্রব্যের পরিমাণ করিয়া মাশুল গ্রহণ করা হয়। **ভাজাওঁ**—ভাঙ্গি, ভগ্ন করি। **বারেঁ বারেঁ কাহ্ন** ইত্যাদি—পুনঃ পুন এই পথ দিয়া দধি বিক্রয় করিতে যাইতেছি। তোমার দান-ঘাটের উচিত ব্যবস্থা ত কখন উল্লঙ্ঘন করি নাই। **দিবোঁর**—দিব।

১। **ঘোসসি**—ঘোষণা করিতেছ, পরিচয় দিতেছ'। **মামা**—দে° প্রা°। **তোহ্মার সম্বন্ধ** ইত্যাদি—তোমার সহিত আমার অতি দূর সম্পর্ক, নাই বলিলেই হয়। অথবা তোমার সহিত আমার সম্বন্ধ একটা কথার মধ্যেই নয়। **নহসি**—হইস্ না, নও। **শালী**—প্রা° সালিআ' (শ্যালিকা)। **রঙ্গে**—কৌতুক করিয়া।

২। **তুণ্ডে**—মুখে। **পড়ু**—পড়ুক। **মাউলানী মাউলানী বোলসি** ইত্যাদি—বার বার মামী সম্বন্ধের উল্লেখ করিতেছ, [অধঃপাতে যাও] আমার যত কিছু মহাপাতক, তোমার হউক। **ভাঁগিব**—ভগ্ন করিবে।

৩। **উপেখসি**—উপেক্ষা করিতেছ, অগ্রাহ্য করিতেছ। **মুখ তুলী চাহা** ইত্যাদি—মুখ তুলিয়া আমার দিকে তাকাও অথবা আমায় কৃপাকটাক্ষ কর, আমার দুঃখ দূর হউক। **চাপ**—পীড়ন কর। **পালাউ**—পলায়ন করুক।

৪। **জাণাইলে**—জানাইল, অবগত করিল। **খাউ**—প্রা°। খাউক। **কন্ধ**—প্রা° কংধ' (স্কন্ধ)। মস্তক। **সম্বোধ**—সম্ভাষণ কর।

কৃষ্ণস্য বচনং শ্রুত্বা ইত্যাদি—শ্রীকৃষ্ণের বাক্য শ্রবণ করিয়া ভয়ভরাতুরা রাধা জরতীকে কিছু এবং উদ্দেশ্যে শ্রীকৃষ্ণকে কিছু বলিলেন।

১। **মাউলানীর যৌবনে** ইত্যাদি—মামীর রূপ-যৌবনে কানাইর মন গেল অর্থাৎ আমাতে আসক্ত হইল। **লজ্জা দৃষ্টি হরিল**—চক্ষুলজ্জা সঙ্কুচিত করিল; তুল°—'লাজের মাথা খাইল'।

কিনা—কেমন বা কোন্। (না' প্রশ্নে)। **বিধি**—বিধ বা বিধাতা। **আগ**—দে° প্রা°। ওগো। **কিনা বিধি আগ** ইত্যাদি—ওগো বড়াই, আমার কপালে কেমন বিধ (লেখাই) লিখিল ! অথবা কোন্ বিধাতা আমার অদৃষ্ট-লিপি লিখিল ?

২। **শয়াণে**—শয়নে, শয্যায়। **ভাগিনা সদৃশ** ইত্যাদি—(তাৎপর্য্য) শয্যায় ভাগিনা অতিশয় বাধে। **কুঞ্জময়াণে**—মদন-কুঞ্জে, রতি-বিলাসে। 'অলপে অলপে করহ নিধুবন' বাক্যে নি ধু ব ন শব্দ তুল°। ময়াণ—প্রা° মঅণ'।

৩। **বুলুক**—বলুক। **মণ**—প্রা°। মন। **দানের আন্তরে কাহ্নাঞিঁ** ইত্যাদি—কানাই মাশুলের জন্য যাহা বলিবার (স্বচ্ছন্দে) বলুক। আর দান লওয়া যদি অভিপ্রেত না হয়, তবে এ প্রযত্ন কেন ?

পৃ.° ২১

তিখবাণী—খর বাক্য, মর্ম্মান্তিক কথা।

তিখ—প্রা° তিক্‌খ (তীক্ষ্ণ)। **বিগুতিলে**—উৎপীড়িত করিল।

৪। **মোকে**—আমার পক্ষে। **লাগি**—নিমিত্তার্থক অব্যয়। লাগিয়া' এই অসমাপিকা ক্রিয়া ক্রমশঃ বিভক্তি-বাচক অব্যয়ে পরিণত হইয়াছে। ইহার পূর্ব্বে ষষ্ঠ্যন্ত পদের ব্যবহার হয়। বা° √ লাগ'; বিশেষ্য, লাগ', নাগাল' বা লাগাল'।

১। **আক্ষেত**—ত' প্রথমার অর্থে প্রযুক্ত। রাজেন্দ্র দাসকৃত আদিপর্ব্বে,—

মুঞি যত কৈলুম পাপ বিশ্বামিত্র হেন বাপ
মেনকাত ধরেছিল উদরে।
(শকুন্তলার উপাখ্যান)

বিজয় গুপ্তের পদ্মাপুরাণে,—

মূর্খেতে রচিল গীত না জানে মাহাত্ম্য।

রামেশ্বর-রচিত শিবায়নে,—

হাঁটু পাড়ি ঈশানেতে আরম্ভে নিড়ান॥

আক্ষেত' পদের এই ত' অবধারণেও হইতে পারে। **রাঅ**—প্রা° রাঅ' (রাজন্)। **বারেঁ বারেঁ রাধা** ইত্যাদি—রাধা, তুমি পুনঃ পুন বলিতেছ, 'আমি তোমার মামী'। আমার [পরম] শত্রু রাজা কংস, তুমি আমার সহিত সম্বন্ধযুক্ত শুনিয়া, তোমায় বিনষ্ট করিবে। **বুলিএ**—বলা হয় বা বলে'। **সিআনী**—বিদ্যাপতিতে,—

তুহু এক যোগ ইহকে কহ সয়ানি।

চতুরা।

ভিড়ি— √বেঢ়্' বেষ্টনে>ভেড়্,>ভিড়্। জড়াইয়া, বেষ্টন করিয়া।

২। **ভইল**—চর্য্যাপদ প্রভৃতিতে। হইল। **পড়িহাসে**—গা° সংতে পড়িহাসই (প্রতিভাসতে)। কৃত্তিবাসী উত্তরাকাণ্ডে,—

যতেক বলিল তিঁহ আমার গোচরে।
মনে পরিহাসে জদি করহ সাদরে॥

প্রতিভাসিত হয়, উদিত হয়। **নাগর**—বিদ্যাপতি নাগর শব্দের নিম্নলিখিতরূপ সংজ্ঞা করিয়াছেন,—

গামক বসলে বোলিঅ গমার।
নগরহু নাগর বোলিঅ সঁসার॥

বিদগ্ধ। **জীউক**—বাঁচুক। **তাক দেখি উনমত** ইত্যাদি—তা' দেখিয়া পাগল হইলাম, আর কিছুতেই মন নাই। [একবারটি] বল, বিদগ্ধ কানাই তাহা স্পর্শ করিয়া প্রাণে বাঁচুক।

৩। **পাতসি**—পাতাইতেছ, স্থাপিত করিতেছ। **সে**—প্রা° ও সং হি'র সমান। **হারায়িল**—হারায় বা হারাই। **মন থার করি** ইত্যাদি—মন স্থির করিয়া আমার কথা শুন, লজ্জাতেই সব কাজ মাটি হয়। **শাঁচে**—ভরি° সংচই (সঞ্চিনোতি)। সঞ্চয় করিয়া রাখে। **পরিহরি**—প্রা° পৈ°এ পরিহরি', পরিহরিঅ' (পরিহৃত্য)। পরিত্যাগ করিয়া। **আপণা**—চর্য্যাপদে অপনা'। আপনাকে। **বঞ্চে**—বঞ্চনা করে, প্রতারিত করে। **আনেক সময় যৌবন** ইত্যাদি—অনেক সময় দেখা যায়, যে স্ত্রীলোক আপনার শরীরমধ্যে যৌবন সঞ্চিত করিয়া রাখে (অর্থাৎ সময়োচিত সদ্ব্যবহার না করে), সেই অতি অল্পবুদ্ধি ভোগ-সুখ পরিত্যাগ করিয়া স্বয়ংই আপনাকে প্রতারিত করে। তুল°,—

ধন আছইতে জে নহি ভোগএ
তা মনে হো পচতাব।
জউবন জীবন বড় নিরাপন
গেলে পলটিন আব॥
বিদ্যা°, পৃ° ৩৮৭

৪। **সে**—অবধারণে; তুল° 'রক্ষিণি করহ রক্ষা তবে সে উদ্ধার' (চণ্ডিকাবিজয়)। **ভালী**—স্ত্রীলিঙ্গে ঈ' প্রত্যয়। উত্তমা। **যাহার যৌবন নর** ইত্যাদি—যে স্ত্রীর যৌবন পুরুষে উপভোগ করে, সেই রসিকা রমণীই উত্তমা। ফুটন্ত মল্লিকা ফুল ভ্রমর-সমাগমে যেমন শোভা ধারণ করে, পুরুষসঙ্গতা নারী তেমনই এক প্রকার সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি করে। **নিরাসে**—নিরাশ।

১। **মান**—মান্য কর, গ্রাহ্য কর। **মোত**—ত' দ্বিতীয়ার অর্থে প্রযুক্ত। সঞ্জয়কৃত মহাভারতে,—

যে আজি অর্জ্জুনে দেখাইয়া দিব মোত॥

মাধবদেবকৃত আদিকাণ্ডে,—

শীঘ্র বেগে গৈয়া সুমিত্রাত জ্ঞান দিলা।

শঙ্করদেবকৃত উত্তরাকাণ্ডে,—

শুনি রঘুপতি পাছে ব্রহ্মাত বদতি।

আমায়। **তোর বোল মোত**—তোমার আমায় শালী বলা শোভা পায় না অর্থাৎ যুক্ত হয় না।

তভোহোঁ—কবীন্দ্র পরমেশ্বরকৃত ভীষ্মপর্ব্বে,—

তবেহো জিনিতে নারে পাণ্ডুর নন্দন॥

তথাপি। **যদি গাঙ্গ উজান** ইত্যাদি—গঙ্গা যদি উর্দ্ধগামিনী হন, তথাপি তোমার কথা হইবে না,—কিছুতেই তোমার প্রস্তাবে সম্মত হইতে পারি না।

২। **তাহাকো**—দ্বিতীয়ার্থে প্রযুক্ত এই কো' প্রত্যয় হিন্দীর অনুরূপ। মাধবদেবকৃত আদিকাণ্ডে,—

পূর্ণচন্দ্রমাকো জিনি বদনর কান্তি।

আছিদর—স° ছিত্বর', ছিত্বর'। ধূর্ত্ত, শঠ। **জাহ**—প্রা°। যাও।

৩। **যাক**—যাহাকে। **উপভোগে**—ক্রিয়াপদ। **রস**—মনঃপ্রীতিবিশেষ। **পরার**—পরের। **রস নাহিঁ পরার** ইত্যাদি—পর-পুরুষে সুখ নাই, যাহার উপভোগ দ্বারা কুলকে নষ্ট করে [মাত্র]।

৪। **পাপত**—ত' পঞ্চমীর অর্থে প্রযুক্ত। মাধবদেবকৃত আদিকাণ্ডে,—

বল বীর্য্যে ধৈর্য্য ধিক দেবতাত করি॥

ঘোর তপ আচরি ব্রহ্মাত লৈব বর।

কৃত্তিবাসী আদিকাণ্ডে,—

রাজাতে বিদায় মাগে ভরত কুমার। (পুথি)

পাপ হইতে।

পৃ.° ২২

সতীত্বং তব বিজ্ঞাতম্ ইত্যাদি—রাধিকে, তোমার সতীপনা জানা গিয়াছে, এখন আমার [প্রাপ্য] শুল্ক গণনায় মনোনিবেশ কর।

২। **আহুঠ**—অর্দ্ধ-মাগধী অদ্ধুট্‌ঠ', প্রা° অড্‌ঢুট্‌ঠ' (অর্দ্ধ-চতুর্থ); মৈ° অহুঠ' (বর্ণরত্নাকর), হি° হৌঁঠা, পঞ্জাবী উঠা', রাজস্থানী উঠ', ম° ঔঠা'। গুণরাজ খানের শ্রীকৃষ্ণবিজয়ে,—

আউট হাত প্রমাণ আমার কলেবরে॥

জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গলে,—

আউট হাত ঘরখানি তাহে দশ দ্বার।

মাধব কন্দলীকৃত সুন্দরাকাণ্ডে,—

আউঠ হাথের কেশ এক গোটা বেণী।

৩। **এহাত**—ইহাতে। **লক্কক**—এক লক্ষ, লক্ষৈক।

৪। **চামর জিণিআঁ** ইত্যাদি—তুল° চামরক জিনিয়া প্রকাশৈ কেশচয়' (মা° ক°, অরণ্য°)।

৫। **সিসের**—সিঁথার, শীর্ষের।

৬। **নির্ম্মল শশি** ইত্যাদি—তুল° 'সরদ সসধর সরিস সুন্দর বদন' (বিদ্যাপতি)। **লেখোঁ**—লেখি, গণনা করি।

৭। **নীল উতপল তোর নয়নে**—জয়দেবে,—

নীলনলিনাভমপি তন্বি তব লোচনং
ধারয়তি কোকনদরূপম্।

পাঞ্চ—চর্য্যাপদে ও বর্ণরত্নাকরে; দীপিকা-ছন্দে,—

পাঞ্চ তত্ত্ব পাঞ্চ রস পাঞ্চ গুণ সার॥

পাঁচ।

৮। **তোহোর**—চর্য্যাপদ প্রভৃতিতে। তোর' শব্দের টীকা দ্রষ্টব্য।

৯। **সাত**—প্রা° সত্ত'।

১০। **শোহে**—প্রা° পৈ°এ সোহে' (শোভন্তে)। **আঠ**—প্রা° অট্‌ঠ'। অষ্ট। **এহার দান** ইত্যাদি—ইহার দান আট লাখেরও বেশী।

১৪। **জিণে**—প্রা° জিনই' (জয়তি)। জয় করে। **বার**—প্রা° বারহ'। দ্বাদশ।

১৫। **তের**—প্রা° তেরহ'। ত্রয়োদশ। **ধনে**—মুদ্রা বা তৎস্থানীয় বস্তু।

১৬। **ত্রিবলি মাঝা**—ত্রিবলিযুক্ত মধ্যদেশ। নাভির উপরিস্থ রেখাত্রয়কে ত্রিবলী বলে। **চৌদ্দ**—প্রা° চউদ্দহ', চোদ্দহ'। চতুর্দ্দশ।

১৯। **পাট**—প্রা° পট্ট। পীঠ। **চৌষাঠ**—প্রা° চউসট্‌ঠি'। চৌষট্টি, চতুঃষষ্টি।

২১। **আনন্ত**—খুব সম্ভব, কবির প্রকৃত নাম অনন্ত' এবং ডাক-নাম চণ্ডীদাস'।

১। **ঘাট**—মাশুল গ্রহণের স্থান। **আগোলসি**—বা° √ আগল'। স° অর্গল' (?)। আগ্‌লাইতেছ, অবরোধ করিতেছ। **খড়ি পাড়**—অঙ্কপাত করিতেছ, হিসাব করিতেছ। **কপট নাট**—দানকেলি-কৌমুদীর টীকায় কৌটিল্যনাট্যম্', চৈতন্য-ভাগবতাদিতে কুটিনাটী'। চাতুর্য্য। নাট—প্রা° নট্ট' (নাট্য)। চণ্ডীদাসের প্রচলিত পদে, 'সব নাটের গুরু কালা'। রঙ্গ। **টাটে**—দুঃখে, কষ্টে। **মিছা খড়ি পাড়** ইত্যাদি—কানাই, বৃথা চাতুর্য্য-জাল বিস্তার করিয়া দানের গণনা করিতেছ। কংস এ কথা শুনিলে সঙ্কটে পড়িবে।

ঝগড়্—দেশী প্রা° ; অস° জগর'। অপরাধ, ত্রুটি। **পুথী**—সহচর শব্দ। পুথী—প্রা° পোত্থী'; পারসিক পোস্ত্' (চর্ম)। **চিরিবোঁ**—দ্বিখণ্ডিত করিব।

২। **রাখোয়াল কাহ্নাঞিঁ** ইত্যাদি—কানাই, তুমি রাখাল, এরূপ বলা তোমাকেই শোভা পায়। (তাৎপর্য্য) এরূপ অশিষ্ট ও অসঙ্গত কথা বলা তোমার ব্যবসায়ের উপযুক্ত বটে। রাখোয়াল—বিদ্যাপতিতে রখবার'। **পাইএ**—পাই।

চরিতেঁ—আচরণে। **তো**—চর্য্যাপদে। তুমি। **নাসিলি**—নাশ করিলে। **এ সব চরিতেঁ** ইত্যাদি—এই সকল আচরণে তুমি ইহ-পরকাল নষ্ট করিলে। **মুগধেঁ**—মূঢ়। **কৈলে**—করিলেক, করিল।

৩। **মিছে**—চর্য্যাপদে মিছেঁ'। **চক্র**—কপট যুক্তি। **বাখান**—প্রা° বক্খাণ'। ব্যাখ্যান। **মিছে কেহ্নে চক্র** ইত্যাদি—কানাই, বৃথা কেন কপট যুক্তি প্রদর্শন করিতেছ? **কথাঁহো**—হি° কতহু। কোথাও, কুত্রাপি। **শুণী**—শ্রবণ করি। **বসে**—ধার্য্য বা নিরূপিত হয়। **সি**—বাক্যালঙ্কারে। সে।

৪। **জাণী**—প্রা° জাণিঅই' (জ্ঞায়তে)। **চিহ্ন**—চেন, জান।

পৃ.° ২৩

১। **খঞ্জন জিণিআঁ** ইত্যাদি—খঞ্জনের গতিকে নিন্দা করে। প্রাচীন পদে,—

অঞ্জনযুত নয়নকঞ্জ
খঞ্জগতি হারি……
খঞ্জনগতি গরব ভঞ্জ
অঞ্জনযুত নয়নকঞ্জ…

রাগ—(রক্ত) বর্ণ।

তোহ্মাতে—তোমাতে।

২। **তথিত**—ত' ষষ্ঠীর অর্থে প্রযুক্ত। তাহার। তুল° 'নাভি-সরোবর তথির উপর তনুরুহাঙ্কুর দাম' (কবিকঙ্কণ); 'ত্রিনয়ন হল শিব তথির কারণে' (মাণিকের ধ° ম°)। **হার মঞ্জরী**—মুক্তারচিত হার, অথবা হারযষ্টি। হার' শব্দ সংস্কৃত-সম।

৩। **গোবিন্দ**—কেহ কেহ বলেন, শ্রীকৃষ্ণের নামবাচক গোবিন্দ' শব্দটি গোপেন্দ্র শব্দের অপভ্রংশ ব্যতীত আর কিছুই নহে। **চখুতে**—প্রা° চক্খু'; কামতা-বিহারী ভাষায় চখ্'; তে বিভক্তি-চিহ্ন। **নাইসে**—আসে না। **ঘুচাআঁ**—বা° √ঘুচ্ দূরীকরণে; অস° √গুচ্। সরাইয়া, অপসারিত করিয়া। **কোল**—প্রা°। আলিঙ্গন। **লাগু**—লাগুক। **হিলোল**—হিল্লোল, তরঙ্গ।

৪। **পাইএ**—প্রা° পাবিঅই' (প্রাপ্যতে)। পাওয়া যায়। **যোগ**—যোগে, মিলনে। **জাইএ**—যাওয়া যায়।

১। **মুদিত**—মুদ্রিত, মোহরাঙ্কিত। **প্রথম যৌবন মোর** ইত্যাদি—আমার নব যৌবন এবং তাহা মোহরাঙ্কিত (অর্থাৎ বন্ধ ভাণ্ডারসদৃশ; তাহা হইতে ব্যয় হওয়া সোজা নয়)। তুল° 'মোহরে মুদল অছ মদন ভঁডারি' (বিদ্যাপতি)। **নে**—লও। **বেরি এক**—একবার, বারেক। **দে**—অপ° প্রা°। দাও। **সুরতি**—কামকেলি। **ধারো**—ধারি, ঋণী হই। **লইবেঁ**—লইবে।

২। **ফুরে**—প্রা° ফুরই' (স্ফুরতি)। স্ফুরিত হয়, উদয় হয়। **মরী**—মরে। **গোহারী**—পূর্ব্বে গোআরী'। কাতর প্রার্থনা, অভিযোগ।

৩। **পথত**—পথে।

১। **বিকচ**—বিকসিত। **যুতী**—'কন্তি সোভা জুতি ছবি' অভিধানপ্পদীপিকা। শূন্যপুরাণে,—

আন্দ সংখ জলার জুতি।

মাধবাচার্য্যের শ্রীকৃষ্ণমঙ্গলে,—

কর্ণে হীরাধর কড়ি অপরূপ জুতি।

বৃন্দাবনদাসের আনন্দ-লহরীতে,—

অঞ্জন বসন জুতি কিছু শ্বেত সাজে। (পুথি)

কবিকঙ্কণে,—

হেম জিনি দেহজুতি……

জ্যোতিঃ, দ্যুতি। **লোটাইল**—ক্রিয়াবিশেষণ। লুণ্ঠিত, অশ্রুলিপ্ত। **গজমুতী**—গজকুম্ভজাত মোতি। আট প্রকার মুক্তার মধ্যে গজমুক্তাই উৎকৃষ্ট। **মুতি**—প্রা°

মোত্তা,' মোত্তী' (প্রাকৃত-সর্ব্বস্ব)। **মাণিক জিণিআঁ তোর** ইত্যাদি—বিদ্যাপতিতে,—

ফুললি মধুরি ফুল সিন্দুর লোটাএল
পাঁতি বইসলি গজমোতি রে ॥
অধরক সীম দসন কর জোতি।
সিদুরক সীম বেসাউলি মোতি ॥

২। **তথি**—তাহাতে; তত্র। **সোআথ**—বিদ্যাপতিতে,—

রহিতে সোয়াথ নাহি নৌতুন লেহ।
(কাব্যবিশারদকৃত সংস্করণ)

কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণীতে,—

সুখ হেতু বেয়াকুল না পায় সোয়াস্ত ॥

স্বস্তি, শান্তি। কেহ কেহ স্বাস্থ্য' অর্থ করেন। **তা দেখিআঁ সব** ইত্যাদি—তাহা দেখিয়া সর্ব্বক্ষণ অস্বস্তিতে আছি।

৪। **কনক নিকস সম** ইত্যাদি—তোমার দেহের লাবণ্য-জ্যোতি কষিত কাঞ্চনের ন্যায়। তুল°—'কনয়া নিকষ তোর দেহের কাঁতী' (পৃ° ১৯)। **ভোল গেল**—মুগ্ধ হইল, মোহ প্রাপ্ত হইল। **নান্দোবালা**—নন্দসুত, শ্রীকৃষ্ণ। **সাধিএ**—তৎসম √সাধ্ কর্ম্মবাচ্যে। সাধা হয়।

১। **জাইএ**—যাই, যাইতেছি। **বাটোআড়**—প্রা° বট্ট-বাড়ণ' (বর্ত্মপাতন)। পথদস্যু।

পৃ.° ২৪

কথাহো—কথাও।

২। **নহ**—হইও না। **বিকল**—বিহ্বল, বিবশ। **থাক**—বা° √থাক্ (প্রা° থক্ক)।

৪। **তিল এক মোর** ইত্যাদি—তিলেকের তরেও রতি-বিলাসের ভাব আমার মনে উদয় হয় না। অথবা রতি-কেলিতে আমার একটু'মাত্র মন নাই।

১। **সহজেঁ**—স্বভাবতঃ। **আড়**—অন্তরাল। **পগুআ**—মূর্খ। **আছ**—বা° √আছ্ (অস্)। আছুক, থাকুক। **ভোলা**—ভ্রান্ত, বিচলিত।

পথে বিরোধে—পথ অবরোধ করিতেছে। **খঙ্গ**—মাধবদেবকৃত আদিকাণ্ডে,—

ভৃগুপতি রামে পাচে শুনি ধনুভঙ্গ।
পন্থ নিষেধিবা আসি করি মহা খঙ্গ ॥
সবংশে নশিবে পুনু মোর ভৈলে খঙ্গ ॥

অস° হেমকোষে খং'। ব্রহ্মপুত্রের উপত্যকাপ্রদেশে খং', খঙ্' শব্দ প্রচলিত। কোপ, ক্রোধ।

২। **উইল**—পূর্ব্বে উইল'। উদিত হইল। **সুরুজ**—সূর্য্য।

৩। **আদভুত**—অদ্ভুত। **সুর**—প্রা° সূর'। সূর্য্য। **পএর**—প্রা° পঅ'; এর' বিভক্তি-চিহ্ন। **করে চুরে**—চূর্ণ করে অর্থাৎ এখনই চূর্ণ করিবে।

৪। **সি**—(সে), অবধারণে। **গিএ**—পদ্মাবতিতে গিঅ, গিয়া। গলায়, গ্রীবাতে।

১। **লুনীর**—প্রা° লোণী', লোণীঅ; ম° লোণী'; র' বিভক্তিচিহ্ন। চৈতন্যভাগবতে,—

লুনীর পুতলি যেন মিলায় শরীরে ॥ (মধ্য°, ৩য় অ°)

নুনীর পাঠও দৃষ্ট হয়। ননীর, নবনীর। **রৌদে**—রৌদ্রে, সূর্য্যকিরণে। **দাণ্ডায়িলেঁ**—দাঁড়াইলে। **মিলাওঁ**—মিলাইয়া যাই, গলিয়া যাই। **পালিবোঁ**—পালন করিব। **মোয়ে**—বিদ্যাপতিতে মঞে', আমি। **ডরাওঁ**—মাধব কন্দলিকৃত কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে,—

তেবে কিয় আমি ইটো পক্ষীক ডড়াওঁ ॥

নরোত্তমকৃত সারসত্যকারিকাতে,—

অতি গুপ্ত কথা এই কহিতে ডরাঙ। (পুথি)

ভয় পাই, ভীত হই।

হরি হরি—হায় হায়। **নিদয়া**—প্রা° নিদ্দয়'। নির্দ্দয়। **আইলো**—বিশারদকৃত বিরাটপর্ব্বে,—

আইলো অস্ত্রগণ তোমার কিঙ্কর।
আজ্ঞা কর বিপক্ষেক করিয়ে সংহার ॥

আইলাম, আসিলাম।

২। **পিন্ধিবোঁ**—পরিধান করিব। **সিসত**—সঁথাতে, শীর্ষে।

পৃ.° ২৫

বাহের—প্রা° বাহ' ; সি° বাঁহ ; এর' বিভক্তি-চিহ্ন।

৩। **ঘরত**—ত' পঞ্চমীর অর্থে প্রযুক্ত। ঘর হইতে। **বাহির**—'বহির্ভূতে বহিরং বাহিরং' প্রা° স°। **নহোঁ** —মাধব কন্দলিকৃত কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে,—

স্ত্রীবৈরী পিতৃবৈরী সীমাবৈরী নহোঁ।

লঙ্কাকাণ্ডে,—

তুমি যেন শক্তি আমি নহোঁ হেন ঠান।

নই, হই না। **দুলালী**—প্রা° দুল্ললিঅ' (দুর্ললিত)। রামপ্রসাদের বিদ্যাসুন্দরে,—

বাপের দুলালী ছিলি তাহে তিলাঞ্জলি দিলি…

চৈতন্যমঙ্গলে 'তাহে বাপের দুলাল নহ', কেতকাকৃত মনসার ভাসানে 'তুমি দুলাল বহিনী'। আদরের পাত্রী, আদরিণী।

৪। **সাত পাঁচ সখি** ইত্যাদি—(কবির উক্তি)। সখি (বড়াই গো), ভাল মন্দ উভয়বিধ শুনিয়া, বাসলী-উপাসক এবং চণ্ডীদাস নামে পরিচিত অনন্ত বড়ু রাধার ভাষায় এই গীত গান করিল। অথবা—সখি, রাধার কথিত ভাল-মন্দ বাক্য শুনিয়া বাসলী-উপাসক ইত্যাদি।

১। **খণ্ড**—ক্রিয়াপদ।

২। **নীল কুটিল** ইত্যাদি—তুল° 'নীল কুটিল ঘন মৃদু দীর্ঘ কেশ' (পৃ° ৩)। **আদিত**—আদিত্য, সূর্য্য। **শিথে**—সিঁথায়, সীমন্তে। **প্রভাত আদিত** ইত্যাদি—চণ্ডীদাসের প্রচলিত পদে 'সিঁথায় সিন্দুর জিনিয়া অরুণ'।

৩। **ভ্রূহি কাম ধনু** ইত্যাদি—জয়দেবে 'ভ্রূপল্লবং ধনুরপাঙ্গতরঙ্গিতানি বাণাঃ'। তোমার ভ্রূপল্লবই কামের ধনু এবং (কুটিল) কটাক্ষই বাণস্বরূপ। **নালিক যন্ত্র**—নলাকার যন্ত্রবিশেষ।

১। **সব গোপ** ইত্যাদি—সমস্ত গোকুলবাসী যাহাকে সম্ভ্রম করে। **দিহলি**—দিও।

২। **বুইলে**—বলিল। **সে বচন** ইত্যাদি—সে কথা কানে শোনা যায় না। অর্থাৎ শুনিবার একান্ত অযোগ্য। **খাআঁ**—প্রা° খাইঅ' (খাদিত্বা)। **তিন লোক** ইত্যাদি—জগৎ সংসারের অহিত করিতে কানাই মহাদানী সাজিয়াছে।

৩। **বিকি জাইএ**—বেচিতে যাইতেছি। **পার**—'পারং (পরম্‌হি তীরম্‌হি)'—অভিধানপ্পদীপিকা। দূরবর্ত্তী তীর। **বেভার**—বিদ্যাপতিতে; কৃত্তিবাসে ব্যাভার', অবেভার'। ব্যবহার। **বাণিজারে**—শ্রীকৃষ্ণপ্রেম-তরঙ্গিণীতে; বিদ্যাপতিতে বনিজার'। বণিক্। **হেন হএ বড়ার** ইত্যাদি—বড়র এমনই আচরণ বটে, মামীকে পণ্যবিক্রয়িত্রী পাকড়াও করিল!

৪। **খাওঁ**—অপ° খাউঁ', প্রা° খামি' অথবা খাঅমি' (খাদামি); প্রাচ্য হিং খাব়ঁ'। মাধব কন্দলিকৃত অরণ্য-কাণ্ডে,—

মানুষী সীতাক এতিক্ষণে মারি **খাওঁ**।

খাই। **পাস**—প্রা°। পার্শ্ব। **কার পান চুন** ইত্যাদি—(তাৎপর্য্য) কাহার কাছে ক্ষুদ্র বিষয়েও ঋণী নই বা কাহারও নিকট কোন কিছুর জন্য প্রার্থীও হই নাই।

পৃ.° ২৬

১। **কৃপিণের**—

রামচরিতমানসে,—

মনহু কৃপিন ধনরাসি গবাঁই॥

বিদ্যাপতিতে,—

কৃপিন পুরুষকে কেও নহি নিক কহ
জগ ভরি কর উপহাসে।

কৃপণের। **পোটলি**—প্রা° পোট্টল'; ক্ষুদ্রার্থে ই' প্রত্যয়। গাঁঠরী। **বিলাহ**—বিতরণ কর।

২। **আম্বু**—প্রা° অম্ব'। আমগাছ। **জাম্বু**—'অলং এতেহি অম্বেহি জম্বুহি পণসেহি চ'—সুংসুমার-জাতক; 'জম্বু (ত্থি) জাম্ববং জম্বু'—অভিধানপ্পদীপিকা। জাম গাছ। **ডাল**—মাগধী ডালঅং'; প্রাকৃতলক্ষ্মীতে ডালা'; দেশী নামমালায় ডালী'; চর্য্যাপদে ডাল'। শাখা। **বিশ্বকর্ম্মে**—দেবশিল্পী। **আছু**—আছুক, থাকুক।

৩। **হেনস**—হেন-সে বা হেন-ই। **আলপাউ**—অল্পায়, অস্থায়ী। **গড়িলেঁ**—গত হইলে। **লাউ**—প্রা° অলাউ', লাউ' (অলাবু)। বস্তুতঃ অলাবু' শব্দটা কোল (অষ্ট্রিক্)-মূলক। **যৌবন গড়িলেঁ** ইত্যাদি—যৌবন চলিয়া গেলে তোমার দেহ খোলাসার হইবে। **পানি**—

প্রা° পাণিঅ' (পানীয়)। **পাণির ফোটা**—জলবিন্দুর ন্যায় (ক্ষণস্থায়ী)। **খোঁটা**—[স° কূট(ক) ; J. T. Platts.] কৃতকর্ম্মজন্য নিন্দাবাদ, অপযশ।

পরিভাবি—মাধব কন্দলিকৃত অরণ্যকাণ্ডে,—

ত্রিশিরার বোলে খর মনে পরিভাই।

পরিচিন্তন করিয়া, বিচার করিয়া।

১। **মারিহে**—মারে বা মারিবে। **রাখিব**—রক্ষা করিবে। **আবিচারে**—বিনা অনুসন্ধানে, বিনা বিতর্কে।

২। **বল করে**—বল প্রকাশ করে। **আগেঁ**—প্রা° পৈ°এ অগ্গে'।

৩। **পো**—প্রা° পোঅ'। পুত্র।

ভুজিবি—ভুঞ্জিবে, ভোগ করিবে। **লিখিত**—দণ্ডনীতি-বিহিত, নির্দ্ধারিত। **মতিমোষে মোক কর** ইত্যাদি—মতিচ্ছন্ন হেতু আমার প্রতি বল প্রয়োগ করিতেছ, এ জন্য বিহিত দণ্ড ভোগ করিবে।

৪। **পুরাণ**—সর্গ, প্রতিসর্গ, বংশ, মন্বন্তর ও বংশানুচরিত, এই পাঁচ লক্ষণযুক্ত মুনি-প্রণীত শাস্ত্রবিশেষ, যথা—"সর্গশ্চ প্রতিসর্গশ্চ বংশো মন্বন্তরাণি চ। বংশানুচরিতঞ্চৈব পুরাণং পঞ্চলক্ষণম্॥" **বেবথা**—ব্যবস্থা। **সাহ**—সাধ, সংগ্রহ কর।

১। **পরাশর**—ব্যাসদেবের পিতা এবং কলি যুগের ধর্ম্মশাস্ত্র-প্রবর্ত্তক ঋষি। **বিশাল**—বিখ্যাত। **জাণী**—জানে, অবগত আছে। **মীন**—খন্দ ও কানাড়ী।

আতত—প্রা° অতত্ত' (অতত্ব)। কল্পিত, উদ্ভাবিত। [স° আতত অর্থে বিস্তৃত, বর্দ্ধিত।] **সমত**—সম্মত, অনুমত।

২৭ **রম্ভা**—স্বর্গের নর্ত্তকী। **রমন্তি**—রমণ করেন। **শান্তন**—(শান্তনু) চন্দ্রবংশীয় নরপতি, ভীষ্মের পিতা।

৩। **বসে**—সঞ্চিত হয়।

৪। **সতীপণ**—সতীপনা, সতীর ভাব বা আচরণ।

১। **তারাক**—বৃহস্পতির ভার্য্যা তারাকে। **অন্তাপিহো**—প্রাচীন বাঙ্গালাতে অন্তাপিও', যন্থপিও' প্রভৃতি পদের প্রয়োগ দৃষ্ট হয়। আজও।

পৃ.° ২৭

পরচরে—প্রচার করে, ঘোষণা করে। **আহল্যাক**—অহল্যাকে। ইনি গৌতম ঋষির পত্নী। **সুরবরে**—ইন্দ্র। **সহস্রেক**—এক সহস্র।

বোলন্তি—শূন্যপুরাণে,—

নিরঞ্জন বোলন্ত ঝিআরি তুহ্মি থাক ঘরে।

ছুটি খানের অশ্বমেধপর্ব্বে—

মুনির বচনে রাজা পুনিহ বোলন্ত।

জগন্নাথদাসের ভাগবতে,—

কেহি বোলন্তি ভগবান।

নির্ম্মল পরমার্থ জ্ঞান॥ ১ম স্ক°, ২য় অ°।

বোলন্তি শুণ সুদর্শন।

রথতু পাণ্ডব জীবন॥ ১ম স্ক°, ৮ম অ।

বলেন, বলিতেছেন।

২। **ভাই**—প্রা° ভাআ', ভায়া'। **তিলোত্তমা**—স্বর্গ-বেশ্যা। বিধাতা, সুন্দ উপসুন্দ নামক অসুরদ্বয়ের বিনাশ-হেতু সমুদায় রত্নের তিল তিল লইয়া ইহাঁকে নির্ম্মাণ করেন বলিয়া ইহাঁর নাম তিলোত্তমা। **মরিলা**—মরিল। **সুম্ভ নিসুম্ভ**—চামুণ্ডা-যুদ্ধে রক্তবীজ নিহত হইলে, শুম্ভ ও নিশুম্ভ দৈত্য-ভ্রাতৃদ্বয় দেবীর হস্তে বিনষ্ট হয়।

৩। **চৌ**—প্রা° চউ'। চারি। **তেহোঁ**—সেও।

৪। **পরিভাউ**—ভাবিয়া দেখুক, বিচার করুক। **তেজু**—ত্যাগ করুক।

১। **বেকত**—ব্যক্ত। **বিজুলি**—প্রা° বিজ্জুলী'। **নীল জলদ সম** ইত্যাদি—[তোমার] কেশকলাপ কৃষ্ণবর্ণ মেঘসদৃশ, তাহাতে চম্পক-মালা ব্যক্ত বিদ্যুল্লতার ন্যায় শোভা পাইতেছে। কৃষ্ণ বর্ণের পর্য্যায়;—'নীল কণ্হা সিতা কালো মেচকো সাম সামলা' [অভিধান-প্রদীপিকা]।

২। **শিশত**—সিঁথাতে, শীর্ষে। **কাম সিন্দুর**—বংশীদাসের পদ্মাপুরাণে,—'কাম সিন্দুরের বিন্দু কপালে সুন্দর।' বিলাস-ভবন অর্থে কামটুঙ্গী' শব্দের প্রয়োগ

লক্ষণীয়। উদ্দীপক সিন্দুরবিন্দু। **উয়ি গেল**—উদিত হইল।

৩। **ললাটে তিলক** ইত্যাদি—বিদ্যাপতিতে 'অলকে তিলকে সসধর তুল'।

৫। **যেহেন খঞ্জন**—যেন খঞ্জন (Motacilla alba) পক্ষী। আকারগত সাদৃশ্য লক্ষণীয়।

৬। **কলা**—কান্তি।

৭। **কোক যুগলা**—চক্রবাকমিথুন।

৮। **কুহরা**—গহ্বর, কন্দর।

৯। **প্রেয়াগ**—কোন দুই নদীর সঙ্গম না হইলে প্রয়াগ হয় না। সঙ্গমস্থলে নদীর গভীরতা প্রায়শঃ অধিক হয়। প্রয়াগ-সংখ্যা পাঁচ,—এলাহাবাদের বটপ্রয়াগ এবং হিমালয় প্রদেশস্থ দেবপ্রয়াগ, রুদ্রপ্রয়াগ, কর্ণপ্রয়াগ ও নন্দ-প্রয়াগ। সর্ব্বত্রই নদীখাত গভীর। **উপামা**—উপমা।

১০। **মন্থর গমনে** ইত্যাদি—দেহযষ্টি বা মাজা ভাঙ্গিয়া পড়িবার ভয়ে ধীরে ধীরে যাইতেছে।

১১। **অমরপুরত নাহিঁ** ইত্যাদি—স্বর্গে এমন সুন্দরী নাই। বিধাতা জীবজগতে সোনার পুতলী নির্ম্মাণ করিলেন।

১২। **দেবাসুরেঁ মহোদধি** ইত্যাদি—দেবতা ও অসুরে তোমার জন্য সমুদ্র মন্থন করিল। **তোহ্মারে**—নিমিত্তার্থে চতুর্থী।

১। **কাঁচ কনয়া**—কাঁচা সোনা। **তোরে**—তোমার নিমিত্ত।

২। **সংঘাত**—সঙ্ঘাত, সমষ্টি। **কুণ্ডলে আদিত্য** ইত্যাদি—কুণ্ডলে প্রতিফলিত সূর্য্য বহুসংখ্যক সূর্য্যের ন্যায় প্রতিভাত হইতেছে। **পরিমল**—কুঙ্কুমাদি বিলেপনের বিমর্দ্দনজনিত (গাত্র)-গন্ধ; 'বিমর্দ্দোত্থে পরিমলো গন্ধে জনমনোহরে'—অমর। **রাখ**—রক্ষা। **বিষহরি**—বিষভরি, বিষে ভরা বা বিষপূর্ণ। **জাণল**—জানিলাম। **সুরজনে মোহে পুরজনে** ইত্যাদি—(তাৎপর্য্য) তোমার রূপ, চেষ্টা ও বেশভূষাদি দেবতার মোহ উৎপাদন করে, মানুষের রক্ষা কোথায়? বস্তুতই তোমার দৃষ্টি তীব্র বিষ উদ্গীরণ করে।

৩। **সুররাজ গজকুম্ভ** ইত্যাদি—স্তনদ্বয় বৃহৎ ও শ্বেতাভ। **তেলানী**—২৪ পরগণার প্রাদেশিক। 'তেলারণীতি খ্যাতায়াম্ ঋজীষদ্বয়ম্।' টী° স°। তোলো' জাতীয় ছোট হাঁড়ী। **লাবণ্য জল**—কান্তি জলের ন্যায় তরল, স্নিগ্ধ ও দীপ্তিবিশিষ্ট। ঢল ঢল রূপ। **অমুল**—অমূল্য। **বাজের**—বাজে, ধ্বনিত হয়।

পৃ.° ২৮

৪। **আয়ী**—প্রা° অজ্জিআ' (আর্য্যিকা); অস° আই', ম° আঈ'। অধ্যাপক Guneএর মতে মাতৃবাচক আঈ শব্দ দ্রাবিড়। চৈতন্যভাগবতে,—

প্রাকৃত শব্দেও যেবা বলিবেক আই।
আই শব্দ প্রভাবে তাহার দুঃখ নাই॥

বাসলী আয়ী' বহুব্রীহি সমাস; তুল° কাণেলীমাতঃ', গার্গীমাতঃ', নদী-মাতৃক' প্রভৃতি।

১। **বাখানী**—ব্যাখ্যান করে, প্রশংসা করে। **বিবুধি**—কৃত্তিবাসী উত্তরাকাণ্ডে,—

বিবুদ্ধি লাগিল ইন্দ্রে না চিনে আপনা।

দুর্বুদ্ধি।

২। **যশোদাএঁ**—এঁ' কর্তৃকারকের চিহ্ন। **মাজ**—প্রার্থনা কর। **আলাগন**—অসংলগ্ন। **হেন আলাগন** ইত্যাদি—এরূপ অসম্বদ্ধ কথা কোথায় (কোন্ রাজ্যে) শুনা যায়?

৩। **রসত**—ত' পঞ্চমীর অর্থে প্রযুক্ত। **এহা দেখি রসত** ইত্যাদি—ইহা বুঝিয়া কেলি-বিলাস হইতে মনকে তফাত কর অর্থাৎ তাহার আশা ছাড়। **সাজ**—সজ্জিত, পরিপূরিত। **রূপস শরীর মোর** ইত্যাদি—কেআ ফুল যেমন ধূলিপূর্ণ, আমার সুন্দর দেহও তেমনই রসহীন, কোন কাজের নয়।

৪। **রহাঅসি**—আটকাইতেছ, [বলপূর্ব্বক] অবস্থান করাইতেছ। **কচাল**—বিজয় গুপ্তের পদ্মপুরাণে

ভাল মত জান তোরা কোচাল করিতে॥

বৃথা বাক্‌কলহ; কচাকচী' (চুলাচুলি) শব্দ তুল°। **ঘুচাহ কচাল** ইত্যাদি—কথা কাটাকাটিতে ক্ষান্ত দাও, আমার আশা ত্যাগ কর।

১। **ইথে**—প্রা° এত্থ', ইত্থ' (অত্র)।

বিদ্যাপতিতে—

ইথে যদি কেও করএ পরচারী।

জাণে—প্রা° জাণই' (জানাতি)।

২। **পরিভাব**—পরিচিন্তন কর, ভাবিয়া দেখ।

৩। **থিতী**—প্রা° থিতি'। স্থিতি।

৪। **সেহো**—সে-ও, সে আবার। **ভুঞ্জ**—ভোগ কর। **আহ্মা সমে** ইত্যাদি—আমার সহিত বিলাস কর।

১। **নটক**—নটের বা নষ্টের আচরণ, ত্রুটি। **মাথা**—প্রা° মত্থা'। **গোচরিআঁ**—গোচর করিয়া। **জেন**—প্রা°। যেমন।

বড়ায়ি—বড়ই, অত্যন্ত। **চৌহালীনী**—আনন্দ-ময়ী, আমোদপ্রিয়া, ক্রীড়ানুরক্তা। হিং চুহলী', চুহলিয়া' শব্দ তুল°।

২। **লৈল**—লইলে। **সুবন্নের**—প্রা° সুবন্ন', সুবন্ন' (সুবর্ণ); এর' বিভক্তিচিহ্ন। **দেখিআঁ**—অপেক্ষার্থে। **ভজ্ঞিতেঁ**—ভোগ করিতে। **পাই**—পায়। **বাড়ি**—ও° বাড়' শব্দ তুল°। **খাই**—প্রা° খায়। **বান্ধিল**—বাঁধা, বন্ধন। **জাই**—প্রা°। যায়। **দেখিতেঁ সি পাইএ কাহ্নাঞিঁ** ইত্যাদি—কানাই, [আমার রূপ-যৌবন] দেখাই সার, ভোগে আসে না; লাভে হ'তে বাড়ি খাবে আর বাঁধা যাবে।

৩। **বেআজ**—ছল। বিদ্যাপতিতে,—

কহ কহ সুন্দরি না কর বেআজ।
যত বোললহ তত সকল বেআজে॥

চিনহ—চেন, অবগত হও।

বিলেশয়বিষদ্বিষদ্বিষমরাগরাগাবলী ইত্যাদি—সর্পবিষ হইতে অধিক বিষম অনুরাগ-অগ্নিতে আমার মন দগ্ধ, বিশুষ্ক; আমি তোমার বশীভূত হইলাম। হে রাধিকে, সেই হেতু আমাকে দ্রুত অধর-সুধা দান কর। হে আমার দুঃখনাশাভিলাষিণি, আশ্রিত জনের সুখেই মহতের সুখ হইয়া থাকে।

পৃ.° ২৯

১। **খাআর**—খাও। **টুটুক**—√ টুট্ (ত্রুট্) ভঙ্গে। ভাঙুক, নির্ব্বাপিত হউক। **আনল**—অনল।

৫। **কাহো**—কাহাকেও। **ডরাঅ**—ভয় করে।

৬। **ঝুনা**—প্রা° জুন্ন' (জীর্ণ); সিং ঝুনো'। পাকা, শুষ্ক। **আহ্মাকে বল কৈলেঁ** ইত্যাদি—বাঁদর যেমন পাকা ও শুক্ন নারিকেল হাতে পাইয়া কিছুই করিতে পারে না, আমার উপর বল প্রকাশ করিলে তুমি তেমনই কোন ফল পাইবে না। বড়ু ভণিতাযুক্ত একটা পদে,—

মাকড়ের হাথে নারিকল।
খাইতে সাধ ভাঙ্গিতে নাহি বল॥

(প° ক° ত°, ১৩৯৮)

মৈমনসিংহ-গীতিকায়,—

বানরের মুখে যেন ঝুনা নারিকেল।

১ম খণ্ড, ২য় সংখ্যা।

৭। **ভাঁগিবোঁ**—ভাঁগিব, ভগ্ন করিব। **ধরিবোঁ**—ধরিব। **শুধী**—শ্রীকর নন্দীকৃত অশ্বমেধপর্ব্বে,—

কথাতে যে ঘোটক আছে না জানোম শুদ্ধি॥

চৈতন্যভাগবতে,—

কোটি বৃহস্পতি জিনি অদ্বৈতের বুদ্ধি।
ভাল মতে জানে সেই চৈতন্যের শুদ্ধি॥

তত্ত্ব, শুদ্ধি।

৮। **অবুধ**—গোবিন্দদাসে,—

গুরুজন অবুধ মুগধিমতি পরিজন……

নির্ব্বোধ।

৯। **ভুজযুগে বান্ধী রাধা** ইত্যাদি—গীতগোবিন্দ, ১০ম সর্গে,—

সত্যমেবাসি যদি সুদতি ময়ি কোপিনী
দেহি খর-নয়ন-শরঘাতম্।
ঘটয় ভুজবন্ধনং জনয় রদখণ্ডনং
যেন বা ভবতি সুখজাতম্॥

১০। **নাগরালী**—রসিকতা। **নেবারহ**—নিবারণ কর।

মুধা রাধা বাধাং জরতি ইত্যাদি—জরতি, রাধা বৃথা কর্কশ কলহ করিতেছে। আমি ত ইহার রোষ-ব্যসন-রসিক, ইহার ক্রোধে আমার নূতন আর কি হইবে? এখন রসাবেশবশে রাধা যাহাতে আমাকে তাহার সুধাসারাধার স্তনকনককুম্ভের প্রণয়িরূপে গ্রহণ করে, তুমি সেইরূপ কর।

১। **শাপ**—সর্প। **নিচল**—প্রা° নিচ্চল'। নিশ্চল। **হোই**—প্রা° রূপ। ভূত্বা। **লহে**—লভে, লাভ করে। **আছু রাজপদ** ইত্যাদি—বড়াই, রাজপদের কথা দূরে থাকুক, আমার জীবন-সংশয় উপস্থিত। হাতী, ঘোড়া বা সাপের মাথায় খঞ্জন দেখিলে, দ্রষ্টার শ্রীবৃদ্ধি হয়। (বৃহৎসংহিতা, ৪৫শ অ°)।

জীউ—অপ° • জীউ'। জীবন। **মানু**—মানুক, অঙ্গীকার করুক।

২। **দ্যুতী**—দ্যুতি। **উচিত তাহাত** ইত্যাদি—তাহাতে সুবর্ণ-মেখলা শব্দায়মান হইয়া মরাল-ধ্বনির অনুকরণ করিলে এখন মানায় ভাল। **রএ**—রব করে।

৩। **আড়ন**—ঢাল, ফলক। **রোমাবলী**—স্ত্রীলোকের নাভির উপরিস্থ সূক্ষ্ম রেখাকার রোমাবলী। **কিরিপানে**—কৃপাণ। **হাণী**—হানিয়া, প্রহার করিয়া। **জলে**—জলই' (জলতি)। জলিতেছে।

কৃষ্ণস্য বচনং ইত্যাদি—বৃন্দার মুখে শ্রীকৃষ্ণের উক্তি শুনিয়া, তাহাকে এই কথা বলিলেন।

পৃ.° ৩০

১। **কাম্পএ**—প্রা° কম্পই' (কম্পতি)। সঞ্জয়কৃত মহাভারতে,—

তাহা দেখি কম্পএ যে বীর বৃকোদর।

তোম্মাখো—তোমায়।

২। **হেনসি**—হেন-ই, এই প্রকার-ই। **তাহাত উচিত** ইত্যাদি—তাহাতে এইরূপই ব্যবহার উপযুক্ত বটে।

৩। **তোম্মাত**—তোমার। **পতিআস**—প্রত্যাশা।

৪। **এভোঁহো**—এখনও। **দুহেঁ**—দুই জনে। **থাকি**—থাকে বা থাকিল।

ইত্যুক্ত্বা রাধিকা ইত্যাদি—এই বলিয়া রাধা মৌনভাবে অবনতবদনে বৃন্দার সহিত অনেক ক্ষণ একান্তে বসিয়া রহিলেন। পরে কামক্লিষ্ট শ্রীকৃষ্ণ, রাধিকা মৌনব্রতই অঙ্গীকার করিয়াছেন দেখিয়া (মৌনভাব সম্মতির লক্ষণ জানিয়া) সাভিলাষে তাঁহাকে এই কথা বলিলেন।

১। **সরোঅরে**—সরোবরে। তরুঅর' শব্দ তুল°। **শুআহো**—প্রা° সুঅ'। শুকও। **পাঞ্জরে**—পিঞ্জরে। **কুয়িলী**—প্রা° লক্ষণ ও প্রা° পৈ'এ কোইলো', কোইলা' (কোকিলঃ); মৃ° ক'এ কোইল'; বিদ্যাপতিতে,—

কোইলী পঞ্চম রাগে রমন সুমরাঞো···

নন্দন বনে—মনোহর উপবনে। **সম্বাক**—মাধব কন্দলিকৃত কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে,—

এ সম্বাক দেখি মই করিলোঁহো সাক্ষী।

সকলকে। **বোলাইলোঁ**—ডাকিলাম, আহ্বান করিলাম। **হংস রএ সরোঅরে** ইত্যাদি—সরোবরে হংস, পিঞ্জরে শুক, উপবনে কোকিল, এক এক করিয়া প্রিয়জনদের সকলকে ডাকিলাম, [সকলেই সাড়া দিল], তোমার(ই) উত্তর পাইলাম না।

বালি—বালে। **উপেখিআঁ**—উপেক্ষা করিয়া, অগ্রাহ্য করিয়া। **এড়িতেঁ**—ছাড়িতে, ত্যাগ করিতে। **ফুরে**—প্রা° ফুরই' (স্ফুরতি)। **না ফুরে মন**—মন উঠে না।

২। **সোনার**—পা° সোণ্ণ'; র' বিভক্তিচিহ্ন। **কটুআ**—কৌটা। **পুরাআঁ**—পূর্ণ করিয়া। **আমুল**—অমূল্য।

৩। **পুনমী**—পূর্ণিমা। **চাঁদ**—প্রা° চন্দ'। **কাঞ্চ**—মৈ° কাঁচ'; ও° কঞ্চ'। কাঁচা। **হলদি**—প্রা° হলদ্দী'। হরিদ্রা। **আকাইলেক**—গোবিন্দদাসে 'আকুল চিকুরা'; চৈতন্যমঙ্গলে 'আউলাইল মাথার কেশ'। উত্তর ও পশ্চিম-রাঢ়ে আউলান' এবং ২৪ পরগণায় আকান' শব্দ প্রচলিত। আকুলায়িত।

৪। **খাণিএক**—একটুখানি।

১। **আরে**—প্রা° অরে' (সম্ভাষণে ও রতিকলহে)। **ভৈরবপতনে**—জহ্নু-আশ্রমে; হিমালয়স্থ গঢ়ৱাল প্রদেশে গঙ্গোত্রীর নিম্নে এবং ভাগীরথী ও জাহ্নবীর সঙ্গমস্থলে। আধুনিক ভৈরবঘাটী। **গাঅ**—প্রা°। গাত্র। **গড়াহলি**—গড়াগড়ি দিও, অবলুণ্ঠিত হইও। তুল°—'করিহলি উপহাসে'। (পৃ.° ১১) **পৈস**—প্রবেশ কর। **কলসি**—প্রা° কলস'; ক্ষুদ্রার্থে ই' বা ঈ' প্রত্যয়।

২। **বিচারিআঁ**—প্রা॰ বিচারিঅ' (বিচার্য্য)। পূর্ব্ববঙ্গের কথ্য ভাষায় বিচরাইয়া'। বিজয় গুপ্তের পদ্মাপুরাণে,—

সমুদ্রের কূলে তবে নগর বিচারিয়া।
পাঁচ গৃহস্থের কন্যা আনিল মূল্য দিয়া ॥

মাধব কন্দলিকৃত কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে,—

ত্রিভুবন বিচারিয়া আনি দিবোঁ সীতা ॥

খুঁজিয়া, অন্বেষণ করিয়া। **আগম**—তন্ত্রাদি শাস্ত্র।

জাইবোঁ—যাইব। **পৈসেঁা**—শঙ্করদেবকৃত উত্তরাকাণ্ডে,—

পাতালত পশোঁ। বসুমতী মেলা ফাট ॥

প্রবেশ করি।

৩। **পাতসি**—পাড়িতেছ, প্রসঙ্গ করিতেছ। **টেটন**—মাধব কন্দলিকৃত অযোধ্যাকাণ্ডে,—

এরি আইলি রামক টেণ্টন যেন চোর ॥

টেটনী' শব্দের টীকা দ্রষ্টব্য। ধূর্ত্ত, শঠ।

বিহাণ—'বিহিগোসেসু বিহাণো' (বিহাণো বিধিঃ প্রভাতং চ)—দেশীনামমালা। স॰ প্রতিরূপ বিভান'। প্রাতে। **আইলাহোঁ**—আসিলাম। **তিঅজ**—প্রা॰ *তিইজ্জ' (তৃতীয়)। কৃত্তিবাসী উত্তরাকাণ্ডে,—

তেয়জ অংশে বন্দি করি থুইব পাতাল ॥

পহর—প্রা॰। প্রহর।

পৃ.॰ ৩১

৪। **এআ**—কু॰ চ॰এ এঅং' (এতৎ)। ইহা'। **বৈশ**—প্রা॰ উবইস' (উপবিশ)। উপবেশন কর।

পাশক—ক' দ্বিতীয়ার চিহ্ন। পার্শ্বে। **থুইবোঁ**—স্থাপিত করিব।

৪। **বটে**—বা॰ √বট্ (ও॰ অট)। হয়। **টুটে**—প্রা॰ টুট্টই' (ত্রুটয়তি)। কমে, কম হয়। **ভাণ্ড মাথে** ইত্যাদি—মাথায় ভাঁড় প্রতি ষোল পণ দান, (ইহার) এক কড়াও কম হইবে না।

৫। **সবে**—সাকল্যে। **গোআর**—বিদ্যাপতিতে,—

হম অবুধ নারি তুহুত গোয়ার ॥
সখি হে বুঝল কাহ্নু গোআরে।

অবিবেচক গোপ।

৬। **মথানে**—মন্থন।

১০। **এড়িবোঁ**—ত্যাগ করিব।

১। **আরেরে**—সম্ভাষণে। **দহী**—প্রা॰ দহি' শব্দ। মৈথিলী প্রবাদ—'ঘর দহী, বহরো দহী'। দই, দধি। **পুবের**—প্রা॰ পুব্ব' (পূর্ব্ব); এর' বিভক্তিচিহ্ন। **আথ**—প্রা॰ অথ'। অস্ত। **জাএল**—যাইল, গেল। **সহী**—প্রা॰। সই, সখী।

রোন্ধসি—রুদ্ধ করিতেছ। রাঢ়ে বেষ্টন করা অর্থে রুঁদা' শব্দ প্রচলিত।

২। **ছছন্দে**—স্বচ্ছন্দে। **বুলিলোঁ**—ভ্রমণ করিলাম। **কেহ্নে**—কেমন করিয়া। **জাণিবোঁ**—জানিব।

৩। **করী**—কর বা করিতেছ। **ধর্ম্মের কাহ্নাঞিঁ** ইত্যাদি—ধর্ম্মের ঠাকুর কৃষ্ণ, ধর্ম্ম সংস্থাপনের জন্য দানী সাজিয়াছ, তবে কেন ধর্ম্ম ছাড়িয়া এরূপ আচরণ করিতেছ? **চাহোঁ**—দেখিতেছি, নিরীক্ষণ করিতেছি। **মাঁসে**—প্রা॰ মাস', মংস' (মাংস); এ' বিভক্তিচিহ্ন। **চারি পাশ চাহোঁ** ইত্যাদি—চারি দিকে দেখিতেছি, আমার অবস্থা, স্বীয় মাংসের কারণ জগতের সহিত বৈরভাবসম্পন্ন বন্য হরিণের ন্যায় হইয়াছে। মাংস যেমন হরিণের মৃত্যুর হেতু, রূপ-যৌবন তেমনই আমার সকল আপদের মূল। চর্য্যাপদে—

আপনা মাংসে হরিণা বৈরী।

ভবানন্দের হরিবংশে,—

বনে থাকে কুরঙ্গিন না ধারে কাহার ঋণ
মাংস দিয়া জগতের বৈরী।

কবিকঙ্কণে,—

জগত হইল বৈরী আপনার মাংসে ॥

৪। **সলি**—শলি, শল্য। **সব সলি লাগে** ইত্যাদি—আমার কাণের কুণ্ডল খোঁচার মত ঠেকিতেছে, পরণের কাপড়ও বাদ সাধিতেছে। সরসলি' (শর-শলি) পাঠও হইতে পারে।

১। **মগর খাড়ু**—বিজয় গুপ্তের পদ্মাপুরাণে,—

ছোট ছোট বালকের মগর খাড়ু পায়।

মকর-মুখবিশিষ্ট মোটা বাঁকমল। খাড়ু—প্রা॰ খড়ুঅ'। **ঘোড়া চুলে**—সংস্কৃত প্রতিরূপ গোষ্ঠচূড়া'। 'কাকপক্ষদ্বয়ং ঘোটাচূড় ইতি খ্যাতে। ক্ষত্রিয়কুমারাণামুপনয়নকৃতে শিখাপঞ্চক ইত্যন্যে।' টীকা-সর্ব্বস্ব। চূড়াকারে বিন্যস্ত

কেশ অথবা **স্কন্ধদেশ** পর্য্যন্ত লম্বিত কেশগুচ্ছ। **চাঁচরী**—প্রা° চচ্চরী (চর্চ্চরী)। উৎসবাদি উপলক্ষে নৃত্যগীতভেদ। দোলপর্ব্বে অনুষ্ঠিত অগ্নুৎসবকেও চাঁচর খেলা বলে। **খেলাওঁ**—খেলাই, ক্রীড়া করি। **কুলে**—তামিল-মলয়লম কুল-অম্। **খেড়ী**—প্রা° খেট্টই'। খেলা-ধূলা। 'ক্ষ্বেড়া সিংহনাদে দুরাসদে চ কুটিলে'—মেদিনী। গ্রাম্য গীতাদির আবৃত্তি এবং অভিনয় প্রভৃতিও হইতে পারে।

২। **কণআ**—প্রা° কণঅ', কণয়'। কনক। **বাঢ়াসি পাঅ**—পা বাড়াইতেছ, চলিতেছ।

পৃ.° ৩২

৩। **আল জঞ্জাল**—সম্ভাবিত পাঠ আলঞ্জাল'। আলঞ্জাল শব্দের টীকা দ্রষ্টব্য। **খোঁপাত**—[স° গুম্ফক'; J. T. Platts.] ১২শ শতকের রূপ খোপ্যক'। ঝুটিতে, কবরীতে। **ঝুলএ**—দুলিতেছে, লম্বিত রহিয়াছে। **দোলঙ্গ**—অধুনা দুলাল-চাঁপা (Hedychium coronarium) নামে প্রসিদ্ধ।

১। **পিন্ধিলেঁা**—পরিধান করিলাম। **সাড়ী**—মৃ° ক°এ সাড়িআ'। শাটিকা। **খোম্পাত**—বর্ণরত্নাকরে যোম্পা'। খোঁপার। **গুঞ্জরে**—গুঞ্জন করে। **ধাড়ী**—ক° ম°, ২।৪৬। স° ধাটী'; 'প্রপাতস্ত্বভ্যবস্কন্দো ধাট্যভ্যাসাদনং চ সঃ'—হেম°।

কৃত্তিবাসী উত্তরাকাণ্ডে,—

দেবগণ উপর আজি সাজিবোঁ ধাড়ি।
প্রভাতে গন্ধর্ব্ব উপরে কটকের ধাড়ি।

বিজয় গুপ্তের পদ্মাপুরাণে,—

কুহু কুহু বলিয়া কোকিলা গায় সারি।
চারি দিক্ চাপিয়া মদনে করে ধারী॥

উপর পড়া, অকস্মাৎ আক্রমণ।

২। **নাকে**—দেশী প্রা° ণক্ক'। **বাএ**—বাদিত করে।

৩। **নাকড়ি**—নাকুড় বা নোড় বৃক্ষ।

৪। **নটক**—'নট্টকো নটকো নটো'—অভিধান-প্রদীপিকা। ধৃষ্ট, শঠ।

১। **ছান্দো**—√ছান্দ্ বেষ্টনে। বাঁধি। ছান্দো বান্ধো' সহচর শব্দ; তুল°—বাঁধা-ছাঁদা'।

গোঠ—গোযূথ। **উদাওঁ**—কামতা-বিহারী ভাষায় উদাও'; পশ্চিমরাঢ়ে উদ্‌মা'। স° উদ্দাম'। **উচ্ছৃঙ্খল**, বন্ধনমুক্ত। **মার**—প্রা° পৈ°এ মারঅ' (মারয়)। **সব খন গোঠ** ইত্যাদি—কৃষ্ণ তোমার ভাবে বিভোর, গোরুর পাল রক্ষকহীন হইয়া উচ্ছৃঙ্খলভাবে সর্ব্বক্ষণ যথেচ্ছ বিচরণ করিতেছে। গোরু যার বাড়ী প্রবেশ করে, সে-ই মার ধর' বলিয়া [আমায়] তাড়না করে। **বাড়ী**—প্রা° বাড়িআ', বাটিয়া' (বাটিকা)। মৌলিক অর্থ—বাস্তসংলগ্ন বেষ্টিত স্থান; বাগান, উদ্যান।

১। **পাখি**—প্রা° পক্‌খি' (পক্ষী)। **যাওঁ**—যাই। **বিদার**—অবকাশ। **দেউ**—কু° চ°এ দেউ' (দদাতু)। **পসিআঁ**—প্রবেশ করিয়া। **লুকাওঁ**—শঙ্করদেবকৃত উত্তরাকাণ্ডে,—

ফাট দিয়া বসুমতী পাতালে লুকাওঁ॥

লুকাই।

মেদনী বিদার দেউ ইত্যাদি—তুল° 'ধরণী পশিয়ে যদি পাউ পরকাশ॥' (বিদ্যাপতি)।

মরিবোঁ—মরিব। **আবাল**—বালক।

২। **দেয়ি**—কু° চ°এ দেই' (দদাতি)। **সমুন্ধ**—পশ্চিমরাঢ়ে সমুদ্' শব্দ এখনও প্রচলিত। সম্বন্ধ। **তিন লোক খাআঁ**—ত্রিসংসার তুচ্ছ করিয়া, যাবতীয় শিষ্টাচার অতিক্রম করিয়া।

৩। **এড়**—ছাড়, ত্যাগ কর।

পৃ.° ৩৩

৪। **দুরুজন**—দুর্জ্জন।

২। **আগলী**—অগ্রগণ্যা, শ্রেষ্ঠা। **শিশু মুখে** ইত্যাদি—তুমি শিশু হইয়া মুখে পর্ব্বত টলাও, [তুল° 'চাহত উড়ারন ফুঁকি পহারু॥'] তোমায় বলিতেছি, ইত্যাদি। **বেলী**—বেলা।

৩। **কলি**—নিশ্চয়ার্থক অব্যয়। পূর্ব্ববঙ্গের প্রাদেশিক কৈল'। নিশ্চতই। **বজর**—বজ্র। **পরমান**—পরিমাণ।

৪। **মৌহারী**—বিদ্যাপতিতে,—

পীঅরি পাড়রি মহুঅরি পাবএ
কাহরকার ধথুরা।

শ্রীকৃষ্ণবিজয়ে,—

নানাবিধ বাদ্য বাজে ধুসরি মোহরি॥

চৈতন্যভাগবতে,—

মৃদঙ্গ মুহরী শঙ্খ দুন্দুভি কাহাল।

জায়সীর পদুমাবতিতে,—

কংসকার মহুঅরি সুর সাজে।

বিজয় গুপ্তের পদ্মাপুরাণে মহরী,' জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গলে মহোরি', কবিকঙ্কণে মহুরি'। মৌহারী', মহুঅরি,' মোহরি' প্রভৃতি শব্দ এক সংস্কৃত মধুকরী'রই রূপভেদ। বংশীজাতীয় বাদ্যযন্ত্র; তুম্‌ড়ী (তুব্‌ড়ী) ইতি ভাষা। **রাখসি**—রক্ষণাবেক্ষণ করিস্ বা কর। **কতেক**—প্রা° কেত্তক' (কিয়ৎ)। বীরগাথাতে 'গোরীদল কিত্তক গিনৌ'। **সহিতেঁ**—সহ্য করিতে। **নারিবি**—পারিবে না। **চাপ**—পেষণ, নিপীড়ন।

৫। **ছেনারি**—'জারেসু ছিন্নছিন্নালা' (ছিন্নো তথা ছিন্নালো জারঃ। জারেজিত্যেকশেষাদ্বহুবচনাৎ ছিন্না ছিন্নালী স্ত্রীত্যপি।)—দেশীনামমালা। মৃ° ক°এ ছিণালিআপুত্তঅ'; চর্য্যাপদে ছিণালী' (ছিন্ননাসিকা নাগরিকা)। স্বৈরিণী, কুলটা। **আসহন**—অসহনীয়।

৬। **খুরের**—প্রা° খুর' (ক্ষুর); এর বিভক্তিচিহ্ন।

৭। **ছাড়োঁ**—ছাড়িতেছি। **সুণ রাহি সুন্দরি** ইত্যাদি—সুন্দরী রাধে! শুন, স্ত্রীলোক না হইলে তোমায় মারিয়া ফেলিতাম, [যাহা হউক], তোমার নিকট প্রাপ্য পথকরটা ছাড়িতেছি না। **ভিড়োঁ**—[প্রতিপক্ষরূপে] মিলিত হই। **আন কোন** ইত্যাদি—অপর কোন্ বীরের সহিত [প্রতিদ্বন্দ্বিরূপে] মিলিব? অর্থাৎ আর কাহার সহিত লড়িব?

৮। **নেহ**—লও। **আন পাণী**—প্রা° অন্ন' এবং পাণিঅ'। অন্নজল।

৯। **বোল পরমান**—কথামত।

১। **মোর পাশ নাহি** ইত্যাদি—আমার স্বামী মহাবীর আয়ান [এখনও] আমাতে উপগত হন নাই।

২। **আরতী**—আর্ত্তি, অভিলাষ। **হৈবের**—হইবে। **গতী**—গতি, পরিণাম।

৩। **মুতীম**—বিদ্যাপতিতে মোতিম'। মৌক্তিক।

৪। **গোআলী**—বুদ্ধিহীনা গোপকুমারী। **এড়হ**—ত্যাগ কর। **বাগড়**—দেশী প্রা° বগড়া' (পরিক্ষেপ); স° বাগর'। বাধা, প্রতিবন্ধ।

পৃ.° ৩৪

১। **খোজিলেঁ**—'খোজ্জ মার্গচিহ্নে'। **পাইল**—পাওয়া, প্রাপ্ত। **বিহড়ারি**—প্রা° বিহরাব়ই'। বিযুক্ত করে, হাত-ছাড়া করে।

২। **বিকসু**—বিকসিত হউক।

৩। **আড়**—প্রা° অড্ঢ,'। অর্দ্ধ। **চাহ মোরে** ইত্যাদি—আমায় চোখের কোণে চাও অর্থাৎ কিঞ্চিৎ করুণা কর।

৪। **জাই**—প্রা° জাইঅ' (যাত্বা)। যাইয়া।

১। **কে বোলে গদাধর** ইত্যাদি—তুল°

কেও বোল মাধব কেও বোল কাহ্নু।
মঞে অনুমাপল নিছহু পথান॥ (বিদ্যাপতি)

বাটোআড়ী—বিদ্যাপতিতে বটবারী'।

মাধবাচার্য্যের শ্রীকৃষ্ণমঙ্গলে,—

পরনারী পথে পায়্যা কর বাটআরি।

বাটপাড়ী, (পথে) দস্যুবৃত্তি। **সাহে**—সাধে, সংগ্রহ করে।

৩। **এহাএ**—ইহা, অথবা ইহাতে। **রাখোআল কাহ্নাঞি** ইত্যাদি—রাখাল কানাই, আপনাকে বাসুদেব বলিয়া পরিচয় দিতেছে; না জানি, কংস ইহা শুনিলে মারা পড়; অথবা কংস শুনিলে ইহাতে মরিতে হয়।

৫। **মাগু**—উত্তর-বঙ্গে মাউগ'। প্রাচীন তামিল মগড়ু' অর্থে স্ত্রীলোক।

৬। **ডুসাআঁ**—ঢু দিয়া।

৭। **বিরত**—বীরত্ব।

১০। **মানিআঁ**—স্বীকার বা অঙ্গীকার করিয়া।

১। **সতন্তর**—স্বতন্ত্রা, স্বাধীনা।

খেড়া—চর্য্যাপদে। খেড়ী' শব্দের টীকা দ্রষ্টব্য। খেলা, ক্রীড়া। **খোজন্তি**—চাহিতেছেন, প্রার্থনা করিতেছেন।

২। **কাঙ্কন**—কঙ্কণ, হস্তাভরণ। **হোচাল**—হেঁচকাটান বা ঝাঁকা। **লএ**—লয়।

৩। **বুলিএ**—বলে। **কহন্তি**—প্রাচীন প্রয়োগ—কহন্তি গুরু পরমার্থের বাট'; জগন্নাথ দাসের ভাগবতে,—

সকল মুনি শুদ্ধ মনে।
কহন্তি অমৃত বচনে॥ ১।১
সূত কহন্তি শুদ্ধ চিতে ।১।৩

কহিতেছেন।

৪। **সান দেই মাথে**—মস্তক সঞ্চালন দ্বারা সঙ্কেত করিয়া। সান শব্দের টীকা দ্রষ্টব্য। **দেই**—প্রা° পৈ°এ। দত্ত্বা।

পৃ.° ৩৫

১। **জরম**—মালিক মহম্মদকৃত পদুমাবতিতে,—
সোই চাঁদ অস নিরমর জরম ন হোই মলীন॥

বাত—প্রা° বত্তা'। বার্ত্তা, কথা।

২। **বরিষএ**—প্রা° পৈ°এ বরীসএ' (বর্ষতি)। বর্ষণ করে। **ধারী**—কু° চ°এ। (বৃষ্টি) ধারা।

৩। **পহিরিআঁ**—√পহ্র' (পরি-√ধা) ধারণে, আচ্ছাদনে। পরিয়া, পরিধান করিয়া। **লাস**—বেশভূষা।

বিধিএঁ—এঁ' কর্ত্তৃকারকের চিহ্ন। **গঢ়িল**—√গঢ়্' (√ঘট্ট) নির্ম্মাণে।

৪। **নিতেই**—নিত্যই। **পালাহা**—পালাস্, পলায়ন কর।

নিপীয় কৃষ্ণবচনং ইত্যাদি—শ্রীকৃষ্ণের বাক্য শ্রবণ করিয়া আধিমতী শ্রীরাধা ব্রততীর ন্যায় কাঁপিতে কাঁপিতে বৃদ্ধাকে এই কথা বলিলেন।

১। **ডাক**—√ডাক্' আহ্বানে। **কানড়ী খোঁপা** চণ্ডীদাসের প্রচলিত পদে,—

কানড় ছাঁদে কবরী বাঁধে
নব মল্লিকার মালে॥

কর্ণাটদেশীয় রীতিতে বিন্যস্ত কেশ। কানড়ী—ক° ম°তে কন্নাড়ী' (কর্ণাটী)। **মুণ্ডারিবোঁ**—মুড়াইব, মুণ্ডিত করিব।

করন্তি—শূ° পু°এ করন্তি ধর্ম্ম স্তান'; ছুটি খানের অশ্বমেধপর্ব্বে,—

অসিপত্র ব্রত করন্তি অনুক্রমে॥
বীরদর্প করন্তি জে অর্জ্জুন মহাশয়ে।

করিতেছেন।

২। **বিরহের কোল**—নিবারণ বা প্রশমনার্থক ষষ্ঠী।

৩। **শঙ্খচুর**—চূর্ণবিচূর্ণ। **মুছিআঁ পেলাইবোঁ** ইত্যাদি—নারায়ণদেবকৃত পদ্মাপুরাণে,—

হাথের শঙ্খ ভাঙ্গিমু কঙ্কণ করিব চুর।
মুছিয়া ফেলিমু আমি সীথিঁর সিন্দূর॥

৪। **পৈসী**—প্রবেশ করিয়া। **হেন মন করে** ইত্যাদি—বড়াই, আমার ইচ্ছা করে, হ্রদে প্রবেশ করিয়া মরি। [তত্রাচ] পরপুরুষের সহিত রঙ্গরস করিব না। **আস**—প্রা° আসা'। আশা।

১। **ভাঙ্গাসি**—ভাঙ্গাইতেছ।

২। **বিতে**—পশ্চিম-রাঢ়ের প্রাদেশিক; ভিত'। ব্যপদেশে।

৬। **পুছিবোঁ**—জিজ্ঞাসা করিব। **তোন্মাথো**—তোমা হইতে।

৭। **সঙ্গতী**—মাধব কন্দলিকৃত অযোধ্যাকাণ্ডে,—

হরি হরি বিধি কত করিলে সঙ্গতি।
দশরথ নৃপতির হেন সে বিপতি॥

যোগাযোগ, দুরবস্থা, দুর্দ্দশা।

৮। **বোলাএ**—বলায়, কথিত হয়।

পৃ.° ৩৬

১০। **কাঠ দাপে**—শুষ্ক বীরত্ব, বৃথা আস্ফালন। কাঠ—প্রা° কট্ঠ'।

১২। **আশে**—আশয়, তাৎপর্য্য। **আভিহাসে**—অভিলাষ। পড়িহাসে—পরিহাস।

১৩। **পণ্ডিআঁ**—মৃ° ক° ও সরোজবজ্রের দোঁহাকোষে পণ্ডিঅ'। পণ্ডিত। **পুরুষে**—পুরুষ হইতে। **আণ্ডিআ** অণ্ড-ইআ (বিশিষ্টার্থে)। এঁড়ো; কার্য্যকুশল।

১৪। **রাখিল**—আটক রাখিল, অবরোধ করিল। **আই**—আয়ী' শব্দের টীকা দ্রষ্টব্য।

১। **শিশের**—মাগধী শীশ'; এর' বিভক্তি-চিহ্ন। সিঁথার, শীর্ষের।

সুসার—সুবিধা, সুব্যবস্থা। **মুল**—মূলধন, পুঁজি। **আফারে**—প্রা° ফার' (স্ফার); বাঙ্গালায় শব্দের পূর্ব্বে অ' বা আ' আগমেরও অভাব নাই। প্রচুর।

৩। **কুচ উলট কটোরে**—বিদ্যাপতিতে 'পলটি বৈসাওল কনক কটোরা'। উলট—অধোমুখ। কটোর—দেশী প্রা° কট্টোরগ'। বাটি। **গরুঅ**—প্রা°। স্থুল। **আঙ্গে**—অঙ্গে। **উচিত হএ আহ্মারে**—আমার ন্যায্য প্রাপ্য।

৪। **পাসত**—পার্শ্বে।

১। **সাসু**—প্রাকৃতলক্ষ্মী প্রভৃতিতে; সিঁ সসু। শ্বশ্রূ। **উ**—পশ্চিমরাঢ়ে ওকারের স্থানে উকারের ব্যবহার অদ্যাপি প্রচলিত। **জাইছ**—প্রা° রূপ। **খাইব**—খাইবে।

২। **আপোষে**—আপোঙষ' শব্দের টীকা দ্রষ্টব্য।

পৃ.° ৩৭

৩। **ভাত**—প্রা° ভত্ত' (ভক্ত)। অন্ন। **কালিনী রাতি**—কৃষ্ণপক্ষের রাত্রি। রাতি—প্রা° রত্তি'। **পোহাওঁ**—প্রভাত করি, যাপন করি। **লওঁ**—লই। **কাল হাণ্ডির ভাত না খাওঁ** ইত্যাদি—তুল°

তুয় রূপ সাম আখর নহি সুনত
তুয় রূপ রিপু সম মানি।
তুয় জন সঞে সম্ভাস ন করই
কইসে মিলায়ব আনি॥ ইত্যাদি
বিদ্যা°, পৃ° ২৪৪

১। **আখরেঁ**—প্রা° অক্‌খর'; এঁ' বিভক্তি-চিহ্ন। **কাল রতনে**—ইন্দ্রনীলমণি।

নিন্দসি—নিন্দা করিতেছ।

২। **শোহে**—প্রা° পৈ°এ শোহএ' (শোভতে)।

৩। **লাঞ্ছন**—লাঞ্ছন, কলঙ্ক। **শোভসি**—শোভা পাইতেছ।

৪। **চন্দ**—প্রা°। চন্দ্র।

১। **কাল কাহ্নাঞিঁ** ইত্যাদি—কাল কানাই, আমায় তুচ্ছ করিও না। **আন্ধল**—কু° চ°এ অন্ধল'; মৈ° আন্ধর'। অন্ধ। **বাট পাড়**—পথে ডাকাইতি কর। **মাজসি**—প্রার্থনা করিতেছ।

২। **ভাঁগসি**—ভগ্ন করিতেছ। **ছিঁণ্ডসি**—ছিন্ন করিতেছ। **লোড়সি**—লুণ্ঠন করিতেছ। **সাণ্ড**—প্রা° সণ্ড' (ষণ্ড)।

৩। **ছাড়াআঁ**—ছড়াইয়া, বিক্ষিপ্ত করিয়া। **তভোঁহোঁ**—তথাপি। **তোর মোর** ইত্যাদি—কানাই, [কেমন, ইহাতে] তোমার আমার ভারি প্রশংসা হ'বে!

১। **শুণত**—ত' বাক্যালঙ্কারে।

৩। **আহ্মাক**—ক' পঞ্চমীর অর্থে প্রযুক্ত। আমা হইতে।

৪। **বাস**—বোধ কর।

পৃ.° ৩৮

৫। **আইহন গোসাঞিঁ**—আয়ানের ঈশ্বর।

৮। **বেজ**—প্রা° বেজ্জ'। বৈদ্য।

১। **লৈলোঁ**—লইলাম। **সকট**—পা° শকট'। **দলিলোঁ**—দলিত করিলাম। **নিলোঁ**—লইলাম।

যানে—জানে, অবগত আছে।

২। **উনপঞ্চাস**—পা° একূনপঞ্চাসা'; মৈ° উনচাস'। উনপঞ্চাশ। **বাএ**—প্রা° বাঅ'; একার কর্ত্তৃকারকের চিহ্ন। **গড়**—গড়' শব্দের টীকা দ্রষ্টব্য। **উনপঞ্চাস বাএ** ইত্যাদি—উনপঞ্চাশ বায়ু (গোকুলে) থানা দিল; ঘনঘটা করিল। **ঝড়**—'সংততবরিসম্মি ঝড়ী' (ঝড়ী নিরন্তর-বৃষ্টিঃ)—দেশীনামমালা। **রাখিলোঁ**—রক্ষা করিলাম। **গিরিবর**—গোবর্দ্ধন।

৩। **ভাস্থি**—প্রা° ভাআ', ভায়া। ভাই। **হুলাহুলী**—উলুধ্বনি, উল্লাসধ্বনি।

১। **কালিনীমাএ**—জারজার্থক কাণেলীমাতঃ' শব্দেরই বিকারে উৎপন্ন। ঘনরামের ধর্ম্মমঙ্গলে,—

মা বাপে ডাকিয়া বল ব্যাটা কেটে দে।

কালিনী মায়ের প্রাণে ইহা সহে কে॥ (৪র্থ সর্গ)

পরে পাওয়া যাইবে,—

আজি জখনে মোঁ বাঢ়ায়িলোঁ পাএঁ।

পাছেঁ ডাঁক দিল কালিনীমাএ॥

মনে করা যাইতে পারে, 'আগে হ'তে পিছে ভাল যদি ডাকে মায়॥' খনার এই বাক্যটা বা ইহার অনুরূপ কিছু কবির অবশ্যই জানা ছিল। আর এখানে রাধার মাতাই বা কোথা হইতে আসেন? রাধা যে তখন আইহনের ঘরে। দধি দুধের পসরা সাজাইয়া সখীদের সহিত রাধার মথুরা যাত্রাকালে হঠাৎ তথায় রাধার মাতার আগমন কষ্ট-কল্পনা। সুতরাং শব্দটার কালিন্দী মাত' অথবা ঐরূপ কোন অর্থ হয় না। **হাছি জিঠি**—খনার বচনে,—

হাঁচি জিঠি পড়ে যার।

মাণিকচন্দ্র রাজার গানে,—

হাঁচি জিঠি বাধা বিস্তর পড়িল॥

হাঁছি—স° হক্কি'। জিঠি—স° জ্যেষ্ঠী; 'মুসলীদ্বয়ং জেঠি ইতি খ্যাতায়াম্।' টীকাসর্ব্বস্ব। টিক্‌টিকি। **বিরোধা**—বাধা। **কালিনীমাএ মোর নাম** ইত্যাদি—হা ধিক্! যত সব কালামুখো-কালামুখীরা মিলিয়া আমার রাধা নাম রাখিল, তাহাতে হাঁচি টিক্‌টিকিও পড়িল না; অর্থাৎ কেহ টুঁ শব্দটি করিল না। **দুখমতী**—দুর্ভাগ্যবতী। **আঠকপালী**—খণ্ডকপালিনী। ছারকপালী,' পোড়াকপালী' প্রভৃতি শব্দ তুল°। **আসিআঁ পড়িআঁ গেলোঁ** ইত্যাদি—কানাইর মাতামাতির মধ্যে আসিয়া পড়িলাম।

চলিলোঁ—চলিলাম। **আথান্তর**—স° অবস্থান্তর'। প্রাচীন সাহিত্যে শব্দটির বহুল প্রয়োগ দৃষ্ট হয়, পশ্চিম-রাঢ়ে এখনও প্রচলিত। দুর্দ্দশা।

২। **দধি বিকে জাইএ** ইত্যাদি—বার বৎসর অর্থাৎ বালিকা-বয়স হইতে দই বেচিতে যাইতেছি। **কোণোহো**—কোনও। **কোণোহো দানীর** ইত্যাদি—কোন দিন কোন দানীর পো উচ্চবাচ্য করে নাই। **যাণাইবোঁ**—জানাইব। **করএ**—প্রা°। করে।

৩। **এক বেলি**—এক বার।

৪। **কাম্পিতেঁ**—কাঁপিতে কাঁপিতে। **নিবারহ**—নিবারণ কর।

পৃ.° ৩৯

২। **পড়িলাহা**—পড়িলে, পতিত হইলে। **রূপস কাজ**—রূপ-যৌবনের সুষমা।

৩। **মামী**—প্রাকৃতলক্ষ্মীতে; 'মম্মী মল্লাণী মামা য মামীএ'—দেশীনামমালা। **ভাণ্ডিতেঁ**—ভাঁড়াইতে, প্রতারিত করিতে।

৪। **জে**—হেতু নির্দ্দেশে।

৬। **প্রথম যৌবন** ইত্যাদি—তুল°

মোহরে মুদল অছ মদন ভঁড়ার॥ (বিদ্যাপতি)।

সান্ধাএ—চর্য্যাপদে,—

কাঅ বাক্ চিয় জসু ণ সমায়।

বিদ্যাপতিতে,—

সে ফল আবে তরুনত ভেল সজনি

আঁচর তর নই **সমায়**॥

কৃত্তিবাসী উত্তরাকাণ্ডে,—

হাথে অস্ত্র করিঞা সব যক্ষ সান্ভায় রণে।

পশ্চিম-রাঢ়ে প্রবেশ করা অর্থে সামা' ধাতুর প্রয়োগ প্রচলিত। প্রবেশ করে। **চুরী**—প্রা° চোরিঅ'; হি° চোরী'। **প্রথম যৌবন** ইত্যাদি—আমার নব যৌবন যেন মোহরাঙ্কিত ভাণ্ডার, তাহাতে চুরি চলে না। বিদ্যাপতিতে,—

মদন ভণ্ডার সুরত রস আনী।

মোহরে মুন্দল অছ অসময় জানী॥

আহ্মার যৌবন ইত্যাদি—আমার যৌবন কালসর্পস্বরূপ, স্পর্শ করিলে বা দংশন করিলে মৃত্যু অনিবার্য্য।

৭। **আহ্মেহো**—আমিও। **গারুড়ী**—সাপের ওঝা, সর্প-চিকিৎসক।

৮। **বিগুতে**—মাধব কন্দলিকৃত অরণ্যকাণ্ডে,—

রামের বৈরক আজি **বিগুতিয়া** মারোঁ॥

লঙ্কাকাণ্ডে,—

জীর মাণে **বিগুতি** পাঠাইল।

পীড়ন করিতেছে, নিগৃহীত করিতেছে। **নেআজ**—

ন্যায়; বাগ্‌বিতণ্ডা, কলহ। নেআঅ-আঁকড়্যো' (কলহপ্রিয়) শব্দ তুল°। **বিবুধিএ**—দুর্ব্বুদ্ধিবশে।

৯। **অভিরোষে**—কাশীদাসী দ্রোণপর্ব্বে,—

কার মুখ কেহ নাহি চাহে অভিরোষে।
রথ এড়ি মহীতলে মাথা ধরি বসে॥

অভিমানজনিত ক্রোধ।

১০। **তপত**—তপ্ত, উষ্ম। **নালে**—বিজয় গুপ্তের পদ্মাপুরাণে,—

বোটের **নালে** পড়ে ক্ষীর মহাশব্দ শুনি॥
উগারিয়া কালবিষ এড়িলেক **নালে**॥

ধারায়। **জুড়াগ্নিলেঁ**—শীতল হইলে। **সোআদ**—সুস্বাদ। **তাএ**—তত্র, তাহাতে। **তপত দুধ** ইত্যাদি—তপ্ত দুধ চোঁ-চোঁ করিয়া খায় না (অর্থাৎ খাওয়া রীতি নয়'), [বস্তুতঃ] জুড়াইলে তাহাতে আস্বাদ পাওয়া যায়। বিজয় গুপ্তের পদ্মাপুরাণে,—

তপ্ত তপ্ত দুধ প্রভু খাওন না যায়।
জুড়াইয়া খাইলে প্রভু অধিক স্বাদ পায়॥

১১। **যাত খিধা বসে** ইত্যাদি—রাধে, যার ক্ষুধার উদ্রেক হয়, তা'র [আবার] কাঁচা-পাকা বিচারের অবসর কোথায়? বসে' পদের প্রয়োগ লক্ষণীয়। **যা**—প্রা° জা'। যাবৎ।

১২। **দীঠি দীঠি চাহি**—চোখো-চোখি হইয়া। **বনত**—ত' সপ্তমীর চিহ্ন।

১। **দেখা দেখি**—দেখা সাক্ষাৎ। **মিঠ**—প্রা° মিট্‌ঠ'। মধুর।

আড় নয়নে—অপাঙ্গদৃষ্টি অনুরাগের অন্যতম নিদর্শন।

২। **আঞ্চল চঞ্চল** ইত্যাদি—তোমার নয়নাঞ্চল খঞ্জনের ন্যায় চঞ্চল। আঞ্চল—প্রান্ত। বিদ্যাপতিতে,—

নয়নক অঞ্চল চঞ্চল ভাণ।
(কাব্যবিশারদকৃত সংস্করণ)

আর্জ্জুনের—অর্জ্জুনের।

৩। **মান**—অঙ্গীকার কর। **পাছে কৈলী**—পশ্চাৎ নিশ্চিতই। **হ্মষীকেশে**—হৃষীকেশকে।

পৃ.° ৪০

১। **দহে পৈসু বড়ায়ি** ইত্যাদি—বড়াই, স্ত্রীলোকের জীবনে ধিক্, তা'দের ডুবিয়া মরাই ভাল। দেখ' আমার এই রূপ-যৌবন [কেমন] বাদ সাধিতে বসিয়াছে। দহ—প্রা° দ্রহ', দহ'। হ্রদ। **গ**—সম্বোধনসূচক অব্যয়। **গাএর**—গাত্রের।

২। **বাড়ায়িলোঁ**—বাড়াইলাম, অগ্রে সঞ্চালিত করিলাম। **পা**—প্রা° পঅ'। পদ। **দিবওঁ**—দিব। **আত্মঘাতী**—আত্মহত্যা।

৩। **রূপা**—প্রা° রূপ্‌পা'। রৌপ্য। **ঘড়ী**—প্রা° ঘড়' (ঘট); ক্ষুদ্রার্থে ঈ' প্রত্যয়। ক্ষুদ্র ঘট, ভাঁড়। **দিআঁত**—ত' বাক্যালঙ্কারে। **ওহাড়ী**—'অবগুণ্ঠং ওঢ়ণং' —প্রা° স°, ৪।৬৪; ওহাড়ন' শব্দের টীকা দ্রষ্টব্য। আবরণ। **ঘী**—প্রা° ঘিঅ,। ঘৃত।

৪। **কাঁশে**—কংসকে। **দিহে**—দেয়। **বোলহ কাহ্লাঞিঁ** ইত্যাদি—কানাইকে এখনও বল, সে আমার আশা ত্যাগ করুক।

১। **উদ্ধারিলোঁ**—উদ্ধার করিলাম। **নীলাএ**—অবলীলাক্রমে। **সংহারিলো**—সংহার করিলাম।

২। **কত না**—না' বাক্যালঙ্কারে। **মায়া**—চাতুরী। **পরাণে**—শক্তি, সামর্থ্য। **সপত পাতাল**—অতল, সুতল, বিতল, তলাতল, মহাতল, রসাতল ও পাতাল। **তোহ্মার পরাণে** ইত্যাদি—তোমার শক্তিতে পাতাল হইতে বেদ উদ্ধার, হাসির কথা।

৩। **বধিলোঁ**—বধ করিলাম। **লঙ্কা**—কোল'-মূলক শব্দ। অনেকে মনে করিতেন এবং এখনও করেন, লঙ্কা ও সিংহল দ্বীপ অভিন্ন। কেহ আসাম প্রদেশে, কেহ বা মধ্য-ভারতেও লঙ্কার সংস্থান নির্দ্দেশ করিতে অগ্রসর হইয়াছেন। পণ্ডিত ভদ্র (V. H. Vader) নীচের প্রমাণের বলে বলিতে চান, আধুনিক মালদ্বীপই রাক্ষস-অধ্যুষিত প্রাচীন লঙ্কা।

দিগ্বিজয়ে বাহির হইয়া কনিষ্ঠ পাণ্ডব সহদেব দক্ষিণ-ভারত তথা তাম্রদ্বীপ ও রামক পর্ব্বত অধিকার করেন এবং করের দাবী করিয়া লঙ্কেশ্বর বিভীষণের নিকট দূত পাঠান (মহা°, সভা°, ৩০শ অ°)। এই তাম্রদ্বীপই

গ্রীকদিগের Taprobane (Tāmraparna) এবং সিংহলের নামান্তর।[১] যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে সিংহল, বর্ব্বর, ম্লেচ্ছ ও লঙ্কার অধিপতি, আগন্তুক অভ্যাগতকে ভক্ষ্য ভোজ্য বিতরণের কাজে নিযুক্ত ছিলেন (বন°, ৫১তম অ°)।

মার্কণ্ডেয় পুরাণ, ৫৮তম অধ্যায়ে লঙ্কা ও সিংহল দুই পৃথক্ দেশ।

শ্রীমদ্ভাগবত, ৫ম স্কন্ধ, ১৯শ অধ্যায়, জম্বুদ্বীপের আট উপদ্বীপের (minor islands) মধ্যে সিংহল ৭ম এবং লঙ্কা ৮ম সংখ্যক।

বরাহমিহিরের বৃহৎসংহিতা, ১৪শ অধ্যায়, লঙ্কাদ্বীপ হইতে সিংহল পর্য্যায়ক্রমে অন্তরে অবস্থিত।

রাজশেখরকৃত বালরামায়ণ, ১০ অঙ্ক, দ্বীপদ্বয়ের পৃথক্ পৃথক্ বর্ণনা আছে।

বায়ুপুরাণ, ভুবনবিন্যাস, ৪৮তম অধ্যায়, জম্বুদ্বীপের চারি পাশে যে ছয়টি দ্বীপের উল্লেখ আছে, তাহার মধ্যে মলয়দ্বীপ একটি। তত্রস্থ ত্রিকূট পর্ব্বতের কোন এক সুন্দর সানুদেশে লঙ্কাপুরী অবস্থিত। ভাস্করাচার্য্যকৃত গোলাধ্যায়ের বিবরণানুসারে লঙ্কার অবস্থান বিষুবরেখার সন্নিহিত প্রদেশে এবং অবন্তীর প্রায় সমদ্রাঘিমান্তরে (longitude)।

শ্রীযুক্ত ভদ্র মহাশয় উপরিলিখিত মলয়দ্বীপস্থ (অধুনা মালদ্বীপ) লঙ্কাপুরীকে রক্ষোরাজ রাবণের রাজধানী অনুমান করেন। তিনি আরও দেখাইয়াছেন, তাঁহার এই অনুমান রামায়ণের বর্ণনার প্রতিকূল নহে।

নৈসর্গিক উৎপাতে লঙ্কা এখন সমুদ্রগর্ভে নিহিত। ভূতত্ত্ববিদ্যা তাহা অনুমোদন করে। (I. H. Q., Vol. II, no. 2)

ছারখার—সহচর শব্দ; মহারাষ্ট্রী ছার' এবং শৌরসেনী খার'। ভস্মসাৎ, উৎসন্ন। **সহাএঁ**—প্রা° সহাঅ'; এঁ' বিভক্তিচিহ্ন। সাহচর্য্যে। **সাধিলোঁ**—সুপ্রতিষ্ঠিত করিলাম।

৪। **জাই**—যাও; যাওয়া। **তোহ্মার পরাণে** ইত্যাদি—তোমার ক্ষমতা, সেথায় যাও!

৫। **সাধোঁ**—মাধব দেবকৃত আদিকাণ্ডে,—

কহিয়োক মুনি কিবা সাধোঁ প্রয়োজন।

শঙ্করদেবকৃত উত্তরাকাণ্ডে,—

শুনিয়োক প্রভু দেব সাধোঁ এক কাজ।

সাধন করি, সংগ্রহ করি।

৬। **মুখত বজর বসে**—কথায় ভারি টনক, বাক্যে বড় দড়।

৭। **দান্তের**—বর্ণরত্নাকরে দান্ত'। দাঁতের, দন্তের। **তোলী**—তুলিয়া। **ধরিলোঁ**—মাধব দেবকৃত আদিকাণ্ডে,—

বারম্বার হরি স্মরি ধরিলোঁ ধিয়ান।

ধরিলাম। **হিরণ্য**—দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপু, প্রহ্লাদের পিতা। ইনি পূর্ব্বজন্মে বিষ্ণু-পার্ষদ ছিলেন এবং সনক সনন্দাদি কর্ত্তৃক অভিশপ্ত হইয়া যথাক্রমে হিরণ্যকশিপু, রাবণ ও শিশুপালরূপে জন্ম গ্রহণ করেন। **বিদারিলোঁ**—বিদারণ করিলাম।

৮। **নারে**—পারে না। **কূল**—কুল, বংশ।

পৃ.° ৪১

১। **বোলে চালেঁ**—কথায় ও কৌশলে। **এড়াইতেঁ**—ছাড়াইতে, অতিক্রম করিতে।

৩। **পাসরিলি**—√পাসর্'। ভুলিলে, বিস্মৃত হইলে।

৪। **তোত**—তোমাতে, তোমার সহিত।

২। **পরসওঁ**—স্পর্শ করিতেছি। **ভুমি ছুইআঁ** ইত্যাদি—মাটি ছুঁইয়া কানে হাত দেওয়া, শপথকালীন অনুষ্ঠানভেদ। **তোত**—তোমাতে বা তোমার। **গেআনে**—জ্ঞান।

৩। **পাপত**—ত' পঞ্চমীর অর্থে প্রযুক্ত। পাপ হইতে। **বাহুড়ী**—পূর্ব্বে বাহুড়িআঁ'।

৪। **নিয়ড়**—প্রা° লক্ষ্মীতে; ক' ম°তে ণিঅড়িঅ' (নিকটক); প্রা° পৈ°এ ণিঅল' (নিকটে); চর্য্যাপদে ণিঅড়' প্রভৃতি। প্রাচীন সাহিত্যের অন্যতম চিহ্নিত শব্দ। কৃত্তিবাসী অরণ্যকাণ্ডে,—

দেব দৈত্য না আইসে লঙ্কার নিয়ড় ॥

বিদ্যাপতিতে,—

জহি খনে নিঅর গমন হোয় মোর।

১। কিন্তু বৃহৎসংহিতা, ১৪শ অধ্যায়, কূর্ম্মবিভাগ প্রকরণে সিংহল, তাম্রপর্ণা ও তুম্ববন তিনটি পৃথক্ দেশ বলিয়া ধৃত হইয়াছে।

১। **বউল**—প্রা°। বকুল (mimusops elengi) **দেখী**—দেখিতেছি। **লেখী**—গণনা করি। **জগজন**—জগদ্‌বাসীকে। **লক্ষ দান নহে**—লক্ষ মুদ্রা কর পর্য্যাপ্ত নহে।

পৃ.° ৪২

১। **বিদারহ**—বিদারণ করিতেছ।

অপরুব—অপূর্ব্ব। **পঞ্চ সঙ্গতি**—পাঁচ অবস্থা। বিবিধ দুর্গতি।

৩। **জগ**—জগৎ, জগদ্‌বাসী।

৪। **যবেঁ**—যাবৎ। **তবেঁ**—তাবৎ। **এহি মতেঁ**—এইরূপে। **আণাওঁ**—জানাই। 'কো অম্হাণং ঘরবিহবং ণ আণাদি' (মৃ° ক°, ৩য় অঙ্ক), 'দে উণ ণ আণামি কুসলবা এত্তিএণ কেরিসা বিঅ হোন্তি' (উ° চ°, ৩য় অঙ্ক) বাক্যান্তর্গত আ ণা দি, আ ণা মি পদ তুল°। পরবর্ত্তী দুইটি পদে 'বল কৈলেঁ জাণায়িবোঁ রাজাএ' এবং 'কংশ জাণায়িআঁ তোক কাটায়িব আহ্মে' (পৃ.° ৪২-৪৩)। **রাএ**—প্রা° রাঅ'; একার বিভক্তিচিহ্ন। রাজাকে।

১। **কূলআঁ ঘাটে**—কূলের ঘাটে। খেয়া ঘাটে। **কর কূলআঁ ঘাটে** ইত্যাদি—যমুনার খেয়া-ঘাটে কর গ্রহণের ব্যবস্থা আছে, (হাঁটা) পথে কানাই করসংগ্রাহক, কি বুদ্ধি করিবে, কোন্ কৌশলে আমার হাত এড়াইবে?

২। **মাঙ্গহ**—মাগ, প্রার্থনা কর।

৩। **পাঠাএ**—পাঠায়, প্রেরণ করে। **বান্ধা**—বন্ধক।

৪। **সাজিএ**—সজ্জিত করি। **কড়া**—প্রা° কবড্ড'। কপর্দ্দক, মুদ্রা। **তোহ্মে রাখোআল** ইত্যাদি—তুল° 'নির্ধনীর ধন হ'লে দিনে দেখে তারা'।

৫। **তোহ্মাহো**—তোমায়ও।

৬। **বুঝিলোঁ**—বুঝিলাম। **ভিতে**—দিকে, পার্শ্বে।

৭। **আছোঁ**—বিদ্যাপতিতে,—

মদনবানে মুরুছলি অছএঁা
সহএঁা জীব অপনে॥

মাধব কন্দলিকৃত অযোধ্যাকাণ্ডে,—

পুরুব কালত আছোঁ খণ্ড তপ করি।

অদ্বৈত-প্রকাশে,—

পুরী কহে মুঞি ছার আছোঁ এই স্থানে॥

আছি। **এভোঁ যবেঁ যৌবন** ইত্যাদি—এখনও যদি যৌবন পুঁজি করিয়া রাখিবার ইচ্ছা কর অর্থাৎ আমার কথায় সম্মত না হও, তাহা হইলে ইত্যাদি।

৮। **টেণ্টন**—বর্ণরত্নাকরে টেণ্টল (ণ)'। মাধব কন্দলিকৃত অরণ্যকাণ্ডে,—

কহির টেণ্টন দুই ভৈলাহাঁ তপসী।

টেটনী' ও টেটন' শব্দের টীকা দ্রষ্টব্য। ধূর্ত্ত, বঞ্চক। **আপমানকে**—আপমান' শব্দের উত্তর এই কে' প্রত্যয় লক্ষণীয়। **মানসি**—মানিতেছ, গ্রাহ্য করিতেছ। **কংস রাঅ পাটে**—দৈত্যরাজ কংসের শাসন। পাটে—প্রা° পট্ট'; এ' বিভক্তিচিহ্ন। সিংহাসন, শাসন।

৯। **মারিলোঁ**—নষ্ট করিলাম, ধ্বংস করিলাম। **দেখাসসি**—দেখাইতেছিস, দেখাইতেছ। **পড়িঘাএ**—প্রা° পড়িঘায়' (প্রতিঘাত) শব্দজ। আগলায়, রক্ষা করে।

১০। **হুঅ**—হও। **আকাশ পাতাল**—আবোল তাবোল, প্রলাপ। **বা**—নিষেধাদিবাচক অব্যয়। **পাতিআএ**—চর্য্যাপদে,—

আইস সংবোহেঁ কো পতিআই॥

বিদ্যাপতিতে,—

কে পতিআয়ব সপন সরূপ॥
কে পতিআএত ফুলল অকাসে॥

প্রত্যয় করে। **মোহোঁ**—আমিও। **কৈলেঁ**—করিলে।

১। **তোর মান ধরে**—তোমায় সম্ভ্রম করে।

পৃ.° ৪৩

কাতে—তে' দ্বিতীয়ার অর্থে প্রযুক্ত। সঞ্জয়কৃত বিরাট পর্ব্বে,—

উত্তরাতে দিল নিয়া উত্তম বসন।

চৈতন্যভাগবতে,—

তবে মুঞি নাহি যাঙ কহিলুঁ তোমাতে।
(আদি, ৫ম অ°)

ষষ্ঠীবর সেনকৃত মনসামঙ্গলে,—

সোণকাতে জিজ্ঞাসা করিল সদাগর॥

কাহাকে। **নিবেদিবোঁ**—নিবেদন করিব, জানাইব। **এথাঁ**—প্রা° এথ' (অত্র)।

এখুনি—ই' প্রত্যয় নিশ্চয়ে। এই ক্ষণেই। **নিমাথি**—অনাথা, সহায়হীনা।

২। **লাগে**—জোড়া লাগে; যুক্ত হয়। **হেন বুঝোঁ** ইত্যাদি—এরূপ বিবেচনা করি, [যেন তোমার] মাথা কাটিলে জোড়া লাগে; অথবা তোমার মাথা কাটিলে [তবে] উপযুক্ত হয়। **জাণিলোঁ**—মাধব দেবকৃত আদিকাণ্ডে,—

হৈবে মোর ধর্ম্ম নষ্ট তৈখনি জানিলোঁ॥

জানিলাম।

৩। **এত কাল আসি** ইত্যাদি—গোপকুমারী আমরা, এত কাল যাওয়া আসা করি, ইত্যাদি। **কভোঁহো**—কখনও। **মর**—গোল্লায় যাও, অধঃপাতে যাও। **সলী**—শল্য, শল্য-বেধনজনিত বেদনা।

৪। **ভআঁ**—হইয়া। **পুতে**—শৌরসেনী পুত্ত'।

১। **দুপহর**—দ্বিপ্রহর। **বেলে**—বেলায়, সময়ে। **বাই**—প্রা° বাইঅ' (বাতিক)। বায়ুজনিত পীড়া, উন্মাদ।

২। **ভোখে**—প্রা° ভুক্‌খা' (বুভুক্ষা)। পশ্চিম-রাঢ় ও কামতাবিহারে ভুক্', ভোক', ভোখ'। কৃত্তিবাসী উত্তরাকাণ্ডে,—

আর্ত্তনাদ করি পাপী কান্দে ভোক শোষে।

ক্ষুধায়। **শোষে**—তৃষ্ণায়। **দরিশনে**—দর্শনের নিমিত্ত। **চাহিআঁ**—অন্বেষণ করিয়া। **ঘরক মন না জাএ**—ঘরে মন বসে না।

৩। **সপন**—স্বপ্ন। **নদীকের**—ষষ্ঠীর উত্তর কের' তথা কর' প্রত্যয়, প্রা° সম্বন্ধবাচক কেরক' শব্দেরই রূপভেদ। বিদ্যাপতিতে,—

সদা বসথি জমুনাক তীর।
পরজুবতীকের হরথি চীর॥
কে জান **পুরুষকের** পাপ।

কৃত্তিবাসী উত্তরাকাণ্ডে,—

দুই ভাইকের পবন হৈঞা গেল সখা।

গুণরাজ খানকৃত শ্রীকৃষ্ণবিজয়ে,—

দেখিয়া রাম দামোদর **বৎসকের** সঙ্গে।

শূন্যপুরাণে,—

রূপাকর পাটএ বেসাতির বৈসএ হাট।

নদীর। **বাণে**—তেলিগু বান' (বৃষ্টি)। বন্যা। **তরুঅর**—সরোজ বজ্রের দোহাকোষ ও বিদ্যাপতিতে তরুঅর'। তরুবর। **ভখে**—ভক্ষণ করে। **আসার**—অসার। **কিরীত**—কীর্ত্তি। **সংসার আসার** ইত্যাদি—তুল°—

ভাল মন্দ দুই সঙ্গে চলি যাওব
পর উপকার সে লাভ॥

৪। **ভর**—পূর্ণ। **সুখান**—মৃ°ক°এ সুক্‌খাণ'। শুষ্ক।

লাগিল—শত্রুতা সাধনে প্রবৃত্ত হইল।

পৃ.° ৪৪

৩। **পোড়েক**—পোড়ে, দগ্ধ হয় বা করে।

৪। **সাজিলোঁ**—সাজাইলাম, সজ্জিত করিলাম। **রে**—'রে অরে সম্ভাষণ রতিকলহে'—সিদ্ধহেম°।

১। **বান্ধসি**—বাঁধিস্, বন্ধন করিতেছ। **নাগরী বেশ**—নাগরিকার ব্যবহার, ছলনা। **বাসিত ফুলে রাধা** ইত্যাদি—রাধে, সুগন্ধ ফুল দিয়া কেশ রচনা করিয়াছ, আমায় [আর] ছলনা করিও না। **পড়িঘাউ**—নিবারণ করুক। **কহি**—প্রা° কহিং' (কুত্র)। কোথায়। **নহে**—না হয়।

২। **দলিবোঁ**—দলিত করিব। **শোণিতপুর**—শোণিতপুর কুমায়ুন প্রদেশে কেদারগঙ্গা (মন্দাকিনী) তীরে অবস্থিত। উষামঠ হইতে ইহার ব্যবধান মাত্র ছয় মাইল এবং গুপ্ত কাশীর অতি নিকটে। উষামঠ, রুদ্র-প্রয়াগের উত্তরে এবং হরিদ্বার হইতে কেদারনাথ যাইবার পথের উপর। গুপ্ত কাশী বাণরাজ কর্ত্তৃক শোণিতপুরে প্রতিষ্ঠিত বলিয়া কথিত হয়। শোণিতপুর, দিনাজপুরস্থ দমদমার দুর্গ অথবা আসামের তেজপুর নহে।

বাণ—বলি রাজার জ্যেষ্ঠ পুত্র। শোণিতপুর ইহার রাজধানী।

৩। **শতেক কুড়িএঁ**—এক শত কুড়ি পরিমাণে; তুল° 'শত শত'। কুড়ি' শব্দ কোল (অষ্টক)-মূলক। **নৈলোঁ**—লইলাম। **ধান্ধা**—[তন্দ্রা<দন্ধা<ধন্ধা] বিদ্যাপতিতে,—

মঝু মনে লাগল ধন্দা।

সংশয়, সন্দেহ।

৪। **ছাড়িল**—উত্তম পুরুষের ক্রিয়া।

পড়িলী—ক্রিয়াপদের উত্তর স্ত্রীলিঙ্গে ঈ' প্রত্যয়। ১ম পুরুষের ক্রিয়া।

বেঢ়ে—প্রা° বেঢ়'। বেষ্টনে, অধিকারে। তুল° 'তার খপ্পরে পড়িলে আর রক্ষা নাই'।

৩। **হিরাধর**—হীরক-খচিত। **কড়ী**—মাধবাচার্য্যের শ্রীকৃষ্ণমঙ্গলে,—

কর্ণে হীরাধর কড়ি অপরূপ জুতি।

কর্ণাভরণভেদ (পুষ্পকলিকাকার কি ?)। **কাঞ্চুলী টানএ** ইত্যাদি—আমার বক্ষাবরণ আকর্ষণ করে। **সহাএ**—প্রা° সহাঅ'; একার বিভক্তিচিহ্ন। সাথী।

৪। **জাণা**—জানাও, অবগত কর।

পৃ.° ৪৫

৬। **কৈলী**—করিলে।

৭। **তিরীকলা**—স্ত্রীলোকের ছল, নাগরীপণা। **সম্বোধেঁ**—সান্ত্বনায়।

৯। **বহুত**—বর্ণরত্নাকরে; প্রা° পৈ°এ বহুত্ত' (বহুতরং) ২।৯৫।

১০। **ঘোল দধি দুধ** ইত্যাদি—তুল° 'দই দুধে জল সরিল'। **মেলিলেক**— √মেল্', নিষ্কাশনে।

১। **সাধসি**—সাধিতেছিস্, সংগ্রহ করিতেছ।

২। **জংজাল**—পূর্ব্বে জঞ্জাল'; আলঞ্জাল' শব্দ তুল°।

৩। **যবেঁ পথে মোরে** ইত্যাদি— যদি পথে আমার প্রতি বল প্রকাশ কর, তাহা হইলে প্রতিফল হইবে তোমার মাথার; অর্থাৎ তোমার মাথা যাইবে। **নঠ বুধী**—দুষ্টবুদ্ধি।

৪। **গুণী আগু পাছ**—অগ্রপশ্চাৎ গণনা করিয়া। পাছ—প্রা° পচ্ছা'।

১। **চাহসি**—প্রা° পৈ°এ চাহসি' (বাঞ্ছসি)। বিদ্যাপতিতে,—

বোলও চাহসি কিছু বোলইতে লজাসি॥

বুঝিএ—বোধ করি। **তোহ্মার**—(তোহ্মারে), তোমায়।

২। **তোহ্মাক**—নিমিত্তার্থ-বোধক লাগি' শব্দের যোগে ষষ্ঠী। তোমার।

৩। **করিব**—প্রা° করিঅব্ব'; অপ° করিব্ব' (কর্ত্তব্য)।

৪। **নিধুবনে**—'নব-নিধুবন-লীলাঃ কৌতুকেনাভিবীক্ষ্য' (মাঘ); বিদ্যাপতিতে,—

ন ধর কেশ ন কর ঢিটপন।
অলপে অলপে করহ নিধুবন॥

রতি-সম্ভোগে।

১। **জিতে**— √জী' (জীব্)র পদ। কমললোচনকৃত চণ্ডিকাবিজয়ে,—

বাহুরিয়া যাও যদি জিতে থাকে আশ।

বাঁচিতে, বাঁচিবার নিমিত্ত। **জিতে পরকার** ইত্যাদি—জীবিকার সংস্থান নাই, মহাদানী বলাইতেছ; [এমন অসম্ভব কথা] লোকে বা ধর্ম্মশাস্ত্রে [কখন] শুনি নাই।

পৃ.° ৪৬

৪। **হোর**—গোবিন্দদাসে,—

হোর দেখ এ সখি রাই শ্যাম কোর॥

কবিশেখরকৃত দানখণ্ডে,—

হোর কি দেখিয়ে বড়াই কদম্বের তলে। (পুথি)

জগদানন্দের পদাবলীতে,—

হের না সখি হোর কি দেখি
কিএ অদভুত কভু না পেখি…

ঐ ওখানে, অদূরে। শব্দটি বীরভূম অঞ্চলে এখনও প্রচলিত। তুল° পূর্ব্বী হি° ওহর'। **ঘুচ**—বিজয় গুপ্তের পদ্মাপুরাণে,—

দূরে ঘোচ পদ্মা তুই হেথা হইতে যা।
দূরে ঘোচ বধূ তুমি হেথা হৈতে চল।

মাধব কন্দালকৃত সুন্দরাকাণ্ডে,—

দূর গুচ পাপী আন জঞ্জাল নপাত।

সর, অপসারিত হও। **পাশে**—নিকট হইতে।

সকতী—শক্তি। **আইসে**—প্রা° আইসই, (আরিশতি)।

২। **খুজিতেঁ**—চাহিতে, প্রার্থনা করিতে। **দেখাষসী**—দেখাইতেছিস্। **আহ্মাত**—আমার।

৩। **বাখান**—বাদানুবাদ।

১। **তেল**—প্রা° তেল্ল' (তৈল)। **বিচিতেঁ**—বেচিতে, বিক্রয় করিতে। **সুনা ঘটে**—শূন্য কলসে। সুনা—প্রা° পৈ°এ সুন্ন'। **বারী**— √বারি' বর্জ্জনে।

২। **বিহা** (বিয়া, বিভা)—প্রা° বিআহ'। মাধব দেবকৃত আদিকাণ্ডে,—

যত্ন করি আনিয়া তোমাত বিহা দিলোঁ॥

সূয্যের প্রাচীন গানে,—

তোমার সুর্য্যাই ডাঙ্গর হৈছে বিয়া করাও না॥

বিহা' শব্দ বাঁকুড়া, মানভূম প্রভৃতি অঞ্চলে প্রচলিত। বিবাহ। **ভুঁজ**—ভুঞ্জ, ভোগ কর। **পরাক**—অপরকে।

৩। **পুছ**—জিজ্ঞাসা কর।

৪। **মল্লিকা কলিকা পাশে** ইত্যাদি—তুল°—

জাবে ন মালতি কর পরগাস।

তাবে ন তাহি মধুকর বিলাস॥ (বিদ্যাপতিতে)

১। **বেধিল**—বিদ্ধ, ব্যথিত। **তোর রূপ দেখি** ইত্যাদি—আমি গদাধর, তোমার রূপ দেখিয়া কামপীড়িত-চিত্ত হইলাম। **বস**—প্রা°। বশীভূত।

২। **উন্নত যৌবন**—ভরা যৌবন।

৩। **তেজোঁ**—ত্যাগ করি।

পৃ.° ৪৭

১। **ভায়**—প্রা° ভাঅ'। ভাব, রীতি। **আপণা ছাওয়াল** ইত্যাদি—কানাই, (রতিসম্ভোগের পক্ষে) আমি আমাকে অত্যন্ত বালিকা মনে করি।

নাঅ—প্রা° পৈ°এ ণাব' (নৌঃ)। **ভরা**—শূন্য-পুরাণে,—

নিরঞ্জন ধনভাণ্ডার নাএ দিল ভরা।

কবিকঙ্কণে,—

বদল আশে নানা ধন নায়ে দিল ভরা।

বোঝা, ভার।

২। **কলিকাত**—মুকুলে। **অনুবন্ধ**—বিদ্যাপতিতে,—

কে ন করএ নিঅ পতি অনুবন্ধ॥

অভিলাষ। **মালতী মল্লিকা কলিকাত** ইত্যাদি তুল°—

মাধবি মুকুলিত মালতি ফুল।

তাহে নহি ভুখল ভমর অনুকুল॥ (বিদ্যাপতি)

৩। **খাইএ**—প্রা° খাইঅই' (খাদ্যতে)। খাওয়া হয়। **তপত দুধ** ইত্যাদি—মূল ও টীকা দ্রষ্টব্য (পৃ.° ৩৭)। **ভুখিল হয়িলেঁ** ইত্যাদি—বিদ্যাপতিতে,—

বড়েও ভুখল নহি দুহু কওরে খাএ।

ভবানন্দের হরিবংশে,—

দুই হস্তে কেবা খায় যদি লাগে ক্ষুধা॥

['বুভুক্ষিতঃ কিং দ্বিকরেণ ভুঙ্‌ক্তে'—বিদ্যাসুন্দরচরিতম্।]

আলওয়ালের পদ্মাবতীতে,—

ক্ষুধার্ত্ত হইলে দুই হস্তে কেবা খায়।

২। **মোর কানে** ইত্যাদি—(তাৎপর্য্য) তোমার কথা, শুনিবার একান্ত অযোগ্য।

৬। **ভাণ্ডায়িলি**—স্ত্রীলিঙ্গে ই' প্রত্যয়। প্রতারিত, ভ্রান্ত।

৯। **জিঅতেঁ**—জীবন্তে, জীবন থাকিতে।

১। **বোলেঁ প্রবোধিতেঁ** ইত্যাদি—ওগো বড়াই, কানাই ভারি চতুর, তাহাকে কথায় ঠেকান দায়।

৪। **যুগতী করিউ** ইত্যাদি—ওগো বড়াই, তোমায় আমায় উভয়ে মিলিয়া একটা যুক্তি করা যাউক।

পৃ.° ৪৮

২। **নিছন**—বিদ্যাপতিতে—নেওছন'। **প্রাচীন** পদসাহিত্যে ভিন্ন ভিন্ন অর্থে নিছন' শব্দের প্রয়োগ **লক্ষণীয়**।

বিবাহকালীন বরণ, স্ত্রী আচার প্রভৃতির একটা প্রধান অঙ্গ **নিছন'** বা নিছনি'। উহার মৌলিক অর্থ, **অমঙ্গল** নিঃশেষে মুছিয়া ফেলা। স° প্রতিরূপ **নির্ম্মঞ্ছন'**। চণ্ডী-দাসের প্রচলিত পদে,—

কানুরূপের নিছনি নিছিয়া দিনু কুলে।

বলরাম দাসের পদে,—

করুণা সাগর গৌর অবতার
নিছনি লইয়া মরি।
মরোঁ মরোঁ সই ও রূপ নিছনি লৈয়া।

শশিশেখরের পদে,—

ধনী ধনী ধনী রমণী রমণী
তোমার নিছনি যাই।

বালাই। **থাকু**—থাকুক।

৪। **সেহো পথে**—সে পথেও। **তোর মোর** ইত্যাদি—তোমায় আমায় মিলিয়া তাহার প্রতিফল দিব।

৭। **এথাঁসি**—এখানে-ই। **বাদিআর সাপ**—সাপুড়ের সাপ বিষদাঁত-ভাঙ্গা ও নিস্তেজ। **বাদিআ**—'ব্যালগ্রাহিত্বয়ং ভিক্ষার্থং সর্পধারিণি বাদিয়া ইতি খ্যাতে।' টীকাসর্ব্বস্ব। সাপ—প্রা° সপ্প'।

৮। **মোতে**—আমার।

৯। **দারুণ**—দুঃশীল। **দুরিত**—কলুষিত। **যাইউ**—যাওয়া যাক।

১১। **লাগ**—সঙ্গ, সামীপ্য।

১৩। **যে বুধি এড়াইএ**—যে উপায়ে অব্যাহতি পাওয়া যায়।

১। **উমত**—প্রা° উম্মত্ত' (উন্মত্ত)। **এড়ায়িবারে কৈল** ইত্যাদি—বড়াই, অব্যাহতি পাইবার নিমিত্ত এত রকম করিলাম; কিন্তু স্বেচ্ছাশীল কানাইর তা'র একটাও মনের মত হইল না।

আহ্মা সমে সুরতি ইত্যাদি—আমার সহিত কানাইর রতিকেলি একান্ত অযুক্ত। মাণিক দ্বারা হীরক ভেদের কথা কে কোথায় বিশ্বাস করে? **বিন্ধে**—বিদ্ধ' করে, ভেদ করে।

২। **হাথেত**—পুথিতে হোতিত'। **চারীত**—চরিত্র, আচরণ।

৩। **পুছে**—প্রা° পুচ্ছই' (পৃচ্ছতি); হি° পুছৈ', গু° পূছই'।

৪। **হেন পড়িহাসে বড়ায়ি** ইত্যাদি—কেমন করিয়া তোমার এমনটা মনে হয় বড়াই, আমার মত কিশোরীর পক্ষে বিদগ্ধ নন্দনন্দন যোগ্য পাত্র? প্রতি—পক্ষে। **মাকড়ের যোগ্য** ইত্যাদি—তুল°—

বানরকণ্ঠে কি মোতিম মাল॥ (বিদ্যাপতি)

১। **মতিমোহে**—মনোভ্রান্তি হেতু; মতিমোহে শব্দ তুল°। **বিছোহে**—বিচ্ছোহো বিরহে' (বিচ্ছোহো বিরহঃ) দেশীনামমালা; ভবিসয়ত্তকহাতে বিচ্ছোয়'। স° প্রতিরূপ বিক্ষোভ'। বিদ্যাপতিতে,—

বিছোহ বিকল ভেল দুহুক পরান।
নেহ বিছোহ জনু কাহুক উপজয়
বিছোহ ধরয় জনু দেহ॥

মালিক মহম্মদকৃত পদুমাবতীতে,—

তউ লহি সোগ বিছোহ কর ভোজন পরান পেট।
[তাবৎ বিরহ শোক, যাবৎ উদর পূর্ণ না হয়।]

কাকুতি—কাকুক্তি, কাতর প্রার্থনা। **অন্তরে**—শ্যাম দাসকৃত মীনচেতনে,—

নাচিয়া গাহিয়া খাঅ কিসের অন্তর।
হেন বাক্য বল তুমি কিসের অন্তর।

নিমিত্ত।

কাপড়—মাগধী কপ্পড়এ' (কর্পটকঃ); কোল কর্পট'। **পিন্ধে**—পরিধান করে।

পৃ.° ৪৯

২। **জিআঅ**—জীয়াও, জীবন দান কর।

৪। **কিবা**—কিম্বা।

১। **সতন্তরে**—স্বেচ্ছাচারের কথা। **দুতরে**—প্রা° দুত্তর' (দুস্তর)। বিপদে।

কাঢ়ায়িলি বাট—পথ ধরিলি। কাঢ়ায়িলি—বাহির করিলি। **দুসহ**—প্রা°। দুর্গম। **আরণে**—প্রা° অরণ্ণ'। অরণ্যে।

২। **কৌণ**—কোন্, কি। **ছিণ্ডিবেক**—ছিঁড়িবে, ছিন্ন করিবে।

৩। **মিছেঁ ছাচেঁ**—মিথ্যা ছাঁদে অর্থাৎ ছলা কলায় [ছাঁচ—হিন্দী সাঁচা'। সদৃশ, ঢব, mould।]

৪। **পুণি**—প্রা° পুণি', পুণী'। পুনঃ। **ছিতে**—আছিতে, থাকিতে। **যেহ্নি**—যেই, যাহা বা যেরূপ। **সেহ্নি**—সেই, তাহা বা সেইরূপ।

মদীয়মানসোল্লাসি ইত্যাদি—বেশ বলিয়াছ রাধে! শুনিয়া আমার মন উল্লসিত হইতেছে। এস, স্মরযাতনা হইতে উদ্ধার কর,—কি যে যাতনা, তাহা ব্যক্ত করিতে পারিতেছি না, সব কথা প্রকাশ করা যায় না।

১। **আগুছিআঁ**—[<আগুসিয়া <আগু আসিয়া]; সম্মুখে আসিয়া পথ রোধ করাকে পূর্ব্ববঙ্গে আগোছা' বলে। সম্মুখবর্ত্তী হইয়া। **অথবেথে**—বিজয় গুপ্তের পদ্মাপুরাণ, চৈতন্য-ভাগবত প্রভৃতিতে আথে ব্যথে'। অস্তে ব্যস্তে। **ঠেঠালি**—কুচেষ্টাবতী, প্রগল্‌ভা। **তাক দেখি বড়ায়ি** ইত্যাদি—তাহা দেখিয়া অতি বড় মায়া-মমতাহীন বড়াই অস্তে-ব্যস্তে ফিরিয়া গিয়া মূল পথে অপেক্ষা করিতে লাগিল।

২। **অঝর**—প্রাচীন সাহিত্যে অঝোর', অঝরু', আঝর'। অজস্র-ধার। **লোহ**—হি° লোহ', ওঁ° লুহ'; সং° লোতস্। কৃত্তিবাসী উত্তরাকাণ্ডে,—

ভাসিলা লোচন লোহে দেব রঘুমণি।

কবিচন্দ্রের অক্রূরাগমনে,—

মাএর কথা জিজ্ঞাসিতে চক্ষে পড়ে লোহ॥ (পুথি)

কাশীদাসের আদিপর্ব্বে,—

নয়নেতে লোহ ঝরে দুগ্ধ ঝরে স্তনে।

প্রাদেশিক লো'। চক্ষের জল, অশ্রু।

৩। **সাখী**—প্রা° সক্‌খি,' সক্‌খী'। সাক্ষী। **সুরত সংভোগে**—রতিক্রীড়ায়।

৪। **রসমনে**—সরস অন্তরে, হর্ষচিত্তে।

১। **ছিণ্ডি**—ছিঁড়িয়া, ছিন্ন করিয়া।

২। **ঘর মথুরা নগরী**—ঘর অথবা মথুরাপুরী।

পৃ.° ৫০

৫। **আন্ত**—অন্ত।

৮। **আন্ধাতে**—তে, দ্বিতীয়ার অর্থে প্রযুক্ত।

৯। **দিনা কথো**—অল্প কএক দিন।

অথ রাধা বনে ইত্যাদি—সলজ্জা, আভীর-কৌতুকা ও একাকিনী রাধা বনমধ্যে হরিকে সম্মুখে দেখিয়া অনেক ক্ষণ মনে মনে চিন্তা করিলেন।

২। **দুআরে**—প্রা° দুআর,' দুৱার'। দ্বারে।

ভয়ং কংসাভিমন্যুভ্য ইত্যাদি—রসসন্দোহসাধিকে রাধিকে, আমার কথা শুন। কংস বা অভিমন্যুর ভয় করিও না।

নিবোঁ—লইব।

২। **আগত**—অগ্রে।

৩। **দূতা পাঠায়িআঁ** ইত্যাদি—দূতী পাঠাইয়া তোমায় গোকুলে লইয়া যাইব। **নিবত**—লইব; নিশ্চিত অর্থে ত' প্রত্যয়। **অলজালে**—চর্য্যাপদে,—

জো মণ গোঅর আলাজালা

[মন ইন্দ্রিয়স্য গোচরো যঃ সংকল্পবিকল্পজালঃ।]

মাধব কন্দলিকৃত কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে,—

স্বপনর কথা যত কহিলাহা প্রাণজায়া

জানিবা সকল আলজাল।

অরণ্যকাণ্ডে,—

কোন বস্তু ছার খুজিলোহোঁ পণ্ডচাল।

ইহাক নিদিয়া পাতিলাহা আলজাল॥

উৎপাত, উপদ্রব। অলং' এবং জাল' শব্দের যোগে অ ল জা ল। **বাটত যাইতেঁ মো** ইত্যাদি—পথে যাইতে আমি উৎপাত করিব অথবা তোমাকে বল করিব।

৩। **গুণসি**—বিদ্যাপতিতে,—

পরমুখে ন সুনসি নিঅ মনে ন **গুণসি**

ন বুঝসি ছইলর বানী।

গণনা করিস্। **পাঁচ সাত**—অগ্র-পশ্চাৎ, নানাপ্রকার।

১। **আহা**—আশা। **অরতী বাধিত**—রতি-পীড়িত বা আসক্তির বশীভূত। **জরমক তরেঁ**—চিরকালের জন্য।

পরিভায়—ভাবিয়া দেখ,পর্য্যালোচনা করিয়া দেখ।

২। **উচিত কমলে ভোগ**—ইত্যাদি—(তাৎপর্য্য) ভ্রমর [প্রস্ফুটিত] কমলের মধুপানে সুখী হয় যথার্থ এবং যুক্ত ; কিন্তু আমার যৌবন এখনও ফুটিয়া উঠে নাই, মধুর একান্ত অভাব। বিদ্যাপতিতে,—

জবে ন মালতি কর পরগাস।
তাবে ন তাহি মধুকর বিলাস॥

বিজয় গুপ্তের পদ্মাপুরাণে,—

অখণ্ড-কলিকা প্রভু নাহি গন্ধ বাস।
বিকশিত কমলে প্রভু ভ্রমরে করে আশ॥

ইঞ্চলা—ইচলা মাছ। **বার পাড়িবে**—ব্রত পাতিত করিবে। **বেআপিবেঁ**—ব্যাপ্ত করিবে। **ইঞ্চলা খাআঁ কাহ্ন** ইত্যাদি—কানাই, নামমাত্র মাছ খাইয়া ব্রত ভঙ্গ করিবে এবং আপনাকে ঘোর পাপে লিপ্ত করিবে।

পৃ.° ৫১

৩। **প্রজল**—প্রজ্বলিত। **নিবাএ**—নির্ব্বাপিত হয় বা করে। **একবার রতীএ** ইত্যাদি—তুল°—

কাম ভোগ অভিলাস না যায় খণ্ডন।
ঘৃত দিলে আর যেন বাড়ে হুতাশন॥

৪। **পড়িভায়**—উপরে পরিভায়'। **আগ পাছ**—অগ্র-পশ্চাৎ। **কর**—প্রা° পৈ°এ কর' (করোতি)।

তক্রবিক্রয়নবুদ্ধয়া ইত্যাদি—তক্র বিক্রয় করিতে করিতে তোমার বুদ্ধি স্থূল হইয়া গিয়াছে,—তুমি আমার পরিচয়ে বঞ্চিতা! রাধিকে, আমি কংসরূপ দাবাগ্নির প্রশমনকারী গোপ-সন্তান।

১। **জাণওঁ**—পদুমাবতিতে জানউ'। জানি।

২। **সহিব**—সহিবে, সহ্য করিবে।

৩। **হরোঁ**—হরণ করি। **আপণ অঙ্গের** ইত্যাদি—একদা শ্রীকৃষ্ণের রমণেচ্ছা হইলে স্বয়ং দুই রূপে প্রকটিত হন। দক্ষিণাঙ্গ শ্রীকৃষ্ণ-মূর্ত্তি এবং বামাঙ্গে রাধারূপ ধারণ করেন। **লখিমী**—**লক্ষ্মী**।

৪। **আছিলোঁ**—ব্রহ্মপুত্রের উপত্যকাপ্রদেশে। বিদ্যাপতিতে অছলোঁ', অছলুঁ'। আছিলাম, ছিলাম।

৫। **ছার**—প্রা°। তুচ্ছ। **বামা**—প্রতিকূল আচরণ-কারিণী। **আন্নাত**—ত' পঞ্চমীর অর্থে প্রযুক্ত। **দেহ**—ব্যক্তি।

৭। **অবসই**—প্রা° অবস' (অবশ্য) ; ই' নিশ্চয়ে। **হরিএঁ**—লুণ্ঠন করিয়া। **ভুঞ্জে**—প্রা° ভুঞ্জই' (ভুঙ্‌ক্তে)।

৮। **দুইহাঁর**— (দুহাঁর, দোহার) দুই জনের। **আরতী**—আর্ত্তি, মনোব্যথা।

৯। **হাণিল**—প্রহার করিল।

অথ রাধা বনে ইত্যাদি—অনন্তর রাধা ঈদৃশচরিত্র হরিকে বনে দেখিয়া বৃন্দার প্রতি রোষবশতঃ দীর্ঘকাল চিন্তা করিলেন।

১। **ছারে খারে**—চুলায়, অধঃপাতে। **অনল বুলাওঁ**—তুল° 'গায়ে আগুন মেটিয়ে দিই'। বুলাওঁ—ইতস্ততঃ ভ্রমণ করাই। **মাঝ পান্তরে** ইত্যাদি—মধ্য প্রান্তরের পথ ধরিয়া। পান্তর—প্রান্তর। **কাঢ়ায়িআঁ**—বাহির করিয়া।

পৃ.° ৫২

জায়িবাক—যাইতে, যাইবার নিমিত্ত। **নান্দে**—দেয় না।

২। **অনুবন্ধ**—বিদ্যাপতিতে,—

পরক বিলাসিনি তুয় অনুবন্ধ।
আনলি কত ন বচন কএ ধন্ধ॥

নির্ব্বন্ধ, উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত বিবিধ চেষ্টা। **খেড়**—কু° চ°, দেশীনামমালা প্রভৃতিতে গড়'; শূ° পু°এ খেড'। শুষ্ক তৃণাদি। **আগুণী**—প্রা° অগণী' (সিদ্ধহে°, ৮।২।১০২)। অগ্নি। **দহি**—প্রা°। দধি।

৩। **ভর পান্তরে**—মধ্য প্রান্তরে, মাঝ পথে।

হিআ—প্রা° হিঅ', হিঅঅ'। হৃদয়। **হিছোলে**—বীরভূমির প্রাদেশিক। হেঁচ্‌কা টানে, আকস্মিক আকর্ষণে। **লজ**—লবঙ্গ পুষ্প। **ভিড়িআঁ**—বেষ্টন করিয়া। **লোটন**—চণ্ডীদাসের পদে,—

লোটন বান্ধন কুণ্ডল করিয়া
তাহা বা পরেছ রাধে।
কুসুম সুষম মুকুতা-মাল
লোটন ঘোটন বাঁধিয়া॥

বিন্যস্ত কেশপাশ, বেণী। **লজ মালতীএঁ** ইত্যাদি—যাহারা কেশরচনাদি বিষয়ে অতিরিক্ত মনোযোগী, তাহারা প্রায়শঃ দুর্ব্বিনীত ও দুর্নীতিপরায়ণ হয়, ইহাই প্রকারান্তরে বলা হইল।

—

১। **ঘুনে**—ঘুণে। ঘুণ এক প্রকার কাষ্ঠকীট।

২। **গোর**—প্রা°। গৌর।

৩। **শোভ**—শোভা। **কনক কুম্ভ আকারে** ইত্যাদি—বিদ্যাপতিতে,—

পীন পয়োধর অপরুব সুন্দর
উপর মোতিম হার।
জনি কনকাচল উপর বিমল জল
দুই বহ সুরসরি ধার॥

আগু নাহিঁ সরে—অগ্রসর হয় না।

৪। **দেহার দেব**—দেবের দেব মহাদেব। [দেহা<দেআ<দেবঅ<দেবক]; অথবা দেহের। অধিষ্ঠাতা জীব। **কলায়িলোঁ**—চর্য্যাপদে কলিঅঁ' (আকলয্য)। অনুগত হইলাম, বশীভূত হইলাম।

—

লঙ্ঘিবেঁ—লঙ্ঘন করিবে।

২। **জুণি**—বিদ্যাপতিতে,—

অহে সখি অহে সখি লৈ জুণি জাহে।

(ডা° গ্রীয়ারসনধৃত পাঠ)। যেন না।

৪। **কাম্পো**—কম্পিত হই। **বালী**—স° ও প্রা° পালি'। বাইল, সবৃন্ত পত্র।

পৃ.° ৫৩

রাধিকানুমতিমাপ্য ইত্যাদি—রাধিকার অনুমতি পাইয়া মহাপরাক্রমশালী মদন-শর-বিদ্ধ মাধব অদ্ভুত প্রণালীতে শত্রুর প্রতি এইরূপ সুন্দরভাবে বিক্রম প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

—

১। **মরদিল**—মর্দ্দিত করিলেন।

২। **বদনে বদনে** ইত্যাদি—বিদ্যাপতিতে—

নয়ানে নয়ান দুহাঁর বয়ানে বয়ান।

দশনবসনে—দন্তচ্ছদ অর্থাৎ ওষ্ঠাধরে। **বিসরী**—বিস্মৃত হইয়া। **মতি ভোলেঁ রাধিকার** ইত্যাদি—কানাই মনের বিহ্বলতাবশতঃ রাধার নিষেধবাক্য বিস্মৃত হইয়া দন্ত দ্বারা তাঁহার ওষ্ঠাধর চাপিয়া ধরিলেন।

৩। **উতরল**—[উৎ-তরল]। চণ্ডীদাসের পদে,—

সখীগণ কহে ধনি নহ উতরোল॥

কৃত্তিবাসী লঙ্কাকাণ্ডে,—

মুনি বলে রাম নাহি হও উতরোল।

কাশীদাসী মহাভারতে,—

করিব উপায় আমি নহ উতরোল।

অতিশয় চঞ্চল, বিহ্বল। **বন্ধে**—বন্ধন। **রতী অনুবন্ধে**—রতি-উপক্রমে।

৪। **মনতোষ**—মনের তৃপ্তি। **শাসে**—শ্বাস। **তরাসে**—ত্রাস।

১। **নিল**—লইলে। **গুণিআ**—শ্যামদাসকৃত মীনচেতনে,—

গলে তিন গুণ দিল কপালেতে ফোটা।

কণ্ঠাভরণভেদ, সূত্রহার। **গলার**—প্রা° গলঅ'; র' বিভক্তি-চিহ্ন, **খাঁখার**—শ্রীকৃষ্ণবিজয়ে,—

কেন হেন কৈলি পাপ কুলের খাঁকার।
যুদ্ধে ভঙ্গ অপযশ ঘুষিব সংসার॥

পরাগলী মহাভারতে,—

আমার ললাটতল বিধির লিখন ফল
কুরুবংশে রহিল খাংখার। (স্ত্রীপর্ব্ব)

কবিকঙ্কণে,—

পাণ লৈতে তোমার সনে না কৈল বিচার।
রন্ধনশালাতে ছুঁড়ি আনিবে খাঁখার॥

রাঢ়ের পশ্চিম-প্রান্তে নিন্দা, অপবাদ প্রভৃতি অর্থে খাঁ খা র শব্দ প্রযুক্ত হয়। অখ্যাতি, কলঙ্ক। [কলঙ্ক-আকার=খাঁকার, G. C. Haughton's B. S. Dictionary]

২। **বাহুঠী**—হস্তাভরণ-ভেদ।

পাশলী—বিজয় গুপ্তের পদ্মাপুরাণে,—

পায় খাড়ু দিল আঙ্গুলে পাশলি।

ঘনরামের ধর্ম্মমঙ্গলে,—

কটিতে কিঙ্কিণী পরে পদাগ্রে পাসুলি।

পদাঙ্গুলির ভূষণভেদ। **সনেহে**—প্রা° সণেহ' (সিদ্ধহে°, ৮।২।১০২)। স্নেহে, প্রণয়ে।

—

১। **পুছিল**—জিজ্ঞাসা করিল। **বিপরীত**—বিপর্য্যস্ত, ব্যতিক্রান্ত। **একোহি**—একটা-ও। **চরীত**—চরিত্র, আচরণ।

২। **নিলে**—মাগধী লহিদে' (লব্ধঃ)। **আসুখিনী**—অসুখী। নির্দ্দয়িনী', রাক্ষসিনী', পিশাচিনী' প্রভৃতি শব্দ তুল°।

৩। **আয়াসিনী**—শ্রান্তা।

পৃ.° ৫৪

১। **পরতেখ**—প্রত্যক্ষ। **বিহানে**—প্রাচীন সাহিত্যে বিহনে', বিহুন' প্রভৃতি। ব্যতীত, বিরহিত হইয়া। **আপারে**—অপার।

ভৈল পাঞ্জর শেষ—চণ্ডীদাসের প্রচলিত পদে, 'পাঁজর হইল শেষ'। পাঁজর ভাঙ্গিয়া গেল অর্থাৎ অত্যন্ত সন্তপ্ত হইলাম।

২। **জীউত**—বক্ষের। **নিবারিলোঁ**—নিবারণ করিলাম। **একসরী হআঁ দৃঢ়** ইত্যাদি—একাকিনী হেতু দৃঢ়ভাবে কাপড় কষিয়া, কানাইর বুকের উপর চড়িয়া, তাঁহাকে নিবারণ করিলাম।

৩। **বিরূপ**—কুৎসিত (কথা)।

১। **তেজিলোঁ**—ত্যাগ করিলাম।

২। **রাখিএ**—প্রা° রক্‌খিঅই' (রক্ষ্যতে)।

আপণা রাখিএ ইতাদি—আপনাকে আপনি রক্ষা করিতে হয়।

৩। **চুম্বওঁ**—চুম্বন করি। **দুয়জ**—প্রা° দুইজ্জ', দোজ্জ'। চণ্ডীদাসের পদে,—

দেখিল কানু দোয়জ পহরে॥

দ্বিতীয়। **জীলোঁ**—মাধব কন্দলীকৃত লঙ্কাকাণ্ডে। বাঁচিলাম।

১। **ভিজিআঁ**—√ভিজ্' (স° অভি-√অন্‌জ্) ম্রক্ষণে। **ঘামে**—প্রা° ঘম্ম; একার বিভক্তিচিহ্ন। পারসিক গরেম' শব্দ তুল°। **হংস যেহ্ন সরোবর** ইত্যাদি—(রাধার উক্তি) হাঁস যেমন পুকুরের জল তল-উপর করে, কানাইও তেমনি রাধাকে (নাস্তানাবুদ) করিল। **বিগুতিল**—আলোড়ন করিল।

রহাইল—আটকাইল।

২। **সুঝাইল**—নারায়ণ দেবকৃত পদ্মাপুরাণে,—

কালি যত বিড়ম্বিনু তোরে সেহি সুঝাইল মোবে
ধিক্ জাউক আমার জীবনে। ('পুথি)

পরিশোধ লইল।

৩। **মোড়িআঁ**—চর্য্যাপদে মোড্ডিউ', মোড়িঅ' (মর্দ্দয়িত্বা)। দলিত করিয়া। **শুন পান্তরে**—চর্য্যাপদে—সুনা পান্তর'। শূন্য প্রান্তরে।

দানখণ্ডের টীকা সম্পূর্ণ।

নৌকাখণ্ড

পৃ.° ৫৫

রাধিকাধিকবিশুদ্ধমানসা ইত্যাদি—অতি বিশুদ্ধ-চিত্তা, মৃগনয়না রাধিকা, কামী কৃষ্ণের হস্ত হইতে [আমার] বুদ্ধিবলে কোনরূপে পরিত্রাণ পাইয়া, আমার সহিত গৃহে আসিয়াছে।

সেই [সুপরিচিতা] অভিমন্যুজননী, বৃদ্ধার এই উক্তি হৃদ্গত করিয়া, দধি-তক্র-ঘৃতাদি বিক্রয়ের জন্য রাধাকে মথুরা যাইতে নিষেধ করিয়া দিল।

বৃদ্ধা ও রাধা সেই নিষেধ-বাক্য শুনিয়া মথুরা যাওয়া বন্ধ করিয়া দিলেন এবং দীর্ঘকাল স্বগৃহে বাস করিলেন।

রাধারতিরসম্ভৃত ইত্যাদি—রাধার রতিরসে স্তম্ভিতচিত্ত

শ্রীকৃষ্ণ কোনও রূপে একটি সামান্য উপায় উদ্ভাবন করিয়া বৃন্দার সহিত বহুক্ষণ আলাপ করিলেন।

৫। **বিচি নিআঁ**—লইয়া বিক্রয় করি।

৭। **লাগিল**—ধরিল। **উপসন্ন**—কৃষ্ণপ্রেম-তরঙ্গিণীতে,—

উপসন্ন হৈল শিশু সেই যজ্ঞস্থানে।

(১০ম স্ক°, ২৩শ অ°)

চৈতন্যভাগবতে,—

আথেব্যথে চক্র আসি **উপসন্ন** হৈল।

(মধ্য°, ১৩শ অ°)

উপস্থিত। **বরিষা সমএ**—প্রা° পৈ°এ বরিসা সমআ' (বর্ষাসময়ঃ)।

৯। **বান্ধিতেঁ**—নির্ম্মাণ করিতে। **করিউ**—করি।

১০। **চাহিতেঁ**—অন্বেষণ করিতে।

১। **দাণ্ডা**—নৌকার মধ্যদণ্ড বা পৃষ্ঠদণ্ড। **পাতনে**—স্থাপন।

২। **পাট**—কাষ্ঠাদির পট্ট বা তক্তা। **চিরী**—চিরিয়া। **যোখ মাপে**—পরিমাণ। **গুড়া যোড়ী**—সূর্য্যের প্রাচীন গানে,—

শ্রীফলগাছের নৌকাখানি মধ্যে **যোড়-গুড়া**।

বিজয় গুপ্তের পদ্মাপুরাণে,—

তার পাছে বাওয়াইল নৌকা নামে শঙ্খতালি।
চন্দন কাষ্ঠে তার **গুড়া** আর ডালি ॥

কবিকঙ্কণে,—

গড়ে ডিঙ্গা মধুকর মাঝখানে ছইঘর
পাশে **গুড়া** বসিতে গাবর।

নৌকার এক ডালি হইতে অপর ডালি পর্য্যন্ত বিস্তৃত কাষ্ঠ-খণ্ডকে গুড়া' বলে। কোথাও কোথাও জোড়া (যুগ্ম) গুড়া দিবার রীতি আছে। **তোলবাঁপে**—তুলাদণ্ডের পরিমাণে। **চারি পাট করি** ইত্যাদি—চারি খণ্ড তক্তা চিরিয়া, নৌকার দৈর্ঘ্য প্রস্থ স্থির করিলেন, এবং পরিমাণ করিয়া তাহাতে জোড়া জোড়া গুড়া-কাষ্ঠ সংযোজিত করিলেন।

৩। **ঘলাপাড়ী**—সম্ভবতঃ ঘরা' (ছিদ্র) হইতে ঘলা এবং পাড়ী ; ছিদ্র রোধের নিমিত্ত কাষ্ঠাদির পাত্‌লা পাটি। **সুরগুঠি**—শিথিল জোড়মুখ বন্ধ করিবার নিমিত্ত শণ-পাট ইত্যাদির প্রস্তুত পলিতাসদৃশ পদার্থ। **নাএ**—নৌকায়।

৪। **গঢ়ায়িল**—নির্ম্মিত করিল। **জাত**—যাহাতে।

৬। **ডুবাইআঁ**—√ডুব' (প্রা° বুড্ড) নিমজ্জনে ; বৌদ্ধ মাগধীতে √মস্‌জ স্থানে ডুব্ব' আদেশ হয়।

৭। **নেহালিআঁ**—প্রা° লক্ষ্মীতে নিহালিয়' (নিভালিত) এবং ভবিসয়ত্তকহাতে নিহালই' (নিভালয়তি); কৃত্তিবাসী উত্তরাকাণ্ডে,—

লব কুশ বলি নাম থুইল সুন্দর।
মুনি সব নেহালিআ দেখে কলেবর ॥

পরাগলী বিরাটপর্ব্বে—

সসৈন্য সহিত সবে দেখন্ত নেহালি।

নিরীক্ষণ করিয়া।

মধুরাং মথুরাং ইত্যাদি—মধুরা রাধিকাকে মথুরা লইয়া যাইবার নিমিত্ত কপটপটু বৃন্দা কৃষ্ণের বচনে সত্বর তাঁহাকে এই কথা বলিল।

২। **আহ্মে**—প্রা° অম্হে' (অস্মাকম্), কু° চ° ৫।৪১। আমাদের। **উতপতী**—টক্কী প্রভৃতি ভাষায় উৎপতি', উতপতি'। উৎপত্তি। **উপেখহ**—উপেক্ষা করিতেছ।

পৃ.° ৫৬

৪। **সাজিউ**—সাজান যা'ক, সজ্জিত করা যাউক।

১। **খাঁটে**—চর্য্যাপদে,—

বাটত ভঅ **খাণ্ট** বি বলআ।

মাধব কন্দলিকৃত কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে,—

খণ্ট চোর মচ্ছল যতেক দুরাচার।

বিজয় গুপ্তের পদ্মাপুরাণে,—

জলে মড়া ফেলাইয়া তোরে নিবে **খাটে**।

কাশীদাসী আশ্রমিক পর্ব্বে,—

দুষ্ট চোর **খণ্ডে** দণ্ডে বৈরীর মর্দ্দন ॥

(ইণ্ডিয়ান-প্রেস সংস্করণ)

কবিকঙ্কণে,—

চোর **খণ্ডা** হইতে তুমি নাহি কর ভয়।
চোর **খণ্ড** লম্পট পাইল কিবা লাগ ॥

খণ্ড, ধূর্ত্ত, শঠ। তুল° 'অসঈই খংডঈ' (খংডঈ অসতী)—দেশীনামমালা। **লাগ পাইল** ইত্যাদি—ছেঁচড়ের মত কানাই সঙ্গ লইল। **খন্ধ**—প্রা° খংধ' [স্কন্ধ, সমূহ]; কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে ষণ্ড'। শাকসজী। **দধি দুধ খাআঁ** ইত্যাদি—তুল°—

নন্দরাজ ঘরে নবনী খাইয়া
হৈয়াছে উদাম ষাঁড়া।
(প° ক° ত°, ১৩৮১ পদ)

২। **দুরাখর**—(দুরক্ষর), কুৎসিত কথা। **আকুল**—বিস্রস্ত।

৩। **যেহেন চরিত** ইত্যাদি—কানাইর যেরূপ চরিত্র দেখিলাম, তাহাতে পরিত্রাণের আশা ছিল না, তোমার আশীর্ব্বাদে আর একবার প্রাণে বাঁচিলাম।

৪। **যাইবাক**—যাইতে, যাইবার নিমিত্ত।

১। **কুবুধি**—কুবুদ্ধি, দুষ্টবুদ্ধি।

৪। **ভরিল**—ভরা, পূর্ণ।

৬। **নাগ**—নাগাইল, সঙ্গ।

৮। **নিষধিল**—নিষেধ করিল।

৯। **বুইলেঁ**—বলিলে।

১১। **ভিখারী**—প্রা° পৈ° ২।১২০।

পৃ.° ৫৭

১। **সুঙ্কি**—সৌগন্ধিক, শ্বেতোৎপল।

বাহুড়াএ—বিদ্যাপতিতে,—

বিমুখি সুতলি ধনি সুমুখি ন হোএ।
ভাগল দল বহুলাবএ কোএ ॥

ফিরায়, প্রতিনিবৃত্ত করে।

২। **চিআইতে**—চেতনা সম্পাদন করিতে; জাগরিত করিতে। **আজী**—অদ্য। **জা**—যাও। **সুইহে**—শয়ন করিয়া। **বেআজ**—বিলম্ব।

১-২। **সোণার চুপড়ী…এতেক বেআজ**—রাধে! সখীরা তোমার, সোনার চুপড়ীতে রূপার ভাঁড়ে সুঁদি ও কেআ ফুলের মত ক'রে শাদা দইএর পসরা সাজিয়ে এবং উহা নেতের কাপড়ে ঢেকে এনে জানালে। সুন্দরি, গোপকুমারীরা দই বেচিতে চলিয়াছে; তাদের কে [এখন] আটকায়? রাত্রি শেষ হইয়াছে, কোকিল ডাকিতেছে, তথাচ আজ আর তোমার ঘুম ভাঙ্গিতেছে না! এখনও শুয়ে কেন? উঠ, মথুরায় বেচা-কেনা করিতে যাও।

৩। **মিলচুকা**—মিলিয়া চুকিয়াছে, মিলিত হইয়াছে। **সোবন**—প্রা° সুবণ্ণ', সুবন্ন'; পা° সোণ্ণ' ও মৈ° সোন' শব্দ তুল°। সুবর্ণ-নির্ম্মিত। **পত্নী**—চৈতন্য-ভাগবতে,—

সব খাই পত্নি তবে করে পলায়নে ॥
(আদি, ৪র্থ অ°)।

পরিধান করিয়া। **ঘৃতদধি দুধে** ইত্যাদি—রূপসী রাধা দই দুধে পসরা সাজাইয়া, সোনার বাউঠী পরিয়া [সখীদের সহিত] মিলিয়াছেন।

১। **লড়ী**—প্রা° লট্‌ঠি', লট্‌ঠী'। লাঠি, যষ্টি। **যাএ**—যায়। **যাত**—যাহাতে। **লাস**—বিলাস; অথবা হস্তাদির সঞ্চালন, নৃত্য-ভঙ্গি।

২। **কোলাহল**—সংস্কৃতসম শব্দ। **ষোল শত গোপী** ইত্যাদি—ষোল শ গোপী উচ্চৈঃস্বরে মঙ্গলগীত গান করিতে করিতে মনের আনন্দে যাইতে লাগিলেন। **লড়িলী**—কৃত্তিবাসী উত্তরাকাণ্ডে—

রথে চড়িঞা পাত্র মিত্রে লড়িলা তুরিত ॥

চলিলেন। **আগুআনী**—অগ্রবর্ত্তিনী। **বড়ায়ির মুখ চাহি** ইত্যাদি—বড়াইকে অগ্রবর্ত্তিনী করিয়া এবং তাহারই ভরসায় ব্রজবালারা মথুরায় চলিলেন।

৩। **সন্ধাঞিঁ**—সকলে। **পারকর**—পারকারী। **ঘাটোআল**—ঘট্টপাল, পাটনী।

ঘাটিআল—পূর্ব্বে ঘাটোআল', পাটনী।

২। **দেখিএ**—প্রা° দেক্‌খিঅই' (* দৃক্ষতে)। দেখা যায়, দৃষ্ট হয়।

৩। **কেহ্নমনে**—কেমন করিয়া। **ছোট**—প্রা° ছুট্‌ট'।

৬। **চাপায়িআঁ**—লাগাইয়া।

১। **বোলেন্ত**—কৃত্তিবাসী উত্তরাকাণ্ডে,—

এতেক শুনিঞা হর বোলেন্ত বচন।

পরাগলী মুষল পর্ব্বে,—

অশ্বত্থামা সম্বোধিয়া বোলেন্ত নারায়ণ।

চাপাআঁ—লাগাইয়া। **চড়সিআঁ**—চণ্ডীদাসের পদে,—

ক্ষীণ যার গায় চড়সিয়া নায়

সবারে করিব পার।

আসিয়া উঠ। বীরভূম অঞ্চলে অদ্যাপি দেখসিঞা', করসিঞা', খাওসিঞা' প্রভৃতি শব্দ প্রচলিত।

২। **ভরায়িলী**—নামধাতু; ক্রিয়ার উত্তর স্ত্রীলিঙ্গে ঈ' প্রত্যয়। ভয় পাইল।

পৃ.° ৫৮

৩। **গুটী**—তেলিগু-রূপ ওকটি'।

৬। **গোআলিনী**—রাধা।

৭। **তীন ভরা**—তিন জনের ভার।

৯। **নাঅত**—নৌকায়।

যমুনানীরপূরস্ত ইত্যাদি—রাধে, যমুনার জলপ্রবাহ নৌকায় ভর করিয়াছে; ভয়ে চঞ্চল হইও না, আমার কথা শুন।

কাণ্ডারী—পরে কাণ্ডার'। প্রা° কন্নহার'। 'কর্ণধারস্তয়ং কর্ণহার ইতি খ্যাতে'; টী° স°। মাঝি, কর্ণধার।

৩। **পাতিলোঁ**—পাতিলাম। **না**—স° নৌ'; হি° ম°·নাব'। নৌকা। **প্রবোধিআঁ**—খুস্নী করিয়া, শান্ত করিয়া।

নিশম্য কৃষ্ণবচনং ইত্যাদি—শ্রীকৃষ্ণের বাক্য শ্রবণে ভয়বিহ্বলা রাধা বিলাপ করিতে লাগিলেন এবং তাঁহাকে এই কথা বলিলেন।

২। **পড়িলাহোঁ**—পড়িলাম, পতিত হইলাম। **অনাথী**—অনাথা, সহায়হীনা। প্রাচীন বাঙ্গালায় অনাথিনী,' নিমাথী' প্রভৃতি শব্দেরও প্রয়োগ দৃষ্ট হয়।

৩। **পুরব জরমে** ইত্যাদি—পূর্ব্ব জন্মে। কর্ম্মফলের সূচনা করিলাম। **লভিল**—লাভ করিলাম। **পাড়ে বাটে**—রাহাজানি করে, পথে দস্যুবৃত্তি করে।

১। **কাঁঢ়ার**—শূন্যপরাণে,—

আপুনি নিরঞ্জন ধরেছ কাণ্ডার।

বিদ্যাপতিতে,—

বিরহ পয়োধি কাম নাব তহি

আস ধরএ কড়হার॥

বিজয় গুপ্তের পদ্মাপুরাণে,—

তুলাইরে দড় করি ধরিও কাণ্ডার।

কাণ্ডার ধরিও দড় তরঙ্গ হইল বড়

পাতা হালে নাহি ছোয় পানী।

কর্ণ, নৌকার হাইল।

পৃ.° ৫৯

৩। **ফান্দে**—[স° পাশ-বন্ধ', J. T. Platts' H. E. Dictionary] ফাঁদ, বন্ধন সাধন।

১। **নাঅবাহিআঁ** ইত্যাদি—এই বিস্তীর্ণ যমুনা-জলে আমি নাবিক। নাঅবাহিআঁ—চর্য্যাপদে নৌবাহী'; মাধব কন্দলিকৃত অযোধ্যাকাণ্ডে নাওবাহি'। মাঝি, মাল্লা। হি° বাঁহিয়া' অর্থে বান্ধব। **পাল**—পালন কর।

২। **ঘাঠিআল**—পাটনী। **নাগরাল**—রসিকতা, কৌতুক। **সকালে**—সুকাল [তুল° হি° সবেরা=সুবেলা], পূর্ব্বাহ্নে; শীঘ্র।

৪। **বিদগধ**—বিদগ্ধ, বিশেষভাবে দগ্ধ। **ম্রে** (এ) —কথা বা সুরের মাত্রা।

৫। **বাত**—বায়ু। **সাখি**—মৃ° ক°এ সকৃখি'। সাক্ষী।

৬। **ইছসি**—ইচ্ছা করিতেছ।

৭। **কৌড়ী**—মূল্য। **নীলেঁ**—লইলে।

৮। **সভার**—সকলের। **বন্ধক**—বাঁধা, প্রতিভূ।

১। **তুলে**—তুলাদণ্ডে। **প্রথম যৌবন** ইত্যাদি—আমার নব-যৌবন স্বামী পরিমাণ করিয়া গেলেন; কানাই, মোহরাঙ্কিত ভাণ্ডারে চুরি চলে না। (তাৎপর্য্য) আমার কাঁচা যৌবন আমার স্বামী উত্তমরূপে পরীক্ষা করিয়া সযত্নে উহার রক্ষা-ব্যবস্থা করিয়াছেন; উহাতে লুকোচুরির অবসর নাই। তুল°—

প্রথম যৌবন মুদিত ভাণ্ডার
তাত না সাম্বাএ চুরী। (পৃ.° ৩৯)

ভোজ্মা প্রতি যোগ—তোমার পক্ষে যোগ্য।

৩। **আরিতেঁ**—শূন্যপুরাণে,—

গঠন বিস্তার মণিক ভাণ্ডার
পুষ্করণীর আড়ির উপর।

গুণরাজ খানের শ্রীকৃষ্ণবিজয়ে,—

বড় দীঘির আড়া যেন হাথ পায় সারি।

নদীর উঁচু আড়রিতে, উচ্চ উপকূলে। **বিকণিবোঁ**—বিক্রয় করিব। **মায়**—পূর্ব্বে মাঅ'। মাতা।

পৃ.° ৬০

১। **বিসরিলেঁ**—বিস্মৃত হইলে।

২। **মেলা**—সমাগম ও তজ্জনিত আচরণ।

৩। **রতির উপসন্ন**—সুরত-সম্ভোগের নিমিত্ত উপস্থিত। **কিসেরে**—কেন। **বঞ্চহ**—বঞ্চনা কর, ব্যর্থ কর।

১। **কি মোর ঝগড়** ইত্যাদি—যমুনার ঘাটে আমার কি অপরাধ পাইলে? অথবা কেন যমুনার ঘাটে আমার সহিত বিবাদে প্রবৃত্ত হইতেছ? **মতি খাআঁ** ইত্যাদি—মতিচ্ছন্ন হেতু আমায় বিদ্রূপ করিতেছিস।

২। **গেলির**—ক্রিয়াপদের উত্তর র' প্রত্যয় অদ্যাপি চট্টগ্রাম অঞ্চলে প্রচলিত; বস্তুতঃ উহার কোন অর্থ আছে বলিয়া মনে হয় না। গেল।

১। **হরিষ**—প্রা° হরিস'।

কাণ্ডার—পূর্ব্বে কাঁঢ়ার'।

২। **চাপাইল**—মাধবাচার্য্যকৃত শ্রীকৃষ্ণমঙ্গলে,—

মথুরার ঘাটে নৌকা চাপাইল গোপাল।
হরিষে নাগর গুরু চাপাইল না।

লাগাইল। **নিহুড়িআঁ**—প্রা° ণিহোড়িঅ' (স° নি √পাত্)। বিদ্যাপতিতে,—

সাজনি নিহুরি ফুকু আগি।

হেঁট হইয়া, অবনত হইয়া। বাঁকুড়ার প্রাদেশিক নিহুড়ো'। **চাহোঁ**—মাধবদেবকৃত আদিকাণ্ডে,—

চাহোঁ কোনে রাখে আক বেঢ়ি সবে মারোঁ॥

দেখি, দেখিতেছি। **মোকটে**—চণ্ডীদাসের পদে,—

যেমত কেশরী নিতম্ব মাঝারি
ঘটের মুটকে পাই।

চৈতন্যভাগবতে,—

ফুটিল মুটুকী শিরে রক্ত পড়ে ধারে॥
(মধ্য°, ১৩শ অ°)

মুটক', মুটুকী' অর্থে কলসীর কাণা বা গলা। মো ক ট শব্দ মুটক'এরই রূপভেদ। **নিহুড়িআঁ চাহোঁ** ইত্যাদি—হেঁট হইয়া দেখি, নৌকার কাণা পর্য্যন্ত জল উঠিয়াছে; [নৌকাখানি ভাঙ্গা ও ফুটা।]

সাধ—প্রা° সদ্ধা' (শ্রদ্ধা)। ইচ্ছা।

৩। **থোহ**—স্থাপিত কর, রাখ। **ডহরার**—নৌকার খোলের। ডহর' শব্দ তুল°। **পাণিফুটি**—জলটুকু; অল্পপরিমিত তরল পদার্থ বুঝাইতে উত্তর ও পূর্ব্ববঙ্গের কথ্য ভাষায় ফুটি' শব্দ প্রযুক্ত হয়। **সিঞ্চ**—সেচন কর। **পসার গাহুআঁ** ইত্যাদি—তুল°,—

আগা চাপি থোও পসার গুঢ়া চাপি বৈস।
ফুটি ফুটি ফালাও পানি লজ্জা কেনে বাস॥

বাহিআঁ—বাহিত করিয়া। **উভ**—উভয়, দুই। **কেরোআল**—প্রা° করবালু' (করপাল); মৈ° করআল' (বর্ণরত্নাকর); 'অরিত্রদ্বয়ং কেরুয়াল ইতি ভরতঃ'। চর্য্যাপদে,—

কাঅ ণাবড়ি খাণ্টি মণ কেডুআল।

শূন্যপুরাণে,—

সুনার সে নৌকা রূপার কেরআল।

চণ্ডীদাসের পদে,—

ফেরআল বাহি যায় আন পথে
কহে বিনোদিনী রাই ॥

মাধবাচার্য্যের শ্রীকৃষ্ণমঙ্গলে,—

শুনহ গোপিনী মোর ছোট না।
পসরা ওলাইয়া কেরুয়াল বা ॥

বৈঠা, নৌকার হাতা বা দাঁড়। **নহিবেক**—হইবে না। **চাপায়িবোঁ**—লাগাইব।

৪। **নাম্বায়িতেঁ**—নামাইতে। **ঠায়িখানি**—একটুখানি স্থান। **ঢেউ**—অস° ঢৌ'। তরঙ্গ। **সিঞ্চিবেক**—সেচন করিবে।

৫। **কোণহোঁ**—কোনও। **হসি**—প্রা° হোসি', হবসি'। হইস্।

পৃ.° ৬১

১। **নৈলেঁ**—লইলে।

২। **আছিল**—√আছ' (প্রা° √অচ্ছ, স° অস্) ল বা ইল (ক্ত)।

৩। **হালএ**—প্রা° √হল্ল বিচলনে তথা কম্পনে।

৪। **নৈলেঁ**—উপরে নৈলেঁ। লইলে।

১। **মৃগমদ**—কস্তুরিকা হইতে প্রস্তুত অঙ্গলেপন-ভেদ। **মাঝার**—'মজ্‌ঝম্মি মজ্‌ঝআরং' (মজ্‌ঝআরং মধ্যম্) দেশীনামমালা। **তহিত**—ক° ম°তে তহিং ; প্রা° পৈ°এ তহি'; ত' বিভক্তি-চিহ্ন। তত্র, তাহাতে। **মৃগমদ কুচযুগ** ইত্যাদি—মৃগমদ-রসে বিলেপিত তোমার কুচযুগল গগন-মণ্ডলসদৃশ। উহাতে মুক্তাহার তারকানিকরের এবং নখাঙ্ক শশাঙ্কের শোভা ধারণ করিয়াছে। উহা দেখিয়া আমি বিমুগ্ধ হইলাম। জয়দেবে—

ঘটয়তি সুঘনে কুচযুগগগনে
মৃগমদরুচিরূষিতে।
মণিসরমমলং তারকপটলং
নখপদশশিভূষিতে ॥
(গীত°, ৭ম সর্গ)

নখ রেখ—নখাঘাত-চিহ্ন।

১। **সজন**—প্রা° সজ্জণ', সজ্ঞণ'। সজ্জন।

২। **সংঘট**—সঙ্ঘট্ট, বিবাদ। **তিরীত**—ত' ষষ্ঠীর অর্থে প্রযুক্ত। স্ত্রীলোকের। **মুনিষট**—মুনি-শাঠ্য, জ্ঞানী বা মৌনীর ভাণ, (শাস্ত্রাদির উল্লেখ করিয়া) প্রতারণা প্রভৃতি। প্রাকৃতে সর্ব্বত্র শ' ও ষ' স্থানে স' এবং মাগধী ভাষায় ষ' ও স' স্থানে শ' হয়। মুনিষট' শব্দের এই ষ'কার সম্ভবতঃ লিপিকর-প্রমাদ। বৌদ্ধ-চর্য্যাপদে শ' ও স' স্থানে ষকারের প্রয়োগ বিরল নহে।

৩। **ময়মত**—মদমত্ত। **হাথী**—প্রা° হথী'। হস্তী। **সাথী**—বিদ্যাপতিতে,—

রস নহি হোএল কএল যে সাতি।
বুঝি করহ শাতি যে হোয় উচীত ॥

প্রাচীন পদে,—

গোবিন্দদাস কহ সমুচিত শাতি ॥

শাস্তি, দণ্ড। **দোষ পাইলে** ইত্যাদি—দোষ দেখিলে নাক-কাণ কাটিয়া শাসন করে।

১। **যাবত পবনে** ইত্যাদি—যাবৎ বায়ু যমুনা-জলে তরঙ্গ উৎপাদন না করে।

পৃ.° ৬২

৩। **উখুড়িবে**—উৎপাটিত হইবে, উঠিয়া যাইবে। [প্রা° বর্ত্তমান ১ম পুরুষের ক্রিয়া উক্কড্ঢই' (উৎকর্ষতি) ; হি° উখড়না'।]

৪। **চঢ়িলী**—চড়িল।

৭। **ঝাঝর**—প্রা° ঝজ্ঝর' (ঝর্ঝর)। বহু ছিদ্রযুক্ত, জীর্ণ।

৮। **চঢ়িলোঁ**—চড়িলাম। **নাম্বায়িলোঁ**—নামাইলাম।

৯। **বুদ্বুকে**—কৃত্তিবাসী উত্তরাকাণ্ডে,—

উঠিত বদনে রক্ত বিমুকি বিমুকি ॥

ঝলকে ঝলকে। **উথলে**—প্রা° উথল্লই' (ক্ষুভ্যতি) ; হি° উথলনা'। 'ফুলিয়া উঠিতেছে, স্ফীত হইতেছে। **মার**—শুরু কর।

১০। **সত্বর**—গুণরাজ খানের শ্রীকৃষ্ণবিজয়ে,—

বুঝিয়া সত্বরে থাক না করিহ আন।
তোমা বধিবারে সব দেবের পয়ান ॥

সতর্ক, সাবধান।

১১। **বাত**—বাত্যা, ঝড়।

১২। **বাহা বাহা**—বাহ বাহ, শীঘ্র বাহিত কর। **ফুকরে**—প্রা° পুক্করেই' (পৃৎক্রিয়তে); হিং° পুকারণা। চীৎকার করিতে লাগিলেন।

১৩। **চাহাঁ**—চাহিয়া, দেখিয়া।

১৫। **দিশ বিদিশ**—দিগ্বিদিক্। **তিরীবধ** ইত্যাদি—কানাই, তোমায় স্ত্রীহত্যার পাপভাগী করিব।

১৬। **দশনেত তৃণ করি**—দাঁতে কুটা করিয়া। পরিহার ভিক্ষার ভাষা।

১৭। **আছি**—প্রা° অত্থি' (অস্মি, স্মঃ)।

১৮। **তারিবোঁ**—উদ্ধার করিব।

১৯। **ধারেঁ ঝরেঁ**—অজস্র ধারায় গলিত হয়। **করুণা**—বিদ্যাপতিতে,—

গোকুলে উছলল করুণাক রোল।

বিলাপ, কাতর ক্রন্দন।

অথ রাধে পুরে ইত্যাদি—রাধে, ঘাটে পয়ঃপ্রবাহ উদ্ভূত হওয়ায় যে আতঙ্ক উপস্থিত হইয়াছে, তাহা হইতে প্রাণ পরিত্রাণের [একমাত্র] উপায়স্বরূপ আমার আদেশ পালন কর।

১। **খেআইলোঁ**—পাড়ি দিলাম। **মান**—মানত কর বা মানস কর। **বাতকোঁঅরক**—বায়ুপুত্র হনূমান্‌কে। প্রাচীন সাহিত্যে দেখা যায়, নৌকা ডুবান হনুমানের একটা প্রধান কাজ।

মন্থায়িল—মথিত করিল, বিক্ষুব্ধ করিল। **নিষধিতেঁ**—নিষেধ করিতে। **চঢ়িলা**—চড়িলে।

২। **দুইহো**—দুই দিকের কোন দিকেই। **চলে**—প্রা° চলই' (চলতি)। **বাহিতেঁ**—বাহিত করিতে। **হরিলোঁ**—অপহৃত হইলাম, হারাইলাম।

৩। **অবল**—বলহীন।

পৃ.° ৬৩

১। **মনগমনে**—মন্দ গমনে, মন্থর গতিতে। পূর্ব্ববর্ত্তী পদে 'নাহি চলে নাএ' এবং পরবর্ত্তী পদে 'ঝাঁট বাহ নাএ'। প্রতিকূল অর্থে 'ঘোরতর মেঘ হৈল বহে মন্দ বা' (মাধবাচার্য্যের শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল)। **কাণ্ডার**—মৈ° কণ্ডহার' (বর্ণরত্নাকর)। চর্য্যাপদে,—

চিঅ কণ্ণহার সুণত মাঙ্গে।
চলিল কাহ্ণ মহাসুহ সাঙ্গে॥

শূন্যপুরাণে,—

রজতের লৌকা হৈল সুবর্ণ কেরুআল।
আপুনিত ধর্ম্মরাজ হৈল কাণ্ডারু॥

পদ্মাবতিতে,—

জা কই হোই অইস কনহারা।

কর্ণধার, কাণ্ডারী।

২। **সাত ঘটি**—প্রায় ১৫ দণ্ড। ঘটি—মুহূর্ত্ত। **খঙ্গায়িবে**—মাধব কন্দলিকৃত অযোধ্যাকাণ্ডে,—

ধাইর বচন শুনি কুজীরে খঙ্গাইল।
যেন ক্ষুদ্র মৃগী দেখি কেশরী খঙ্গাইল॥

ক্রুদ্ধ হইয়া তর্জ্জন (তিরস্কার) করিবে। খেঁকান', খিচন' প্রভৃতি শব্দ তুল°।

৩। **গোসাঞিঁ**—ভগবান্। **সোঁঅরি**—প্রা° স্মরিঅ'। স্মরণ করিয়া। **চমকী**—চম্‌কাইয়া, কাঁপিয়া (ভয়ে)। **উঠী**—প্রা° পৈ°এ উঠ্‌ঠি (উত্থায়)।

৪। **রহি চাহে বাটে**—পথ চহিয়া আছে, পথে অপেক্ষা করিতেছে। **নাএ**—এ' ষষ্ঠীর অর্থে প্রযুক্ত।

১। **দুঅজ**—দ্বিগুণ। **দুলহ**—প্রা°। দুর্ল্লভ। **পেলাহ**—ফেলিয়া দাও। **পাতল**—প্রা° পত্তল'। লঘু। **সোঁত**—প্রা° সোত্ত'। স্রোত।

২। **বান্ধিল**—বাঁধা, আবদ্ধ। **খসাআঁ**—দেশী √খস্' স্খলনে। খুলিয়া। **পেলা**—ফেল। **সংশয় বেলাতে** ইত্যাদি—আপৎকাল, তবে অলঙ্কারের প্রতি এতটা আসক্তি কেন?

৩। **বেঢ়িল**—বেষ্টিত। **দীঘল**—[দীর্ঘ > দীহর > দীঘর]; বিদ্যাপতিতে দীঘর'। দীর্ঘ।

৪। **পাঞ্চ পাটের** ইত্যাদি—পাচ পাটের ছোট নৌকা তোমার দেহভারে আক্রান্ত। **গাতর**—গাত্র।

কৃষ্ণস্য বাচমাচম্য ইত্যাদি—শ্রীকৃষ্ণের বাক্য শুনিয়া,

ভয়াতুরা **রাধা** অঙ্গের বসন-ভূষণ যমুনা-নীরে পরিত্যাগ করিলেন।

১। **হেহে লহে**—উৎসাহ-সূচক ধ্বনি। **হিঅ হিঅ**—মাধবাচার্য্যের শ্রীকৃষ্ণমঙ্গলে,—

কানু সুখে সারি গায় স্বর জুড়ি
হিঁঅই হিঁঅই বল্যে ॥

শ্রম লাঘবের জন্য উচ্চারিত শব্দ-ভেদ। **বাহে**—প্রা° বাহই' (বাহয়তি), বাহেই'। বাহিত করে।

২। **ছুটি**—শৌরসেনী √ছুট' (সং ক্ষিপ্)। বেগে বাহির হইয়া।

৩। **রাধাএঁ**—এঁ কর্ত্তৃকারকের চিহ্ন। **বাহি**—বাহিত করিয়া। **গা**—গাত্র, শরীর।

৪। **তুতরত**—ত' বিভক্তিচিহ্ন।

৫। **টলবলাএ**—টলমল করিতেছে, দুলিতেছে।

৬। **টালিলেক**—টলাইয়া দিল, বিচলিত করিল।

৭। **ছাড়ায়িল**—ছড়াইয়া গেল, বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িল। **পায়িল**—পাইয়া। **ডর পায়িল রাধা** ইত্যাদি—তুল°—

প্রণয়কোপভৃতোঽপি পরাঙ্মুখাঃ সপদি বারিধরারবভীরবঃ।
প্রণয়িণঃ পরিরব্ধুমথাঙ্গনা ববলিরে বলিরেচিতমধ্যমা ॥
শিশুপাল°, ৬।৩৮

৮। **জুনী**—পূর্ব্বে জণি', জুণি' এবং পরে যথাক্রমে জণী', জুনি', জণি', জনি' ও জুণি'। যেন না। **জাণে**—জানিবে অর্থে। **ভাষে**—লিপিদুষ্ট পদ। ভাসিতে লাগিলেন।

পৃ.° ৬৪

৩। **তুঞিঁ**—জায়সীকৃত পদুমাবতিতে তুই'। তুমি।

রাধিকাবাচমাচম্য ইত্যাদি—তদীয় বাক্য শ্রবণ করিয়া হরি জলমধ্যগতা রাধিকাকে রসাবেশবশতঃ বহুক্ষণ এইরূপে ধরিয়া রাখিলেন।

১। **কইল**—করিল।

নারী—পারি না। **সকল বএসে**—সমস্ত জীবনে।

২। **পাঞ্চ সাত**—সাত পাঁচ, অগ্র-পশ্চাৎ।

মনত—ত' বিভক্তিচিহ্ন। **উরস্থলে**—বিসর্গ-লোপ প্রাকৃতের অনুরূপ (সিদ্ধহে° ৮।১।১৫৬, প্রা° সং ৪।৬)।

অধুনা যমুনামধ্যে ইত্যাদি—যমুনামধ্যে শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক কৃতদূষণা রাধিকাকে দর্শন করিয়া বৃন্দা [রাধাকে] এই কথা বলিল।

১। **আউলাইল চিকুরে**—কেশপাশ হইতে খসিয়া পড়িল। আউলাইল—প্রাচীন পদে,—

রাই তনু ধরিতে নারে আউলাইল আনন্দভরে
শিরিষ কুসুম কমলিনী ॥
(প° ক° ত°, ২৭৪)

জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গলে,—

মূর্চ্ছা গেল শচী আউলা[ই]ল কেশ।

আকুলাইত হইল, বিস্রস্ত হইল; তুল° আকাইলেক কেশ' (পৃ° ৩০), 'আকুল কইলে কুন্তল ভার'। পৃ.° ৫৬।

উল্লালে—উদ্ √লল্-অচ্। মাধব দেবকৃত আদিকাণ্ডে,—

রঙ্গ ঢঙ্গ রোলে প্রজার আন্দোলে
সাগর যেন উল্লাল ॥

মাধব কন্দলিকৃত সুন্দরাকাণ্ডে,—

হনুমন্ত বীর শরীর বেগত
সাগর জল উল্লাল।

ক্ষোভ।

পৃ.° ৬৫

১। **খেআইলে**—পাড়ি দিলে।

২। **গাতরভরা**—গা-ভরা। **বাহিলেক**—প্রবাহিত হইল। **বাত**—প্রা°। বাত, বায়ু।

৩। **মরিতোঁ**—মরিতাম। **সান্তরিআঁ**—সাঁতরাইয়া, সন্তরণ দিয়া। **সুঝিতেঁ**—পরিশোধ করিতে। **শুন**—পৈশাচী প্রা°।

২। **সার**—স্থির।

৩। **বিচিআঁ**—বিক্রয় করিয়া।

৪। **কতহো খনে**—কিয়ৎক্ষণে। **চাহিলান্ত**—খোঁজ করিলেন।

৫। **গুপতে**—গুপ্তভাবে, লুক্কায়িত।

৬। **সব্বারে**—সকলকে। **খণ্ডী**—খণ্ডন করিয়া, ক্ষমা করিয়া। **হেলা না ছাড়িহ** ইত্যাদি—সমস্ত দোষ-গুণ খণ্ডন করিয়া আমার প্রতি [এই] অশ্রদ্ধার ভাবটুকু ত্যাগ করিও না। অথবা—যাবতীয় অত্যাচার ও অপরাধ ক্ষমা করিয়া আমার প্রতি স্নেহ পরিত্যাগ করিও না। হেলা—বর্ণব্যত্যয়ে লেহা = নেহা = স্নেহ। গুণে—অপরাধ। মানভূম প্রভৃতি অঞ্চলে ত্রুটি, অপরাধ ইত্যাদি অর্থে 'গুণ' শব্দ প্রচলিত।

৭। **কিছুই**—অল্প কিছু। **না**—অনুরোধে।

বৃন্দয়া সহিতা রাধা ইত্যাদি—বৃন্দার সহিত গৃহে যাইয়া রাধা অভিমন্যুর নিকট যমুনা-পারে গমনের শব্দ (বহু) অযোগ্যতা নিবেদন করিলেন।

অতঃপর অভিমন্যুকর্ত্তৃক মোহবশতঃ মথুরাগমনে নিষিদ্ধা রাধা গৃহে বসিয়া বর্ষাকালে তক্রাদি বিক্রয় করিতে লাগিলেন।

নৌকাখণ্ডের টীকা সম্পূর্ণ।

ভারখণ্ড

পৃ.° ৬৬

অথ রাধারসাবেশ ইত্যাদি—অতঃপর রাধা-রসাবেশে বশীকৃত-চিত্ত হরি পুনরায় রাধাকে লাভ করিবার লোভে বৃন্দার সহিত বহু ক্ষণ কথোপকথন করিলেন।

২। **তুগুণ**—প্রা° স°, প্রা° পৈ° প্রভৃতিতে। **আণী**—আনিয়া।

৫। **তড় পথে**—হাঁটা-পথে, স্থল-পথে। প্রা° তড'। তট।

৮। **আণো**—চৈতন্যভাগবতে,—

ক্ষণেক অপেক্ষা কর মালা আনোঁ গিয়া ॥
(আদি, ৬ষ্ঠ অ°)।

আনি, আনয়ন করি।

৯। **ভার**—বাঁক, ভার-যষ্টি। **মজুরিআ**—ফারসী মজ্দূর'। মজুর, যাহারা জন খাটিয়া খায়।

জরতীবাচমাচম্য ইত্যাদি—বৃন্দার বাক্য শ্রবণ করিয়া মাধব সত্বর ভার-দণ্ডাদি সামগ্রী নির্ম্মাণ করিতে আরম্ভ করিলেন।

১। **চামড়**—প্রা° *চম্মড়' (চর্ম্মট); ম° চামটি'। চর্ম্মবৎ, যাহা সহজে ভগ্ন হয় না। **বাছি**—√বাছ্' পৃথক-করণে। মনোনীত করিয়া। **ছুঁচ**—সূচীর ন্যায় সূক্ষ্ম। **বাঁহুক**—'বিহঙ্গমাদ্বয়ং বাহুকেতি খ্যাতে।' টী° স°। 'ব্যাভাঙ্গ (ত্রিখীযং) কাজো' অভি° প°; 'ভারযষ্টিবিহঙ্গিকা' হেম°। বাঙ্গী, বাঁক। **সজাএ**—নির্ম্মাণ করিতে লাগিলেন।

সজ—নির্ম্মাণ, প্রস্তুত। **করিলান্ত**—শূন্যপুরাণে,—

পিতাক খুড়াক আন্ত করিলেন্ত নমস্কার।

মাধব দেবকৃত আদিকাণ্ডে,—

তাঙ্ক বিহা করিলন্ত প্রথম যৌবনে ॥

করিলেন। **রাধার কারণে** ইত্যাদি—[অতঃপর] কামমোহিত কানাই রাধার নিমিত্ত ভার-যষ্ট্যাদি নির্ম্মাণে মনোনিবেশ করিলেন; অথবা—রাধার জন্য পাগল কৃষ্ণ ভারদণ্ডাদি নির্ম্মাণে মনোযোগী হইলেন।

২। **সুচাঁছে**—চিকণ করিয়া, মসৃণ করিয়া। সুন্দর ছাচেও হইতে পারে। **চাঁছিল**—বা° √চাছ্' (প্রা চচ্ছ) তক্ষণে। পরিষ্কার করিল। **মুঠি**—মুঠ, মুষ্টিতে

ধরিবার স্থান। **গুঠী**—গাঁট্টা, গুটিকা, গুলি। **ঝাঁওএঁ**—প্রা° ঝামঅ' (ক্ষামক) ; এঁ' বিভক্তিচিহ্ন। ঝামা দিয়া।

৩। **নালিচা**—এক জাতীয় পাটের গাছ।

পাট—গাছ-পাট হইতে প্রাপ্ত অংশু। **সুসর**—গোছ।

৪। **শিকিআ**—প্রা° সিক্‌কিআ' (শিক্যা, শিক্যিকা)। **তলত**—ত' সপ্তমীর চিহ্ন। **দুগুটি**—দুইটি। **বেণ্ডুআ**—মুর্শীদাবাদ অঞ্চলে বেঁড়ো', বেঁড়ু'। বিঁড়ে, হাঁড়ী-কলসী স্থাপনের নিমিত্ত তৃণাদি-নির্মিত গোলাকার আসনভেদ। **যোড়িআঁ**—যত্‌রাইয়া, যোজিত করিয়া।

অথাভিমন্যুজননীং ইত্যাদি—অতঃপর নিশা অবসানে বৃদ্ধা পদ্মনাভের হিতাশায় অভিমন্যুজননীকে প্রচ্ছন্নভাবে এই কথা বলিল।

পৃ.° ৬৭

১। **ধিক বাণী**—তিরস্কার-বাক্য। **কোঁঅরী**—কুমারী।

২। **বিধি না লিখিত** ইত্যাদি—বিধাতা তা'র অদৃষ্টে অন্ন লিখেন নাই। **তোহ্মাতে**—তে' দ্বিতীয়ার অর্থে প্রযুক্ত ; যথা,—

কহিল তোহ্মাতে আহ্মি ব্রতফলবিধি।—(মৃগলুব্ধ)

৩। **বহুক**—ক' দ্বিতীয়ার চিহ্ন।

অভিমন্যুজননীদত্তং ইত্যাদি—অনন্তর অভিমন্যু-জননী কর্তৃক ভূমির উপর প্রদত্ত দধি-দুগ্ধ গ্রহণ করিয়া ভয়াতুরা রাধা বৃদ্ধাকে বলিলেন।

১। **সেমনে**—সেই মত।

ডরাহ্মিলী—ভীতা।

৪। **বহু**—বহন করুক।

১। **মজুরী**—বেতন, পারিশ্রমিক।

৫। **ততিখনে**—প্রাচীন সাহিত্যে তহিখনে', তেতিক্ষণে' প্রভৃতি। তৎক্ষণে।

১। **রাধা এ**—হে রাধা, রাধে।

পৃ.° ৬৮

২। **জাইউ**—যাওয়া যাউক।

৩। **সোই**—প্রা° সৈ°এ। সেই। **পিআসত**—প্রা° পিআসা' ; ত' বিভক্তিচিহ্ন। পিপাসায়।

৪। **জিণিলোঁ**—জয় করিলাম।

১। **আউ**—প্রা° আউ' (আয়ুস্) আয়ু। **দেসী**—বিদ্যাপতিতে,—

অধরাও বচনে উতরো ন দেসি।

দিতেছিস্। **বিহনে**—বিনা, ব্যতীত। **যেহ্ন**—যেমন, যেরূপ। **তিতা**—প্রা° তিত্ত', তিত্তঅ' (তিক্ত, তিক্তক)। **তেহ্ন**—বিদ্যাপতিতে,—

যেহন বিরহ হো তেহন সিনেহ ॥

তেমন, সেইরূপ।

২। **অলপ**—ক্ষুদ্র, ইতর। **চাহা**—ইচ্ছা কর। **ছান্দ**—ছদ্ম, ছল।

১। **কপিলা**—কামধেনু।

২। **লংঘিব**—উল্লঙ্ঘন করিবে, অতিক্রম করিবে। **দুঠ**—প্রা° দুট্‌ঠ'। দুষ্ট। **সূদ্রেঁ**—শূদ্র। [ভাষা-বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতগণের মতে উহা ক্ষুদ্র শব্দজাত।]

৩। **শরণ জনের**—শরণাগত ব্যক্তির।

৪। **রুঠ**—প্রা° রুট্‌ঠ'। রুষ্ট। **বহাঅ**—বহাইও, বহন করাইও।

পৃ.° ৬৯

১। **সহিআঁ**—স্বীকার করিয়া। **আণিলোঁ**—মাধব দেবকৃত আদিকাণ্ডে,—

যি কালত বিহা করি তোমাক আনিলোঁ।

মাধব কন্দলিকৃত অরণ্যকাণ্ডে,—

তাহার ঘরণী হরি আনিলোঁ ঘরক ॥

আনিলাম। **ভারী**—ভারবাহী।

২। **বড়ায়ি**—বড়াই, গৌরব। **আপনার বড়ায়ি** ইত্যাদি—স্বয়ং স্বীয় গৌরবের উল্লেখ করিতে নাই। **কহী**—কহিতে। **বিকণী**—বিক্রয় করি।

৩। **কথাঁহোত**—ত' বাক্যালঙ্কারে।

১। **পালি**—পাইলি। পশ্চিমরাঢ়ের প্রাদেশিক খালি', পালি' প্রভৃতি।

হেনস—হেন-ই, এইরূপ।

৪। **উপজে**—প্রা° উপ্পজ্জই' (উৎপন্নতে)।

১। **প্রহরেক**—প্রহরৈক, প্রহর খানেক। **কত খনে**—কখন। **আম্বল**—প্রা°। অম্ল।

বহিতেঁ—বহিবে, বহন করিবে।

২। **সমার**—বংশীদাসের পদ্মাপুরাণে,—

কর্পূর তাম্বুল পান দিও সমার বিদ্যমান···

সকলের। **জাকে**—যাহাকে। **যোগাওঁ**—যোগাই, সরবরাহ করি।

৩। **ফুরাআঁ**—চুকাইয়া, বেতনাদি নির্দ্ধারণ করিয়া।

পৃ.° ৭০

৫। **বহোঁ**—বহি, বহন করি বা করিতেছি।

৭। **পুরীল**—পূর্ণিত।

৯। **বহিবোঁ**—বহন করিব। **বিনি দানে** ইত্যাদি—বিনা বেতনে কে তোমার ভার বহিবে ?

১০। **ভৈলেঁ**—হইলে।

১৩। **সজী**—সজ্জিত বা সজ্জা।

১। **তেরছ**—প্রা° স°এ তেরচ্ছ', প্রা° লক্ষ্মীতে তিরিচ্ছ'। তেড়্চা, তির্য্যক্। **সীকা**—প্রা° সিক্কা'। শিক্য। **বিকা**—বিক্রয়ের নিমিত্ত।

কান্ধে—শ°কু°তে কন্ধ'। **গন**—পৈশাচী প্রা°। গণ। **খলখলি**—হাসির শব্দ।

২। **উলসিলী**—উল্লসিতা হইল।

৩। **ঘাঅ**—প্রা°। আঘাত।

৪। **মিল**—মিলিল, মিলিত হইল।

বচসো ভরণাদ্বৃদ্ধে ইত্যাদি—বৃদ্ধে, তোমার কথার ভাবে এরূপ (ভবিষ্যৎ) সম্ভাবনা কিরূপে অনুমিত হইতে পারে ? তিনি দধ্যাদি নষ্ট করিলেন, এক্ষণে কি করি ?

১। **পেলাইব**—ফেলিবে। **বহুমুল**—বহুমূল্য।

২। **বিথর করী**—অনেক ক'রে, বহু আয়াসে। **সজাইলোঁ**—সাজাইলাম। **সজ**—সজ্জা বা সজ্জিত। **হউ**—হয়।

৩। **তাহাত**—ত' ষষ্ঠীর অর্থে প্রযুক্ত।

৪। **সাজিতেঁ**—সজ্জিত করিতে। **তেএঁ**—তাহা দ্বারা।

পৃ.° ৭১

রাধিকাবচসা ইত্যাদি—রাধিকার কথায় ভার বহনের নিমিত্ত বৃদ্ধা কর্ত্তৃক পুনঃ পুন অনুরুদ্ধ হইয়া রুষ্ট মধুসূদন বলিলেন।

১। **আহ্মার বচনে** ইত্যাদি—আমার কথায় চন্দ্রাবলী রাধাকে বল'। **বহিব**—বহন করিবে।

পাতী—পাতিয়া, বিস্তার করিয়া।

এড়িল—ত্যাগ করিলাম।

২। **ততেকেঁ**—তাবৎ পরিমাণ। **সুঝাল**—ধার-শোধা।

৩। **আণিলেহেঁ**—হেঁ' বাক্যালঙ্কারে। **হাথ দিতেঁ** ইত্যাদি—হাত দিতে কালি লাগে অর্থাৎ সংস্পর্শে আসিলে কলঙ্ক রটে। লিহে—লিপ্ত হয়। কলিআঁ—কালি, কলঙ্ক। **যাক বোল** ইত্যাদি—যা'কে কথায় আঁটিয়া উঠিতে পারি না।

৪। **এবোঁহো**—এখনও।

নিশম্য রাধিকাবাক্যম্ ইত্যাদি—বৃদ্ধা কর্ত্তৃক কথিত রাধিকার বাক্য শ্রবণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ সতৃষ্ণভাবে রসসাধিকা রাধিকাকে বলিলেন।

৬। **পুরুব কালের** ইত্যাদি—পূর্ব্বের [অনু]পাতে [দ্রব্যাদির] মূল্য নিরূপণ করিও না; অর্থাৎ দিন-কাল কুৎসিত পড়িয়াছে। **রুইহ**—রোপিত করিও, নিরূপিত করিও। **তিরীশূলে**—ত্রিশূলে।

৮। **বেহারিব**—বাহকরূপে নিযুক্ত করিব।

১। **ভুঞ্জু**—ভোগ করুক।

২। **এথাহোঁ**—এখানেও। **ফুটিল**—অদ্বৈত গোস্বামীর কড়চাতে,—

ফুটিল পুষ্পের গন্ধ অন্য স্থানে যায়।

প্রস্ফুটিত। **খাট**—প্রা° খট্টা' (খট্ট্ব); তামিলমলয়লম্ কট্টইল'। **পাড়**—পাত', বিস্তৃত কর।

পৃ.° ৭২

লড়হ—সর', চলিয়া যাও।

২। **মানিবোঁ**—স্বীকার করিব।

৩। **মরিষহ**— √মৃষ্, সহনে। শঙ্করদেবকৃত ঘোষা-কীর্ত্তনে,—

বারেক আর মরষিয়ো দোষ।

ক্ষমা করিতেছ, ছাড়িয়া দিতেছ। **দাণ আধিকার** ইত্যাদি—(ফলিতার্থ) আদৌ তোমার দান (কর) গ্রহণের অধিকার নাই, দান ছাড় করিবে কেমন করিয়া ? পূর্ব্ববর্ত্তী পদে 'তেজিবোঁ দাণ তোহ্মার'।

৪। **বাঁওন**—বামন।

রাধাবচনমাচম্য ইত্যাদি—রাধার বাক্যশ্রবণে কপট বিরসতা প্রদর্শনপূর্ব্বক হরি দুর্ব্বহ ভার গ্রহণ করিয়া এই কথা বলিলেন।

১। **নিঠুর**—প্রা° নিট্‌ঠুর', নিঠ্‌ঠুর'। নিষ্ঠুর। **চাহু**—দেখুক। **লইউ**—লই। **জায়**—যাও, চল।

৩। **বুলু**—বলুক।

৪। **ঈঙ্গিতেহেঁ**—ইঙ্গিত মাত্রে।

নিপীয় কৃষ্ণবচনং ইত্যাদি—বৃন্দার মুখে শ্রীকৃষ্ণের কথা শুনিয়া, পরিহাস-রসে অলস-মন হইয়া, রাধা হরিকে বলিলেন।

১। **ওহার**—প্রা° অমু (অদস্) শব্দের প্রথমার একবচনে তিন লিঙ্গেই অহ'; উহার উত্তর ষষ্ঠ্যন্ত আর' (ডার) প্রত্যয় করিয়া অহার' পদ হয়। এই অহার হইতে উহার', ওহার' প্রভৃতি হওয়া সম্ভব।

পৃ.° ৭৩

২। **কাখে**—প্রা° কক্‌খা'; এ-কার বিভক্তিচিহ্ন।

৪। **আহ্মার গহনে**—আমার পথে। **গহন**—মুর্শিদাবাদের প্রাদেশিক গাহন'; গহন', গবন', গন' প্রভৃতি শব্দের মূল গমন' হইতে পারে। নিম্নে কএকটি উদাহরণ সঙ্কলিত হইল। চর্য্যাপদে,—

অবণাগবণে কাহ্নু বিমন ভইলা॥

কৃত্তিবাসী লঙ্কাকাণ্ডে,—

হনুমান বলে রাম কমললোচন।
তোমার কৃপায় আমার এক দণ্ডের গন॥

ঘনরামের ধর্ম্মমঙ্গলে,—

রাজপুর যাব আমি ভিক্ষার কারণ।
অনাহূত নহি আমি বলে দেহ গন॥

প্রাচ্য হিন্দীতে গমনার্থ গৱন' শব্দের প্রয়োগ অবিরল। মৈথিল ভাষায় গওনা' বা গৱনা' অর্থে দ্বিরাগমন।

[গোহন S. M. (rustic). The inclined path along which the bullocks move in drawing water from a well. J. T. Platts' H. E. Dictionary.]

১। **বড়ায়ি সাখিএঁ**—বড়াই প্রমাণে বা বড়াইর সমক্ষে।

৪। **আরতী না করী**—আর্ত্তি করে না বা করিতে নাই। **গোপত কাজত ছয় আখি বারী**—গুপ্ত কাজে ছয় আঁখি (বারণ করা হয় বা) বারিত হয়। **বারী**—প্রা° বারিঅই' (বার্য্যতে)।

৫। **চকোর**—পার্ব্বত্য পক্ষিবিশেষ। প্রবাদ, ইহারা চন্দ্রের সুধাপানে পরিতৃপ্ত হয়।

৬। **আছিলাহা**—ছিল।

৮। **মানো**—চৈতন্যভাগবতে,—

তোমার উপাসে মুঞি মানোঁ উপবাস।
(মধ্য°, ১০ম অ°)

ভবানন্দের হরিবংশে,—

যুগ পরিবর্ত্ত মানোঁ জিওতে মরণ॥

মানি, স্বীকার করি।

১। **বিধাতাএঁ**—এঁ' কর্ত্তৃকারকের চিহ্ন। **জাব**—প্রা° জাব'। যাবৎ। **বহী**—বহন করি।

২। **লাজক দিআঁ তিলাঞ্জলী**—লজ্জার মাথা

খেয়ে। তিলাঞ্জলি—মৃতের উদ্দেশে সতিল জলাঞ্জলি দিবার ব্যবস্থা হইতে বিদায়ের ভাব পরম্পরায় ত্যাগ অর্থ আসিয়াছে। **সুদৃঢ় থাকিএ** ইত্যাদি—ইহা [যেন] তোমার মনে দৃঢ়ভাবে নিবদ্ধ থাকে। থাকিএ—থাকে। **এহো**—ইহাও।

৩। **পাশে**—প্রতি।

৪। **নাম্বায়িআঁ**—নামাইয়া, অবতারিত করিয়া।

১। **এড়িলেঁহে**—হে' বাক্যালঙ্কারে। ত্যাগ করিলে। **ছাড়াএ**—ছড়াইয়া পড়ে, বিক্ষিপ্ত হয়।

২। **বৈশে**—প্রা° বইসই' (উপবিশতি)।

৪। **দধি ভার লআঁ···কিছু হাসে**—কানাই তখন দধিভারের জন্য রাধার অত্যধিক উৎকণ্ঠা দেখিয়া, অথবা পুনঃ পুন তাঁহার প্রতি দৃষ্টি অনুরাগের নিদর্শন ভাবিয়া, ঈষৎ হাস্যযুক্ত কটাক্ষ করিতে লাগিলেন।

পৃ.° ৭৪

কালক্ষেপাসহ ইত্যাদি—বিলম্ব-কাতর সতৃষ্ণ শ্রীকৃষ্ণ সলজ্জ নয়নে মনের অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়া রাধাকে এই কথা বলিলেন।

২। **নহিব**—হইবে না। **বহ**—বহন কর। **লাজেঁসি**—লজ্জাতেই। **হারায়িএ**—হারায়, নষ্ট হয় বা করে।

৩। **বহএ**—প্রা° বহই। বহন করে।

৪। **সমতী**—সম্মত, একমত।

১। **বোলে নাহিঁ ভাষ**—তুল° 'বোলত ভুলঃ পাতি' ॥ (বিদ্যা°)।

৩। **ঘাঅ**—প্রা°। ক্ষত।

৬। **রুখ**—প্রা° রুকৃখ'। রুক্ষ'। **আসিতেঁ**—মথুরা হইতে ফিরিয়া আসিতে। **পুরিবোঁ**—পূ… করিব।

৭। **ধারেঁ**—ধারায়।

রাধিকাবাচমাচম্য ইত্যাদি—রাধিকার বাক্য শ্রবণ করিয়া অধিকতর প্রমোদবশতঃ মন্থরগতি চতুর হরি ভার লইয়া রাধার অনুগমন করিলেন।

১। **সুণীএ**—শুনিয়া।

নয়ন নেবারী—চক্ষের অন্তরালে। নেবারী—নিবারণ করিয়া, এড়াইয়া।

২। **মনমথেঁ**—কামে।

৪। **সুন**—প্রা° সুন্ন'; হিং শূন'; ম° সুন'; গু° শুন'। শূন্য।

ভারখণ্ডের টীকা সম্পূর্ণ।

ভারখণ্ডান্তর্গত ছত্রখণ্ড

পৃ.° ৭৫

২। **ঠায়িত**—ত' সপ্তমীর চিহ্ন। স্থানে।

৩। **রৌদ পাড়িআঁ**—সূর্য্যের উত্তাপ প্রশমিত হইলে। পাড়িআঁ' শব্দের প্রয়োগ লক্ষণীয়।

৪। **তরল নয়নে**—চকিত দৃষ্টিতে। **কোপিল**—কোপযুক্ত, কুপিত। **রহিলছে**—মৈথিলী। 'রহিয়াছে; অবস্থিত।

অথ রাধারসালাভপরিদূনমনা ইত্যাদি—অতঃপর রাধিকার রসলাভে বঞ্চিত হইয়া ব্যথিতমনা হরি

একটু বেশ তেজের সহিত খর খর দু'কথা শুনাইয়া দিলেন।

১। **ভাণ্ডসি**—ভাঁড়াইতেছ, প্রতারিত করিতেছ। **পেলাঅসি**—ফেলিয়া দিতেছ, ঠেলিতেছ।

২। **সংহারী**—সংহার করি। **বিবুধি লাগিল**—দুর্মতি হইল, কুবুদ্ধি জুটিল। **বহিল**—উত্তম পুরুষের ক্রিয়া।

৩। **আন্ধে**—বহুবচনের পদ।

৪। **কৈলি**—নিশ্চিতই।

২। **কহিব**—বলিবে।

৩। **সন্তেদ**—বিদ্যাপতিতে,—

ঐছন হোয়ল পহিল সন্তেদ।

মাধব কন্দলিকৃত অরণ্যকাণ্ডে,—

হেনয় সন্তেদ কহি ইন্দ্রদের
স্বর্গক চলি গৈলন্ত।

শঙ্করদেবকৃত উত্তরাকাণ্ডে,—

বিভীষণে কহিলেক সকল সন্তেদ।

সংযোগ, মিলন; (এখানে) অবস্থা। **যেহেন সন্তেদ হএ** ইত্যাদি—অবস্থার অনুরূপ ব্যবস্থা করিতে হয়।

পৃ.° ৭৬

করী—করা হয় বা করিতে হয়।

৪। **এখনে আরতী** ইত্যাদি—আর্ত্তিতে এখন কোন ফল হইবে না।

অধুনা ন বিধাতব্যং ইত্যাদি—রাধে, যদি তুমি এক্ষণে আমার মনোহিত না করিবে, তবে অবিলম্বে বহুবিধ দান দাও।

১। **হাটে দান দেহ** ইত্যাদি—ঠেঁটা দানে কেন দই দুধ বেচিবে? এই পথকর ব্যতীত হাটদান দাও! বহী —স° বহিঃ। বই, ব্যতীত।

৩। **বাজে**—হি° ব্যাজ' (বৃদ্ধি)। দান, শুল্ক। ।

। **পরচুর**—প্রচুর। **ভাবন**—বেশবিন্যাস; নাগরীপনা।

৬। **ভিন দাণ দিবোঁ** ইত্যাদি—পথকর দিব, এ ছাড়া আবার এই দই দুধের উপর পৃথক্ দান দিব,—কি আর কি! ভিন—ভিন্ন।

৭। **লিখন পাটা** ইত্যাদি—শুল্কপত্রীর আদর্শে পাটা লিখিত। পাটা—প্রা° পট্টঅ'। কাষ্ঠ বা ধাতুফলকে লিখিত নিয়োগ-পত্র।

১০। **ঘুসসি**—ঘোষণা করিতেছ। **নারিক**—স্ত্রীলোককে।

১১। **শতেক**—শতৈক, এক শত।

১২। **লাভেঁ মুলে** ইত্যাদি—তোমার দান দিতে লাভে মূলে অর্থে কুলায় না। নাঁটে—[না এবং √আঁট্ বন্ধনে]। আঁটে না, পর্য্যাপ্ত হয় না।

১৩। **তোক নাহি হরোঁ**—তোমায় বল করিতেছি না অর্থাৎ তোমার উপর বল প্রয়োগ করিব না। হরোঁ' শব্দে বঞ্চনার ভাবও আসে। **দাণ লওঁ** ইত্যাদি—শপথ করিতেছি, যদি দান গ্রহণ করি।

১৪। **পরিহার**—পরিহার কর, পরিত্যাগ কর।

২। **মাণিলোঁ**—মানিলাম, স্বীকার করিলাম।

ভালমনে—ভাল মতে, উত্তমরূপে।

৩। **টালিআঁ**—টলাইয়া, বিচলিত করিয়া। **বাসে**—বোধ করে।

৪। **তাহাকেহো**—তাহাও।

১। **সিহাল**—প্রা° সেআল'। শৈবাল।

পৃ.° ৭৭

নাল দণ্ড—নলাকার দণ্ড। **অখণ্ড**—অখণ্ডিত, নিটোল। **গণ্ডযুগ শোভে** ইত্যাদি—পূর্ব্বে "গণ্ড মধুক সমানে'।

সরোঅরময়ী—সরসীরূপা।

২। **অপুরুব কুচ** ইত্যাদি—বিদ্যাপতিতে,—

কুচ জুগ চারু চকেবা।

৩। **ফুটিত**—প্রস্ফুটিত। **আরপিল**—অর্পিত। **শোভের**—শোভা পাইতেছে।

৪। **নাল**—রম্ভাদির কাণ্ড।

কৃষ্ণস্য বচনং ইত্যাদি—শ্রীকৃষ্ণের কথা শুনিয়া

সরসমানসা রাধা বৃন্দাকেই আদরে নিজাভিমত জ্ঞাপন করিলেন।

১। **পরিহার**—অনাদর, উপেক্ষা।

৩। **পরবলে**—প্রবল, প্রখর। **তোলবলে**—গুণরাজ খানকৃত শ্রীকৃষ্ণবিজয়ে,—

ধাইতে যশোদা হইল ঘামে তোলবোলে ॥

কৃত্তিবাসী অরণ্যকাণ্ডে,—

হেথা সে রবির তাপে জনককুমারী।
ঘামে তোলবোল অঙ্গ সম্বরিতে নারি ॥
(৩৭ সংখ্যক পরিষদের পুথি)।

কাশীদাসী দ্রোণপর্ব্বে,—

রক্তে তনু তোলবোল বিকল শরীর।

উবুরি-চুবুরি, আপ্লুত, স্নাত।

৪। **আইসু**—আসুক।

১। **ছাতী**—প্রা° ছত্ত'। ছত্র।

২। **চিন্তিহ**—চিন্তা করিও।

১। **পারিবোঁ**—পারিব।

পৃ.° ৭৮

৩। **ভাণ্ডিবারে**—ভাঁড়াইতে, প্রতারিত করিতে।

৪। **তোহ্মে কি না** ইত্যাদি—ত্রিভুবনের সংবাদ তুমি না জান' কি? অর্থাৎ সমস্ত সংবাদই অবগত আছ।

৬। **মাগী**—প্রার্থনা কর।

৭। **মাঁগী**—প্রার্থনা করি।

ছত্রখণ্ডের টীকা সম্পূর্ণ।

বৃন্দাবনখণ্ড

২। **সিঞ্চউ**—সিঞ্চিত করি। **এথাঁ আণ সন্ধে** ইত্যাদি—জয়দেবে,—

অহমিহ নিবসামি যাহি রাধামনুনয় মদ্বচনেন চানয়েথাঃ। (গীত°, ৫ম সর্গ)

৩। **বিটপ**—(এখানে) সখী।

১। **এবেঁ মলয় পবন** ইত্যাদি—পদটি জয়দেবকৃত 'বহতি মলয়-সমীরে মদনমুপনিধায়' পদের আদর্শে রচিত। **জাগাএ**—জাগাইতেছে। **বিকসএ**—প্রা° বিকসই'। বিকসিত হইতেছে। **ফুটি**—বিদীর্ণ করিয়া।

২। **সুতে**—শয়ন করে। **সোঁঅরে**—প্রা° সুমরই'। স্মরণ করে।

পৃ.° ৭৯

৫। **তুলিবাক**—শূন্যপুরাণে,—

পুষ্প তুলিবাক পশ্চিম গেলা মালুঞ্চার বাড়ি ॥

তুলিবার।

৬। **চলিহলি**—যাইও, গমন করিও।

৭। **প্রবোধিতেঁ**—স্তোক দিতে। **নারিবোঁ**—পারিব না।

১১। **তা সমাক**—তাহাদিগকে বা তাহাদের সকলকে। **ভরছিআঁ**—ভর্ৎসনা করিয়া।

১২। **তাক**—আয়ানের মাতাকে। **ভরছিলেঁ**—ভর্ৎসনা করিলে। **বিকণে**—বিক্রয় করে।

১৪। **এহ্নি**—এই।

অথাভিমন্যুজননীং ইত্যাদি—অনন্তর বৃন্দার বাক্যানুসারে গোপীগণ অভিমন্যুজননীকে বাক্যরূপ বাণ দ্বারা ব্যথিত করিতে লাগিলেন।

১। **সতন্তরী**—স্বাধীনা।

২। **কহে**—প্রা° কহই (কথয়তি)। **বিকাএঁ**—বিক্রীত হয়।

৩। **গোআলত**—ত' পঞ্চমীর অর্থে প্রযুক্ত। **আহ্মারা**—পরবর্ত্তী পদে,—

বিকল দেখিআঁ তথাঁ রাখোআলগণে।
পুছিল তোহ্মরা কেহ্নে তরাসিল মণে॥ পৃ.° ৯১

আহ্মারা মরিব শুণিলেঁ কাঁশে।
ত্তোহ্মার হয়িবে সকল নাশে॥ পৃ.° ১০৪

সমগ্র গ্রন্থমধ্যে বহুবচনে রা' প্রত্যয়ের মাত্র তিনটি দৃষ্টান্ত পাওয়া গিয়াছে। রাজেন্দ্রদাসের আদিপর্ব্বে,—

তবে কণ্ব মুনি কথা তাহাতে কহিল।
আহ্মারা নিকটে থাকি সে কথা শুনিল॥
(শকুন্তলার উপাখ্যান)

ষষ্ঠ্যন্ত আহ্মার' পদের উত্তর গৌরবার্থে আকার যুক্ত করিয়া প্রথমার বহুবচনে আ হ্মা রা হইয়া থাকিবে। **হৈলাহোঁ** —হইলাম।

৪। **তা সব্ধার**—তাহাদের বা তাহাদের সকলের।

অবসরমধিগম্য ইত্যাদি—এই অবসরে বৃন্দা ব্যগ্রভাবে সত্বর রাধার নিকট আসিয়া হরির চরিত্রবিশেষ উল্লেখ করিতে করিতে তাঁহাকে মর্ম্মবেদনায় বিদ্ধ করিল।

১। **তোর রতি আশোআশেঁ** ইত্যাদি—পদটি জয়দেবের 'রতি-সুখ-সারে গতমভিসারে মদনমনোহরবেশম্' এই সুপরিচিত পদের উৎকৃষ্ট অনুকরণ। **আশোআশেঁ** —আশ্বাসে। **তোহ্মার শঙ্কেত** ইত্যাদি—তুল°—

তুয়া নিজ নাম শ্যাম করি সঙ্কেত
বাজায় মুরলী মৃদুভাষে।

বাজাএ—বাদিত করিতেছেন।

কালিনীর—কালিন্দীর, যমুনার।

২। **তোর তনুগত রেণু** ইত্যাদি—তুল°—

তুয়া তনু পরশি ধূলিরেণু উড়ত
তারে পুন পুনহি প্রশংসে॥ (গিরিধর দাস)

তাহাকো—তাহাকে[ও]। **পাত**—প্রা° পত্ত'। পত্র।

পৃ.° ৮০

৫। **মানী**—অভিমানী।

আযুগত—অযুক্ত।

অথাভিমন্যুজননী ইত্যাদি—অতঃপর অভিমন্যু-জননী [রাধাকে] মথুরাগমনের অনুমতি দিলেন এবং রসালসমনা রাধা গমন করিলেন।

৩। **ফুটিলছে**—প্রস্ফুটিত হইয়াছে। **পিন্ধি**—পরিধান করিয়া। **করিউ গমনে**—যাওয়া যাউক।

১। **সুবুধী**—সুচতুরা।

২। **কাহাকো**—কাহাকে[ও]। **হাটুআ**—হাটে যাহারা বেচা-কেনা করিতে যায়।

আগু বাঢ়ায়িআঁ—আগ বাড়াইয়া, অদ্যাপি পশ্চিম-রাঢ়ে প্রচলিত। অগ্রসর হইয়া, প্রত্যুদ্‌গমন করিয়া।

অথ বৃন্দাবনাদেত্য ইত্যাদি—অতঃপর বৃন্দাবন হইতে সত্বর আসিয়া মধুসূদন সখীগণপরিবৃতা রাধাকে এই মনোহর কথা বলিলেন।

১। **বিলাস কৈল আপণে**—মূর্ত্তিমান্ হইয়া আবির্ভূত হইল।

গুলাল—Diospyros Ramiflora জাতীয় পুষ্পবৃক্ষ। ত্রিপুরাঞ্চলে প্রচুর পরিমাণে জন্মে। **লবঙ্গ**—লবঙ্গলতা, Luvunga Scandens। প্রাপ্তিস্থান—ত্রিপুরা। **শেবতী** —(সেঁঅতী, সিঁউতী)—স° সেবন্তী'। গোলাপ শ্রেণীর শ্বেত পুষ্পবৃক্ষ-ভেদ। **যুথী**—সেঁউতী-জাতীয় পুষ্পবৃক্ষ। **পারলি**—স° পাটলী'। পারুল। **তুলালী**—চট্টগ্রাম অঞ্চলের তুলীচাঁপা, Magnolia Petrocarpa।

পৃ.° ৮১

রজানী—প্রা° রঅনি', রঅণী', রয়ণী'। রজনী।

২। **আশ্নই**—অশন। **আসাঢ়িআ**—আষাঢ়িয়া। **গন্ধ টগর**—তগরাদিবর্গের পুষ্পবৃক্ষবিশেষ। **বনমাল্লী** —বনমল্লিকা। **কেশর**—পুন্নাগ। **তিণিশ**—তিনিশ। **বহুল**—প্রা° বউল'। বকুল। **সেআলী**—প্রা° সেহালিআ' (শেফালিকা)। **সিঅলি**—বৈঁচ বা বৈঁচিজাতীয়

বৃক্ষবিশেষ; Falcourtia Romontchi। **কুসুম্ভ**—কুসুম। **ওড়**—জবা। **রেবতী**—কোল-ভাষায় রেবতা', ঐরাবত। **রাঙ্গনাগর**—রাঙ্গন, (রঙ্গণ) এবং বিহারী অগর', Dillenia Pentagyna। প্রাপ্তিস্থান—বিহার, ছোটনাগপুর, পশ্চিমবঙ্গ। **ধাতকী**—ধাইফুল। **আমুলিঅ**—অম্লকিয়া। প্রাপ্তিস্থান—ছোটনাগপুর, উত্তরবঙ্গ, চট্টগ্রাম। **কিংশুক**—পলাশ। **চুআঁ**—তিলকবৃক্ষ। **খঙ্কী**—লতাভেদ, খাঙ্ক নামে পরিচিত।

৩। **কুজা**—কুব্জক। **কুটুজ**—(কুটজ), কুঁড়চী। **কেন্দু**—গাব (মাকড়)। **মথুর**—মথন' হইবে কি? **সিন্ধুবার**—নিসিন্দা। **রবি**—রক্ত আকন্দ। **ছাতিঅন**—প্রা° ছত্তিবন্ন'। ছাতিম। **ভাণ্টি**—ভাঁট, ঘেঁটু গাছ। **দুধিআকন**—শ্বেত আকন্দ। **কসাল**—অনুজ্জ্বল রক্তবর্ণ। **তগর**—তগর। **মধুকর**—ভৃঙ্গরাজ। **বাড়িআল**—১২শ শতকের রূপ বালিআড়'; বেলেড়া। **সৈনাছল**—হি° শঙ্খাহুলী', Xanthium Strumarium। গ্রীষ্মপ্রধান ভারতে জন্মে। ফুল পীতবর্ণ। কেহ কেহ সোণালু বলেন। **ঘাটাপারলী**—ঘণ্টাপারুল। **পিপলী**—পিপ্পল, অশ্বত্থবৃক্ষ। **কাপাসি আসন**—আসন বৃক্ষের প্রকারভেদ।

৪। **ছোলঙ্গ**—টাবা। **নারঙ্গ**—নাগবসতি রঞ্জিত করে বলিয়া কমলা লেবুর নাগরঙ্গ বা সংক্ষেপে নারঙ্গ নাম হইয়া থাকিবে। নাগজাতির বাস মধ্যভারতের নাগপুর এবং আসামের নাগা পর্ব্বতে। **লেম্বু**—স° নিম্বু'; ও° নেম্বু'। কাগজি, পাতি প্রভৃতি। **আম্বড়া**—প্রা° অম্বাড়অ' (আম্রাতক); টী° স° অম্বাড়'। **চেরু**—? **বেরু**—প্রা° বের'; সি° বেরু'। বদর। **অফেরু**—বোধ হয় সফ্‌রি' (পেয়ারা), লিপিকার-প্রমাদে স' স্থানে অ' হইয়া গিয়াছে। **থেকর**—থৈকল। **সাতকড়া**—কমলা জাতীয়। **আঁওলা**—প্রা° আমলঅ' (আমলক)। **কমলা**—স° কমলক'। **পাণিআল**—পানিআল নামেই প্রসিদ্ধ, Flacourtia Cataphracta। **লবলী**—নোয়াড়ী গাছ বা শিল আমলা। **বোহারী**—বহুবার। কোথাও কোথাও লাসোরা বলে, Cordia Myxa। **ডৌহাকু**—১২শ শতকের রূপ ডহুআ'। ডেও। **কুড়ুম**—Polyalthia Cirasoides। বিহার, ছোটনাগপুর ও পশ্চিমবঙ্গে জন্মে। **চালনি**—হি° চিলৌনী'। পুন্নাগ। **টাভা**—টাবা, Citrus Medica।

৫। **কণ্ঠোআল**—১২শ শতকের রূপ কণ্টভাল'। কাঁঠাল। **মহু কুত**—মধুর-রসপূর্ণ। মহু—প্রা°। মধু। কুত—কুতু, চর্ম্মাদি-নির্ম্মিত আধার-ভেদ। **অগথ**—অগস্ত্য, বকফুল। **কপিথ**—কপিত্থ। **সুন্দরী**—সুঁদরী। **বর**—বট-বৃক্ষও হইতে পারে। **আগরু**—প্রা° অগরু'। অগুরু। **সুগন্ধেসরী**—গন্ধেশ্বরী।

৬। **কাসিমল**—কাসমর্দ্দ। **ভালা**—প্রা° ভল্লঅ'; 'ভল্লাতকে ভালা ইতি রায়ভরতৌ'। **ভিলোল**—ভল্লী, লোধ্রবৃক্ষ। **চাম্বলী**—অর্ব্বাচীন স° চম্বেলি' (চম্পকেলি)। শূ° পু°এ চামলী', চ° প°এ চামেলি'। **সুকল লোচন**—সুকোলী, ক্ষীর কাকোলী এবং লোচনী, মহাশ্রাবণিক। হইতে পারে। **ভোজপাত**—পা° 'ভুজপত্ত'। ভূর্জ্জবৃক্ষ। **চাম্পাতী**—বুঝা গেল না। **চাকলি**—চাকুলে। **আতভড়ি**—আতমোড়ি। **জিআপুত**—১২শ শতকের রূপ পুতাজিআ'। পুত্রঞ্জীব। **পাকড়ী নাকড়ী**—অশ্বত্থাদিবর্গের তরুভেদ। বীরভূম অঞ্চলে পাকুড় ও নাকুড় নামে প্রসিদ্ধ; পাকুড় লাল, নাকুড় শাদা। **বন সোণাকড়ী**—বন্য অতসী। **সাহড়**—সেওড়া। **আঁকোড়**—টী° স° অঙ্কোড়'। অঙ্কোট। **কুহয়**—কোহ, অর্জ্জুন-জাতীয়। **বহড়া**—'বিভীতকচতুষ্কং বহেড়ীতি খ্যাতায়াম্' টী° স°। প্রা° বহেড়অ'। **কাঠ লাড়িকা**—কাঠ মালিকা (মল্লিকা) হইতে পারে। **কড়ুয়ি**—কড়ুই, শ্বেত শিরীষ, Albizzia Procera। **আড়ুয়ি**—পীচজাতীয় তরু। **সাজে, রাজে**—শোভা পায়। **গর্জ্জুন**—গর্জ্জন বৃক্ষ। **হরিড়া**—হরীতকী।

৭। **আকোরল**—স° অক্ষোড়', অক্ষোট। আখ্‌রোট। **জিঙ্গালরু**—জিঙ্গিণী, জিগের গাছ। **দ্রাক্ষ**—দ্রাক্ষা। **সুদর্শন**—Crinum Latifolium জাতীয় গুল্মবিশেষ। **মহাসুঙ্কী**—হেলা জাতীয়? **বাজবারণ**—বজ্রদ্রুম, চরকমণি। **বিষ করঞ্জ**—কট করঞ্জ। **ছাতিঁয়ণে**—ছাতিম্। **লতা আম্ব**—লতাম্র। **কুশিআর**—প্রাদেশিক কুশইর', কুশাইর', কুশর'। ইক্ষুভেদ।

খরমুজা—ফা° খর্‌বুজ। Cucumis Melo। **কাক্কড়ী**—প্রা° কক্কড়িঅ। কাঁকুড়। **বাজী**—ফুটি।

পোঁছটী—বৰ্দ্ধমান অঞ্চলে জন্মে। **সাভর**—সারাল, তিল। **সোআশে**—শসা। **পিআ**—পান করিয়া।

৮। **গুঞ্জে**—গুঞ্জ বেড়াও হইতে পারে। **কোকিল**—'পিকাদিশব্দা ন ক্বচিদার্য্যাণাং প্রসিদ্ধাঃ। ম্লেচ্ছানান্তু কোকিলাদিষু প্রসিদ্ধাঃ।' **স্থুণে**—শুনিয়া।

পৃ.° ৮২

৩। **সঘন**—পুনঃ পুন। **হাস্থী**—পরে হাস্তী'। 'জৃম্ভণদ্বয়ং হাস্তীতি খ্যাতায়াম্।' টী° স°। শঙ্করদেবকৃত ঘোষাকীৰ্ত্তনে,—

তুলিলাহা হামি যশোদার পিয়া স্তন।

হাই, জৃম্ভণ। **সঘন ছাড়িল** ইত্যাদি—স্বন্দর দন্তপাঁতি দেখাইবার নিমিত্ত রাধা হাই তোলার ছলে পুনঃ পুন 'মুখ মেলিলেন'।

অশরীররসাবেশ ইত্যাদি—রসালস মাধব রাধিকাকে অনঙ্গ-রসাবেশে আবিষ্ট দেখিয়া, তাঁহাকে আদরে ডাকিয়া, এই কথা বলিলেন।

১। **রোল**—প্রা° লক্ষ্মী, কু° চ° প্রভৃতিতে। শব্দ, কোলাহল। **আছুক মানুষ** ইত্যাদি—মানুষের ত কথাই নাই, দেবতারাও (সেই স্থললিত ভ্রমরগুঞ্জন শুনিলে) মোহিত হইয়া পড়েন।

রাধা তোর মোর ইত্যাদি—(ফলিতার্থ) রাধে, তুমি ও আমি এই বৃন্দাবনে মিলিত। আজ বাস্তবিকই তোমার রূপ-যৌবন সার্থক।

২। **পহ্র**—পর', পরিধান কর। **খাঅ**—খাহ=খাঅ=খাও।

৩। **দেখাওঁ**—দেখাই। **তথাঁক**—মথুরাক' শব্দের টীকা দ্রষ্টব্য।

২। **সব্বাতেহ্নি**—সবেতেই, সকলেই। **লোভে**—লোলুপ হয়।

পৃ.° ৮৩

বিলসিবোঁ—বিলাস করিব, উপভোগ করিব।

২। **করায়িবোঁ**—করাইব।

৩। **তেহ্নমতেঁ**—সেই ভাবে বা রূপে। **নিল**—লইলাম। **জনী**—পূর্ব্বে জণি', জুণি'। পূর্ব্ববঙ্গের প্রদেশ-ভেদে নিষেধার্থে জাণি' শব্দ প্রচলিত। যেন না।

১। **যাহ**—জাহ=জাঅ=জাও (=যাও)। **যেনমণে**—যথাভিলাষ।

২। **জীঅ**—জীবিত থাক। **আহ্মারে**—বহু বচনের পদ। **আভএ**—প্রা° অভঅ'; এ' দ্বিতীয়ার চিহ্ন।

৩। **খণেক**—ক্ষণৈক। **সিধী**—সিদ্ধি, সাফল্য।

৫। **এক তরুণীকে দেখায়িল** ইত্যাদি—তুল°

মৃদুচরণতলাগ্রদুঃস্থিতত্বাদসহতরা
কুচকুম্ভয়োর্ভরস্য।
উপরি নিরবলম্বনং প্রিয়স্য
ন্যপতদথোচ্চতরোচ্চিচীষয়ান্যা ॥
শিশুপালং ৭।৪৮

৬-৭। **আয়র গোপী বুয়িল** ইত্যাদি—তুল°

উপরিজতরুজানি যাচমানাং কুশলতয়া
পরিরম্ভলোলুপোঽন্যঃ।
প্রথিতপৃথুপয়োধরাং গৃহাণ স্বয়মিতি'
মুগ্ধবধূমুদাস দোর্ভ্যাম্ ॥
শিশুপাল°, ৭।৪৯

৮। **ঝাটাল**—'গোলীঢো ঝাটলো ঘণ্টা-পাটলির্মোক্ষ-মুষ্ককৌ।' অমর°। [**ঝাটাল** H. H. Wilson's S. E. Dictionary] ঘণ্টা পারুল। **ঝাপিলেক**—ঢাকিল, আবৃত করিল।

১০। **ভয়মনী**—ত্রস্তমনা। ভয় মানিয়া' এইরূপ অর্থও হইতে পারে।

পৃ.° ৮৪

১১। **পুরিআঁ কোলে কৈল**—গাঢ় আলিঙ্গন দিল।

১২। **হেন মনে**—এই প্রকারে; ভাল মনে' শব্দ তুল°।

৩। **নারিল**—পারিলাম না। **পাত পাতিআঁ** ইত্যাদি—আশা দিয়া কেন বঞ্চিত করিতেছ? **আসত**

—প্রা° আসা'; ত' সপ্তমীর চিহ্ন। **সহন**—সহ্য করা। **তোজাএ**—তোমায় বা তোমার।

——

১। **রমএ**—প্রা°। রমণ করে।

২। **পুরী**—পূর্ণ করিয়া।

৩। **সজে জানিল** ইত্যাদি—সকলে কানাইর মনে আপনাকে রাধা হইতে অধিক বলিয়া জানিল অর্থাৎ সকল গোপী রাধাপেক্ষা আপনাকে শ্রীকৃষ্ণের অধিকতর প্রিয়তমা ভাবিল। রাধাতে—তে' পঞ্চমীর অর্থে প্রযুক্ত।

৪। **সংহরী**—সঙ্কোচ করিয়া, সম্বরণ করিয়া। **গেহে**—গৃহ।

——

নিন্দন্ত্যঃ সুপ্রশংসন্ত্যঃ ইত্যাদি—গোপবধূগণ পরস্পর নিন্দা করিতে করিতে এবং দামোদরপ্রিয়ার প্রশংসা করিতে করিতে কৃষ্ণ বিষয়ে অতিশয় ক্ষোভ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

১। **আহা**—প্রা° ও স° অহহ'। খেদে।

পৃ.° ৮৫

সুতীথে—সুতীর্থে। **কতী**—প্রা° কথ'। শৃ° পু°এ কথি'; বিদ্যা° কতি'। কোথা।

গাঞা—গান করিয়া। **বাঞা**—মাধবদেব কৃত আদিকাণ্ডে,—

তুলি ছত্র দণ্ড বায়া বাদ্যভণ্ড
করিব লোকে উৎসব॥

বংশীদাসের পদ্মাপুরাণে,—

কুচুনী পাগল কর সিঙ্গা ডম্বুর বায়্যা।

বাদন করিয়া। **করতালী**—খট্‌তালী বা ষট্‌তালী, ঘন যন্ত্রের অন্যতম; Cymbal।

২। **কুশক্ষেত্রে**—গঙ্গাবতারতীর্থে (?)। **পুষ্কর**—ব্রহ্মার প্রতিষ্ঠিত পুষ্কর নামক পুণ্যতীর্থ, আজমীরের নিকট অধুনা পোকর নামে খ্যাত। **সিনান**—অর্দ্ধমাগধী। প্রা° স°এ সিণাণ'; শৃ° পু° প্রভৃতিতে সিনান'। শব্দটি রাঢ়ের পশ্চিম প্রান্তে অদ্যাপি প্রচলিত। স্নান। **অষ্ট মহাসিধী**—অণিমা, লঘিমা, প্রাপ্তি, প্রাকাম্য, মহিমা, ঈশিত্ব, বশিত্ব, কামাবশায়িত্ব, এই অষ্টবিধ সিদ্ধি। **নিধী**—দৈব-সম্পৎ; পদ্ম, মহাপদ্ম, মৎস্য, কূর্ম্ম, উদ্রুক, নীল, মুকুন্দ ও শঙ্খ, এই আট প্রকার নিধি।

৩। **কেদার**—হিমালয়ের অন্তর্গত মন্দাকিনীতটে প্রতিষ্ঠিত মহাদেব। **বদরী**—বদরিকাশ্রম বা ব্যাসতীর্থ, কুমায়ুন প্রদেশের অন্তর্গত অলকানন্দা নদীতটে। **বটেশ্বরে**—কাশ্মীরস্থিত লিঙ্গতীর্থে। **গঙ্গা সঙ্গত সাগরে**—সাগর-সঙ্গমে। **যা**—যাহাকে।

৪। **রোষিলি**—রুষ্টা।

——

১। **রাঙ্কে**—রঙ্ক, দরিদ্র। **তেন**—পূর্ব্বে তেহ্ন', তেহেন'। তেমন। **মিলিআঁ**—প্রা° মিলিঅ'। কি **রঞ্জসি** ইত্যাদি—আমার কি মুখোজ্জ্বল করিতেছ? অথবা আমার কি মুখোজ্জ্বল(ই) না করিতেছ! রঞ্জসি—রঞ্জিত করিতেছিস্।

ভুঞ্জোঁ—ভোগ করি।

২। **আইলাহা**—আছিলাহা' শব্দ তুল°। আসিলে। **ভজিলোঁ**—ভজিলাম, সেবা করিলাম।

৩। **নাছি[ল]**—না আছিল, ছিল না।

——

১। **যদি কিছু বোল** ইত্যাদি—জয়দেবকৃত 'বদসি যদি কিঞ্চিদপি দন্তরুচি-কৌমুদী' এই প্রসিদ্ধ পদের অনুবৃত্তি।

পৃ.° ৮৬

মাণে—অভিমানে।

২। **হান**—আঘাত কর, প্রহার কর। **যতনে**—নির্ব্বন্ধ সহ।

৩। **মলিন নলিন**—নীলোৎপল শ্যাম। **রঞ্জিলে**—রঞ্জিত করিলে, বিদ্ধ করিলে। **তোহ্মার নয়ন** ইত্যাদি—জয়দেবে,—

নীলনলিনাভমপি তন্বি তব লোচনং
ধারয়তি কোকনদরূপম্।
কুসুমশরবাণভাবেন যদি রঞ্জয়সি
কৃষ্ণমিদমেতদনুরূপম্॥
(গীত°, ১০ম সর্গ)

করউ—প্রাকৃতে বিধি প্রভৃতি অর্থে প্রথম পুরুষ এক

বচনে উ' প্রত্যয় হয়; 'উ সু মু বিধ্যাদিষ্বেকবচনে' প্রা° প্র°, ৭।১৮। করুক।

৪। **মদন গরল খণ্ডন**—কাম-বিষের খণ্ডনকারী। **মাথার মণ্ডন**—শিরোভূষণ। কিরীট, কুণ্ডল, হার, চতুষ্কী (পদক), বলয়, অঙ্গুরীয়ক, কেয়ূর এবং নূপুর প্রভৃতিকে মণ্ডন বলে।

অবধীর্য্য কাকুমিতি ইত্যাদি—রাধিকা রোষবশে শ্রীকৃষ্ণের বাক্য কাকুক্তি মাত্র মনে করিয়া, কোন উত্তর করিলেন না। অনন্তর [কাতর প্রার্থনাহেতু] সলজ্জ শ্রীকৃষ্ণ ক্রোধপরবশ হইয়া বিহিত ব্যবস্থা করিলেন।

১। **লক্ষকের**—ষষ্ঠীর উত্তর এই কের' প্রত্যয়, প্রাকৃত সম্বন্ধবাচক কেরক' শব্দেরই রূপভেদ। **ফুল ধাড়ী**—বিদ্যাপতিতে,—

> গুরুজন কহি দুরজন সঞো বারি।
> কৌতুকে কুন্দ করসি ফুল ধারি।
> সহচরি সঞো যহাঁ কয়ল ফুল ধারি[১]।
> কৈসে জীয়ব তাহি নিহারি॥

হি° ফুলঝড়ী'। ধারাকারে পুষ্প-বর্ষণ। **লক্ষকের বৃন্দাবন** ইত্যাদি—লক্ষ টাকার বৃন্দাবন আমার পুষ্পোদ্যান; নিবারণ সত্ত্বে রাধা কেন বৃষ্টিধারাচ্ছলে [অনর্থক এত] ফুল নষ্ট করিল, বড়-মা?

২। **গেণ্ডু**—প্রা° গেণ্ডুঅ', গেন্দুঅ'। পশ্চিমরাঢ়ে গেঁড়'। প্রাচীন সাহিত্যে কন্দুক ক্রীড়ার উল্লেখ অবিরল। **তোলে**—প্রা° তোড়ই' (ত্রোটয়তি)।

৪। **আকুড়ী**—শূ° পু°এ আকুড়ি'। আকর্ষী। **পাখুড়ী**—অপ° ভাষায় পক্খড়িআ'; প্রাচ্য হি° পংখড়ী'। 'পংখুড়ী পত্রম্'—দে° না° মা°। চর্য্যাপদে পাখুড়ী'; অস° অরণ্যকাণ্ডে পাকরি'; তুলসী রামায়ণে পাখরী'।

৬। **চিহ্নে**—প্রা° চিন্হই' (পরিচয়তি)।

৮। **দেন্ত**—দিউক। **রাখিবোঁ**—রক্ষা করিব। **দৌড়ী**—দেশী দংড়ী' (সূত্রকনকং)। দড়ি।

১০। **আনুখর**—মাধব কন্দলীকৃত লঙ্কাকাণ্ডে,—

> বুলিলি যে আগে অনুখর।

অনুচিত বাক্য, দুর্ব্বাক্য।

নিশম্য কৃষ্ণবচনং ইত্যাদি—অনন্তর শ্রীকৃষ্ণের বাক্য শ্রবণে বৃদ্ধা অত্যন্ত ক্রুদ্ধা হইয়া মানমগ্না রাধাকে এই কথা বলিল।

পৃ.° ৮৭

কুচরীত—কুকাজ।

২। **মরসিব**—ছাড়িবে, ক্ষমা দিবে।

৩। **উপকার**—হিতবাক্য।

৪। **দড়ী**—দৌড়ী' শব্দের টীকা দ্রষ্টব্য।

বোল—বকুল অথবা মুকুল।

৩। **সেয়তী**—সেঁউতী, শ্বেত গোলাপ। **পাতেঁ পাতেঁ**—পাতি পাতি করিয়া, পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে।

অস্মিন্নবসরে রাধাং ইত্যাদি—ইত্যবসরে পুষ্পবাণের বাণসম্ভূত জ্বরে আতুর মাধব সত্বর রাধাকে মিঠে-কড়া দুকথা শুনাইয়া দিলেন।

১। **নির্ম্মায়িলোঁ**—উত্তম পুরুষের ক্রিয়া।

পেলায়িলেঁ—ফেলিলে।

যাহার যোজন বাসে—যে ফুলের গন্ধ এক যোজন পর্য্যন্ত যায়।

২। **সেঅথী**—সেঁউতী, সেমন্তী। **আল সব ফুল** ইত্যাদি—রাধে, আইস, সমস্ত ফুলে শয্যা রচনা করিয়া, তোমায় আমায় কেলি-বিলাস করি।

৩। **চোর বাদেঁ**—চৌর অপবাদে।

৪। **শুন**—মৃ° ক°এ শুন্ন দেউলং'; গু° শুন'। শূন্য।

পৃ.° ৮৮

২। **জাণিতোঁ**—জানিতাম। **নাসিতোঁ**—না আসিতাম, আসিতাম না। **যাইতোঁ**—যাইতাম। **বিকণিতেঁ**—বিক্রয় করিতে।

১। **যাতি**—জাতী পুষ্প।

ফুরিল—স্ফুরিত হইল, উদিত হইল।

---

[১] পরিষৎ-সংস্করণে ফুল বারি'; কাব্যবিশারদে ফুল ধারি'; অক্ষয় বাবুর প্রাচীন কাব্যসংগ্রহে ফুল খেরি'। ফুল ধারি' পাঠই আমাদের সঙ্গত মনে হয়।

২। **দমনা**—ও° দহনা'; হি° দোনা'; স° দমনক'। সোমরাজ্যাদি বর্গের অন্তর্গত। Artimisia Indica। **মরুআ**—শূ° পু°এ মরুআ'। গন্ধতুলসী। Ocimum Pilosum। **দুলাল**—তুলস্যাদি বর্গের ক্ষুদ্র বৃক্ষভেদ। পশ্চিম-রাঢ়ের কোথাও কোথাও দুলাল-ভাপ্‌রী' বলে। Ocimum Basilicum। **ভাঙ্গসি**—ভাঙ্গিতেছিস্।

৪। **পাঠাওঁ**—মাধব কন্দলিকৃত সুন্দরাকাণ্ডে,—

পাঞ্চ মহারথীক পাঠাওঁ একেবারে।

পাঠাই। **যবেঁ তিরী বধে** ইত্যাদি—যদি স্ত্রীবধের ভয় না থাকিত, তাহা হইলে আজ তোমায় মারিয়া যমের বাড়ী পাঠাইতাম। **মোঞিঁ**—অপ° মই'।

১। **দোষে**—অপবাদ, দুর্নাম।

২। **সোআথে**—চৈতন্যভাগবতে,—

মনে মনে গর্জ্জে চিত্তে না পায় সোয়াথ ॥

(মধ্য°, ১৯শ অ°)

কবিশেখরকৃত গোপালবিজয়ে,—

জোথা জায়ে তোথাই সোয়াথ নাঞ পাএ॥ (পুথি)

সোয়াস্তিতে, স্বস্তিতে।

৩। **ঝিআরী**—প্রা° ধীআ-[ড়ী (টী)]; সি° ঝিঅড়ী'। **না দেখিল** ইত্যাদি—দেখিলে না, শুনিলে না, একটা [যা-তা] বলিতেছ। **তোহ্মাতে**—তোমা হইতে।

বৃন্দাবনীয়প্রসব ইত্যাদি—রাধে, সম্মুখে তোমায় বৃন্দাবনের কুসুমে পরিশোভিত দেখিতেছি। অয়ি কুসুম-বংশসম্ভূতে বামে! তোমার আমোদবিধায়ী দেহ আমায় দান কর।

পৃ.° ৮৯

২। **গণ্ডযুগ মহুলে**—পূর্ব্বে 'কপোলযুগল তার মহুলের ফুল'।

৩। **বগফুলে**—বকফুল; Agati grandi-Flora। বাক্‌সনার মুকুল কানের সহিত তুলিত হইতে পারে।

৪। **খস্তুরী**—কস্তুরী। জবাদি বর্গের অন্তর্গত; ইহার ফুল পীতবর্ণ। চণ্ডীদাসের পদে রাধার পীত বসনের কথা পাওয়া যায়; যথা,—

সোণার বরণ তাহে আরোপিত

পীতের বসন ভালি।

৫। **তবক**—অভি° প°য় 'থবক'; ক° ম°তে 'থবক'। স্তবক।

৬। **আতন্নীগণে**—কি, বুঝা গেল না।

১। **তোহ্মারে কে** ইত্যাদি—তোমায় কথাতে কে আঁটিয়া উঠিবে?

২। **নিজ পতি না** ইত্যাদি—আপন পতিকে উপেক্ষা করিলাম, তোমার মুখ তাকাইয়া রহিলাম, শাশুড়ী ননদের গালি সহ্য করিলাম। **চাহিলোঁ**—চাহিলাম। **উপেখিলোঁ**—উর্দ্ধদৃষ্টি হইয়া রহিলাম। উপেখিআঁ' শব্দের টীকা দ্রষ্টব্য।

৩। **তাক নাহিঁ** ইত্যাদি—তাহার প্রকারভেদ নাই। **যরম**—জন্ম। **বড় মানে** ইত্যাদি—তিল পরিমাণ অর্থাৎ অতি সামান্য উপকার বড় করিয়া মানে।

তভোঁ কি ইত্যাদি—তথাপি কি মালতীকে ভুলে? পাসরে—প্রা° পস্‌সরই' (প্রস্মরতি)। বিস্মৃত হয়।

২। **এ তোর নব**…**আহ্মার পরাণে**—রাধে, তোমার এই নব যৌবনের সুষমা অহরহ আমার মনে জাগিতেছে। তাহাতে আবার তোমার সহিত রমণেচ্ছা প্রবল হইয়া আমার হৃদয়কে অতিমাত্রায় কর্ষণ করিতেছে। জাগ—জাগে। খেতি করে—কর্ষণ করে, পীড়িত করে।

৩। **ঝুরে**—প্রা° ঝুরই' (ক্ষরতি)। কাঁদে, অশ্রু বর্ষণ করে।

পৃ.° ৯০

৪। **বৈশোঁ**—বসি, উপবেশন করি।

কৃষ্ণস্য প্রেমবচসা ইত্যাদি—অনুরাগবতী শ্রীমতী রাধিকা কুসুম-বাণে বিদ্ধ হইয়া অতি সত্বর শ্রীকৃষ্ণের প্রেম-বাক্যে বশীভূত হইলেন।

১। **সভাব**—প্রা°। স্বভাব। **এআ**—স্বরের মাত্রা।

আল হের…করিহ আনে—ওহে প্রাণের কানাই, তোমার চরণে আমার এই নিবেদন, অপরকে আমার সহিত সমান করিও না (অথবা আমার সহিত অন্যরূপ আচরণ করিও না)।

২। **গাঠিল**—গ্রথিত করিল। **তোর বোল** ইত্যাদি—তোমার কথার অন্যথাচরণ করিব না।

৩। **বিধি কৈল তোর** ইত্যাদি—বিধাতা প্রেমের বাঁধনে তোমায় আমায় এক-প্রাণ, এক-দেহ করিয়া নির্মাণ করিল। প্রাচীন কবির গানে,—

তোমাতে আমাতে একই কায়া
আমি দেহ প্রাণ তুমি লো ছায়া
আমি মহাপ্রাণী তুমি লো মায়া
মনে মনে ভেবে দেখ আপনি ॥

১। **সিনায়িল**—স্নান করিল।

রসে ছুরিআঁ মনে—সম্ভোগেচ্ছাজনিত ভাবে বিভ্রান্ত হইয়া। **ছুরিআঁ**—স° √ছুড়্ বা √ ছুড়্ আলোড়নে। মথিত হইয়া, বিঘূর্ণিত হইয়া। তুল°

ঘোর সংসারে প্রাণী পড়ি
আত্মা নিস্তার পথ ছুড়ী ॥
(জগন্নাথ দাসের ভাগবত)

৩। **পোআলেঁ**—পূর্ব্বে পোআর'। পলা, প্রবাল।

বৃন্দাবনখণ্ডের টীকা সম্পূর্ণ।

কালিয়দমন খণ্ড

পৃ.° ৯১

১। **দিলান্ত**—শূন্যপুরাণে,—

মুখর অমৃত পরভু দিলেন্ত তখন ॥

মাধব দেবকৃত আদিকাণ্ডে,—

বসিবাক ইন্দ্রক দিলন্ত সিংহাসন।

দিলেন।

৫। **মাছ**—প্রা° মচ্ছ'। মৎস্য।

১১। **জড়ী**—জড়াইয়া।

১২। **জালে**—জ্বালায়।

১৪। **তোহ্মারা**—তোমরা। আহ্মারা' শব্দের টীকা দ্রষ্টব্য। **তরাসিল**—ত্রাসিত, ভীত।

গোপালকুলত ইত্যাদি—রাধা রাখালদের মুখে শ্রীকৃষ্ণ কালিয়হ্রদে ডুবিয়াছেন শুনিয়া খেদে নিরন্তর বিলাপ করিতে লাগিলেন।

১। **আজি জখনে মোঁ** ইত্যাদি—আ'জ যাই বাড়ীর বাহিরে পা দিয়াছি, অমনি কালামুখীরা পাছু ডাকিল। পূর্ব্বে কালিনী মাএ' শব্দের টীকা দ্রষ্টব্য।

বাহুড়—ফিরিয়া আইস।

২। **সামল**—প্রা°। শ্যামল। **কোমল**—'কোমলং সুকুমারং'—প্রা° লক্ষণ। **ছুকৃ**—আছুক, থাকুক।

৩। **সন্মাত**—ত' পঞ্চমীর অর্থে প্রযুক্ত।

সন্মতী—সম্মতি।

৪। **যাচোঁ**—যাচি, প্রার্থনা করি। **ভকতীদাসিক**—অনুরক্ত পরিচারিকাকে।

পৃ.° ৯২

বিনাম্বিআঁ—জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গলে,—

বিনিঞা বিনিঞা কান্দে লোক শত শত ॥

দীর্ঘ স্বর করিয়া।

৩। **রাপায়িল**—স্পৃহাযুক্ত হইল। অস° রাপ' (রাগ) অর্থে স্পৃহা, অনুরাগ। **দেখিতেঁ রাপায়িল** ইত্যাদি—

ত্রিভুবন-সুন্দর নাগরশ্রেষ্ঠ কানাইকে দেখিবার নিমিত্ত গোপীদের প্রাণ অতিশয় উৎসুক হইল।

১। **আইল**—মাগধী আরিদে' (আপ্তঃ)।

মোর—বহুবচন। **আদিবসে**—অদিবস বা কুক্ষণ হেতু।

২-৩। **আহ্মা**—বহুবচনের পদ।

৪। **গুণিলাহু**—গণনা করিলেন। **করাম্বিউ**—করাই।

১। **হয়িলাহা**—হইলে।

২। **জলে**—এ' পঞ্চমীর অর্থে প্রযুক্ত।

৩-৪। **শ্রীরাম রূপেঁ** ইত্যাদি—শ্রীরামের পরই এই বুদ্ধ এবং কল্কির উল্লেখ অতীত যুগের অবতারের। দশ অবতার—

মৎস্যঃ কূর্ম্মো বরাহশ্চ নরসিংহোঽথ বামনঃ।
রামো রামশ্চ কৃষ্ণশ্চ বুদ্ধঃ কল্কী চ তে দশ॥ ২
(বরাহ, ৪র্থ অ°)

কিন্তু মহাভারতে ১ম অবতার হংস; এবং বুদ্ধের নাম নাই।

হংসঃ কূর্ম্মশ্চ মৎস্যশ্চ প্রাদুর্ভাবাদ্দ্বিজোত্তম।
বরাহো নারসিংহশ্চ বামনো রাম এব চ।
রামো দাশরথিশ্চৈব সাত্বতঃ কল্কিরেব চ॥ ১০০
(শান্তি, ৩৩৯ অ°)

১। **বাহু ফাল**—বাহু প্রসারণ। ফাল—প্রা°। স্ফাল।

চণ্ড বাতে—প্রচণ্ড বাত্যায়।

পৃ.° ৯৩

৩। **নাচনে**—প্রা° ণচ্চণ' (নর্ত্তন)।

৪। **তুতী**—স্তুতি।

১। **হেন নাহিঁ করী**—এরূপ করে না বা করিতে নাই।

৩। **নিরমিল**—নির্ম্মাণ করিলে।

৬। **মুড়**—মূঢ়।

১। **সাঁকাল**—ব্রহ্মপুত্রের উপত্যকা প্রদেশে সোন্‌কাল'; বাঁকুড়া অঞ্চলে সন্‌কাল' (প্রাতঃ)। সত্বর। সকালে' শব্দের টীকা দ্রষ্টব্য।

১। **যত**—সাকল্যে।

কালীয় সাপের ইত্যাদি—কালিয় সাপের কবল হইতে দেবরাজ শ্রীকৃষ্ণ রক্ষা পাইলেন! জিলা—বাঁচিল, রক্ষা পাইল।"

২। **শুন্য**—শূন্য।

পৃ.° ৯৪

৩। **নেহেঁ তবেঁ…লাজ ভএ**—স্নেহাকুলিত-চিত্তে রাধিকা তখন লজ্জা ও ভয় ত্যাগ করিয়া সর্ব্বসমক্ষে নিমিষ-হীন বক্র-দৃষ্টিতে ও সজল-নয়নে সুদীর্ঘ কাল কানাইর মুখ দেখিলেন। বঙ্ক—প্রা° বংক'। বক্র।

৪। **আপণ আপণে**—পরস্পরকে।

১। **নেহ নয়নে**—সপ্রেম দৃষ্টিতে।

৩। **ধরিবেহেঁ**—রক্ষা করিবে।

কালিয়দমন খণ্ডের টীকা সম্পূর্ণ

রাধিকালাভলোভেন ইত্যাদি—রাধিকালাভের লোভে তিনি যমুনাতট আশ্রয় করিলেন এবং রাধাও সখীদিগকে স্মরণ করিয়া জল আনয়নার্থ গমন করিলেন।

১। **পাণিকে**—ডাকচরিত্রে,—

কাখে কলসী পানীকে যায়।

জলের নিমিত্ত। **কলসী**—প্রা° লক্ষ্মীতে। **গজগড়ি**—গজগতি। **ছান্দে**—ছন্দে, সাদৃশ্যে। **পাইল**—মাগধী *পারিদে (প্রাপ্তঃ)। **ভেটিল**—√ভেট্ (অভি- √অট্) মিলনে। দেখিল।

২। **কেহো না ভরিল নীরে** ইত্যাদি—জ্ঞানদাসের পদে,—

বসন খসয়ে ঘন পুলকে পূরল তনু
পানি না পুরলুঁ কুম্ভে।

নীরে—শব্দটা তামিল ; এ' বিভক্তিচিহ্ন। **কাহ্নো**—কাহারও।

পৃ.° ৯৫

৩। **পুতলী**—প্রা° পুত্তলিয়া (পুত্রিকা) ; 'পাঞ্চালিকাদ্বয়ং পুত্তলিকেতি খ্যাতায়াম্।' টী° স°। **এখো পাঅ কেহো** ইত্যাদি—ঘনশ্যাম দাসের পদে,—

কহইতে বয়নে কহন নাহি ফুর।
চলইতে চরণ অচল সম ভেল ॥

১। **তোলসি**—তুলিতেছিস্।

৩। **নাম্বাঅ**—নামাও, অবতারিত কর।

৪। **দোষর**—হি° পদুমাবতিতে দোসর'। দ্বিতীয়।

৬। **খুদ**—প্রা° খুদ্দ'। ক্ষুদ্র। **বড়সি**—বড়িশ, মৎস্যবেধনী-ভেদ। **রুহী**—রোহিত মৎস্য। **তাম্বুল দিআঁ** ইত্যাদি—পান দিয়ে আমায় বলিতেছিস্ কি? ছোট বড়শিতে রুইমাছ ধরিতে চাহিতেছিস্? অর্থাৎ তোমার তুচ্ছ প্রলোভনে আমি ভুলি না।

৯। **সুদ্ধ**—কু° চ°এ। শুদ্ধ।

১০। **নাচুনী**—প্রা° ণচ্চণী' (নর্ত্তনী)। নর্ত্তকী।

১৩। **ঘসি**—ঘষি' শব্দ করীষবাচক। **ঘাটেঁ।**—√ঘাট্ (স° ঘট্ট), আলোড়নে। পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে ঘসি ঘাটা' ভাষায় প্রচলিত ছিল। আলোড়িত করি। **আউটেঁ।**—আবর্ত্তিত করি। **তোর বাঁশী** ইত্যাদি—তোর বাঁশী দিয়ে ভাতে কাঠি দিই না, হাতে ক'রে দুধও আওটাই না।

১৪। **নাথা**—স° নক্তক'। নেতা, ভাণ্ডাদি মার্জ্জনার্থ ছিন্ন বস্ত্রখণ্ড।

১৬। **আছুকিতেঁ**—√আছুখ্ (স° অভি- √উক্ষ সেচনে); উচ্চারণ-বৈষম্যে আছুক, এবং ইতেঁ' প্রত্যয় করিয়া আ ছু কি তেঁ। ছিটাইতে, অভ্যুক্ষণের নিমিত্ত। **বাহিরেঁ ভিতরেঁ** ইত্যাদি—কানাই, তোমার বর্ণ কাল, অন্তরও সেইরূপ মলিন ; উজ্জ্বল মুকুট-ধোয়া জল তোমার সর্ব্বাঙ্গে সেচন করিতে ভাল, উহাতে মলা কাটিবে। ধোপারা ময়লা কাটাইবার জন্য কাপড়ে নীল-গোলা জল ছিটায়।

১৮। **মাহাকাল**—মাকাল ফল লালবর্ণ হেতু চিত্তাকর্ষক, কিন্তু বিষাক্ত।

পৃ.° ৯৬

২। **সরুঅ**—সূক্ষ্ম।

৪। **বাতল**—ল' যুক্তার্থে। বায়ুগ্রস্ত। **হয়িলোঁ।**—হইলাম।

১। **হাম্বী**—মাধব কন্দলিকৃত লঙ্কাকাণ্ডে,—

বর হাসি তুলি বীর নাদয় আস্ফাল।

হাই, জৃম্ভন। হাম্বী' শব্দের টীকা দ্রষ্টব্য। **মোড়িএ**—মোড়া দিই।

বিচলিল—বিচলিত হইল।

২। **ঢাকিলোঁ।**—ঢাকিলাম, আবৃত করিলাম।

৩। **যমুনা নদী** ইত্যাদি—যমুনাতে জল তোলা অপরাধ নয় এবং জলোত্তোলনকালে আমার প্রতি তোমার

'কেহ্নে ধীরেঁ ধীরেঁ বুইলেঁ মধু রস বাণী' এই নিরর্থক বাক্যের যে তীব্র প্রতিবাদ করিলাম, ইহাতেও কোন দোষ হয় না।

৪। **আপদ পাএ** ইত্যাদি—যাহাকে বিপদ্ আশ্রয় করে, সে আপনাকে চিনিতে পারে না। **নাগরপণা**—রসিকতা।

নিপীয় পরুষাং বাচং ইত্যাদি—রাধিকার পরুষবাক্য শুনিয়া মধুসূদন ব্যাকুল হইয়া বৃন্দাকে এই মধুর বাক্য বলিলেন।

২। **গুণিলোঁ**—গণনা করিলাম। **বিলস বুইল**—কঠোর (বিরস) বাক্য বলিল।

৩। **আছু আন কাম** ইত্যাদি—আর কিছুতেই আমার মন নাই; তার মুখের একটি মধুর বাক্য এখন আমার পক্ষে দুর্লভ সামগ্রী। দুলভ—প্রা° দুল্লভ' (দুর্লভ)।

৪। **ঝুরএ**—কাঁদে, অশ্রু বর্ষণ করে।

কৃষ্ণস্য বচনং শ্রুত্বা ইত্যাদি—শ্রীকৃষ্ণের কথা শুনিয়া বচনপণ্ডিতা বৃন্দা পূর্ব্বের ভয়-বৃত্তান্ত রাধাকে স্মরণ করাইয়া বলিল।

পৃ.° ৯৭

১। **হেন না জাণিল** ইত্যাদি—যে রাধার কথা বলিতেছে, [তখন] তাহা জানিতাম না। অথবা—[পরে যে] এরূপ বিরুদ্ধ বাক্য বলিবে, তাহা জানি নাই।

২। **কাহো**—কাহাকেও। **মাউসী**—সিদ্ধ হে°, কু° চ° প্রভৃতিতে মাউসিআ'। মাসী, মাতৃস্বসা।

৩। **নাহিঁ বারে** ইত্যাদি—সে সমাজের ভয় রাখে না; তার চক্ষুলজ্জা আদৌ নাই। বারে—বর্জ্জন করে। **যেহ্ন তেহ্ন**—যেন-তেন প্রকারে। **আজল**—নেকা, যে আপনাকে সাধু বলিয়া পরিচিত করিতে বৃথা প্রয়াস পায়। আজলী' শব্দের টীকা দ্রষ্টব্য।

রাধাবচনমাচম্য ইত্যাদি—বৃন্দার মুখে রাধার বাক্য শ্রবণ করিয়া, সতৃষ্ণ ও কাতর শ্রীকৃষ্ণ রাধাকে এই কথা বলিলেন।

১। **ধান্ধা**—বিদ্যাপতিতে,—

নিকুঞ্জ মন্দিরে আজু কি হোয়ল ধন্দ?

(কাব্যবিশারদ)

বিস্ময়কর ব্যাপার; রহস্য।

৪। **আধিকার জাণাম্মিলোঁ** ইত্যাদি—আমার প্রভুত্ব [মাত্র] তোমায় জানাইলাম, অন্তরে তোমার প্রতি [আদৌ] আমার বিরুদ্ধ ভাব নাই। **কান পাত** ইত্যাদি—আমার বক্তব্য বলিলাম, [এখন] তুমি তাহাতে অভিনিবেশ কর।

পৃ.° ৯৮

৪। **এনা**—এই। **ফুট**—ফোঁটা, বিন্দু।

৭। **অবোল**—অকথা, কুৎসিত বাক্য।

১। **কাছের**—স° ও প্রা° কচ্ছ'; এর' বিভক্তিচিহ্ন। কাঁখের, কক্ষের।

২। **রোষে মন** ইত্যাদি—রাগ করে' কেন আমায় উদ্বিগ্ন করিতেছিস্। তরাসী—উদ্বিগ্ন করিতেছিস্। **না কাঢ়সি রাএ**—কথা কহিতেছিস্ না।

পৃ.° ৯৯

১। **ভাল মন্দ কত** ইত্যাদি—পথে ভাল-মন্দ কত লোক চলে, তাহাদের চোক-কান এড়িয়ে কথা বলিতে হয়। বারিআঁ—নিবারণ করিয়া, বর্জ্জন করিয়া।

বারহ—নিবারণ কর, সংযত কর।

২। **তত**—প্রাকৃত পৈ°এ; প্রা° তেত্তিঅ (তাবৎ)।

৩। **করিহে**—করে।

৪। **বোলাবুলি**—উত্তর প্রত্যুত্তর করিতে করিতে।

রাধিকাবাচমাচম্য ইত্যাদি—রাধিকার কথা শুনিয়া স্মরাতুর শ্রীকৃষ্ণ সত্বর গিয়া জরতীকে এইরূপ সকরুণ বাক্য বলিলেন।

১। **তভোঁ না** ইত্যাদি—তথাচ তাহার মনে স্থান পাইলাম না। থাকিলোঁ—থাকিলাম।

৪। **সোধিলোঁ**—শোধিত করিলাম।

নিপীয় বচনং ইত্যাদি—মধুসূদনের সাধু বাক্য শ্রবণ করিয়া বৃন্দা অত্যন্ত রোষপরায়ণা রাধিকাকে এই কথা বলিল।

১। **ভর যুবতী**—পূর্ণ যুবতী, সমর্থা। পশ্চিমরাঢ়ে ভোর-জুআন' শব্দ প্রচলিত।

পৃ.° ১০০

২। **এহা বুঝী** ইত্যাদি—ইহা বুঝিয়া বহু আয়াসে কানাইকে তোমাতে রাজি করিলাম। মানাঁয়িলোঁ—সম্মত করিলাম। **বিমন**—অন্যমন, অমত।

৩। **যেহো**—যে কোন। **কাজক**—ক' ষষ্ঠীর অর্থে প্রযুক্ত। **চাহেন্ত**—চায়, ইচ্ছা করে। **রোষু**—রুষ্ট হউক।

৪। **যমুনাক যাইউ**—[জলার্থ] যমুনার উদ্দেশে যাওয়া যা'ক।

জরতীবচসা ইত্যাদি—বৃন্দার কথায় যমুনা অভিমুখে চলিত রাধাকে চতুর কৃষ্ণ আশ্বাস দিয়া বলিলেন।

১। **গিরীশ সমএ**—গ্রীষ্মকাল; এ-কার কর্ত্তৃ-কারকের চিহ্ন।

২। **সুখাএ**—সুখ দান করে বা সুখদায়ক হয়।

৩। **এহো**—এই।

৬। **ণাম্বী**—নামি, অবতরণ করি।

৮। **নহিহ**—হইও না। **জলত ণাম্বিল** ইত্যাদি—কানাই, জলে নামিলাম, সখীরা দেখিতেছে, বিরহ-ব্যথা জানাইতে উন্মত্ত হইও না।

৯-১২। **আনুমতি দিআঁ** ইত্যাদি—কবির উক্তি।

১। **চমকিলী**—চমৎকৃতা।

ঘন চালিআঁ বসনে—নিবিড়ভাবে বস্ত্র সম্বরণ করিয়া। চণ্ডীদাসের পদে,—

বসন নিবিড় করিয়া বাঁধল
সেই যে চড়ব কাঁধে।

২। **ভাবেঁ সে** ইত্যাদি—তখন ভাবাবেশে সেই গোপী নিশ্চল হইয়া রহিল।

পৃ.° ১০১

৩। **রসে**—রতিভাবে। **ডুবে**—প্রাচীন পুথিতে ডুপে'। প্রাদেশিক ভাষায় ডুপে' পাওয়া গিয়াছে; যথা—'রাঙা সুরুজ ডুপে তখন কালাপানির তলে।' (পূর্ব্ববঙ্গগীতিকা, ১ম খণ্ড, ২য় সংখ্যা, পৃ° ১১৬)।

৪। **উঠী রুইল** ইত্যাদি—[শ্রীকৃষ্ণের অদর্শনে] চন্দ্রাবলী রাধা গোপীদের লইয়া যমুনা হইতে উঠিয়া বড়াইর চরণে ধরিয়া, আমরা বৃথা জলকেলিতে রত রহিয়াছি, এই কথা বলিলেন।

১। **আদেখ**—অদৃশ্য।

২। **মাইলেন্ত**—মারিল।

৩। **লক্ষিএ**—লক্ষ্য করিতেছি, দেখিতেছি।

৪। **জীয়ন্ত**—প্রা° জীঅন্ত'। বংশীদাসের পদ্মা-পুরাণে,—

মড়া সনে জিঞন্তঁ যায় না ধরায় বুক॥

আবসই—প্রা° অবস' (অবশ্য); ই' নিশ্চয়ে।

১। **শরীরত**—ত' পঞ্চমীর অর্থে প্রযুক্ত।

২। **কেহো তার না** ইত্যাদি—কেহ যেন শ্রীকৃষ্ণের মৃত্যুর কথা প্রকাশ না করে।

৩। **একইতি**—মাধব কন্দলিকৃত অযোধ্যাকাণ্ডে,—

একুটীর পুত্র মই বনবাসে যাইবোঁ।
কৈকে যাইবে রাম একুটীর পো।

অসমীয়া হেমকোষে একুতী'। একপুত্রবতী।

৪। **চাহিব**—খুঁজিব, অন্বেষণ করিব।

সখী সখীবৃতা ইত্যাদি—সখীগণ-পরিবৃতা রাধিকা বৃন্দার বচনে সংযতা হইয়া, মানসিক অনুশোচনা বহন-পূর্ব্বক গৃহে গমন করিলেন।

পৃ.° ১০২

৩। **তাম্বাচূড়া রাএ** ইত্যাদি—তাম্রচূড়ের রব প্রভাত ঘোষণা করিল। তাম্বাচূড়া—পদ্মাবতিতে তম-চুর'। কুক্কুট।

৪। **মনে মনমথ** ইত্যাদি—মন্মথ শর-পীড়িত বিদগ্ধ কানাই মনে মনে যুক্তি করিল। সর—প্রা। শর।

অধিরজনিবিরামং ইত্যাদি—রজনী প্রভাতে রাম-রম্ভাবিনিন্দিত জঘনবিশিষ্টা, প্রবল কন্দর্প-বাণে জর্জ্জরীভূতা ও সখীগণ কর্ত্তৃক স্তূয়মানা রাধিকা মাধবের অন্বেষণে যমুনার তীরাভিমুখে দ্রুত গমন করিলেন।

১। **হাসি হাসে** ইত্যাদি—আনন্দভরে কানাই উচ্চ হাস্য করিতে লাগিলেন। **গরুঅ মনে**—হর্ষ-ভারাক্রান্ত চিত্তে।

৩। **বড় গল করী**—বড় গলা করিয়া।

৭। **উঠিবেঁহে**—উত্থিত হইবে। **জলের ভিতর**—জলমধ্য হইতে। **তড়াত**—ত' বিভক্তিচিহ্ন। ডাঙ্গায়, স্থলে।

অথ রাধা হরিং ইত্যাদি—বলপূর্ব্বক পরিধান বস্ত্র লইয়া বৃক্ষশিখরে অধিরূঢ় হরিকে দেখিয়া রাধা সলজ্জভাবে বলিলেন।

পৃ.° ১০৩

১। **নাম্বিলান্ত**—নামিলেন, অবতরণ করিলেন।

আয়ি মোর লাজ—ও মা, কি লজ্জা! **বিবসিনী**—বিবস্ত্রা। মুগধিনী', অনাথিনী' প্রভৃতি শব্দ তুল'।

রাধায়া বাচমাচম্য ইত্যাদি—রাধিকার বাক্য শুনিয়া অত্যন্ত সরসচিত্ত শ্রীকৃষ্ণ তাহাকেই উপহাস করিয়া বৃদ্ধাকে বলিলেন।

১। **লাঙ্গট**—নগ্ন।

নাহিঁ মাণে ইত্যাদি—রাধা গুরুজনাদের ঠেকায় না, এমন স্ত্রীকে[ও] আয়ান জীবিত রাখে? জিআএ—জীবিত রাখে।

২। **করিহে** ও **নিবারিহে**—বিধিলিঙে।

৩। **তাহাকেত নাহিঁ পরকারে**—তাহাকে ··· আঁটিয়া উঠিবার জো নাই।

যমুনাখণ্ডের টীকা সম্পূর্ণ।

হারখণ্ড

১। **তখিত**—ত' সপ্তমীর অর্থে প্রযুক্ত। তাহার। তুল'—'নানা বন্নর পাখী আছি তথির উপর' (শূ° পু°)।

পৃ. ১০৪

রাধাবচনমাচম্য ইত্যাদি—রাধার বাক্য শ্রবণ করিয়া সাতিশয় ভয়বিহ্বলা যশোদা রুষ্টভাবে নির্জ্জনে কেশবকে বলিলেন।

১। **বসোঁ**—বাস করি।

তোহ্মাত লাগিআঁ ইত্যাদি—তোমার জন্য সকলের কথা কত সহিব? সহিবোঁ—সহ করিব।

২। **নিষধিএ**—নিষেধ করি।

৪। **মাঅ বাপত**—ত' পঞ্চমীর অর্থে প্রযুক্ত। **নেবারত**—ত' অনুরোধ-বাক্যের মৃদুতা সম্পাদন অর্থে। নিবারণ কর।

নিশম্য জননীবাচম্ ইত্যাদি—জননীর [তিরস্কার]-বাক্য শ্রবণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ কাঁদিতে কাঁদিতে বিগত-সম্পদ্ রাধাপ্রমুখ গোপীগণের দোষ নিবেদন করিলেন।

১। **বুঝাওঁ**—বুঝাই। **জিলাহোঁ**—বাঁচিলাম। **মরিতাহোঁ**—মরিতাম। **দেঁতি**—কু° চ°এ দেন্তি (দদতি)। দেয়।

যুবতীএঁ—এঁ' কর্ত্তৃকারকের চিহ্ন।

৪। **রাখিবাক**—মৈথিলী ও প্রাচীন অসমীয়ার অনুরূপ। রক্ষণাবেক্ষণের নিমিত্ত। **বুলোঁ**—ভ্রমণ করি।

হিফিলৈক—ছুঁড়িয়া ফেলিল বা বিতাড়িত করিল। **বলদ**—(দেশী) প্রা° বলদ্দ' (বলীবদ্দ)। **সিংহটাল**—সিংহ-বিক্রমে, প্রবল বেগে। **কাঁটী**—প্রা° কংটিয়' (কণ্টিক)।

১। **তরাসিলী**—ত্রস্তা।

২। **নিবারিতেঁ**—নিবারণ করিতে, সামলাইতে।

পৃ.° ১০৫

৪। **জিলী**—বাঁচিল।

হারখণ্ডের টীকা সম্পূর্ণ।

বাণখণ্ড

রাধাকুচরিতং ইত্যাদি—কৃষ্ণ, রাধার কচরিত্র (যশোদা সমীপে অভিযোগ) স্মরণে কুপিত হইয়া তাহার উপযুক্ত ফল দিবার ইচ্ছায় বৃন্দাকে বলিলেন।

১। **রাধিকাত**—ত' পঞ্চমীর অর্থে প্রযুক্ত।

২। **হাণিবোঁ**—আঘাত করিব, প্রহার করিব। **নিবেদিলোঁ**—নিবেদন করিলাম।

১। **পাতে আশেষ জঞ্জাল**—ভারি গণ্ডগোল বাধায়, অশেষ উপদ্রব করে। **পাঁচ বাণে**—মদনের সম্মোহনাদি পাচ বাণ; 'সম্মোহনোন্মাদনৌ চ শোষণস্তাপন-স্তথা। স্তম্ভনশ্চেতি কামস্য পঞ্চ বাণাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ॥'

২। **বোলাইল**—বলাইল, ঘোষণা করিল।

৩। **গুন**—ধনুকের ছিলা। **উছাটিন**—উচাটন, উন্মাদন।

৪। **যাচু**—যাচুক, সাধুক, প্রার্থনা করুক।

পৃ.° ১০৬

কৃষ্ণোঽনুমতিমাসাদ্য ইত্যাদি—বৃন্দার অনুমতি পাইয়া ভূষিতাঙ্গ শ্রীকৃষ্ণ পঞ্চবাণের শর দ্বারা রাধিকাকে মারিতে ইচ্ছা করিলেন।

২। **হিরাঞঁ**—ঞঁ তৃতীয়ার চিহ্ন। **লুলিত**—অবলুণ্ঠিত। **বিতপন**—বিতপন শব্দজ। মাধব দেবকৃত আদিকাণ্ডে,—

পিতৃকার্য্য করিয়া ভরত বিতোপন।
নামক আনিবে প্রতি প্রবেশিব বন॥

মঙ্গলভঞ্জ হইতে প্রাপ্ত গোবিন্দচন্দ্রের গীতে,—

মেলা কোঠাঘর মান অতি বিতপণ।
(বঙ্গ-সাহিত্য পরিচয়)

আলাওলের পদ্মাবতীতে,—

মাজ্জারে বরিল বিতপন উপবর॥

সুন্দর, মনোহর। **পন্ধীল**—পরিধান করিল।

৩। **ধড়া**—প্রা°। ধটী।

৪। **বিকাস**—বিকাসশীল।

২। **সাজহ**—সজ্জা কর।

এসি—এহি<এই।

৩। **বিচিএ**—বেচা যায়, বিক্রয় করা যায়।

পৃ. ১০৭

৩। **উয়ে**—উদিত হয় বা হইতেছে।

১। **আনুমানে**—অনুমত, নির্দ্ধারণানুরূপ।

২। **বেথা**—হি° বিথা'। ব্যথা।

মমাপি মতমেকান্তং ইত্যাদি—বৃন্দে, তুমি যাহা বলিলে, আমারও ইচ্ছা তাহাই। এক্ষণে আমার এই কথা রাধার নিকট বল।

৩। **পালিলোঁ**—পালন করিলাম। **বহিলোঁ**—বহন করিলাম।

৪। **তভোঁ না** ইত্যাদি—তথাচ তাহার মনে আমার স্থান হইল না। রহিলোঁ—রহিলাম, থাকিলাম।

পৃ.° ১০৮

দামোদরস্য বচসা ইত্যাদি—তৎপরে দামোদরের বাক্যে বৃন্দা সত্বর রাধার নিকটে যাইয়া নিভৃতে তাঁহাকে বলিল।

১। **তাক আন করি** ইত্যাদি—তাহা অঙ্গীকার না করিয়া মাথায় বজ্র প্রহার করিল। পাড়িলেঁ—পাতিত করিল। বাজ—প্রা° বজ্জ'। বজ্র।

করিল—মাগধী কলিদে' (কৃতঃ)।

১-২। **তাত লাগি**...**নারীজনে**—কৃষ্ণের কথা।

৩। **লখিলোঁ**—মাধব কন্দলিকৃত কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে,—

কায্যত লখিলোঁ তই পাপিষ্ঠ বানর।

লক্ষ্য করিলাম।

৪। **তবেঁ সে**—তবে-ই।

১। **খোঁপা পন্নতেশ** ইত্যাদি—আমার খোপা প্রত্যক্ষ দেবের দেব মহাদেব, অলকাগুচ্ছ নীলগঙ্গা।

২। **নাসা বিনতানন্দন** ইত্যাদি—বিনতানন্দন গরুড় নাসিকার, রাজা পাণ্ডু গণ্ডদেশের, বরুণ-পাশ কর্ণদ্বয়ের এবং গন্ধর্ব্বরাজ পুষ্পদন্ত বিম্বোষ্ঠের ঘনিষ্ঠ প্রতিবেশী। **যুধিষ্ঠির**—(১) পঞ্চ পাণ্ডবের জ্যেষ্ঠ; (২) পীবর। **সুগ্রীব**—(১) বানররাজ; (২) সুন্দর গ্রীবা।

৩। **বলি**—(১) দৈত্যপতি বলি; (২) ত্রিবলী। **পৃথু**—(১) বেণ-পুত্র পৃথু; (২) বিশাল। **নৃপুরু**—নৃপ পুরু (?)

৪। **আসু**—আসুক, আগমন করুক।

জরতীমুখতঃ পীত্বা ইত্যাদি—বৃন্দার মুখে রাধার গর্ব্ববাক্য শুনিয়া সবাণ ধনুক আকর্ষণপূর্ব্বক হরি যাইয়া তাহাকে বলিলেন।

১। **রাধা নিতী** ইত্যাদি—পদটি কৃষ্ণ ও রাধিকার উক্তি-প্রত্যুক্তি। **বিকণসি**—বিক্রয় করিস।

২। **হওঁ**—অপ° হবিঅউং'; প্রা° হবিঅম্হি' (ভূতোঽস্মি)। শঙ্করদেবকৃত উত্তরাকাণ্ডে,—

হুওঁ যেবে আমি পতিব্রতা নিরঙ্কুশ।

মাধবাচার্য্যের শ্রীকৃষ্ণমঙ্গলে,—

জন্মে জন্মে হওো তার দাসীর নন্দন॥

মাধব কন্দলিকৃত সুন্দরাকাণ্ডে,—

রাক্ষস নোহোঁও আই হোওঁ রামদূত।

হই। **তো**—চর্য্যাপদে। তোমার। **রাখউ**—প্রা° রক্খউ' (রক্ষতু)। রক্ষা করুক।

কাহ্নাঞিঁ হওঁ মো ইত্যাদি—কানাই, আমি জাতিতে গোআল বটে, আমার গোআল বুদ্ধি তোমার [চঞ্চল] মতিকে [অবশ্যম্ভাবী পরিণাম হইতে] রক্ষা করুক।

৩। **রাধা মাথাত** ইত্যাদি—অল্পবুদ্ধি বলায় রাধা রুষ্টা হইলেন। সান্ত্বনা করিবার অভিপ্রায়ে শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন,—তোমার মাথার ফুল অতি সুন্দর, লাখ টাকাতেও মিলে না। **লাখেক**—লক্ষৈক।

৪। **তাত না** ইত্যাদি—তা'তে আমার মন ভিজে না, স্তোক-বাক্যে আমি ভুলি না।

পৃ.° ১০৯

৮। **নিবারোঁ**—নিবারণ করি বা করিতেছি।

৯। **সাধিবোঁ**—সাধন করিব, প্রতিষ্ঠিত করিব।

১০। **আজি বোলসি** ইত্যাদি—আ'জ (আপনাকে) ক্ষুদ্র বীর বলিতেছিস্!

১১। **হরিলোঁ**—হরণ করিলাম। **শরীরে**—... স্ত্রীর অর্থে প্রযুক্ত।

১২। **তিরীবধিআ**—স্ত্রীহত্যাকারী।

১৩। **মারন্তাক**—মারন্তা শব্দে মারিতে উদ্যত, বধোদ্যত; ক' বিভক্তিচিহ্ন। **পীতরে**—প্রা° পীতরা', পিঅরা' (পিতরঃ)। পিতৃগণ।

১৪। **পাপিআ**—পাপিষ্ঠ।

২। **দশ চারি বরিষের**—চৌদ্দ বৎসরের। **অযোগ**—অযোগ্য। **কাটারত ভর করা**—মাধব কন্দলিকৃত অযোধ্যাকাণ্ডে,—

তুহি আজি কাটারত করিবোহোঁ ভর॥

কাটারির উপর পড়িয়া বা শয়ন করিয়া। তুল° 'শালে ভর করা'। কাটার—কট্টার' শব্দেরই রূপভেদ।

৩। **না দেঁ**—দিস্ না, দিও না।

৪। **টান**—বেগ।

৫। **গরজ্ঞালী**—গর্জ্জন শব্দের উত্তর আল' প্রত্যয় ধরিয়া গরজ্ঞাল' এবং স্ত্রীলিঙ্গে গ র জ্ঞা লী হইতে পারে। কলহপ্রিয়া। **লোক ধরম**—লোকব্যবহার ও ধর্ম্ম।

১। **গুআ পান**—পূর্ব্বে আমন্ত্রণাদিতে গুআপান' (পান সুপারি) প্রেরণের প্রথা ছিল।

২। **শরণ সাম্ভাহ**—শরণ লও। সাম্ভাহ—প্রবেশ কর; তুল°—তুরঙ্গ মহিষ যে সাম্ভাহ এক স্থানে' (ক° ক° চ°)।

৩। **আশমান**—অসম্মান।

পৃ.° ১১০

নিশম্য কৃষ্ণবচনং ইত্যাদি—শ্রীকৃষ্ণের কথা শুনিয়া রাধা বৃন্দার নিকটে গেলেন এবং নিজের পরিত্রাণের নিমিত্ত এই কথা বলিলেন।

১। **জুড়িহে**—বিধিলিঙে।

২। **লাখেকের মুদড়ী** ইত্যাদি—হস্তে ধারণের নিমিত্ত লক্ষ টাকা মূল্যের আঙ্গঠি তোমায় উপহার দিব। মুদড়ী—প্রা° পৈ°এ মুদ্দরি', মুঁদরি'; বিদ্যা°, গোবি° প্রভৃতিতে মুদরী', মুদরি'; তুলসী রা°এ মুঁদরী'। 'অঙ্গুরীয়ক, মুদ্রিকা।

৪। **লঙ্ঘিবোঁ**—উল্লঙ্ঘন করিব, অতিক্রম করিব।

বিপরীতমতির্ব্বৃন্দা ইত্যাদি—বিপরীতমতি বৃন্দা হরির নিকটে অনুরূপ নিবেদন করিল। সে কথা শুনিয়া হরি পুনঃ পুন রাধাকে বলিতে লাগিলেন।

পসরিলহে—প্রহার করিতেছি বা করিলে। পূর্ব্ববঙ্গের 'পোসা(ই)ল' (পোহাইল) শব্দ তুল°।

২। **তোক**—ক' নিমিত্তার্থে প্রযুক্ত। তোমার প্রতি। **যোড়োঁ**—যোজিত করি।

৩। **মারে**—প্রা° মারই' (মারয়তি)।

৪। **ডাহিণ**—প্রা° দাহিণ'। দক্ষিণ। **হালিআঁ**—হেলিয়া, পাশে নত হইয়া।

অথ কৃষ্ণকরাকৃষ্ট ইত্যাদি—অনন্তর শ্রীকৃষ্ণের হস্তধৃত ধনু হইতে নির্গত বাণে বিদ্ধহৃদয়া রাধা বৃন্দাকে বলিলেন।

১। **সজাইবোঁ**—সজ্জিত করিব।

২। **আণাঅ**—আনাও। **নিচোলে**—উত্তরীয় বস্ত্র। **ভেড়ি**—বেষ্টন করিয়া।

পৃ.° ১১১

১। **নহিল**—না হইল, হইল না।

ছো—স্পর্শ করিস্।

২। **মৈলী**—মলিন। **দিনে পুনমীর** ইত্যাদি—তুল°—

সরদ চান্দ সোহাওনা।
উগিতহি অথ গেলা॥ (বিদ্যাপতি)

৩। **করম আন্ধার**—আমার কর্ম্মদোষে, আমার দুর্ভাগ্যবশে।

পৃ.° ১১২

৪। **ছাড়িলোঁ**—ছাড়িলাম, ত্যাগ করিলাম।

দিতোঁ—দিতাম। **ষ**—সে।

১। **হরিতালী চন্দ্র** ইত্যাদি—ভাদ্র মাসের চতুর্থীতে চন্দ্র গুরুপত্নীকে দূষিত করেন, তদবধি ঐ দিন চন্দ্র পাপদৃশ্য। লৌকিক ধারণা, ভাদ্র-শুক্লা চতুর্থীর চাঁদ দেখিলে, পূর্ণ কলসীতে হাত পূরিলে এবং মাটির উপর জলের আঁক পাড়িলে বৃথা কলঙ্কের আশঙ্কা হয়। **ভরিলোঁ**

—ভরিলাম, প্রবিষ্ট করাইলাম। **পুরিল**—পূর্ণ। **লিখিলোঁ**—লিখিলাম।

মুলত—আসলে। **আফার**—প্রচুর; বিলক্ষণ। **আছুক লাভ** ইত্যাদি—লাভ করা থাকুক আমার, আসলে প্রতুল। তুল°,—

লাভ নাই গেলাহু মুলহু ভেল হানি ॥

বিদ্যা°, পৃ° ১১৯

৩। **বুয়িলী**—বলিলি। **মাইলোঁ**—মারিলাম।

৪। **যে বচন বোলোঁ** ইত্যাদি—আমি যে কথা বলিতেছি, তাহার অন্যথা নাই।

২। **শুনে**—প্রা° সুণই (শৃণোতি)।

৩। **জিআঁ**—বাঁচিয়া, জীবিত হইয়া।

পৃ.° ১১৩

৭। **মরষিআঁ**—ক্ষমা করিয়া। **জিআ**—জীয়াও, জীবিত কর।

হতাং কুসুমবাণেন ইত্যাদি—সম্মুখে রসসাধিকা রাধিকাকে কুসুমবাণে হত দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ নিরন্তর বিলাপ করিতে লাগিলেন।

১। **মরষিল**—ক্ষমা করিলাম। **জিঅ**—বাঁচ, জীবিত হও।

মাহানিন্দ—মহানিদ্রা। **চিআইআঁ**—সচেতন হইয়া, প্রাণ পাইয়া। **সমতী**—চট্টগ্রাম অঞ্চলে সমত্। বিদ্যাপতিতে,—

বিরহ বিপতি ন দয় সমতি

রহল বদন চাহি।

সম্মতি, উত্তর।

২। **বিচ**—বিক্রয় কর।

৩। **হেলিলেঁ**—অবহেলা করিলে।

৪। **আজ্জার জীবন** ইত্যাদি—তুমি বাঁচিলে আমার জীবন রক্ষা হয়।

১। **শিশে**—সিঁথায়।

মৈলিসি—মরিলি

২। **খঞ্চিল**—খচিত। **নিবৌঁক বিলাসে**—আত্মসাৎ করিয়া লইব।

৩। **হাণো**—হানি, প্রহার করি। **জাঅ**—জাহ জাঅ = জাও (যাও)।

১। **এবার মুখের** ইত্যাদি—এবার আমার মুখের কালি মুছিয়া দাও অর্থাৎ কলঙ্ক মোচন কর।

২। **পেলোঁ**—ফেলি, নিক্ষেপ করি।

৩। **এবেঁ মোরে** ইত্যাদি—এখন আমার প্রতি মুখ তুলিয়া চাও; প্রসন্ন হও। **সময় বাত**—সময়োচিত কথা বা প্রসঙ্গ।

পৃ.° ১১৪

১। **ঘুসিএ**—প্রা° ঘোসিঅই' (ঘুষ্যতে)। ঘোষিত হয়।

৩। **তেআগিবোঁ**—ত্যাগ করিব।

৪। **আনল শরণ**—পূর্ব্বকালে পাপ মোচনার্থ অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া, তাহাতে প্রবেশ করিবার রীতি ছিল। **যদি না** ইত্যাদি—যদি উত্তর না দাও।

১। **বিহড়িল**—প্রা° √বিহড়' (বি- √ঘট্) বিযুক্ত, বিচ্ছিন্ন। **আষ্ট ধাতু**—শরীরস্থ রস-রক্তাদি অষ্ট ধাতু।

কৃষ্ণ পরশিল করে ইত্যাদি—সীতার করসংস্পর্শে রামচন্দ্রের প্রত্যুজ্জীবিত হওয়া ও অপরবিধ মোহপ্রাপ্তি কথা স্মরণীয়।

আলিম্পন্নমৃতময়ৈরিব প্রলেপৈ-

রন্তর্বা বহিরপি শরীরধাতূন্।

সংস্পর্শঃ পুনরপি জীবয়ন্নকস্মা-

দানন্দাদপরবিধং তনোতি মোহম্ ॥ ৩৯

(উ° চ°, ৩য় অঙ্ক)

ঝাড়ে—√ঝাড়্, মার্জ্জনে। রোগাদি প্রশমন জন্য ক্রিয়াবিশেষকে ঝাড়ন' বলে; তাহারই অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন।

২। **বিণিঞঁ**—বিঅনী = বিয়নী = বিজনী = ব্যজনী। **বিচি**—ব্যজন করিয়া।

১। **জিআইল**—বাঁচাইল, জীবন দান করিল। **তেজসি**—ত্যাগ করিতেছিস্। **রেহা**—প্রা°। রেখা।

পৃ.° ১১৫

৪। **কুজনে**—সীৎকার, শৃঙ্গারজনিত মুখশব্দ। **তারপল**—বিদ্যাপতিতে,—

ঐসন তুহু মন তলপই পুন পুনু
উপজল অধিক বিকারে ॥

দারুণ মান থেহ নাহি মানত
পলকে পলকে তলপায় ॥

পশ্চিম-রাঢ়ে √তড়পা প্রচলিত। অস্থির করিল, আকুল করিল।

৫। **বুক লএ চীর**—বক্ষ দিয়া ভিন্ন হয়।

৭। **পড়এ**—প্রতিফলিত হয়। **বসে**—বশে, প্রভাবে।

৮। **চিত্র**—বিচিত্র, নানা বর্ণবিশিষ্ট, সুন্দর। **সুতিলী**—শয়ন করিল।

বাণখণ্ডের টীকা সম্পূর্ণ।

বংশীখণ্ড

অনঙ্গসঙ্গরে রাধা ইত্যাদি—অনঙ্গ-যুদ্ধে ভঙ্গ পাইয়া কুরঙ্গনয়না, অলসাঙ্গলতা রাধা বৃদ্ধার সহিত রঙ্গে গমন করিলেন।

১। **লড়িউ**—[আইস] যাওয়া যা'ক।

২। **পাতিল নাটে**—নাট্য-কলার অভিনয় আরম্ভ করিয়া দিল।

৪। **বাত্তগণ**—পূর্ব্বে কুসমগণ', তরুগণ', ভৃগগণ'; পরে প্রণামগণ'। তুল° হারগণ (চৈ° চ°), হাণ্ডীগণ (চৈ° ভা°), মেঘ তারাগন (শূ° পু°): মনিগন, গিরিগন, গুনগন, মঙ্গলগন (রা° চ° মা°)। **পতিদিনে**—প্রত্যহ। **বাএ**—চণ্ডীদাসের পদে,—

কেহ বেণু বায়··· ··

মাধব কন্দলিকৃত সুন্দরাকাণ্ডে,—

বাঁনর কটক সেনা নাচে বারে গীত গাঁবে
কিল কিল করি থানে থানে ॥

বাদিত করে।

৫। **ভুলিলী**—ভুলিল।

৬। **বিন্ধ**—পশ্চিমরাঢ়ে বিঁদ' (প্রা° √বিংধ বেধনে)। ছিদ্রে। **সাব্বী**—স° শব্দ'। শামী, ধাতুনির্ম্মিত বলয়। **হিরার বান্ধিল কাম**—জড়াও'এর কাজ করিল।

পৃ.° ১১৬

৭। **ওঁকার**—ওঙ্কার।

নিপীয় বংশনিনদং ইত্যাদি—কংসভয়াতুরা রাধা বংশনিনাদ শুনিয়া, কে বাজাইতেছে, তাহা জানিবার জন্য বৃদ্ধাকে এই কথা বলিলেন।

নই—প্রা°। নদী। **আউলাইলোঁ**—আকুলিত করিলাম, অব্যবস্থ করিলাম। আউলাইল' শব্দের টীকা দ্রষ্টব্য।

দাসী হআঁ ইত্যাদি—তাহার দাসী হইয়া তাহার চরণে আপনাকে সঁপিয়া দিব অর্থাৎ আত্মসমর্পণ করিব। **নিশিবোঁ**—নিছিব, উৎসর্গ করিব, নিছন' শব্দের টীকা দ্রষ্টব্য।

২। **আঝর**—চণ্ডীদাসের পদে,—

অঙ্গ পুলকিত মরম সহিত
অঝরে নয়ন ঝরে।

কৃত্তিবাসী উত্তরাকাণ্ডে,—

স্বামীর চরণ ধরিঞা আঝর নয়ানে কান্দে ॥

অজস্র-ধারে।

ঐ বোয়ার

৪। **কুম্ভারের**—প্রা° কুম্ভার' (প্রা° প্র°, প্রা° লক্ষ্মী, সিদ্ধ হে° প্রভৃতিতে); এর' ষষ্ঠীর চিহ্ন। কুম্ভকারের। **পনী**—'পবনং কুম্ভকারস্য পাকস্থানে'—মেদিনী। পোআন, ঘটাদি মৃৎপাত্র দগ্ধ করিবার বৃহৎ চুল্লী। **বন পোড়ে** ইত্যাদি—বন পোড়ে, সকলে দেখে; কিন্তু আমার মন কুমারের পোআনের মত ভিতরে ভিতরে পোড়ে, কেহ দেখিতে পায় না, জানিতেও পারে না। **মোর মন পোড়ে** ইত্যাদি—ভবানন্দের হরিবংশে,—

অন্তরে জ্বলে আগুনি যেন কুমারের পনি
বাহিরে থাকে পঙ্কের লেপন।

উত্তররামচরিতে,—

অনির্ভিন্নো গভীরত্বাদন্তর্গূঢ়ঘনব্যথঃ।
পুটপাকপ্রতীকাশো রামস্য করুণো রসঃ॥ ৩৷১

আন্তর সুখাএ ইত্যাদি—কানাইর অনুরাগে আমার চিত্ত সুখানুভব করে।

নিশম্য কৃষ্ণবচনং ইত্যাদি—কৃষ্ণের বাক্য শুনিয়া মদন-জ্বরকাতরা রাধা যমুনাতীরে আসিয়া বৃন্দাকে বলিলেন।

১। **পারিলোঁ**—পার হইলাম, উত্তীর্ণ হইলাম। **চাঁচর**—কুঞ্চিত।

২। **কাএ**—কাহাকে। **লাজে মো** ইত্যাদি—তুল°,—

চোররমনি জনি মনে মনে রোয়ই
[illegible] বদন ছপাই। (বিদ্যাপতি)

কান্দো—কাঁদি, ক্রন্দন করি। **তাহা**—মাগধী ষষ্ঠ্যন্ত তাহ' শব্দ তুলনীয়। **সুঁঅরিআঁ**—স্মরণ করিয়া। **বিসরিল**—বিস্মৃত হইল।

৩। **কুহলে**—'বিদ্যা°তে কুহরই'; চণ্ডী°এ কুহরে'। কুহুধ্বনি করে। **তাএ**—তাপিত করে। **কাহ্ন বিনি** ইত্যাদি—বিদ্যাপতিতে,—

সজল নয়ন করি পিয়াপথ হেরি হেরি
তিল একু হয়ে জুগ চারি।

চণ্ডীদাসের পদে,—

যা বিনে না জীয়ে আঁখির পলক
তিলে কত যুগ মানি।
(পদামৃতসমুদ্রের পুথি)

কুল—সমগ্র, সম্পূর্ণ। **ভাএ**—চণ্ডীদাসের পদে,—

কহেন রসিক রায় মোর মনে হেন ভায়
বিষ্কল মদন শর বাণ॥

জ্ঞান হয়, প্রতিভাত হয়।

পৃ.° ১১৭

৪। **পুরত**—ত' অনুরোধ-বাক্যের মৃদুতা সম্পাদনে। পূর্ণ কর।

২। **ঘড়িআল**—বর্ণরত্নাকরে ঘলিয়ার'। কবিকঙ্কণে,—

শুশুক কুম্ভীর লিখে ঘড়াল হাঙ্গর।

কুম্ভীর-ভেদ। **শকতিএঁ**—শক্তি দ্বারা। **হয়িলা**—হইলাম বা হইলে। চন্দ্রাবলী **রাণী**—সম্বোধনে।

৩। **এড়ায়ি**—অব্যাহতি পাই, রক্ষা পাই।

১। **জলএ**—প্রা° জলই'। প্রজ্বলিত হয়।

১। **সংপুটে**—যুক্ত করে।

২। **গড়া**—গঠিত, নির্ম্মিত। **সোঁঅরিতেঁ পাঞ্জর শেষ**—চণ্ডীদাসের প্রচলিত পদে,—

কানুর আদর পীরিতি ভাবিতে
পাঁজর হইল শেষ।

৩। **কাহ্নাঞিঁ বিহনে** ইত্যাদি—তুল°,—

শূন ভেল মন্দির শূন ভেল নগরী।
শূন ভেল দশ দিশ শূন ভেল সগরী॥ (বিদ্যা°)

অগুণ—দোষ, অপরাধ।

পৃ.° ১১৮

১। **জুগত**—যুক্ত। **দুচারিণী**—দ্বিচারিণী।

২। **কামত**—ত' বিভক্তি-চিহ্ন। **বেআপিত**—ব্যাপ্ত।

৩। **ঝিউ**—দুহিতা, কন্যা।

৪। **নাসিবোঁ**—না আসিব, আসিব না।

১। **গাথিবোঁ**—গ্রন্থন করিব। **পালঙ্কি**—প্রা° পলংকিআ' (পর্য্যঙ্কিকা, পল্যঙ্কিকা)। **গঢ়ায়িবোঁ**—

গঠিত করাইব। **মণ্ডায়িবোঁ**—মণ্ডিত করাইব। **ধুনী**—প্রা°। বিদ্যাপতিতে,—

মুরলি ধুনি সুনি মন মোহল
বিকেহু ভেল সন্দেহা॥

ধ্বনি। **জালী**—মূ° ক°এ পজ্জালিঅ' (প্রজ্বাল্য)। প্রজ্বলিত করিয়া। **খণ্ডিবোঁ**—খণ্ডিত করিব।

২। **বিছাইবোঁ**—বিস্তৃত করিব। **জুড়াইবোঁ**—শীতল করিব।

এখনে তবেঁ পাখি ইত্যাদি—তুল°—

পাখী হঞা উড়িয়া যাও সাগরের পার।
(বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয়)

পৃ.° ১১৯

বংশীনিনাদতরলা ইত্যাদি—বংশীনিনাদ শ্রবণে বিগলিতহৃদয়া চঞ্চল কটাক্ষবতী রাধা বৃন্দাকে মনোজ্ঞ বাক্য বলিলেন।

১। **চান্দ**—ময়ূরচন্দ্রিকা। **বোলাএ**—বাদন করে।

৩। **থাকে**—প্রা° থক্কই' (তিষ্ঠতি)।

৪। **পাতএ আশেষ বুধী**—বিবিধ কৌশল বিস্তার করে।

৬। **বিন্দত**—ত' বিভক্তিচিহ্ন; পূর্ব্বে বিন্ধ'। **সর**—প্রা°। স্বর।

এতাং শ্রুত্বা ইত্যাদি—এই বংশীকথা শুনিয়া রূপ-সরোবরের হংসী রাধা বৃন্দাকে মধুর বাক্য বলিলেন।

১। **সার**—স্বর। **নীসারে**—নিঃসরণ করে।

দুখ বাঁশীর ইত্যাদি—ওগো বড়াই, নিদারুণ বাঁশীর শব্দে ঘরের মধ্যে ঘোল মথিতে মন্থনদণ্ড অচল হইয়া পড়িতেছে। মথানি—স° মন্থান'।

পৃ.° ১২০

রাধয়া প্রেরিতা ইত্যাদি—আধিকাতরা রাধা কর্তৃক হরির অন্বেষণে প্রেরিতা বৃন্দা তাঁহাকে (রাধাকে) এই কথা বলিল।

গেণ্ডুআ—প্রা° গেণ্ডুঅ', গেন্দুঅ'। কন্দুক। **খেলাএ**—প্রা° খেল্লই' (ক্রীড়তি)।

২। **বোলাইতেঁ**—বাদন করিতে। **নিশ্চল**—যা'র নড়চড় নাই, প্রকৃত।

৩। **হারা**—যাহা বা যে হারাইয়া গিয়াছে। **বুঢ়া**—প্রা° বুড্ঢঅ'। বৃদ্ধ।

৪। **খেমা**—প্রা° খমা। ক্ষমা।

১। **কাল বৃন্দাবনে**—ঘন শ্যামল বৃন্দাবনে। **নাদে**—দেয় না।

২। **আগর**—প্রা° অগরু'। ভবানীদাসকৃত ময়না-মতীর গানে,—

আগর চন্দন কাষ্ঠে কুণ্ড সাজাইল।

বিদ্যাপতিতে,—

পরিমল অগর চন্দনে।

বিজয় গুপ্তের পদ্মাপুরাণে,—

সরল পদ্মকাষ্ঠ নেও চন্দন আগর।

চণ্ডীদাসের পদে,—

যত গোপনারী চন্দন অগোর
লেপিছে দোঁহার গায়।

অগুরু।

৩। **বৌহারী**—বধূ।

১। **আণুকুল**—অনুকূল আচরণ।

৫। **নানা ফুল আরোপিল**—বিবিধ পুষ্পবৃক্ষ রোপিত।

১। **রান্ধিলোঁ**—রন্ধন করিলাম। **বেশোআর**—'দ্রব্যাণি বেশবারস্ত নাগবল্লীদলানি হি। তণ্ডুলাংশ্চ লবঙ্গানি মরিচানি সমাসতঃ॥'—ভাবপ্রকাশ। কবি-কঙ্কণে,—

বার্ত্তাকু কুমুড়া কচা তাহে দিয়া কলা মোচা
বেসার পিঠালি ঘন কাঠি।

ঘনরামের ধর্ম্মমঙ্গলে,—

নিরস করিয়া দিল সরস বেসার।
বিবিধ বঞ্জাল ঝাল সুরসাল তার॥

বেশবার, ঝাল-বাটনা। **সাক**—প্রা°। শাক।

কানাসোআঁ—কাণাসই, [রন্ধন]-পাত্রের কাণায় কাণায়, ছাপে ছাপে।

রান্ধনের জুতী ইত্যাদি—বড়াই, বংশীধ্বনি শুনিয়া রন্ধনের রীতি ভুলিয়া গেলাম। জুতী—প্রা° জুত্তী। যুক্তি।

২। **আড়বাঁশী**—যে বাঁশী আড়ভাবে ধরিয়া বাজাইতে হয়; [Cf. P. algoza]। **পরলা**—পটোল। **ভাজিলোঁ**—পাক করিলাম। **কাঁচা**—পৈশাচী কাচো' (বিস্বাদ)।

৩। **সেইত**—ত' নিশ্চয়ার্থে। **চিপিআঁ**—নিষ্পীড়িত করিয়া।

খেপিলোঁ—প্রক্ষিপ্ত করিলাম। **চড়াইলোঁ**—চাপাইলাম। **চাউল**—'চাউলা তণ্ডুলাঃ' দে° না° মা°।

পৃ.° ১২১

৪। **বাঁশে**—বংশী।

১। **শুনো**—অদ্বৈতপ্রকাশে—

হরে কৃষ্ণ নাম নাহি শুনোঁ একবার ॥

শুনি, শুনিতেছি। **আউলাআঁ**—অব্যবস্থা করিয়া।

নিধায় কলসং ইত্যাদি—কৃষ্ণান্বেষণতৎপরা রাধিকা কলস কক্ষে বৃদ্ধা সহ যমুনাতীরে গমন করিলেন।

যমুনাকে—ক' -কর্ম্মে' চিহ্ন। **জনি**—অপ° প্রা°। বিদ্যাপতিতে,—

চিকুর গলয় জলধারা।
মেহ বরিস জনি মোতিম হারা ॥

গোবিন্দদাসের পদে,—

পরিমলে লুবধ ভ্রমর জনি ধাওত
ঐছন আকুল কান।
(অপ্রকাশিত পদ-রত্নাবলী)

যেন।

২। **হইলো**—হইলাম।

৩। **চাহিত**—ত' দৃঢ়তা বিজ্ঞাপনে।

৪। **পায়িবাক**—পাইবার নিমিত্ত।

২। **উপসন**—ভবানন্দের হরিবংশে,—

সুন্দরী রাধার দুঃখ হৈল উপসন ॥

শ্যামদাসের মীনচেতনে,—

তুমি আমি জ্ঞাতিগণ হৈলাম আসি উপাসন
দোষ নাহি শুন মহাশএ ॥

উপস্থিত। **রোষিব**—রুষ্ট হইবে।

৩। **পরিখে**—পরীক্ষা করে।

৪। **জাগে**—প্রা° জগ্‌গই' (জাগর্ত্তি)।

পৃ.° ১২২

১। **উত্তরলী**—[উৎ-তরল-ঈ;] অতিশয় চঞ্চলা, বিহ্বলা। **হয়িলী**—ক্রিয়াপদের উত্তর স্ত্রীলিঙ্গে ঈ' প্রত্যয়।

১। **নাছে**—প্রা° রচ্ছা'। 'রথ্যাত্রয়ং গ্রামমার্গে। লাচ্ছ ইতি যাবৎ। কেচিদ্ দুর্গনগরদ্বারে।' টী° স°। রাঢ়ে 'নাচ', নাছ' বা লাছ'। এ' বিভক্তিচিহ্ন। শূন্যপুরাণে,—

চন্দনে চর্চ্চিত বটে জম রাজার নাছ।

জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গলে,—

নাছে বাটে হাটে ঘাটে লোক হুড়াহুড়ি।

কবিকঙ্কণে,—

পেয়াদা সভার নাছে প্রজারা পলায় পাছে
দুয়ার জুড়িয়া দেয় থানা।
(ইণ্ডিয়ান প্রেস, এলাহাবাদ)

[শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়ের সম্পাদিত চৈতন্যভাগবতে নাছ' শব্দের সদর দরজা অর্থই ধৃত হইয়াছে। সম্ভবতঃ মহাত্মা কেরী (Dr. W. Carey) এবং হৌটন (Sir Graves C. Haughton) সাহেবের সময় হইতে বাঙ্গালা কোষগ্রন্থগুলিতে শব্দটির পশ্চাৎদ্বার, এই বিকৃত অর্থ স্থান পাইয়া আসিতেছে।]

৩। **গুণএ**—গণনা করে। **সে ত**—ত' কিন্তু অর্থে প্রযুক্ত।

৪। **চৌঠ**—প্রা° চউট্‌ঠ'। চতুর্থ।

অথ রাধাং ইত্যাদি—অতঃপর মদনজ্বরপীড়িতা রাধাকে সম্মুখে দেখিয়া চতুরা বৃদ্ধা যমুনায় যাইবার কথা বলিল।

৩। **চোরায়িতেঁ**—চুরি করিতে। **করিউ যতনে**—করিউ' কর্ম্মবাচ্যের অনুজ্ঞা।

৫। **বাঁশীত**—নিমিত্তার্থবোধক লাগিআঁ' শব্দের যোগে ষষ্ঠী।

৬। **চোরায়িব**—চুরি করিব।

৭। **নিন্দাউলী**—বংশীদাসে নিদ্রাউলী,' বিজয়গুপ্তে নিদ্রালী'। নিদ্রাকারক। [ঋগ্বেদ, ৭ম মণ্ডল, ৫৫তম সূক্ত ঘুমপাড়ানি মন্ত্র।] **নিন্দাইব**—ঘুম পাড়াইব।

৮। **সম্বোধিব কমণ উত্তরে**—কি বলিয়া বুঝাইব। সম্বোধিব—প্রবোধিত করিব, প্রতারিত করিব।

৯। **ভীতর**—প্রা° রূপ।

গত্বা রাধাযুতা ইত্যাদি—বৃদ্ধা রাধার সহিত যমুনাতীরে যাইয়া বাঁশী অপহরণ করিবার আশায় মন্ত্রের দ্বারা মাধবকে নিদ্রালু করিল।

১। **শরে**—স্বর।

নিদ্রাহো—নিদ্রাও। **সুতিল**—কৃত্তিবাসের আত্মবিবরণে,—

রাত্রিকাল হইল ওঝা শুতিল তথায়॥

গুণরাজ খানকৃত শ্রীকৃষ্ণবিজয়ে,—

সুতিলা সকল লোক যমুনাকূল পাইয়া॥

শয়ন করিল। **সিঅরে**—প্রা° সিহর' (শিখর)। মস্তক।

নিবন্ধন—নির্ব্বন্ধ, ব্যবস্থা।

২। **চোরায়িআঁ**—চুরি করিয়া।

পৃ.° ১২৩

৩। **যথাঁ**—যত্র, যেখানে।

৪। **কাঢ়িলান্ত দীর্ঘ রাএ**—ডাক ছাড়িয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। কাঢ়িলান্ত—টানিয়া বাহির করিলেন। **হয়ি**—হইয়া। **বিলপিলা**—বিলাপ করিলেন।

১। **আলোচিআঁ কাজে**—কাজের প্রয়োজনীয়তা বুঝিয়া।

হাকান্দ করুণা ইত্যাদি—ভূমিতে লোটাইয়া হাহাকার রবে বিলাপ করিতেছি। হাকান্দ—প্রা° পৈ°এ হাকংদ (হাক্রন্দ)। কৃত্তিবাসী উত্তরাকাণ্ডে,—

হাকান্দনে কান্দে রেণুকা বুক নাহি বান্ধে।

বিজয় গুপ্তের পদ্মাপুরাণে,—

অ[া]কান্দনে কান্দেন মনসা

প্রভু মোরে না যাও ছাড়িয়া।

২। **নীল**—লইল। **ঝাড়া**—ঝালর। **পাট থোপ**—পুচ্ছাদির অনুকরণে নির্ম্মিত রেশমের ক্ষুদ্র সূত্রগুচ্ছ।

৩। **কান্দন্তি**—কাঁদিতে লাগিলেন।

৪। **মুছিলান্ত**—মুছিলেন, মার্জ্জিত করিলেন। **কহিলান্ত**—অসমীয়া লঙ্কাকাণ্ডে,—

মাধব কন্দলি কহিলন্ত অল্প করি॥

কহিলেন।

১। **হয়**—হও। **আযাত্রাএঁ**—অযাত্রায়, কুক্ষণে। **শিয়রত**—গুণরাজ খানকৃত শ্রীকৃষ্ণবিজয়ে,—

শিয়র না দিব আর কানাইর হাতে।

মস্তকস্থিত।

আতোষে—অতোষ, দুঃখ।

২। **তেঁ**—কৃ° চ°এ তে' (তে)। তাহারা। **চোরাইল**—চুরি করিল।

৪। **হাসিলী**—ক্রিয়াপদের উত্তর স্ত্রীলিঙ্গে ঈ' প্রত্যয়।

১। **জার**—প্রা° সম্বন্ধবাচক জাণ' শব্দ হইতে জার' এবং জাহাণ' তথা জাহার হওয়া অসম্ভব নহে। অপভ্রংশ ভাষায় যুষ্মদাদি শব্দের উত্তর ঈয়' প্রত্যয়ের স্থানে ডার' আদেশের বিধান আছে (সিদ্ধ হে°, ৮।৪।৪৩৪)।

মেন—ক° ম°তে মণং (মিনাক্‌°৮), কু° চ°এ মণয়ং', মণা', মণিঅং। চণ্ডীদাসের পদে,—

তা দেখে মো মেন নয়ন চকোর

পিতে চাহে সুধাকরে॥

কহিতে কহিতে দেখিতে দেখিতে

সে সব মিছাই মেন॥

প্রাচীন বাঙ্গালাতে কিন্তু, তবু প্রভৃতি অর্থে এবং কথার মাত্রারূপে মেনে' শব্দের প্রয়োগ অবিরল। প্রাচ্য হি° মনু' (জৈসে) শব্দ তুল°। **দাণে**—প্রা° দাণ; একার বিভক্তিচিহ্ন। দান।

পৃ.° ১২৪

৪। **বুলিহে**—বলিবে অর্থে; বুলিএ' শব্দ তুল°।

২। **ধিকাধিক**—ধিক্কার-বাক্য।

৩। **পইসওঁ**—প্রবেশ করি।

এড়াওঁ—এড়াই, অতিক্রম করি।

রাধিকাবাচমাচম্য ইত্যাদি—বৃন্দার মুখে রাধিকার বাক্য শ্রবণ করিয়া কাতর কৃষ্ণ বেণু প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে বলিলেন।

১। **সয়নে**—শয়নে।

বিরহবিনোদ—বিরহ-ব্যথা অপনোদনকর।

২। **খিঞ্চিল**—খচিত বা খচিত করিলাম।

কৃষ্ণস্য বচনং ইত্যাদি—অতঃপর বৃন্দার মুখে শ্রীকৃষ্ণের বাক্য শ্রবণ করিয়া অদুঃখিত ভাবে (অর্থাৎ সমবেদনা প্রকাশ না করিয়া) রাধা পুনরায় গদাধরকে বলিলেন।

১। **দোষ**—দোষ দিতেছ।

পৃ.° ১২৫

২। **সুতিআঁ**—গুণরাজ খানকৃত শ্রীকৃষ্ণবিজয়ে,—

কেহত স্বামীর কোলে আছিল **সুতিয়ে।**

চৈতন্যভাগবতে,—

সুতিয়া আছিলু ক্ষীরসাগরের মাঝে॥

শয়ন করিয়া। **নিলেহেঁ**—লইলে।

৪। **পুছি**—জিজ্ঞাসা করিতেছি। **কোণ ভিতে**—কোন্ দিক দিয়া, কেমন করিয়া।

৬। **নিহে**—প্রাচ্য হিং নিন্‌হে'। লইলে।

৭। **আমান**—অমান্য, অভদ্রতা।

৯। **নেওঁ**—লই।

১০। **নটকী**—ধৃষ্টা, কুচেষ্টাবতী। **ছিনারী**—পূর্ব্বে ছেনারি'। **সত্যে ভাষ** ইত্যাদি—তোমাতে সত্যের আভাস মাত্র নাই। **নিলী**—লইলে।

১। **উঝট**—উছোট, (উৎ, উপরি এবং চোট আঘাত)। যাত্রাকালে চরণাগ্রে আঘাত পাওয়া অশুভ লক্ষণ। **মানিলোঁ**—মানিলাম, গ্রাহ্য করিলাম। **বাঞের**—বামের। **শিআল**—মাগধী প্রা°। শৃগাল।

আখাম্বিল ঘাঅত ইত্যাদি—কানাই ধৌত ক্ষতে বিষের জ্বালা উৎপাদন করিল। **আখাম্বিল**—বাঁকুড়া-বীরভূম অঞ্চলে প্রক্ষালন করা অর্থে আখালা, তথা পাখালা' শব্দ প্রচলিত। ধৌত। **ঘাঅত**—প্রা° ঘাঅ' (ঘাত); ত' বিভক্তিচিহ্ন। **জালিল**—প্রজ্বলিত করিল।

২। **সগুণী**—ব্যাধ; নিমিত্তজ্ঞ, শাকুন শাস্ত্রে অভিজ্ঞ। **খাপর**—প্রা° খপ্পর'। খর্পর, নরকপাল। **ভিখ**—প্রা° ভিক্‌খা'। ভিক্ষা। **কুরুআ**—'কুতেশ্চর্ম্মণঃ স্নেহপাত্রে কুডুআ ইতি খ্যাতে কুতুঃ।' টী° স°; 'মজ্জ-পরীবেসনভণ্ডে করিআ।' দে° না° মা°। হিং করুআ' (করক)। মুর্শিদাবাদের প্রাদেশিক কড়ুআ' (তৈলাধার)। ভাণ্ডভেদ। **তেলী**—শৌরসেনী তেল্লিও' (তৈলিকঃ), মাগধী অপ° তেল্লীই'। তৈলকার। **সুখান ডালত বসি** ইত্যাদি—তুল°—

শুকনা ডালেতে বস্যা কাগায় করে রাও॥

মৈ° গী°, ১ম খণ্ড, ২য় সংখ্যা, পৃঃ ১৭৩।

৩। **দেশান্তর লইবোঁ**—ভিন্ন দেশে যাইব। **কাহ্নত**—নিমিত্তার্থ লাগিআ' শব্দের যোগে ষষ্ঠী।

৪। **বোলওঁ**—বলি, বলিতেছি। **করুণে**—সকাতরে।

১। **যোড়সি**—জুড়িতেছিস, আরম্ভ করিতেছ।

পৃ.° ১২৬

৩। **অবিচারে**—নির্ব্বিচারে, বিনা বিতর্কে।

১। **পৈসে**—প্রবেশ করায়। **গিহ্নীক**—গৃহীকে, গৃহস্থকে।

২। **মিছ**—প্রা° মিচ্ছ' (মিথ্য)। মিথ্যা।

৩। **হরিবোঁ**—অপহরণ করিব। **তোক্ষোঞি**—ঞি' (—ই) অনন্বয়বাচক অব্যয়।

সিআন—প্রা° সয়াণ'। সজ্ঞান, চতুর। **যান**—জান', অবগত হও। **পরক**—অপরের বা অপরকে। **বিনাসী**—বিনাশকারিণী।

১। **চোরাআঁ**—চুরি করিয়া।

২। **মিছাঞিঁ**—ঞিঁ' (=ই) বিশেষবাচক অব্যয়। **দোষসি**—দোষ দিতেছিস্।

১। **চতুথীর**—চতুর্থীর। **নিশাপতী**—ভাদ্রশুক্লা চতুর্থীর চন্দ্র সাধারণ্যে নষ্টচন্দ্র' বলিয়া সুপরিচিত। **পুন্ন**—প্রা° পুন্ন'। পূর্ণ।

চুরণী—ও° চোরণী'। অপহরণকারিণী।

২। **খণ্ডবিচনীর**—ভগ্ন ব্যজনীর। **খণ্ডবিচনীর কিবা** ইত্যাদি—ভাঁগা কুলার বাতাস কিবা [স্বেচ্ছায়] শরীরে লাগাইলাম।

পৃ.° ১২৭

রাধে বৃন্ধাং ইত্যাদি—রাধে, অতি শুদ্ধা বৃদ্ধাকে ছলকারিণী নিশ্চয় করিয়া তুমি যে বঞ্চনা করিতেছ, তাহা আমার জানা আছে।

৪। **বিচারিঅাঁ চাহ**—খুঁজিয়া দেখ।

৫। **চোরাইলেঁ**—চুরি করিলে।

নিপীয় রাধাবচনং ইত্যাদি—রাধিকার অস্বীকার-সূচক পরুষ বাক্য শ্রবণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ বংশীর উদ্দেশে বহু বিলাপ করিলেন।

১। **নাল বান্ধিল** ইত্যাদি—তাহার বহির্ভাগ বলয়বদ্ধ বা বলয়বদ্ধ করিলাম। তুল°—স্ববন্নের সাঙ্গী হিরার বান্ধিল কাম' (পৃ° ১১৫)। নাল—(নল), বলয়। **শিঅরে**—একার পঞ্চমী অর্থে প্রযুক্ত। শিখরদেশ হইতে, মাথা হইতে।

২। **গাওঁ**—চৈতন্যভাগবতে,—

তোমার হইয়া যেন গৌরচন্দ্র গাঙ।
(আদি°, ১২শ অ°)
হেন কর প্রভু যেন তোর গুণ গাঙো॥
(মধ্য°, ১০ম অ°)

গাই, গান করি। **সরে**—প্রা° সর'; একার বিভক্তিচিহ্ন স্বরে। **সিঅরে**—প্রা° সিহর' (শিখর); একার পঞ্চমী অর্থে প্রযুক্ত।

৩। **বনমালা**—পত্রপুষ্পময়ী পদ পর্য্যন্ত লম্বিতা। বৈজয়ন্তী, রত্নমালা এবং বনমালা ভেদে মালা ত্রিবিধ।

পৃ.° ১২৮

২। **চুরিনী**—চোররমণী; তুল° ঘরিণী' (প্রা° পৈ°)। **হম্বিলাহোঁ**—মাধব কন্দলিকৃত অযোধ্যাকাণ্ডে,—

কালে ফল শূন্য দেখি হইলোহোঁ হতাশ॥

হইলাম।

৩। **সাধিলেহেঁ**—সাধন করিলে।

১। **চোরায়িলি**—চুরি কসিলি। **বেড়ায়িএ**—ফিরিতেছি। **পুন**—কু° চ°এ পুন্ন', পুন্ন'। পুণ্য। **পাহ**—পাও, প্রাপ্ত হও।

২। **ঘাটিএ**—√ঘাট্ (স° ঘট্) আলোড়নে। আলোড়ন করি।

৩। **উচিতে গরুঅ মনে** ইত্যাদি—হে আয়ান-সেবিকা, তোমার উচিত, হর্ষচিত্তে ও স্মিতমুখে আমায় তাহা (বাঁশীটি) দাও। পূর্ব্বে 'হাসি হাসে খলখলি গরুঅ মনে॥' (পৃ° ১০২)। মুচুকে হাসী—মুচকি হাসি অপ্রাচীন নহে। ডাক-চরিত্রে,—

আড় চক্ষে চাহে মুচকি হাসে॥ (পুথি, ১০৯০)

কৃত্তিবাসী অযোধ্যাকাণ্ডে,—

সীতা জে দেখিআ মুচকি হাসিআ
ইঙ্গিতে বুঝাল্য তারে।

শ্রীকৃষ্ণবিজয়ে,—

লজ্জার সহিত দ্বিজ না দিল উত্তর।
শুনিয়া মুচকি হাঁসি রহে দ্বিজবর॥

ঈষৎ হাস্য, চাপা হাসি।

৪। **খোজসি**—খুঁজিতেছ, অন্বেষণ করিতেছ। **কাটোঁ**—কাটি, ছেদন করি।

নিরাশসবনেনাহং ইত্যাদি—আমি রাধা হইতে যত্নে প্রত্যাখ্যান হইয়া বিকলীকৃত হইয়াছি; সম্প্রতি বৃদ্ধে, তুমি বংশীলাভের উপায় বল।

তণ্ডী—তুণ্ডি' শব্দজ। ২৪ পরগণায় তণ্ডাই'। কথা কাটাকাটি, বিতর্ক।

পৃ.° ১২৯

প্রমুক্তকাকুবচনং ইত্যাদি—সর্ব্বসমক্ষে কৃষ্ণকে কাতর-বাক্য বলিতে দেখিয়া বৃদ্ধা রাধিকাকে এই কথা বলিল।

২। **ভুবল**—প্রা° পৈ°এ ভুব্বল। দুর্ব্বল।

৩। **আবগাহী**—অব-√গাহ্ মজ্জনে। বিদ্যা-পতিতে,—

অপনেহু মনে গুনি বুঝ অবগাহি।
এত দিন অছলাহু আন ভানে হমে
আবে বুঝল অবগাহি।

মাধব কন্দলিকৃত সুন্দরাকাণ্ডে,—

রাজায়ে বুলিলা যত শাস্ত্র অবগাহি।

ভিতরে প্রবেশ করিয়া; বিশেষভাবে আলোচনা করিয়া।

বৃন্দাবচনমাকর্ণ্য ইত্যাদি—বৃন্দার বাক্য শুনিয়া অনঙ্গ-শরে কাতর রাধা অনুরাগ ও চাতুরীর সহিত কৃষ্ণকে কহিলেন।

১। **নারিএ**—পারি না বা পারিতেছি না।

রাধিকাবাচমাচম্য ইত্যাদি—রাধিকার বাক্য শ্রবণে প্রমোদমন্থর হরি বংশী লাভে ত্বরাবেশবশতঃ বৃন্দাকে বলিলেন।

পৃ.° ১৩০

২। **আতোষে**—অতুষ্টি।

৪। **আবসে**—কৃ° চ°এ অবসেঁ'। অবশ্য।

কৃষ্ণস্য বচনং ইত্যাদি—বৃন্দার মুখে শ্রীকৃষ্ণের বাক্য শ্রবণ করিয়া, কাতরা রাধিকা কৃষ্ণকে মধুর বাক্য বলিলেন।

৫। **মৈলোঁ**—মরিলাম।

৭। **তোক**—প্রতি' শব্দের যোগে ষষ্ঠী।

১১। **মরসিল**—ক্ষমা করিলাম; মরিষহ' শব্দের টীকা দ্রষ্টব্য।

১২। **কালী[নি]**—কালিন্দী।

বংশীখণ্ডের টীকা সম্পূর্ণ।

রাধাবিরহ খণ্ড

পৃ.° ১৩১

ইত্থং কৃষ্ণগতপ্রাণা ইত্যাদি—এইরূপে কৃষ্ণগত-প্রাণা রাধিকা কোনও রূপে গৃহকর্ম্ম করিয়া কিছুকাল নিজ গৃহে অতিবাহিত করিলেন। হরির দীর্ঘ বিরহে পঞ্চ-শরাতুরা হরিণী-হারিনয়না রাধা বৃন্দাকে এই কথা বলিলেন।

১। **নাইল**—মাধব দেবকৃত আদিকাণ্ডে,—

আমার থানক আইল সবে দেবগণ।
শনি কিয় নাইল বুলি করি কোপমন॥
দূত পঠাই দিলা দেবী আমার পাশক।

না আইল, আসিল না।

২। **পড়এ**—উপস্থিত হয়, উদিত হয়। **পাঅবোঁ**—পাইব, প্রাপ্ত হইব।

৩। **আইল**—মাগধী আৱিদে' (আপ্তঃ); **চৈত**—প্রা° চইত্ত'। চৈত্র।

৪। **সুতিলোঁ**—শয়ন করিলাম।

৫। **লাসী**—হি° লাহী'। বহুমূল্য বস্ত্র-ভেদ। **সে কাহ্নাঞিঁ** ইত্যাদি—সে কানাই উধাও হইয়া গেল অর্থাৎ নিরুদ্দেশ হইল।

৭। **ছুয়িলোঁ**—স্পর্শ করিলাম।

১০। **মলয়**—তামিল মলৈ'। দক্ষিণ দিকস্থ পর্ব্বত-বিশেষ; উহার অপর নাম চন্দনাদ্রি। বসন্তের প্রারম্ভে চন্দনাদি বৃক্ষের সুগন্ধ বহন করে বলিয়া দক্ষিণ-বায়ুকে মলয়পবন' বলে। **শিয়ল**—ক° ম°তে সীঅল'; গৌ° বৃ°এ সীয়ল'; প্রা° পৈ'এ সিঅল'। শীতল।

১১। **আপণা মগর** ইত্যাদি—আপনাকে মকরের

পেটে দিয়া কৃত কর্ম্মের প্রায়শ্চিত্ত করিব। মগর—মকর, গঙ্গার বাহন, পৌরাণিক জলজন্তুবিশেষ। ভোজ—প্রা° ভোজ্জ'। ভোজ্য।

১২। **ভাগ**—প্রা° ভগ্‌গ'। ভাগ্য, পুণ্য।

১। **কহিআরোঁ**—কহি, কহিতেছি।

৩। **নেহালিলোঁ**—দেখিলাম। **ঈসত বদন করী**—মাধবাচার্য্যের শ্রীকৃষ্ণমঙ্গলে,—

রঙ্গ নয়নে চাহি ঈষত বদনে।
উন্নত লম্বিত নাশা সুন্দর শ্রবণে॥

ঈষৎ মুখভঙ্গি করিয়া, মুচকি হেসে। [তুল° কিঞ্চিত নয়ণে' (মধুসূদনের নৈষধচরিত); লম্বিত মুখ' (শঙ্কর দেবের উ° কা°)।]

৪। **চউঠ**—প্রা° চউট্‌ঠ'। চতুর্থ।

১-৪। **দেখিলোঁ প্রথম নিশী** ইত্যাদি—পদটি পদাবলীর মধ্যে পরিবর্ত্তিত আকারে পাওয়া গিয়াছে। পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য।।

পৃ.° ১৩১

আণিআর—আন', আনয়ন কর।

২। **মলয়া বাঅ**—শরীর ও মনের আনন্দপ্রদ সৌরভময় বসন্ত-বায়ু। **কেহ্নে করে গাএ**—গা কেমন করিতেছে। **আনাওঁ**—আনাই বা আনয়ন করাও।

৩। **এ মোর বাহুর** ইত্যাদি—কৃষ্ণবিরহে রাধা অতিশয় শীর্ণা হইয়াছেন, তাই বাহু হইতে বলয় পুনঃ পুন খুলিয়া পড়িতেছে। বিদ্যাপতিতে,—

কঙ্কণ বলয়া গলিত দুহুঁ হাত।

বলএ—প্রা° বলঅ'; একার কর্ত্তৃকারকের চিহ্ন। **অনমীষ**—অনিমিষ, পলকহীন। **বাট চাহিআঁ**—পশ্চিম-রাঢ়ের প্রাদেশিক। পথ চাহিয়া, অপেক্ষা করিয়া।

৪। **এবেঁ মোর** ইত্যাদি—এখন আমার ভরা যৌবন। **আমরিষে**—প্রা° অমরিস'। অমর্ষ, ক্রোধ।

১। **ঘুসঘুসাআঁ**—√ঘুস্ (স° ঘৃষ্) ঘর্ষণে। ধিকি ধিকি, মৃদু জ্বলনে।

৪। **উতাপঠ**—উং √পট্ বিদারণে। খিন্ন, ব্যথিত।

১। **এ ধন যৌবন** ইত্যাদি—তুল°—

শঙ্খ কর চুর বসন কর দূর
তোড়হ গজমতি হার রে।
পিয়া যদি তেজল কি কাজ শিঙ্গারে
যমুনাসলিলে সব ডার রে॥
সীথার সিন্দুর পোছি কর দূর
পিয়া বিনু সবহি নৈরাস রে। (বিদ্যাপতি)

২। **যবেঁ কাহ্ন** ইত্যাদি—কপাল-দোষে যদি কানাই না মিলে। মিলিহে—মিলে বা মিলিবে।

৩। **কাহ্ন সমে** ইত্যাদি—কানাইর সহিত কেলি-বিলাস করিতে পাইলাম না। শ্রীকৃষ্ণবিষয়া রতি-সাধনায় সিদ্ধিলাভের সুযোগ পাইলাম না।

৪। **মাথে শঙ্খ সম** ইত্যাদি—কানাই আমার এই-রূপ বিলাস-বেশ দেখিয়া কেন দূরদেশে গমন করিলেন। শিসতে—সিঁথাতে। **গেলান্ত**—শূন্যপুরাণে,—

এত বোলি তপস্যাএ গেলেন্ত ভগবান।

ভবানীদাসকৃত ময়নামতীর গানে,—

পুরীমধ্যে চারি নারী গেলেন্ত চলিয়া।

গমন করিলেন। **বিদুর**—বিদ্যাপতিতে,—

চরণ কোমল পথ বিদূর॥

মাধবদেবকৃত আদিকাণ্ডে,—

নিবেক রামক বিদূরক নিশাচর।

সুদূরে, দূরদেশে।

পৃ.° ১৩৩

১। **নেহাত**—নিমিত্তার্থ লাগিআঁ' শব্দের যোগে ষষ্ঠী; 'নেহত' শব্দের টীকা দ্রষ্টব্য। প্রীতির।

৩। **সুধিএঁ**—শুদ্ধিতে, সন্ধিতে। **পাইবোঁ**—মাধব দেবের আদিকাণ্ডে,—

ইহান সমান বর পাইবোঁ কেনে করি॥
মনে গুণে কেন মর্ত্তে পাইবোঁ জানকীক।

আণো—জানি, অবগত হই; আণাওঁ' শব্দের টীকা দ্রষ্টব্য।

কমণ সুধিএঁ যাইবোঁ ইত্যাদি—সুবদনী রাধে, তুমিই বল, কোন্ পথে যাব, কোথায় তা'র ধরা পা'ব।

হে মুগ্ধে, [আগে] তাহা অবগত হই, তাহা হইলে বিবিধ কৌশল করিয়া মুরারিকে আনিয়া দিতেছি।

৪। **সোঅ**—শোও, শয়ন কর।

৫। **কি সুতিব** ইত্যাদি—তুল°—

চান কিরণ মোহি সহলো নই যায়।
চানন শীতল মোহি ন শোহায়॥ (বিদ্যাপতি)

সুতিব—শয়ন করিব।

৬। **সিতল**—পা° সীতল'। শীতল। **বুলাঅ**—বুলাও, ভ্রমণ করাও।

৯। **খাউ**—খাউক।

১০। **ধার**—ধারা, জলস্রোত।

১। **শত পল** ইত্যাদি—বড়াই, এক শত পল সোনা লইয়া এই ব্যাপারে যোগ দাও। পল—চারি তোলা পরিমাণ। মেল—মিলিত হও।

২। **চাহিহ**—খুঁজিও, অন্বেষণ করিও।

৩। **করে করতাল** ইত্যাদি—কখন করতালধ্বনি করে, কখন বংশী বাদন করে।

৫। **পাছু**—প্রা° পচ্ছা', (পশ্চাৎ); অপ° পচ্ছহুঁ'; প্রাচ্য হি° পাছু'। পশ্চাতে। **লাম্বাএ**—ঝুলাইয়া দেয়।

পৃ.° ১৩৪

৮। **নিন্দভোলে**—ঘুমের ঘোর উপলক্ষে।

১২। **সুরঙ্গে**—আনন্দ-বিলাসের সহিত।

১৩। **তবেঁস**—তবে সে।

১৪। **তথাঁহোঁ**—সেখানেও। **অশঙ্কেত**—সঙ্কেত। অসনান', আথান' প্রভৃতি শব্দ তুল°। **নিধুবনে**—কেলিবিলাস।

১৫। **ভাগীরথীকুলে**—ব্রজমণ্ডলস্থ মানসগঙ্গাতীরে।

১৬। **সাগরের ঘরে**—পূর্ব্বে একবার পাওয়া গিয়াছে (পৃ° ৩)। এখানে আবার সাগর গো আ লে বলা হইতেছে। **পুছিহ**—জিজ্ঞাসা করিও।

১। **মোএঁত**—ত' অবধারণে। **চাহত**—ত' অনুরোধ-বাক্যের মৃদুতা সম্পাদনে।

৪। **তোকে পাইবে হরী**—তোমায় শ্রীকৃষ্ণ মিলিবে।

১। **চুকে**—সমাপ্তিবাচক ক্রিয়া।

মথুরার নামে ইত্যাদি—পদাবলীতে—

মথুরার নাম শুনি প্রাণ কেমন করে।
সাধ করে বড়াই গো কানু দেখিবারে॥

সাদ—প্রা° সদ্ধা' (শ্রদ্ধা)। সাধ, অভিলাষ।

২। **বউল**—প্রা° বউল'। বকুল। **ধার**—প্রান্ত, ঝালর। **পিন্ধিআঁ**—পরিধান করিয়া।

পৃ.° ১৩৫

৩। **যেহ্ন মনে**—যেরূপে, যেমন করিয়া।

১। **সে দিগেঁ** ইত্যাদি—বসন্ত কি সে দিকের সংবাদ রাখে না? অথবা সে অঞ্চল কি বসন্তের অধিকারের বাহিরে? **উয়ে**—নাম-ধাতু; প্রা° উণ্হ' বা উম্হ' শব্দ হইতে বোধ হয়। পোড়ে, দগ্ধ হয়। তুল°—'দুধের ভাঁড় নিতে উআঁ'তে হয়। **এবেঁ মোর মণের** ইত্যাদি—তুল° 'তপই অবাঁইব উর অধিকাঈ॥'

২। **মুকুলিল আম্ব সাহারে** ইত্যাদি—বিদ্যাপতিতে,—

সাহর মজর ভমর গুঞ্জর
কোকিল পঞ্চম গাব।
দখিন পবন বিরহ বেদন
নিঠুর কন্ত ন আব॥

সাহারে—প্রা° প্র°, গৌ° ব° প্রভৃতিতে সহআর' (সহকার); একার কর্তৃকারকের চিহ্ন। সুগন্ধ আম্রবৃক্ষ।

৪। **তা দেখিতেঁ** ইত্যাদি—তাহা দেখিতে আমার প্রাণ বাহির হইবে। জাএব—√জা-এব (এব্ব)। যাইবে।

৫। **নয়িলোঁ**—লইলাম।

৩। **ষোলহ**—প্রা° সোলহ' (ষোড়শ)।

অশরীরশরৈঃ ইত্যাদি—অনঙ্গ-শরে কৃশিতাঙ্গ-যষ্টি,

প্রবল মনোবেদনাযুক্তা, নিরানন্দা অভিমন্যু-পত্নী (রাধা) দীর্ঘকাল হরির চরিত্রসমূহ চিন্তা করিয়া বৃন্দাকে বলিলেন।

[গত-সাত-ততিঃ—নিরানন্দপ্রবাহ বা আনন্দপ্রবাহ-হীনা। সা=সুখ=আনন্দ। ততিঃ=প্রবাহ=সমূহ। জনী=পত্নী।]

পৃ.° ১৩৬

দহ বুলী ইত্যাদি—তুল°—

সাগর অছন থাহ ভেল পানি ॥ (বিদ্যা°)
দইরাতে ডুবিতে গেলে দেখ দইরা শুকায়।
(পূর্ব্ববঙ্গগীতিকা, ৩খ°, ২স°)

২। **বিকাসিলেঁ**—বিকসিত করিলাম, প্রকাশ করিলাম।

৩। **প্রতি বোল ননন্দ বাছে**—কথায় কথায় ননদ দোষ ধরে। বাছে—√বাছ্, বিশ্লেষণে। **সব গোপী-গণে** ইত্যাদি—পদাবলীতে—

লোকমুখে শুনি ইহা বলে লোক
কাহ্নু সনে রাধা আছে ॥

আছে—আসক্ত হয়।

১। **আসুখ না কর**—দুঃখ করিও না। **দেহগতি**—কায়িক চেষ্টা বা দৈহিক অবস্থা। **মোতে লাগে দুখ**—পশ্চিম-রাঢ়ের প্রাদেশিক। আমার দুঃখ হয়।

হৃদয়ে ভরস কর—মনকে বুঝাও। ভরস—স° ভদ্র-আশা (?), হি° ভরোস'। প্রবোধ।

২। **পুছিউ**—জিজ্ঞাসা করা যাউক।

১। **কনয়া**—প্রা° প্র°, প্রা° লক্ষ্মী, কু° চ° প্রভৃতিতে কণয়'। কনকনির্ম্মিত বা স্বর্ণোজ্জ্বল। **ফোটা**—গোলাকার তিলক। **উয়ে**—উদিত বা প্রকাশিত হইতেছে। **গোটা**—একটা, সম্পূর্ণ।

২। **বঅনে**—প্রা° বঅণ'; একার প্রথমার চিহ্ন। বদন। **কন্নে**—কু° চ°এ কন্ন'; একার সপ্তমীর চিহ্ন। কর্ণে।

৩। **ঘাঘর**—প্রা° ঘগ্‌ঘর (?)। টী° স°এ ঘাঘরী (কিঙ্কিণী)। প্রাচীন সাহিত্যে ঘাঘর' শব্দ অবিরল। ঘুঙ্গুর, ক্ষুদ্র ঘণ্টিকা।

মগর—জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গলে,—

টাড় মগর হার চরণে মগরা।

পদাভরণভেদ; মগর খাড়ু' শব্দের টীকা দ্রষ্টব্য। **সে কৃষ্ণ গেলান্ত গগনে**—তুল° 'সে কাহ্নাঞি গেলা আকাশে' (পৃ.° ১৩১)।

৪। **তথাঁত**—তথায়।

পৃ. ১৩৭

৩। **তো**—প্রা°। নিশ্চয়ার্থে।

৪। **পরতয়**—প্রত্যয়। **তলাক**—ক' দ্বিতীয়ার চিহ্ন।

১। **বিছাইআঁ**—বিস্তৃত করিয়া, পাতিয়া।

হেন নেহ ইত্যাদি—শ্রীকৃষ্ণে এরূপ প্রীতি যে, শ্রীরাধা বড়াইর নির্দ্দেশমত সহসে যাত্রা করিলেন। উদ্দেশে—উল্লেখ-মত।

২। **কর**—হিন্দির অনুরূপ। করিয়া। **বাটা**—শূ° পু°, ময়নামতীর পুথি প্রভৃতিতে।

৩। **চালএ**—বিচলিত করে। **মানে**—বোধ করে।

৪। **রাহী**—শূন্যপুরাণে,—

লক্ষ্মী চারি জুগের রাই

ময়নামতীর গানে,—

রাজা বলে শুন মা জননী লক্ষ্মী রাই।

বিদ্যাপতিতে,—

হরি হসি মিলিলি রাধিকা রাণী ॥

রাণী। ডা° গ্রীয়ারসন রাহী' শব্দের অর্থ করিয়াছেন—a beautiful woman।

কদম্বস্থ তলে ইত্যাদি—সেই কদম্বমূলে বহু ক্ষণ থাকিয়া মদন-শর-কাতরা রাধা বহু বিলাপ করিলেন।

১। **রাতিহো**—রাত্রেও। **দুখ**—দুঃখদায়ক। **চখুত**—চক্ষে। **পেটে**—'পোট্টং উঅরে' (পোট্টং উদরম্)—দে° না° মা°। হি°, গু° প্রভৃতিতে পেট'। একার সপ্তমীর চিহ্ন।

পৈসু—প্রবেশ করুক। **উথাআঁ পাথাআঁ**—উদ্বোধিত ও প্রবোধিত করিয়া। তুল°—তুতিয়ে পাতিয়ে'।

২। **রসত**—নিমিত্তার্থে লাগিআঁ' শব্দের যোগে ষষ্ঠী। সুখ সম্ভোগের।

পৃ.° ১৩৮

৩। **দুখমতী**—গুণমতি', কুলমতি' প্রভৃতি শব্দ তুল°। **দহদহ**—ধক্‌ধকে, দহনশীল। **ঘসির**—ঘষি' শব্দ করীষবাচক। ঘুঁটের। **জালে**—প্রজ্বলিত করে। **ফুকে**—প্রা° ফুক্কার'; একার তৃতীয়ার চিহ্ন। বিদ্যাপতিতে,—

ফনিমনি দীপ ভরমে দেই ফুক।

ফুৎকার দ্বারা। **শাল**—শল্য।

৪। **কি মোর যৌবন** ইত্যাদি—আমার [রূপ]-যৌবনে ফল কি? ধন লইয়া কি করিব? ঘর-বাড়ী কিসের জন্য? অন্ন-জলে [আর] রুচি নাই। আমার জীবনের আশা কেন বড়াই? **ভাএ**—চণ্ডীদাসের পদে,—

হেন বেলে মোর নিঁদ দূরে গেল
হিয়ায়ে হইল দুখ।
সেই সত্য মোর কিছু নাহি ভায়ে
অঙ্গেতে নাহিক সুখ॥

বিদ্যাপতিতে,—

নিশবদে সুতল নিন্দ নহি ভায়।

চণ্ডীকাব্যে,—

যে যার মনে ভায় সে নারী ভজে তায়
মুকুন্দ এই রস গান॥

ভাল লাগে, রুচে।

১। **আন্ধারী**—প্রা° অংধার'। বিদ্যাপতির পদে,—

জামিনি আধ আঁধার।
দামিনী আএ তুলাএল হে
এক রাতি আঁধারী।

অন্ধকার। **ঝুরোঁ**—অশ্রু বর্ষণ করি বা করিতেছি।

নারিব—পশ্চিম-রাঢ়ের প্রাদেশিক। পারিব না।

৩। **বুঝে**—প্রা° বুজ্ঝই' (বুধ্যতে)। **বিশেষ**—বৈচিত্র্য।

১। **সেজা**—প্রা° সেজ্জা'। সেজ' বা শেজ' প্রাচীন সাহিত্যের চিহ্নিত শব্দ এবং রাঢ়ের পশ্চিম প্রান্তে অদ্যাপি প্রচলিত। শয্যা।

২। **গহীন**—দুরবগাহ। **এ মোর কুচকুম্ভ** ইত্যাদি—তুল°,—

কুচজুগ কলসে জমুনা ভেলি পার॥ (বিদ্যা°)

৩। **এহিত**—ত' নিশ্চয়ার্থে। **পুড়িআঁ**—দগ্ধ করিয়া।

পৃ.° ১৩৯

রাধামাধবমন্বিষ্য ইত্যাদি—বনে বনে রাধামাধবের অন্বেষণে পরিশ্রান্তা, মদনজ্বরে কাতরা রাধা বৃন্দাকে বলিলেন।

১। **পরিভাবিল**—পরিচিন্তন করিলাম, ভাবিয়া দেখিলাম।

সংপ্রহৃষ্টোহত্র ইত্যাদি—অত্র (স্বপ্নে) প্রহৃষ্ট গোবিন্দ আমার সহিত রমমান হইয়াছেন; সুতরাং বৃন্দে! তুমি তাঁহার নিকট প্রণাম নিবেদন করিতে যাইবার উপায় বল।

১। **এ**—কথা বা সুরের মাত্রা। **আলিছিল**—আসিয়াছিল। বীরভূম অঞ্চলের ইতর প্রয়োগ আল্‌ছিল', হল্‌ছিল', গেল্‌ছে', হল্‌ছে' ইত্যাদি; কিন্তু করেছে', করিছিল', মেরেছে', মেরিছিল', খেএেছে', খেএিছিল' প্রভৃতি।

২। **শোভক**—শোভনশীল।

৩। **সুতী**—বিদ্যাপতিতে,—

সুতি রহল তঁহি কিছু ন অলাপি॥
সুতি রহল হম করি এক চীত।

মাধব কন্দলিকৃত অযোধ্যাকাণ্ডে,—

দেখন্ত কৈকেয়ী শুতি আছে ক্রোধঘরে।

শুইয়া, শয়ন করিয়া। **জাগিলোঁ**—জাগিলাম, জাগ্রত হইলাম।

৪। **সুরতীএঁ**—সুরত কেলি দ্বারা।

১। **বাইআঁ**—বাদন করিয়া।

পৃ.° ১৪০

১। **আছিলাহোঁ**—মাধব কন্দলিকৃত লঙ্কাকাণ্ডে,—

বৃক্ষর আরত শুনি আছিলোহো তাক॥

ছিলাম।

৬। **বহায়িলোঁ**—বহন করাইলাম।

১। **নারিলোঁ**—পারিলাম না।
চাহিতে না ফুরে—দেখিতে ইচ্ছা করে না।
২। **লাজাই**—লজ্জা বোধ করি।

১। **হিরণ্য বিদারী**—হিরণ্যকশিপুর বিদারণকারী। **গোকুল তরী**—গোকুলাবতার।

২। **ভৈল পাঞ্জর শেষ**—চণ্ডীদাসের পদে 'পাঞ্জর হইল শেষ', 'খসিল পাঁজরের বন্ধ'।

৪। **দূতা দিআঁ** ইত্যাদি—কর্পূর-তাম্বূলাদি প্রেরণ কামাচার আমন্ত্রণের সঙ্কেত-ভেদ। পূর্ব্ববর্ত্তী পদে 'গুআ পান দিআঁ' ইত্যাদি (পৃ.° ১০৯)।

পৃ.° ১৪১

উনমত কালে—যে বয়সে হিতাহিত জ্ঞান ছিল না। অর্থাৎ শৈশবে।

৫। **খণ্ডহ বিদূরে**—দূরে ত্যাগ কর অর্থাৎ ক্ষমা কর।

৩। **পাঠাইলোঁ**—মাগধী পট্‌ঠাবিদঽম্হি' (প্রস্থাপিতোঽস্মি), প্রাচ্য হি° পঠৈলোঁ'। **তবে নাম** ইত্যাদি—তখন শিশু এবং সতী বলিয়া স্বীয় নাম চিহ্নিত করাইলে অথবা কখন পুরুষ-সঙ্গতা হও নাই বলিয়া আপনাকে পরিচিত করিলে। পাড়ায়িলেঁ—অঙ্কিত করাইলে, চিহ্নিত করাইলে। আবালি—বালিকা বা বাল্যাবধি।

২। **কাহ্ন মোর কুটুম্ব** ইত্যাদি—কানাই আমার দূর সম্পর্কিত (অর্থাৎ তুমি এবং আমি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধযুক্ত নহি); সুতরাং আমার মন নিকট জ্ঞাতিতে অনুরক্ত নহে। তুমিই আমার একমাত্র আশ্রয়; দূতীকে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখ।

৩। **পরসন**—প্রসন্ন। **পৃয়**—প্রিয়।

১। **করিলে**—করণান্তর, করিলে পর। **পাইঞোঁ**—পাইঞোঁ' বা পাইএ' হইবে বোধ হয়। প্রাপ্ত হইলাম।

আহ নিশি যোগ ধেআই ইত্যাদি—আমি সর্ব্বক্ষণ যোগ ধ্যানে রত রহিয়াছি। মন ও বায়ুকে লয়-স্থানে রক্ষা করিতেছি। পরমশিবের সহিত বিলাসান্তে কুণ্ডলিনী শক্তি স্বস্থানে প্রতিষ্ঠিতা হইয়াছেন। এখন আমাকর্ত্তৃক ব্রহ্মজ্ঞান অধিকৃত।

[মনের স্থিতি আজ্ঞাচক্রে। সহস্রদল কমলের অধোভাগে বায়ুর লয়স্থান। 'গগনং ব্রহ্মরন্ধ্রং দশমদ্বারমিতি যাবৎ'।]

আনুসর—অনুবর্ত্তন কর, অপসৃত হও।

পৃ.° ১৪২

২। **দশমী**—সংখ্যা অর্থে প্রযুক্ত। **ইড়া পিঙ্গলা সুসমনা** ইত্যাদি—ইড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্নার সন্ধিস্থলে আজ্ঞাচক্রের উর্দ্ধে মন ও পবনকে লীন করিয়াছি। নবদ্বার (চক্ষুর্দ্বয়, কর্ণদ্বয়, নাসাদ্বয়, মুখ, পায়ু ও উপস্থ) এবং দশম দ্বারে কপাট দিলাম। এখন আমি যোগমার্গে আরূঢ়।

উপরে স্পষ্টতঃ ষট্‌চক্রভেদের প্রসঙ্গ করা হইয়াছে। তন্ত্রাদি শাস্ত্রে ষট্‌চক্র ও তাহার ভেদক্রমের নিম্নলিখিতরূপ বিবরণ পাওয়া যায়। মেরুদণ্ডের বহিঃপ্রাচীরে সংলগ্ন বাম ও দক্ষিণ পার্শ্বে ইড়া ও পিঙ্গলা নামে দুইটি নাড়ী আছে। এবং পৃষ্ঠাস্থির অভ্যন্তরস্থ রন্ধ্রে সুষুম্না নাড়ী মস্তকে গিয়া শেষ হইয়াছে। এই বজ্রাখ্যা সুষুম্না নাড়ীর মধ্যে পর পর চিত্রিণী ও ব্রহ্মনাড়ী অবস্থিত। শরীরের স্থানবিশেষে সুষুম্না নাড়ীতে গ্রথিত আধারাদি করিয়া সাতটি পদ্ম কল্পিত হয়। সুষুম্না নাড়ীর অগ্রভাগে পায়ুদেশের কিছু উর্দ্ধে আধারপদ্ম। ইহার চারিটি দল, প্রত্যেক দলে এক একটি বর্ণ; মধ্যে ধরাচক্র নামে একটি চতুষ্কোণ চক্র; মধ্যস্থলে ধরাবীজ ও কর্ণিকামধ্যে একটি ত্রিকোণ যন্ত্র আছে। এই পদ্মে লিঙ্গরূপী স্বয়ম্ভু বর্ত্তমান এবং স্বয়ম্ভুলিঙ্গকে বেষ্টন করিয়া ও ব্রহ্মদ্বারে মুখ রাখিয়া সর্পাকারা কুণ্ডলিনী শক্তি বাস করেন। লিঙ্গমূলে ছয় দলবিশিষ্ট স্বাধিষ্ঠান পদ্ম, ছয় দলে ছয়টি বর্ণ; মধ্যভাগে গোলাকৃতি বরুণমণ্ডল, মণ্ডলের মধ্যে অর্দ্ধচন্দ্র ও তাহাতে বরুণবীজ আছে। এই পদ্মে বরুণশক্তি বিরাজিতা। নাভিমূলে দশাক্ষরযুক্ত দশ দলে প্রকাশিত মণিপুর পদ্ম। মধ্যস্থলে ত্রিকোণ বৈশ্বানর মণ্ডল; ত্রিকোণের তিন পার্শ্বে স্বস্তিকাকার তিনটি ভূপুর এবং মধ্যে বহ্নিবীজ। এই পদ্মে লাকিনী শক্তি আছেন।

হৃদয়ে দ্বাদশ দলসমন্বিত অনাহত চক্র, দ্বাদশ দলে দ্বাদশ বর্ণ, মধ্যে ষট্‌কোণ বায়ুমণ্ডল ও তাহাতে বায়ুবীজ। অনাহত পদ্মে (বাণলিঙ্গ) শিব ও কাকিনী শক্তির বাস। কণ্ঠস্থিত বিশুদ্ধ নামক পদ্মের ষোড়শ দলে ষোড়শ বর্ণ; কর্ণিকাতে বৃত্তাকার চন্দ্রমণ্ডল ও নভোমণ্ডল এবং নভোবীজের স্থান। উক্ত পদ্মে সদাশিব ও শাকিনী শক্তি অধিষ্ঠিতা। ভ্রূ-মধ্যে বর্ণদ্বয়বিশিষ্ট আজ্ঞাপদ্ম, কর্ণিকামধ্যস্থিত ত্রিকোণ যন্ত্রে (শবরূপ) শিব ও হাকিনী শক্তির স্থান নিরূপিত। তদূর্দ্ধে প্রণবাকৃতি পরমাত্মা ও তাহার উপরি ভাগে চন্দ্রবিন্দু; সর্ব্বোপরি (অধোমুখ) সহস্রদল পদ্ম। উহার পঞ্চাশৎ দলে পঞ্চাশৎ বর্ণ, কর্ণিকাতে চন্দ্রমণ্ডল ও ত্রিকোণ যন্ত্র। সহস্রদল পদ্মে শঙ্খিনী শক্তির সহিত পরমশিব অবস্থান করেন।

যম নিয়মাদি অভ্যাসরত সাধক গুরুর উপদেশ অনুসারে তেজ ও বায়ুর সাহায্যে কুণ্ডলিনী শক্তি উত্থাপিত করিবে। পরে হুঙ্কার বীজ উচ্চারণপূর্ব্বক তাঁহার চেতনা সম্পাদন করিয়া চিত্রিণীর মধ্যগত পদ্ম দিয়া মূলাধার অবধি আজ্ঞা পর্য্যন্ত ছয় পদ্মকে এবং মূলাধার, অনাহত ও আজ্ঞা, এই তিন পদ্মস্থ তিন শিবকে ভেদ বিহিত হইয়াছে। অনন্তর কুণ্ডলিনীকে সহস্রদল কমলে অবস্থিত পরমশিবের সহিত মিলাইয়া দিবে; এবং গলিত পরমামৃত পানে পরিতৃপ্ত কুণ্ডলিনীকে আধার কমলে ফিরাইয়া আনিবে।

৩। **ছেদিলোঁ**—ছেদন করিলাম। **ভোলো**—ভুলি, বিভ্রান্ত বা মোহিত হই।

চিরাদমধুরং ইত্যাদি—বহু ক্ষণ শ্রীকৃষ্ণের অমধুর বাক্য শ্রবণ করিয়া জগদ্‌রম্যা রাধা সকরুণ বাক্য বলিলেন।

৩। **আভাগী**—মন্দভাগিনী।

৪। **বুঝিতেঁ নারিল** ইত্যাদি—স্ত্রীলোক হইলে স্ত্রীলোকের ব্যথা অবশ্যই বুঝিতে; আর পুরুষ, কেমন করিয়া নারীর মর্য্যাদা রক্ষা করিতে হয়, সে জানে, তাহার পক্ষে এতটা নির্ম্মম হওয়া অসম্ভব। **জীএঁা মোঁ** ইত্যাদি—কেবল তোমার মিলন আশায় বাঁচিয়া আছি।

১। **কাটিলোঁ**—কাটিলাম।

নেবারিল—নিবারণ করিলাম। **তোরে**—তোমা হইতে।

২। **আহ্মা লঞাঁ** ইত্যাদি—আমার দ্বারা পরদার অযুক্ত।

পৃ.° ১৪৩

১। **জবে**—যখন। **তোহাঁক**—তোমায়।

৩। **আনুগতী**—অনুগতা। **ভকতী**—অনুরাগিণী।

বিমোচিলোঁ—বিমোচন করিলাম, মুক্ত হইলাম।

আহ্মাত—আমার উদ্দেশে বা নিমিত্ত।

৩। **কুয়র**—প্রা° কুমর'। তুলসীদাসে কুবর'। কুমার। **সংপিল**—সমর্পণ করিল।

পৃ.° ১৪৪

২। **তোহ্মে**—প্রা' তুম্‌হে' (যুষ্মান্)। তোমায়।

৪। **নরকের ফল**—নরক ভোগ।

৫। **আরী**—অরি, শত্রু। **বালেন্দু**—প্রতিপদের চাঁদ, দুর্লভ বস্তু।

১। **দুতর**—প্রা' দুত্তর'। বিদ্যাপতি,—

আতর দুতর নরি……

দুতর রজনি দূর অভিসার।

দুস্তর। **লাজে পিঠ দিআঁ**—লজ্জায় জলাঞ্জলি দিয়া।

২। **তেআগিল**—ত্যাগ করিলাম। **উত্তর**—সম্মতি।

৩। **রতীএঁ**—রতি-হেতু।

১। **সকল সংপুন্ন** ইত্যাদি—আমার যৌবন যাবতীয় সৌন্দর্য্য-সম্পদে পরিপূর্ণ। সাজে—সজ্জায়।

সিতা রামে ইত্যাদি—হে চক্রপাণি, রাম বিনা দোষে সীতা দেবীকে ত্যাগ করিয়া অশেষ যাতনা দিয়াছিলেন এবং স্বয়ং ততোধিক বেদনা পাইয়াছিলেন।

২। **চিন্তো**—চিন্তা করি, ভাবনা করি।

পৃ.° ১৪৫

তবেঁ তিরীবধ ইত্যাদি—বিদ্যাপতিতে,—

তিরিবধ পাতক লাগয় তোয়॥

তিরীবধ—স্ত্রীহত্যাজনিত পাতক।

৩। **তোর মোর**—তোমায় আমায়।

পরিহরিলোঁ—পরিত্যাগ করিলাম।

২। **জুড়িএ**—জোড়া হয়। **পুরুষ নেহা ভাজিলেঁ** ইত্যাদি—তুল'—

ছিন্নস্নেহরসা ভবন্তি পুরুষা দুঃখানুবত্যাঃ পুনঃ॥

—অমরুশতক

৪। **তোতে**—তে' পঞ্চমীর অর্থে প্রযুক্ত।

১। **নআ**—প্রা° নরঅ (নবক); প্রা° পৈ°এ ণআ' [কেসু লআ] ২।১৪৪। নবীন।

নহোঁগ নহোঁগ—ওগো, নই গো নই।

৪। **হরো**—প্রতারিত করি।

মায়া মোহ—স্নেহ মমতা; এখানে ছলাকলা অর্থে প্রযুক্ত। **পোহু**—পুত্র; পো'এ শব্দের টীকা দ্রষ্টব্য।

২। **কহিলেন্ত**—মাধব দেবকৃত আদিকাণ্ডে,—

অণ্ডকোষ নাহি মোর কথা কহিলন্ত।

কহিলেন।

পৃ. ১৪৬

৩। **কাএ**—প্রা° কাঅ' (কায়া); এ' বিভক্তিচিহ্ন।

১। **মৈলাক**—চয্যাচয্যবিনিশ্চয়ে,—

জীবন্তে মঅলেঁ নাহি বিশেসো॥

জীবন্তে মইলেঁ নাহি বিশেষ॥

গুণরাজ খানকৃত শ্রীকৃষ্ণবিজয়ে,—

মইল শরীরে যেন পাইল পরাণি॥

ভবানীদাসকৃত ময়নামতীর গানে,—

মৈল করি বুড়া বেটা রহিল পড়িয়া।

মৃতকে।

২। **উপজিব**—উপজাত হইবে, উৎপন্ন হইবে। **রুষিবেহেঁ**—রোষান্বিত হইবে, কুপিত হইবে।

৩। **পসিলোঁ**—মাধব কন্দলিকৃত কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে,—

এবে তসু পারে প্রভু পশিলোঁ শরণ।

প্রবেশ করিলাম। **শরণ পসিলোঁ**—শরণ গ্রহণ করিলাম। তুল° 'শরণ সান্বাহ' (পৃ° ১০৯)। **সহিবাক**—সহিবার নিমিত্ত, সহ্য করিতে।

৪। **তেরছ নয়নে**—নয়নকোণে, ইঙ্গিতে।

২। **দুখদিআঁ** ইত্যাদি—হে দুঃখদানকারী, সত্য বলিতেছি, মাথায় হাথ দিয়া শপথ করিতেছি ইত্যাদি। **জালাএ**—প্রা° জালা', এ' বিভক্তিচিহ্ন। জ্বালায়।

১। **গেলাহা**—গেলে, গমন করিলে।

পৃ. ১৪৭

২। **টালিআঁ**—ঠেলিয়া, অপসারিত করিয়া।

কৃষ্ণস্য বাচমাচম্য ইত্যাদি—শ্রীকৃষ্ণের বাক্য শ্রবণ করিয়া, রাধা বৃন্দার সমীপে গমন করিলেন এবং নিজ প্রাণ রক্ষার উপায়স্বরূপ বলিলেন।

১। **আন্ধিআরী**—প্রা° অন্ধআর'। বিদ্যাপতিতে,—

যামিনী ঘন আঁধিয়ার।

নিসি আন্ধিয়ারি ডরাসী।

অন্ধকার'। **জাহার**—জার' শব্দের টীকা দ্রষ্টব্য। যাহার।

খোজো—'খোজ্জ মার্গচিহ্নে' দে° না° মা°। খোঁজ করি, অন্বেষণ করি।

২। **সুয়িলো**—শয়ন করিলাম। **আনল সরণ**—অগ্নি প্রবেশপূর্ব্বক প্রাণ বিসর্জ্জন।

৩। **ভরে**—নির্ভর, অবলম্বন। **পড়ে**—প্রা° পড়ই' (পততি)। **যে ডালে করো** ইত্যাদি—তুল°,—

যে ডালে ভর করে সেই ভাঙ্গি যায়।

(মৈ° গী° ১।২)।

বিসরামে—বিশ্রাম।

১। **বুঢ়**—প্রা° বুড্ঢ' (বৃদ্ধ)। **বয়সত**—বয়সে।

২। **যাঞোঁ**—যাই। **জাণ**—জাণো' বা জাণোঁ' হইবে বোধ হয়।

৩। **এক মান**—সমান, সমতুল্য। **বাশলী** ও

সিরে—পুথির সর্ব্বত্রই যথাক্রমে বাসলী' ও শিরে' পাঠ আছে।

১। **মতিভোলে**—মনোভ্রান্তি হেতু, মনের বিহ্বলতা-বশতঃ।

২। **দগধকপালী**—পোড়াকপালী' বঙ্গের প্রায় সর্ব্বত্র প্রচলিত।

পৃ.° ১৪৮

৩। **তোলোঁ**—চৈতন্যভাগবতে,—

তোলোঁ চক্র তোমা লাগি সে হয় বিফল॥
(মধ্য°, ১০ম অ°)

উত্তোলন করি। **চিহ্নিলোঁ**—চিনিলাম। **এ রূপ যৌবন** ইত্যাদি—আমার এই রূপ যৌবন শ্রীকৃষ্ণের নিকট আবদ্ধ রাখিব। পূর্ব্বে 'নহে রূপ যৌবন দিআঁ যাহা দান্ধা॥' (পৃ° ৪৪)।

৪। **কোকিল কৈল** ইত্যাদি—কোকিল ধুআ ধরিল। পালি গানে—[প্রা° পালি' (পঙ্ক্তি)]। দোহারের গেয় পদাংশ অর্থাৎ ধুআ। চৈতন্যচরিতামৃতে,—

আর পঞ্চ জন দিল তার পালি গান॥
(মধ্য° ১৩শ পরি°)

কবিকঙ্কণের চণ্ডীকাব্যে,—

দুই পাল্যের কন্ধে দিয়া দুই পাও।
(বঙ্গবাসী সংস্করণ)

শরণ ভৈলো—শরণাপন্ন হইলাম।

১। **পাছু**—পরিণাম।

৩। **বন্ধুজন করাআঁ** ইত্যাদি—প্রিয়তমকে বিমুগ্ধ বা বিভ্রান্ত করাইয়া কেমন করিয়া কৌশলে পরিতুষ্ট করিবে? ছন্দে বন্দে—কলে কৌশলে।

জরতীবচনং ইত্যাদি—বৃন্দার বাক্য শ্রবণ করিয়া মদনাতুরা রাধিকা মাধব-প্রাপ্তির আশায় সখীগণের নিকট বলিলেন।

৫। **কি মোর জীবন** ইত্যাদি—তুল° "কি মোর যৌবন" ইত্যাদি (পৃ° ১৩৮)। **ভ্রমিবোঁ**—ভ্রমণ করিব।

৬। **আছেন্ত**—মাধব দেবকৃত আদিকাণ্ডে,—

দুই ভার্য্যা সমে সুখে আছন্ত নৃপতি।
আছন্ত সুমিত্রা নামে দুহিতা তাহান।
আছন্ত নৃপতিগণ পাতিয়া সমাজ।

আছেন।

পৃ.° ১৪৯

৯। **মুরুছা পাইল**—বাক্যাংশ লক্ষণীয়; অধিকাংশ স্থলেই মুরুছা গেলী' (পৃ° ১১১, ১২২, ১৩৯)।

১২। **নিদুখ**—দুঃখলেশহীন, আনন্দময়।

১। **তনের উপর হারে** ইত্যাদি—পদটি জয়দেব-কৃত 'স্তনবিনিহিতমপি হারমুদারং' (গীত°, ৪র্থ সর্গ) গীতের সুস্পষ্ট প্রতিধ্বনি। **মানএ**—অনুভব করে, বোধ করে। **সরস চন্দন পঙ্কে** ইত্যাদি—রাধা (তোমার বিরহে) গাত্রস্থিত সরস চন্দন-প্রলেপকে বিষ সম বোধ করিয়া সভয়ে দেখিতেছেন। বিষম—জয়দেবে বিষমিব'। বিষসম।

তোর বিরহ দহনে ইত্যাদি—তোমার বিরহে, সন্তপ্তা রাধা (কেবল) তোমার মিলন আশায় বাঁচিয়া আছেন। তুল°—'জীবতি পরমিহ তব রতিকলয়া' (গীত° ৬ষ্ঠ সর্গ)। দগধিলী—বিদগ্ধা, সন্তপ্তা।

২। **নালহীন কৈল** ইত্যাদি—তুল° 'মানহুঁ কমল-মূলু পরিহরেউ।'

৩। **তরাসিত মনে**—ভীত চিত্তে।

১। **নিন্দএ চান্দ চন্দন** ইত্যাদি—জয়দেবের 'নিন্দতি চন্দনমিন্দুকিরণমনুবিন্দতি খেদমধীরম্' (গীত°, ৪র্থ সর্গ) পদের অনুকরণ। সর্ব্বতোভাবে আদর্শের সৌন্দর্য্য রক্ষা করিয়া রীতিসিদ্ধ ভাষায় এমন কথায় কথায় অনুকরণ চণ্ডীদাসেরই অনুরূপ। **নিন্দএ**—প্রা° নিন্দই' (নিন্দতি)। নিন্দা করিতেছে। **করে মনসিজ শর** ইত্যাদি—শ্রীমতী রাধিকা তীক্ষ্ণাগ্র মনসিজশরজালের উপর আপনাকে শায়িত করিয়া, তোমায় পাইবার নিমিত্ত যেন কঠোর ব্রতের অনুষ্ঠান করিতেছেন। অর্থাৎ তোমায় পাইবেন, এই আশায় রাধা তোমার বিরহজনিত দারুণ মর্ম্মব্যথা সহ্য করিতেছেন।

দগধিনী—বিদগ্ধা, সন্তপ্তা। **ভৈলী তোহ্মার শরণে**—তোমার শরণপ্রার্থিনী হইলেন।

পৃ.° ১৫০

২। **সংনাহা**—সন্নাহ, বর্ম্ম। **আহোনিশি মদন মারে** ইত্যাদি—মদন তাঁহার বক্ষোদেশ লক্ষ্য করিয়া অনবরত শর প্রহার করিতেছে। তুমি সর্ব্বক্ষণ তাঁহার-(ই) অন্তরে অবস্থান করিতেছ, তাই তোমায় রক্ষা করিবার অভিপ্রায়ে যেন রাধা হৃদয়োপরি পদ্মপত্রের বর্ম্ম পরিকল্পনা করিতেছেন।

নয়ন শলিল পড়ে ইত্যাদি—তাঁহার মুখমণ্ডলে অবিরল নয়ন-জল পতিত হইতেছে, যেন রাহু (দন্তাঘাতে) চন্দ্রের অমৃতধারা নিঃসারণ করিল। গালিল—ধারাকারে বাহিরে আনিল, নিঃসৃত করিল। ফেন গালা', ফোড়া গালা', 'ছো' মেরেই সাপে বিস গেলে দেয়' ইত্যাদি তুল°। **তোহ্মাকে লিখিআঁ** ইত্যাদি—উৎকণ্ঠা-বিনোদনের নিমিত্ত (চারুদত্ত, রত্নাবলী, মালতী-মাধব প্রভৃতিতে)।

৪। **তোহ্মাক সংমুখ দেখি** ইত্যাদি—অধুনা তুমি একান্ত দুষ্প্রাপ্য হইয়া উঠিয়াছ, তাই সখী ধ্যানে তোমায় সম্মুখে দেখিয়া কখন হাসিতেছেন, কখন রুষ্টা হইতেছেন, কখন রোদন করিতেছেন, কখন বা ভয়ে কাঁপিতেছেন। **ঘর বন ভৈল** ইত্যাদি—তোমার বিরহে এক্ষণে রাধার পক্ষে গৃহ অরণ্যতুল্য, প্রিয়-সখীগণ বন্ধনস্বরূপ হইয়াছে। ঘন ঘন দীর্ঘনিশ্বাস পতিত হওয়ায় বিরহানল দারুণ আকারে বৰ্দ্ধিত হইতেছে। কাম্পে—প্রা° কংপই'। কাঁপে, কম্পিত হয়।

৫। **বনের হরিণী** ইত্যাদি—রাধা (দাবানল-বেষ্টিত ও জালবদ্ধ) বন্য হরিণীর ন্যায় সভয়ে দশ দিক নিরীক্ষণ করিতেছেন। তরাসিলী মনে—ভীতচিত্তে বা ত্রস্তভাবে।

অধুনাপি কিন্নু ইত্যাদি—প্রমিতাক্ষরাচ্ছন্দঃ, দ্বাদশ অক্ষরে চরণ। নিম্নলিখিতরূপ,—

◡◡— | ◡—◡ | ◡◡— | ◡◡— ||

এখনও তুমি কেন অন্য রমণীকে সদয় হৃদয়ে গ্রহণ করিবার মানস করিতেছ? ওহে গতভৃষ্ণ শ্রীকৃষ্ণ, তোমার বিরহে মদন, সুতনু রাধার পীড়া উৎপাদন করিতেছে।

২। **লুনী**—প্রা° নোনীঅ'; ম° লোনী'। নবনীত।

৩। **রাধার পরাণে** ইত্যাদি—আমি রাধার মর্ম্মব্যথা সহ্য করিতে পারি না। অথবা—রাধা কোমল প্রাণে দুঃখ সহিতে পারে না।

৫। **মাথে হাথ বুলাই**—শান্ত করিবার অভিপ্রায়ে। বুলাই—বুলাইয়া, ভ্রমণ করাইয়া।

৫। **বোল পালহ**—কথা শুন।

৭। **বৈসু**—উপবেশন করুক।

মাধবস্য নিদেশেন ইত্যাদি—মাধবের আদেশে আনন্দিতা বৃন্দা উৎফুল্লা রাধার জনমনোহর বেশ করিয়া দিল।

১। **চম্পা**—প্রা° চম্পঅ'। চম্পক।

২। **সুরেশরী**—সুরেশ্বরী, গঙ্গা। **গিএ গজমুতী হার** ইত্যাদি—বিদ্যাপতিতে,—

পীন পয়োধর অপরুব সুন্দর
উপর মোতিম হার।
জনি কনকাচল উপর বিমল জল
দুই বহ সুরসরি ধার॥

৩। **পহ্রাইল**—পরাইল, পরিধান করাইল। **মিলি হেমকরগণে** ইত্যাদি—কারুগণ মিলিত হইয়া অতি যত্ন সহকারে যেন অন্যতম রত্ন শঙ্খকে রত্নে জড়িত করিল। কণ্ঠাভরণ যোজনায় শিল্পিগণের সমবেত রচনা শৈলী। হেমকরগণে—সেকরারা।

৪। **কুতুহলে**—কু° চ°এ কুউহল' (কুতূহল)। কৌতূহল সহকারে, সাগ্রহে। **চুড়ী**—পাইঅলচ্ছীনামমালা ও ভবিসয়ত্তকহাতে চুড়' (বলয়ানি)। 'চুড়ো বলয়াবলী' —দে° না° মা°। বিদ্যাপতিতে,—

চুরি কনক কর কঙ্কে।

কৃত্তিবাসী লঙ্কাকাণ্ডে,—

কনক কঙ্কণ চুড়ি বাহুর উপর তাড়।

(বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয়)।

শ্রীকৃষ্ণবিজয়ে,—

শঙ্খের উপর শোভে কনকের চুড়ি।

করাভরণভেদ।

৫। **মল্লতোর**—মল্লতোড়ল' শব্দেরই রূপভেদ। চণ্ডীদাসের পদে,—

চরণ কমলে মল্লতোড়ল
সুন্দর যাবক রেখা।

কৃত্তিবাসী অযোধ্যাকাণ্ডে,—

জানকী পরেন তাড় তোড়ল নূপুর।

গোবিন্দদাসের পদে,—

পদপঙ্কজ পাশে শোভে আলতা।
মণি-মঞ্জির তোড়ল মল্ল পাতা॥

পদাভরণ-ভেদ, বর্ত্তমানে তোড়া' নামে পরিচিত।

পৃ.° ১৫১

৬। **গন্ধ রাংগে**—সুবাসিত মুখরঞ্জনে।

৭। **স্বভাবে**—বেশে। **লাস বেস**—প্রা° লাস', লাস্য এবং বেস', বেশ। বিলাস-বেশ। অসমীয়া হেমকোষে 'নাচিবর নিমিত্তে করা শরীরর শোভা; এতেকে ধুন-পেচ, গার শোভা'। প্রাচীন হস্তলিখিত পুথিতে শব্দটি কচিৎ নাস বেশ' বা ন্যাস বেশ' আকারে পাওয়া যায়। সম্ভবতঃ উহা লক্ষ্য করিয়াই পদামৃত-সমুদ্রের সঙ্কলয়িতা ঠাকুর মহাশয়ের টীকায় 'ন্যাসঃ অলঙ্কারবিন্যাসঃ বেশঃ চন্দনসিন্দূরাদিনা' এই অর্থ ধৃত হইয়াছে। **রতিভাবে**—রতি উদ্দেশ্যে, কেলি-বিলাসের অভিপ্রায়ে।

—

রাধিকাং মনসিজজ্বরাতুরাং ইত্যাদি—রথোদ্ধতা, ছন্দঃ, একাদশ অক্ষরে চরণ।

কামজ্বরাতুরা এবং মণ্ডনবশতঃ দ্বিগুণ সৌন্দর্য্যশালিনী রাধিকাকে অবলোকন করিয়া কামাতুর হরি ক্রমশঃ এইরূপ বর্ণ (রতিক্রিয়া) আরম্ভ করিলেন।

১। **রাধাহো**—রাধাও।

২। **দসনের**—কৃ° চ°, গৌ° ব° প্রভৃতিতে দসণ' (দশন'); এর' ষষ্ঠীর চিহ্ন। দন্তের। **দশনে**—দন্ত। **ইঙ্গিতকারেঁ**—আকার-ইঙ্গিতে, হাবভাবে। **হারিল**—বশ্যতা স্বীকার করিল।

৩। **পীল**—পান করিল। **উচিত হিল্লোল পড়িল**—অনুরূপ আনন্দের ঢেউ পড়িয়া গেল। পড়িল' শব্দের প্রয়োগ লক্ষণীয়। **নিধুবনে**—কেলিবিলাসে অথবা বিলাসকুঞ্জে।

৪। **আনুবন্ধে**—অবিচ্ছেদে। **যেন**—যেরূপ, যাদৃশ। **রস প্রবন্ধে**—রতিবিলাস। **মুকুল**—মুকুলিত।

—

১। **তোহ্মাতে**—তোমাতে বা তোমার প্রতি। **সুতি**—শয়ন করিয়া।

৩। **মেলিল**—ব্যাপ্ত হইল বা করিল।

—

১। **বিনএ**—ভাল মানুষের মত, ভদ্রভাবে।

পৃ.° ১৫২

৪। **চিআয়িলী**—জাগরিতা হইল।

—

১। **উরে**—উরুদেশে। **ঘুমে**—কেহ কেহ মনে করেন, ঘুম শব্দ অর্ব্বাচীন; বস্তুতঃ তাহা নহে। বিদ্যাপতিতে,—

ঘুমক আলসে জদি পলটি হোউ পাস।
মান ভয়ে মাধব উঠয় তরাস॥

কৃত্তিবাসী উত্তরাকাণ্ডে,—

অচেতন হৈলা বীর জ্ঞান নাহি ঘুমে॥

বংশীদাসের পদ্মাপুরাণে,—

লখাই বিপুলা হইলা ঘুমে অচেতন।

প্রাচীন সাহিত্যে ঘুমই' (চর্য্যাপদে), ঘুমাওল', ঘুমল', ঘুমায়ত', ঘুমাইআ' প্রভৃতি পদের ব্যবহার বিরল নহে।

২। **পড়োঁ**—চৈতন্যভাগবতে,—

তোর পৃষ্ঠে পড়োঁ তোর মরণ দেখিয়া॥
(মধ্য°, ১০ম অ°)

পড়ি, পতিত হই। এহোবার—এইবার, এবারও।

—

২। **মেলাইলো**—মিলিত করিলাম। **ভোলী**—বিহ্বলা, বিবশা। **শিয়রত**—সন্নিহিত।

৩। **রঞ্জে**—তৃপ্ত করে, প্রীত করে।

—

একাকিনী পরিভ্রম্য ইত্যাদি—রাধে, একাকিনী বনভ্রমণের গুরু পরিশ্রমে ক্লান্ত হইয়াছি; কিন্তু তথাপি মধুসূদনের সন্ধান পাওয়া গেল না।

বৃন্দে, তোমার বাক্যে আমি জগৎ শূন্য দেখিয়া, ব্যাকুল-চিত্ত হইয়াছি; তুমি আমার কথা শুন।

পৃ.° ১৫৩

বঞ্চিমো—বঞ্চিব, যাপন করিব। **কা**—কাহাকে।

২। **ভুঁজয়ে**—উপভোগ করে।

৩। **কান্দিলোঁ**—কাঁদিলাম, ক্রন্দন করিলাম।

১। **পুনমতী**—পুণ্যবতী। **ভুঁজে**—উপভোগ করে।

কাকু—দৈন্যোক্তি।

৩। **খাণিকেহো**—ক্ষণেকের নিমিত্তও।

১। **আরতী**—আরতি, আদেশ।

পৃ.° ১৫৪

১। **উরে**—কাশীদাসের আদিপর্ব্বে,—

নিদ্রা জায় মুনিকন্যার উরে শির দিআ।

উরুদেশে। **শুতিলোঁ**—শয়ন করিলাম।

২। **পুড়িলোঁ**—পুড়িলাম, দগ্ধ হইলাম।

৩। **অসেস**—প্রা° অসেস'। অশেষ। **যেষ**—শেষ।

৪। **বিপরিত**—নিদারুণ। **দিশে**—দিবস।

১। **য়ানাহী লোক**—অন্য লোকে। **তা**—কৃ° চ°, গৌ° ব°, প্রা° পৈ° প্রভৃতিতে তা', তাব'। তাবৎ।

নিনায় কতিচিৎ ইত্যাদি—রাধা কৃষ্ণতৃষ্ণায় কিছু কাল অতি কষ্টে যাপন করিয়া অধিভবান্ কৃষ্ণের উদ্দেশে বৃন্দাকে এই কথা বলিলেন।

পৃ.° ১৫৫

১। **ওহাড়িআঁ**—ঢাকিয়া, আচ্ছাদন করিয়া। **কত না রাখিব** ইত্যাদি—তুল°,—

কতকাল রাখিবে যৌবন আঞ্চলে বান্ধিয়া।

(গোপীচাঁদের পাচালী)

সে ফল আবে তরুণত ভেল সজনি

আঁচর তর নই সমায়॥

বিদ্যা°, পৃ. ৪১০

বোলাইআঁ—বলিয়া কহিয়া, জানাইয়া।

বিহড়াইল—মাধব কন্দলিকৃত অযোধ্যাকাণ্ডে,—

কিবা রাম দদা তোক অনিষ্ট করিল।

সিকারণে তান তই রাজ্য বিহরাইল॥

বিঘটিত করিল, বিচ্ছিন্ন করিল; বিহড়ান্নি' শব্দের টীকা দ্রষ্টব্য।

২। **বিষাইল**—বিষাক্ত। **কাণ্ডের**—বাণের।

৩। **বজরে**—বজ্রে। **গঢ়িল**—গঠিত, নিৰ্ম্মিত। **ফুটিআঁ**—ফাটিয়া, বিদীর্ণ হইয়া।

৪। **জেঠ**—প্রা° জেট্‌ঠ'। জ্যৈষ্ঠ।

চতুরে চতুরো ইত্যাদি—চতুরে রাধে, মেঘ-মেদুর মাসচতুষ্টয় [কোন রূপে] যাপন কর; কেন না, এ বিষয়ে আমার কোনও শক্তি নাই।

১। **আসাঢ় মাসে নব মেঘ** ইত্যাদি—তুল°,—

মাস আখাঢ় উন্নত নব মেঘ।

পিয়া বিশলেখে রহঞো নিরথেঘ॥

বিদ্যা°, পৃ.° ৪৩৬

পাখী জাতী নহোঁ ইত্যাদি—বিদ্যাপতিতে,—

পাখী জাতি যদি হও পিয়া পাশ উড়ি যাও

সব দুঃখ কহোঁ তছু পাশে॥

৩। **ভাদর মাঁসে** ইত্যাদি—বিদ্যাপতিতে,—

ভাদর মাস বরিস ঘন ঘোর।

সভ দিস কুহকয় দাতুল মোর॥

মত্ত দাদুরি ডাকে ডাহুকি

ফাটি যাওত ছাতিয়া॥

৪। **নিবড়ে**—প্রা° ণিব্বট্টই' (নির্ব্বর্ত্তয়তি)। [Prk. নিব্বড়ই or দিব্বড়েই; S. নির্বর্ত্তয়তি Platts' H. E. Dictionary.]

কৃত্তিবাসের আত্মবিবরণে,—

এগার নিবড়ে যখন বারতে প্রবেশ।

উত্তরাকাণ্ডে,—

যজ্ঞ নাঞি নিবড়ে যজ্ঞ করি নিরন্তর।

ঘনরামের ধর্ম্মমঙ্গলে,—

ন মাস প্রবেশে গর্ভ নিবড়ে অষ্টম।

শেষ হয়। **মেঘ বহিআঁ গেলেঁ**—বর্ষা বিগত হইলে। **কাশী**—কাশ কুসুম।

মা খেদং ভজ ইত্যাদি—রাঁধে, খেদ করিও না, মন **স্থির কর**; অচিরে আসিয়া কৃষ্ণ তোমায় স্পর্শ করিবেন।

১। **হাথে চান্দ মানী**—হাতে চাঁদ দিবে বলিয়া। মানী—অঙ্গীকার করিয়া। **আইহনক পীঠ** ইত্যাদি—লজ্জার মাথা খেয়ে আয়ানকে উপেক্ষা করিলাম।

৩। **ঝালিআর**—যে ঝালি [চৈতন্যচরিতামৃতে রাঘব পণ্ডিতের ঝালি প্রসিদ্ধ। মালদহ অঞ্চলে ঝাইল' অর্থে চর্ম্মাদি-নির্ম্মিত থলিয়া; ময়মনসিংহে বেত্রাদি-রচিত পেটিকা (ঝাঁপি)।] বহন করিয়া ফিরে, সে ঝা লি আ; র' বিভক্তিচিহ্ন। কুহকীর। শ্রীকৃষ্ণ ঐন্দ্রজালিক ব্যাপারবিশেষের সহিত তুলিত হইয়াছেন। [কেহ কেহ ঝালিআর স্তুল' এইরূপ পাঠ করিতে চাহেন; তাহাতে অর্থ সুন্দর হয় বটে, কিন্তু পুথিতে ঝালিআর ডাল' সুস্পষ্ট।]

পৃ.° ১৫৬

জানে বাথ ন জানে ইত্যাদি—রাধিকে, হরির উদ্দেশ জানি আর নাই জানি, তাহাতে কি? আমি এখন গমনে নিতান্ত অশক্তা।

২। **নিকুপেঁ**—অস° নিচুক'। নিচুপে, নিঃশব্দে। **পালী**—প্রতিপালন করিয়া।

৩। **আলিসের**—আলস্যের।

৪। **ঠাঁঠী**—বেহায়া, প্রগল্‌ভা।

৫। **চুম্বো**—চুম্বন করি।

৬। **হাঁঠীবাক**—চলিবার নিমিত্ত, চলিতে।

৮। **ঝঙ্কারিবী**—ঝঙ্কার করিবে, তিরস্কার করিবে।

৯। **হের শির কর** ইত্যাদি—মাথায় হাত দিয়া এই তোমার আগে শপথ করিতেছি ইত্যাদি।

মথুরানগরীং গত্বা ইত্যাদি—মথুরা নগরে যাইয়া বৃন্দা মধুসূদনকে বলিল,—'বিরহে মগ্না রাধা তোমার শরণাপন্না'। ইহা শুনিয়া নাগর হরি রাধিকার প্রতি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া বৃন্দাকে রুষ্ট বাক্য বলিলেন।

১। **নঠী**—দুষ্টা, প্রগল্‌ভা। **ঠাইক**—স্থানে। **রাধাত**—লাগিআঁ শব্দের যোগে ষষ্ঠী।

২। **হাথত**—ত' করণ কারকের চিহ্ন; পূর্ব্বে 'হাথেত' (পৃ.° ৮)। **বুইল**—বলিলে।

পৃ.° ১৫৭

২। **মোর বোলেঁ তোহ্মে** ইত্যাদি—এখন তুমি আমার বিনয়-বাক্যে রাধার নিকট আসিবে না বটে; কিন্তু কানাই, নিশ্চিতই তোমায় তাহার বিয়োগজনিত অশেষ দুঃখ ভোগ করিতে হইবে। **ভাত না খাইলি** ইত্যাদি—তখন তাহার জন্য অন্ন ত্যাগ করিলে, এখন শর্করায় আদর কেন? অর্থাৎ তখন তাহার জন্য পাগল হইলে, আর এখন এ বিপরীত ভাবের কারণ কি? শাকর—প্রা° সক্করা' (শর্করা)। উপলখণ্ড, কঙ্কর বা বালুকা-মিশ্রিত মৃত্তিকা; কর্পরাশ। আদরাহ—আদর করিতেছ, আগ্রহ দেখাইতেছ।

৩। **যুড়ীবাক**—যোড়া দিবার নিমিত্ত, যোড়া দিতে। **ভাঁগিল সোনার ঘট** ইত্যাদি—তুল°,—

> সুজনক প্রেম হেম সমতুল।
> দহইতে কনক দ্বিগুণ হোয় মূল॥
> (বিদ্যা° পৃ.° ৬১)

মাটির—প্রা° মট্টি; র' বিভক্তিচিহ্ন।

৭। **আসি জাই করী**—আসা যাওয়া করি।

——

২। **কাটিল**—কৃত্তিবাসী অযোধ্যাকাণ্ডে,—

> কাটিল কদলী যেন পড়ে ভালে মূলে॥

কাটা, কর্ত্তিত। **তেজিবাক**—ত্যাগ করিবার নিমিত্ত, ত্যাগ করিতে।

৩। **বিনাস**—প্রা° বিণাস'। ধ্বংস।

বিরহখণ্ডের টীকা সম্পূর্ণ।